শ্রীচৈতন্যভাগবত

অন্ত্যখণ্ড

রাধাগোবিন্দ নাথ

সাধনা প্রকাশনী

পূজ্যপাদ ব্যাসাবতার শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরমহোদয়-বিরচিত
এবং নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী-টীকাসম্বলিত সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

(অন্ত্যখণ্ড)

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় স্ফুরিত
এবং
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ও পরে নোয়াখালী চৌমুহানী কলেজের
প্রাক্তন অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ

রাধাগোবিন্দ নাথ

এম.এ., ডি.লিট্, পরাবিদ্যাচার্য, বিদ্যাবাচস্পতি, ভাগবতভূষণ
ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ, ভক্তিসিদ্ধান্তভাস্কর
কর্তৃক লিখিত

সাধনা প্রকাশনী

৭৫/২বি, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা ৭০০ ০৩৪

শ্রীচৈতন্যভাগবত (অন্ত্যখণ্ড) প্রকাশের সময়
ফাল্গুন, ১৩৭৩। শকাব্দা ১৮৮৮
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৮৯। ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭

নবকলেবর
রথযাত্রা, আষাঢ় ১৪১৯
জুন, ২০১২

প্রকাশক ঃ সন্দীপন নাথ
সাধনা প্রকাশনী
৭৫/২বি, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা ৭০০ ০৩৪

প্রাপ্তিস্থান ঃ
সাধনা প্রেস
৭৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০১২
ফোন ঃ ২২৩৭ ৮৪৫৬ / ২২১২ ১৬০০
মোবাইল ঃ ৯৮৩০৯ ১১৪২৬

মুদ্রাকর ঃ
দাস এন্টারপ্রাইস
১৮০, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০১২

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-প্রীতয়ে

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু

সঙ্কেত-পরিচয়

সঙ্কেত		পরিচয়
অ. কৌ.	—	কবি কর্ণপূরের অলঙ্কার কৌস্তুভ (পুরীদাস-মহাশয়-সংস্করণ)
অ. প্র.	—	প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামিকৃত শ্রীচৈতন্যভাগবতের টীকা
উ. নী. ম.	—	উজ্জ্বলনীলমণি (বহরমপুর-সংস্করণ)
কঠ	—	কঠোপনিষৎ
কড়চা	—	মুরারিগুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্, কড়চানামে খ্যাত
গী. বা গীতা	—	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
গো. পূ. তা.	—	গোপালপূর্বতাপনী শ্রুতি
গৌ. কৃ. ত.	—	শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী টীকা (রাধাগোবিন্দ নাথ)
গৌ. গ. দী.	—	কবি কর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকা (বহরমপুর-সংস্করণ)
গৌ. বৈ. অ.	—	শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধান (হরিদাস দাস)
গৌ. বৈ. দ.	—	গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন (রাধাগোবিন্দ নাথ)
চৈ. চ.	—	শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (রাধাগোবিন্দ নাথ-সম্পাদিত তৃতীয় সংস্করণ)
ছান্দো., বা ছা., উ.	—	ছান্দোগ্য উপনিষৎ
তন্ত্রসার	—	শ্রীযুক্ত বীরেশনাথ বিদ্যাসাগরকৃত অনুবাদসহ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন-ভট্টাচার্য-সম্পাদিত। ১৩৩৪ সাল।
তৈ. উ.	—	তৈত্তিরীয়-উপনিষৎ
নৃ. পূ. তা.		নৃসিংহপূর্বতাপনী উপনিষৎ
বি. পু.	—	বিষ্ণুপুরাণ (বঙ্গবাসী-সংস্করণ)
বৃ. আ.	—	বৃহদারণ্যক-শ্রুতি
বৃ. ভা.	—	বৃহদ্ভাগবতামৃত (সনাতন গোস্বামী)
ব্র. সং.	—	ব্রহ্মসংহিতা (বহরমপুর-সংস্করণ)
ভ. র. সি.	—	ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (বহরমপুর-সংস্করণ)
ভা.	—	শ্রীমদ্ভাগবৎ (বঙ্গবাসী-সংস্করণ)
মশ্রী	—	মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ (রাধাগোবিন্দ নাথ)
মাঠরশ্রুতি	—	প্রীতিসন্দর্ভঃ। ১-অনুচ্ছেদ-ধৃত মাঠরশ্রুতিবাক্য।
মুণ্ড	—	মুণ্ডকোপনিষৎ

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ল. ভা. — লঘুভাগবতামৃত বা সংক্ষেপ ভাগবতামৃত (পুরীদাস-মহাশয়ের সংস্করণ)

শতপথশ্রুতি — ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৩৪ অনুচ্ছেদ-ধৃত।

শ্বেতা — শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি

সৌপর্ণশ্রুতি — প্রীতিসন্দর্ভঃ। ৩২ অনুচ্ছেদ-ধৃত।

হ. ভ. বি. — শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস (শ্যামাচরণ কবিরত্ন সংস্করণ)

১।২।১৪১ ইত্যাদি — শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ড। দ্বিতীয় অধ্যায়। ১৪১-পয়ার। ইত্যাদি

অন্ত্যখণ্ডের সূচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যভাগবত ঃ অন্ত্যখণ্ড

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি

শ্রীচৈতন্যভাগবত

অন্ত্যখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

অবতীর্ণৌ স্বকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥ ১ ॥

নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥ ২ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। কাটোয়ায় সন্ন্যাসের পরে প্রেমোন্মত্ত প্রভুর নৃত্য এবং কেশব ভারতীকে আলিঙ্গন। আচার্যরত্নকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া প্রভুর কাটোয়া ত্যাগ। আচার্যরত্নের মুখে প্রভুর সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া নবদ্বীপবাসী আপ্তবর্গের দুঃখ। প্রভুর রাঢ়দেশে প্রবেশ এবং প্রান্তরভূমিতে ক্রন্দন। চলিতে চলিতে শিশুদের মুখে হরিধ্বনি-শ্রবণে গঙ্গার সামীপ্য জানিয়া গঙ্গার মহিমা কীর্তন। শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে গমনের সঙ্কল্প করিয়া, তাঁহার সংবাদ-প্রদানের নিমিত্ত এবং শ্রীবাসাদিকে শান্তিপুরে আনয়নের নিমিত্ত নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া প্রভুর ফুলিয়ায় গমন। প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত ফুলিয়ায় অসংখ্য লোকের আগমন। নিত্যানন্দের মুখে প্রভুর সংবাদ পাইয়া শচীমাতার ও ভক্তবৃন্দের সান্ত্বনা-লাভ। দ্বাদশ-উপবাসের পর শচীমাতার ভোজন। ফুলিয়া হইতে প্রভুর শান্তিপুরে আগমন এবং সে-স্থানে নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুর মিলন ও প্রেমাবেশে নৃত্য। প্রভুর নিজমুখে স্বীয় তত্ত্ব-প্রকাশ। অদ্বৈতগৃহে ভক্তবৃন্দের সহিত আনন্দ-ভোজন।

শ্লো ॥ ১॥ অন্বয়াদি ১।১।৩-শ্লোকপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

শ্লো ॥ ২ ॥ অন্বয়াদি ১।১।২-শ্লোকপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লক্ষ্মীকান্ত।
জয় জয় নিত্যানন্দ-বল্লভ-একান্ত ॥ ১
জয় জয় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ন্যাসিরাজ।
জয় জয় জয় শ্রীভকতসমাজ ॥ ২
জয় জয় পতিতপাবন গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদ-দ্বন্দ্ব ॥ ৩
শেষখণ্ড-কথা ভাই! শুন একচিত্তে।
নীলাচলে গৌরচন্দ্র আইলা যেমতে ॥ ৪
করিয়া সন্ন্যাস বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
সে রাত্রি আছিলা প্রভু কণ্টক-নগর ॥ ৫
করিলেন মাত্র প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ।
মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্ত্তন ॥ ৬
'বোল বোল' বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দ্দিগে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য ॥ ৭
শ্বাস, হাস, স্বেদ, কম্প, পুলক, হুঙ্কার।
না জানি কতেক হয় অনন্ত বিকার ॥ ৮
কোটি-সিংহ প্রায় যেন বিশাল গর্জ্জন।
আছাড় দেখিতে ভয় পায় সর্ব্বজন ॥ ৯
কোন্ দিগে দণ্ড কমণ্ডলু বা পড়িল।
নিজ প্রেমে বৈকুণ্ঠের পতি মত্ত হইল ॥ ১০
নাচিতে নাচিতে প্রভু গুরুরে ধরিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন বড় তুষ্ট হৈয়া ॥ ১১
পাইয়া প্রভুর অনুগ্রহ-আলিঙ্গন।
ভারতীর বিষ্ণুভক্তি হইল তখন ॥ ১২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১। **নিত্যানন্দ-বল্লভ একান্ত**—শ্রীনিত্যানন্দের একান্ত বল্লভ বা প্রিয়, অথবা, শ্রীনিত্যানন্দ যাঁহার একান্ত বল্লভ বা প্রিয়, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

২। **ন্যাসিরাজ**—সন্ন্যাসীদিগের রাজা (শ্রেষ্ঠ)।

৩। এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন, "ইহার পর একখানি পুঁথিতে অতিরিক্ত পাঠ—'জয় জয় শেষ-রমা-অজ-ভব-নাথ। জীবপ্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥' "

৫। **সে-রাত্রি**—সন্ন্যাস-গ্রহণের রাত্রিতে।

৮-৯। এই দুই পয়ারে প্রভুর প্রেম-বিকারের কথা বলা হইয়াছে। "কম্প"-স্থলে "প্রেমকম্প", "অনন্ত"-স্থলে "প্রেমের" পাঠান্তর।

১০। **কোন্ দিগে ইত্যাদি**—কেশব ভারতী প্রভুকে সন্ন্যাসীর দণ্ড ও কমণ্ডলু দিয়াছিলেন। সেই দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে করিয়াই প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছিলেন। উদ্দণ্ড-নৃত্যকালে দণ্ড-কমণ্ডলু যে কোন্ দিকে গিয়া পড়িল, প্রেমাবেশে প্রভু তাহা জানিতেই পারিলেন না।

১১। **গুরুরে**—সন্ন্যাসের গুরু কেশব ভারতীকে।

১২। **বিষ্ণুভক্তি**—কৃষ্ণপ্রেম। **হইল**—এ-স্থলে "হইল"-শব্দে "জন্মিল" অর্থ গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয় না, "উচ্ছ্বসিত হইল"—ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। যেহেতু, কেশব ভারতী পূর্ব হইতেই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। নচেৎ প্রভু তাঁহার নিকট সন্ন্যাস-প্রার্থী হইতেন না, ভারতীর নিকট উপনীত হইয়া প্রভু তাঁহাকে বলিতেন না—"তুমি কৃষ্ণ দিতে পার" এবং যাহাতে "কৃষ্ণদাস্য" জন্মিতে পারে, তদ্রূপ সন্ন্যাসও প্রভু তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেন না। প্রভু যখন ভারতীর কর্ণমূলে তত্ত্বমসি-বাক্যের ষষ্ঠীতৎপুরুষাত্মক অর্থ প্রকাশ করিলেন, কৃষ্ণভক্ত না হইলে ভারতীও তখন বলিতেন না, "ইহাই

পাক দিয়া দণ্ড কমণ্ডলু দূরে ফেলি।
সুকৃতি ভারতী নাচে 'হরি হরি' বলি ॥ ১৩
বাহ্য দূরে গেল ভারতীর প্রেমরসে।
গড়াগড়ি যায় বস্ত্র না সম্বরে' শেষে ॥ ১৪
ভারতীরে কৃপা হৈল প্রভুর দেখিয়া।
সর্ব্ব-গণ 'হরি' বোলে ডাকিয়া ডাকিয়া ॥ ১৫
সন্তোষে গুরুর সঙ্গে প্রভু করে নৃত্য।
দেখিয়া পরম সুখে গায় সব ভৃত্য ॥ ১৬
চারি-বেদে ধ্যানে যারে দেখিতে দুষ্কর।
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে নাচয়ে ন্যাসিবর ॥ ১৭
কেশব-ভারতী-পা'য়ে বহু নমস্কার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ শিষ্য-রূপে যাঁর ॥ ১৮
এইমত সর্ব্ব-রাত্রি গুরুর সংহতি।
নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি ॥ ১৯
প্রভাত হইলে প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
চলিলেন গুরু-স্থানে বিদায় করিয়া ॥ ২০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীহরির সন্ন্যাস-মন্ত্রবর" এবং সেই ষষ্ঠীতৎ পুরুষাত্মক অর্থে তিনি প্রভুকে সন্ন্যাস-মন্ত্রও দিতেন না। ভারতী কৃষ্ণভক্ত না হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়া তিনি প্রভুর "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"-নামও রাখিতেন না এবং "ভারতী"-উপাধিকেও প্রভুর পক্ষে "অযোগ্য" বলিতেন না। এ-সমস্ত কারণে মনে হয়, কেশব ভারতী পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। এক্ষণে প্রভুর কৃপালিঙ্গনে তাঁহার ভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে মাত্র এবং এই উচ্ছ্বসিত প্রেমের প্রভাবেই তিনি বাহ্যজ্ঞান-হারা হইয়া "হরি হরি" বলিতে বলিতে নৃত্য করিতেছিলেন।

১৩। পাক দিয়া—ঘুরাইয়া। দণ্ড-কমণ্ডলু ইত্যাদি—শ্রীল মুরারি গুপ্ত তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন—"রাত্রিকালে কেশব ভারতীর সহিত প্রভু নৃত্য করিতে লাগিলেন, ভারতীও প্রভুর সহিত একত্রে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্যশেষে তিনি গৌরহরিকে বলিলেন—'কোনও একজন লোক এ-স্থানে আমার হস্ত হইতে দণ্ড আকর্ষণ করিয়া ভুজদ্বয়ে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—তুমি নিজে নৃত্য কর। তারপর আমি আনন্দে পূর্ণ হইয়া মহাবিহ্বল চিত্তে নৃত্যস্থলে প্রবেশ করিয়া নৃত্য করিয়াছি।" তাঁহার কথা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহাবিস্মিত ও প্রেমভরে ধৈর্যহারা হইলেন। কেশব ভারতীর এ-সকল কথা শুনিয়া প্রভুও স্বজনগণে পরিবৃত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং ভারতীও প্রেমপরিপ্লুতদেহে কমণ্ডলু ও দণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্মের পবিত্রতার জন্য প্রভুর সহিত নাচিতে লাগিলেন। কড়চা ॥ ৩।২।১৩-১৮ ॥"

১৪। না সম্বরে—সম্বরণ করেন না। গড়াগড়ি যায় ইত্যাদি—প্রেমরসে মত্ত হইয়া ভারতী ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন এবং শেষে (শেষকালে, তাঁহার এমন অবস্থা হইল যে, তিনি) বস্ত্র-সংবরণও করিলেন না, পরিধানের বস্ত্র যে তাঁহার অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছিল, তাহাও তিনি জানিতে পারিলেন না।

১৫। ডাকিয়া ডাকিয়া—উচ্চস্বরে। "সর্ব্বগণ 'হরি' বোলে ডাকিয়া"-স্থলে "নিরন্তর (নিরবধি) হরি বোলে সভেত"-পাঠান্তর। সর্ব্বগণ—প্রভুর গণের (সঙ্গের) ভক্তগণ।

১৭-১৮। চারি বেদে ইত্যাদি—চারি বেদের আনুগত্যে ধ্যান করিয়াও যাঁহার দর্শন-লাভ দুষ্কর, অথবা ধ্যানেও যাঁহার দর্শন-লাভ দুষ্কর বলিয়া চারিবেদ বলেন, তাঁর সঙ্গে ইত্যাদি—সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ কেশব ভারতী সেই প্রভুর সঙ্গেই সাক্ষাদ্‌ভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ১৮-পয়ারে "বহু"-স্থলে "রহু"-পাঠান্তর।

২০। "করিয়া"-স্থলে "লইয়া" এবং "হইয়া"-পাঠান্তর।

"অরণ্যে প্রবিষ্ট মুঞি হইমু সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥" ২১
গুরু বোলে "আমিহ চলিব তোমা'সঙ্গে।
থাকিব তোমার সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে॥" ২২
কৃপা করি প্রভু সঙ্গে লইলেন তানে।
অগ্রে গুরু করিয়া চলিলা প্রভু বনে॥ ২৩
তবে চন্দ্রশেখর-আচার্য কোলে করি।
উচ্চস্বরে কান্দিতে লাগিলা গৌরহরি॥ ২৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২১। এই পয়ার হইতেছে ভারতী গোস্বামীর নিকটে প্রভুর উক্তি।

২২-২৩। "সঙ্কীর্ত্তন"-স্থলে "কৃষ্ণকথা"-পাঠান্তর। তানে—তাঁহাকে, কেশব ভারতীকে। এই দুই পয়ারে যাহা বলা হইয়াছে, অন্য কোনও গৌর-চরিতকারের উক্তিতে তাহা দৃষ্ট হয় না। গ্রন্থকারের উক্তি হইতেই জানা যায়, কাটোয়া হইতে যাত্রা করিয়া প্রভু যখন শান্তিপুরে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন কেশব ভারতী প্রভুর সঙ্গে ছিলেন না। কেশব ভারতী প্রভুর সঙ্গে কোন্ স্থান পর্যন্ত গিয়াছিলেন, কোন্ স্থান হইতে তিনি প্রভুর সঙ্গ ছাড়িলেন, সঙ্গ ছাড়িয়াই বা কোথায় গেলেন, গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর এ-সমস্ত কিছুই লিখেন নাই। এই দুই পয়ারোক্তি কিম্বদন্তীমূলক কিনা, তাহা বিবেচ্য।

এই প্রসঙ্গে গৌরচরিতকারদের কথিত বিবরণের স্বরূপ-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য। মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, কবিকর্ণপূর এবং কৃষ্ণদাস-কবিরাজ—এই চারিজন চরিতকারই সুপ্রসিদ্ধ এবং যথাযোগ্যভাবে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত। মুরারি গুপ্ত ছিলেন প্রভুর কয়েক বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ। প্রভুর নবদ্বীপ-লীলার তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী এবং অনেক নবদ্বীপ-লীলায় তিনি স্বয়ং অংশও গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং প্রভুর নবদ্বীপ-লীলা-সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য। সাধারণতঃ মুরারি গুপ্তের কড়চা-নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্"-নামক গ্রন্থে তিনি সংক্ষেপে এ-সমস্ত লীলার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কবিকর্ণপূর ছিলেন প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শিবানন্দ সেনের পুত্র এবং নিজেও ছিলেন প্রভুর বিশেষ কৃপাভাজন। তিনি ছিলেন বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের সম-সাময়িক এবং ৪।৫ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে (মহাকাব্যে এবং নাটকে) এমন অনেক বিবরণ দৃষ্ট হয়, যাহাতে কিম্বদন্তীর লক্ষণ সুস্পষ্ট (ভূমিকা। ৮-১০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং প্রভুর সন্ন্যাসের পরবর্তী লীলা-সম্বন্ধে কর্ণপূরের কথিত বিবরণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য নহে। কৃষ্ণদাস-কবিরাজ প্রভুর লীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষদর্শীদের উক্তির অবলম্বনেই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"-নামক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। প্রভুর সন্ন্যাসের পরবর্তী বিবরণসম্বন্ধে এই গ্রন্থে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন যে, স্বরূপদামোদরের কড়চা এবং রঘুনাথদাস গোস্বামীর কড়চা (শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু) হইতে তিনি তাঁহার গ্রন্থের উপাদান পাইয়াছেন। স্বরূপদামোদর ছিলেন নবদ্বীপেও প্রভুর অন্তরঙ্গ সঙ্গী। তখন তাঁহার নাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য। নবদ্বীপ-লীলারও তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। প্রভুর সন্ন্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ পর্যন্ত দুই বৎসর এবং প্রভুর বৃন্দাবন-গমনাগমনের ছয় সাত মাস—মোট এই প্রায় আড়াই বৎসর-কাল তিনি প্রভুর সঙ্গে ছিলেন না। এতদ্ব্যতীত প্রভুর অন্তর্ধান পর্যন্ত সকল সময়েই তিনি প্রভুর সঙ্গে ছিলেন। সুতরাং

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

উল্লিখিত আড়াই বৎসর ব্যতীত অন্য সময়ের সকল লীলাই তিনি প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়াছেন এবং ঐ আড়াই বৎসরের লীলাও তিনি প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট শুনিয়াছেন। তিনি প্রভুর এ-সমস্ত লীলার কথা সংক্ষেপে যে স্বরচিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারই নাম স্বরূপদামোদরের কড়চা। রঘুনাথদাস গোস্বামীর নিকট হইতে কবিরাজ-গোস্বামী সেই কড়চা পাইয়াছেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরেও স্বরূপদামোদর কিছুকাল প্রকট ছিলেন। রঘুনাথদাস গৃহত্যাগের পরে নীলাচলে আসিয়া ষোল বৎসর পর্যন্ত স্বরূপদামোদরের সঙ্গে প্রভুর অন্তরঙ্গ-সেবা করিয়াছেন। এই ষোল বৎসরের লীলার তিনিও প্রত্যক্ষদর্শী এবং এই ষোল বৎসরে তিনি যে-সকল লীলা দর্শন করিয়াছেন, তৎ-সমস্ত তিনি তাঁহার কড়চায় (অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গস্তব-কল্পতরু-নামক গ্রন্থে) সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্বরূপদামোদরের অন্তর্ধানের পরে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। কবিরাজ-গোস্বামী গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে আসার পরে দাসগোস্বামীর সহিত তাঁহার মিলন হয়। দাসগোস্বামী ছিলেন কবিরাজ-গোস্বামীর একজন শিক্ষাগুরু। তাঁহার নিকট হইতে কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গ-কল্পতরু পাইয়াছেন। কবিরাজ-গোস্বামী যখন শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত লিখিতেছিলেন, তখন তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডে দাসগোস্বামীর সহিত এক সঙ্গেই বাস করিতেন। তখন দাসগোস্বামীর উল্লিখিত গ্রন্থে সূত্রাকারে লিখিত লীলাসমূহের বিস্তৃত বিবরণ এবং দাসগোস্বামীর গৃহত্যাগের পূর্বে প্রভুর যে-সমস্ত লীলা তিনি প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়াছেন এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে যে-সমস্ত লীলার কথা শুনিয়াছেন, সে-সমস্ত লীলার কথাও কবিরাজ-গোস্বামী দাসগোস্বামীর নিকট শুনিয়াছেন।

কবিরাজ-গোস্বামীর ছয় জন শিক্ষাগুরু ছিলেন—শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস এবং শ্রীগোপাল ভট্ট। ইঁহাদের মুখেও কবিরাজ-গোস্বামী প্রভুর অনেক লীলার কথা শুনিয়াছেন। দাসগোস্বামীর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে অন্যান্য শিক্ষাগুরুদের কথা বলা হইতেছে। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন প্রভুর যে-সকল লীলা সাক্ষাদ্‌ভাবে দর্শন করিয়াছেন এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে যে-সকল লীলার কথা শুনিয়াছেন, কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহাদের নিকট হইতে সে-সমস্ত লীলার বিবরণ পাইয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামী ছিলেন শ্রীশ্রীরূপসনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি তাঁহাদের নিকটে অধ্যয়নও করিয়াছেন এবং বৃন্দাবনে অবস্থান-কালে তাঁহাদের চরণ আশ্রয় করিয়াই বাস করিতেন। তাঁহাদের নিকটে শ্রীজীব প্রভুর সে-সমস্ত লীলার কথাই শুনিয়াছেন। প্রভু যখন রামকেলিতে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীজীবও সে-স্থানে ছিলেন। তখন তিনি অবশ্য বালক ছিলেন ; তথাপি তখন তিনি প্রভুর রামকেলি-লীলার বিষয় অবগত ছিলেন। তাঁহার মুখেও কবিরাজ প্রভুর লীলার কথা শুনিয়াছেন। রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ছিলেন তপন মিশ্রের পুত্র। বৃন্দাবন-গমনাগমন সময়ে প্রভু যতদিন বারাণসীতে ছিলেন, ততদিন তিনি তপন মিশ্রের গৃহেই আহার করিতেন। রঘুনাথ ভট্ট তখন প্রভুর সেবা-শুশ্রূষাও করিয়াছেন এবং প্রভুর বারাণসী-লীলার কথাও অবগত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে ভট্ট-গোস্বামী দুইবার নীলাচলে আসিয়া, প্রত্যেক বারে দশ মাস প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে ছিলেন। এই সময়ের লীলার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। তখন নীলাচল-স্থিত ভক্তদের মুখেও তিনি প্রভুর অনেক লীলার কথা শুনিয়াছেন। তাঁহার নিকটেও কবিরাজ-গোস্বামী প্রভুর অনেক লীলার কথা শুনিয়াছেন। আর, দক্ষিণদেশ-ভ্রমণকালে প্রভু যখন শ্রীরঙ্গ-পট্টমে

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

গিয়াছিলেন, তখন তিনি গোপাল-ভট্ট গোস্বামীদের গৃহেই চারি মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। ভট্ট-গোস্বামী তখন বালক ছিলেন বটে ; কিন্তু প্রভুর সেবা-শুশ্রূষার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়াছিল এবং প্রভুর শ্রীরঙ্গ-পট্টম্‌-লীলা-সম্বন্ধেও তিনি অবগত ছিলেন। তাঁহার নিকটেও কবিরাজ-গোস্বামী অনেক লীলার কথা শুনিয়াছেন। এইরূপে জানা গেল, প্রত্যক্ষদর্শীদের উক্তিই হইতেছে কবিরাজ-গোস্বামি-প্রদত্ত বিবরণের একটি বৈশিষ্ট্য। এজন্য শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত বিররণের সত্যতা বা বাস্তবতা সম্বন্ধে কেহই কোনওরূপ সন্দেহ পোষণ করেন না।

এক্ষণে বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের কথা বলা হইতেছে। সন্ন্যাসার্থ প্রভুর গৃহত্যাগের অন্যূন ১০।১১ বৎসর পরে বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের জন্ম। প্রভুর অন্তর্ধানের সময়ে তাঁহার বয়স ১৩।১৪ বৎসরের বেশী ছিল না। এই সময়ের মধ্যে তিনি যে প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত নীলাচলে কখনও গিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে তাহা জানা যায় না। সুতরাং বৃন্দাবনদাসঠাকুর মহাপ্রভুর কোনও লীলাই সাক্ষাদ্‌ভাবে দর্শন করেন নাই। গ্রন্থকার নিজেও তাহা লিখিয়া গিয়াছেন (১।৮।২৮৪, ২।৮।১৯৮)। শ্রীচৈতন্যভাগবতের উপাদান-প্রাপ্তি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—নিত্যানন্দ-প্রভুর মুখে তিনি "বৈষ্ণবের তত্ত্ব এবং কিছু কিছু মহত্ত্ব" (২।২০।১৫৩), কাজি-উদ্ধার-লীলা (২।২৩।৪২৮), এবং শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে অদ্বৈতকর্তৃক বিশ্বরূপ-দর্শনের বিবরণ (২।২৪।৬৮) শুনিয়াছেন। অন্য কোনও কোনও প্রত্যক্ষদর্শী গৌরপরিকরের নিকটেও যে গ্রন্থকার কোনও কোনও লীলার কথা শুনিয়া থাকিবেন, তাহাও অনুমান করা যায়। সাধারণভাবে তিনি বলিয়াছেন—"বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত কে বা জানে ? তাহি লিখি, যাহা শুনিয়াছি ভক্তস্থানে ॥ ১।১।৬৪ ॥" যে-ভক্তদের নিকটে গৌরের লীলার কথা তিনি শুনিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে গৌরের পরিকর ভক্তও কেহ কেহ থাকিতে পারেন ; তাঁহারা লীলার প্রত্যক্ষদর্শী। আর, পরবর্তীকালের ভক্তও থাকিতে পারেন। যাঁহারা পূর্বে মহপ্রভুর নিন্দা এবং কুৎসা প্রচার করিতেন, গৌরের গৃহত্যাগের কথা শুনিয়া তাঁহাদের অনেকেই অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া গৌরের শরণাগত হইয়াছিলেন (২।২৬।১৩৪-৩৮) ; তাঁহারাও প্রভুর গৃহত্যাগের পরবর্তীকালের ভক্ত। এতদ্ব্যতীত পূর্বে যাঁহারা গৌরসম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন, গৌরের গৃহত্যাগের পরে তাঁহাদের অনেকেও প্রভুর ভক্ত হইয়াছিলেন। ইহারাও পরবর্তীকালের ভক্ত। এইরূপ পরবর্তীকালের ভক্তদের মুখেও বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর প্রভুর লীলা-সম্বন্ধে কোনও কোনও বিবরণ শুনিয়া থাকিতে পারেন। যে-ঘটনা বহুলোক প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেন, সেই ঘটনা-সম্বন্ধে কিংবদন্তীর উদ্ভব সম্ভব বলিয়া মনে হয় না ; যেহেতু, বহু প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে বহু লোক সেই ঘটনার যথার্থ বিবরণ জানিতে পারেন। প্রভুর গার্হস্থ্য-লীলা এবং সন্ন্যাস-গ্রহণও বহু লোক প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, মুরারি গুপ্তও তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। এই লীলা-সম্বন্ধে কোনও কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয় নাই। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থের আদি ও মধ্যখণ্ডে তাহা বর্ণন করিয়াছেন এবং কবিরাজ-গোস্বামীও প্রায়শঃ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু যে-ঘটনা দুই চারিজন মাত্র প্রত্যক্ষ করেন, সেই ঘটনার প্রকৃত বিবরণ অনেকের পক্ষেই অবগত হওয়া সম্ভবপর হয় না। সাধারণ লোক সেই ঘটনা-সম্বন্ধে অনুমানের আশ্রয় লইয়া থাকেন। সমস্ত প্রকৃতঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ জানা থাকে না বলিয়াই অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়। এইরূপ অনুমানে, কোনও কোনও জ্ঞাত সত্যঘটনার অদ্ভুত সমাবেশ এবং কোনও কোনও

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অজ্ঞাত সত্য ঘটনাও বাদ পড়িয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, যাঁহাদের নিকটে এই অনুমান-মূলক বিবরণের উদ্ভব হয়, তাঁহারা তাহাকে অনুমান-মূলক বলিয়াই মনে করেন ; কিন্তু পরে বহুলোকের মুখে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরবর্তী কালের লোকের নিকটে তাহা প্রকৃত তথ্যরূপেই গৃহীত হয়। এই রূপেই কিংবদন্তীর উদ্ভব হইয়া থাকে। মহাপ্রভুর রাঢ়দেশ-ভ্রমণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন নিত্যানন্দাদি দুই তিন জন। এ-সম্বন্ধে কিংবদন্তীর উদ্ভব অসম্ভব নয়। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পরবর্তী লীলাসমূহও গৌড়দেশবাসীরা প্রত্যক্ষ দর্শন করেন নাই। এই লীলা-সমূহসম্বন্ধেও গৌড়দেশে কিংবদন্তীর সৃষ্টি অসম্ভব নয়। শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পরবর্তীকালের লীলাবর্ণনে এইরূপ কিংবদন্তী-মূলক কোনও কোনও বিবরণ প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। (ভূমিকায় ১১ এবং ১২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এমন কি, এই সময়ের লীলাবর্ণনে, কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যেও কয়টি কিংবদন্তীমূলক বিবরণ দৃষ্ট হয় (ভূমিকায় ৮-১০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। অবশ্য ত্রিশ বৎসর পরে, তাঁহার নাটকে কর্ণপূর সে-গুলির কিছু কিছু সংশোধন করিয়াছেন (পরবর্তী ২১৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। যে-বিবরণ অন্যচরিতকারদের, বিশেষতঃ কবিরাজ-গোস্বামীর, প্রদত্ত বিবরণের বিরোধী, তাহাই কিংবদন্তীমূলক বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে, স্থানে স্থানে, এইরূপ কিংবদন্তীমূলক বিবরণ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। অন্ত্যখণ্ডের টীকায়, যথাস্থানে, এই আলোচনার অনুসরণে, কিংবদন্তীর সম্ভাবনা আছে বলিয়া উল্লেখ করা হইবে। যে-ঘটনাগুলি কিংবদন্তীমূলক বলিয়া অনুমিত হয়, সেগুলি যে পরমভাগবত এবং সত্যনিষ্ঠ বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের কল্পনা-প্রসূত, তাহা মনে করিতে গেলেও তাঁহার চরণে কেবল অপরাধই করা হইবে। সেগুলিকে সত্য মনে করিয়াই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মধ্যখণ্ডের ২৬শ অধ্যায়ের টীকায় "দুই অবতার"-সম্বন্ধীয় পয়ারগুলি যে কিংবদন্তীমূলক হওয়ার সম্ভাবনা, তাহাও বলা হইয়াছে। অবশ্য ইহা কেবল অনুমান মাত্র। যদি কেহ দয়া করিয়া শাস্ত্রযুক্তি-প্রদর্শন পূর্বক এ-সমস্তের বাস্তবতা প্রমাণ করেন, আমরা অশেষ কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিব।

অন্ত্যখণ্ডে এমন উক্তিও আছে, যাহা অন্যকোনও চরিতকারের উক্তিতে পাওয়া যায় না, অথচ যাহা অন্য চরিতকারদের উক্তির, বা উক্তির মর্মের, বিরুদ্ধ নহে। এই উক্তিগুলি নূতন তথ্যও হইতে পারে। এই নূতন তথ্য প্রকাশের জন্য সকলেই বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের নিকটে কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

আদিখণ্ডে এবং মধ্যখণ্ডে গ্রন্থকার মহাপ্রভুর লীলার যে বিবরণ দিয়াছেন, "দুই অবতার"-সম্বন্ধীয় পয়ারগুলি এবং নীলাচল হইতে প্রভুর বৃন্দাবনগমন-কালে কাশীতে অবস্থান এবং কাশীত্যাগের সময়সম্বন্ধীয় বিবরণব্যতীত, তাহার সহিত অন্য চরিতকারদের প্রদত্ত বিবরণের সহিত কোনও বিরোধই নাই। কবিরাজ-গোস্বামীও সে-সমস্ত বিবরণ গ্রহণ করিয়াছেন।

এক্ষণে মুরারি গুপ্তের কড়চা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সংঘটিত লীলা তিনি যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কেহই কোনও রূপ সন্দেহ পোষণ করেন নাই। কর্ণপূর এবং কবিরাজ-গোস্বামীও তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলায় লিখিয়াছেন—"গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা—আদিলীলাখ্যান॥ চৈ. চ. ১।১৩।১৩॥ আদিলীলামধ্যে প্রভুর যতেক চরিত। সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত॥ চৈ. চ. ১।১৩।১৪॥

"গৃহে চল তুমি সর্ব্ব-বৈষ্ণবের স্থানে।
কহিও সভারে আমি চলিলাঙ বনে ॥ ২৫
গৃহে চল তুমি দুঃখ না ভাবিহ মনে।
তোমার হৃদয়ে আমি বন্দী সর্ব্বক্ষণে ॥ ২৬
তুমি মোর পিতা—মুঞি নন্দন তোমার।
জন্মজন্ম তুমি প্রেম-সংহতি আমার ॥" ২৭
এতেক বলিয়া তানে ঠাকুর চলিলা।
মূর্চ্ছাগত হই চন্দ্রশেখর পড়িলা ॥ ২৮
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি বুঝনে না যায়।
অতএব সে বিরহে প্রাণ রক্ষা পায় ॥ ২৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি। মুখ্য মুখ্য লীলাসূত্রে লিখিয়াছে বিচারি ॥ সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ। বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন ॥ চৈ. চ. ১।১৩।৪৪-৪৫ ॥" কবিরাজ-গোস্বামীর "আদিলীলা" হইতেছে সন্ন্যাস-গ্রহণ পর্যন্ত সময়ের লীলা। এই আদিলীলা-বর্ণন-বিষয়েই তিনি মুরারি গুপ্তের কড়চার অনুসরণ করিয়াছেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের পরবর্তীকালের লীলাবর্ণনে তিনি কড়চার অনুসরণ করেন নাই, এবং সেই লীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে কোনও স্থানে কড়চার উল্লেখও করেন নাই। কর্ণপূরও সন্ন্যাসের পরবর্তীকালের দু'একটি ঘটনাব্যতীত মুরারি গুপ্তের অনুসরণ করেন নাই। মুদ্রিত কড়চাগ্রন্থে প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পরবর্তী কালের লীলার বর্ণনায় কর্ণপূর এবং কবিরাজ-গোস্বামীর বর্ণনার সহিত অনেক স্থলেই সঙ্গতি নাই। কড়চার এই অংশ মুরারি গুপ্তের লেখা হইলেও, তাহার মধ্যে যে পরবর্তীকালের অনেক শ্লোক প্রবেশ লাভ করিয়াছে, অনেক সমালোচকই তাহা মনে করেন। তাহা হইয়া থাকিলে, মুরারি গুপ্তের নিজের লেখার মর্ম-নিধারণ দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। এ-সমস্ত কারণে, মুদ্রিত কড়চা-গ্রন্থের পূর্বোল্লিখিত অংশে গুরুত্ব অর্পণ করা সঙ্গত মনে হয় না।

২৫। ২৫-২৭ পয়ার হইতেছে চন্দ্রশেখর আচার্যের প্রতি প্রভুর উক্তি। এই পয়ারোক্তিও অন্য কোনও চরিতকারের বিবরণ হইতে জানা যায় না। ইহাও কিংবদন্তীমূলক কিনা, বিবেচ্য। পরবর্তী ৪৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৬। "চল তুমি"-স্থলে "যাহ কিছু"-পাঠান্তর।

২৭। তুমি মোর পিতা—চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহিণী ছিলেন শচীমাতার সহোদরা ; সুতরাং তিনি ছিলেন প্রভুর "মেশোমহাশয়"। এজন্যই প্রভু তাঁহাকে "পিতা" এবং নিজেকে তাঁহার "নন্দন" বলিয়াছেন। সংহতি—সঙ্গী, সহচর। প্রেম-সংহতি—প্রেম-সহচর, প্রেমের প্রভাবে সহচরত্ব বা সঙ্গিত্ব প্রাপ্ত। অথবা, সংহতি—সমূহ। প্রেম-সংহতি—প্রেম-সমূহ (প্রেমসমূহস্বরূপ)। অপরিমিত-প্রেমস্বরূপ। জন্মজন্ম—আমার প্রতি জন্মে, অর্থাৎ আমার প্রতি অবতারে। ১।৪।৩৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। চন্দ্রশেখর আচার্য যে প্রভুর নিত্যপরিকর, এ-স্থানে প্রভু তাহাই জানাইলেন।

২৮। তানে—তাঁহাকে, চন্দ্রশেখর আচার্যকে। "তানে"-স্থলে "তবে"-পাঠান্তর।

২৯। কৃষ্ণের অচিন্তশক্তির প্রভাবেই চন্দ্রশেখর আচার্যের প্রাণরক্ষা পাইয়াছে ; নচেৎ এতাদৃশ অনির্বচনীয় গৌর-বিরহ-দুঃখে প্রণে-রক্ষা সম্ভব নয়।

এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—"ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—'ক্ষণেকে চৈতন্য পাই শ্রীচন্দ্রশেখর। নবদ্বীপ প্রতি তিঁহো গেলেন সত্বর ॥' "

তবে নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আইলা।
সভা'স্থানে কহিলেন "প্রভু বনে গেলা" ॥ ৩০
শ্রীচন্দ্রশেখর-মুখে শুনি ভক্তগণ।
আর্ত্তনাদে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ ৩১
শুনিঞা হইলা মাত্র অদ্বৈত মূর্চ্ছিত।
প্রাণ নাহি দেহে, প্রভু পড়িলা ভূমিত ॥ ৩২
শচীদেবী শোকে রহিলেন জড় হৈয়া।
কৃত্রিম-পুতলী যেন আছে দাণ্ডাইয়া ॥ ৩৩
ভক্তপত্নী সব যত পতিব্রতাগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সভে করেন ক্রন্দন ॥ ৩৪
(কোটি মুখ হইলেও সে সব বিলাপ।
বর্ণিতে না পারি তাঁ'সভার অনুতাপ ॥ ৩৫
অদ্বৈত বোলয়ে "মোর না রহে জীবন।"
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ শুনি সে ক্রন্দন ॥) ৩৬
অদ্বৈত বোলয়ে "আর কি কার্য্য জীবনে।
সে-হেন ঠাকুর মোর ছাড়িল যখনে ॥ ৩৭
প্রবিষ্ট হইমু আজি সর্ব্বথা গঙ্গায়।
দিনে লোক ধরিবেক, চলিমু নিশায় ॥" ৩৮
এইমত বিরহে সকল ভক্তগণ।
সভার হইল বড় চিত্ত উচাটন ॥ ৩৯
কোনমতে চিত্তে কেহো স্বাস্থ্য নাহি পায়।
দেহ এড়িবারে সভে নিরবধি চায় ॥ ৪০
যত্তপিহ সভেই পরম-মহা-ধীর।
তভো কেহো কারো করিবারে নারে স্থির ॥ ৪১
ভক্তগণ দেহ-ত্যাগ ভাবিলা নিশ্চয়।
জানি সভা' প্রবোধি আকাশবাণী হয় ॥ ৪২
"দুঃখ না ভাবিহ অদ্বৈতাদি-ভক্তগণ!
সভে সুখে কর' কৃষ্ণচন্দ্র-আরাধন ॥ ৪৩
সেই প্রভু এই দিন-দুই-চারি ব্যাজে।
আসিয়া মিলিব তোমা'সভার সমাজে ॥ ৪৪
দেহত্যাগ কেহো কিছু না ভাবিহ মনে।
পূর্ব্ববত সভে বিহরিবা প্রভু-সনে ॥" ৪৫
শুনিঞা আকাশবাণী মহা-ভক্তগণ।
দেহত্যাগ প্রতি সভে ছাড়িলেন মন ॥ ৪৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩০। পূর্ববর্তী ২৫-পয়ারোক্তি কিংবদন্তীমূলক হইলে এই পয়ারোক্তিও কিংবদন্তীমূলক।

৩২। "শুনিয়া হইলা মাত্র অদ্বৈত"-স্থলে "অদ্বৈত শুনিবামাত্র হইলা"-পাঠান্তর।

৩৩। "শোকে"-স্থলে "বোল"-পাঠান্তর।

৩৮। "আজি"-স্থলে "মুঞি"-পাঠান্তর।

৪১। "কারো"-স্থলে "কারে"-পাঠান্তর।

৪২। "ভাবিলা"-স্থলে "জানিঞা" এবং "ভাবিয়া" এবং "জানি"-স্থলে "তবে" পাঠান্তর। আকাশ-বাণী—পরবর্তী ৪৩-৪৫-পয়ারোক্তি হইতেছে এই আকাশবাণী।

৪৪। "দিন দুই চারি"-স্থলে " দুই তিন চারি"-পাঠান্তর। ব্যাজে—বাদে, পরে, বিলম্বে।

৪৫। বিহরিবা—বিহার করিবা। "বিহরিবা প্রভুসনে"-স্থলে "বিহরিব একস্থানে"-পাঠান্তর। "পূর্ববৎ প্রভুর সঙ্গে বিহার" বলিতে পূর্ববৎ প্রভুর সঙ্গে নবদ্বীপে নৃত্যকীর্তনাদিই বুঝায়। সন্ন্যাসের পরে প্রভু কি তবে পুনরায় নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিবেন? কিন্তু সন্ন্যাসের পরে স্বীয় জন্মস্থানে বাস করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

পূর্ববর্তী ২৫-পয়ার-প্রসঙ্গে টীকায় বলা হইয়াছে, কাটোয়া হইতে প্রভু যে চন্দ্রশেখর আচার্যকে নবদ্বীপে

করি অবলম্বন প্রভুর গুণ নাম।
শচী বেড়ি ভক্তগণ থাকে অবিরাম ॥ ৪৭
তবে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসীর চূড়ামণি।
চলিলা পশ্চিম-মুখে করি হরিধ্বনি ॥ ৪৮
নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ সংহতি।
গোবিন্দ পশ্চাতে, আগে কেশবভারতী ॥ ৪৯
চলিলেন মাত্র প্রভু মত্ত-সিংহ-প্রায়।
লক্ষ কোটি লোক পাছে পাছে কান্দি যায় ॥ ৫০
চতুর্দ্দিগে বন ভাঙ্গি লোক সব ধায়।
সভারে করেন প্রভু কৃপা অমায়ায় ॥ ৫১
"সভে ঘর যাহ লহ গিয়া হরিনাম।
সভার হউক কৃষ্ণচন্দ্র ধন প্রাণ ॥ ৫২
ব্রহ্মা-শিব-শুকাদি যে রস বাঞ্ছা করে।
হেন রস হউ তোমা'সভার শরীরে ॥" ৫৩
বর শুনি সর্ব্বলোক কান্দে উচ্চস্বরে।
পরবশ-প্রায় সভে আইলেন ঘরে ॥ ৫৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পাঠাইয়াছেন, একথা অন্য কোনও চরিতকারই বলেন নাই। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, প্রভুর সহিত শ্রীনিত্যানন্দাদি যখন শান্তিপুরের নিকটে উপনীত হইয়াছিলেন, তখনই শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরাচার্যকে শান্তিপুর হইয়া নবদ্বীপে যাওয়ার আদেশ করিয়াছিলেন এবং আচার্যরত্নও তাহা করিয়াছিলেন। সুতরাং ২৫-পয়ারোক্তি কিম্বদন্তীমূলক হইলে তৎপরবর্তী ৩০-৪৭-পয়ারোক্তিও কিম্বদন্তীমূলকই হইবে; যেহেতু, কাটোয়া হইতে চন্দ্রশেখর আচার্যের নবদ্বীপে আগমন বাস্তব হইলেই ৩০-৪৭-পরারোক্তি বাস্তব হইতে পারে।

৪৮। "সন্ন্যাসীর"-স্থলে "সর্ব্বন্যাসি"-পাঠান্তর। **পশ্চিমমুখে**—কাটোয়া হইতে পশ্চিমদিকে।

৪৯। প্রভু পশ্চিমদিকে চলিয়াছেন, তাঁহার অগ্রভাগে কেশবভারতী। আর সঙ্গে—নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ এবং গোবিন্দ। কিন্তু ২।২৬।১৪৬-পয়ারে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, প্রভুর গৃহত্যাগের পরে—নবদ্বীপ হইতে কাটোয়ায় আসিয়াছিলেন—নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখরাচার্য এবং ব্রহ্মানন্দ, এই পাঁচজন। অন্য কেহ যে নবদ্বীপ হইতে কাটোয়ায় গিয়াছিলেন, তাহাও গ্রন্থকার বলেন নাই। এই পয়ারে যে গ্রন্থকার "গোবিন্দ"র কথা বলিলেন, এই "গোবিন্দ" কে? কোথা হইতেই বা ইনি প্রভুর পাছে পাছে চলিলেন? "গোবিন্দ"-সম্বন্ধে এই উক্তিও কি কিম্বদন্তীমূলক? আর, পূর্ববর্তী ২৫-পয়ারে বলা হইয়াছে, কাটোয়া হইতে প্রভু চন্দ্রশেখর আচার্যকে নবদ্বীপে পাঠাইয়াছেন; সুতরাং কাটোয়া হইতে পশ্চিম দিকে গমনের পথে তিনি প্রভুর সঙ্গে থাকিতে পারেন না। কিন্তু ২।২৬।১৪৬-পয়ারে কথিত "ব্রহ্মানন্দ" কোথায় গেলেন বা রহিলেন? "ব্রহ্মানন্দ"-স্থলে লিপিকর-প্রমাদবশতঃই কি "গোবিন্দ"-পাঠ হইয়াছে?

৫০। প্রথম "পাছে"-স্থলে "প্রভুর"-পাঠান্তর।

৫১। "সব ধায়"-স্থলে "চলি (কান্দি) যায়"-পাঠান্তর।

৫২-৫৩। এই পয়ারদ্বয় হইতেছে লোকদিগের প্রতি প্রভুর কৃপাবাক্য। "যাহ"-স্থলে "যাই"-পাঠান্তর।

৫৪-৫৬। **পরবশ-প্রায়**—পরের বশবর্তী (স্বাতন্ত্র্যহীন) লোকের ন্যায়; কে যেন তাঁহাদিগকে চালাইয়া নিতেছেন। "আইলেন ঘরে"-স্থলে "আইলা ঘরে ঘরে"-পাঠান্তর। ঘরে ঘরে—নিজ নিজ ঘরে। ৫০-৫৪-পয়ারোক্তির বিবরণ অন্য কোনও চরিতকারের লেখায় পাওয়া যায় না। ইহা বোধ হয় গ্রন্থকারের

রাঢ়ে আসি গৌরচন্দ্র হইলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য রাঢ়-দেশ ॥ ৫৫
রাঢ়-দেশ ভূমি যত দেখিতে সুন্দর।
চতুর্দ্দিগে অশত্থ-মণ্ডলী মনোহর ॥ ৫৬
স্বভাব-সুন্দর স্থান শোভে গাবীগণে।
দেখিয়া আবিষ্ট প্রভু হয় সেইক্ষণে ॥ ৫৭
'বোল বোল' বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দ্দিগে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য ॥ ৫৮
হুঙ্কার গর্জ্জন করে বৈকুণ্ঠের রায়।
জগতের চিত্তবৃত্তি শুনি শোধ পায় ॥ ৫৯
এইমত প্রভু ধন্য করি রাঢ়-দেশ।
সর্ব্বপথে চলিলেন করি নৃত্যাবেশ ॥ ৬০
প্রভু বোলে "বক্রেশ্বর আছেন যে বনে।
তথাই যাইমু মুঞি থাকিমু নির্জ্জনে ॥" ৬১
এতেক বলিয়া প্রেমাবেশে চলি যায়।
নিত্যানন্দ-আদি সব পাছে পাছে ধায় ॥ ৬২
অদ্ভুত প্রভুর নৃত্য, অদ্ভুত কীর্ত্তন।
শুনি মাত্র ধাইয়া আইসে সর্ব্বজন ॥ ৬৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রকাশিত একটি নূতন তথ্য। পূর্ববর্তী ২২-২৩-পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য। ৫৬-পয়ারে "দেশ"-স্থলে "দেশের"-পাঠান্তর।

৫৭। গাবীগণে—গাভীসমূহে, বা গো-সমূহে। দেখিয়া আবিষ্ট ইত্যাদি—গাভীগণকে দেখিয়া ব্রজের গাভীগণের স্মৃতিতে প্রভু তৎক্ষণাৎ ব্রজভাবে আবিষ্ট হইলেন।

৫৯। শোধ পায়—শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়, বিশুদ্ধ হয়। "শোধ"-স্থলে শোস্থ্য" এবং "সাধ" পাঠান্তর। শোস্থ্য—স্বাস্থ্য, সোয়াস্তি। সাধ—পরম-সাধ্য (অভীষ্ট) বস্তু।

৬০। সর্ব্বপথে—পথের সর্বত্র। করি নৃত্যাবেশ—নৃত্যের আনন্দে আবিষ্ট হইয়া। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "পথে চলিলেন করি প্রেম-নৃত্যাবেশ"-পাঠান্তর।

৬১। বক্রেশ্বর—বক্রেশ্বর শিব। বক্রেশ্বর শিব যে-স্থানে আছেন, সেই স্থানটির নামও বক্রেশ্বর, বর্তমান বীরভূম জেলার অন্তর্গত।

এই পয়ারে "প্রভু বোলে"-বাক্য হইতে বুঝা যায়, শ্রীনিত্যানন্দাদির নিকটেই বক্রেশ্বরে যাইয়া নির্জনে থাকার কথা প্রভু বলিয়াছেন। কবিকর্ণপূর এবং কবিরাজগোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন, রাঢ়দেশে ভ্রমণ-কালে, নিত্যানন্দাদি যে প্রভুর সঙ্গে ছিলেন, সেই জ্ঞানও প্রভুর ছিল না। আবার গ্রন্থকার নিজেই লিখিয়াছেন, প্রভুর "প্রাণনাথ কৃষ্ণচন্দ্রকে" পাওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি অরণ্যে প্রবেশ করিবেন বলিয়া কাটোয়া হইতে যাত্রা করিয়াছেন (৩৷১৷২১) ; এ-স্থলে আসিয়া প্রভু কিন্তু নির্জনে থাকার জন্য বক্রেশ্বরে যাওয়ার কথা বলিয়াছেন। ইহাও অন্য চরিতকারদের উক্তির বিরোধী। কর্ণপূর তাঁহার নাটকে এবং কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন, কাটোয়া হইতে যাত্রা করিয়া প্রভুর শান্তিপুর-নিকটবর্তী গঙ্গাতীরে উপনীত হওয়া পর্যন্ত সমস্ত সময়েই প্রভুর চিত্ত, প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানে বৃন্দাবনে গমনের ভাবে, পরমাবিষ্ট ছিল। সুতরাং এই পয়ারোক্তি সম্পূর্ণরূপেই অন্য চরিতকারদের উক্তির বিরোধী। এজন্য এই পয়ারোক্তি কিম্বদন্তী-মূলক হওয়ারই সম্ভাবনা। ৩৷১৷২২-২৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬২। "এতেক বলিয়া"-স্থলে "এত বলি প্রভু"-পাঠান্তর।

যদ্যপিহ কোন দেশে নাহি সঙ্কীর্ত্তন।
কেহো নাহি দেখে কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন ॥ ৬৪
তথাপি প্রভুর দেখি অদ্ভুত ক্রন্দন।
দণ্ডবত হইয়া পড়য়ে সর্ব্বজন ॥ ৬৫
তথি-মধ্যে কেহো কেহো পরম পামর।
তারা বোলে "এত কেনে কান্দেন বিস্তর ॥" ৬৬
সেহো সব জন এবে প্রভুর কৃপায়।
সেই প্রেম স্মঙরিয়া কান্দে গড়ি যায় ॥ ৬৭
সকল ভুবন এবে গায় গৌরচন্দ্র।
তথাপিহ সবে নাহি গায় ভূতবৃন্দ ॥ ৬৮
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামে বিমুখ যে জন।
নিশ্চয় জানিহ সেই পাপী ভূতগণ ।। ৬৯
হেনমতে নৃত্যরসে বৈকুণ্ঠের নাথ।
চলিয়া যায়েন সর্ব্ব-ভক্তবর্গ-সাথ ॥ ৭০
দিন-অবশেষে প্রভু এক ধন্য গ্রামে।
রহিলেন পুণ্যবন্ত-ব্রাহ্মণ-আশ্রমে ॥ ৭১
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া শুইলা ভক্তগণ ॥ ৭২
প্রহর-খানেক নিশা থাকিতে ঠাকুর।
সভা' ছাড়ি পলাইয়া গেলা কথো-দূর ॥ ৭৩
শেষে সভে উঠিয়া চাহেন ভক্তগণ।
না দেখিয়া প্রভু সভে করেন ক্রন্দন ॥ ৭৪
সর্ব্ব গ্রাম বিচার করিয়া ভক্তগণ।
প্রান্তর-ভূমিতে তবে করিলা গমন ।। ৭৫
নিজ প্রেম-রসে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
প্রান্তরে রোদন করে করি উচ্চস্বর ।। ৭৬
"কৃষ্ণ রে প্রভু রে আরে কৃষ্ণ মোর বাপ !"
বলিয়া রোদন করে সর্ব্ব-জীব-নাথ ।। ৭৭
হেন সে ডাকিয়া কান্দে ন্যাসিচূড়ামণি।
ক্রোশেকের পথ যায় রোদনের ধ্বনি ॥ ৭৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬৫। "হইয়া পড়য়ে"-স্থলে "হৈয়া পথে পড়ে"-পাঠান্তর।

৬৭। "কান্দে"-স্থলে "কান্দি"-পাঠান্তর। **গড়ি-যায়**—ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি করে।

৬৮। **ভূতবৃন্দ**—ভূতসকল, ভূত-প্রেতসদৃশ বহির্মুখ জীবগণ। **সবে নাহি ইত্যাদি**—কেবলমাত্র ভূতপ্রেতসদৃশ কৃষ্ণবিমুখ লোকগণই গৌরচন্দ্রের গুণমহিমাদি কীর্তন করে না। অর্থাৎ যাহারা গৌরের গুণমহিমাদি কীর্তন করে না, তাহারা ভূত-প্রেততুল্য।

৭১। এই পয়ারোক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী ৮২-পয়ারোক্তি পর্যন্ত সমস্ত বিবরণ কর্ণপূর ও কবিরাজগোস্বামীর উক্তির বিরোধী। তাঁহারা লিখিয়াছেন, কাটোয়া হইতে যাত্রা করিয়া শান্তিপুরে গমন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রভু কোনও স্থানেই বিশ্রাম করেন নাই; আহার তো দূরে, জলস্পর্শ পর্যন্ত করেন নাই। "জলস্পর্শোঽপি ন জাতঃ। কর্ণপূরের নাটক ॥ ৫।১০ ॥" আবার, নিত্যানন্দ-মুকুন্দাদি যে প্রভুর সঙ্গে ছিলেন, সেই জ্ঞানও যে প্রভুর ছিল না, তাহাও উল্লিখিত চরিতকারদ্বয় বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ৭১-৮২-পয়ারোক্তি কিম্বদন্তীমূলক হওয়ারই সম্ভাবনা। ৩।১।২২-২৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৭৫। **বিচার**—বিচরণ, প্রভুর অনুসন্ধানার্থ ভ্রমণ।

৭৭। **মোর বাপ**—১।১২।১১৫ এবং ২।৩।১৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "মোর"-স্থলে "ওরে"-পাঠান্তর। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলেও "বলি সর্ব্বজীবনাথ করেন প্রলাপ ॥" পাঠান্তর।

৭৮। **ক্রোশেকের**—একক্রোশ দূরের। "ক্রোশেকের"-স্থলে "ক্রোশ এক"-পাঠান্তর।

কথো-দূরে থাকিয়া সকল ভক্তগণ।
শুনেন প্রভুর অতি অদ্ভুত ক্রন্দন ॥ ৭৯
চলিলেন সভে ক্রন্দনের অনুসারে।
দেখিলেন সভে প্রভু কান্দে উচ্চস্বরে ॥ ৮০
প্রভুর কান্দনে কান্দে সর্ব্বভক্তগণ।
মুকুন্দ লাগিলা তবে করিতে কীর্ত্তন ॥ ৮১
শুনিঞা কীর্ত্তন প্রভু লাগিলা নাচিতে।
আনন্দে গায়েন সভে বেঢ়ি চারি ভিতে ॥ ৮২
এইমত সর্ব্ব-পথে নাচিয়া নাচিয়া।
যায়েন পশ্চিম-মুখে আনন্দিত হৈয়া ॥ ৮৩
ক্রোশ-চারি সকলে আছেন বক্রেশ্বর।
সেইস্থানে ফিরিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ৮৪
নাচিয়া যায়েন প্রভু পশ্চিমাভিমুখে।
পূর্ব্ব-মুখ পুন হইলেন নিজসুখে ॥ ৮৫
পূর্ব্ব-মুখে চলিয়া যায়েন নৃত্য-রসে।
অন্তর-আনন্দে প্রভু অট্ট অট্ট হাসে' ॥ ৮৬
বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু নিজ কুতূহলে।
বলিলেন "আমি চলিলাঙ নীলাচলে ॥ ৮৭
জগন্নাথ প্রভুর হইল আজ্ঞা মোরে।
'নীলাচলে তুমি ঝাট আইস সত্বরে' ॥" ৮৮
এতবলি চলিলেন হই পূর্ব্ব-মুখ।
ভক্তগণ পাইলেন পরানন্দসুখ ॥ ৮৯
তান ইচ্ছা তিঁহো সে জানেন সবে মাত্র।
তান অনুগ্রহে জানে তান কৃপাপাত্র ॥ ৯০
কি ইচ্ছায় চলিলেন বক্রেশ্বর-প্রতি।
কেনে বা না গেলা, বুঝে কাহার শকতি ॥ ৯১
হেন বুঝি, করি প্রভু বক্রেশ্বর-ব্যাজ।
ধন্য করিলেন সর্ব্ব রাঢ়ের সমাজ ॥ ৯২
গঙ্গা-মুখ হইয়া চলিলা গৌরচন্দ্র।
নিরবধি দেহে নিজ প্রেমের আনন্দ ॥ ৯৩
ভক্তিশূন্য সর্ব্ব দেশ, না জানে কীর্ত্তন।
কারো মুখে নাহি কৃষ্ণনাম-উচ্চারণ ॥ ৯৪
প্রভু বোলে "হেন দেশে আইলাঙ কেনে।
'কৃষ্ণ' হেন নাম কারো না শুনি বদনে ॥ ৯৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭৯। "শুনেন"-স্থলে "শুনিলেন"-পাঠান্তর।

৮০। "সভে প্রভু"-স্থলে "প্রভু সবে"-পাঠান্তর।

৮২। বেঢ়ি চারি ভিতে—প্রভুর চারিদিকে প্রভুকে বেষ্টন করিয়া।

৮৪। সকলে—সবে, মাত্র।

৮৫। "পুন"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর।

৮৬। অন্তর আনন্দে—মনের সুখে। "অন্তর"-স্থলে "অনন্ত"-পাঠান্তর। অনন্ত—অশেষ, অপরিমিত।

৮৭। "চলিলাঙ"-স্থলে "চলিবাঙ"-পাঠান্তর। ৮৭-৮৮ পয়ারোক্তিও অন্য চরিতকারদের উক্তির বিরোধী। সুতরাং কিম্বদন্তীমূলক হওয়ার সম্ভাবনা।

৮৮। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ হইতেছে প্রভুর প্রতি জগন্নাথপ্রভুর আজ্ঞা। এই পয়ারার্ধ-স্থলে "নীলাচলে চলি তুমি আইস সকালে"-পাঠান্তর।

৯১। "ইচ্ছায়"-স্থলে "ইচ্ছিয়া" এবং "চলিলেন"-স্থলে "চলিলা বা"-পাঠান্তর।

৯২। বক্রেশ্বর-ব্যাজ—বক্রেশ্বরে যাওয়ার ছল।

কেনে হেন দেশে মুঞি করিলুঁ প্রয়াণ।
না রাখিমু দেহ মুঞি ছাড়োঁ এই প্রাণ॥" ৯৬
হেনই সময়ে গরু রাখে শিশুগণ।
তার মধ্যে সুকৃতি আছয়ে এক জন॥ ৯৭
হরিধ্বনি করিতে লাগিলা আচম্বিত।
শুনিয়া হইলা প্রভু অতি হরষিত॥ ৯৮
'হরিবোল' বাক্য প্রভু শুনি শিশুমুখে।
বিচার করিতে লাগিলেন মহাসুখে॥ ৯৯
"দিন-তিন-চারি যত দেখিলাঙ গ্রাম।
কাহারো মুখেতে না শুনিলুঁ হরিনাম॥ ১০০
আচম্বিতে শিশুমুখে শুনি হরিধ্বনি।
কি হেতু ইহার সভে কহ দেখি শুনি?" ১০১
প্রভু বলিলেন "গঙ্গা কত দূর এথা হৈতে?"
সভে বলিলেন "এক প্রহরের পথে॥" ১০২
প্রভু বোলে "এ মহিমা কেবল গঙ্গার।
অতএব এথা হরিনামের সঞ্চার॥ ১০৩
গঙ্গার বাতাস কিবা লাগিয়াছে এথা।
অতএব শুনিলাঙ হরি-গুণ-গাথা॥" ১০৪
গঙ্গার মহিমা ব্যাখ্যা করিতে ঠাকুর।
গঙ্গা-প্রতি অনুরাগ বাঢ়িল প্রচুর॥ ১০৫
প্রভু বোলে "আজি আমি সর্ব্বথা গঙ্গায়।
মজ্জন করিব" এত বলি চলি যায়॥ ১০৬
মত্ত-সিংহ-প্রায় চলিলেন গৌরসিংহ।
পাছে ধাইলেন সব চরণের ভৃঙ্গ॥ ১০৭
গঙ্গাদরশনাবেশে প্রভুর গমন।
লাগ নাহি পায় কেহো যত ভক্তগণ॥ ১০৮
সবে এক নিত্যানন্দসিংহ করি সঙ্গে।
সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আইলেন রঙ্গে॥ ১০৯
নিত্যানন্দ সঙ্গে করি গঙ্গায় মজ্জন।
'গঙ্গা গঙ্গা' বলি বহু করিলা ক্রন্দন॥ ১১০
পূর্ণ করি করিলেন গঙ্গাজল পান।
পুনঃপুন স্তুতি করি করেন প্রণাম॥ ১১১
"প্রেমরসস্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল॥ ১১২
সকৃত তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তার বিষ্ণুভক্তি হয়, কি পুন ভক্ষণ॥ ১১৩
তোমার প্রসাদে সে 'শ্রীকৃষ্ণ' হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে, ইথে নাহি আন॥ ১১৪
কীট পক্ষী শৃগাল কুক্কুর যদি হয়।
তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয়॥ ১১৫
তথাপি তাহার যত ভাগ্যের উপমা।
অন্যত্রের কোটীশ্বর নহে তার সমা॥ ১১৬
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
তোমার সমান তুমি বই নাই আর॥" ১১৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯৬। প্রয়াণ—আগমন। "ছাড়োঁ এই প্রাণ"-স্থলে "এই ছাড়িমু পরাণ"-পাঠান্তর।

১০০। "দিন-তিন-চারি"-স্থলে "তিন দিন ধরি"-পাঠান্তর। কর্ণপূর এবং কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন, তিনদিন উপবাসের পরে প্রভু শান্তিপুরে গিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। সুতরাং এ-স্থলে "দিন-তিন-চারি" কিম্বদন্তীমূলক উক্তি হওয়ার সম্ভাবনা।

১০৭-১১০। প্রথম "সিংহ"-স্থলে "গজ"-পাঠান্তর। ১১০-পয়ারে "বহু"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর।

১১৩। "কি পুন ভক্ষণ"-স্থলে "কিং পুনর্ভক্ষণ"-পাঠান্তর। অর্থ একই।

১১৬। অন্যত্রের—অন্য স্থানের, গঙ্গা হইতে দূরবর্তী স্থানের। কোটীশ্বর—কোটিটাকার অধিপতি। সমা—সমান। "সমা"-স্থলে "সীমা" পাঠান্তর।

এইমত স্তুতি করে শ্রীগৌরসুন্দর।
শুনিঞা জাহ্নবী-দেবী লজ্জিত-অন্তর ॥ ১১৮
যে প্রভুর পাদপদ্মে বসতি গঙ্গার।
সে প্রভু করয়ে স্তুতি,—হেন অবতার ॥ ১১৯
যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের গঙ্গা-প্রতি স্তুতি।
তার হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতি মতি ॥ ১২০
নিত্যানন্দ-সংহতি সে নিশা সেই-গ্রামে।
আছিলেন কোন পুণ্যবন্তের আশ্রমে ॥ ১২১
তবে আরদিনে কথোক্ষণে ভক্তগণ।
আসিয়া প্রভুর পাইলেন দরশন ॥ ১২২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১৮। পূর্ববর্তী ৯৯ পয়ার হইতে এই ১১৮ পয়ার পর্যন্ত যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা অন্য কোনও চরিতকারের গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই বিবরণ হইতে বুঝা যায়, প্রভুর তখন বাহ্যজ্ঞান ছিল, সঙ্গের ভক্তদের সহিত প্রভুর কথাবার্তাও হইয়াছিল। কিন্তু কবিরাজ বলিয়া গিয়াছেন, গঙ্গাতীরে উপনীত হওয়ার সময় পর্যন্ত প্রভুর বাহ্যস্মৃতিই ছিল না, তাঁহার সঙ্গে যে অন্য কেহ আছেন, তাহাও প্রভু জানিতেন না। আবার ১০৯-পয়ারে বলা হইয়াছে, প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে সন্ধ্যাসময়ে গঙ্গাতীরে আসিয়া স্নান করিলেন এবং গঙ্গার স্তুতি করিলেন। কিন্তু কর্ণপূর এবং কবিরাজ বলিয়াছেন, মধ্যাহ্নের পূর্বে প্রভু গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়াছিলেন এবং যখন তিনি গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন বৃন্দাবন-গমনের ভাবে নিবিড় আবেশবশতঃ গঙ্গাকে গঙ্গা বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। শ্রীনিত্যানন্দ রাখাল বালকগণকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন, প্রভু যদি তাঁহাদের নিকটে বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যেন গঙ্গার দিকে যাওয়ার পথ দেখাইয়া দেন। প্রভু তাঁহাদের নিকটে বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারাও নিত্যানন্দের শিক্ষার অনুসরণ করিয়াছিলেন। কবিরাজগোস্বামী বলেন, তখন প্রভু চলিতে চলিতে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাতে উপনীত হইলেন। কাটোয়া হইতে যাত্রা করার পরে, এ-স্থলেই প্রভু নিত্যানন্দকে সাক্ষাতে দেখিলেন, কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি নিত্যানন্দ ?" নিত্যানন্দও বলিলেন—"হাঁ প্রভু।" তখন প্রভু বলিলেন, "তুমি এখানে কেন ?" নিত্যানন্দ বলিলেন—"আমিও তোমার সঙ্গে বৃন্দাবন যাইব।" তখন প্রভু বলিলেন—"নিত্যানন্দ ! বৃন্দাবন আর কত দূরে ?" নিত্যানন্দ বলিলেন—"প্রভু, তুমি তো বৃন্দাবনেই আসিয়াছ। এই দেখ সম্মুখে শ্রীযমুনা।" তিনদিনের উপবাসে প্রভু কাতর হইয়া পড়িয়াছেন মনে করিয়া শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে আহার করাইবার উদ্দেশ্যেই নিত্যানন্দ এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, গঙ্গাকে যমুনা বলিয়া প্রভুকে জানাইলেন। নিত্যানন্দের কথা শুনিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিতির ভাবে আবিষ্ট প্রভুও গঙ্গাকেই যমুনা মনে করিয়া তাহাতে স্নান করিলেন এবং যমুনার স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। তিনি যে গঙ্গায় স্নান করিলেন, স্নানের পরেও প্রভু তাহা জানিতে পারেন নাই। কর্ণপূর এবং কবিরাজের উক্তির বিরোধী বলিয়া এই ৯৯-১১৮ পয়ারোক্তিও কিম্বদন্তীমূলক হওয়ার সম্ভাবনা। ৩।১।২২-২৩ এবং ৩।১।২১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২১। সেই গ্রামে—যেই গ্রামে পূর্বকথিত গঙ্গাতীর ছিল, সেই গ্রামে। ইহাও কিম্বদন্তীমূলক উক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। পূর্ববর্তী ৭১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২২। আর দিনে—পরের দিন।

তবে প্রভু সর্ব্বভক্তগণ করি সঙ্গে।
নীলাচল-প্রতি শুভ করিলেন রঙ্গে ॥ ১২৩
প্রভু বোলে "শুন নিত্যানন্দ মহামতি!
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ-প্রতি ॥ ১২৪
শ্রীবাসাদি যত আছে ভাগবতগণ।
সভার করহ গিয়া দুঃখবিমোচন ॥ ১২৫
এই কথা তুমি গিয়া কহিও সভারে।
আমি যাই নীলাচলচন্দ্র দেখিবারে ॥ ১২৬
সভার অপেক্ষা আমি করি শান্তিপুরে।
রহিবাঙ শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের ঘরে ॥ ১২৭
তাঁ'সভা, লইয়া তুমি আসিবা সত্বরে।
আমি যাই হরিদাসের ফুলিয়া নগরে ॥" ১২৮
নিত্যানন্দে পাঠাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
চলিলেন মহাপ্রভু ফুলিয়া-নগর ॥ ১২৯
প্রভুর আজ্ঞায় মহামল্ল নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে চলিলেন পরম আনন্দ ॥ ১৩০
প্রেমরসে মহামত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায় ॥ ১৩১
মত্ত-সিংহ-প্রায় প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
বিধি-নিষেধের পার বিহার সকল ॥ ১৩২
ক্ষণেকে কদম্ববৃক্ষে করি আরোহণ।
বাজায় মোহন বেণু ত্রিভঙ্গমোহন ॥ ১৩৩
ক্ষণেকে দেখিয়া গোষ্ঠে গড়াগড়ি যায়।
বৎস-প্রায় হইয়া গাবীর দুগ্ধ খায় ॥ ১৩৪
আপনাআপনি সর্ব্বপথে নৃত্য করে।
বাহ্য নাহি জানে ডুবে আনন্দ-সাগরে ॥ ১৩৫
কখনো বা পথে বসি করেন রোদন।
হৃদয় বিদরে তাহা করিতে শ্রবণ ॥ ১৩৬
কখনো হাসেন অতি মহা অট্ট হাস।
কখনো বা শিরে বস্ত্র বান্ধি দিগবাস ॥ ১৩৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২৩। **শুভ**—শুভগমন।

১২৫। "সভার করহ"-স্থলে "সভাকার কর"-পাঠান্তর।

১২৭। **সভার অপেক্ষা** ইত্যাদি—ভক্তগণের আগমনের অপেক্ষায় শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে থাকিব।

১২৮। **ফুলিয়া নগর**—"শান্তিপুর হইতে তিন মাইল পূর্ব দিকে। অ. প্র.।" এ-স্থানে হরিদাস-ঠাকুরের গোঁফা ছিল। পরবর্তী ২১৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩০। "মল্ল"-স্থলে "মত্ত"-পাঠান্তর।

১৩২। **বিধিনিষেধের পার** ইত্যাদি—শ্রীনিত্যানন্দের সকল বিহারই (লীলাই, আচরণই) বিধি-নিষেধের অতীত। "পার"-স্থলে "পর"-পাঠান্তর। মায়াবদ্ধ জীবের জন্যই শাস্ত্রে বিধি-নিষেধ বিহিত হইয়াছে। বিধি-নিষেধের অপালনে তাহাদের প্রত্যবায় হয়। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ মায়াবদ্ধ জীব নহেন। শ্রীবলরাম বলিয়া, তিনি ঈশ্বর-তত্ত্ব; ঈশ্বর সর্বদাই বিধি-নিষেধের অতীত।

১৩৪। **ক্ষণেকে**—কখনও। **দেখিয়া গোষ্ঠে**—গোষ্ঠ (গো-সমূহ সমন্বিত গোচারণ-স্থান) দেখিয়া। **বৎস**—গোবৎস, বাছুর। "বৎস"-স্থলে "বচ্ছ"-পাঠান্তর। অর্থ একই।

১৩৫। "ডুবে"-স্থলে "ডুবি"-পাঠান্তর।

১৩৭। **দিগবাস**—দিগম্বর, উলঙ্গ।

কখনো বা স্বানুভাবে অনন্ত আবেশে।
সর্প-প্রায় হইয়া গঙ্গার স্রোতে ভাসে ॥ ১৩৮
অন্তরের ভাবে প্রভু গঙ্গার ভিতরে।
ভাসিয়া যায়েন অতি দেখি মনোহরে ॥ ১৩৯
অচিন্ত্য অগম্য নিত্যানন্দের মহিমা।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় কারুণ্যের সীমা ॥ ১৪০
এইমত গঙ্গামধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া।
নবদ্বীপে প্রভু-ঘাটে মিলিলা আসিয়া ॥ ১৪১
আপনা' সম্বরি নিত্যানন্দ-মহাশয়।
প্রথমে উঠিলা আসি প্রভুর আলয় ॥ ১৪২
আসি দেখে আইর দ্বাদশ-উপবাস।
সবে কৃষ্ণশক্তিবলে দেহে আছে শ্বাস ॥ ১৪৩
যশোদার ভাবে আই পরম-বিহ্বল।
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেমজল ॥ ১৪৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৩৮। **স্বানুভাবে**—স্বানুভাব-সুখে। ১।৬।১১৯ ও ৫০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **অনন্ত আবেশে**—অনন্তনাগের (সর্পের) ভাবে আবিষ্ট হইয়া। "স্বানুভাবে অনন্ত"-স্থলে "স্বানুভাবাবেশের" এবং "স্রোতে"-স্থলে "মাঝে"-পাঠান্তর।

১৩৯। "ভিতরে"-স্থলে "উপরে"-পাঠান্তর।

১৪০। **অচিন্ত্য**—চিন্তার সহায়তায় জানিবার অযোগ্য। **অগম্য**—বুদ্ধির অগোচর। "অগম্য"-স্থলে "অগণ্য"-পাঠান্তর। **অগণ্য**—গণনা বা নির্ণয় করার অযোগ্য।

১৪১। **প্রভু-ঘাটে**—মহাপ্রভু যে-ঘাটে স্নান করিতেন, সেই ঘাটে। "মিলিলা"-স্থলে "উঠিলা"-পাঠান্তর।

১৪৩। **আইর দ্বাদশ উপবাস**—শচীমাতার বারটি উপবাস। শচীমাতা বারদিন পর্যন্ত কিছুই আহার করেন নাই, এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে তাহা হইবে অসম্ভব। কেন না, ২।২৬।৫৭-পয়ারের টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ২৭শে মাঘ প্রভু গৃহত্যাগ করেন এবং ২৯শে মাঘ সংক্রান্তিদিনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এইরূপে গৃহত্যাগের তিন দিন পরে ১লা ফাল্গুন কাটোয়া ত্যাগ করিয়া, কর্ণপূর ও কবিরাজের উক্তি অনুসারে, তিন দিন পরে, চতুর্থ দিনের, অর্থাৎ ৪ঠা ফাল্গুনের, পূর্বাহ্ণে প্রভু শান্তিপুরে আসেন। প্রভুর গৃহত্যাগ হইতে শান্তিপুরে উপস্থিতির পূর্বে ছয় দিন সময়। শচীমাতা এই ছয় দিন যদি কিছুই আহার না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ছয় দিনের উপবাসই হয়, বার দিনের উপবাস হইতে পারে না। অবশ্য শচীমাতা প্রতিদিন দুইবেলা আহার করিতেন যদি, তাহা হইলে বারবেলার উপবাসকে দ্বাদশ উপবাস বলা যায়। কিন্তু গ্রন্থকারের বর্ণনা অনুসারে, নিত্যানন্দ যখন নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, তখনও প্রভু শান্তিপুরে যায়েন নাই, তখন তিনি ছিলেন ফুলিয়াতে, একদিন পরে শান্তিপুরে গিয়াছেন।

১৪৪। **যশোদার ভাবে**—অক্রূরের সহিত কৃষ্ণ-বলরামের মথুরায় গমনের পরে তাঁহাদের বিরহে যশোদামাতার চিত্তে যেরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, সেইরূপ ভাবের আবেশে, **আই**—শচীমাতা **পরম-বিহ্বল**—(প্রাণাধিক-প্রিয় পুত্র নিমাঞির বিরহ-দুঃখে) অত্যন্ত বিহ্বল (আত্মস্মৃতি-হারা) হইয়া পড়িয়াছিলেন। **বহয়ে**—প্রবাহিত বা ক্ষরিত হয়। "বহয়ে"-স্থলে "বহই"-পাঠান্তর। অর্থ একই। **প্রেমজল**—স্বীয় পুত্র নিমাইর প্রতি বাৎসল্য-প্রীতি-জনিত অশ্রুধারা।

যারে দেখে আই তাহারেই বার্ত্তা লয়।
"মথুরার লোক কি তোমরা সব হয় ? ১৪৫
কহ কহ রাম কৃষ্ণ আছেন কেমনে ?"
বলিয়া মূর্চ্ছিত হই পড়য়ে তখনে ।। ১৪৬
ক্ষণে বোলে আই "ওই শুনি শিঙ্গা বাজে।
অক্রূর আইল কিবা পুন গোষ্ঠমাঝে ?" ১৪৭
এইমত আই কৃষ্ণ-বিরহ-সাগরে।
ডুবিয়া আছেন বাহ্য নাহি কলেবরে ।। ১৪৮
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু হেনই সময়ে।
আইর চরণে আসি দণ্ডবত হয়ে ।। ১৪৯
নিত্যানন্দ দেখি সব ভাগবতগণ।
উচ্চস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ।। ১৫০
"বাপ বাপ !" বলি আই হইলা মূর্চ্ছিত।
না জানিয়ে কে বা বা পড়য়ে কোন্ ভিত ।। ১৫১
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সভা' করি কোলে।
সিঞ্চিলেন সভার শরীর প্রেমজলে ।। ১৫২
শুভ-বাণী নিত্যানন্দ কহেন সভারে।
"সত্বরে চলহ সভে প্রভু দেখিবারে ।। ১৫৩
শান্তিপুর গেলা প্রভু আচার্য্যের ঘরে।
আমি আইলাঙ তোমা'সভারে নিবারে ।।" ১৫৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪৫। **তাহারেই বার্ত্তা লয়**—তাহার নিকটেই কৃষ্ণ-বলরামের সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। "তাহারেই বার্ত্তা লয়"-স্থলে "তারে এই বার্ত্তা কয়"-পাঠান্তর। এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধে এবং পরবর্তী পয়ারের প্রথমার্ধে এই বার্তা কথিত হইয়াছে।

১৪৭। যশোদার ভাবে আবিষ্ট হইয়া শচীমাতা নিজেকে যশোদা মনে করিতেছিলেন এবং মনে করিতেছিলেন—তিনি ব্রজেই রহিয়াছেন। এই অবস্থায় **আই**—শচীমাতা, **ক্ষণে বোলে**—কখনও কখনও বলেন, **ওই শুনি শিঙ্গা বাজে**—শুনিতেছি, ঐ শিঙ্গা বাজিতেছে (অর্থাৎ তিনি মনে করিলেন—তিনি যেন শিঙ্গা-ধ্বনি শুনিতেছেন। তাঁহার সমস্ত মন জুড়িয়া রহিয়াছে—তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় কৃষ্ণ। শিঙ্গা-ধ্বনি শুনিতে পাইতেছেন মনে করিয়া তিনি মনে করিলেন—শ্রীকৃষ্ণই গোষ্ঠে শিঙ্গাধ্বনি করিতেছেন। তিনি ইহাও ভাবিলেন—কৃষ্ণ তো অক্রূরের সঙ্গে মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন ; তাঁহার পক্ষে একাকী ফিরিয়া আসা তো সম্ভব নয়। বোধহয়, অক্রূরই কৃষ্ণকে লইয়া এখানে আসিতেছেন, গোষ্ঠ পর্যন্ত আসার পরেই কৃষ্ণ শিঙ্গাধ্বনি করিয়া আমাদিগকে তাঁহার আগমন-সংবাদ জানাইতেছেন। এ-সমস্ত ভাবিয়া তিনি বলিলেন), **অক্রুর আইলা কিবা ইত্যাদি**—তবে কি অক্রূর আবার গোষ্ঠমধ্যে আসিলেন ?

১৪৮। "এইমত আই কৃষ্ণ"-স্থলে "এইমত শচী আই"-পাঠান্তর।

১৫১। "না জানিয়ে কে বা বা"-স্থলে "হেন নাহি জানি কে" এবং "কে বা বা পড়য়ে"-স্থলে "কে বা আসি পড়ে"-পাঠান্তর। **কোন ভিত**—কোন দিকে।

১৫২। "করি"-স্থলে "লই"-পাঠান্তর।

১৫৪। **শান্তিপুর গেলা ইত্যাদি**—প্রভু শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের ঘরে গিয়াছেন। **আমি আইলাম ইত্যাদি**—তোমাদের সকলকে প্রভুর নিকটে নেওয়ার জন্য আমি আসিয়াছি। এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, সকলকে শান্তিপুরে নেওয়ার জন্যই শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়াছেন। পূর্ববর্তী ১২৭-পয়ারোক্তি হইতেও তাহাই বুঝা যায়। কিন্তু পরবর্তী ১৭৬, ১৯১ এবং ২০০ পয়ারোক্তি হইতে জানা যায়, ভক্তগণ ফুলিয়ানগরেই

চৈতন্যবিরহে জীর্ণ সর্ব্বভক্তগণ।
পূর্ণ হৈলা শুনি নিত্যানন্দের বচন ॥ ১৫৫
সভেই হইলা অতি আনন্দে বিহ্বল।
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণকোলাহল ॥ ১৫৬
যে দিবসে গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস।
সে দিবস অবধি আইর উপবাস ॥ ১৫৭
দ্বাদশ-উপাস তান—নাহিক ভোজন।
চৈতন্য-প্রভাবে সবে আছয়ে জীবন ॥ ১৫৮
দেখি নিত্যানন্দ বড় দুঃখিত-অন্তর।
আইরে প্রবোধি বোলে মধুর উত্তর ॥ ১৫৯
"কৃষ্ণের রহস্য কোন্ না জান' বা তুমি।
তোমারে বা কিবা কহিবারে জানি আমি ॥ ১৬০
তিলার্দ্ধেকো চিত্তে নাহি করিহ বিষাদ।
বেদেও কি পাইবেন তোমার প্রসাদ ॥ ১৬১
বেদে যারে নিরবধি করে অন্বেষণ।
সে প্রভু তোমার পুত্র—সভার জীবন ॥ ১৬২
হেন প্রভু বক্ষে হাত দিয়া আপনার।
আপনে সকল ভার লইল তোমার ॥ ১৬৩
'ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
মোর দায়' প্রভু বলিয়াছে বার বার ॥ ১৬৪
ভাল হয় যেমতে, প্রভু সে সব জানে।
সুখে থাক তুমি দেহ সমর্পিয়া তানে ॥ ১৬৫
শীঘ্র গিয়া কর' মাতা! কৃষ্ণের রন্ধন।
আনন্দিত হউক সকল ভক্তগণ ॥ ১৬৬
তোমার হস্তের অন্নে সভাকার আশ।
তোমার উপাসে হয় কৃষ্ণ-উপবাস ॥ ১৬৭
তুমি যে নৈবেদ্য কর' করিয়া রন্ধন।
মোহোর একান্ত তাহা খাইবারে মন ॥" ১৬৮
তবে আই শুনি নিত্যানন্দের বচন।
পাসরি বিরহ গেলা করিতে রন্ধন ॥ ১৬৯
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি আই পুণ্যবতী।
অগ্রে দিয়া নিত্যানন্দস্বরূপের প্রতি ॥ ১৭০
তবে আই সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে আগে দিয়া।
করিলেন ভোজন সভারে সন্তোষিয়া ॥ ১৭১
পরম-আনন্দ হইলেন ভক্তগণ।
দ্বাদশ-উপাসে আই করিলা ভোজন ॥ ১৭২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

গিয়াছিলেন এবং ২০২-পয়ার হইতে বুঝা যায়, প্রভু ফুলিয়াতেই ভক্তদের বিদায় দিয়া শান্তিপুরে গিয়াছিলেন। প্রভুর পরিকর-ভক্তব্যতীত নবদ্বীপবাসী অন্যলোকদেরই ফুলিয়ায় গমনের কথা বোধ হয় উল্লিখিত পয়ারসমূহে বলা হইয়াছে।

১৫৫। "জীর্ণ সর্ব্ব"-স্থলে "সব দগ্ধ"-পাঠান্তর।

১৫৭-৫৮। পূর্ববর্তী ১৪৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫৯। মধুর উত্তর—মিষ্ট বাক্য। "প্রবোধি বোলে মধুর"-স্থলে "প্রবোধি কিছু কহেন"-পাঠান্তর। পরবর্তী ১৬০-৬৮-পয়ার হইতেছে শচীমাতার প্রতি নিত্যানন্দের প্রবোধ-বাক্য।

১৬১। বিষাদ—দুঃখ। "নাহি করিহ বিষাদ"-স্থলে "না করিহ অবসাদ"-পাঠান্তর। অবসাদ—দুঃখ। প্রসাদ—সৌভাগ্য।

১৬৪-১৬৫। মোর দায়—সে দায়িত্ব আমার। এই পয়ারের স্থলে "মোর দায় প্রভু বলিয়াছে বারবার। আর বার আসি লোক করিমু উদ্ধার ॥" পাঠান্তর। ১৬৫ পয়ারে "সব"-স্থলে "ভাল"-পাঠান্তর।

১৬৬। "আনন্দিত হউক সকল"-স্থলে "সন্তোষ হউক এবে সব"-পাঠান্তর।

তবে সর্ব্বভক্তগণ নিত্যানন্দসঙ্গে।
প্রভু দেখিবারে সজ্জ হইলেন রঙ্গে ॥ ১৭৩
এ সব আখ্যান যত নবদ্বীপবাসী।
শুনিলেন "গৌরচন্দ্র হইলা সন্ন্যাসী ॥" ১৭৪
শুনিঞা অদ্ভুত নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
সর্ব্বলোক 'হরি' বলি বোলে 'ধন্য ধন্য' ॥ ১৭৫
ফুলিয়া-নগরে প্রভু আছেন শুনিঞা।
দেখিতে চলিলা সর্ব্বলোক হর্ষ হঞা ॥ ১৭৬
কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু কি পুরুষ নারী।
আনন্দে চলিলা সভে বলি 'হরি হরি' ॥ ১৭৭
পূর্ব্বে যে পাষণ্ডী সব করিল নিন্দন।
তারাও সপরিকরে করিল গমন ॥ ১৭৮
গূঢ়রূপে নবদ্বীপে লইলেন জন্ম।
"না জানিঞা নিন্দা করিলাঙ তান ধর্ম্ম ॥ ১৭৯
এবে লই গিয়া তান চরণে শরণ।
তবে সব অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥" ১৮০
এইমত বলি লোক মহানন্দে যায়।
হেন নাহি জানি লোক কত পথে ধায় ॥ ১৮১
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হৈল খেয়াঘাটে।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে ॥ ১৮২
কেহো বান্ধে ভেলা কেহো ঘট বুকে করে।
কেহো বা কলার গাছ ধরিয়া সাঁতরে ॥ ১৮৩
কত বা হইল লোক নাহি সমুচ্চয়।
যে যেমতে পারে সেইমতে পার হয় ॥ ১৮৪
সহস্র সহস্র লোক একো নায়ে চড়ে।
কথোদূর গিয়া মাত্র নৌকা ডুবি পড়ে ॥ ১৮৫
ভাসে সর্ব্ব লোক 'হরি' বোলে উচ্চস্বরে।
তথাপিহ চিত্তে কেহো বিষাদ না করে ॥ ১৮৬
হেন সে আনন্দ জন্মি-আছয়ে অন্তরে।
সর্ব্ব লোক ভাসে যেন আনন্দসাগরে ॥ ১৮৭
যে না জানে সাঁতরিতে, সেহো ভাসে সুখে।
ঈশ্বর-প্রভাবে কূল পায় বিনি-দুখে ॥ ১৮৮
কতদিগে লোক পার হয় নাহি জানি।
সবে এক চতুর্দ্দিগে শুনি হরিধ্বনি ॥ ১৮৯
এইমত আনন্দে চলিল সব লোক।
পাসরিয়া সভে ক্ষুধা তৃষ্ণা গৃহ শোক ॥ ১৯০
আইল সকল লোক ফুলিয়া-নগরে।
ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া 'হরি' বোলে উচ্চস্বরে ॥ ১৯১
শুনিঞা অপূর্ব্ব অতি উচ্চ হরিধ্বনি।
বাহির হইলা সর্ব্ব-ন্যাসি-শিরোমণি ॥ ১৯২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৭৩। **সজ্জ**—সজ্জিত।

১৭৬। **ফুলিয়া নগরে ইত্যাদি**—প্রভু যে ফুলিয়াতে আছেন, ভক্তগণ তাহা কাহার নিকট শুনিলেন? পূর্ববর্তী ১৫৪-পয়ারে নিত্যানন্দ তো বলিয়াছেন, প্রভু শান্তিপুরে আছেন।

১৭৯। "করিলাঙ তান ধর্ম্ম"-স্থলে "করি করিলুঁ অধর্ম্ম" এবং "করিলাঙ তান কর্ম্ম" পাঠান্তর। ১৭৯-৮০ পয়ারদ্বয় পাষণ্ডীদের অনুতাপোক্তি।

১৮৪। "লোক"-স্থলে "নৌকা"-পাঠান্তর। **সমুচ্চয়**—গণনা, সংখ্যা।

১৮৫। **নায়ে**—নৌকায়।

১৮৭। "জন্মি-আছয়ে"-স্থলে "সভার জন্মিল"-পাঠান্তর।

১৮৮। "সুখে"-স্থলে "জলে" এবং "বিনি-দুখে"-স্থলে "কুতূহলে" পাঠান্তর।

১৯২। "সর্ব্ব"-স্থলে "তবে"-পাঠান্তর।

কি অপূর্ব্ব শোভা সে কথন কিছু নয়।
কোটি চন্দ্র যেন আসি করিল উদয় ॥ ১৯৩
সর্ব্বদা শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ হরে হরে'।
বলিতে আনন্দধারা নিরবধি ঝরে ॥ ১৯৪
চতুর্দ্দিগে সর্ব্বলোক দণ্ডবত হয়।
কে কার উপরে পড়ে নাহি সমুচ্চয় ॥ ১৯৫
কণ্টকভূমিতে লোক নাহি করে ভয়।
আনন্দিত সর্ব্বলোক দণ্ডবত হয় ॥ ১৯৬
সর্ব্বলোকে 'ত্রাহি ত্রাহি' বোলে হাথ তুলি।
এইমত করে গৌরচন্দ্র কুতূহলী ॥ ১৯৭
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক এত সে হইল।
কি প্রান্তর কিবা গ্রাম সকল পূরিল ॥ ১৯৮
নানা গ্রাম হৈতে লোক লাগিল আসিতে।
কেহো নাহি যায় ঘর সে মুখ দেখিতে ॥ ১৯৯
হইতে লাগিল বড় লোকের গহল।
'ফুলিয়া'-নগর পূর্ণ হইল সকল ॥ ২০০
দেখি গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ মনোহর।
সর্ব্বলোক পূর্ণ হৈল বাহির অন্তর ॥ ২০১
তবে প্রভু কৃপাদৃষ্টি করিয়া সভারে।
চলিলেন শান্তিপুর আচার্য্যের ঘরে ॥ ২০২
সম্ভ্রমে আচার্য্য দেখি নিজ প্রাণনাথ।
পাদপদ্মে পড়িলেন হই দণ্ডপাত ॥ ২০৩
আর্ত্তনাদে লাগিলেন ক্রন্দন করিতে।
না ছাড়েন পাদপদ্ম দুইবাহু হৈতে ॥ ২০৪
শ্রীচরণ অভিষেক করি প্রেমজলে।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন পদতলে ॥ ২০৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৯৩। "শোভা"-স্থলে "কথা" এবং "সে কথন"-স্থলে "ত কহিল"-পাঠান্তর।

১৯৪। এই পয়ারোক্তি হইতে বুঝা যায়, প্রভু ষোড়শনামাত্মক মহামন্ত্রই উচ্চস্বরে কীর্তন করিতেছিলেন।

১৯৫। **সমুচ্চয়**—নির্ণয়, সংখ্যা। "নাহি সমুচ্চয়"-স্থলে "নাহিক নিশ্চয়"-পাঠান্তর।

১৯৬। **কণ্টকভূমিতে ইত্যাদি**—প্রভুর দর্শনে লোকসকল এমনই বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কণ্টকময় ভূমিতে পতিত হইয়াও প্রভুকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিতেও ভয় অনুভব করিতেন না। "লোক"-স্থলে "কেহো" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "আনন্দে বিহ্বল সভে ভূমিতে পড়য় ॥" পাঠান্তর।

১৯৭। **ত্রাহি ত্রাহি**—ত্রাণ (রক্ষা) কর, ত্রাণ (রক্ষা) কর।

১৯৯। **দেখিতে**—দেখিতে পাইয়া। অথবা, দেখিতে দেখিতে। প্রভুর কৃপা-প্রসন্ন চন্দ্রবদন দেখিতে পাইয়া, অথবা দেখিতে দেখিতে, লোকগণ এমনই আনন্দ-বিহ্বল হইয়াছেন যে, নিজ নিজ ঘরে ফিরিয়া যাওয়ার কথা আর কাহারই মনে জাগে নাই।

২০০। **গহল**—গহন, ভীড়।

২০২। এই পয়ার হইতে বুঝা যায়, প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত যাঁহারা ফুলিয়ায় আসিয়াছিলেন, কৃপাদৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া তিনি শান্তিপুরে চলিয়াছিলেন।

২০৩। **সম্ভ্রমে**—ব্যস্তসমস্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি। **হই দণ্ডপাত**—দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া। "পাদপদ্মে পড়িলেন"-স্থলে "পাদপদ্ম ছুঁইলেন"-পাঠান্তর।

২০৫। **অভিষেক**—অভিষিক্ত, সিঞ্চিত। **প্রেমজলে**—প্রেমাশ্রু-জলে। **পদতলে**—প্রভুর পদ-তলে। "হইলেন"-স্থলে "হই পড়ে"-পাঠান্তর।

দুই হস্তে তুলি প্রভু লইলেন কোলে।
আচার্য্য ভাসিলা ঠাকুরের প্রেমজলে ॥ ২০৬
স্থির হই ঠাকুর বসিলা কথোক্ষণে।
উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈতভবনে ॥ ২০৭
দিগম্বর শিশুরূপ অদ্বৈততনয়।
নাম—শ্রীঅচ্যুতানন্দ মহাজ্যোতির্ম্ময় ॥ ২০৮
পরম সর্ব্বজ্ঞ তিঁহো অতর্ক প্রভাব।
যোগ্য অদ্বৈতের পুত্র সেই মহাভাগ ॥ ২০৯
ধূলায় ধূসর অঙ্গ, হাসিতে হাসিতে।
জানিঞা আইলা প্রভু-চরণ দেখিতে ॥ ২১০
আসিয়া পড়িলা গৌরচন্দ্র-পদতলে।
ধূলার সহিত প্রভু লইলেন কোলে ॥ ২১১
প্রভু বোলে "অচ্যুত! আচার্য্য মোর পিতা
সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় দুই-ভ্রাতা ॥" ২১২
অচ্যুত বোলেন "তুমি দৈবে জীব-সখা।
সবে কে তোমার বাপ এই নাহি লেখা ॥" ২১৩
হাসে' প্রভু ভক্তগণ অচ্যুত-বচনে।
বিস্ময় সভার বড় উপজিল মনে ॥ ২১৪
"এ সকল কথা ত শিশুর কভু নয়।
না জানি জন্মিয়াছেন কোন্ মহাশয়?" ২১৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২০৭। **ঠাকুর**—প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ।

২০৯। **অতর্ক প্রভাব**—অতর্ক্য (তর্কের অগোচর) প্রভাব (মহিমা) যাঁহার; তিনি অতর্ক্য-প্রভাব। "অতর্ক"-স্থলে "অকথ্য" এবং "অচিন্ত্য" পাঠান্তর।

২১০। "ধূলায় ধূসর"-স্থলে "ধূলাময় সর্ব্ব"-পাঠান্তর। **জানিঞা**—প্রভুর আগমন জানিয়া।

২১৩। **দৈবে**—দৈববশে, জগদ্‌বাসী জীবের ভাগ্যবশে। **জীব-সখা**—জগতে অবতীর্ণ হইয়া জগদ্‌বাসী জীবের সখা (বন্ধু)-রূপে দেখা দিয়াছ। তুমি পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্, সুতরাং তুমি জীবমাত্রেরই একমাত্র প্রিয় এবং জীবও তোমার প্রিয় (১।৫।৫৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া, জীবের সখারূপে আচরণের দ্বারা তুমি তাহা দেখাইতেছ। **সবে কে তোমার বাপ ইত্যাদি**—তুমি বলিতেছ, আচার্য তোমার পিতা। কিন্তু সবে (একমাত্র কথাটি হইতেছে এই যে), তোমার পিতা যে কে, বেদাদি-শাস্ত্রে তাহা লেখা নাই। তাৎপর্য—তুমি পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ বলিয়া অজ (জন্মরহিত), অনাদি, নিত্য। তোমার বাপ বা পিতা নাই, কেহ হইতেও পারেন না। "এই"-স্থলে "তার"-পাঠান্তর।

২১৫। শ্রীঅচ্যুতের কথা শুনিয়া বিস্ময়ের সহিত ভক্তগণ বলিলেন, **এ সকল কথা ইত্যাদি**—এই শিশু অচ্যুত যে-সমস্ত কথা বলিলেন, সে-সমস্ত কথা তো কখনও শিশুর কথা হইতে পারে না! **না জানি ইত্যাদি**—বোধ হয়, এই শিশুরূপে কোনও মহাশয় ব্যক্তিই (কোনও মহাপুরুষই) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্ববর্তী ১২৪ পয়ার হইতে এই ২১৫ পয়ার পর্যন্ত পয়ার-সমূহে যে-বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, অন্য কোনও চরিতকারের গ্রন্থে তাহা দৃষ্ট হয় না, বরং তাহার বিরুদ্ধ বিবরণই দৃষ্ট হয়। প্রভু যে শ্রীনিত্যানন্দকে নবদ্বীপে যাইতে বলিয়াছেন, তদনুসারে নিত্যানন্দও যে নবদ্বীপে আসিয়াছেন, নবদ্বীপে নিত্যানন্দের মুখে প্রভুর কথা শুনিয়া প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত অসংখ্য লোক যে ফুলিয়ায় গিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিয়া

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কৃতার্থ হইয়াছেন, নিত্যানন্দের নবদ্বীপে উপস্থিতি-সময়ে শচীমাতার যে দ্বাদশ উপবাস হইয়া গিয়াছে, প্রভু যে ফুলিয়া হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে আসিয়াছেন—এ সকল কথা কবিকর্ণপূরের, অথবা কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তিতে দৃষ্ট হয় না। প্রসঙ্গক্রমে এ-স্থলে কর্ণপূরের কয়েকটি পরস্পর-বিরুদ্ধ উক্তির কথা আলোচিত হইতেছে।

প্রভুর রাঢ়দেশে ভ্রমণের প্রসঙ্গে, কর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে লিখিয়াছেন, প্রভু এক স্থানে হরিনাম শুনিতে না পাইয়া অতি দুঃখে নদীতে জলমগ্ন হইতেছিলেন, এমন সময় কতকগুলি বালক হরিধ্বনি করিয়া প্রভুকে প্রেমার্দ্র করিয়াছিলেন (১১।৫৯), একদিন প্রভু ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন (১১।৬০), এবং দক্ষিণদিকে গমন করিতে করিতে দৈবাৎ একদিন "আমি কোথায় যাইতেছি"—মনোমধ্যে এইরূপ বিচার করিয়া অদ্বৈতের গৃহে গমনেচ্ছু হইয়া নিত্যানন্দকে বলিলেন, "তুমি নবদ্বীপে যাইয়া তত্রত্য সকলকে অদ্বৈতের গৃহে আনয়ন কর।" তদনুসারে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে গমন করিয়া নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দকে এবং শচীমাতাকে লইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে আসিলেন (১১।৬২-৬৪)। কিন্তু তাঁহার নাটকে কর্ণপূর এ-সকল কথা লিখেন নাই। নাটকে তিনি লিখিয়াছেন, কাটোয়া-ত্যাগের পরে অদ্বৈত-গৃহের নিকটবর্তী গঙ্গাতীরে আগমন পর্যন্ত তিন দিন প্রেমাবেশে প্রভুর বাহ্যজ্ঞানই ছিল না, তাঁহার সঙ্গে যে নিত্যানন্দাদি আছেন, সেই জ্ঞানও তাঁহার ছিল না এবং এই তিন দিনের মধ্যে প্রভু জলস্পর্শও করেন নাই (সুতরাং ভিক্ষালব্ধ অন্ন-গ্রহণের এবং নিত্যানন্দকে নবদ্বীপ-গমনের আদেশ-দানের প্রশ্নই উঠিতে পারে না)। নাটকে তিনি আরও লিখিয়াছেন, একস্থানে প্রভু অত্যধিক রূপে প্রেমানন্দ-বিবশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এমন সময় কতকগুলি রাখাল বালক "হরি বোল, হরি বোল" বলিয়া উঠিলে, কিঞ্চিৎ আনন্দ-সুপ্তোত্থিতের ন্যায়, যে-দিক হইতে হরিধ্বনি আসিতেছিল, প্রভু সেই দিকে চাহিলেন। প্রভুর তখন গ্রহগ্রস্ত লোকের ন্যায় বিহ্বলতা, চক্ষু খুলিয়া কোনও বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করিলেও বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন না, কিছু শুনিলেও তাহার অর্থবোধ হয় না। নিত্যানন্দ মনে করিলেন—"এই আমার সুযোগ।" তিনি রাখাল-বালকদিগকে বলিলেন—"প্রভু যদি তোমাদের নিকটে বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা গঙ্গার দিক্ দেখাইয়া সেই দিক্ই বৃন্দাবনের পথ বলিও।" প্রভুও তাঁহাদের নিকট যাইয়া, তাঁহাদের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া, হরিধ্বনি করিয়া তাঁহাকে তাঁহারা কৃতার্থ করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদের নিকটে বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও নিত্যানন্দের শিক্ষা অনুসারে গঙ্গাতীরের পথ দেখাইয়া দিলেন। আনন্দাবেশে প্রভুও সেই পথে চলিলেন। এই সময়ে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর আচার্যকে বলিলেন, "আমি প্রভুর পাছে পাছে যাইয়া কৌশলে প্রভুকে অদ্বৈতের গৃহে লইয়া যাইব। তুমি অদ্বৈতাদিকে এই সংবাদ জ্ঞাপন কর (নাটক॥ ৪।৪৩)। রাখালদের কথিত পথে প্রভু বৃন্দাবনের দিকে চলিতেছেন, ভাবাবেশে আকাশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রভু বলিলেন—"হংহো! বৃন্দাবন আর কত দূরে?" এমন সময়ে নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"দেব! বৃন্দাবন আর একদিনেই পাওয়া যাইবে।" প্রভু যেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"একি? তুমি কি শ্রীপাদ নিত্যানন্দ?" বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে নিত্যানন্দ বলিলেন—"দেব! আমি নিত্যানন্দই।" "তুমি কোথা হইতে এখানে আসিলে?"

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"দেব! তোমার বৃন্দাবন-গমনের কথা শুনিয়া আমিও বৃন্দাবন-গমনের উদ্দেশ্যে তোমার সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছি।" "বেশ বেশ। এসো, আমরা উভয়ে এক সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইব।" কিছু দূর যাইয়া নিত্যানন্দ বলিলেন—"দেব! কিছু দূরেই যমুনা। যমুনায় স্নান করা কর্তব্য।" সানন্দে প্রভু বলিলেন—"অহো! আজ যমুনার দর্শন হইবে! শ্রীপাদ! কৈ সেই যমুনা?" নিত্যানন্দ প্রভুকে গঙ্গাতীরে নিয়া বলিলেন—"এই যমুনা।" প্রভু যমুনাবুদ্ধিতে গঙ্গায় স্নান করিলেন, যমুনার স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, আচার্যরত্নের মুখে সংবাদ শুনিয়া নূতন কৌপীন লইয়া অদ্বৈত সে-স্থানে উপনীত হইয়া গলদশ্রুলোচনে করজোড়ে প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। প্রভু চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বলিলেন—"তুমি কি মহানুভব অদ্বৈত?" নিত্যানন্দ বলিলেন, "হাঁ! তিনিই।" প্রভু তাঁহাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"আমি যে বৃন্দাবনে, তাহা তুমি কিরূপ জানিলে? আমার পেছনে পেছনে তুমি কিরূপেই বা এস্থানে আসিয়া উপনীত হইলে? বল, কোথা হইতে আসিলে॥" অদ্বৈত বলিলেন—"এই সম্মুখে ভাগীরথী। ইহার অপর পারে আমার গৃহ।" অদ্বৈতের এই কথা শুনিয়া প্রভুর সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। নিত্যানন্দ তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছেন বলিয়া নিত্যানন্দকে প্রভু ওলাহনও দিলেন। পরে অদ্বৈতের সঙ্গে প্রভু তাঁহার গৃহে গেলেন। পরের দিন শচীমাতা এবং নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ প্রভুর দর্শনার্থ শান্তিপুরে আসিলেন। কবিরাজ বলেন—নিত্যানন্দের আদেশে অদ্বৈতাচার্যকে প্রভুর সংবাদ জানাইয়া চন্দ্রশেখর আচার্যই নবদ্বীপে সংবাদ দিতে গিয়াছিলেন। নাটক হইতে জানা যায়, প্রভুর সঙ্গী অপর কেহ নবদ্বীপে গমন করেন নাই।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে দেখা যায়, কতকগুলি বিষয়ে মহাকাব্যের সহিত নাটকের বিরোধ আছে। এই বিরোধের সমাধান কি? সমাধান বোধ হয় এইরূপ। গ্রন্থশেষে কর্ণপূরের উক্তি হইতেই জানা যায়, মহাকাব্যের লেখা শেষ হইয়াছে ১৪৬৪ শকে এবং নাটকের লেখা শেষ হইয়াছে, তাহার ত্রিশ বৎসর পরে ১৪৯৪ শকে। প্রভুর রাঢ়-ভ্রমণের বিবরণে কর্ণপূর মহাকাব্যে যাহা লিখিয়াছেন, ত্রিশ বৎসর পরে, নাটকে তাহা হইতে ভিন্ন বিবরণ লিখিয়াছেন। ইহার একমাত্র হেতু হইতে পারে যে, কর্ণপূর বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে মহাকাব্যে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যথার্থ নহে। সেজন্য তাঁহার পরবর্তী গ্রন্থ নাটকে তিনি, তৎকালে যাহা সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে, নাটকের, সকল উক্তির সহিত কবিরাজের উক্তির সঙ্গতি নাই। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। কর্ণপূর তাঁহার নাটকে বলিয়াছেন, গঙ্গাতীরে উপনীত হওয়ার পূর্বেই নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর নিকটে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু কবিরাজ বলেন, গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়াই প্রভুর নিকটে নিত্যানন্দ, প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে, আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন। যাহা হউক, প্রভুর ফুলিয়া-গমনের কথা কর্ণপূরও বলেন নাই, কবিরাজ-গোস্বামীও বলেন নাই।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল, শ্রীচৈতন্যভাগবতের ৩।১।১২৪-২১৫-পয়ারোক্তির সহিত কর্ণপূরের নাটকোক্তির এবং কবিরাজ-গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্তির বিরোধ বিদ্যমান। সুতরাং এই কয় পয়ারোক্তি কিম্বদন্তীমূলক বলিয়াই মনে হয়। ৩।১।২২-২৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

হেনই সময়ে শ্রীঅনন্ত নিত্যানন্দ।
আইলা নদীয়া হৈতে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ ॥ ২১৬
শ্রীবাসাদি-ভক্তগণ দেখিয়া ঠাকুর।
লাগিলেন হরিধ্বনি করিতে প্রচুর ॥ ২১৭
দণ্ডবত হইয়া সকল ভক্তগণ।
ক্রন্দন করেন সভে ধরি শ্রীচরণ ॥ ২১৮
সভারে করিলা প্রভু আলিঙ্গন-দান।
সভেই প্রভুর নিজ-প্রাণের সমান ॥ ২১৯
আর্ত্তনাদে ক্রন্দন করেন ভক্তগণ।
শুনিঞা পবিত্র হয় সকল ভুবন ॥ ২২০
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে কান্দে যে সুকৃতি জন।
সে ধ্বনি শ্রবণে সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন ॥ ২২১
চৈতন্যকৃপায় ব্যক্ত হৈল হেন ধন।
ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ রস ভুঞ্জে যে-তে-জন ॥ ২২২
ভক্তগণ দেখি প্রভু পরম-হরিষে।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু নিজ-প্রেম-রসে ॥ ২২৩
সত্বরে গাইতে লাগিলেন ভক্তগণ।
'বোল বোল' বলি প্রভু গর্জ্জে ঘনেঘন ॥ ২২৪
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলী ॥ ২২৫
অশ্রু, কম্প, পুলক, হুঙ্কার, অট্টহাস।
কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গীর প্রকাশ ॥ ২২৬
কিবা সে মধুর পদ-চালন-ভঙ্গিমা।
কিবা সে শ্রীহস্ত-চালনাদির মহিমা ॥ ২২৭
কি কহিব সে বা প্রেমরসের মাধুরী।
আনন্দে তুলিয়া বাহু বোলে 'হরিহরি' ॥ ২২৮
রসময় নৃত্য অতি অদ্ভুত-কথন।
দেখিয়া পরমানন্দে ডুবে ভক্তগণ ॥ ২২৯
হারাইয়াছিলা প্রভু সর্ব্বভক্তগণ।
হেন প্রভু পুনর্ব্বার দিলা দরশন ॥ ২৩০
আনন্দে নাহিক বাহ্য কাহারো শরীরে।
প্রভু বেঢ়ি সভেই উল্লাসে নৃত্য করে ॥ ২৩১
কেবা কার্ গা'য়ে পড়ে কেবা কারে ধরে।
কেবা কার্ চরণ ধরিয়া বক্ষে করে ॥ ২৩২
কে বা কারে ধরি কান্দে, কে বা কিবা বোলে।
কেহো কিছু না জানে প্রেমের কুতূহলে ॥ ২৩৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২১৬। "শ্রী"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর। পূর্ববর্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২১। "শ্রবণে সর্ব্ব"-স্থলে "শুনিতে হয়"-পাঠান্তর।

২২৩। নিজ-প্রেম-রসে—স্বীয় কৃষ্ণস্বরূপ-বিষয়ক প্রেমানন্দে।

২২৫। ধরিয়া বুলেন—প্রেমাবেশে প্রভু ভূমিতে পড়িয়া যাইতে পারেন-এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, প্রভুর পতন-নিবারণার্থ, প্রভুকে দুই হস্তে ধরিয়া ধরিয়া প্রভুর সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অলক্ষিতে —প্রভুর অজ্ঞাতসারে। পদধূলী—প্রভুর পদধূলি।

২২৬। ২২৬-২৮-পয়ারত্রয়ে প্রভুর প্রেম-বিকারাদির কথা বলা হইয়াছে।

২২৮। "প্রেমরসের"-স্থলে "প্রেমধারের"-পাঠান্তর।

২২৯। "দেখিয়া পরমানন্দে ডুবে"-স্থলে "দেখি পরানন্দে ডুবিলেন" এবং "দেখিয়া পরমানন্দে মগ্ন"-পাঠান্তর।

২৩০। হারাইয়াছিলা ইত্যাদি—সর্ব্বভক্তগণ যে প্রভুকে হারাইয়াছিলেন।

২৩২। "বক্ষে করে"-স্থলে "নমস্করে"-পাঠান্তর।

সপার্ষদে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
এমত অপূর্ব্ব হয় পৃথিবী-ভিতর ॥ ২৩৪
"হরি বোল হরি বোল হরি বোল ভাই!"
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই ॥ ২৩৫
কি আনন্দ হইল সে অদ্বৈতভবনে।
সে মর্ম্ম জানেন সবে সহস্রবদনে ॥ ২৩৬
আপনে ঠাকুর তবে ধরি জনেজনে।
সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে করে প্রেম-আলিঙ্গনে ॥ ২৩৭
পাইয়া বৈকুণ্ঠনায়কের আলিঙ্গন।
বিশেষ আনন্দে মত্ত হয় ভক্তগণ ॥ ২৩৮
'হরি' বলি সর্ব্ব-গণে করে সিংহনাদ।
পুনঃপুন বাঢ়ে আরো সভার উন্মাদ ॥ ২৩৯
সাঙ্গোপাঙ্গে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের পতি।
পদভরে টলমল করে বসুমতী ॥ ২৪০
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম-উদ্দাম।
চৈতন্য বেঢ়িয়া নাচে মহাজ্যোতির্ধাম ॥ ২৪১
আনন্দে অদ্বৈত নাচে—করয়ে হুঙ্কার।
সভেই চরণ ধরে—যে পায় যাহার ॥ ২৪২
নবদ্বীপে যেন হৈল আনন্দ-প্রকাশ।
সেইমত নৃত্য, গীত, সকল বিলাস ॥ ২৪৩
কথোক্ষণে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
স্বানুভাবে বৈসে বিষ্ণুখট্টার উপর ॥ ২৪৪
জোড়হাথে সভে রহিলেন চারি-ভিতে।
প্রভু লাগিলেন নিজ তত্ত্ব প্রকাশিতে ॥ ২৪৫
"মুঞি কৃষ্ণ মুঞি রাম মুঞি নারায়ণ।
মুঞি মৎস্য মুঞি কূর্ম্ম বরাহ বামন ॥ ২৪৬
মুঞি পৃশ্নিগর্ভ হয়গ্রীব মহেশ্বর।
মুঞি বৌদ্ধ কল্কি হংস মুঞি হলধর ॥ ২৪৭
মুঞি নীলাচলচন্দ্র কপিল নৃসিংহ।
দৃশ্যাদৃশ্য সব মোর চরণের ভৃঙ্গ ॥ ২৪৮
মোর যশ গুণগ্রাম বোলে সর্ব্ববেদে।
মোহোরে সে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি সেবে ॥ ২৪৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৩৬। "সে মর্ম্ম জানেন সবে"-স্থলে "সেই মর্ম্ম না জানেন"-পাঠান্তর। সহস্রবদনে—সহস্রবদন অনন্তদেব।

২৩৭। "তবে"-স্থলে "সব" এবং "সভা"-পাঠান্তর।

২৩৯। উন্মাদ—প্রেমোন্মাদ, বা আনন্দোন্মাদ।

২৪২। "করয়ে"-স্থলে "করিয়া"-পাঠান্তর।

২৪৪। স্বানুভাবে—স্বানুভাব-সুখে। ১।৬।১১৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "স্বানুভাবে বৈসে"-স্থলে "স্বানুভাবাবেশে"-পাঠান্তর। পরবর্তী ২৪৬-৬৫-পয়ারসমূহ হইতে বুঝা যায়—এ-স্থলে 'স্বানুভাব' হইতেছে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-ভাব। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে, ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন লীলা করিয়া থাকেন।

২৪৬। "মুঞি কূর্ম্ম"-স্থলে "কূর্ম্মাদি সে" এবং "কূর্ম্ম-আদি"-পাঠান্তর।

২৪৮। দৃশ্যাদৃশ্য ইত্যাদি—দৃশ্য (প্রাকৃত) এবং অদৃশ্য (অপ্রাকৃত) যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই আমার অধীন, আমার আশ্রিত। আমার আশ্রয়-ব্যতীত কাহারও কোনও সত্তা থাকিতে পারে না। আমার পাদ-পদ্মের রসই সকলের উপজীব্য।

২৪৯। "মোর যশ"-স্থলে "মোহোর সে"-পাঠান্তর।

মুঞি সর্ব্ব-কালরূপী ভক্তগণ বিনে।
সকল আপদ খণ্ডে' মোহোর স্মরণে ॥ ২৫০
দ্রৌপদীরে লজ্জা হৈতে মুঞি উদ্ধারিলুঁ।
জউ-গৃহে মুঞি পঞ্চ পাণ্ডবে-রাখিলুঁ ॥ ২৫১
বৃকাসুর বধি মুঞি রাখিলুঁ শঙ্কর।
মুঞি উদ্ধারিলুঁ মোর গজেন্দ্র কিঙ্কর ॥ ২৫২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৫০। **মুঞি সর্ব্বকালরূপী** ইত্যাদি—ভক্তগণব্যতীত অপর সকলের পক্ষেই আমি কালস্বরূপ (সংহার-কর্ত্তা)। ভগবান্ ভক্তের সংহার করেন না। "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ গীতা ॥ ৯।৩১ ॥ শ্রীকৃষ্ণোক্তি ॥"

২৫১। **দ্রৌপদীরে** ইত্যাদি—২।১০।৬৩-৬৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। জউ—জতু, লাক্ষা, গালা। অগ্নির স্পর্শেই লাক্ষা বা গালা গলিয়া যায়। **জউগৃহ**—জতুনির্মিত গৃহ। **জউগৃহে মুঞি** ইত্যাদি—পঞ্চপাণ্ডবকে আমিই জতুগৃহ হইতে রক্ষা করিয়াছি। এই বিবরণ মহাভারতের আদি পর্বে ১৪১-৪৯ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে দুর্যোধন বারণাবতে এক জতুগৃহ নির্মাণ করাইয়া কোনও ছলে পঞ্চপাণ্ডবকে সেই গৃহে বাস করাইয়াছিলেন। ধর্মাত্মা বিদুর দুর্যোধনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া পাণ্ডবদিগকে তাহা জানাইয়াছিলেন। তাহা অবগত হইয়া পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় জতুগৃহের অভ্যন্তর হইতে নদীতীর পর্যন্ত এক সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করেন এবং জতুগৃহে অগ্নি-সংযোগ হইলে তাঁহারা সেই সুড়ঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন। তাঁহাদের পরিচর্যার জন্য পাঁচজন লোকও সেই গৃহে ছিলেন; জতুগৃহ দগ্ধ হইবার সময়ে এই পাঁচজন লোক দগ্ধ হইয়া মরিয়া গেলেন। তাঁহাদের কঙ্কাল দেখিয়া দুর্যোধন মনে করিয়াছিলেন, পাণ্ডবেরাই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছেন।

২৫২। **বৃকাসুর বধি** ইত্যাদি—আমি বৃকাসুরকে বধ করিয়া শঙ্করকে (মহাদেবকে) রক্ষা করিয়াছি। এই বিবরণ ভা. ১০।৮৮ অধ্যায়ে কথিত আছে। শকুনির পুত্র বৃকনামক অসুর একদিন পথিমধ্যে নারদকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিনের মধ্যে আশু বর-প্রদ কে। নারদ বলিলেন—মহাদেবই অল্পেতে তুষ্ট হয়েন এবং অল্পেতে রুষ্টও হয়েন। তখন বৃকাসুর কেদারক্ষেত্রে গমনপূর্বক অগ্নিতে স্বীয় গাত্রমাংস আহুতি দিয়া শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। সাতদিন পর্যন্ত এইরূপ আরাধনা করিয়াও শিবের দর্শন না পাওয়ায় বৃকাসুর স্বীয় মস্তক আহুতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে খড়্গদ্বারা মস্তক-চ্ছেদনে উদ্যত হইলে, পরম-করুণ মহাদেব অগ্নি হইতে উত্থিত হইয়া মস্তক-চ্ছেদন হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন এবং বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন বৃকাসুর বলিল— যে ব্যক্তির মস্তকেই আমি হস্তার্পণ করিব, সেই ব্যক্তিই তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাইবে—এই বর আমি যাচঞা করিতেছি। আশুতোষ মহাদেবও তথাস্তু বলিয়া তাহাকে সেই বরই দিলেন। তখন দুর্মতি বৃকাসুর বরের সত্যতা পরীক্ষার্থ মহাদেবের মস্তকেই হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হইলে মহাদেব ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন, বৃকাসুরও তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইতে লাগিল। অবশেষে মহাদেব প্রকৃতির অতীত তেজোময় বৈকুণ্ঠে গিয়া উপনীত হইলেন। মহাদেবকে ভীত দেখিয়া এবং তাঁহার পশ্চাতে বৃকাসুরকে দেখিয়া বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণ অজিন-মেখলা-কুশ-দণ্ড-অক্ষধারী এক ব্রাহ্মণ বালকের বেশে বৃকাসুরের সম্মুখে উপনীত হইলে বৃকাসুর তাঁহার নিকটে সমস্ত বিবরণ বলিল। তখন সেই ব্রাহ্মণ বালক বলিলেন—তোমার

মুঞি সে করিলুঁ প্রহ্লাদের বিমোচন।
মুঞি সে করিলুঁ গোপবৃন্দেরে রক্ষণ ॥ ২৫৩

মুঞি সে করিলুঁ পূর্ব্ব অমৃতমন্থন।
বঞ্চিয়া অসুর, রক্ষা কৈলুঁ দেবগণ ॥ ২৫৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নিজের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়াই তুমি বরের সত্যতা পরীক্ষা করনা কেন ? তদনুসারে বৃকাসুর স্বীয় মস্তকে হস্তার্পণ করা মাত্রেই ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে পতিত হইল, শঙ্করও রক্ষা পাইলেন। মুঞি উদ্ধারিমুঁ ইত্যাদি—২।১৩।২৭৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫৩। **প্রহ্লাদের বিমোচন**—২।৬।১২০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **গোপবৃন্দেরে রক্ষণ**—কালিয়নাগের বিষ-পরিপূর্ণ জল হইতে, অঘাসুর হইতে, ইন্দ্রকৃত বাতবৃষ্টি ও অশনিপাত হইতে, বৃষাসুর হইতে, দাবানলাদি হইতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসী গোপগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

২৫৪। **মুঞি সে ইত্যাদি**—পূর্বে আমিই অমৃতমন্থন করিয়াছি এবং অসুরগণকে বঞ্চিত করিয়া দেবতাদিগকে রক্ষা করিয়াছি। এই বিবরণ ভা. ৮।৫-৯ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

চাক্ষুষ-মন্বন্তরে অসুরদের শাণিত অস্ত্রে দেবতাগণ অত্যন্ত জর্জরিত হইয়া পড়িলেন। দুর্বাসার শাপে ইন্দ্রের সহিত ত্রিভুবন শ্রীহীন হইয়া পড়িলেন। মহেন্দ্র ও বরুণাদি দেবতাগণ প্রতিকারের কোনও উপায় নির্ধারণ করিতে না পারিয়া সুমেরু পর্বতে ব্রহ্মার নিকটে উপনীত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। সমস্ত শুনিয়া ব্রহ্মা দেবতাদের সহিত ক্ষীরোদ-সমুদ্রতীরে গমন করিয়া ভগবান্ হরির স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া ভগবান্ হরি তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তখন ব্রহ্মা ও শিব আবার তাঁহার স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া ভগবান্ বলিলেন—"দানবগণ শুক্রাচার্যের অনুগ্রহ লাভ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে। তোমরা এখন গিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি কর এবং দানবগণের সহিত মিলিত হইয়া মন্দর পর্বতকে মন্থন-দণ্ড এবং বাসুকীকে মন্থন-রজ্জু করিয়া অমৃত উৎপাদনের জন্য ক্ষীরসমুদ্রকে মন্থন কর। তোমরাই মন্থনের ফল ভোগ করিবে, অসুরগণ কেবল ক্লেশ-ভোগীই হইবে। মন্থনের ফলে কালকূটের উদ্ভবও হইবে ; তাহাতে তোমরা ভীত হইবে না। আর, মন্থন করিতে করিতে যে সকল লোভনীয় বস্তু উঠিবে, তৎসমস্তের প্রতি তোমরা লুব্ধ হইও না ; দানবেরা যাহা চায়, তাহাই তাহাদিগকে দিবে।" এইরূপ উপদেশ দিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণের সাক্ষাতেই ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। তাহার পরে দেবগণ দানবরাজ বলির নিকটে যাইয়া উল্লিখিত উপদেশানুসারে, সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। বলি এবং প্রধান প্রধান দানবগণ তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন দেব-দানবগণ মন্দর পর্বতকে উৎপাটিত করিয়া পরমানন্দে ক্ষীরোদ-সাগরের দিকে লইয়া চলিলেন। কিন্তু পর্বতের গুরুভার বহনে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পর্বতকে ফেলিয়া দিলেন। পর্বতের চাপে বহু দেবতা ও দানব হতাহত হইলেন। ভগবান্ ইহা জানিতে পারিয়া গরুড়-বাহনে সে-স্থানে উপনীত হইলেন এবং দৃষ্টিদ্বারা হতাহত দেব-দানবগণকে সুস্থ করিলেন এবং অবলীলাক্রমে এক হস্তে মন্দর-পর্বতকে গরুড়ের পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া স্বয়ং তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া ক্ষীরসমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইলেন, দেব-দানবেরাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। সমুদ্রতীরে উপনীত হইয়া ভগবান্ পর্বতকে গরুড়-পৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া গরুড়কে অন্যত্র পাঠাইয়া দিলেন।

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মন্দরকে মন্থন-দণ্ড এবং বাসুকীকে মন্থন-রজ্জু করিয়া অমৃত-উৎপাদনের নিমিত্ত দেব-দানবগণ সমুদ্র-মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। বাসুকীর মুখে তীব্র বিষদন্ত। মুখের দিক্ ধারণের নিমিত্ত অসুরগণকে লুব্ধ করার অভিপ্রায়ে, প্রথমে ভগবান্ই মুখ ধারণ করিলেন এবং দেবতাগণও তাঁহার সঙ্গী হইলেন। তাহা দেখিয়া, মুখের দিক্ ধারণের বিশেষত্ব আছে মনে করিয়া, অসুরগণ সেই দিক্ ধারণের ইচ্ছা করিলে, ভগবান্ তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং দেবতাদিগের সহিত স্বয়ং বাসুকীর পুচ্ছের দিক্ ধারণ করিলেন। মন্থন আরম্ভ হইল। কিন্তু পর্বতের তলদেশে কোনও আশ্রয় নাই বলিয়া পর্বত ক্রমশঃ সমুদ্রজলে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। তখন ভগবান্ নিজেই কূর্মরূপ ধারণ করিয়া একস্বরূপে পর্বতের তলদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং দেবাসুরাদি সকলের মধ্যেই শক্তিসঞ্চার করিলেন। পূর্ণোদ্যমে মন্থন চলিতে লাগিল। প্রথমে তীব্র হলাহলের উদ্ভব হইল এবং প্রতিদিকে তাহা বিস্তারিত হইতে লাগিল। সমস্ত জগৎ ধ্বংস হওয়ার উপক্রম দেখিয়া প্রজাসহ প্রজাপতিগণ কৈলাসপর্বতে উপনীত হইয়া সদাশিবের শরণাপন্ন হইয়া সমস্ত নিবেদন করিলে, মহাদেব ক্ষীরসমুদ্রে আসিয়া সমস্ত বিষ স্বীয় করতলে আনয়নপূর্বক পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইলেন। দেবতা ও দানবগণ পরমানন্দে পুনরায় মন্থন আরম্ভ করিলেন। ক্রমে সুরভি গাভী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ঐরাবত নামক হস্তী, অষ্টদিক্ হস্তী ও অষ্টদিক্ হস্তিনী, কৌস্তুভ নামক মহামণি, পারিজাত-বৃক্ষ এবং অপ্‌সরাসকল উত্থিত হইল। পরে লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব; দেবতাগণ তাঁহার অভিষেক করিলেন। লক্ষ্মীদেবী মুকুন্দকে বরণ করিলেন। তাহার পরে কমললোচনা কুমারীরূপে বারুণীদেবীর আবির্ভাব হইল। হরির অনুমতিক্রমে অসুরেরা তাঁহাকে গ্রহণ করিল। আবার মন্থন আরম্ভ হইলে পরমাশ্চর্য এক পুরুষ উত্থিত হইলেন। তাঁহার হস্তে অমৃতপূর্ণ কলস। সাক্ষাৎ ভগবানের অংশ-স্বরূপ সেই পুরুষের হস্ত হইতে দানবগণ বলপূর্বক অমৃত-কলস গ্রহণ করিয়া পলায়নপর হইলে দেবতারা বিষণ্ণ হইলেন। ভগবান্ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিলেন এবং যোগমায়া বিস্তার করিয়া দানবদিগের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করিলেন এবং স্বয়ং এক অপূর্ব-দর্শনা কামিনীর রূপে সে-স্থানে দর্শন দিলেন। তাঁহার এবং তাঁহার হাব-ভাব-দর্শনে অসুরযূথপতিদিগের চিত্তে মুহুর্মুহু কামোদ্দীপন হইল। সেই মোহিনী কামিনী দানবদের দিকে অগ্রসর হইলে, তাঁহারা অশেষ বিশেষে তাঁহার প্রশংসা করিয়া সকলকে অমৃত বণ্টন করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত তাঁহার হস্তে অমৃত-কলসটি অর্পণ করিল। অমৃত-ভাণ্ড হাতে পাইয়া সেই যোষিদ্রূপ হরি সহাস্যবদনে দানবদিগকে বলিলেন—"আমি যাহা করি, ভালই হউক কি মন্দই হউক, যদি তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে তাহা অঙ্গীকার করিয়া লও, তাহা হইলেই আমি এই অমৃত বণ্টন করিয়া দিতে পারি।" দানবগণ তাহাতে সম্মত হইল। পরে সেই দেবী দানবগণকে এক পংক্তিতে এবং দেবতাদিগকে কিছু দূরে আর এক পংক্তিতে বসাইলেন। তিনি ভাবিলেন, "দানবগণ জাতিমাত্রেই ক্রূর, অমৃত-লাভের অযোগ্য, তাহাদিগকে অমৃত দিব না, শান্তপ্রকৃতি দেবগণকেই দিব।" সেই দেবী দানবদিগকে বহু সম্মান ও প্রীতি দেখাইয়া বলিলেন—"তোমরা অতি ধীর, এই দেবতারা অত্যন্ত দুঃখী। আগে ইঁহাদিগকে সামান্য কিছু অমৃত দিয়া পরে তোমাদিগকেই সম্পূর্ণরূপে পান করাইব।" তাঁহার রূপমুগ্ধ দানবগণ তাঁহার মধুর বাক্যে প্রীতি লাভ করিয়া তাহাতেই সম্মত হইল। সেই দেবী দানবদিগের পংক্তি

মুঞি সে বধিলুঁ মোর ভক্তদ্রোহী কংস।
মুঞি সে করিলুঁ দুষ্ট রাবণ নির্ব্বংশ ॥ ২৫৫
মুঞি সে ধরিলুঁ বাম-হাথে গোবর্দ্ধন।
মুঞি সে করিলুঁ কালি-নাগের দমন ॥ ২৫৬
মুঞি করোঁ সত্যযুগে তপস্যা-প্রচার
ত্রেতাযুগে যজ্ঞ লাগি করোঁ অবতার ॥ ২৫৭
এই মুঞি অবতীর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজা ধর্ম্ম বুঝাইলুঁ সকল লোকেরে ॥ ২৫৮
কত মোর অবতার বেদেও না জানে।
সম্প্রতি আইলুঁ মুঞি কীর্ত্তন-কারণে ॥ ২৫৯
কীর্ত্তন-আরম্ভে প্রেমভক্তির বিলাস।
অতএব কলিযুগে আমার প্রকাশ ॥ ২৬০
সর্ব্ব বেদে পুরাণে আশ্রয় মোর চায়।
ভক্তের আশ্রমে মুঞি থাকোঁ সর্ব্বদায় ॥ ২৬১
ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই ॥ ২৬২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অতিক্রম করিয়া দূরবর্তী দেবতাদিগের নিকটে গিয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত অমৃত পান করাইলেন, আর কিছুই অবশিষ্ট রাখিলেন না। নিজেদের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়া এবং স্ত্রীলোকের সহিত কলহ সঙ্গত নহে মনে করিয়া, দানবেরাও ইহাতে কিছু বলিল না। সেই দেবী জরা-মরণ-বিধ্বংসী অমৃত দেবতাদিগকেই পান করাইলেন। তাঁহারা সমস্ত অমৃত পান করিয়া শেষ করিলে, ভগবান্ হরি দানবদিগের সম্মুখভাগেই স্ত্রীরূপ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় স্বীয়রূপ ধারণ করিলেন। এইরূপে ভগবান্ অসুরদিগকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের উৎপীড়ন হইতে দেবতাদিগকে রক্ষা করিলেন।

২৫৫। **মুঞি সে বধিলুঁ** ইত্যাদি—ভা. ১০।৪৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। **রাবণ-নির্ব্বংশ**—রামায়ণ লঙ্কা-কাণ্ড দ্রষ্টব্য।

২৫৬। **মুঞি সে ধরিলুঁ** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞের পরিবর্তে গোবর্ধন-পূজার প্রবর্তন করিলে ইন্দ্র রুষ্ট হইয়া সাতদিন পর্যন্ত ব্রজধামের উপরে বাত-বৃষ্টি-বজ্রপাতাদি করিয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতকে উত্তোলন করিয়া বামহস্তে ধারণ করিয়া ব্রজবাসীদিগকে গোবর্ধনের নীচে রাখিয়া ইন্দ্রকৃত উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ভা. ১০।২৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। **মুঞি সে করিলুঁ** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক কালিয়নাগ-দমনের বিবরণ ভা. ১০।১৬ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

২৫৭। **মুঞি করোঁ সত্য যুগে** ইত্যাদি—সত্যযুগের যুগাবতার "শুক্ল"-রূপে সত্যযুগের যুগধর্ম তপস্যা বা ধ্যান প্রচার করিয়া থাকি। **ত্রেতাযুগে** ইত্যাদি—ত্রেতাযুগের যুগাবতার "রক্ত"-রূপে ত্রেতার যুগধর্ম যজ্ঞের প্রবর্তন করিয়া থাকি। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধে "করোঁ-স্থলে "মোর"-পাঠান্তর।

২৫৮। "অবতীর্ণ"-স্থলে "অবতার"-পাঠান্তর। **দ্বাপরে**—গত দ্বাপরে, "শ্যাম"-রূপে।

২৫৯। **সম্প্রতি**—এই কলিযুগে। **কীর্তন-কারণে**—সঙ্কীর্তন-প্রচারের নিমিত্ত। ১।২।৬-শ্লোক-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬১। **সর্ব্ববেদে ইত্যাদি**—সমস্ত বেদ এবং পুরাণ আমারই আশ্রয় কামনা করে। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি ॥ কঠশ্রুতি ॥ ১।২।১৭॥" **ভক্তের আশ্রমে ইত্যাদি**—"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ পদ্মপুরাণে ভগবদুক্তি ॥ অহং ভক্তপরাধীনো

যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র-বিহার।
তথাপিহ ভক্তবশ-স্বভাব আমার ॥ ২৬৩
তোমরা সে জন্মজন্ম সংহতি আমার।
তোমা'সভা' লাগি মোর সর্ব্ব অবতার ॥ ২৬৪
তিলার্দ্ধেকো আমি তোমা'সভারে ছাড়িয়া।
কোথাও না থাকি সভে সত্য জান' ইহা ॥ ২৬৫
এইমত প্রভু তত্ত্ব কহে করুণায়।
শুনি সব ভক্তগণ কান্দে উর্দ্ধ-রা'য় ॥ ২৬৬
পুনঃপুন সভে দণ্ডপ্রণাম করিয়া।
উঠেন পড়েন কাকু করেন কান্দিয়া ॥ ২৬৭
কি আনন্দ হইল সে অদ্বৈতের ঘরে।
যে রস হইল পূর্ব্বে নদীয়া-নগরে ॥ ২৬৮
পূর্ণমনোরথ হইলেন ভক্তগণ।
যতেক পূর্ব্বের দুঃখ হইল খণ্ডন ॥ ২৬৯
প্রভু সে জানেন ভক্ত-দুঃখ খণ্ডাইতে।
হেন প্রভু দুঃখী জীব না ভজে কেমতে ॥ ২৭০
করুণাসাগর গৌরচন্দ্র মহাশয়।
দোষ নাহি দেখে প্রভু, গুণ মাত্র লয় ॥ ২৭১
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য সম্বরিয়া মহাধীর।
বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু হইলেন স্থির ॥ ২৭২
সভারে লইয়া প্রভু গঙ্গাস্নানে গেলা।
জাহ্নবীতে বহুবিধ জলক্রীড়া কৈলা ॥ ২৭৩
সভার সহিত আইলেন করি স্নান।
তুলসীরে প্রদক্ষিণ করি জলদান ॥ ২৭৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ভা. ৯।৪।৬৩ ॥" "আশ্রয় মোর"-স্থলে "আশ্রমে মোরে" এবং "ভক্তের আশ্রমে"-স্থলে "ভক্তির আশ্রয়ে"-পাঠান্তর।

২৬৩। তথাপিহ ভক্তবশ ইত্যাদি—আমি স্বতন্ত্র হইলেও ভক্তবশ্যতা হইতেছে আমার স্বভাব। "ময়ি নির্ব্বন্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ। বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥ ভা. ৯।৪।৬৬ ॥"

২৬৪। তোমরা সে ইত্যাদি—তোমরা আমার নিত্যপরিকর। ১।৪।৩৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৬৫। "সভে"-স্থলে "আমি"-পাঠান্তর।

২৬৬। তত্ত্ব—স্বীয় তত্ত্ব। করুণায়—করুণাবশতঃ। **উর্দ্ধ-রা'য়**—উচ্চরবে।

২৬৮। **পূর্ব্বে**—সন্ন্যাসের পূর্বে।

২৬৯। "পূর্ণ মনোরথ হইলেন"-স্থলে "পূর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ হৈল"-পাঠান্তর।

পূর্ববর্তী ২৪৪-পয়ার হইতে ২৬৯-পয়ার পর্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, অন্য কোনও চরিতকারের গ্রন্থে তাহা দৃষ্ট হয় না। ইহা হয়তো শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের প্রাপ্ত নূতন তথ্য।

২৭০। দুঃখী—সংসার-দুঃখে দুঃখী। **না ভজে কেমতে**—ভজন না করিয়া কিরূপে থাকিতে পারে? "ভক্ত"-স্থলে "সব"-পাঠান্তর।

২৭১। **দোষ নাহি দেখে ইত্যাদি**—দোষের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকে না, কেবল গুণটিই গ্রহণ করেন। তাহার সাক্ষী পূতনা। পূতনা কপটতার আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ সংহার করিতে আসিয়াছিল। ইহা তাহার দোষ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পূতনাকে ধাত্রীগতি দিয়াছেন। ২।১।১৫৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। গৌরস্বরূপের অসাধারণ করুণার কথা ২।১।১৬৬-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

২৭৩। "জলক্রীড়া কৈলা"-স্থলে "ক্রীড়ন করিলা"-পাঠান্তর।

বিষ্ণুগৃহে প্রদক্ষিণ নমস্কার করি।
সভা' লই ভোজনে বসিলা গৌরহরি ॥ ২৭৫
মধ্যে বসিলেন প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে।
চতুর্দ্দিগে সর্ব্বগণ বসিলেন রঙ্গে ॥ ২৭৬
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন—প্রভু প্রফুল্ল-বদন।
ভোজন করেন চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ ॥ ২৭৭
বৃন্দাবন-মধ্যে যেন গোপগণ-সঙ্গে।
রাম কৃষ্ণ ভোজন করেন সেই রঙ্গে ॥ ২৭৮
সেই সব কথা প্রভু সভারে কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া ॥ ২৭৯
কার্ শক্তি আছে ইহা সব বর্ণিবারে।
তাঁহার কৃপায় যেই বোলান যাহারে ॥ ২৮০
ভোজন করিয়া প্রভু চলিলেন মাত্র।
ভক্তগণ লুটি খাইলেন শেষ-পাত্র ॥ ২৮১
ভব্যাভব্য বৃদ্ধ সব হৈলা শিশুমতি।
এইমত হয় বিষ্ণুভক্তির শকতি ॥ ২৮২
যে সুকৃতি জন শুনে এ সব আখ্যান।
তাহারে মিলয়ে গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥ ২৮৩
পুন প্রভু-সঙ্গে ভক্তগণ-দরশন।
পুনর্ব্বার ঐশ্বর্য্য-আবেশে সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৮৪
সর্ব্ববৈষ্ণবের প্রভু-সংহতি ভোজন।
ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে প্রেমধন ॥ ২৮৫
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২৮৬

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে আচার্য্যগৃহে পুনঃসম্মেলনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৭৬। "সর্ব্বগণ"-স্থলে "ভক্তগণ"-পাঠান্তর।

২৭৮। ভা. ১০।১৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৮০। "বোলান—বলায়েন। "যেই বোলান"-স্থলে "যে বোলায়েন"-পাঠান্তর।

২৮১। "খাইলেন"-স্থলে "পাইলেন" এবং "করিলেন"-পাঠান্তর।

২৮২। "ভক্তির শকতি"-স্থলে "ভকতির রীতি"-পাঠান্তর।

২৮৬। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি অন্ত্যখণ্ডে প্রথম অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা
(১৯. ১১. ১৯৬৩—২৩. ১১. ১৯৬৩)

অন্ত্যখণ্ড

দ্বিতীয় অধ্যায়

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় সর্ব্বপ্রাণ।
জয় দুষ্ট-ভয়ঙ্কর জয় শিষ্ট-ত্রাণ ॥ ১
জয় শেষ রমা অজ ভবের ঈশ্বর।
জয় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু ন্যাসিবর ॥ ২
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
কৃপা কর' প্রভু! যেন তোঁহে মন রয় ॥ ৩

হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে।
করিলা অশেষ রঙ্গ অদ্বৈতের ঘরে ॥ ৪
বহুবিধ আপন-রহস্য-কথা-রঙ্গে।
সুখে প্রভু রাত্রি গোঙাইলা ভক্ত সঙ্গে ॥ ৫
পোহাইল নিশা প্রভু করি নিত্য কৃত্য।
বসিলেন চতুর্দ্দিগে বেঢ়ি সব ভৃত্য ॥ ৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। শান্তিপুর হইতে নিত্যানন্দাদির সহিত প্রভুর নীলাচল-যাত্রা। পথে সঙ্গের ভক্তদিগের সঞ্চয়-বুদ্ধি-সম্বন্ধে পরীক্ষা এবং ঈশ্বরেচ্ছাতেই যে জীবের আহার্য মিলে, প্রভুকর্তৃক তাহার শিক্ষা। আটিসারা হইয়া জাহ্নবীর কূলে কূলে গমন করিয়া প্রভুর ছত্রভোগে অম্বুলিঙ্গ-ঘাটে আগমন, অম্বুলিঙ্গ-শিবের বিবরণ কথন, রামচন্দ্র খানের সহিত মিলন, তাঁহার সহায়তায় নৌকারোহণে উৎকলে প্রবেশ করিয়া প্রয়াগ-ঘাটে নৌকা হইতে প্রভুর অবতরণ, তাহার পর গঙ্গাঘাট-নামক স্থানে স্নান ও মহেশ-দর্শন। প্রভুকর্তৃক লোকালয়ে ভিক্ষা। দানীর প্রসঙ্গ। সুবর্ণরেখা-নদীতীরে প্রভুর আগমন, সে-স্থানে নিত্যানন্দকর্তৃক প্রভুর দণ্ড-ভঙ্গ। জলেশ্বরে আগমন। রেমুণার পথে এক শাক্তসন্ন্যাসীর সহিত প্রভুর মিলন, রেমুণায় উপস্থিতি ও গোপীনাথ-দর্শন, রেমুণা হইতে যাজপুর হইয়া কটক-গমন ও সাক্ষিগোপাল-দর্শন। কটক হইতে ভুবনেশ্বরে আগমন এবং শঙ্করের ভুবনেশ্বর-স্থান-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণের বিবরণ-কথন। ভুবনেশ্বর হইতে কমলপুরে আগমন, জগন্নাথ-মন্দিরের ধ্বজাদর্শনে প্রভুর প্রেমোন্মাদ, আঠারনালায় আগমন, আঠারনালা হইতে প্রভুর একাকী মন্দিরে গমন এবং জগন্নাথ-দর্শনে মূর্ছা, তদ্দর্শনে সার্বভৌমভট্টাচার্যের বিস্ময় এবং প্রভুর সেবা, সার্বভৌমকর্তৃক মূর্ছিত প্রভুকে স্বগৃহে আনয়ন। প্রভুর সঙ্গের ভক্তদের সহিত সার্বভৌমের মিলন, তিন প্রহরান্তে প্রভুর মূর্ছাভঙ্গ, কথোপকথন এবং সার্বভৌম-গৃহে ভোজন।

১। "সর্ব্বপ্রাণ"-স্থলে "সর্ব্বজীবপ্রাণ" এবং "ভয়ঙ্কর"-স্থলে "ক্ষয়ঙ্কর"-পাঠান্তর।

৩। "তোঁহে মন"-স্থলে "তোতে মতি"-পাঠান্তর।

৫। **আপন রহস্য-কথা**—নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব-কথা। "আপন"-স্থলে "আপনে" এবং "সুখে প্রভু রাত্রি গোঙাইলা ভক্ত"-স্থলে "সুখে রাত্রি পোহাইলা ভক্তগণ"-পাঠান্তর।

৬। **পোহাইল নিশা**—প্রভু যে-দিন শান্তিপুরে গিয়াছিলেন, সেই দিন সূর্যাস্তের পরের রাত্রি প্রভাত হইল। "পোহাইল নিশা"-স্থলে "আর দিন প্রাতে" এবং "নিত্য"-স্থলে "নিজ"-পাঠান্তর।

প্রভু বোলে "আমি চলিলাঙ নীলাচলে।
কিছু দুঃখ না ভাবিহ তোমরা-সকলে ॥ ৭
নীলাচলচন্দ্র দেখি আমি পুনর্ব্বার।
আসিয়া হইব সঙ্গ তোমা'সভাকার ॥ ৮
সভে গিয়া সুখে গৃহে করহ কীর্ত্তন।
জন্ম জন্ম তুমিসব আমার জীবন ॥" ৯
ভক্তগণ বোলে "প্রভু ! যে তোমার ইচ্ছা।
কার্ শক্তি তাহা করিবারে পারে মিছা ॥ ১০
তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময়।
সে রাজ্যে এখনে কেহো পথ নাহি বয় ॥ ১১
দুই রাজায় হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ।
মহাযুদ্ধ স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ ॥ ১২
যারত উৎপাত কিছু উপশম হয়।
তাবত বিশ্রাম কর' যদি চিত্তে লয় ॥" ১৩
প্রভু বোলে "যে সে কেনে উৎপাত না হয়।
অবশ্য চলিব আমি করিল নিশ্চয় ॥" ১৪
বুঝিলেন অদ্বৈত প্রভুর চিত্তবৃত্ত।
চলিবেন নীলাচলে, নহিলা নিবৃত্ত ॥ ১৫
জোড়হাথে সত্য কথা লাগিলা কহিতে।
"কে পারে তোমার পথ-নিরোধ করিতে ? ১৬
সর্ব্ব বিঘ্ন—কিঙ্করের কিঙ্কর তোমার।
তোমার করিতে বিঘ্ন শক্তি আছে কার্ ॥ ১৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯। "গৃহে করহ কীর্ত্তন"-স্থলে "গৃহে কর নামসঙ্কীর্ত্তন"-পাঠান্তর। জীবন—প্রাণতুল্য প্রিয়। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে জানা যায়, এই ভক্তগণ যে প্রভুর নিত্যপরিকর, তাহাই প্রভু জানাইলেন।

১০। **মিছা**—মিথ্যা, অন্যথা।

১১। **দুর্ঘট**—সঙ্কটময়, বিপজ্জনক। **সে রাজ্যে**—যে-রাজ্যে নীলাচলচন্দ্র বিরাজিত, সেই রাজ্যে। উড়িষ্যায়। **পথ নাহি বয়**—সেই রাজ্যে যাওয়ার পথে চলে না। ইহার হেতু পরবর্তী পয়ারে কথিত হইয়াছে।

১২। **দুই রাজায়**—উড়িষ্যার রাজা এবং বাঙ্গালার রাজা, এই দুই রাজার মধ্যে। "মহাযুদ্ধ"-স্থলে "মহাদস্যু"-পাঠান্তর। অর্থ—মহাদস্যুর ন্যায় সেই রাজাদের আচরণ। **প্রমাদ**—বিপদ। উৎপাত !

১৪। "আমি করিল"-স্থলে "মুঞি কহিল"-পাঠান্তর।

১৫। "বুঝিলেন অদ্বৈত"-স্থলে "অদ্বৈতাদি বুঝিলা" এবং "নিবৃত্ত"-স্থলে "নিবর্ত্ত"-পাঠান্তর। **চিত্তবৃত্ত**—চিত্তবৃত্তি, অভিপ্রায়। **নহিলা নিবৃত্ত**—নীলাচলে গমন হইতে নিবৃত্ত হইলেন না, নীলাচলে না গিয়া ক্ষান্ত হইলেন না।

১৬। **পথ-নিরোধ করিতে**—গমনের পথে বাধা দিতে। **কে পারে ইত্যাদি**—তুমি সর্বশক্তিমান্, সকলের নিয়ন্তা ; তোমার প্রভাব অচিন্ত্য এবং অলঙ্ঘনীয়। পথে যুদ্ধবিগ্রহাদি যাহাই থাকুক না কেন, সে-সমস্ত তোমার গমনে বাধা জন্মাইতে পারিবে না।

১৭। **সর্ব্ববিঘ্ন ইত্যাদি**—সমস্ত বিঘ্ন হইতেছে তোমার কিঙ্করের (দাসের) কিঙ্কর (দাস), দাসানুদাস। তোমার সেবা করাই তাহাদের ধর্ম। **তোমার করিতে ইত্যাদি**—তোমার বিঘ্ন উৎপাদনের শক্তি কাহার আছে ? অর্থাৎ কাহারও নাই। "কিঙ্করের"-স্থলে "কি করিব"-পাঠান্তর। অর্থ—সমস্ত বিঘ্ন হইতেছে তোমার কিঙ্কর ; সুতরাং তাহারা তোমার কি করিবে ?

যখনে করিয়া আছ চিত্ত নীলাচলে।
তখনে চলিবা প্রভু! মহাকুতূহলে॥" ১৮
শুনিঞা অদ্বৈতবাক্য প্রভু সুখী হৈলা।
পরমসন্তোষে 'হরি' বলিতে লাগিলা॥ ১৯
সেইক্ষণে মহাপ্রভু মত্ত-সিংহ-গতি।
চলিলেন শুভ করি নীলাচল-প্রতি॥ ২০
ধাইয়া চলিলা পাছে সর্ব্বভক্তগণ।
কেহো নাহি পারে সম্বরিবারে ক্রন্দন॥ ২১
কথোদূরে গিয়া প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সভা, প্রবোধেন বলি মধুর উত্তর॥ ২২
"চিত্তে কেহো কোনো কিছু না ভাবিহ ব্যথা।
তোমা'সভা' আমি নাহি ছাড়িব সর্ব্বথা॥ ২৩
কৃষ্ণনাম লহ সভে বসি গিয়া ঘরে।
আমিহ আসিব দিন-কথোক-ভিতরে॥" ২৪
এত বলি মহাপ্রভু সর্ব্ববৈষ্ণবেরে।
প্রত্যেকে প্রত্যেকে ধরি আলিঙ্গন করে॥ ২৫
প্রভুর নয়নজলে সর্ব্বভক্তগণ।
সিঞ্চিত হইয়া অঙ্গ করেন ক্রন্দন॥ ২৬
এইমত নানারূপে সভা' প্রবোধিয়া।
চলিলেন প্রভু দক্ষিণাভিমুখ হৈয়া॥ ২৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৮। অন্বয়। তুমি যখন নীলাচলে (নীলাচলের দিকে, নীলাচলে যাইতে) চিত্ত (মন, ইচ্ছা) করিয়াছ, তখন প্রভু তুমি মহাকুতূহলে (পরমানন্দে, নির্বিঘ্নে) চলিবা (গমন করিতে পারিবে)।

১৯। "প্রভু"-স্থলে "মহা", "হরি"-স্থলে "প্রভু" এবং "হরি বলিতে লাগিলা"-স্থলে "সভে মাতাকে বুঝাইলা"-পাঠান্তর। শেষোক্ত পাঠান্তরের তাৎপর্য বুঝা যায় না। যেহেতু, নবদ্বীপ হইতে শ্রীবাসাদি ভক্তগণের সঙ্গে শচীমাতাও যে শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, পূর্বে কোনও স্থলে তাহা বলা হয় নাই, এবং শচীমাতা ও প্রভুর পরস্পর আচরণাদির কোনও কথাও কোনও স্থলে বলা হয় নাই।

২১। পাছে—প্রভুর পশ্চাতে, পাছে পাছে। "পাছে"-স্থলে "পথে"-পাঠান্তর।

২২। সভা প্রবোধেন—সকলকে প্রবোধ বা সান্ত্বনা দান করেন (করিতে লাগিলেন)। পরবর্তী দুই পয়ার হইতেছে প্রভুর সান্ত্বনা-বাক্য।

২৭। দক্ষিণাভিমুখ হৈয়া—দক্ষিণদিকে, নীলাচলের দিকে। এ-স্থলে ৫-২৭-পয়ারোক্তি হইতে জানা যায়, কাটোয়া হইতে শান্তিপুরে আসিয়া প্রভু এক দিন মাত্র ছিলেন, তাহার পরেই নীলাচলের দিকে যাত্রা করিয়াছেন। প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত শচীমাতার শান্তিপুরে আগমনের কথাও কোনও স্থলে বলা হয় নাই। কিন্তু কর্ণপূর তাঁহার নাটকে এবং মহাকাব্যেও লিখিয়াছেন, শচীমাতাও শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন। মহাকাব্যে তিনিও লিখিয়াছেন, শান্তিপুরে একদিন অবস্থানের পরেই প্রভু নীলাচল-যাত্রা করিতেছিলেন ; কিন্তু ভক্তবৃন্দের এবং শচীমাতার আগ্রহে কয়েক দিন থাকিয়া গেলেন। কবিরাজ-গোস্বামীও এইরূপই লিখিয়াছেন। অন্য চরিতকারদের উক্তির বিরোধী বলিয়া, শ্রীচৈতন্যভাগবতের উল্লিখিত উক্তি কিম্বদন্তীমূলক বলিয়া মনে হয়। গৌড়-রাজ এবং উৎকল-রাজের মধ্যে যে তখন যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহাও কর্ণপূর বা কবিরাজের উক্তি হইতে জানা যায় না। ইহা বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের প্রাপ্ত নূতন তথ্যও হইতে পারে।

কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন, প্রভু কোথায় থাকিবেন, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দের নিকটে তিনি তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, অদ্বৈতাদি শচীমাতার নিকটে গিয়া তাহা জানাইয়াছিলেন। শচীমাতাই

কান্দিয়া কান্দিয়া প্রেমে সব ভক্তগণ।
উঠেন পড়েন পৃথিবীতে অনুক্ষণ ॥ ২৮
যেন গোপীগণ কৃষ্ণ মথুরা চলিলে।
ডুবিলেন মহাশোকসমুদ্রের জলে ॥ ২৯
যেরূপে রহিল তাঁহাসভার জীবন।
সেইমত বিরহে রহিলা ভক্তগণ ॥ ৩০
দৈবে সে-ই প্রভু, ভক্তগণো সে-ই সব।
উপমাও সে-ই সে, সে-ই সে অনুভব ॥ ৩১
যে করেন মনে কৃষ্ণ ইচ্ছায় সে হয়।
বিষ বা অমৃত ভক্ষিলেও কিছু নয় ॥ ৩২
যেমতে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে মারে।
তাহা বই আর কেহো করিতে না পারে ॥ ৩৩
হেনমতে গৌরাঙ্গসুন্দর নীলাচলে।
আইসেন চলিয়া আপন-কুতূহলে ॥ ৩৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রভুর নীলাচল-বাসের পরামর্শ দিয়াছিলেন। কর্ণপূরও তাঁহার নাটকে তাহাই বলিয়াছেন (নাটক ॥ ৬।৪)।

২৮। "প্রেমে সব"-স্থলে "সব প্রিয়"-পাঠান্তর।

৩০। **যেরূপে রহিল** ইত্যাদি—অক্রূরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমনকালে যেরূপ (যে-কারণে) তাঁহাসভার (গোপীগণের) জীবন রহিয়াছিল, **সেইমত বিরহে** ইত্যাদি— প্রভুর বিরহে ভক্তগণের জীবনও সেই মত (সেইরূপ কারণবশতঃ) রহিয়া গেল। গোপীদিগের প্রাণান্তকর দুঃখ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তিনি শীঘ্রই ব্রজে ফিরিয়া আসিবেন। এই আশ্বাসেই গোপীদের জীবন রক্ষা পাইয়াছিল। প্রভুও নীলাচল-যাত্রার প্রাক্‌কালে ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন—"কিছু দুঃখ না ভাবিহ তোমরা-সকলে ॥ নীলাচলচন্দ্র দেখি আমি পুনর্বার। আসিয়া হইব সঙ্গ তোমাসভাকার ॥ পূর্ববর্তী ৭-৮ পয়ার ॥" আবার, নীলাচলের দিকে যাত্রা করিয়াও, তাঁহার বিরহ-দুঃখে সন্তপ্ত ভক্তগণকে প্রবোধ দিয়া প্রভু বলিয়াছিলেন—"তোমরা দুঃখ করিও না, আমি তোমাদিগকে ছাড়িব না ; কয়েক দিনের মধ্যেই আমি ফিরিয়া আসিব। পূর্ববর্তী ২৩-২৪ পয়ার।" প্রভুর এই আশ্বাস-বাণী পাওয়াতেই ভক্তগণের জীবন রক্ষা পাইল।

৩১। **সে-ই প্রভু**—প্রভু সেই শ্রীকৃষ্ণই, যাঁহাকে অক্রূর মথুরায় লইয়া গিয়াছিলেন। **ভক্তগণো সে-ই সব**—প্রভুর ভক্তগণও সেই গোপীগণ, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে যাঁহারা শোকসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। **সে-ই সে অনুভব**—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে গোপীগণ যেরূপ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রভু নীলাচলে যাত্রা করিলে ভক্তগণও তদ্রূপ দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

৩২। **যে করেন** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ যাহা মনে করেন, তাঁহার ইচ্ছায় তাহাই হইয়া থাকে, অন্য কিছু হইতে পারে না। **বিষ বা অমৃত** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা না হইলে, বিষ-ভক্ষণেও কাহারও মৃত্যু হয় না, আবার অমৃত-ভক্ষণেও জরা-মৃত্যুর অতীত হওয়া যায় না। তাঁহার ইচ্ছা হইলে অমৃত-ভোজনেও মৃত্যু হইতে পারে। "যে করেন মনে কৃষ্ণ"-স্থলে "জীবন মরণ কৃষ্ণ"-পাঠান্তর।

৩৩-৩৪। **রাখে**—রক্ষা করেন। **মারে**—মৃত্যু ঘটায়েন। "যে মতে যাহারে"-স্থলে "হেন মতে যারে"-পাঠান্তর। ৩৪-পয়ারে **কুতূহলে**—আনন্দে।

নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ ।
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ ॥ ৩৫
পথে প্রভু পরীক্ষা করেন সভা' প্রতি ।
"কি সম্বল আছে কহ কাহার সংহতি ॥ ৩৬
কে বা কি দিয়াছে কারে পথের সম্বল ।
নিষ্কপটে মোর স্থানে কহ ত সকল ॥" ৩৭
সভে বোলে "প্রভু ! বিনা তোমার আজ্ঞায় ।
কার্ দ্রব্য লৈতে শক্তি আছে বা কাহায় ॥" ৩৮
শুনিঞা ঠাকুর বড় সন্তোষ হইলা ।
শেষে সেই লক্ষ্যে তত্ত্ব কহিতে লাগিলা ॥ ৩৯
প্রভু বোলে "কাহারো যে কিছু না লইলা ।
ইহাতে আমার বড় সন্তোষ করিলা ॥ ৪০
ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যে-দিনে লিখন ।
অরণ্যেও আসি মিলে অবশ্য তখন ॥ ৪১
প্রভু যারে যে-দিনে বা না লিখে আহার ।
রাজপুত্র হউ তভো উপবাস তার ॥ ৪২
থাকিলেও খাইতে না পারে আজ্ঞা-বিনে ।
অকস্মাত কন্দল করয়ে কারো সনে ॥ ৪৩
ক্রোধ করি বোলে 'মুঞি না খাইমু ভাত' ।
দিব্য করি রহে নিজ শিরে দিয়ে হাথ ॥ ৪৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৫। কর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে (১১।৭৬) লিখিয়াছেন, গদাধর প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ, মুকুন্দ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দকর্তৃক পরিবৃত হইয়া প্রভু নীলাচলে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নাটকে তিনি লিখিয়াছেন—নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর এবং মুকুন্দ এই চারিজনকেই অদ্বৈতাচার্য প্রভুর সঙ্গে দিয়াছিলেন (নাটক ॥ ৬।৪ এবং ৫-শ্লোকের মধ্যবর্তী অংশ)। মহাকাব্যের উক্তিকে কিম্বদন্তীমূলক জানিতে পারিয়াই বোধ হয় কর্ণপূর তাঁহার নাটকে তাহার সংশোধন করিয়াছেন। কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—সন্ন্যাসের পরে প্রভুর নীলাচল-গমনের সময়ে, "নিত্যানন্দ গোসাঞি, পণ্ডিত জগদানন্দ। দামোদর পণ্ডিত, আর দত্ত মুকুন্দ ॥ এই চারিজনে আচার্য্য দিল প্রভুসনে। চৈ. চ. ২।৩।২০৬-৭ ॥" তিনি আরও লিখিয়াছেন, দক্ষিণদেশ ভ্রমণের পরে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া, তাঁহার দর্শনের জন্য গৌড়ীয় ভক্তগণ যখন নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গেই পণ্ডিত গদাধর নীলাচলে গিয়াছিলেন (চৈ. চ. ২।১০।৮০)। কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি এবং কর্ণপূরের সংশোধিত উক্তি অনুসারে এই পয়ারোক্তি কিম্বদন্তীমূলক বলিয়াই মনে হয়। ৩।১।২২-২৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৬। সভা প্রতি—সকলকে। "প্রভু"-স্থলে "পঞ্চ"-পাঠান্তর। পঞ্চ—পূর্বপয়ারোক্ত পাঁচজন। সংহতি—সঙ্গে।

৪১। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "অরণ্যে আসিয়া মিলে অবশ্য ভক্ষণ ॥"-পাঠান্তর।

৪২। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "রাজপুত্রো হইলেও উপাস তাহার"-পাঠান্তর।

৪৩। আজ্ঞা-বিনে—প্রভুর আদেশব্যতীত (ইচ্ছা না হইলে)। ভগবানের বিধান না থাকিলে, সম্মুখে উপস্থিত ভক্ষ্যদ্রব্যও যে ভোজন করা যায় না, পরবর্তী ৪৭-পয়ার পর্যন্ত কতিপয় পয়ারে প্রভু তাহা দেখাইয়াছেন। কন্দল—কলহ, বিবাদ।

৪৪। দিব্য করি—শপথ করিয়া। রহে—উপবাসী থাকে। "করি রহে"-স্থলে "করিলেক"-পাঠান্তর।

অথবা সকল দ্রব্য হৈল বিদ্যমান।
আচম্বিতে দেহে জ্বর হৈল অধিষ্ঠান ॥ ৪৫
জ্বরবেদনায় কোথা থাকিল ভক্ষণ।
অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা সে কারণ ॥ ৪৬
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্নছত্র।
ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে মিলিব সর্ব্বত্র ॥" ৪৭
আপনে ঈশ্বর সর্ব্বজনেরে শিখায়।
ইহাতে বিশ্বাস যার সে-ই সুখ পায় ॥ ৪৮
যে-তে-মতে কেনে কোটি প্রযত্ন না করে।
ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে সে ফল ধরে ॥ ৪৯
হেনমতে প্রভু তত্ত্ব কহিতে কহিতে।
উত্তরিলা আসি আটিসারা নগরেতে ॥ ৫০
সেই আটিসারা-গ্রামে মহাভাগ্যবান্।
আছেন পরম সাধু—শ্রীঅনন্ত নাম ॥ ৫১
রহিলেন আসি প্রভু তাঁহার আলয়।
কি কহিব আর তাঁর ভাগ্য-সমুচ্চয় ॥ ৫২
অনন্ত পণ্ডিত অতি পরম উদার।
পাইয়া পরমানন্দ বাহ্য নাহি আর ॥ ৫৩
বৈকুণ্ঠের পতি আসি অতিথি হইলা।
সন্তোষে ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা ॥ ৫৪
সর্ব্ব-গণ-সহ প্রভু করিলেন ভিক্ষা।
সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ধর্ম্ম করাইলা শিক্ষা ॥ ৫৫
সর্ব্বরাত্রি কৃষ্ণ-কথা-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্তপণ্ডিতগৃহে রঙ্গে ॥ ৫৬
শুভদৃষ্টি অনন্তপণ্ডিত প্রতি করি।
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি 'হরি হরি' ॥ ৫৭
এইমত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগ মহাকুতূহলে ॥ ৫৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৫। **সকল দ্রব্য**—ভোজনের সমস্ত জিনিস। "দ্রব্য"-স্থলে "ভক্ষ্য"-পাঠান্তর।

৪৭। **ত্রিভুবনে ইত্যাদি**—ত্রিভুবনে সকল স্থানেই তত্রত্য প্রাণীদিগের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অন্নছত্র (যথোপযুক্ত ভোজ্যদ্রব্য) রাখিয়া দিয়াছেন।

৫০। **আটিসারা**—বর্তমান চব্বিশপরগণা জেলার বারুইপুর-নামক স্থানের নিকটে একটি গ্রামের নাম আটিসারা। "আটিসারা"-স্থলে "আঠিসারা"-পাঠান্তর।

৫২। **আলয়**—গৃহে। **ভাগ্য-সমুচ্চয়**—ভাগ্যসমূহ, ভাগ্যের সীমা।

৫৩-৫৪। **পাইয়া**—প্রভুকে নিজের গৃহে পাইয়া। **বাহ্য নাহি আর**—আনন্দের উচ্ছ্বাসে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। ৫৪-পয়ারে **সজ্জ**—আয়োজন।

৫৫-৫৭। **সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ইত্যাদি**—ভিক্ষাই (অর্থাৎ যখন যাহা মিলে, তদ্দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া সন্তুষ্ট থাকাই) যে সন্ন্যাসীর ধর্ম, পরন্তু ভবিষ্যতের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখা যে সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে, প্রভু নিজের আচরণে তাহা শিক্ষা দিলেন। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "সন্ন্যাসীরে ভিক্ষাধর্ম্ম করাইয়া (করায়েন) শিক্ষা"-পাঠান্তর। ৫৭-পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন, "ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—'দেখি সর্ব্বতাপহর শ্রীচন্দ্রবদন। হরি বলি সর্ব্ব লোকে ডাকে অনুক্ষণ ॥ যোগেন্দ্র-হৃদয়ে অতি দুর্ল্লভ চরণ। হেন প্রভু চলি যায় দেখে সর্ব্বজন ॥'"

৫৮। **ছত্রভোগ**—"জেলা ২৪ পরগণা জয়নগর-মজিলপুর হইতে ২।৩ ক্রোশ দক্ষিণ। এই গ্রামটিকে অনেকে 'খাড়ি' বলিয়া থাকেন। অ. প্র.।"

সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হই শতমুখী।
বহিতে আছেন সর্ব্বলোকে করি সুখী ॥ ৫৯
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।
'অম্বুলিঙ্গঘাট' করি বোলে সর্ব্বজনে ॥ ৬০
অম্বুলিঙ্গ শঙ্কর হইলা যে নিমিত্ত।
সেই কথা কহি শুন হই একচিত্ত ॥ ৬১
পূর্ব্বে ভগীরথ করি গঙ্গা-আরাধন।
গঙ্গা আনিলেন বংশ-উদ্ধার-কারণ ॥ ৬২
গঙ্গার বিরহে শিব বিহ্বল হইয়া।
শিব আইলেন শেষে গঙ্গা স্মঙরিয়া ॥ ৬৩
গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই ছত্রভোগে।
বিহ্বল হইলা অতি গঙ্গা-অনুরাগে ॥ ৬৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬০। অম্বুলিঙ্গঘাট—"ছত্রভোগে গঙ্গার ঘাট। এখন এস্থান হইতে গঙ্গা বহু দূরে। অ. প্র.।" জলময় শিবলিঙ্গ—পরবর্তী ৬১-৬৯-পয়ার দ্রষ্টব্য।

৬১। অম্বু—জল। অম্বুলিঙ্গ শঙ্কর—পূর্বপয়ারে কথিত "জলময় শিবলিঙ্গ"। অথবা, যে নিমিত্ত শঙ্কর অম্বুলিঙ্গ হইলেন। পরবর্তী ৬২-৬৯-পয়ারসমূহে জলময়-শিবলিঙ্গের উদ্ভবের বিবরণ কথিত হইয়াছে।

৬২। ভগীরথকর্ত্তৃক গঙ্গার আনয়ন। সূর্যবংশে সগর-নামক এক পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পত্নী ছিলেন—প্রভা ও ভানুমতী। পুত্র-কামনায় তাঁহারা ঔর্ব-অগ্নির আরাধনা করেন। তাঁহাদের আরাধনায় তুষ্ট হইয়া ঔর্ব তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রার্থিত বর দিলেন। তাহার ফলে প্রভা ষষ্টিসহস্রপুত্র এবং ভানুমতী এক পুত্র প্রসব করিলেন। প্রভার পুত্রগণ অশ্বের অন্বেষণে পৃথিবী খনন করিয়া পাতালে প্রবেশ করিলে বিষ্ণুর নয়নানলে দগ্ধ হইয়া যায়েন। ভানুমতীর পুত্রের নাম ছিল অসমঞ্জস। তাঁহার পুত্র অংশুমান, তাঁহার পুত্র দিলীপ এবং দিলীপের পুত্র ভগীরথ। সগর-রাজার ষষ্টিসহস্র পুত্রের উদ্ধারের জন্য ভগীরথ তপস্যাদ্বারা গঙ্গার আরাধনা করিয়া গঙ্গাকে অবতারিত করেন। ভগীরথের নামানুসারে গঙ্গার একটি নাম হয় ভাগীরথী। মৎস্যপুরাণ ॥ ১২।৩৯-৪৪ ॥ শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত বাল্মীকিরামায়ণ-প্রমাণ অনুসারে, কপিলের শাপেই সগরপুত্রগণ ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত রাজা ভগীরথ তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে অভীষ্ট বর দান করিয়া গঙ্গার ধারণার্থ শিবের আরাধনার্থ তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। তাঁহার আরাধনায় শিব তুষ্ট হইয়া হিমালয়পর্বতে গেলেন এবং স্বীয় জটাজাল বিকীর্ণ করিয়া সেই জটার উপরে পতিত হওয়ার জন্য গঙ্গাকে আদেশ করিলেন। তদনুসারে গঙ্গা পতিত হইয়া শিবের জটায় একবৎসর ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভগীরথের প্রার্থনায় শিব তাঁহার একটি জটা ছিঁড়িয়া সেই জটাস্থিতা গঙ্গাকে নিক্ষেপ করিলেন। তখন গঙ্গা পৃথিবীতে আসিয়া ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। সগরপুত্রগণ যে খাত খনন করিয়া পাতালে গিয়াছিলেন, ভগীরথ সেই খাতে চলিয়া চলিয়া গঙ্গাকে রসাতলে আনিয়া সগরপুত্রগণকে পুনরুজ্জীবিত করিলে তাঁহারা স্বর্গে গমন করেন। (বাল্মীকি-রামায়ণের বিবরণ)।

৬৩। গঙ্গার বিরহে—গঙ্গা ছিলেন শিবের প্রেয়সী। ভগীরথের সঙ্গে গঙ্গা চলিয়া আসিলে শিবের গঙ্গাবিরহ-দুঃখের উদ্ভব হইয়াছিল।

গঙ্গা দেখি মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িলা ।
জলরূপে শিব জাহ্নবীতে মিশাইলা ॥ ৬৫
জগন্মাতা জাহ্নবীও দেখিয়া শঙ্কর ।
পূজা করিলেন ভক্তি করিয়া বিস্তর ॥ ৬৬
শিব যে জানেন গঙ্গাভক্তির মহিমা ।
গঙ্গাও জানেন শিবভক্তির যে সীমা ॥ ৬৭
গঙ্গাজল-স্পর্শে শিব হৈলা জলময় ।
গঙ্গাও পাইয়া শিব করিলা বিনয় ॥ ৬৮
জলরূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে ।
'অম্বুলিঙ্গঘাট' বলি ঘোষে' সর্ব্বজনে ॥ ৬৯
গঙ্গা-শিব-প্রভাবে সে ছত্রভোগ-গ্রাম ।
হইলা পরম ধন্য মহাতীর্থ নাম ॥ ৭০
তথি-মধ্যে বিশেষ মহিমা হৈল আর ।
পাইয়া চৈতন্যচন্দ্র-চরণ-বিহার ॥ ৭১
ছত্রভোগ গেলা প্রভু অম্বুলিঙ্গঘাটে ।
শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখিলা নিকটে ॥ ৭২
দেখিয়া হইলা প্রভু আনন্দে বিহ্বল ।
'হরি' বলি হুঙ্কার করেন কোলাহল ॥ ৭৩
আছাড় খায়েন নিত্যানন্দ কোলে করি ।
সর্ব্ব-গণে 'জয়' দিয়া বোলে 'হরি হরি' ॥ ৭৪
আনন্দ-আবেশে প্রভু সর্ব্ব-গণ লৈয়া ।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সুখী হৈয়া ॥ ৭৫
অনেক কৌতুকে প্রভু করিলেন স্নানে ।
বেদব্যাস তাহা সব লিখিব পুরাণে ॥ ৭৬
স্নান করি মহাপ্রভু উঠিলেন কূলে ।
যেই বস্ত্র পরে সেই তিতে প্রেমজলে ॥ ৭৭
পৃথিবীতে বহে এক শতমুখী ধার ।
প্রভুর নয়নে বহে শতমুখী আর ॥ ৭৮
অপূর্ব্ব দেখিয়া সভে হাসে' ভক্তগণ ।
হেন মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রের ক্রন্দন ॥ ৭৯
সেই গ্রামে অধিকারী রামচন্দ্র-খান ।
যদ্যপি বিষয়ী তভু মহাভাগ্যবান্ ॥ ৮০
অন্যথা প্রভুর সঙ্গে তান দেখা কেনে ।
দৈবগতি আসিয়া মিলিলা সেই স্থানে ॥ ৮১
দেখিয়া প্রভুর তেজ ভয় হৈল মনে ।
দোলা হৈতে সত্বরে নামিলা সেই ক্ষণে ॥ ৮২
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা ভূমিতলে ।
প্রভুর নাহিক বাহ্য প্রেমানন্দজলে ॥ ৮৩
"হা হা জগন্নাথ !" প্রভু বোলে ঘনে ঘন ।
পৃথিবীতে পড়ি ঘন করয়ে ক্রন্দন ॥ ৮৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬৫। **গঙ্গা দেখি**—ছত্রভোগে গঙ্গাদর্শন করিয়া। **জলরূপে ইত্যাদি**—পরবর্তী ৬৮-পয়ার দ্রষ্টব্য।

৬৭। "ভক্তির যে"-স্থলে "ভক্তিরস" এবং "ভক্তিতত্ত্ব"-পাঠান্তর।

৬৮। "স্পর্শে"-স্থলে "স্পর্শি"-পাঠান্তর।

৭৪। "আছাড় খায়েন"-স্থলে "নাচেন তথাই" এবং "সর্ব্বগণে জয়"-স্থলে "ভক্তগণে জল"-পাঠান্তর।

৭৭। **তিতে**—ভিজিয়া যায়। **প্রেমজলে**—প্রেমাশ্রুতে।

৭৮। ৭৭-৭৮-পয়ারদ্বয়ে প্রভুর সূদ্দীপ্ত অশ্রুর—সুতরাং কৃষ্ণবিরহার্তা শ্রীরাধার ভাবে আবেশের—কথাই বলা হইয়াছে। পরবর্তী ১২৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৮২। "প্রভুর তেজ"-স্থলে "প্রভুর বড়"-পাঠান্তর। **ভয় হৈল মনে**—প্রভুর সাক্ষাতে দোলায় চড়িয়া যাইতেছেন বলিয়া রামচন্দ্র খানের মনে অপরাধের ভয় জন্মিল।

দেখিয়া প্রভুর আর্ত্তি রামচন্দ্রখান।
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল সজ্জনের প্রাণ ॥ ৮৫
"কোন্ মতে এ আর্ত্তির হয় সম্বরণ।"
কান্দে, আর এইমত চিন্তে' মনেমন ॥ ৮৬
ত্রিভুবনে হেন আছে দেখি সে ক্রন্দন।
বিদীর্ণ না হয় কাষ্ঠ-পাষাণের মন ॥ ৮৭
কিছু স্থির হই বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।
রামচন্দ্রখানে জিজ্ঞাসিলেন "কে তুমি?" ৮৮
সম্ভ্রমে করিয়া দণ্ডবত করজোড়।
বোলে "প্রভু! দাস-অনুদাস মুঞি তোর" ॥ ৮৯
তবে শেষে সর্ব্ব লোক লাগিলা কহিতে।
"এই অধিকারী প্রভু! দক্ষিণরাজ্যেতে ॥ ৯০
প্রভু বোলে "তুমি অধিকারী বড় ভাল।
নীলাচলে আমি যাই কেমতে সকাল ॥" ৯১
বহয়ে আনন্দধারা কহিতে কহিতে।
'নীলাচলচন্দ্র!' বলি পড়িলা ভূমিতে ॥ ৯২
রামচন্দ্রখান বোলে "শুন মহাশয়!
যে আজ্ঞা তোমার সে-ই কর্ত্তব্য নিশ্চয় ॥ ৯৩
সবে প্রভু! হইয়াছে বিষম সময়।
সে দেশে এ দেশে কেহো পথ নাহি বয় ॥ ৯৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৮৫। **সজ্জনের**—সজ্জন রামচন্দ্র খানের।

৮৬। অন্বয়। কোন্ মতে (কি প্রকারে) এ আর্ত্তির (প্রভুর এতাদৃশী আর্তির, জগন্নাথের জন্য প্রভুর আর্তির) হয় সম্বরণ (সম্বরণ হইতে পারে, প্রভুর এই আর্তি দূরীভূত হইতে পারে), কান্দে আর ইত্যাদি (রামচন্দ্র খান কাঁদিতে কাঁদিতে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন)।

৮৭। অন্বয়। দেখি সে ক্রন্দন (প্রভুর সেই আর্তিময় ক্রন্দন দেখিয়া) হেন (এতাদৃশ) কাষ্ঠপাষাণের মন (কাষ্ঠপাষাণের তুল্য কঠিন মন) ত্রিভুবনে আছে (আছে কি?); বিদীর্ণ না হয় (যাহা বিদীর্ণ হয় না)।

৮৮। "খানে"-স্থলে "খাঁরে"-পাঠান্তর।

৮৯। **বোলে**—প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে রামচন্দ্র খান বলিলেন।

৯০। "এই"-স্থলে "এহোঁ" এবং "রাজ্যেতে"-স্থলে "দেশেতে"-পাঠান্তর। প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে রামচন্দ্র খান বলিলেন—"প্রভু, আমি তোমার দাসানুদাসমাত্র (৮৯ পয়ারে)।" দৈন্যবশতঃ তিনি নিজের অন্য কোনও পরিচয় দিলেন না। **কিন্তু তবে শেষে ইত্যাদি**—তিনি নিজের পরিচয় দিলেন না বলিয়া, সে-স্থানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলে বলিতে লাগিলেন, **এই অধিকারী প্রভু ইত্যাদি**—প্রভু, ইনি (এই রামচন্দ্র খান) হইতেছেন দক্ষিণরাজ্যেতে (এই দক্ষিণদেশে) অধিকারী (কোনও বিষয়ে, রাজার ক্ষমতা-পরিচালনার অধিকারী, কোনও বিষয়ে, রাজার নিকট হইতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোক। পরবর্তী ৯৬-৯৭ পয়ারে দ্রষ্টব্য)।

৯১। **তুমি অধিকারী বড় ভাল**—তুমি এই দক্ষিণদেশের অধিকারী; বেশ, বড় ভালই হইল। (আমাকে তো তোমার অধিকারভুক্ত স্থানের মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে। বল দেখি), **নীলাচলে আমি ইত্যাদি**—কিরূপে আমি সকাল সকাল নীলাচলে গিয়া উপনীত হইতে পারি।

৯৪। **বিষম**—সঙ্কটময়, বিপজ্জনক। **কেহো পথ নাহি বয়**—কেহ পথে চলেনা। তাহার কারণ পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে 'জাশু' বলি লয় প্রাণে ॥ ৯৫
কোন্ দিগ দিয়া বা পাঠাঙ লুকাইয়া।
তাহাতে ডরাঙ প্রভু ! শুন মন দিয়া ॥ ৯৬
মুঞি সে নস্কর, এথাকার মোর ভার।
নাগালি পাইলে, আগে সংশয় আমার ॥ ৯৭
তথাপিহ যে-তে কেনে প্রভু মোর নয়।
যে তোমার আজ্ঞা তাহা করিমু নিশ্চয় ॥ ৯৮
যদি মোরে 'ভৃত্য' হেন জ্ঞান থাকে মনে।
তবে এথা ভিক্ষা আজি কর' সর্ব্ব-গণে ॥ ৯৯
জাতি প্রাণ ধন কেনে মোহোর না যায়।
আজি রাত্রে তোমা' পাঠাইমু সর্ব্বথায় ॥" ১০০
শুনিঞা হইলা সুখী বৈকুণ্ঠের নাথ।
হাসি তানে করিলেন শুভদৃষ্টিপাত ॥ ১০১
দৃষ্টি-মাত্র তাঁর সর্ব্ব-বন্ধ-ক্ষয় করি।
ব্রাহ্মণ-আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি ॥ ১০২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯৫। রাজারা—উড়িষ্যার রাজা এবং এ-দেশের রাজা। ত্রিশূল ইত্যাদি—নিজ নিজ রাজ্যের মধ্যে স্থানে স্থানে ত্রিশূল পুতিয়া রাখিয়াছেন। মাটীর নীচে তীক্ষ্ণধার ত্রিশূল পোতা রহিয়াছে; পথ চলিতে গেলে তাহা পায়ে বিদ্ধ হয়। এই ভয়ে কেহ পথে চলে না। আবার, পথিক পাইলে—কাহাকেও পথে চলিতে দেখিলে, "জাশু"—"জাশু" মনে করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করে। জাশু—"রাজব্যবহার-কোষে 'জাসূদ' বা 'জাসূস্'-শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থ—চার-নায়ক, গোয়েন্দা। যথা, 'জাসূদশ্চার-নায়কঃ ॥ ১৬ ॥' 'জাশু' বোধ হয় ঐ 'জাসূদ' বা 'জাসূস্' শব্দজাত। অ. প্র.।" গুপ্তচর। "জাশু"-স্থলে "যাসু" এবং "জাসু"-পাঠান্তর।

৯৬। কোন্ দিক্ দিয়াই বা তোমাকে লুকাইয়া (গোপনে) পাঠাইব, তাহাই ভাবিতেছি। গোপনে পাঠাইতেও প্রভু ভয় পাইতেছি। তাহার কারণ বলিতেছি, প্রভু মনোযোগ দিয়া শুন। পরবর্তী পয়ারে খানের ভয়ের কারণ বলা হইয়াছে।

৯৭-৯৮। মুঞি সে নস্কর—প্রভু, আমি তো এই দক্ষিণদেশের রাজার নস্কর (ভৃত্য, চাকর) মাত্র (সুতরাং আমার স্বাতন্ত্র্য নাই)। এথাকার মোর ভার—এই স্থানের শৃঙ্খলা-রক্ষণের (রাজার অভিপ্রায়ের অনুরূপ কার্য করার) ভার (দায়িত্ব বা অধিকারমাত্র) আমার উপরে ন্যস্ত আছে। নাগালি পাইলে—রাজা যদি আমার লাগালি পায়েন (আমি তোমাকে গোপনে উড়িষ্যাদেশে পাঠাইয়া দিয়াছি, ইহা জানিতে পারিয়া রাজা যদি আমাকে ধরিতে পারেন, তাহা হইলে) আগে সংশয় আমার—সকলের আগে আমারই প্রাণ-বিনাশের আশঙ্কা। তথাপিহ—আমার প্রাণ-নাশের আশঙ্কা থাকিলেও, যে-তে কেনে ইত্যাদি—আমার যাহাই হউক না কেন, যে তোমার ইত্যাদি—তুমি যাহা আদেশ করিয়াছ, নিশ্চিতই আমি তাহা করিব।

৯৯। এথা—এই স্থানে, আমার গৃহে।

১০২। ব্রাহ্মণ-আশ্রমে ইত্যাদি—প্রভু এক ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়া থাকিলেন। রামচন্দ্র খান বিষয়ী ছিলেন বলিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ প্রভু অঙ্গীকার করিলেন না। প্রভু নিজেই অন্যত্র বলিয়াছেন—"বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ। দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন॥ চৈ. চ. ॥ ৩।৬।২৭৪ ॥ বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥ চৈ. চ. ॥ ৩।৬।২৭৩ ॥"

ব্রাহ্মণ-মন্দিরে হৈল পরম মঙ্গল।
প্রত্যক্ষ পাইল সর্ব্ব সুকৃতের ফল ॥ ১০৩
নানা যত্নে দৃঢ়-ভক্তিযোগ-চিত্ত হৈয়া।
প্রভুর রন্ধন বিপ্র করিলেন গিয়া ॥ ১০৪
নাম মাত্র ঠাকুর সে করেন ভোজন।
নিজাবেশে অবকাশ নাহি তাঁর ক্ষণ ॥ ১০৫
ভিক্ষা করে প্রভু প্রিয়বর্গ-সন্তোষার্থ।
নিরবধি প্রভুর ভোজন—পরমার্থ ॥ ১০৬
বিশেষে চলিলা যে অবধি জগন্নাথে।
নাম সে ভোজন প্রভু করে সেই হৈতে ॥ ১০৭
নিরবধি জগন্নাথ প্রতি আর্ত্তি করি।
আইসেন সর্ব্ব পথ আপনা' পাসরি ॥ ১০৮
কারে বলি রাত্রি দিন পথের সঞ্চার।
কিবা জল কিবা স্থল পার বা ও'পার ॥ ১০৯
কিছুই না জানে প্রভু ডুবি ভক্তিরসে।
প্রিয়বর্গ রাখে নিরবধি রহি পাশে ॥ ১১০
যে আবেশ মহাপ্রভু করেন প্রকাশ।
তাহা কে কহিতে পারে বিনে বেদব্যাস ॥ ১১১
ঈশ্বরের চরিত্র বুঝিতে শক্তি কার।
কখন কিরূপে কৃষ্ণ করেন বিহার ॥ ১১২
কারে বা করেন আর্ত্তি, কান্দেন কাহারে।
এ মর্ম্ম জানিতে নিত্যানন্দ শক্তি ধরে ॥ ১১৩
নিজ-ভক্তি-রসে ডুবি বৈকুণ্ঠের রায়।
আপনা' না জানে প্রভু আপন-লীলায় ॥ ১১৪
আপনেই জগন্নাথ ভাবেন আপনে।
আপনে করিয়া আর্ত্তি লওয়ায়েন জনে ॥ ১১৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০৫। "নিজাবেশে"-স্থলে "প্রেমাবেশে"-পাঠান্তর। নিজাবেশে ইত্যাদি—প্রভু সর্ব্বদা স্বীয় ভাবের আবেশে তন্ময় হইয়া থাকেন বলিয়া ভিক্ষার (আহারের) ক্ষণমাত্র অবকাশও প্রভুর থাকে না (আহারের কথা ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার চিত্তে জাগে না)।

১০৬-১০৭। ভিক্ষা করে ইত্যাদি—প্রভু যে ভিক্ষা (আহার) করেন, তাহা কেবল তাঁহার প্রিয়ভক্তগণের প্রীতি-বিধানের নিমিত্ত; তিনি আহার না করিলে প্রিয়ভক্তগণের চিত্তে অত্যন্ত দুঃখ জন্মিবে বলিয়াই তিনি আহার করেন। নিরবধি ইত্যাদি—সর্ব্বদা প্রভুর ভোজন হইতেছে—পরমার্থ, পারমার্থিক আনন্দ; সেই আনন্দের আস্বাদনে তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা জাগে না। নাম যে—নামমাত্র, যৎ কিঞ্চিৎ। অথবা, নামকীর্ত্তন-রসই।

১০৯-১১০। কারে বলি রাত্রি দিন—দিবা কাহাকে বলে এবং রাত্রিই বা কাহাকে বলে, প্রভু তাহা জানিতে পারেন না; অর্থাৎ প্রভুর দিবা-রাত্রি-জ্ঞান তখন ছিল না। পথের সঞ্চার—কোন্ পথে প্রভু বিচরণ করিতেছিলেন (চলিতেছিলেন), সেই জ্ঞানও তাঁহার তখন ছিল না। কিবা জল ইত্যাদি—জল, স্থল, এপার (এ দিক্) বা ওপার (ও-দিক্) সম্বন্ধেও তাঁহার কোনও জ্ঞান তখন ছিল না। কিছুই না ইত্যাদি—প্রেম-ভক্তিরসে নিমজ্জিত হইয়া থাকিতেন বলিয়া প্রভু এ-সমস্ত কিছুই তখন জানিতে পারেন নাই। প্রিয়বর্গ ইত্যাদি—প্রভুর সঙ্গী প্রিয়ভক্তগণই সর্ব্বদা তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। "বলি"-স্থলে "বোলে" এবং "পার বা ওপার"-স্থলে "কিবা পারাপার"-পাঠান্তর।

১১৩। কারে বা—কাহার জন্যই বা। কাহারে—কাহার জন্য।

১১৫। আপনেই জগন্নাথ—প্রভু নিজেই হইতেছেন নীলাচলবিহারী শ্রীজগন্নাথ। প্রভু হইতেছেন—

যদি কৃপাদৃষ্টি না করেন জীব প্রতি।
তবে কার্ আছে তানে জানিতে শকতি ॥ ১১৬
নিত্যানন্দ-আদি সর্ব্ব প্রিয়বর্গ লৈয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া ॥ ১১৭
কিছু মাত্র অন্ন প্রভু পরিগ্রহ করি।
উঠিলেন হুঙ্কার করিয়া গৌরহরি ॥ ১১৮
আবিষ্ট হইলা প্রভু করি আচমন।
"কত দূর জগন্নাথ?" বোলে ঘনেঘন ॥ ১১৯
মুকুন্দ লাগিলা মাত্র কীর্ত্তন করিতে।
আরম্ভিলা বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর নাচিতে ॥ ১২০
পুণ্যবন্ত যত যত ছত্রভোগবাসী।
সভে দেখে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠবিলাসী ॥ ১২১
অশ্রু, কম্প, হুঙ্কার, পুলক, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম।
কত হয় কে জানে সে বিকারের মর্ম্ম ॥ ১২২
কিবা সে অদ্ভুত নয়নের প্রেম-ধার।
ভাদ্রমাসে যে-হেন গঙ্গার অবতার ॥ ১২৩
পাক দিয়া নৃত্য করিতে যে ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল ॥ ১২৪
ইহারে সে কহি প্রেমময়-অবতার।
এ শক্তি চৈতন্যচন্দ্র বিনে নাহি আর ॥ ১২৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ব্রজবিহারী স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীজগন্নাথও সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই (পরবর্তী ৩।২।৩৬৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং প্রভুও শ্রীজগন্নাথই ; নীলাচলে শ্রীজগন্নাথরূপে প্রভুই বিরাজিত। **আপনেই জগন্নাথ** ইত্যাদি—নিজে জগন্নাথ হইয়াও জগন্নাথের নিমিত্ত চিন্তা-ভাবনা করেন। **আপনে করিয়া** ইত্যাদি—জগন্নাথের জন্য নিজে আর্তি প্রকাশ করিয়া জগতের লোকদিগকে শিক্ষাদান করেন।

প্রভু স্বরূপতঃ নিজে জগন্নাথ—শ্রীকৃষ্ণ—হইলেও ভক্তভাবময় বলিয়া প্রেমাবেশে জগন্নাথের জন্য হৃদয়ের আর্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভগবানের জন্য কিরূপ আর্তি জন্মিলে ভগবচ্চরণ-সেবা বা ভগবদ্দর্শন পাওয়া যাইতে পারে, প্রভুর আচরণে, আনুষঙ্গিক ভাবে জগতের লোকসমূহকে তাহা শিক্ষা দিয়া থাকেন।

লওয়ায়েন—শিক্ষা দেন। **জনে**—জনসমূহকে। "লওয়ায়েন জনে"-স্থলে "লওয়ায় আপনে" এবং "লই যায় আপনে"-পাঠান্তর।

১১৭। **বসিলেন গিয়া**—সেই ব্রাহ্মণের গৃহে ভোজন করিতে বসিলেন।

১১৮। **পরিগ্রহ**—গ্রহণ, ভোজন। "উঠিলেন"-স্থলে "চলিলেন"-পাঠান্তর।

১২৪। এই পয়ারোক্তি হইতে জানা যায়, প্রভুর মধ্যে তখন সুদ্দীপ্ত অশ্রুর উদয় হইয়াছিল। সুতরাং প্রভু যে কৃষ্ণবিরহ-ক্লিষ্টা-শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাই জানা যায়। পূর্ববর্তী কোনও কোনও স্থলে যে শ্রীজগন্নাথের জন্য প্রভুর আর্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাও হইতেছে—কৃষ্ণবিরহার্তা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট প্রভুর জগন্নাথরূপ শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত আর্তিই।

১২৫। **প্রেমময় অবতার**—শ্রীরাধার প্রেম-সম্পত্তি-বিশিষ্ট ভগবৎ-স্বরূপ। **এ-শক্তি ইত্যাদি**—শ্রীচৈতন্যব্যতীত অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যেই এই প্রেমশক্তি নাই, থাকিতেও পারে না। কেন না, একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গই হইতেছেন রাধাকৃষ্ণ-মিলিত ভগবৎ-স্বরূপ ; অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপই রাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ নহেন। সুতরাং শ্রীরাধার প্রেম-শক্তি একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গেই থাকিতে পারে, অন্যত্র নহে। ১।২।৬-শ্লোকের ব্যাখ্যা, এবং ১।৭।১৭৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এইমতে গেল রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
স্থির হইলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ১২৬
সকল লোকের চিত্তে 'যেন ক্ষণপ্রায়'।
সভার নিস্তার হৈল চৈতন্যকৃপায় ॥ ১২৭
হেনই সময় কহে রামচন্দ্রখান।
"নৌকা আসি ঘাটে প্রভু! হৈল বিদ্যমান ॥" ১২৮
সেইক্ষণে 'হরি' বলি শ্রীগৌরসুন্দর।
উঠিলেন গিয়া প্রভু নৌকার উপর ॥ ১২৯
শুভদৃষ্ট্যে লোকেরে বিদায় দিয়া ঘরে।
চলিলেন প্রভু নীলাচল—নিজপুরে ॥ ১৩০
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমুকুন্দ মহাশয়।
কীর্ত্তন করেন প্রভু নৌকায় বিজয় ॥ ১৩১
অবুধ নাইয়া বোলে "হইল সংশয়।
বুঝিলাঙ আজি আর প্রাণ নাহি রয় ॥ ১৩২
কূলে উঠিলে সে বাঘে লইয়া পলায় ॥
জলে পড়িলে সে বোল কুম্ভীরেই খায় ॥ ১৩৩
নিরন্তর এ পানীতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন প্রাণ দুই নাশ করে ॥ ১৩৪
এতেকে যাবত উড়িয়ার দেশ পাই।
তাবত নীরব হও সকল গোসাঞি!" ১৩৫
সঙ্কোচ হইল সভে নাইয়ার বোলে।
প্রভু সে ভাসেন নিরবধি প্রেমজলে ॥ ১৩৬
ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
সভাকে বোলেন "কেনে ভয় কর' কার ॥ ১৩৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২৬। "প্রভু"-স্থলে "কিছু"-পাঠান্তর।

১২৭। **সকল লেকের চিত্তে ইত্যাদি**—রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত নৃত্যরঙ্গ চলিয়াছিল—সুতরাং দীর্ঘকাল পর্যন্ত; কিন্তু সেই নৃত্য-দর্শনের সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছিল, নৃত্যদর্শন-জনিত আনন্দে তন্ময়তাবশতঃ, সেই দীর্ঘকালকেও তাঁহারা "ক্ষণপ্রায়"—ক্ষণ-পরিমিত বা অতি অল্প সময় মাত্র—মনে করিলেন। **সভার নিস্তার ইত্যাদি**—শ্রীচৈতন্যের কৃপায় সকল লোকই ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ ব্রজপ্রেম লাভ করিয়া সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার লাভ করিলেন।

১২৮। **হেনই সময়ে**—রাত্রি তৃতীয় প্রহরে।

১৩০। **ঘরে**—নিজ নিজ গৃহে যাওয়ার নিমিত্ত। **নিজপুরে**—প্রভুর জগন্নাথ-স্বরূপের পুরী নীলাচলে। পরবর্তী ৩৬৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩১। অন্বয়। প্রভুর আজ্ঞায় (আদেশ পাইয়া) মহাশয় শ্রীমুকুন্দ কীর্তন করেন (করিতে লাগিলেন), প্রভু নৌকায় বিজয় (প্রভুও নৌকাযোগে বিজয় করিতে, অর্থাৎ গমন করিতে, লাগিলেন)। অথবা, কীর্তন করার নিমিত্ত প্রভুর আদেশ পাইয়া শ্রীমুকুন্দ "প্রভু-নৌকায় বিজয়" (প্রভু শ্রীকৃষ্ণের নৌবিহারলীলা) কীর্তন করিতে লাগিলেন। পরিকরগণের সহিত প্রভুকে নৌকাযোগে চলিতে দেখিয়া গোপীবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নৌবিহারের কথা মুকুন্দের চিত্তে স্ফুরিত হওয়ায়, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নৌবিহার-লীলা কীর্তন করিতে লাগিলেন।

১৩২। **অবুধ নাইয়া**—অবোধ (অজ্ঞ) নাবিক (নৌকাবাহক)। **সংশয়**—বিপদ।

১৩৫। **নীরব হও**—শব্দ করিও না, কীর্তন করিও না। কীর্তন করিলে কীর্তনের শব্দ শুনিয়া ডাকাইতেরা আসিতে পারে। "নীরব"-স্থলে "নিবর"-পাঠান্তর। ইহা বোধ হয় লিপিকর-প্রমাদ।

এই না সম্মুখে সুদর্শনচক্র ফিরে।
বৈষ্ণবজনের নিরবধি বিঘ্ন হরে' ॥ ১৩৮
কিছু চিন্তা নাহি, কর' কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
তোরা কি না দেখ—হের ফিরে সুদর্শন ॥" ১৩৯
শুনিঞা প্রভুর বাক্য সর্ব্বভক্তগণ।
আনন্দে লাগিলা সভে করিতে কীর্ত্তন ॥ ১৪০
ব্যপদেশে মহাপ্রভু কহেন সভারে।
"নিরবধি সুদর্শন ভক্তরক্ষা করে ॥ ১৪১
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের পক্ষ হিংসা করে।
সুদর্শন-অগ্নিতে সে পাপী পুড়ি মরে ॥ ১৪২
বিষ্ণুচক্র সুদর্শন রক্ষক থাকিতে।
কার্ শক্তি আছে ভক্তজনেরে লঙ্ঘিতে ॥" ১৪৩
এইমত শ্রীগৌরচন্দ্রের গোপ্য কথা।
তান কৃপা যারে সে-ই বুঝয়ে সর্ব্বথা ॥ ১৪৪
হেনমতে মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনরসে।
প্রবেশ হইলা আসি শ্রীউৎকলদেশে ॥ ১৪৫
উত্তরিলা গিয়া নৌকা শ্রীপ্রয়াগঘাটে।
নৌকা হৈতে মহাপ্রভু উঠিলেন তটে ॥ ১৪৬
প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র ওড্রদেশে।
ইহা যে শুনয়ে সে ভাসয়ে প্রেমরসে ॥ ১৪৭
আনন্দে ঠাকুর ওড্রদেশ হই পার।
সর্ব্ব-গণ-সহিত হইলা নমস্কার ॥ ১৪৮
সেই স্থানে আছে তার 'গঙ্গাঘাট' নাম।
তহিঁ গৌরচন্দ্র প্রভু করিলেন স্নান ॥ ১৪৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৩৮। অন্বয়। আমাদের সম্মুখে এই সুদর্শন-চক্র ফিরিতেছে না? (ঘুরিতেছে না?)। এই সুদর্শন সর্বদা বৈষ্ণব-জনের বিঘ্ন হরণ করেন (সুতরাং তোমরা ভয় পাইতেছ কেন?)

১৩৯। তোরা কি না ইত্যাদি—এ-স্থলে যে সুদর্শন-চক্র ফিরিতেছেন, তাহা কি তোমরা দেখিতে পাইতেছ না? দেখ, ঐ সুদর্শন-চক্র ফিরিতেছেন।

১৪১। ব্যপদেশে—এই উপলক্ষ্যে, এই ছলে। "নিরবধি সুদর্শন"-স্থলে "সদা সুদর্শনচক্র"-পাঠান্তর।

১৪৩। লঙ্ঘিতে—লঙ্ঘন করিতে, বিঘ্ন জন্মাইতে। "লঙ্ঘিতে"-স্থলে "হিংসিতে"-পাঠান্তর। হিংসিতে—হিংসা করিতে।

১৪৪। "তান কৃপা যারে সেই বুঝয়ে"-স্থলে "তান কৃপাতে সে ইহা জানিয়ে", "তান কৃপায়ে সেই বুঝয়ে", "তাঁহার কৃপায় ইহা জানিয়ে" এবং "তান কৃপায়ে সে ইহা বুঝিয়ে"-পাঠান্তর।

১৪৫। উৎকলদেশে—উড়িষ্যাদেশে।

১৪৬-১৪৭। প্রয়াগঘাট—"৺জগন্নাথের পথে। [এই ঘাটটি সম্ভবতঃ ডায়মণ্ড-হারবারের সমীপবর্তী মন্ত্রেশ্বর-নদের কোন ঘাট হইবে।] অ. প্র.।" কিন্তু শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, তৎকালে গৌড়রাজ্য এবং উড়িষ্যারাজ্যের মধ্যবর্তী এক মদ্যপ যবনের রাজ্য ছিল। মন্ত্রেশ্বর-নদ ছিল সেই যবন-রাজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। তাহা হইলে মন্ত্রেশ্বর-নদের কোনও ঘাট উৎকলদেশের অন্তর্গত কিরূপে হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। ওড্রদেশে—উড়িষ্যদেশে।

১৪৮-১৪৯। হই পার—এই দিক্ পার হইয়া, আনন্দে ইত্যাদি—প্রভু সগণে আনন্দের সহিত ওড্রদেশকে নমস্কার করিলেন। গঙ্গা ঘাট—"ইহাও বোধ হয় মন্ত্রেশ্বর-নদের একটি ঘাট। অ. প্র.।" "তহিঁ"-স্থলে "তাহাঁ"-পাঠান্তর।

যুধিষ্ঠির-স্থাপিত মহেশ তথা আছে।
স্নান করি তাঁরে নমস্করিলেন পাছে ॥ ১৫০
ওড্রদেশে প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র।
গণ-সহ হইলেন পরম আনন্দ ॥ ১৫১
এক দেবস্থানে প্রভু থুইয়া সভারে।
আপনে চলিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে ॥ ১৫২
যার ঘরে গিয়া প্রভু উপসন্ন হয়।
সে বিগ্রহ দেখিতে কাহার্ মোহ নয় ॥ ১৫৩
আঁচল পাতেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সভেই তণ্ডুল আনি দেয়েন সত্বর ॥ ১৫৪
ভক্ষ্য দ্রব্য উৎকৃষ্ট যে থাকে যার ঘরে।
সভেই সন্তোষে আনি দেয়েন প্রভুরে ॥ ১৫৫
'জগতের অন্নপূর্ণা' যে লক্ষ্মীর নাম।
সে লক্ষ্মী মাগেন যাঁর পাদপদ্মে স্থান ॥ ১৫৬
হেন প্রভু আপনে সকল ঘরে ঘরে।
ন্যাসিরূপে ভিক্ষা-ছলে জীব ধন্য করে ॥ ১৫৭
ভিক্ষা করি প্রভু হই হরষিত-মন।
আইলেন যথা বসি আছে ভক্তগণ ॥ ১৫৮
ভক্ষ্য দ্রব্য দেখি সভে লাগিলা হাসিতে।
সভেই বোলেন "প্রভু! পারিবা পুষিতে ॥" ১৫৯
সন্তোষে জগদানন্দ করিলা রন্ধন।
সভার সংহতি প্রভু করিলা ভোজন ॥ ১৬০
সর্ব্বরাত্রি সেই গ্রামে করি সঙ্কীর্ত্তন।
উষঃকালে মহাপ্রভু করিলা গমন ॥ ১৬১
কথো-দূরে গেলে মাত্র দানী দুরাচার।
রাখিলেক, দান চাহে', না দেয় যাইবার ॥ ১৬২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫০-১৫১। তথা—সেই "গঙ্গাঘাট"-নামক স্থানে। তাঁরে—মহেশকে। **নমস্করিলেন**—নমস্কার করিলেন। পাছে—স্নান করার পরে। "প্রবেশ করিলা"-স্থলে "প্রবেশিলা প্রভু"-পাঠান্তর।

১৫২। দেবস্থানে—দেবালয়ে। **থুইয়া সভারে**—সঙ্গের ভক্তদের সকলকে রাখিয়া। "আপনে চলিলা প্রভু"-স্থলে "বৈকুণ্ঠের পতি চলে"-পাঠান্তর।

১৫৩। অন্বয়। প্রভু যাঁহার ঘরে (বাড়ীতে) যাইয়া উপস্থিত হয়েন, প্রভুর সেই অপরূপ সৌন্দর্যময় শ্রীবিগ্রহ দেখিতে পাইলে তাঁহার গৃহের কোন্ জনের মোহ না জন্মে? অর্থাৎ প্রভুর অপরূপ সৌন্দর্য-দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হয়েন। **উপসন্ন**—উপস্থিত।

১৫৫। "দেয়েন প্রভুরে"-স্থলে "দেন প্রভু-করে"-পাঠান্তর। প্রভু-করে—প্রভুর হস্তে।

১৫৬। "স্থান"-স্থলে "দান"-পাঠান্তর। **জগতের অন্নপূর্ণা**—অন্নদ্বারা যিনি জগৎকে পূর্ণ করিয়াছেন।

১৫৭। **জীব ধন্য করে**—প্রভুকে ভিক্ষা দেওয়ার সৌভাগ্য দিয়া জীবগণকে ধন্য বা কৃতার্থ করেন।

১৫৯। **পারিবা পুষিতে**—সকলকে আহার দিয়া পোষণ (পালন) করিতে পারিবে।

১৬২। **দানী**—দান (মাশুল, সঙ্গের দ্রব্যাদির জন্য মাশুল বা কর) আদায় করার জন্য নিযুক্ত রাজকর্মচারী। এক রাজার রাজত্ব হইতে অন্য রাজার রাজত্বে যাইতে হইলে, এইরূপ মাশুল বা কর দিতে হয়। যে-স্থলে এইরূপ কর আদায় করা হয়, আজকাল তাহাকে "কাষ্টম্ আফিস্" বলা হয়। রাখিলেক ইত্যাদি—সেই দানী প্রভুকে এবং তাঁহার সঙ্গী ভক্তদিগকে সেই স্থানে থামাইয়া রাখিলেন; তাঁহাদের নিকটে দানী দান (কর) চাহিলেন, তাঁহাদিগকে যাইতে (চলিতে) দিলেন না। দান (কর) না দেওয়া পর্যন্ত যাইতে পারিবেন না।

দেখিয়া প্রভুর তেজ পাইল বিস্ময়।
জিজ্ঞাসিল "তোমার কতেক লোক হয় ?" ১৬৩
প্রভু কহে "জগতে আমার কেহো নয়।
আমিহ কাহারো নহি—কহিল নিশ্চয় ॥ ১৬৪
এক আমি, দুই নাহি সর্ব্বথা আমার।"
কহিতে নয়নে বহে অবিরত ধার ॥ ১৬৫
দানী বোলে "গোসাঞি ! করহ শুভ তুমি।
এ-সভার দান পাইলে ছাড়ি দিব আমি ॥" ১৬৬
শুভ করিলেন প্রভু 'গোবিন্দ' বলিয়া।
কথোদূরে সভা' ছাড়ি বসিলেন গিয়া ॥ ১৬৭
সভা' পরিহরি প্রভু করিলা গমন।
হরিষ-বিষাদ হইলেন ভক্তগণ ॥ ১৬৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৬৩। প্রভুর দেহে অপূর্ব তেজ (জ্যোতিঃ) দর্শন করিয়া দানী বিস্মিত হইলেন এবং প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার সঙ্গে কয়জন লোক আছেন।" অর্থাৎ এ-স্থলে যাঁহাদিগকে দেখা যাইতেছে, তাঁহারা সকলেই কি তোমার লোক ?

১৬৪-১৬৫। দানীর কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"আমি তোমাকে নিশ্চিতরূপে বলিতেছি, এই জগতে আমারও কেহ নাই, আমিও কাহারও নহি। আমি এক (একা), আমার দুই কেহই নাই।" এই কথা বলিবার সময়ে প্রভুর নয়নদ্বয় হইতে অবিরত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল।

প্রভু এ-স্থলে ভঙ্গীতে নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব, তিনি যে "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্", তাহাই বলিয়াছেন। "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম।" প্রভু হইতেছেন—স্বয়ংসিদ্ধ-সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্য তত্ত্ব (২।১৮।১৭৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে, যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই স্বরূপতঃ তিনি ; সুতরাং তাঁহার ভেদ বা দ্বিতীয় কিছুই নাই। "এক আমি, দুই নাহি সর্ব্বথা আমার"-বাক্যে প্রভু তাহাই জানাইলেন। "অমুক লোক আমার এবং আমি অমুক লোকের"—এই কথা বলিলেই বুঝা যায়—"অমুক লোক আমা হইতে ভিন্ন, আমার ভেদ বা দ্বিতীয়।" এরূপ যে কেহ নাই, "জগতে আমার কেহো নয়। আমিহ কাহারো নহি"-বাক্যে প্রভু তাহাই জানাইলেন। ভঙ্গীতে প্রভু জানাইলেন—তিনি হইতেছেন "একমেবাদ্বিতীয়ং পরং ব্রহ্ম।" কিন্তু দানী এ-সকল তত্ত্ব-কথার মর্ম বুঝিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিলেন—এই অপরূপ জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসীর আপন জন কেহ নাই, তিনিও কাহারও আপন জন নহেন ; অর্থাৎ এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে যাঁহাদিগকে দেখা যাইতেছে, তাঁহাদের সহিত ইঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই, ইঁহারা তাঁহার সঙ্গের লোক নহেন। পথেই বোধ হয় ইঁহারা দৈবাৎ এই সন্ন্যাসীর সঙ্গ পাইয়াছেন। এজন্য দানী প্রভুকে ছাড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন—"এই লোকদিগের দেয় কর পাইলেই আমি ইঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিব।" পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য। প্রভুর অপূর্ব তেজ এবং অশ্রুধারা দেখিয়া, দানী তাঁহার নিকটে কর চাহিলেন না, চাহিতে সাহস পাইলেন না।

১৬৬। পূর্বপয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য। **করহ শুভ তুমি**—তুমি শুভ গমন কর (তুমি যাও)।

১৬৮। **হরিষ-বিষাদ**—হর্ষযুক্ত এবং বিষাদযুক্ত। প্রভুর প্রতি দানীর শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়া এবং প্রভুর অদ্ভুত নিরপেক্ষতার ভঙ্গী দেখিয়া কৌতুকবশতঃ হর্ষ এবং নিজেরা কর দিতে পারিবেন না, সুতরাং প্রভুর সঙ্গেও যাইতে পারিবেন না, প্রভুকে একাকীই যাইতে হইবে, ভাবিয়া বিষাদ।

দেখিয়া প্রভুর অতি নিরপেক্ষ খেলা।
অন্যোঽন্যে সর্ব্ব-গণে হাসিতে লাগিলা ॥ ১৬৯
পাছে প্রভু সভা' ছাড়ি করেন গমন।
এতেকে বিষাদ আসি ধরিলেক মন ॥ ১৭০
প্রবোধিয়া নিত্যানন্দ বোলে "চিন্তা নাঞি।
আমা'সভা ছাড়ি না যাইবেন গোসাঞি ॥" ১৭১
দানী বোলে "তোমরা ত সন্ন্যাসীর নহ।
এতেকে আমার যে উচিত দান দেহ' ॥" ১৭২
কথো-দূরে প্রভু সর্ব্ব পার্ষদ ছাড়িয়া।
হেটমাথা করি মাত্র কান্দেন বসিয়া ॥ ১৭৩
কাষ্ঠ-পাষাণাদি দ্রবে শুনিঞা ক্রন্দন।
অদ্ভুত দেখিয়া দানী গণে' মনেমন ॥ ১৭৪
দানী বোলে "এ পুরুষ নর কভু নয়।
মনুষ্যের নয়নে কি এত জল হয় ॥" ১৭৫
সভারে জিজ্ঞাসে' দানী প্রণতি করিয়া।
"কে তোমরা, কার্ লোক, কহ ত ভাঙ্গিয়া ?" ১৭৬
সভে বলিলেন "অই ঠাকুর সভার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম শুনিঞাছ যাঁর ॥ ১৭৭
সভেই উঁহার ভৃত্য আমরা-সকল।"
কহিতে সভার আঁখি বাহি পড়ে জল ॥ ১৭৮
দেখিয়া সভার প্রেম মুগ্ধ হৈল দানী।
দানীর নয়ন দুই বহি' পড়ে পানী ॥ ১৭৯
আথেব্যথে দানী গিয়া প্রভুর চরণে।
দণ্ডবত হই বোলে বিনয়-বচনে ॥ ১৮০
"কোটিকোটি জন্মে যত আছিল মঙ্গল।
তোমা' দেখি আজি পূর্ণ হইল সকল ॥ ১৮১
অপরাধ ক্ষমা কর' করুণাসাগর !
চল নীলাচল গিয়া দেখহ সত্বর ॥" ১৮২
দানী প্রতি করি প্রভু শুভদৃষ্টিপাত।
'হরি' বলি চলিলেন সর্ব্বজীবনাথ ॥ ১৮৩
সভার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার।
বিনা পাপী বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার ॥ ১৮৪
অসুর দ্রবিল চৈতন্যের গুণ-নামে।
অত্যন্ত দুষ্কৃতি পাপী সে-ই নাহি মানে' ॥ ১৮৫
হেনমতে নীলাচলে বৈকুণ্ঠের নাথ।
আইসেন সভারে করিয়া দৃষ্টিপাত ॥ ১৮৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৭১। প্রবোধিয়া—ভক্তগণকে প্রবোধ (সান্ত্বনা) দিয়া। "প্রবোধিয়া নিত্যানন্দ বোলে"-স্থলে "সভা প্রবোধেন নিত্যানন্দ"-পাঠান্তর।

১৭২। **সন্ন্যাসীর নহ**—ঐ সন্ন্যাসীর সঙ্গের লোক বা সঙ্গী নহ। **এতেকে আমার ইত্যাদি**—এজন্য আমার ন্যায্য প্রাপ্য দান (কর) দাও। "আমার"-স্থলে "তোমার"-পাঠান্তর।

১৭৪। গণে—বিচার করিতে লাগিলেন।

১৭৫। **এ পুরুষ**—এই সন্ন্যাসী। **নর কভু নয়**—কখনও মানুষ হইতে পারেন না। যেহেতু, **মনুষ্যের নয়নে ইত্যাদি**—কোনও মানুষের চক্ষু হইতে কি এইরূপ জলধারা প্রবাহিত হইতে পারে ? "নয়"-স্থলে "নহে" এবং "জল হয়"-স্থলে "ধারা বহে"-পাঠান্তর।

১৭৬-১৭৭। **ভাঙ্গিয়া**—খুলিয়া। "অই"-স্থলে "এই" এবং "ওই"-পাঠান্তর। **অই ঠাকুর সভার**—ঐ সন্ন্যাসী হইতেছেন আমাদের সকলের ঠাকুর। **ঠাকুর**—গুরু, বা উপাস্য।

১৭৯। **পানী**—জল। দানী প্রভুর সঙ্গের ভক্তগণকেও ছাড়িয়া দিলেন।

১৮৫। "পাপী সে-ই"-স্থলে "এতে কেহো" এবং "এবে তাহা"-পাঠান্তর।

নিজ-প্রেমানন্দে প্রভু পথ নাহি জানে।
অহর্নিশ সুবিহ্বল প্রেমরস-পানে ॥ ১৮৭
এইমতে মহাপ্রভু চলিয়া আসিতে।
কথো-দিনে উত্তরিলা সুবর্ণরেখাতে ॥ ১৮৮
সুবর্ণরেখার জল পরম-নির্ম্মল।
স্নান করিলেন প্রভু বৈষ্ণব-সকল ॥ ১৮৯
স্নান করি স্বর্ণরেখা-নদী ধন্য করি।
চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি ॥ ১৯০
রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দচন্দ্র।
সংহতি তাঁহার সবে শ্রীজগদানন্দ ॥ ১৯১
কথো-দূরে গৌরচন্দ্র বসিলেন গিয়া।
নিত্যানন্দস্বরূপের অপেক্ষা করিয়া ॥ ১৯২
চৈতন্য-আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
বিহ্বলের প্রায় ব্যবসায় সর্ব্বথায় ॥ ১৯৩
কখনো হুঙ্কার করে, কখনো রোদন।
ক্ষণে মহা অট্ট হাস, ক্ষণে বা গর্জ্জন ॥ ১৯৪
ক্ষণে বা নদীর মাঝে এড়েন সাঁতার।
ক্ষণে সর্ব্ব-অঙ্গে ধূলা মাখেন অপার ॥ ১৯৫
ক্ষণে বা যে আছাড় খায়েন প্রেমরসে।
চূর্ণ হয় অঙ্গ হেন সর্ব্ব লোক বাসে' ॥ ১৯৬
আপনাআপনি নৃত্য করে কোনক্ষণে।
টলমল করয়ে পৃথিবী সেইক্ষণে ॥ ১৯৭
এ সকল কথা তানে কিছু চিত্র নয়।
অবতীর্ণ আপনে অনন্ত মহাশয় ॥ ১৯৮
নিত্যানন্দকৃপায় এ সব শক্তি হয়।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাঁহার হৃদয় ॥ ১৯৯
নিত্যানন্দস্বরূপে থুইয়া এক-স্থানে।
চলিলা জগদানন্দ ভিক্ষা-অন্বেষণে ॥ ২০০
ঠাকুরের দণ্ড শ্রীজগদানন্দ বহে।
দণ্ড থুই নিত্যানন্দস্বরূপেরে কহে ॥ ২০১
"ঠাকুরের দণ্ডে মন দিহ সাবধানে।
ভিক্ষা করি আমিহ আসিব এইক্ষণে ॥" ২০২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৮৮। উত্তরিলা—আসিয়া উপনীত হইলেন। **সুবর্ণরেখা**—"মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার মধ্যে প্রবাহিতা প্রসিদ্ধা নদী। অ. প্র.।" অপর নাম "স্বর্ণরেখা"।

১৮৯। প্রভু বৈষ্ণব-সকল—প্রভু এবং প্রভুর সঙ্গের বৈষ্ণবগণ।

১৯০-১৯১। নরহরি—নরাকৃতি হরি (শ্রীকৃষ্ণ)। **তাঁহার**—নিত্যানন্দের।

১৯৩-১৯৬। বিহ্বলের প্রায় ইত্যাদি—নিত্যানন্দের সমস্ত আচরণই বিহ্বলের বা বিবশের আচরণের তুল্য। **ব্যবসায়**—আচরণ, আচার-ব্যবহার। **প্রায়**—তুল্য। "প্রায়"-স্থলে "মত"-পাঠান্তর। পরবর্তী ১৯৪-৯৭-পয়ারসমূহে প্রেমবিহ্বল নিত্যানন্দের আচরণের কথা বলা হইয়াছে। **চৈতন্য-আবেশে**—শ্রীচৈতন্য-বিষয়ক প্রেমের আবেশে। **বাসে**—মনে করে, ভাবে।

১৯৮। তানে—তাঁহার (নিত্যানন্দের) পক্ষে। **চিত্র**—বিচিত্র, বিস্ময়-সূচক, আশ্চর্য। **অনন্ত মহাশয়**—মহাভাগ অনন্তদেব। **অবতীর্ণ আপনে ইত্যাদি**—স্বয়ং অনন্তদেবই (বলরামই) নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে ১৯৪-৯৭ পয়ারোক্ত প্রেম-বিহ্বলতা আশ্চর্যজনক কিছু নহে।

১৯৯। এ-সব শক্তি—উল্লিখিতরূপ প্রেমবিহ্বলতা-লাভের সামর্থ্য বা যোগ্যতা।

২০১। ঠাকুরের—মহাপ্রভুর। গ্রন্থকার এ-স্থলে বলিয়াছেন, মহাপ্রভুর দণ্ড জগদানন্দ পণ্ডিতই বহন করিতেন। কিন্তু কর্ণপূর এবং কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি হইতে জানা যায়, প্রভু নিজেই নিজের দণ্ড

আথেব্যথে নিত্যানন্দ দণ্ড ধরি করে।
বসিলেন সেই স্থানে বিহ্বল-অন্তরে ॥ ২০৩
দণ্ড হাথে করি হাসে' নিত্যানন্দ-রায়।
দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায় ॥ ২০৪

"অয়ে দণ্ড! আমি যারে বহিয়ে হৃদয়ে।
সে তোমারে বহিবেক এ-ত যুক্তি নহে ॥" ২০৫
এত বলি বলরাম পরম প্রচণ্ড।
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি করি তিন খণ্ড ॥ ২০৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বহন করিতেন (মহাকাব্য ॥ ১১।৮০ ॥; চৈ. চ. ॥ ২।৫।১৪০ ॥) সুতরাং বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের এই পয়ারোক্তি কিম্বদন্তীমূলক বলিয়াই মনে হয়। ৩।১।২২-২৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২০৫। এ-ত যুক্ত নহে—ইহা তো সঙ্গত হয় না।

২০৬। বলরাম—নিত্যানন্দরূপ বলরাম। **পরম প্রচণ্ড**—অত্যন্ত বলশালী। পরবর্তী ২০৮ ও ২২৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীনিত্যানন্দ অত্যধিক গৌরপ্রীতিবশতঃই মহাপ্রভুর দণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ যাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করেন, সেই গৌরচন্দ্র দণ্ড বহন করিবেন, দণ্ড-বহনের কষ্ট স্বীকার করিবেন—ইহা গৌরৈকসর্ব্বস্ব নিত্যানন্দের প্রাণে সহ্য হইতে পারে না। এজন্যই তিনি প্রভুর দণ্ডটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। কিন্তু দণ্ড-ভঙ্গ নিত্যানন্দের অভিপ্রেত হইলেও, তাহা যদি মহাপ্রভুর অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে নিত্যানন্দের পক্ষে তাহা করা সম্ভবপর হইতে পারে না। তথাপি যে তিনি প্রভুর দণ্ডটি ভাঙ্গিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায়, ইহা প্রভুরও অভিপ্রেত ছিল। নিত্যানন্দ ছিলেন প্রভুর চিত্ত-জ্ঞাতা (পরবর্তী ২০৮ পয়ার); বস্তুতঃ, চিত্তে প্রেরণা জাগাইয়া প্রভু নিজেই নিত্যানন্দদ্বারা তাঁহার দণ্ড ভাঙ্গাইয়াছেন (পরবর্তী ২২৯ পয়ার)।

নিত্যানন্দ দণ্ডটিকে তিন খণ্ড করিয়াছেন, দুই খণ্ড বা চারি খণ্ড করেন নাই। লৌকিকী দৃষ্টিতে ইহার একটা তাৎপর্য থাকিতে পারে। মায়াবদ্ধ সংসারী জীব ইন্দ্রিয়সুখের জন্যই লালায়িত। দেহ, মন এবং বাক্যই ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগের সহায়তা করে। মনে সুখ-ভোগের বাসনার উৎপত্তি, বাক্যদ্বারা তাহার অভিব্যক্তি এবং দেহদ্বারা ভোগ। যাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, ইন্দ্রিয়-সুখের নিমিত্ত তাঁহাদের বাসনা থাকিলে সন্ন্যাসই নিরর্থক হইয়া পড়ে। তাই ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগের সহায়ক দেহ, মন ও বাক্যের সংযম তাঁহাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং সন্ন্যাস-ধর্ম-রক্ষণের পক্ষে অপরিহার্য। দেহ, মন এবং বাক্য ভোগের জন্য উন্মুখ হইলে তাহাদিগকে শাসন করা তাঁহাদের পক্ষে একান্ত ভাবে কর্তব্য। দেহ-মন-বাক্যকে শাসনের প্রতীকই হইতেছে সন্ন্যাসীদের দণ্ড। কিন্তু মহাপ্রভু হইতেছেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ স্বয়ংভগবান্, মায়া তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না, সুতরাং মায়া-প্রভাব-জাত ভোগ-বাসনাও তাঁহার থাকিতে পারে না। মায়াবন্ধন হইতে এবং মায়াজনিত ভোগবাসনা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য সাধন-ভজনের উদ্দেশ্যেই সংসারী জীব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ভোগবাসনার সহায়ক দেহ-মন-বাক্যকে শাসন করার প্রতীকরূপ দণ্ড ধারণ করেন। মহাপ্রভু এই জাতীয় সন্ন্যাসী নহেন; তাঁহার সন্ন্যাস হইতেছে তাঁহার একটি স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা। সাধন-ভজনেরও তাঁহার প্রয়োজন নাই, মায়াতীত বলিয়া ভোগবাসনাও তাঁহার থাকিতে পারে না, দেহ-মন-বাক্যের শাসনও তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক। দেহ, মন

ঈশ্বরের ইচ্ছা, মাত্র ঈশ্বর সে জানে।
কেনে ভাঙ্গিলেন দণ্ড, জানিব কেমনে॥ ২০৭
নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গৌরচন্দ্রের অন্তর।
নিত্যানন্দেরেও জানে শ্রীগৌরসুন্দর॥ ২০৮
আগে যেন দুই ভাই শ্রীরামলক্ষ্মণ।
দোঁহার অন্তর দোঁহে জানে অনুক্ষণ॥ ২০৯
এক বস্তু দুই ভাগ, ভক্তি বুঝাইতে।
গৌরচন্দ্র জানি সবে নিত্যানন্দ হৈতে॥ ২১০
বলরাম বিনে অন্য চৈতন্যের দণ্ড।
ভাঙ্গিবারে পারে হেন কে আছে প্রচণ্ড? ২১১
সকল বুঝায় ছলে শ্রীগৌরসুন্দরে।
যে জানয়ে মর্ম্ম, সেই জন সুখে তরে'॥ ২১২
দণ্ড ভাঙ্গি নিত্যানন্দ আছেন বসিয়া।
ক্ষণেকে জগদানন্দ মিলিলা আসিয়া॥ ২১৩
ভগ্ন দণ্ড দেখি মহা হইলা বিস্মিত।
অন্তরে জগদানন্দ হইলা চিন্তিত॥ ২১৪
বার্ত্তা জিজ্ঞাসেন "দণ্ড ভাঙ্গিলেক কে?"
নিত্যানন্দ বোলে "দণ্ড ধরিলেক যে॥ ২১৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ও বাক্য—এই তিনটি বস্তুর শাসন তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক বলিয়াই বোধ হয় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দণ্ডটিকে তিন খণ্ড করিলেন। নিত্যানন্দ দেখাইলেন, যে-উদ্দেশ্যে সাধারণ সন্ন্যাসী জীব দণ্ডধারণ করেন, সেই উদ্দেশ্যে দণ্ডধারণ প্রভুর পক্ষে অনাবশ্যক; যেহেতু, প্রভু হইতেছেন মায়াতীত এবং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্।

২০৭। **মাত্র**—কেবল। "মাত্র"-স্থলে "সব" এবং "যেন"-পাঠান্তর।

২০৮। "নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গৌরচন্দ্রের অন্তর"—এই বাক্য হইতে বুঝা যায়, গৌরচন্দ্রের ইচ্ছা জানিয়াই নিত্যানন্দ তাঁহার দণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন, দণ্ড-ভঙ্গ গৌরচন্দ্রেরই অভিপ্রেত।

২০৯। "আগে যেন দুই ভাই"-স্থলে "আগে দুই ভাই হৈল" এবং "যুগে যুগে দুই ভাই"-পাঠান্তর। **আগে**—পূর্ব্বে, ত্রেতাযুগে।

২১০। **এক বস্তু দুই ভাগ ইত্যাদি**—গৌরচন্দ্র ও নিত্যানন্দ তত্ত্বতঃ একই বস্তু। জগতের জীবকে ভক্তির রহস্য জানাইবার নিমিত্তই দুই রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্বরূপতঃ গৌরচন্দ্র হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং নিত্যানন্দ—বলরাম। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই মূলভক্ত-অবতার সঙ্কর্ষণ-বলরামরূপে অনাদিকাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। সেই বলরাম হইতেছেন "কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা॥ ১।২।১২৭॥" এবং "কৃপাসিন্ধু ভক্তগণ প্রাণ॥ ১।২।১২৭॥" সুতরাং তিনিই জগতের জীবকে ভক্তির রহস্য জানাইতে পারেন। সেই কৃষ্ণই গৌরচন্দ্র এবং সেই বলরামই নিত্যানন্দ বলিয়া গৌরচন্দ্র এবং নিত্যানন্দ হইতেছেন—"এক বস্তু দুই ভাগ, ভক্তি বুঝাইতে।" "ভক্তি"-স্থলে "বস্তু"-পাঠান্তর।

২১২। **ছলে**—শ্রীনিত্যানন্দকর্তৃক দণ্ড-ভঙ্গের ছলে শ্রীগৌরসুন্দর, **সকল বুঝায়েন**—গৌর ও নিত্যানন্দ যে "এক বস্তু দুই ভাগ ভক্তি বুঝাইতে" তাঁহাদের উভয়ের অন্তরই যে উভয়ে জানেন এবং নিত্যানন্দরূপ বলরাম ব্যতীত অন্য কেহই যে শ্রীচৈতন্যের দণ্ড ভাঙ্গিতে পারেন না, এই সকল তত্ত্ব জগতের জীবকে বুঝাইয়া দিলেন।

২১৩। **আছেন বসিয়া**—সুবর্ণরেখা নদীর তীরে কোনও স্থানে বসিয়া রহিয়াছেন।

আপনার দণ্ড প্রভু ভাঙ্গিলা আপনে।
তাঁর দণ্ড ভাঙ্গিতে কি পারে অন্য জনে॥" ২১৬
শুনি বিপ্র আর না করিলা প্রত্যুত্তর।
ভাঙ্গা দণ্ড লই মাত্র চলিলা সত্বর॥ ২১৭
বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর।
ভাঙ্গা দণ্ড ফেলি দিল প্রভুর গোচর॥ ২১৮
প্রভু বোলে "কহ দণ্ড ভাঙ্গিলে কেমনে।
পথে না কি কুন্দল করিলা কারো সনে?" ২১৯
কহিলা জগদানন্দপণ্ডিত সকল।
"ভাঙ্গিলেন দণ্ড নিত্যানন্দ সুবিহ্বল॥" ২২০
নিত্যানন্দ প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে' আপনি।
"কি লাগি ভাঙ্গিলা দণ্ড কহ দেখি শুনি॥" ২২১
নিত্যানন্দ বোলে "ভাঙ্গিয়াছি বাঁশ-খান।
না পার' ক্ষমিতে, কর' যে শাস্তি প্রমাণ॥" ২২২
প্রভু বোলে "যাহে সর্ব্ব-দেব-অধিষ্ঠান।
সে তোমার মতে কি হইল বাঁশ-খান?" ২২৩
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা।
মনে করে এক, মুখে পাতে' আর খেলা॥ ২২৪
এতেকে যে বোলে 'বুঝি কৃষ্ণের হৃদয়'।
সে-ই সে অবুধ ইহা জানিহ নিশ্চয়॥ ২২৫
মারিবেন হেন যারে আছয়ে অন্তরে।
তাহারেও দেখি যেন মহা প্রীতি করে॥ ২২৬
প্রাণ-সম অধিক বা যে সকল জন।
তাহারেও দেখি যেন নিরপেক্ষ-মন॥ ২২৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২১৬। "কি"-স্থলে "কে"-পাঠান্তর।

২১৭। বিপ্র—জগদানন্দ পণ্ডিত। ভাঙ্গাদণ্ড ইত্যাদি—ভগ্ন দণ্ডের খণ্ডগুলি লইয়া প্রভুর নিকটে চলিলেন। এই প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হইয়াছে।

২১৯। "না কি"-স্থলে "কি বা"-পাঠান্তর। কুন্দল—কোন্দল, কলহ।

২২০। সুবিহ্বল—অত্যন্ত প্রেমবিহ্বল।

২২২। বাঁশ-খান—একখানা বাঁশ। না পার ক্ষমিতে—যদি আমাকে ক্ষমা করিতে না পার, তাহা হইলে, কর যে শাস্তি-প্রমাণ—যে-শাস্তি আমার পক্ষে প্রমাণ (যোগ্য) বিবেচনা কর, আমার জন্য সেই শাস্তিরই বিধান কর।

২২৩। যাহে—সন্ন্যাসীর যে-দণ্ডে সর্ব্বদেব-অধিষ্ঠান—সমস্ত দেবতা অধিষ্ঠিত, সে—সেই দণ্ড।

২২৪। এই পয়ারোক্তি হইতে বুঝা যায়, নিত্যানন্দ দণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার প্রতি পূর্ব্বপয়ারোক্তিতে প্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রভুর মনের কথা নহে। নিত্যানন্দের প্রতি প্রভু রুষ্ট হয়েন নাই; কেন না, প্রভুর অভিপ্রায় অনুসারেই নিত্যানন্দ দণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন (পূর্ববর্তী ২০৮-৯ পয়ার এবং পরবর্তী ২২৯ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

২২৫। এতেকে—এজন্য, গৌরসুন্দর "মনে করে এক, মুখে পাতে আর খেলা" বলিয়া, তাঁহার হৃদয়ে যে বাস্তবিক কোন্ ভাব বিরাজিত, তাহা কেহই জানিতে পারে না। সুতরাং যে বোলে ইত্যাদি—যিনি বলেন বা মনে করেন, "আমি কৃষ্ণের হৃদয় বা মনোগত অভিপ্রায় বুঝি বা জানি", সে-ই সে ইত্যাদি—তিনিই যে অবুধ (অবোধ—বুদ্ধিহীন), তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবে।

২২৬-২৭৭। ভগবানের লীলার রহস্য যে দুর্বোধ্য, এই দুই পয়ারে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। মারিবেন

এইমত অচিন্ত্য অগম্য লীলা মাত্র।
তান অনুগ্রহে বুঝে তান কৃপাপাত্র ॥ ২২৮
দণ্ড ভাঙ্গিলেন আপনেই ইচ্ছা করি।
শেষে ক্রোধ ব্যঞ্জিতে লাগিলা গৌরহরি ॥ ২২৯
প্রভু বোলে "সবে দণ্ড মাত্র ছিল সঙ্গ।
তাহো আজি কৃষ্ণের ইচ্ছাতে হৈল ভঙ্গ ॥ ২৩০
এতেকে আমার সঙ্গে কারো সঙ্গ নাই।
তোমরা বা আগে চল, আমি বা আগ্বাই ॥" ২৩১
দ্বিরুক্তি করিতে আজ্ঞা শক্তি আছে কার।
সভেই হইলা শুনি চিন্তিত অপার ॥ ২৩২
মুকুন্দ বোলেন তবে "তুমি চল আগে।
আমরা-সভার কিছু কৃত্য আছে পাছে ॥" ২৩৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হেন ইত্যাদি—যাঁহাকে সংহার করিবার জন্য ইচ্ছা ভগবানের হৃদয়ে থাকে, তাঁহাকে স্বাক্ষাতে দেখিতে পাইলে তিনি তাঁহার সহিতও অত্যন্ত প্রীতিময় ব্যবহার করিয়া থাকেন। আবার যাঁহারা ভগবানের প্রাণতুল্য বা প্রাণাধিক প্রিয়, তাঁহাদের প্রতিও তিনি সময় সময় এমন ব্যবহার করেন, দেখিলে মনে হয় যেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি নিরপেক্ষ—উদাসীন। "মারিবেন"-স্থলে "করিবেন"-পাঠান্তর। করিবেন—সংহার করিবেন।

২২৯। **ভাঙ্গিলেন**—নিত্যানন্দদ্বারা নিজেই ভাঙ্গাইলেন। প্রভুই নিত্যানন্দ-দ্বারা নিজের দণ্ড ভাঙ্গাইয়াছেন। প্রভুর দণ্ড-ভঙ্গ নিত্যানন্দের অভিপ্রেত হইলেও প্রভুর অনভিপ্রেত হইলে, নিত্যানন্দ কখনও প্রভুর দণ্ড ভাঙ্গিতেন না (পূর্ববর্তী ২০৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **শেষে ক্রোধ ইত্যাদি**—নিত্যানন্দদ্বারা দণ্ড ভাঙ্গাইয়া গৌরহরি শেষে আবার নিত্যানন্দের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরবর্তী পয়ারদ্বয়ে প্রভুর ক্রোধের কথা বলা হইয়াছে। "শেষে ক্রোধ ব্যঞ্জিতে লাগিলা"-স্থলে "ক্রোধে লাগিলেন ব্যঞ্জিবারে"-পাঠান্তর। ব্যঞ্জিতে—ব্যক্ত করিতে।

২৩০-২৩১। **সবে ইত্যাদি**—সমস্তের সঙ্গত্যাগ করিয়া আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি ; এক্ষণে একমাত্র দণ্ডটিই ছিল আমার সঙ্গী। **তাহো আজি ইত্যাদি**—সেই দণ্ডটিও আজ কৃষ্ণের ইচ্ছায় ভাঙ্গিয়া গেল। (তোমাদের সঙ্গে থাকাতেই আমার দণ্ডটি গেল)। **এতেকে ইত্যাদি**—তাই আমার সহিত আর কাহারও সঙ্গ থাকিবে না, তোমাদের সঙ্গে আর আমি চলিব না। **তোমরা বা ইত্যাদি**—হয় তোমরা আগে যাও, আমি পরে যাইব ; আর না হয় আমিই আগে যাইব, তোমরা পরে যাইও। "ইচ্ছাতে"-স্থলে "প্রসাদে" এবং "আগ্বাই"-স্থলে "আগোই"-পাঠান্তর। **আগ্বাই**—আগুয়াইয়া যাই, আগে যাই। আগোই-অর্থও তাহাই।

২৩২। **আজ্ঞা**—প্রভুর আদেশ। **দ্বিরুক্তি করিতে আজ্ঞা**—প্রভুর পূর্বোল্লিখিত আদেশ-সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করিবার, কিছু বলিবার, **শক্তি আছে কার**—কাহার শক্তি আছে? **চিন্তিত অপার**—অত্যন্ত চিন্তিত। চিন্তার কারণ হইতেছে এই—প্রভু একাকী গেলে, পথে যখন প্রেমাবেশে মূর্ছিত হইয়া পড়িবেন, কিংবা কণ্টক-প্রস্তরাদির উপর পতিত হইতে যাইবেন, তখন তাঁহাকে কে রক্ষা করিবে? "শুনি"-স্থলে "যেন"-পাঠান্তর।

২৩৩। **তবে**—প্রভুর কথা শুনিয়া মুকুন্দ বলিলেন, **তুমি চল আগে**—প্রভু, আমাদিগকে সঙ্গে না লওয়াই যদি তোমার সঙ্কল্প হয়, তাহা হইলে প্রভু তুমিই আগে যাও। **আমরা-সভার ইত্যাদি**—তুমি আগে চলিয়া গেলে, তোমার পাছে পাছে আমাদের সকলের কিছু কৃত্য (অবশ্য-করণীয় কর্ম) আছে (বা থাকিতে

"ভাল !" বলি চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
মত্ত-সিংহ-প্রায় গতি লক্ষিতে দুষ্কর ॥ ২৩৪
মুহূর্ত্তেকে গেলা প্রভু জলেশ্বর-গ্রামে।
বরাবর গেলা জলেশ্বর-দেব-স্থানে ॥ ২৩৫
জলেশ্বর পূজিতে আছেন বিপ্রগণে।
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-মাল্যাদি আসনে ॥ ২৩৬
বহুবিধ বাদ্য উঠিয়াছে কোলাহল।
চতুর্দ্দিগে নৃত্য গীত পরম মঙ্গল ॥ ২৩৭
দেখি প্রভু ক্রোধ পাসরিলেন সন্তোষে।
সেই বাদ্যে প্রভু মিশাইলা প্রেমরসে ॥ ২৩৮
নিজ প্রিয় শঙ্করের বিভব দেখিয়া।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র পরানন্দ হৈয়া ॥ ২৩৯
শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র।
এতেকে শঙ্করপ্রিয় সর্ব্বভক্তবৃন্দ ॥ ২৪০
না মানে' চৈতন্য-পথ বোলায় 'বৈষ্ণব'।
শিবেরে অমান্য করে ব্যর্থ তার সব ॥ ২৪১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পারে)। তাৎপর্য এই। আমাদের আগে যাইয়া তুমি যদি মূর্ছাদি প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে তখন আমাদের তো কিছু অবশ্য-করণীয় কর্ম থাকিবে। তোমার পাছে গেলেই তাহা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে। তাই, প্রভু তুমিই আগে যাও। অথবা, যথাশ্রুত অর্থ—আমাদের সকলেরই কিছু কৃত্য বাকী আছে ; তাহা শেষ করিয়া আমরা পাছে (পরে) যাইব।

২৩৪। **লক্ষিতে দুষ্কর**—মত্তসিংহের ন্যায় প্রভু এত দ্রুতগতিতে চলিতেছিলেন যে, কখন কোন্ দিকে চলিতে লাগিলেন, তাহা লক্ষ্য করাও দুষ্কর হইয়া পড়িল।

২৩৫। **জলেশ্বর-গ্রাম**—"উড়িষ্যায়। বালেশ্বর-জেলার জলেশ্বর-পরগণার মধ্যে অবস্থিত একটি প্রাচীন সহর ও থানা। অ. প্র.।" **বরাবর**—কোনও স্থানে অপেক্ষা না করিয়া সোজাসোজি। **জলেশ্বর-দেব-স্থানে**—জলেশ্বর-নামক শিবের মন্দিরে।

২৩৬-২৩৭। অন্বয়। (জলেশ্বর-শিবের মন্দিরে গিয়া প্রভু দেখিলেন) গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, মাল্যাদি এবং আসন দ্বারা ব্রাহ্মণগণ জলেশ্বরের পূজা করিতেছেন। আর, বহুবিধ বাদ্যে কোলাহল উঠিয়াছে এবং চতুর্দিকে পরম-মঙ্গল নৃত্যগীত হইতেছে। "পূজিতে আছেন"-স্থলে "দেব পূজিতেছে" এবং "মাল্যাদি আসনে"-স্থলে "মাল্য বিভূষণে"-পাঠান্তর।

২৩৮। অন্বয়। উল্লিখিতরূপে জলেশ্বরের পূজা দেখিয়া প্রভুর অত্যন্ত সন্তোষ জন্মিল, সেই সন্তোষের আবেশে, নিত্যানন্দাদি সঙ্গীদের প্রতি প্রভুর ক্রোধের কথা তিনি ভুলিয়া গেলেন এবং প্রেমরসে পরিপ্লুত হইয়া প্রভু সেই বাদ্য-কোলাহলের সঙ্গে মিশিয়া গেলেন (বাদ্যকোলাহলে তাঁহার প্রেমরস আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল)।

২৩৯। **নিজ প্রিয় শঙ্করের**—প্রভুর প্রিয়ভক্ত শিবের **বিভব দেখিয়া**—প্রভাব, অথবা প্রীতিময় পূজার্চনাদি, দেখিয়া। শিব হইতেছেন বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভা. ১২।১৩।১৬ ॥

২৪০। **শঙ্করপ্রিয়**—শঙ্করের প্রিয় এবং শঙ্কর প্রিয় যাঁহাদের।

২৪১। **না মানে ইত্যাদি**—শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত পন্থা যাঁহারা মানেন না (অনুসরণ করেন না), অথচ "বৈষ্ণব" বলিয়া নিজেদিগকে পরিচিত করেন, এবং **শিবেরে অমান্য ইত্যাদি**—শিবের প্রতি যথোচিত

করিতে আছেন নৃত্য জগতজীবন।
পর্ব্বত বিদরে হেন হুঙ্কার গর্জ্জন ॥ ২৪২
দেখি শিবদাস সব হইলা বিস্মিত।
সভেই বোলেন "শিব হইলা বিদিত ॥" ২৪৩
আনন্দে অধিক সভে করে গীত বাদ্য।
প্রভুও নাচেন তিলার্দ্ধেকো নাহি বাহ্য ॥ ২৪৪
কথোক্ষণে ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা :
আসিয়াই মুকুন্দাদি গাইতে লাগিলা ॥ ২৪৫
প্রিয়গণ দেখি প্রভু অধিক আনন্দে।
নাচিতে লাগিলা, বেঢ়ি গায় ভক্তবৃন্দে ॥ ২৪৬
সে বিকার কহিতে বা শক্তি আছে কার।
নয়নে বহয়ে সুরধুনী-শত-ধার ॥ ২৪৭
এবে সে শিবের পুর হইল সফল।
যাহে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর ॥ ২৪৮
কথোক্ষণে প্রভু পরানন্দ প্রকাশিয়া।
স্থির হই রহিলেন, প্রিয়গোষ্ঠী লৈয়া ॥ ২৪৯
সভা'প্রতি করিলেন প্রেম-আলিঙ্গন।
সভেই নির্ভয় হৈলা পরানন্দ-মন ॥ ২৫০
নিত্যানন্দ দেখি প্রভু লইলেন কোলে।
বলিতে লাগিলা তাঁরে কিছু কুতূহলে ॥ ২৫১
"কোথা তুমি আমারে করিবে সম্বরণ।
যেমতে আমার হয় সন্ন্যাস-রক্ষণ ॥ ২৫২
আরো আমা' পাগল করিতে তুমি চাও।
আর যদি কর' তবে মোর মাথা খাও ॥ ২৫৩
যেন কর' তুমি আমা' তেন আমি হই।
সত্যসত্য এই আমি সভা'স্থানে কই ॥" ২৫৪
সভারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবান্।
"নিত্যানন্দপ্রতি সভে হও সাবধান ॥ ২৫৫
মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দদেহ বড়।
সত্যসত্য সভারে কহিলুঁ এই দঢ় ॥ ২৫৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সম্মান প্রদর্শন করেন না (মহাপ্রভু যে শিবের প্রতি প্রীতি-প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা গ্রাহ্য করেন না), তাঁহাদের সমস্তই (সমস্ত সাধন-ভজনই) ব্যর্থ (নিরর্থক) হইয়া যায়। "চৈতন্য"-স্থলে "বৈষ্ণব"-পাঠান্তর।

২৪৩। **শিবদাস সব**—জলেশ্বরের শিব-ভক্তগণ। **বিস্মিত**—প্রভুর অদ্ভুত হুঙ্কার-গর্জন শুনিয়া বিস্মিত (চমৎকৃত)। **শিব হইলা বিদিত**—এই সন্ন্যাসিরূপে স্বয়ং শিবই সকলের প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন। এতাদৃশ ভক্তি-ব্যঞ্জক হুঙ্কার-গর্জন, ভক্তশ্রেষ্ঠ শিব ব্যতীত, আর কাহার পক্ষে সম্ভব ?

২৪৪। "নাচেন"-স্থলে "না জানে"-পাঠান্তর। **না জানে**—বাহ্যবিষয় কিছুই জানিতে পারেন না।

২৪৭। **সুরধুনী-শত-ধার**—গঙ্গার শত শত ধারা। "সুরধুনী-শত"-স্থলে "নদী শত শত"-পাঠান্তর।

২৪৮। **এবে**—এখন, প্রভুর প্রেম-নৃত্যে। **সফল**—সার্থক। **যাহে**—যে শিবের পুরে, অঙ্গনে। "যাহে"-স্থলে "যহি"-পাঠান্তর।

২৫০। **সভেই নির্ভয় হৈলা**—প্রভুর প্রেমালিঙ্গন পাইয়া তাঁহার প্রিয় সঙ্গিগণ নির্ভয় হইলেন। দণ্ড-ভঙ্গ-ব্যাপারে প্রভু তাঁহাদের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন ভাবিয়া তাঁহাদের মনে যে-ভয় জন্মিয়াছিল, প্রভুর প্রেমালিঙ্গন পাইয়া তাঁহাদের সেই ভয় দূরীভূত হইল।

২৫২। "হয় সন্ন্যাস-রক্ষণ"-স্থলে "রহে সন্ন্যাস-গ্রহণ"-পাঠান্তর।

২৫৩। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "আর জনে জানি তুমি একথা শিখাও"-পাঠান্তর।

২৫৬। বড়—অধিক প্রিয়। "কহিলুঁ এই"-স্থলে "কহিল আমি"-পাঠান্তর। দঢ়—দৃঢ়তার সহিত।

নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥” ২৫৭
আত্মস্তুতি শুনি নিত্যানন্দ মহাশয়।
লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয় ॥ ২৫৮
পরম-আনন্দ হৈলা সর্ব্বভক্তগণ।
হেন লীলা করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ২৫৯
এইমত জলেশ্বরে সে রাত্রি রহিয়া।
উষঃকালে চলিলা সকল গণ লৈয়া ॥ ২৬০
বাঁশধায়-পথে এক শাক্ত ন্যাসিবেশ।
আসিয়া প্রভুরে পথে করিল আদেশ ॥ ২৬১
‘শাক্ত’ হেন প্রভু জানিলেন নিজ মনে।
সম্ভাষিতে লাগিলেন মধুর বচনে ॥ ২৬২
প্রভু বোলে “কহ কহ কোথা তুমিসব!
চিরদিনে আজি দেখিলাঙ যে বান্ধব ॥” ২৬৩
প্রভুর মায়ায় শাক্ত মোহিত হইল।
আপনার তত্ত্ব যত কহিতে লাগিল ॥ ২৬৪
যত যত শাক্ত বৈসে যত যত দেশে।
সব কহে একে একে, শুনি প্রভু হাসে’ ॥ ২৬৫
শাক্ত বোলে “চল ঝাট মঠেতে আমার।
সভেই ‘আনন্দ’ আজি করিব অপার ॥” ২৬৬
পাপী শাক্ত মদিরারে বোলয়ে ‘আনন্দ’।
বুঝিয়া হাসেন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ ॥ ২৬৭
প্রভু বোলে “আসি আমি ‘আনন্দ’ করিতে।
আগে গিয়া তুমি সজ্জ করহ ত্বরিতে ॥” ২৬৮
শুনিঞা চলিল শাক্ত হই হরষিত।
এইমত ঈশ্বরের অগাধ চরিত ॥ ২৬৯
‘পতিতপাবন কৃষ্ণ’ সর্ব্ববেদে কহে।
অতএব শাক্ত-সহ প্রভু কথা কহে ॥ ২৭০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—“ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—‘নিত্যানন্দ-স্থানে যার হয় অপরাধ। মোর দোষ নাহি, তার প্রেমভক্তি-বাধ ॥’ ”

২৫৭। “যাহার তিলেক”-স্থলে “যার তিলার্দ্ধেকো”-পাঠান্তর।

২৬১। **বাঁশধায়**—নীলাচলের পথে জলেশ্বর-গ্রামের পরে একটি স্থান। “বাঁশধায়”-স্থলে “বাঁশদহ” এবং “বাঁশদায়”-পাঠান্তর। **বাঁশধায়-পথে**—বাঁশধায়-নামক স্থানে যাওয়ার পথে। **এক শাক্ত ন্যাসিবেশ**—সন্ন্যাসীর বেশধারী একজন শাক্ত। **করিল আদেশ**—নমস্কার করিলেন। মুখে “আদেশ”-শব্দের উচ্চারণ করিয়া স্ব-সম্প্রদায়ী সাধককে অভ্যর্থনা-জ্ঞাপনের রীতি কোনও কোনও তান্ত্রিক-সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। এই শাক্ত প্রভুকে স্বসম্প্রদায়ী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন।

২৬২। **শাক্ত হেন প্রভু ইত্যাদি**—“আদেশ”-শব্দের উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রভুকে সম্ভাষণ বা নমস্কার করিয়াছেন বলিয়া (অথবা প্রভু সর্বান্তর্যামী বলিয়া), প্রভু মনে জানিতে পারিলেন যে, এই লোকটি “শাক্ত”—তান্ত্রিক শাক্ত।

২৬৩। **কোথা তুমিসব**—তোমরা সকল কোথায় থাক। **চিরদিনে**—বহুকাল পরে। **বান্ধব**—ইহা হইতেছে প্রভুর কৌতুকোক্তি। “দেখিলাঙ যে”-স্থলে “সব দেখিল”-পাঠান্তর।

২৬৬। **আনন্দ**—তান্ত্রিক শাক্তগণ মদিরাকে “আনন্দ” বলেন। **আনন্দ করিব**—মদ্যপান করিব। **অপার**—বহু পরিমাণে।

২৬৮। **সজ্জ**—যোগাড়। রঙ্গীয়া প্রভুর অদ্ভুত রঙ্গ !!

লোকে বোলে "এ শাক্তের হইল উদ্ধার।
এ-শাক্ত-পরশে অন্য শাক্তের নিস্তার।।" ২৭১
এইমত শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্।
নানামতে করিলেন সর্ব্ব-জীব-ত্রাণ ॥ ২৭২
হেনমতে শাক্তের সহিত রস করি।
আইলা রেমুণা-গ্রামে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ২৭৩
রেমুণায় দেখি নিজ মূর্ত্তি গোপীনাথ।
বিস্তর করিলা নৃত্য ভক্তগণ-সাথ ॥ ২৭৪
আপনার প্রেমে মত্ত পাসরি আপনা'।
রোদন করেন অতি করিয়া করুণা ॥ ২৭৫
সে করুণা শুনিতে পাষাণ কাষ্ঠ দ্রবে'।
এবে না দ্রবিল ধর্ম্মধ্বজিগণ সবে ॥ ২৭৬
কথোদিনে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন যাজপুর—ব্রাহ্মণনগর ॥ ২৭৭
যহি আদিবরাহের অদ্ভুত প্রকাশ।
যাঁর দরশনে হয় সর্ব্ব-বন্ধ-নাশ ॥ ২৭৮
মহাতীর্থ— বহে যথা নদী বৈতরণী।
যাঁর দরশনে পাপ পলায় আপনি ॥ ২৭৯
জন্তুমাত্র যে নদীর হইলেই পার।
দেবগণে দেখে চতুর্ভুজের আকার ॥ ২৮০
নাভিগয়া—বিরজাদেবীর যথা স্থান।
যথা হৈতে ক্ষেত্র—দশ-যোজন-প্রমাণ ॥ ২৮১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৭২। এই পয়ারোক্তি হইতে বুঝা যায়, প্রভুর কৃপায়, সেই তান্ত্রিক শাক্ত সন্ন্যাসী বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রমত পরিত্যাগ করিয়া বেদানুগত ধর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

২৭৩। **রস**—রঙ্গ, কৌতুক। **রেমুণা-গ্রাম**—"বালেশ্বরের ৫ মাইল পশ্চিমে। এই গ্রামের শ্রীগোপীনাথ 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ'-নামে প্রসিদ্ধ। অ. প্র.।"

২৭৪। **নিজমূর্ত্তি গোপীনাথ**—স্বীয় গোপীনাথস্বরূপের (গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের) মূর্ত্তি (বিগ্রহ)।

২৭৫। **আপনার প্রেমে মত্ত**—স্ব-বিষয়ক-প্রেমে মত্ত। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক-প্রেমে মত্ত। প্রভু যে রাধাকৃষ্ণ-মিলিতস্বরূপ, তাহাই সূচিত হইল। "মত্ত"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর। **অতি করিয়া করুণা**—অত্যন্ত করুণ-স্বরে।

২৭৬। **সে করুণা**—সেই করুণ স্বর। "করুণা"-স্থলে "মহিমা"-পাঠান্তর। **ধর্ম্মধ্বজিগণ**—যাঁহারা ধর্মের ধ্বজা বা পতাকা উত্তোলন করেন, অর্থাৎ নিজেদিগকে ধার্মিক বলিয়া প্রচার করেন, অথচ বেদানুগত ধর্মের আচরণ করেন না, তাঁহাদিগকে বলে "ধর্ম্মধ্বজী"। "ধর্ম্মধ্বজিগণ"-স্থলে "ধর্ম্মী কর্ম্মী জ্ঞানী"-পাঠান্তর। ধর্ম্মী—স্বধর্মে বা বর্ণাশ্রম-ধর্মে আসক্ত। কর্ম্মী—কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে আসক্ত। জ্ঞানী—জীবব্রহ্মের ঐক্যবাদী।

২৭৭। **ব্রাহ্মণ নগর**—ব্রাহ্মণ-প্রধান নগর। **যাজপুর**—উড়িষ্যায় বৈতরণী-নদীর তীরবর্তী প্রসিদ্ধ স্থান।

২৭৯। **বৈতরণী**—উড়িষ্যাদেশের একটি পুণ্যসলিলা নদী, যাজপুর নগর এই নদীর তীরে অবস্থিত।

২৮০। **জন্তুমাত্র**—যে কোনও জীব। **যে নদীর ইত্যাদি**—জন্তুমাত্র যে বৈতরণী-নদী পার হইলেই, **দেবগণে দেখে ইত্যাদি**—দেবগণ তাহাকে (যে জীব বৈতরণী পার হইয়াছে, তাহাকে) চতুর্ভুজের আকার (বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ চতুর্ভুজরূপধারী রূপে) দেখেন। "হইলেই পার"-স্থলে "হইলে ও-পার"-পাঠান্তর। অর্থ একই।

২৮১। **নাভিগয়া**—"এই স্থান হইতে নীলাচল ৪০-ক্রোশ দূরে। অপর নাম 'বিরজাক্ষেত্র'—

যাজপুরে যতেক আছয়ে দেবস্থান
লক্ষবৎসরেও নারি লৈতে সব নাম ॥ ২৮২
দেবালয় নাহি হেন নাহি তথি স্থান।
কেবল দেবের বাস—যাজপুরগ্রাম ॥ ২৮৩
প্রথমে দশাশ্বমেধিঘাটে ন্যাসিমণি।
স্নান করিলেন ভক্ত-সংহতি আপনি ॥ ২৮৪
তবে প্রভু গেলা আদিবরাহ-সম্ভাষে।
বিস্তর করিলা নৃত্য-গীত প্রেমরসে ॥ ২৮৫
বড় সুখী হৈলা প্রভু দেখি যাজপুর।
পুনঃপুন বাঢ়ে আনন্দাবেশ প্রচুর ॥ ২৮৬
কে জানে কি ইচ্ছা তান ধরিলেক মনে।
সভা' ছাড়ি একা পলাইলেন আপনে ॥ ২৮৭
প্রভু না দেখিয়া সভে হইলা বিকল।
দেবালয়ে চাহি চাহি বুলেন সকল ॥ ২৮৮
না পাইয়া কোথাও প্রভুর অন্বেষণ।
পরম চিন্তিত হইলেন ভক্তগণ ॥ ২৮৯
নিত্যানন্দ বোলে "সভে স্থির কর' চিত্ত।
জানিলাঙ প্রভু গিয়াছেন যে নিমিত্ত ॥ ২৯০
নিভৃতে ঠাকুর সব যাজপুর-গ্রাম।
দেখিবেন যত যত আছে দেবস্থান ॥ ২৯১
আমরাও সভে ভিক্ষা করি এই ঠাঁই।
আজি থাকি, কালি প্রভু পাইব এথাই ॥" ২৯২
সেইমত করিলেন সর্ব্বভক্তগণ।
ভিক্ষা করি আনি সভে করিলা ভোজন ॥ ২৯৩
প্রভুও বুলিয়া সব যাজপুর-গ্রাম।
দেখিয়া যতেক যাজপুর-পুণ্যস্থান ॥ ২৯৪
সর্ব্বভক্তগণ যথা আছেন বসিয়া।
আরদিনে সেইস্থানে মিলিলা আসিয়া ॥ ২৯৫
আথেব্যথে ভক্তগণ 'হরিহরি' বলি।
উঠিলেন সভেই হইয়া কুতূহলী ॥ ২৯৬
সভা' লই প্রভু যাজপুর ধন্য করি।
চলিলেন 'হরি' বলি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ২৯৭
হেনমতে মহানন্দে শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন কথোদিনে কটক-নগর ॥ ২৯৮
ভাগ্যবতী-মহানদী-জলে করি স্নান।
আইলেন প্রভু সাক্ষিগোপালের স্থান ॥ ২৯৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যাজপুরের অন্তর্গত। অ. প্র.।" **ক্ষেত্র**—শ্রীক্ষেত্র, নীলাচল। **দশ-যোজন-প্রমাণ**—চল্লিশ ক্রোশ বা আশী মাইল দূরে।

২৮২। দেবস্থান—দেবালয়। "দেবস্থান"-স্থলে "দেবগ্রাম" এবং "লক্ষবৎসরেও নারি লৈতে সব"-স্থলে "লক্ষ লক্ষ বৎসরেও লৈতে নারি"-পাঠান্তর।

২৮৬। "আনন্দাবেশ"-স্থলে "প্রেম-আবেশ"-পাঠান্তর।

২৯২। "সভে ভিক্ষা করি"-স্থলে "সভেই রহিয়া"-পাঠান্তর।

২৯৪। বুলিয়া—ভ্রমণ করিয়া।

২৯৫। আর দিনে—পরের দিন।

২৯৮। কটক নগর—উড়িষ্যায় কাটজুড়ী ও মহানদীর মধ্যবর্তী প্রসিদ্ধ নগর। পূর্ব্বে ইহা উড়িষ্যা-রাজের রাজধানী ছিল।

২৯৯। মহানদী—"মধ্যপ্রদেশের নাগপুর-সন্নিহিত স্থানে উৎপন্না ও ওড়িষ্যার মধ্যদিয়া প্রবাহিতা হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিতা নদী। ইহার তীরে প্রসিদ্ধ কটক নগর অবস্থিত। গৌ. বৈ. আ.।"

দেখি সাক্ষিগোপালের লাবণ্য মোহন।
আনন্দে করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন ॥ ৩০০
'প্রভু !' বলি নমস্কার করেন স্তবন।
অদ্ভুত করেন প্রেম-আনন্দ-ক্রন্দন ॥ ৩০১
যার মন্ত্রে সকল মূর্ত্তিতে বৈসে প্রাণ।
সেই প্রভু—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র নাম ॥ ৩০২
তথাপিহ নিরবধি করে দাস্যলীলা।
অবতার হৈলে হয় এইমত খেলা ॥ ৩০৩
তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর।
গুপ্তকাশী—বাস যথা করেন শঙ্কর ॥ ৩০৪
সর্ব্বতীর্থ-জল যথা বিন্দুবিন্দু আনি।
'বিন্দুসরোবর' শিব সৃজিলা আপনি ॥ ৩০৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সাক্ষিগোপাল—গোপালের শ্রীবিগ্রহ। বৃন্দাবনেই তিনি ছিলেন। দক্ষিণদেশে গোদাবরীতীরস্থ বিদ্যানগরের দুই ভক্ত বিপ্রের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া পদব্রজে এই গোপাল বিদ্যানগরে আসিয়া কোনও একটি বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিয়াছিলেন এবং বিপ্রদ্বয়ের প্রার্থনায় বিদ্যানগরেই থাকিয়া গেলেন। সাক্ষ্য দান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে—সাক্ষিগোপাল। বিস্তৃত বিবরণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ৫ম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। উড়িষ্যাধিপতি রাজা পুরুষোত্তমদেবের সময়ে সাক্ষিগোপাল কটকে আগমন করেন। বর্তমান সময়ে তিনি আছেন পুরীর নিকটবর্তী একটি স্থানে।

৩০১। "নমস্কার করেন"-স্থলে "নমস্করি করিল"-পাঠান্তর।

৩০২। অন্বয়। **যার মন্ত্রে**—যাঁহার (যে শ্রীকৃষ্ণের) মন্ত্রে (যে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে) **সকল মূর্ত্তিতে প্রাণ বৈসে**—কাষ্ঠ-ধাতু-পাষাণাদি-নির্মিত বিগ্রহের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়, যে শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রের প্রভাবে নির্মিত বিগ্রহকে ভগবান্ আত্মসাৎ করেন, **সেই প্রভু ইত্যাদি**—সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণই জগতে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ, তাহাই এ-স্থলে সূচিত হইল। "মূর্ত্তিতে"-স্থলে "মন্ত্রেতে"-পাঠান্তর।

৩০৩। **তথাপিহ**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইলেও, তিনি কিন্তু **নিরবধি ইত্যাদি**—সর্বদা দাস্যলীলা—ভক্তভাবময়ী লীলাই—প্রকটিত করেন। **অবতার হৈলে ইত্যাদি**—শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি এই মত খেলাই (এইরূপ দাস্যভাবময়ী লীলাই) প্রকটিত করেন। ১।৭।১৭৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩০৪। **শ্রীভুবনেশ্বর**—উড়িষ্যাদেশের একটি অতি প্রসিদ্ধ নগর, শ্রীক্ষেত্রের উত্তর দিকে অবস্থিত। অন্যান্য নাম—গুপ্তকাশী, একাম্রকক্ষেত্র, হেমাচল, স্বর্ণাদ্রিক্ষেত্র ইত্যাদি। **গুপ্তকাশী ইত্যাদি**—শ্রীভুবনেশ্বরে শঙ্কর বাস করেন বলিয়া ইহার একটি নাম গুপ্তকাশী।

৩০৫। **বিন্দুসরোবর**—"ভুবনেশ্বরের মন্দির-পার্শ্ববর্তী প্রকাণ্ড কুণ্ড। তীরে শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিরাজমান। ইহাতে শ্রীমদনমোহন ও শ্রীঅনন্তবাসুদেবের চন্দনযাত্রা, জলকেলি ইত্যাদি সম্পাদিত হয়। প্রকাশ-বিবরণ—ভুবনেশ্বরী শম্ভুর মুখে বারাণসী হইতেও একাম্রক বনের মাহাত্ম্যাতিশয় শুনিয়া গোপালিনী মূর্তিতে তথায় বিচরণ করিতেন। একদা 'কৃত্তি' ও 'বাস' নামক দুই অসুর সেই বনে সেই গোপালিনীর সৌন্দর্য-দর্শনে আকৃষ্ট হয়। মহাদেবের মুখে তিনি সেই অসুরদ্বয়ের আনুপূর্বিক ইতিহাস এবং ঐ দুই

'শিব-প্রিয় সরোবর' জানি শ্রীচৈতন্য।
স্নান করি বিশেষে করিলা অতি ধন্য ॥ ৩০৬
দেখিলেন গিয়া প্রভু প্রকট শঙ্কর।
চতুর্দ্দিগে শিবধ্বনি করে অনুচর ॥ ৩০৭
চতুর্দ্দিগে সারি সারি ঘৃতদীপ জ্বলে।
নিরবধি অভিষেক হইতেছে জলে ॥ ৩০৮
নিজ-প্রিয়-শঙ্করের দেখিয়া বিভব।
তুষ্ট হইলেন প্রভু, সকল বৈষ্ণব ॥ ৩০৯
যে চরণ-রসে শিব বসন না জানে।
হেন প্রভু নৃত্য করে শিব-বিদ্যমানে ॥ ৩১০
নৃত্য গীত শিব-অগ্রে করিয়া আনন্দ।
সে রাত্রি রহিলা সেই গ্রামে গৌরচন্দ্র ॥ ৩১১
সেই স্থান শিব পাইলেন যেনমতে।
সেই কথা শুন স্কন্দপুরাণের মতে ॥ ৩১২
কাশীমধ্যে পূর্ব্বে শিব পার্ব্বতী-সহিতে।
আছিলা অনেক কাল পরম-নিভৃতে ॥ ৩১৩
তবে গৌরী-সহ শিব গেলা ত কৈলাস।
নর-রাজাগণে কাশী করয়ে বিলাস ॥ ৩১৪
তবে কাশীরাজ-নামে হৈলা এক রাজা।
কাশীপুর ভোগ করে করি শিবপূজা ॥ ৩১৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ভাই দেবীরই বধ্য বলিয়া অবগত হইয়া পদ-দলনে উহাদিগকে বিনাশ করিয়া তৃষ্ণার্ত অবস্থায় নিদ্রিত হন। মহাদেব দেবীর তৃষ্ণা নিবারণজন্য ত্রিশূলাগ্রদ্বারা যে বাপী নির্মাণ করেন, তাহার নাম হয়—'শঙ্করবাপী'। আবার ভুবনেশ্বরীর ইচ্ছাক্রমে তিনি তথায় একটি নিত্যপ্রতিষ্ঠিত জলাশয় প্রকাশের জন্য নিখিল তীর্থের আবাহন ও জলাশয়-প্রতিষ্ঠায় যজ্ঞকার্যে ব্রহ্মাকে আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে বৃষভকে নিযুক্ত করিলেন। আহূত ব্রহ্মা দেবগণ-সহ তথায় আসিলেন। বৃষভ মন্দাকিনী প্রভৃতি যাবতীয় তীর্থকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। ভুবনেশ্বর ত্রিশূলাঘাতে পাষাণ বিদীর্ণ করত বলিলেন—'আমি এ-স্থানে হ্রদ নির্মাণ করিব, তোমরা বিন্দু বিন্দু করিয়া এই স্থানে গলিত হও'। আদেশ পালন হইলে জনার্দন, ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং সপরিকর মহাদেব তাহাতে সানন্দে স্নান করিলেন। তিনি আবার বর দিলেন—শঙ্করবাপীতে স্নান করিলে শিবসারূপ্য এবং বিন্দুসরোবরে স্নানে শিব-সালোক্য লাভ হইবে। —গৌ. বৈ. অ ॥"

৩০৭। **প্রকট শঙ্কর**—জাগ্রত শিব-বিগ্রহ। **শিবধ্বনি**—"শিব শিব"-ধ্বনি। **অনুচর**—শিব-ভক্তগণ।

৩০৯। **বিভব**—বৈভব, প্রভাব। **প্রভু, সকল বৈষ্ণব**—প্রভু এবং প্রভুর সঙ্গী বৈষ্ণবগণ।

৩১০। **বসন না জানে**—বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া কোথায় তাঁহার পরিধেয় বসন (বস্ত্র), তাহাও জানিতে পারেন না, দিগম্বর হইয়া পড়েন।

৩১২। এই ভুবনেশ্বরে শিব কিরূপে অধিষ্ঠিত হইলেন, স্কন্দপুরাণ-অনুসারে, পরবর্তী ৩১৩-৯১-পয়ার-সমূহে তাহা বলা হইয়াছে।

৩১৪। **নর-রাজাগণে**—মানুষ রাজাসমূহ। **বিলাস**—বিহার, রাজ-সুখ-ভোগ। "বিলাস"-স্থলে "বিনাশ"-পাঠান্তর। **বিনাশ**—কাশীর মহিমার বিনাশ।

৩১৫। **তবে**—কিছুকাল পরে। "কাশীরাজ-নামে"-স্থলে "কাশীস্থানে এক" এবং "কাশীরাজ-স্থানে"-পাঠান্তর।

দৈবে আসি কালপাশ লাগিল তাহারে।
উগ্র-তপে শিব পূজে কৃষ্ণ জিনিবারে ॥ ৩১৬
প্রত্যক্ষ হইলা শিব তপের প্রভাবে।
"বর মাগ" বলিলেন, রাজা বর মাগে ॥ ৩১৭
"এক বর মাগোঁ প্রভু ! তোমার চরণে।
যেন মুঞি কৃষ্ণ জিনিবারে পারোঁ রণে ॥" ৩১৮
ভোলানাথ শঙ্করের চরিত্র অগাধ।
কে বুঝে কিরূপে কারে করেন প্রসাদ ॥ ৩১৯
তারে বলিলেন "রাজা ! চল যুদ্ধে তুমি।
তোর পাছে সর্ব্ব-গণ-সহ আছি আমি ॥ ৩২০
তোরে জিনিবেক হেন কার্ শক্তি আছে।
পাশুপত-অস্ত্র লই মুঞি তোর পাছে ॥" ৩২১
পাইয়া শিবের বল সেই মূঢ়-মতি।
চলিলা হরিষে যুদ্ধে কৃষ্ণের সংহতি ॥ ৩২২
শিবো চলিলেন তার পাছে সর্ব্ব-গণে।
তার পক্ষ হই যুদ্ধ করিবার মনে ॥ ৩২৩
সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী দেবকী-নন্দন।
সকল বৃত্তান্ত জানিলেন সেইক্ষণ ॥ ৩২৪
জানিঞা বৃত্তান্ত নিজচক্র-সুদর্শন।
এড়িলেন কৃষ্ণচন্দ্র সভার দলন ॥ ৩২৫
কারো অব্যাহতি নাহি সুদর্শন-স্থানে।
কাশীরাজ-মুণ্ড গিয়া কাটিল প্রথমে ॥ ৩২৬
শেষে তার সম্বন্ধে সকল বারাণসী।
পুড়িয়া-ঝাড়িয়া করিলেন ভস্মরাশি ॥ ৩২৭
বারাণসীদাহ দেখি ক্রুদ্ধ মহেশ্বর।
পাশুপত-অস্ত্র এড়িলেন ভয়ঙ্কর ॥ ৩২৮
পাশুপত অস্ত্র কি করিব চক্র-স্থানে।
চক্র-তেজ দেখি পলাইল সেই ক্ষণে ॥ ৩২৯
শেষে মহেশ্বর প্রতি যায়েন ধাইয়া।
চক্র-ভয়ে শঙ্করো যায়েন পলাইয়া ॥ ৩৩০
চক্র-তেজে ব্যাপিলেক সকল ভুবন।
পলাইতে দিগ না পায়েন ত্রিলোচন ॥ ৩৩১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩১৬। **দৈবে**—দুর্দৈববশতঃ। **কালপাশ**—কালের বন্ধন। **কৃষ্ণ জিনিবারে**—যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে।

৩১৭। **রাজা বর মাগে**—শিবের নিকট রাজা যে বর যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে। "বলিলেন, রাজা"-স্থলে "বোলেন রাজারে"-পাঠান্তর।

৩১৮। **রণে**—যুদ্ধে।

৩২০। **তারে বলিলেন**—শিব সেই রাজাকে বলিলেন। **তোর পাছে**—তোমার পক্ষে। **সর্ব্ব-গণসহ**—আমার সমস্ত পরিকরের সহিত। "তারে"-স্থলে "শিবে"-পাঠান্তর।

৩২২। "বল"-স্থলে "বর"-পাঠান্তর।

৩২৫। **এড়িলেন**—ছাড়িলেন, প্রয়োগ করিলেন। "কৃষ্ণচন্দ্র"-স্থলে "মহাপ্রভু"-পাঠান্তর। মহাপ্রভু—সর্ব-মহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। **সভার দলন**—সকলকে দলিত (মথিত) করিতে সমর্থ (কৃষ্ণচন্দ্র বা সুদর্শন)।

৩২৯। **পলাইল**—পাশুপত-অস্ত্র পলায়ন করিল।

৩৩০। **যায়েন ধাইয়া**—সুদর্শন-চক্র ধাবিত হইলেন। "যায়েন"-স্থলে "চক্র যায়"-পাঠান্তর।

৩৩১। "দিগ"-স্থলে "ঠাঞি"-পাঠান্তর। **ত্রিলোচন**—শিব।

পূর্ব্বে যেন চক্রতেজে দুর্ব্বাসা পীড়িত।
হইলেন, শিবেরো হইল সেই রীত ॥ ৩৩২
শেষে শিব বুঝিলেন "সুদর্শন-স্থানে।
রক্ষা করিবেক হেন নাহি কৃষ্ণ বিনে ॥" ৩৩৩
এতেক চিন্তিয়া বৈষ্ণবাগ্র ত্রিলোচন।
ভয়ে ত্রস্ত হই গেলা গোবিন্দ-শরণ ॥ ৩৩৪
"জয়জয় মহাপ্রভু দেবকীনন্দন।
জয় সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বজীবের শরণ ॥ ৩৩৫
জয়জয় সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি সর্ব্বদাতা।
জয়জয় স্রষ্টা হর্ত্তা সভার রক্ষিতা ॥ ৩৩৬
জয়জয় অদোষদরশি কৃপাসিন্ধু।
জয়জয় সন্তপ্তজনের একবন্ধু ॥ ৩৩৭
জয় সর্ব্ব অপরাধ-ভঞ্জন-শরণ।
দোষ ক্ষমা কর'! প্রভু লইলুঁ শরণ ॥" ৩৩৮
শুনি শঙ্করের স্তব সর্ব্বজীবনাথ।
চক্র-তেজ নিবারিয়া হইলা সাক্ষাত ॥ ৩৩৯
চতুর্দ্দিগে শোভা করে গোপগোপীগণ।
কিছু ক্রোধ-হাস্য-মুখে বোলেন বচন ॥ ৩৪০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৩২। **পূর্ব্বে যেন ইত্যাদি**—২।১৯।১৫৮-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **রীত**—রীতি, আচরণ। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "এবে হইলেন শিবেরও সেই রীত" এবং "এবে সেই মত হৈল শিবের চরিত"-পাঠান্তর।

৩৩৩। "বুঝিলেন"-স্থলে "বলিলেন"-পাঠান্তর।

৩৩৪। "এতেক চিন্তিয়া বৈষ্ণবাগ্র"-স্থলে "এত চিন্তি বৈষ্ণবাগ্রগণ্য", "বৈষ্ণবাগ্র ত্রিলোচন"-স্থলে "শ্রীবৈষ্ণব অগ্রগণ্য" এবং "ভয়ে ত্রস্ত হই"-স্থলে "ভয়গ্রস্ত হই" এবং "একান্ত ভাবেতে" পাঠান্তর। **গেলা গোবিন্দ-শরণ**—শ্রীশিব গোবিন্দ-শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেন। শরণ গ্রহণ করিয়া শিব যে-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছেন, তাহা পরবর্তী ৩৩৫-৩৮-পয়ারসমূহে বলা হইয়াছে।

৩৩৫। **সর্ব্বব্যাপি**—সর্বব্যাপক পরব্রহ্ম। **সর্ব্বজীবের শরণ**—সমস্ত জীবের একমাত্র আশ্রয়।

৩৩৬। **সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি সর্ব্বদাতা**—কর্মফল-অনুসারে, সুবুদ্ধি এবং কুবুদ্ধির এবং জীবের যাহা কিছু কর্মফল, তৎসমস্তের দাতা। **স্রষ্টা**—জগতের সৃষ্টিকর্তা। **হর্ত্তা**—জগতের সংহারকর্তা। **রক্ষিতা**—রক্ষণকর্তা। "সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি"-স্থলে "সুবুদ্ধিগণের", এবং "হর্ত্তা"-স্থলে "কর্ত্তা"-পাঠান্তর।

৩৩৭। **সন্তপ্তজনের**—তাপগ্রস্ত লোকের। **একবন্ধু**—একমাত্র বন্ধু।

৩৩৮। **সর্ব্ব-অপরাধ-ভঞ্জন-শরণ**—সকল রকম অপরাধের বিনাশকারী এবং সকলের শরণ বা আশ্রয়স্থান। "সর্ব্ব"-স্থলে "জয়" "ভঞ্জন"-স্থলে "চরণ" এবং "ক্ষমা কর প্রভু!"-স্থলে "ক্ষম প্রভু! তোর"-পাঠান্তর।

৩৩৯। **চক্রতেজ ইত্যাদি**—সর্বজীবনাথ শ্রীকৃষ্ণ চক্রের তেজ (প্রভাব) সংবরণ করিলেন এবং শঙ্করের সাক্ষাতে আত্মপ্রকট করিলেন।

৩৪০। **চতুর্দ্দিগে ইত্যাদি**—গোপ-গোপীগণ পরিবেষ্টিত ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণরূপেই তিনি শ্রীশিবকে দর্শন দিয়াছিলেন। **কিছু ক্রোধ-হাস্য ইত্যাদি**—ক্রোধের সহিত মিশ্রিত হাস্যযুক্ত মুখে শঙ্করকে বলিতে লাগিলেন। পরবর্তী ৩৪১-৪৬-পয়ার শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধোক্তি।

'কেনে শিব ! তুমি ত জানহ মোর শুদ্ধি।
এতকালে তোমার যে হইল কুবুদ্ধি ॥ ৩৪১
কোন্ কীট কাশীরাজ অধম নৃপতি।
তার লাগি যুদ্ধ কর' আমার সংহতি ॥ ৩৪২
এই যে দেখহ মোর চক্র সুদর্শন।
তোমাকেহ না সহে' যাহার পরাক্রম ॥ ৩৪৩
ব্রহ্ম-অস্ত্র পাশুপত-অস্ত্র আদি যত।
পরম অব্যর্থ মহা-অস্ত্র আর কত ॥ ৩৪৪
সুদর্শন-স্থানে কারো নাহি প্রতিকার।
যার অস্ত্র তারে চাহে করিতে সংহার ॥ ৩৪৫
হেন ত না দেখি আমি পৃথিবী-ভিতরে ॥
তোমা' বই আমারে যে করে অনাদরে ॥" ৩৪৬
শুনিঞা প্রভুর কিছু সক্রোধ-উত্তর।
অন্তরে কম্পিত বড় হইলা শঙ্কর ॥ ৩৪৭
তবে শেষে ধরিয়া প্রভুর শ্রীচরণ।
করিতে লাগিলা শিব আত্মনিবেদন ॥ ৩৪৮
"তোমার অধীন প্রভু ! সকল সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥ ৩৪৯
পবনে চালায় যেন শুষ্ক তৃণগণ।
এইমত অ-স্বতন্ত্র সকল ভুবন ॥ ৩৫০
যে করাহ প্রভু ! তুমি সে-ই জীবে করে।
হেন কে বা আছে যে তোমার মায়া তরে' ॥ ৩৫১
বিশেষে দিয়াছ প্রভু ! মোরে অহঙ্কার।
আপনারে বড় বই নাহি দেখোঁ আর ॥ ৩৫২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৪১। **শুদ্ধি**—বিশুদ্ধ বা প্রকৃত তত্ত্ব। **কুবুদ্ধি**—আমার তত্ত্ব জানিয়াও এবং আমার প্রভাব যে অলজ্ঘনীয়, তাহা জানিয়াও, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার কুবুদ্ধি। "যে হইল"-স্থলে "যে দেখিয়ে"-পাঠান্তর।

৩৪৩। **তোমাকেহ** ইত্যাদি—আমার এই সুদর্শন-চক্রের পরাক্রম তোমাকেও সহ্য (ভয় বা সঙ্কোচ) করে না।

৩৪৪। **পরম অব্যর্থ**—সম্যক্‌রূপে সার্থক বলিয়া পরিচিত।

৩৪৫। **প্রতিকার**—অব্যাহতি।

৩৪৬। তোমাব্যতীত অপর কাহাকেও তো আমি পৃথিবীর মধ্যে দেখি না, যে আমার অনাদর করে। "আমারে যে"-স্থলে "আমাকেহো"-পাঠান্তর।

৩৫০। অন্বয়। শুষ্ক তৃণগণকে (তৃণসমূহকে) যেন (যেমন) পবনে (বাতাসে) চালায় (চালিত করে, বাতাসের শক্তি ব্যতীত শুষ্ক তৃণ যেমন স্বতন্ত্রভাবে, নিজের চেষ্টায়, চলিতে পারে না), এইমত (তদ্রূপ) সকল ভুবন (জগতের সমস্ত জীব) হইতেছে অ-স্বতন্ত্র (স্বাতন্ত্র্যহীন, তোমার শক্তি ব্যতীত কিছু করিতে অসমর্থ)।

৩৫১। **তোমার মায়া তরে**—তোমার মায়া হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারে।

৩৫২। **বিশেষে** ইত্যাদি—বিশেষতঃ তুমি আমাকে অহঙ্কার দিয়াছ। তমোগুণ হইতে অহঙ্কার জন্মে। সৃষ্টির সংহারের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ গুণাবতার শিবকে তমোগুণ দিয়াছেন। শিব সে-কথা স্মরণ করিয়াই বলিতেছেন —তমোগুণ দিয়া তুমি আমাকে অহঙ্কার দিয়াছ। **আপনারে** ইত্যাদি—সেই অহঙ্কারের ফলে, আমি নিজেকেই বড় মনে করি, আমা অপেক্ষা বড় যে আর কেহ আছে, তাহা আমি দেখি না (মনে করি না)।

তোমার মায়ায় মোরে করায় দুর্গতি।
কি করিমু প্রভু! মুঞি অ-স্বতন্ত্র-মতি ॥ ৩৫৩
তোর পাদপদ্ম মোর একান্ত জীবন।
অরণ্যে থাকিমু চিন্তি তোমার চরণ ॥ ৩৫৪
তথাপিহ মোরে সে লওয়াও অহঙ্কার।
মুঞি কি করিমু প্রভু! যে ইচ্ছা তোমার ॥ ৩৫৫
তথাপিহ প্রভু! মুঞি কৈলুঁ অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ ॥ ৩৫৬
এমত কুবুদ্ধি মোর যেন আর নহে।
এই বর দেহ' প্রভু! হইয়া সদয়ে ॥ ৩৫৭
যেন অপরাধ কৈলুঁ করি অহঙ্কার।
হইল তাহার শাস্তি, শেষ নাহি আর ॥ ৩৫৮
এবে আজ্ঞা কর' প্রভু! থাকিমু কোথায়।
তোমা' বই আর বা বলিব কার্ পা'য় ॥" ৩৫৯
শুনিঞা শিবের বাক্য ঈষত হাসিয়া।
বলিতে লাগিলা প্রভু কৃপাযুক্ত হৈয়া ॥ ৩৬০
"শুন শিব! তোমারে দিলাঙ দিব্য স্থান।
সর্ব্বগোষ্ঠীসহ তথা করহ প্রয়াণ ॥ ৩৬১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৫৩। **অস্বতন্ত্র-মতি**—আমার মতি বা বুদ্ধি তোমার মায়ার অধীন, তাহার কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই।

৩৫৪-৩৫৫। অন্বয়। তোমার পাদপদ্মই হইতেছে আমার একান্ত জীবন (একমাত্র জীবনসদৃশ, সুতরাং) তোমার চরণ-চিন্তা করিতে করিতে অরণ্যে বাস করাই আমার কর্তব্য। তথাপিহ (অরণ্যে বাস করিয়া তোমার চরণ-চিন্তা আমার কর্তব্য হইলেও, তুমি আমাকে সেই সৌভাগ্য না দিয়া তুমি) আমাকে, (তোমার চরণ-চিন্তার বিঘ্ন-স্বরূপ) অহঙ্কারই লওয়াও (গ্রহণ করাও)। তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই তুমি আমাদ্বারা করাইবে, আমি আর কি করিব? কি করিতে পারি প্রভু? (শিবের উপরে শ্রীকৃষ্ণ, অহঙ্কারজনক তমোগুণ দিয়া, সৃষ্টি-সংহারের ভার ন্যস্ত করিয়াছেন বলিয়াই শিব এ-সকল কথা বলিয়াছেন)।

৩৫৬। অন্বয়। তথাপিহ (তুমি আমাকে অহঙ্কারজনক তমোগুণ দিয়াছ—সৃষ্টি-সংহারের নিমিত্ত, তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত নহে। তথাপি প্রভু, তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়া) আমি অপরাধ করিয়াছি। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমার প্রতি তুমি প্রসন্ন হও।

৩৫৭। অন্বয়। (আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া) আমার প্রতি সদয় হইয়া আমাকে এই বর দাও প্রভু, এইরূপ কুবুদ্ধি (তোমার সহিত যুদ্ধাদি করিবার কুবুদ্ধি) যেন আমার আর কখনও না হয়। "প্রভু!"-স্থলে "মোরে" এবং সমস্ত পয়ারের স্থলে "এমত কুবুদ্ধি যেন কভু নাহি হয়। এই বর দেহ মোরে প্রভু দয়াময় ॥"-পাঠান্তর।

৩৫৮। **যেন**—যেমন। **শেষ নাহি আর**—আমার অপরাধের শেষ (অবশিষ্ট) আর কিছুই নাই (অর্থাৎ তুমি আমাকে যে শাস্তি দিয়াছ, তাহাতেই আমার সমস্ত অপরাধ নিঃশেষে দূরীভূত হইয়াছে, এখন তাহার অবশেষ আর কিছুই নাই)। অথবা, শাস্তির অবশেষ আর কিছু নাই, আমাকে যে শাস্তি দেওয়া উচিত, তাহা সম্পূর্ণরূপেই দেওয়া হইয়াছে। "তাহার শাস্তি শেষ"-স্থলে "তার শাস্তি হৈল অবশেষ"-পাঠান্তর।

৩৫৯। **পায়**—চরণে।

৩৬১। **সর্ব্বগোষ্ঠীসহ**—সপরিকরে। **প্রয়াণ**—গমন।

একাম্রকবন-নাম—স্থান মনোহর।
তথাই হইবা তুমি কোটিলিঙ্গেশ্বর॥ ৩৬২

সেহো বারাণসী-প্রায় সুরম্য নগরী।
সেইস্থানে আমার আছয়ে গোপ্যপুরী॥ ৩৬৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৬২। **একাম্রকবন**—ভুবনেশ্বরের একটি নাম। "বন-নাম"-স্থলে "বন বড়" এবং "নাম বড়"-পাঠান্তর। **তথাই হইবা** ইত্যাদি—সেই একাম্রকবনেই তুমি কোটি (বহু) লিঙ্গ-বিগ্রহের অধীশ্বর হইয়া অবস্থান করিবে।

৩৬৩। **বারাণসী-প্রায়**—বারাণসীর (কাশীর) তুল্য। "আমার আছয়ে"-স্থলে "আমারো পরম" পাঠান্তর। **গোপ্যপুরী**—গুপ্ত পুরী। নীলাচল বা শ্রীক্ষেত্রকেই এ-স্থলে "গোপ্যপুরী" বলা হইয়াছে (পরবর্তী পয়ারদ্বয় দ্রষ্টব্য)। শ্রীক্ষেত্রকে শ্রীকৃষ্ণের "গোপ্যপুরী" বলার হেতু বোধ হয় এই। শ্রীকৃষ্ণ গোপ-গোপী-পরিবেষ্টিত হইয়া শিবকে দর্শন দিয়াছিলেন (পূর্ববর্তী ৩৩৯-৪০ পয়ার দ্রষ্টব্য) এবং সেই ভাবেই শিবের সহিত কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীক্ষেত্রে তিনি যেই রূপে বিরাজিত, তাহাতেও তিনি সেই শ্রীকৃষ্ণই, অপর কেহ নহেন। কিন্তু শ্রীক্ষেত্রে বিরাজিত রূপ দেখিয়া সাধারণ লোক বুঝিতে পারে না যে, তিনিই বস্তুতঃ গোপ-গোপী-পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহার গোপ-গোপী-পরিবৃত-রূপ শ্রীক্ষেত্রে গুপ্ত আছে। এজন্যই বোধ হয় শ্রীক্ষেত্রকে তাঁহার "গোপ্যপুরী" বলা হইয়াছে। ঋগ্‌বেদেও দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—"অদো যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরুষম্। তদা রভস্ব দুর্হণো তেন গচ্ছ পরস্তরম॥ ঋগ্‌বেদ॥ ১০।১৫৫।৩॥" এই মন্ত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ সায়নাচার্য লিখিয়াছেন—"অদো বিপ্রকৃষ্টদেশে বর্ত্তমানমপূরুষং নির্ম্মাত্রা পুরুষেণ রহিতং যদ্ দারু দারুময়ং পুরুষোত্তমাখ্যং দেবতাশরীরং সিন্ধোঃ পারে সমুদ্রতীরে প্লবতে জলস্যোপরি বর্ত্ততে, তদ্দারু হে দুর্হণো দুঃখেন হননীয় কেনাপি হন্তুমশক্য হে স্তোতারা রভস্ব অবলম্বস্ব উপাস্‌স্বেত্যর্থঃ। তেন দারুময়েন দেবেনোপাস্যমানেন পরস্তরমতিশয়েন তরুণীয়মুৎকৃষ্টং বৈষ্ণবং লোকং গচ্ছ।" শ্রীপাদ সায়নাচার্যের এই ভাষ্য হইতে জানা গেল—সমুদ্রতীরে পুরুষোত্তম-নামক যে দারুব্রহ্ম (জগন্নাথ) বিরাজিত, তিনি কাহারও নির্মিত নহেন এবং তাঁহার উপাসনা করিলে, তাঁহার কৃপায় অতিশয়রূপে উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব-লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতিশয়রূপে উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব-লোক (বিষ্ণুর লোক) হইতেছে সর্বব্যাপকতত্ত্ব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লোক—গোলোক বা ব্রজলোক। ইহা হইতে বুঝা যায়, এই পুরুষোত্তমাখ্য দারুব্রহ্ম জগন্নাথ হইতেছেন স্বয়ং ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ। পূর্ববর্তী ৩৩৯-৪০ পয়ারদ্বয় হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ গোপ-গোপী-পরিবৃত হইয়াই শিবকে দর্শন দিয়াছিলেন। পূর্ববর্তী ৩৬৩-৬৫ পয়ারসমূহ হইতে জানা যায়—সমুদ্রতীরবর্তী পুরুষোত্তম-নামক রম্যস্থান নীলাচল হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের "গোপ্যপুরী"—এই স্থানে তিনি গোপনীয়ভাবে লীলা করেন। সে-স্থানে তিনি কি লীলা করেন, বেদানুগত "শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্র" হইতে তাহা জানা যায়। এই তন্ত্র বলিয়াছেন—"মথুরা-দ্বারকালীলা যাঃ করোতি চ গোকুলে। নীলাচলস্থিতঃ কৃষ্ণস্তা এব চরতি প্রভুঃ॥—মথুরা, দ্বারকা এবং গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ যে-সমস্ত লীলা করেন, নীলাচলস্থিত প্রভু শ্রীকৃষ্ণও সে-সমস্ত লীলাই করিয়া থাকেন।" নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের সঙ্গে সুভদ্রা ও বলরাম বিরাজিত বলিয়া, তিনি তাঁহার মথুরা-দ্বারকা-লীলাবিলাসী রূপেই সকলকে দর্শন দিয়া থাকেন। সে-স্থলে গোকুলের বা ব্রজের গোপ-

সেই স্থান শিব ! আজি কহি তোমা'স্থানে ।
সে পুরীর মর্ম্ম মোর কেহো নাহি জানে ॥ ৩৬৪
সিন্ধুতীরে বট-মূলে নীলাচল-নাম ।
ক্ষেত্র-শ্রীপুরুষোত্তম—অতি রম্যস্থান ॥ ৩৬৫
অনন্তব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহরে ।
তভু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে ॥ ৩৬৬
সর্ব্ব-কাল সেই স্থানে আমার বসতি ।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি ॥ ৩৬৭
সেইস্থান-প্রভাবে যোজন দশ ভূমি ।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু কীট কৃমি ॥ ৩৬৮
সভারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণে ।
'মরণমঙ্গল' করি কহিয়ে যে স্থানে ॥ ৩৬৯
নিদ্রাতেও যে স্থানে সমাধিফল হয় ।
শয়নে প্রণাম-ফল যথা বেদে কয় ॥ ৩৭০
প্রদক্ষিণ-ফল পায় করিলে ভ্রমণ ।
কথামাত্র যথা হয় আমার স্তবন ॥ ৩৭১
হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্ম্মল ।
মৎস্য খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল ॥ ৩৭২
নিজ-নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম ।
তাহাতে যতেক বৈসে, সে-ই মোর সম ॥ ৩৭৩
সে স্থানে নাহিক যমদণ্ড-অধিকার ।
আমি করি ভালমন্দ বিচার সভার ॥ ৩৭৪
হেন যে আমার পুরী, তাহার উত্তরে ।
তোমারে দিলাও স্থান রহিবার তরে ॥ ৩৭৫
ভক্তি-মুক্তি-প্রদ সেই স্থান মনোহর ।
তথা তুমি খ্যাত হৈবা 'শ্রীভুবনেশ্বর' ॥" ৩৭৬
শুনিঞা অদ্ভুত পুরী-মহিমা শঙ্কর ।
পুন শ্রীচরণ ধরি করিলা উত্তর ॥ ৩৭৭
"শুন প্রাণনাথ ! মোর এক নিবেদন ।
মুঞি সে পরম অহঙ্কৃত সর্ব্বক্ষণ ॥ ৩৭৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

গোপী নাই। ইহাতে বুঝা যায়—তিনি গোপনীয় ভাবেই নীলাচলে গোপ-গোপীদের সহিত লীলা করিয়া থাকেন ; এজন্যই নীলাচলকে গোপ-গোপী-পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের "গোপ্যপুরী" বলা হইয়াছে।

৩৬৪। সেই স্থান—সেই গোপ্যপুরী, অর্থাৎ সেই গোপ্যপুরীর কথা।

৩৬৬। কালে—কাল, কালমূর্তি বা সংহারমূর্তি ভগবান্। **সংহরে**—সংহার করেন (প্রলয়-কালে)। "তভু"-স্থলে "তবে"-পাঠান্তর। প্রলয়-কালে কালমূর্তি বা সংহার-মূর্তি স্বরূপে ভগবান্ যখন অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সংহার করেন, তভু (তখনও) সেই কালরূপ ভগবান্ আমার সেই স্থানের (ক্ষেত্র-শ্রীপুরুষোত্তমের) কিছুই করিতে পারেন না (অর্থাৎ মহাপ্রলয়েও শ্রীক্ষেত্র অবিকৃত থাকেন)।

৩৬৭। **সর্ব্বকাল**—সর্বদা। **তথি**—সে-স্থানে।

৩৬৯। **মরণ-মঙ্গল**—যে-স্থানে মরণ (মৃত্যু) হইলে পারমার্থিক মঙ্গল হয়, সেই স্থান "মরণ-মঙ্গল"। "যে"-স্থলে "সে"-পাঠান্তর।

৩৭৩। **নিজ নামে স্থান**—শ্রীকৃষ্ণের নিজের নামে এই স্থানের নাম। তিনি পুরুষোত্তম, এই স্থানের নামও "পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র" ; তিনি জগন্নাথ, এই স্থানের নামও "জগন্নাথ-ক্ষেত্র"। ইত্যাদি। **মোর সম**—আমার ন্যায় মায়াতীত।

৩৭৫। **তাহার উত্তরে**—তাহার (শ্রীক্ষেত্রের) উত্তর দিকে একাম্রকবন বা ভুবনেশ্বর।

৩৭৬। **তথা তুমি ইত্যাদি**—সেই স্থানে তুমি "শ্রীভুবনেশ্বর"-নামে খ্যাত হইবে।

এতেকে তোমাকে ছাড়ি মুঞি অন্যস্থানে।
থাকিলে কুশল মোর নাহিক কখনে ॥ ৩৭৯
তোমার নিকটে সে থাকিতে মোর মন।
দুষ্ট-সঙ্গে ভিন্ন মন নহিব কখন ॥ ৩৮০
এতেকে মোহোরে যদি থাকে ভৃত্য-জ্ঞান।
তবে মোরে নিজক্ষেত্রে দেহ' এক স্থান ॥ ৩৮১
ক্ষেত্রের মহিমা শুনি শ্রীমুখে তোমার।
বড় ইচ্ছা হৈল তথা থাকিতে আমার ॥ ৩৮২
নিকৃষ্ট হইয়া প্রভু ! সেবিমু তোমারে।
তথাই তিলেক স্থান দেহ' প্রভু ! মোরে ॥ ৩৮৩
ক্ষেত্রবাস প্রতি মোর বড় লয় মন।"
এত বলি মহেশ্বর করেন ক্রন্দন ॥ ৩৮৪
শিব-বাক্যে তুষ্ট হই শ্রীচন্দ্রবদন।
বলিতে লাগিলা তাঁরে করি আলিঙ্গন ॥ ৩৮৫
"শুন শিব ! তুমি মোর নিজ-দেহ-সম।
যে তোমার প্রিয়, সে আমার প্রিয়তম ॥ ৩৮৬
যথা তুমি, তথা আমি, ইথে নাহি আন।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাঙ আমি স্থান ॥ ৩৮৭
ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্ব্বথা আমার।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাঙ অধিকার ॥ ৩৮৮
একাম্রক-বন যে তোমারে দিল আমি।
তাহাতেই পরিপূর্ণরূপে থাক তুমি ॥ ৩৮৯
সেই ক্ষেত্র আমার পরমপ্রিয়তম।
মোর প্রীতে তথাই থাকিবে সর্ব্বক্ষণ ॥ ৩৯০
যে আমার ভক্ত হই তোমা' না আদরে'।
সে আমারে মাত্র যেন বিড়ম্বনা করে ॥" ৩৯১
হেনমতে শিব পাইলেন সেই স্থান।
অদ্যাপিহ বিখ্যাত—ভুবনেশ্বর-নাম ॥ ৩৯২
শিবপ্রিয় বড় কৃষ্ণ তাহা বুঝাইতে।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের অগ্রেতে ॥ ৩৯৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৮০। **দুষ্ট সঙ্গে ইত্যাদি**—তোমার নিকটে থাকিলে, দুষ্টসঙ্গ-বশতঃ আমার কখনও ভিন্নমন (তোমার চরণে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত মন ব্যতীত, অন্যরূপ মন—মনের গতি) হইবে না। "দুষ্টসঙ্গে"-স্থলে "সঙ্গ দোষে"-পাঠান্তর।

৩৮১। **নিজক্ষেত্রে**—তোমার নিজের ক্ষেত্রে—শ্রীক্ষেত্রে।

৩৮২। "তথা"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর।

৩৮৩। **নিকৃষ্ট**—হীন। **নিকৃষ্ট হইয়া**—নিজের সম্বন্ধে হীনবুদ্ধি পোষণ করিয়া। "নিকৃষ্ট"-স্থলে "নিকট" এবং নিকৃষ্টি"-পাঠান্তর। নিকৃষ্টি—নিকৃষ্ট।

৩৮৪। "মোর"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর।

৩৮৫। **শ্রীচন্দ্রবদন**—চন্দ্রবদন শ্রীকৃষ্ণ।

৩৮৬। **নিজদেহ-সম**—আমার নিজের দেহের তুল্য প্রিয়। "সম"-স্থলে "মন"-পাঠান্তর।

৩৮৮। **ক্ষেত্রের**—শ্রীক্ষেত্রের। **পালক**—রক্ষক।

৩৮৯। **একাম্রকবন**—ভুবনেশ্বর।

৩৯০। **সেই ক্ষেত্র**—সেই একাম্রকবন বা ভুবনেশ্বর। **মোর প্রীতে**—আমার প্রীতির নিমিত্ত।

৩৯৩। ভুবনেশ্বরে শিবের অধিষ্ঠিত হওয়ার বিবরণ বলিয়া গ্রন্থকার এক্ষণে, ভুবনেশ্বরে উপস্থিত মহাপ্রভুর কথা বলিতেছেন। **শিবের অগ্রেতে**—ভুবনেশ্বর-শিবের সম্মুখে।

যত কিছু কৃষ্ণ কহিয়াছেন পুরাণে।
এবে তাহা দেখায়েন সাক্ষাতে আপনে॥ ৩৯৪
'শিব রাম গোবিন্দ' বলিয়া গৌর-রায়।
হাথে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায়॥ ৩৯৫
আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিবপূজা করিলেন লই ভক্তবৃন্দ॥ ৩৯৬
শিক্ষাগুরু ঈশ্বরের শিক্ষা যে না মানে'।
নিজ-দোষে দুঃখ পায় সেই সব জনে॥ ৩৯৭
সেই শিবগ্রামে প্রভু ভক্তগণসঙ্গে।
শিবলিঙ্গ দেখি দেখি ভ্রমিলেন রঙ্গে॥ ৩৯৮
পরম নিভৃত এক দেখি শিবস্থান।
সুখী হৈলা শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্॥ ৩৯৯
সেই গ্রামে যতেক আছয়ে দেবালয়।
সকল দেখিলা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়॥ ৪০০
এইমতে সর্ব্ব-পথে সন্তোষে আসিতে।
উত্তরিলা আসি প্রভু কমলপুরেতে॥ ৪০১
শ্রীদেউলধ্বজ মাত্র দেখিলেন দূরে।
প্রবেশিলা প্রভু নিজ-আনন্দ-সাগরে॥ ৪০২
অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুঙ্কার।
বিশাল গর্জ্জন কম্প সর্ব্ব-দেহ-ভার॥ ৪০৩
প্রাসাদের দিগে মাত্র চা'হিতে চা'হিতে।
চলিলেন প্রভু শ্লোক পঢ়িতে পঢ়িতে॥ ৪০৪
শ্রীমুখের অর্দ্ধ-শ্লোক শুন সাবধানে।
যে লীলা করিলা গৌরচন্দ্র ভগবানে॥ ৪০৫

তথাহি—

"প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো
মামালোক্য স্মিতসুবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ॥" ১॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৯৯। "নিভৃত এক"-স্থলে "নিভৃতে একা"-পাঠান্তর।

৪০১। কমলপুর—উড়িষ্যাদেশে পুরীজেলার মধ্যে একটি গ্রাম, ভার্গীনদীর তীরে অবস্থিত (চৈ. চ. ২।৬।১৪০) এবং শ্রীক্ষেত্র হইতে তিন ক্রোশ (ছয় মাইল) দূরে (চৈ. চ. ২।৬।১৪৫)। এই স্থান হইতে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের ধ্বজা দেখা যায়।

৪০২। শ্রীদেউলধ্বজ—শ্রীক্ষেত্রস্থিত জগন্নাথের শ্রীমন্দিরের ধ্বজা। দেউল—দেবালয়।

৪০৩। কম্প সর্ব্বদেহ-ভার—প্রভুর সুপ্রকাণ্ড, সুতরাং অতি ভারী, সমস্ত দেহে কম্পের উদয় হইল।

৪০৪। প্রাসাদের—শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের, দিগেমাত্র ইত্যাদি—অন্য দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবলমাত্র শ্রীমন্দিরের দিকেই চাহিতে চাহিতে। শ্লোক—নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটি। "দিগেমাত্র চাহিতে চাহিতে"-স্থলে "অগ্রে প্রভু হাসিতে হাসিতে"-পাঠান্তর।

৪০৫। অর্দ্ধশ্লোক—নিম্নলিখিত শ্লোকটি হইতেছে একটি শ্লোকের অর্ধাংশ পূর্ণশ্লোক নহে।

শ্লো॥ ১॥ অন্বয়॥ প্রাসাদাগ্রে (প্রাসাদের—জগন্নাথ-মন্দিরের-অগ্রভাগে, উপরে) পুরঃ (সম্মুখে) মাম্ (আমাকে) আলোক্য (দেখিয়া) স্মিতসুবদনঃ (মন্দহাস্যযুক্ত-সুন্দর-বদনবিশিষ্ট) স্মেরবক্ত্রারবিন্দঃ (বিকশিত কমলের ন্যায় মুখবিশিষ্ট) বালগোপালমূর্ত্তিঃ (বালগোপালরূপ শ্রীকৃষ্ণ) নিবসতি (অবস্থান করিতেছেন)।

অনুবাদ। (দেখ দেখ), বিকশিতকমলের ন্যায় সুন্দর মুখবিশিষ্ট এবং মন্দহাসিযুক্ত মনোরম-বদনবিশিষ্ট বালগোপালরূপ শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে আমাকে দেখিয়া (আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) প্রাসাদের উপরিভাগে অবস্থান করিতেছেন॥ ৩।২।১॥

প্রভু বোলে "দেখ প্রাসাদের অগ্রমূলে।
হাসেন আমারে দেখি শ্রীবালগোপালে ॥" ৪০৬
এই শ্লোক পুনঃপুন পড়িয়া পড়িয়া।
আছাড় খায়েন প্রভু বিবশ হইয়া ॥ ৪০৭
সেদিনের যে আছাড় যে আর্ত্তি ক্রন্দন।
অনন্তের জিহ্বায় বা সে হয় বর্ণন ॥ ৪০৮
চক্র প্রতি দৃষ্টিমাত্র করেন সকলে।
সেই শ্লোক পড়িয়া পড়েন ভূমিতলে ॥ ৪০৯
এইমত দণ্ডবত হইতে হইতে।
সর্ব্বপথে আইসেন প্রেম প্রকাশিতে ॥ ৪১০
ইহারে সে বলি প্রেমময় অবতার।
এ শক্তি চৈতন্য বই দুই নাই আর ॥ ৪১১
পথে যত দেখয়ে সুকৃতি নরগণ।
তারা বোলে "এই ত সাক্ষাত নারায়ণ ॥" ৪১২
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া আইসে ভক্তগণ।
আনন্দধারায় পূর্ণ সভার নয়ন ॥ ৪১৩
সবে চারিদণ্ডের পথ প্রেমের আবেশে।
প্রহর-তিনেতে আসি হইলা প্রবেশে ॥ ৪১৪
আইলেন মাত্র প্রভু আঠারনালায়।
সর্ব্ব ভাব সম্বরণ কৈলা গৌররায় ॥ ৪১৫
স্থির হই বসিলেন প্রভু সভা' লৈয়া।
সভারে বোলেন অতি বিনয় করিয়া ॥ ৪১৬
"তোমরা 'ত আমার করিলা বন্ধু-কাজ।
দেখাইলা আনি জগন্নাথ মহারাজ ॥ ৪১৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪০৬। এই পয়ারে উল্লিখিত শ্লোকের মর্ম কথিত হইয়াছে।

৪০৮। **অনন্তের**—সহস্রবদন অনন্তদেবের। "সে দিনের যে আছাড়"-স্থলে "সে দিবসের যে আছাড়ের" এবং "অনন্তের জিহ্বায় বা সে হয়"-স্থলে "অনন্ত-জিহ্বায় তাহা না হয়"-পাঠান্তর।

৪০৯। **চক্র**—জগন্নাথের মন্দিরের শীর্ষদেশে অবস্থিত চক্র। **সকলে**—একমাত্র। **চক্র প্রতি ইত্যাদি**—প্রভু একমাত্র চক্রের প্রতিই দৃষ্টিপাত করেন, অন্য কোনও দিকেই তাঁহার দৃষ্টি নাই। **সেই শ্লোক**—পূর্বোল্লিখিত "প্রাসাদাগ্রে নিবসতি" ইত্যাদি শ্লোক। "করেন সকলে"-স্থলে "করিতে করিতে" এবং "ভূমিতলে"-স্থলে "ভূমিতলেতে"-পাঠান্তর।

৪১০। **প্রকাশিতে**—প্রকাশ করিতে করিতে।

৪১১। পূর্ববর্তী ৩।২।১২৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪১২। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "পথে পথে দেখে যত সুকৃতির গণ"-পাঠান্তর।

৪১৪। **চারিদণ্ডের পথ**—কমলপুর হইতে আঠারনালায় যাইতে সাধারণতঃ মাত্র চারিদণ্ড সময় লাগে।

৪১৫। **আঠারনালা**—"শ্রীপুরীধামে প্রবেশ পথের আঠারটি খিলানযুক্ত সেতু। ইহা ২৯০ ফিট লম্বা। স্থানীয় কিম্বদন্তী এই—মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রথমতঃ এই সেতু নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেতুবন্ধনের কালে পুনঃ পুনঃ বিফলপ্রযত্ন হইয়া শ্রীজগন্নাথের আজ্ঞাক্রমে স্বীয় অষ্টাদশ পুত্রের মস্তক নদীগর্ভে দান করিয়া এই সেতুবন্ধন করেন। মতান্তরে—ইহা রাজা মৎস্যকেশরী নির্মাণ করেন। প্রাচীন হিন্দুস্থাপত্যের বিলক্ষণ আদর্শ (Puri Gazetteers by L. S. S. O' Malley, 1920, P.337. Asiatic Researches.)—গৌ. বৈ. অ. ॥"

এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে।
আমি বা যাইব আগে, তাহা বোল মোরে ॥" ৪১৮
মুকুন্দ বোলেন তবে "তুমি আগে যাও।"
"ভাল!" বলি চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গরাও ॥ ৪১৯
মত্তসিংহ-গতি জিনি চলিলা সত্বর।
প্রবিষ্ট হইলা আসি পুরীর ভিতর ॥ ৪২০
প্রবেশ হইলা গৌরচন্দ্র নীলাচলে।
ইহা যে শুনয়ে সে ভাসয়ে প্রেমজলে ॥ ৪২১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪১৮। দেখিবারে—জগন্নাথ দেখিতে।

৪২০-৪২১। "গতি জিনি"-স্থলে "জিনি গতি" এবং "জিনি প্রভু"-পাঠান্তর। পুরীর—জগন্নাথমন্দিরের। **প্রবেশ হইলা**—প্রবেশ করিলেন, প্রবিষ্ট হইলেন। নীলাচলে—নলাচলস্থিত শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে।

আলোচনা। মহাপ্রভুর নীলাচলগমনের পথে কয়েকটি ঘটনা-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন চরিতকারের ভিন্ন ভিন্ন উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, প্রভুর দণ্ড কে বহন করিতেন? বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বলেন, জগদানন্দ প্রভুর দণ্ড বহন করিতেন (পূর্ববর্তী ২০১ পয়ার), কর্ণপূর বলেন, প্রভুই নিজের দণ্ড বহন করিতেন (মহাকাব্য ॥ ১১।৮০ ॥); কবিরাজ-গোস্বামীও তাহাই বলেন (চৈ. চ. ॥ ২।৫।১৪০)।

দ্বিতীয়তঃ, কোন্ স্থানে দণ্ড-ভঙ্গ হইয়াছিল? নিত্যানন্দই যে প্রভুর দণ্ড-ভঙ্গ করিয়াছেন, এ-সম্বন্ধে সকল চরিতকারের উক্তিই একরূপ। বৃন্দাবনদাস বলেন, সুবর্ণরেখা-নদীতীরে নিত্যানন্দ প্রভুর দণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন (পূর্ববর্তী ২০৬ পয়ার)। কর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে লিখিয়াছেন, কটক হইতে যাজপুর যাওয়ার পথে দণ্ড ভাঙ্গা হইয়াছে (মহাকাব্য ॥ ১১।৮০, ১১।৮২ ॥ এ-স্থলে কর্ণপূরের উক্তি হইতে বুঝা যায়, প্রভু আগে কটকে গিয়াছেন, তাহার পরে গিয়াছেন যাজপুরে। কিন্তু বৃন্দাবনদাস এবং কবিরাজ বলিয়াছেন—প্রভু রেমুণা হইতে যাজপুর হইয়া কটকে গিয়াছিলেন। ইহাই সঙ্গত মনে হয়। কর্ণপূর তাঁহার নাটকে কিন্তু কটক হইতে যাজপুরে গমনের কথা লেখেন নাই)। কিন্তু তাঁহার নাটকে কর্ণপূর লিখিয়াছেন, প্রভু যখন কমলপুরে আসিয়াছিলেন, তখনই নিতানন্দ প্রভুর দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলেন (নাটক ॥ ৬।১৪ ॥ ইহাতে বুঝা যায়, এই প্রসঙ্গে মহাকাব্যের উক্তি কিম্বদন্তীমূলক বুঝিতে পারিয়াই কর্ণপূর তাঁহার নাটকে তাহার সংশোধন করিয়াছেন)। কবিরাজ-গোস্বামীও বলেন, কমলপুরেই নিত্যানন্দ প্রভুর দণ্ড ভাঙ্গিয়াছিলেন (চৈ. চ. ॥ ২।৫।১৪০-৪১)।

তৃতীয়তঃ, ভগ্নদণ্ডের অংশগুলি। বৃন্দাবনদাস বলেন, জগদানন্দ ভগ্নদণ্ডের তিনটি খণ্ড নিয়া সুবর্ণরেখা-তীরেই প্রভুর নিকটে দিয়াছেন (পূর্ববর্তী ২১৭-১৮ পয়ার)। কর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে এ-সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই ; কিন্তু তাঁহার নাটকে তিনি বলিয়াছেন, নিত্যানন্দ প্রভুর দণ্ডটি ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড করিলেন এবং নদীতে নিক্ষেপ করিলেন (নাটক ॥ ৬।১৪)। কবিরাজ-গোস্বামীও বলিয়াছেন, ভার্গীনদীতীরস্থ কমলপুরে প্রভুর দণ্ড তিন খণ্ড করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ ভার্গীনদীতে ফেলিয়া দিয়াছেন (এ-বিষয়ে কর্ণপূরের সহিত কবিরাজের উক্তির সঙ্গতি আছে)।

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা।

চতুর্থতঃ, প্রভু কোন্ স্থানে তাঁহার দণ্ডের খোঁজ করিয়াছিলেন ? বৃন্দাবনদাস বলেন, দণ্ড-ভঙ্গের স্থানে সুবর্ণরেখাতীরেই প্রভু তাঁহার দণ্ডের কথা জগদানন্দের নিকটে জিজ্ঞাসা-করিয়াছিলেন (পূর্ববর্তী ২১৭-১৮ পয়ার)। কবিকর্ণপূর এ-সম্বন্ধে নীরব, মহাকাব্যেও কিছু বলেন নাই, নাটকেও না। কবিরাজ-গোস্বামী বলেন—প্রভু কমলপুরে আসিয়া ভার্গীনদীতে স্নান করিলেন এবং নিত্যানন্দের হাতে নিজের দণ্ড রাখিলেন। তারপর ভক্তগণের সহিত তত্রত্য কপোতেশ্বর-শিব দেখিতে গেলেন। এদিকে নিত্যানন্দ তাঁহার দণ্ড ভাঙ্গিয়া ভার্গীনদীতে ভাসাইয়া দিলেন। ভক্তদের সহিত কপোতেশ্বর-শিব দর্শন করিয়া প্রভু যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন সে-স্থান হইতে জগন্নাথের মন্দির (মন্দিরের ধ্বজা) দেখিয়া প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে এবং হাস্য, ক্রন্দন ও হুঙ্কার-গর্জন করিতে করিতে নীলাচলের দিকে চলিতে লাগিলেন, তাঁহার সঙ্গের ভক্তগণও প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্তন করিতে করিতে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। (মন্দির-দর্শনে প্রেমাবেশে প্রভু বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া এ-স্থানে তাঁহার দণ্ডের খোঁজ করা প্রভুর পক্ষে সম্ভব হয় নাই)। চলিতে চলিতে যখন প্রভু পুরীর নিকটবর্তী আঠারনালা-নামক স্থানে আসিলেন, তখন প্রভুর কিছু বাহ্যজ্ঞান হইল এবং নিত্যানন্দকে বলিলেন—"আমার দণ্ড দাও" (চৈ. চ.॥ ২৷৫৷১৪০-৪৭)।

পঞ্চমতঃ, সঙ্গের ভক্তদিগকে ছাড়িয়া প্রভুর একাকী গমনের প্রসঙ্গ। বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন, সুবর্ণরেখা-তীরে প্রভু যখন জানিতে পারিলেন যে, নিত্যানন্দ তাঁহার দণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন, তখন তিনি রুষ্ট হইয়া তাঁহার সঙ্গীদের বলিলেন, "আমি আর তোমাদের সঙ্গে যাইব না ; হয় তোমরা আগে যাও, আর না হয় আমি আগে যাই। তোমরা যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।" তখন মুকুন্দ বলিলেন, "প্রভু, তুমিই আগে যাও।" তখন প্রভু একাকী চলিতে লাগিলেন (পূর্ববর্তী ২৩০-৩৪ পয়ার)। তাঁহার সঙ্গীরা জলেশ্বরে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন (পূর্ববর্তী ২৪৫ পয়ার) এবং জলেশ্বর হইতে তাঁহাদের সহিতই (পূর্ববর্তী ২৬০ পয়ার) এক সঙ্গে প্রভু যাত্রা করিলেন এবং চলিতে চলিতে তাঁহাদের সহিতই তিনি আঠারনালা পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। আঠারনালায় আসিয়া স্বীয় ভাব-সম্বরণ করিয়া প্রভু বিনীতভাবে তাঁহার সঙ্গীদের নিকটে বলিলেন—"তোমরা আমার বন্ধুর কাজই করিয়াছ—আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া জগন্নাথ দেখাইলে। এখন জগন্নাথ-দর্শনের নিমিত্ত, হয় তোমরা আগে চল, আর না হয় আমি আগে চলি।" তখন মুকুন্দ বলিলেন—"তুমি আগে যাও।" তদনুসারে প্রভু মত্তসিংহের গতিতে অগ্রসর হইয়া মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন (৪১৩-২০ পয়ার)। কিন্তু কোন্ হেতুতে প্রভু এই আঠারনালা হইতে একাকী যাইতে ইচ্ছা করিলেন, তাহা প্রভু বলেন নাই। কোনও হেতুর কথা না জানিয়া, প্রভুর সঙ্গিগণও তাঁহাকে একাকী যাইতে দিলেন কেন, তাহাও বুঝা যায় না। পথে তাঁহারা প্রভুর যে-সকল অবস্থা দেখিয়াছেন, তাহাতে যে তাঁহারা প্রভুকে একাকী যাইতে দিবেন, তাহা বিশ্বাস করাও দুষ্কর। আঠারনালাতে তাঁহাদের প্রতি প্রভুর রুষ্ট হওয়ার কোনও কথাও বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বলেন নাই।

এই প্রসঙ্গে কর্ণপূর কিছু বলেন নাই। কবিরাজ-গোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আঠারনালা হইতে প্রভুর একাকী গমনের একটা যুক্তিসঙ্গত হেতু পাওয়া যায়। কবিরাজ বলিয়াছেন, আঠারনালায় আসিয়া প্রভু যখন নিত্যানন্দকে বলিলেন, "আমার দণ্ড দাও" (পূর্ববর্তী চতুর্থ হেতু দ্রষ্টব্য), তখন নিত্যানন্দ বলিলেন

ঈশ্বর-ইচ্ছায় সার্ব্বভৌম সেইকালে।
জগন্নাথ দেখিতে আছেন কুতূহলে ॥ ৪২২
হেনকালে গৌরচন্দ্র জগত-জীবন।
দেখিলেন জগন্নাথ সুভদ্রা সঙ্কর্ষণ ॥ ৪২৩
দেখি মাত্র প্রভু করে পরম হুঙ্কার।
ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলে করিবার ॥ ৪২৪
লাফ দেন মহাপ্রভু আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দ্দিগে ছুটে সব নয়নের জল ॥ ৪২৫
ক্ষণেকে পড়িলা হই আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কে বুঝয়ে ঈশ্বরের অগাধ চরিত ॥ ৪২৬
অজ্ঞ পড়িহারী সব উঠিল মারিতে।
আথেব্যথে সার্ব্বভৌম পড়িলা পৃষ্ঠেতে ॥ ৪২৭
হৃদয়ে চিন্তিলা সার্ব্বভৌম মহাশয়।
"এই শক্তি মনুষ্যের কোন কালে নয় ॥ ৪২৮
এ হুঙ্কার এ গর্জ্জন এ প্রেমের ধার।
যত কিছু অলৌকিক শক্তির প্রচার ॥ ৪২৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

—"তোমার দণ্ড তিন খণ্ড হইয়াছে। সেই খণ্ডগুলি কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, বলিতে পারি না। আমার অপরাধেই তোমার দণ্ড খণ্ড খণ্ড হইয়াছে। এজন্য তুমি আমাকে যোগ্য দণ্ড দাও। চৈ. চ. ॥ ২।৫।১৪৭-৫০ ॥" নিত্যানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু কিছু দুঃখ-প্রকাশপূর্ব্বক ঈষৎ-ক্রোধভরে তাঁহার সঙ্গীদের বলিলেন—"নীলাচলে আনি আমা সভে হিত কৈলা। সবে দণ্ড ধন ছিল—তাহা না রাখিলা॥ তুমি সব আগে যাহ ঈশ্বর দেখিতে। কিবা আমি আগে যাই, না যাব সহিতে॥ চৈ. চ. ॥ ২।৫।১৫১-৫৩ ॥" প্রভুর দুঃখ এবং ক্রোধ দেখিয়া সঙ্গীরা প্রভুর কথার প্রতিবাদ করা সঙ্গত মনে করিলেন না। তাঁহাদের সকলের পক্ষে "মুকুন্দ দত্ত কহে—প্রভু! তুমি চল আগে। আমি সব পাছে যাব, নাহি যাব সঙ্গে॥ চৈ. চ. ॥ ২।৫।১৫৪ ॥" তখন প্রভু বায়ুবেগে ধাবিত হইয়া জগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের কোনও কোনও উক্তির সহিত কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি এবং কর্ণপূরের সংশোধিত উক্তির সঙ্গতি নাই। সুতরাং বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের সেই উক্তিগুলি কিম্বদন্তীমূলক বলিয়াই মনে হয়। ৩।১।২২-২৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪২২-৪২৩। **সেই কালে**—প্রভু যখন জগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন। "দেখিতে আছেন"-স্থলে "দেখিতেছে মহা"-পাঠান্তর। **কুতুহলে**—আনন্দে। **সঙ্কর্ষণ**—বলরাম।

৪২৪-৪২৬। **ইচ্ছা হৈল ইত্যাদি**—জগন্নাথকে কোলে করিবার (বুকে জড়াইয়া ধরিবার) নিমিত্ত প্রভুর ইচ্ছা হইল। প্রভু বোধ হয় রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া, নিজেকে শ্রীরাধা এবং জগন্নাথকে তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়াই, জগন্নাথকে বুকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। "করে"-স্থলে "করি"-পাঠান্তর। "কে বুঝয়ে"-স্থলে "কে বা বুঝে"-পাঠান্তর।

৪২৭। **পড়িহারী**—প্রতিহারী, মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক বা ছড়িদার। **পৃষ্ঠেতে**—প্রভুর পৃষ্ঠের উপরে।

৪২৮। "এই"-স্থলে "এত"-পাঠান্তর। **এই শক্তি**—এইরূপ প্রেমবিকারের শক্তি। পরবর্ত্তী পয়ার দ্রষ্টব্য।

৪২৯। **শক্তির প্রচার**—শক্তির বিকাশ। "শক্তির প্রচার"-স্থলে "ভক্তির বিকার"-পাঠান্তর। অর্থ—প্রেমভক্তির বিকার।

এই জন হেন বুঝি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।”
এইমত চিন্তে’ সার্ব্বভৌম মহা ধন্য ॥ ৪৩০
সার্ব্বভৌম-নিবারণে সব-পড়িহারী।
রহিলেন দূরে সভে মহা ভয় করি ॥ ৪৩১
প্রভু সে হইয়াছেন অচেতন প্রায়।
দেখি মাত্র জগন্নাথ—নিজ-প্রিয়-কায় ॥ ৪৩২
কি আনন্দে মগ্ন হৈলা বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
বেদেও এ সব তত্ত্ব জানিতে দুষ্কর ॥ ৪৩৩
সেই প্রভু গৌরচন্দ্র চতুর্ব্ব্যূহ-রূপে।
আপনে বসিয়াছেন সিংহাসনে সুখে ॥ ৪৩৪
আপনেই উপাসক হই করে ভক্তি।
অতএব কে বুঝিবে ঈশ্বরের শক্তি ॥ ৪৩৫
আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনে সে জানে।
বেদে ভাগবতে এই মত সে বাখানে’ ॥ ৪৩৬
তথাপি যে লীলা প্রভু করেন যখনে।
তাহি কহে বেদে জীব-উদ্ধার-কারণে ॥ ৪৩৭
মগ্ন হইলেন প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে।
বাহ্য দূরে গেল প্রেমসিন্ধু-মাঝে ভাসে ॥ ৪৩৮
আবরিয়া সার্ব্বভৌম আছেন আপনে।
প্রভুর আনন্দমূর্চ্ছা না হয় খণ্ডনে ॥ ৪৩৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৩০। **এইজন হেন** ইত্যাদি—বোধ হয় এই সন্ন্যাসীই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই পয়ারোক্তি হইতে মনে হয়, সার্বভৌম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক এক সন্ন্যাসীর এবং তাঁহার প্রভাবের কথাও পূর্বে শুনিয়াছিলেন; কিন্তু ইহার পূর্বে তিনি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে কখনও দেখেন নাই। পরবর্তী ৪৫১ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৪৩২। অন্বয়। নিজ-প্রিয়-কায় জগন্নাথের দর্শনমাত্র প্রভু অচেতন-প্রায় হইয়াছেন। **নিজ-প্রিয়-কায়**—নিজের প্রিয় দেহ। রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ-কলেবর।

৪৩৪। **চতুর্ব্ব্যূহ-রূপ**—চারিমূর্তি-ভেদে। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন—এই চারিরূপ প্রকট করিয়া। “চতুর্ব্ব্যূহ-রূপে,—অর্থাৎ জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা এবং সুদর্শন, এই চারি-রূপে। দার্ঢ্য-ভক্তিরসামৃত-নামক উৎকল ভাষার ভক্তমাল গ্রন্থ, কৃষ্ণপ্রিয়ার চরিত্রে দেখা যায়—‘নমস্তে প্রভু হলহস্ত। নমস্তে প্রভু জগন্নাথ ॥ সুদরশন আদি করি। চতুর্দ্ধারূপে অচ্ছি ধরি ॥’ অ. প্র.।” সেই প্রভু গৌর-চন্দ্রই, নিজেই, জগন্নাথমন্দিরের সিংহাসনে উল্লিখিত চারিরূপে বসিয়া রহিয়াছেন।

৪৩৫। সেই প্রভু **আপনেই** (নিজেই আবার) **উপাসক হই** (ভক্তভাবময় হইয়া) **ভক্তি করে** (স্বীয় জগন্নাথাদি স্বরূপের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন)। **অতএব কে বুঝিবে** ইত্যাদি—কোন্ শক্তির প্রভাবে যে প্রভু নিজে উপাস্য হইয়াও উপাসকরূপে নিজের জগন্নাথাদি স্বরূপের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন, তাহা কে বুঝিতে পারে? অর্থাৎ কেহই বুঝিতে পারে না। যেই শক্তির প্রভাবে প্রভুর এতাদৃশ ভাব, তাহা হইতেছে শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাবের শক্তি। প্রভু হইতেছেন রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ—সুতরাং শ্রীরাধার ন্যায় স্বীয় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের সেবার জন্য লালায়িত। তিনি নিজে ভক্তভাবময় এবং ভক্তভাবময় বলিয়া স্বীয় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ১।২।৬-শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। “কে বুঝিবে”-স্থলে “কে বা বুঝে”-পাঠান্তর।

৪৩৮। **বৈষ্ণব-আবেশে**—ভক্তভাবের আবেশে।

৪৩৯। **আবরিয়া**—নিজের দেহদ্বারা আবৃত করিয়া। পূর্ববর্তী ৪২৭-পয়ার হইতে জানা যায়,

শেষে সার্ব্বভৌম যুক্তি করিলেন মনে।
প্রভু লই যাইবারে আপন ভবনে ॥ ৪৪০
সার্ব্বভৌম বোলে "ভাই পড়িহারিগণ !
সভে তুলি লহ এই পুরুষরতন ॥" ৪৪১
পাণ্ডুবিজয়ের যত নিজ ভৃত্যগণ।
সভে প্রভু কোলে করি করিলা গমন ॥ ৪৪২
কে বুঝিবে ঈশ্বরের চরিত্র গহন।
হেনরূপে সার্ব্বভৌমমন্দিরে গমন ॥ ৪৪৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পড়িহারীরা যখন প্রভুকে মারিতে (প্রহার করিতে) উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন সার্বভৌম প্রভুর পৃষ্ঠেতে পড়িয়াছিলেন (অর্থাৎ প্রভুর পৃষ্ঠদেশকে নিজের বক্ষস্থলদ্বারা আবৃত করিয়া পড়িহারীদের প্রহার হইতে প্রভুকে রক্ষা করিয়াছিলেন)। —উদ্দেশ্য—পড়িহারীদের প্রহার প্রভুর পৃষ্ঠে না লাগিয়া সার্বভৌমের পৃষ্ঠেই যেন লাগে। অবশ্য, তাহার পরে পড়িহারিগণ আর প্রহার করেন নাই, প্রহার করিতে গেলে সেই প্রহার সার্বভৌমের পৃষ্ঠেই পড়িবে মনে করিয়া, ভয়ে তাঁহারা দূরে সরিয়া রহিয়াছিলেন (পূর্ববর্তী ৪৩১ পয়ার দ্রষ্টব্য)। প্রভুর আনন্দ-মূর্চ্ছা ইত্যাদি—উল্লিখিতরূপ ভাবে সার্বভৌম প্রভুর পৃষ্ঠের উপরে পড়িয়া রহিয়াছেন; কিন্তু জগন্নাথ-দর্শনে পরমানন্দের আবেশে প্রভুর যে-মূর্ছার উদয় হইয়াছিল, সেই মূর্ছা অনেকক্ষণ রহিয়া গেল, তাহা দূর হইতেছিল না।

৪৪২। পাণ্ডুবিজয়—রথযাত্রা-কালে, মন্দিরস্থ সিংহাসন হইতে শ্রীজগন্নাথের রথে গমনকে পাণ্ডুবিজয় বলে। পাণ্ডুবিজয়ের যত ইত্যাদি—পাণ্ডুবিজয়ের সময়ে জগন্নাথের যে-সকল সেবকগণ জগন্নাথকে রথে আরোহণ করাইয়া থাকেন, সভে প্রভু ইত্যাদি—তাঁহারা সকলে মিলিয়া প্রভুকে কোলে করিয়া সার্বভৌমের গৃহে লইয়া গেলেন। "নিজ"-স্থলে "প্রিয়"-পাঠান্তর। নিজ ভৃত্যগণ—প্রভুর স্বীয় জগন্নাথ-স্বরূপের ভৃত্যগণ (সেবকগণ)।

৪৪৩। "বুঝিবে"-স্থলে "বুঝয়ে"-পাঠান্তর। গহন—গূঢ়, দুর্বোধ্য। ৪২২-৪৩-পয়ারসমূহে সার্বভৌম-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার যে-বিবরণ দিয়াছেন, তাহার সহিত কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তির মোটামোটিভাবে সঙ্গতি আছে, কোনও বিরোধ নাই। এই বিবরণ হইতে প্রভুর দণ্ড-ভঙ্গের একটা রহস্য পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। জগন্নাথ-মন্দিরে, জগন্নাথের দর্শনমাত্রে প্রভু যখন মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন সার্বভৌম-ভট্টাচার্যই প্রভুর সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রভুর সঙ্গীরা যদি প্রভুর সঙ্গে আসিতেন, তাহা হইলে তখন তাঁহারাই প্রভুর সেবা করিতেন, সার্বভৌমের সেই সৌভাগ্য হইত না। সার্বভৌমকে এই সৌভাগ্য দেওয়ার নিমিত্তই বোধ হয় প্রভুর দণ্ড-ভঙ্গ। নিত্যানন্দ প্রভুর দণ্ড ভাঙ্গিয়াছিলেন বলিয়াই প্রভু আঠার-নালাতে আসিয়া, দণ্ড-ভঙ্গের কথা জানিয়া, সঙ্গীদের প্রতি রুষ্ট হইয়া, একাকী জগন্নাথ-দর্শনে গিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ যদি প্রভুর দণ্ড না ভাঙ্গিতেন, তাহা হইলে প্রভুর ক্রোধেরও কোনও হেতু থাকিত না, এবং আঠারনালা হইতে একাকী জগন্নাথ-দর্শনে যাওয়ার হেতুরও উদ্ভব হইত না। কমলপুরে থাকিতেই সার্বভৌমের প্রতি এইরূপ কৃপা প্রদর্শনের ইচ্ছা প্রভুর চিত্তে জাগিয়াছিল। প্রভুর শক্তিতে নিত্যানন্দও তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। এজন্যই বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বলিয়াছেন—"নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গৌরচন্দ্রের অন্তর। পূর্ববর্তী ২০৮-পয়ার ॥" তিনি আরও বলিয়াছেন—"আপনার দণ্ড প্রভু

চতুর্দ্দিগে হরিধ্বনি করিয়া করিয়া।
বহিয়া আনেন সভে হরিষ হইয়া ॥ ৪৪৪
হেনই সময়ে সর্ব্ব-ভক্ত সিংহদ্বারে।
আসিয়া মিলিলা সভে হরিষ-অন্তরে ॥ ৪৪৫
পরম অদ্ভুত সভে দেখেন আসিয়া।
পিপীলিকাগণে যেন অন্ন যায় লৈয়া ॥ ৪৪৬
এইমত প্রভুকে অনেক লোক ধরি।
লইয়া যায়েন সভে মহানন্দ করি ॥ ৪৪৭
সিংহদ্বার নমস্করি সর্ব্বভক্তগণ।
হরিষে প্রভুর পাছে করিলা গমন ॥ ৪৪৮
সর্ব্ব-লোকে ধরি সার্ব্বভৌমের মন্দিরে।
আনিলেন ; কপাট পড়িল তবে দ্বারে ॥ ৪৪৯
প্রভুর আসিয়া যে মিলিলা ভক্তগণ।
দেখি হৈলা সার্ব্বভৌম হরষিত-মন ॥ ৪৫০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ভাঙ্গিলা আপনে। পূর্ববর্তী ২১৬-পয়ার ॥ দণ্ড ভাঙ্গিলেন আপনেই ইচ্ছা করি। শেষে ক্রোধ ব্যঞ্জিতে লাগিলা গৌরহরি ॥ পূর্ববর্তী ২২৯-পয়ার ॥" নিত্যানন্দদ্বারা প্রভু নিজেই নিজের দণ্ড ভাঙ্গাইয়াছেন। "ইহোঁ কেনে দণ্ড ভাঙ্গে, তেঁহো কেনে ভাঙ্গায়। ভাঙ্গাইয়া কেনে ক্রুদ্ধ ইহোঁ ত দোষায়? চৈ. চ. ॥ ২।৫।-১৫৬ ॥"-বাক্যে কবিরাজ-গোস্বামীও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত উক্তি হইতে মনে হয়, সার্বভৌমের প্রতি কৃপা-প্রদর্শনের নিমিত্তই প্রভু নিত্যানন্দের দ্বারা নিজের দণ্ড ভাঙ্গাইয়াছেন। তথাপি যে প্রভু আঠার-নালাতে আসিয়া নিত্যানন্দাদির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন, তাহা হইতেছে প্রভুর একটা কৌতুকময় ভঙ্গী, বস্তুতঃ ক্রোধ নহে, ক্রোধের ভাণ।

৪৪৫। **সর্ব্ব-ভক্ত**—প্রভুর সঙ্গের ভক্তগণ।

৪৪৯। "তবে"-স্থলে "তার"-পাঠান্তর।

৪৫০। "প্রভুর"-স্থলে "প্রভুরে"-পাঠান্তর।

৪৪৪-৪৯-পয়ার-সমূহে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, সার্বভৌম যখন লোকের দ্বারা বহন করাইয়া প্রভুকে নিজের গৃহে লইয়া যাইতেছিলন, সেই সময়েই প্রভুর সঙ্গের ভক্তগণ সিংহদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং প্রভুকে যে ঐভাবে বহন করিয়া নেওয়া হইতেছিল, তাহাও তাঁহারা দেখিয়াছেন। দেখিয়া তাঁহারাও প্রভুর অনুসরণ করিয়া সার্বভৌমের গৃহে গেলেন।

কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—প্রভুকে সার্বভৌমের গৃহে লইয়া যাওয়ার পরেই নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে আসিয়াছিলেন। সে-স্থানে আসিয়া তাঁহারা শুনিলেন, লোকগণ পরস্পর বলা-বলি করিতেছে—"এক সন্ন্যাসী আসি দেখি জগন্নাথ ॥ মূর্চ্ছিত হইলা—চেতন না হয় শরীরে। সার্ব্বভৌম তৈছে তাঁরে লঞা গেল ঘরে ॥ চৈ. চ. ॥ ২।৬।১৪-১৫ ॥" ইহা শুনিয়া, তাঁহারা মনে করিলেন—লোকগণ যে-সন্ন্যাসীর কথা বলিতেছে, তিনি প্রভুই, অপর কেহ নহেন। তখন সার্বভৌমের গৃহে যাওয়ার জন্য তাঁহাদের ইচ্ছা হইল ; কিন্তু তাঁহারা সার্বভৌমের গৃহ চিনিতেন না। প্রভুর সঙ্গী মুকুন্দের সহিত সার্বভৌমের ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্যের নবদ্বীপে পরিচয় দিল। সেই গোপীনাথ আচার্য তখন নীলচলে সার্বভৌমের গৃহেই থাকিতেন। মুকুন্দ ভাবিতেছিলেন, যদি গোপীনাথ আচার্যের সঙ্গে দেখা হইত, তাহা হইলে সার্বভৌমের গৃহে যাওয়ার সুবিধা হইত। ঠিক সেই সময়েই দৈবাৎ গোপীনাথ আচার্য সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত

যথাযোগ্য সম্ভাষা করিয়া সভা'সনে।
বসিলেন, সন্দেহ ভাঙ্গিল ততক্ষণে ॥ ৪৫১
বড় সুখী হৈলা সার্ব্বভৌম মহাশয়।
আর তাঁর কিবা ভাগ্যফলের উদয় ॥ ৪৫২
যার কীর্ত্তি মাত্র সর্ব্ব বেদে ব্যাখ্যা করে।
অনায়াসে সে ঈশ্বর আইলা মন্দিরে ॥ ৪৫৩
নিত্যানন্দ দেখি সার্ব্বভৌম মহাশয়।
লইলা চরণধূলি করিয়া বিনয় ॥ ৪৫৪
মনুষ্য দিলেন সার্ব্বভৌম সভা'সনে।
চলিলেন সভে জগন্নাথ-দরশনে ॥ ৪৫৫
যে মনুষ্য যায় দেখাইতে জগন্নাথ।
নিবেদন করে সে করিয়া জোড়হাথ ॥ ৪৫৬
"স্থির হই জগন্নাথ সভেই দেখিবা।
পূর্ব্ব-গোসাঞির মত কেহো না করিবা ॥ ৪৫৭
কিরূপ তোমরা, কিছু না পারি বুঝিতে।
স্থির হই দেখ, তবে যাই দেখাইতে ॥ ৪৫৮
যেরূপ তোমার করিলেন একজনে।
জগন্নাথ দৈবে রহিলেন সিংহাসনে ॥ ৪৫৯
বিশেষে বা কি কহিব যে দেখিল তান।
সে আছাড়ে অন্যের কি দেহে রহে প্রাণ ॥ ৪৬০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইলেন এবং অপ্রত্যাশিতভাবে মুকুন্দকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। মুকুন্দের নিকট তিনি প্রভুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, মুকুন্দ বলিলেন—প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এবং মুকুন্দাদি প্রভুর সঙ্গেই নীলাচলে আসিয়াছেন। সিংহদ্বারে লোকমুখে যাহা শুনিয়াছেন, মুকুন্দ তাহাও গোপীনাথ আচার্যকে জানাইলেন। তখন গোপীনাথ নিত্যানন্দাদিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন এবং তাঁহাদিগকে সার্বভৌমের দ্বারদেশে রাখিয়া তিনি সার্বভৌমের নিকটে গিয়া তদবস্থ প্রভুকেও দেখিতে পাইলেন এবং সার্বভৌমের অনুমতি লইয়া নিত্যানন্দাদিকে ভিতরে লইয়া গেলেন। চৈ. চ. ॥ ২।৬।১৬-৩০ ॥

উল্লিখিত প্রসঙ্গে কবিরাজ-গোস্বামীর সহিত বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের সঙ্গতি নাই বলিয়া ৪৪৪-৪৯-পয়ারোক্তি কিম্বদন্তীমূলক কিনা, তাহা সুধীগণের বিচার্য।

৪৫১। **সন্দেহ ভাঙ্গিল ততক্ষণে**—পূর্ববর্তী ৪৩০-পয়ারে বলা হইয়াছে, জগন্নাথ-দর্শনে প্রভুর অদ্ভুত প্রেম-বিকার দেখিয়া, সার্বভৌম ভাবিয়াছিলেন—"এই জন হেন বুঝি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।" অর্থাৎ "এই সন্ন্যাসী হয়তো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে পারেন"-এইরূপ একটা সন্দেহ সার্বভৌমের চিত্তে জাগিয়াছিল (সার্মভৌম ইহার পূর্বে প্রভুকে আর কখনও দেখেন নাই। তবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নাম ও প্রভাবের কথা বোধ হয় শুনিয়াছিলেন)। এক্ষণে প্রভুর সঙ্গীদের সহিত আলাপ করার ফলে সার্বভৌম জানিতে পারিলেন—এই সন্ন্যাসীই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ততক্ষণে (এই সংবাদ জানামাত্রই) সার্বভৌমের (পূর্বকথিত) সন্দেহ ভাঙ্গিল (দূর হইয়া গেল)।

৪৫৫। **মনুষ্য**—এক জন লোক। কবিরাজ-গোস্বামী বলেন, সার্বভৌম স্বীয় পুত্র চন্দনেশ্বরকে নিত্যানন্দাদির সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। চৈ. চ. ॥ ২।৬।৩২ ॥

৪৫৯। অন্বয়। তোমার (তোমাদের মধ্যে) একজন (মহাপ্রভু) যেরূপ করিলেন, (তাহাতে প্রাণ-রক্ষার সম্ভাবনা ছিল না। পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য)। জগন্নাথ সিংহাসনে রহিয়াছেন (বলিয়াই) দৈবে (জগন্নাথরূপ দেবের কৃপায় তিনি রক্ষা পাইয়াছেন)। দৈব—দেব (জগন্নাথরূপ দেব) হইতে প্রাপ্ত (কৃপা)। দৈবে—সেই কৃপার প্রভাবে।

এতেকে তোমরা সব—অচিন্ত্যকথন।
সম্বরিয়া দেখিবা, করিলুঁ নিবেদন ॥ ৪৬১
শুনি সভে হাসিতে লাগিলা ভক্তগণ।
"চিন্তা নাহি" বলি সভে করিলা গমন ॥ ৪৬২
আসি দেখিলেন চতুর্ব্ব্যূহ জগন্নাথ।
প্রকট-পরমানন্দ ভক্তগণ-সাথ ॥ ৪৬৩
দেখি সভে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।
দণ্ডবত প্রদক্ষিণ করেন স্তবন ॥ ৪৬৪
প্রভুর গলার মালা ব্রাহ্মণ আনিয়া।
দিলেন সভার গলে সন্তোষিত হৈয়া ॥ ৪৬৫
আজ্ঞা-মালা পাই সভে আনন্দিত-মনে।
আইলা সত্বরে সার্ব্বভৌমের ভবনে ॥ ৪৬৬
প্রভুর আনন্দ-মূর্চ্ছা হইলা যেমতে।
বাহ্য নাহি তিলেক, আছেন সেইমতে ॥ ৪৬৭
বসিয়া আছেন সার্ব্বভৌম পদতলে।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ 'রাম কৃষ্ণ' বোলে ॥ ৪৬৮
অচিন্ত্য অগম্য গৌরচন্দ্রের চরিত।
তিন-প্রহরেও বাহ্য নহে কদাচিত ॥ ৪৬৯
ক্ষণেকে উঠিলা সর্ব্ব-জগত-জীবন।
হরিধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ ॥ ৪৭০
স্থির হই প্রভু জিজ্ঞাসেন সভা'স্থানে।
"কহ দেখি আজি মোর কোন্ বিবরণে?" ৪৭১
শেষে নিত্যানন্দ প্রভু কহিতে লাগিলা।
"জগন্নাথ দেখি মাত্র তুমি মূর্চ্ছা গেলা ॥ ৪৭২
দৈবে সার্ব্বভৌম আছিলেন সেই স্থানে।
ধরি তোমা' আনিলেন আপন ভবনে ॥ ৪৭৩
আনন্দ-আবেশে তুমি হই পরবশ।
বাহ্য না জানিলা তিন-প্রহর দিবস ॥ ৪৭৪
এই সার্ব্বভৌম নমস্করেন তোমারে।"
আথেব্যথে প্রভু সার্ব্বভৌমে কোলে করে ॥ ৪৭৫
প্রভু বোলে "জগন্নাথ বড় কৃপাময়।
আনিলেন মোরে সার্ব্বভৌমের আলয় ॥ ৪৭৬
পরম সন্দেহ চিত্তে আছিল আমার।
কিরূপে পাইব আমি সংহতি তোমার ॥ ৪৭৭
কৃষ্ণ তাহা পূর্ণ করিলেন অনায়াসে।"
এত বলি সার্ব্বভৌমে চা'হি প্রভু হাসে' ॥ ৪৭৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৬১। **সম্বরিয়া**—আত্মসম্বরণ করিয়া। "সম্বরিয়া দেখিবা, করিলু"-স্থলে "সম্বরি দেখিবা এই করি"-পাঠান্তর।

৪৬৩। **চতুর্ব্ব্যূহ-জগন্নাথ**—পূর্ববর্তী ৪৩৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **প্রকট পরমানন্দ**—পরমানন্দের মূর্তরূপ (জগন্নাথ)।

৪৬৪। "লাগিলেন করিতে"-স্থলে "করিলেন আনন্দ"-পাঠান্তর।

৪৬৬। "আইলা সত্বরে সার্ব্বভৌমের"-স্থলে "আইলেন সন্তোষে সার্ব্বভৌম"-পাঠান্তর।

৪৬৭। "হইল যেমতে"-স্থলে "হৈল যেন মতে"-পাঠান্তর। প্রথমে মূর্ছাকালে প্রভুর যে অবস্থা ছিল, এখনও সেই অবস্থা—তিলেক (সামান্য সময়ের জন্যও) বাহ্যজ্ঞান আসে না।

৪৭১। আজি মোর ইত্যাদি—আমার আজিকার কি বিবরণ, অর্থাৎ আজ কিরূপে আমার কি অবস্থা হইয়াছিল—সেই বিবরণ (কহ দেখি)।

৪৭২। "প্রভু"-স্থলে "সব"-পাঠান্তর।

৪৭৩। "আনিলেন আপন"-স্থলে "উঠাইয়া আনিল"-পাঠান্তর।

প্রভু বোলে "শুন আজি আমার আখ্যান।
জগন্নাথ আমি দেখিলাঙ বিদ্যমান॥ ৪৭৯
জগন্নাথ দেখি চিত্ত হইল আমার।
ধরি আনি বক্ষ-মাঝে থুই আপনার॥ ৪৮০
ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ আমি।
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি॥ ৪৮১
দৈবে সার্ব্বভৌম আজি আছিলা নিকটে।
অতএব রক্ষা হৈল এ-মহা-সঙ্কটে॥ ৪৮২
আজি হৈতে আমি এই বলি দঢ়াইয়া।
জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া॥ ৪৮৩
অভ্যন্তরে আর আমি প্রবেশ নহিব।
গরুড়ের পাছে রহি ঈশ্বর দেখিব॥ ৪৮৪
ভাগ্যে আমি আজি না ধরিলুঁ জগন্নাথ।
তবে ত সঙ্কট আজি হইত আমা'ত॥" ৪৮৫
নিত্যানন্দ বোলে "বড় এড়াইলে ভাল।
বেলা নাহি এবে, স্নান করহ সকাল॥" ৪৮৬
প্রভু বোলে "নিত্যানন্দ! সম্বরিবা মোরে।
দেহ আমি এই সমর্পিলাঙ তোমারে॥" ৪৮৭
তবে কথোক্ষণে স্নান করি প্রেমসুখে।
বসিলেন সভার সহিত হাস্যমুখে॥ ৪৮৮
বহুবিধ মহাপ্রসাদ আনিঞা সত্বরে।
সার্ব্বভৌম থুইলেন প্রভুর গোচরে॥ ৪৮৯
মহাপ্রসাদ দেখি প্রভু করি নমস্কার।
বসিলা ভুঞ্জিতে লই সব পরিবার॥ ৪৯০
প্রভু বোলে "বিস্তর লাফরা মোরে দেহ'।
পিঠা পানা ছেনাবড়া তোমরা সভে লহ॥" ৪৯১
এইমত বলি প্রভু মহাপ্রেমরসে।
লাফরা খায়েন প্রভু, ভক্তগণ হাসে'॥ ৪৯২
জন্মজন্ম সার্ব্বভৌম প্রভুর পার্ষদ।
অন্যথা অন্যের নাহি হয় এ সম্পদ॥ ৪৯৩
সুবর্ণথালীতে অন্ন আনিঞা আপনে।
সার্ব্বভৌম দেন, প্রভু করেন ভোজনে॥ ৪৯৪
সে ভোজনে যতেক হইল প্রেমরঙ্গ।
ব্যাস বর্ণিবেন তাহা চৈতন্যের সঙ্গ॥ ৪৯৫
অশেষ কৌতুকে করি ভোজন-বিলাস।
বসিলেন প্রভু, ভক্তগণ চারি-পাশ॥ ৪৯৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৭৯। ৪৭৯-৮৫-পয়ার হইতেছে সঙ্গের ভক্তদের প্রতি প্রভুর উক্তি। আখ্যান—বিবরণ। "আমি"-স্থলে "আসি"-পাঠান্তর।

৪৮৩। দঢ়াইয়া—দৃঢ় করিয়া। বাহিরে—জগন্নাথের গর্ভমন্দিরের বাহিরে।

৪৮৪। অভ্যন্তরে—গর্ভমন্দিরের ভিতরে। গরুড়ের—গরুড়-স্তম্ভের।

৪৮৬। "বড়"-স্থলে "আজি"-পাঠান্তর। এড়াইলে—রক্ষা পাইলে।

৪৮৭। ৪৭১-৮৭-পয়ারসমূহে যাহা বলা হইয়াছে, কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তিতে তাহার কিছুই নাই। কর্ণপূরও এইরূপ কোনও বিবরণ দেন নাই। এই পয়ারোক্তিগুলি কিম্বদন্তীমূলক বলিয়াই মনে হয়।

৪৮৯। "আনিঞা"-স্থলে "আনিলা"-পাঠান্তর।

৪৯০। "মহাপ্রসাদ দেখি"-স্থলে "মহাপ্রসাদেরে"-পাঠান্তর।

৪৯১। "লাফরা"-স্থলে "নাফরা" এবং "লহ"-স্থলে "লেহ"-পাঠান্তর।

৪৯৩। সম্পদ—সৌভাগ্য।

৪৯৫। অন্বয়। সে ভোজনে (সার্ব্বভৌমের গৃহে ভোজন-কালে) চৈতন্যের সঙ্গ (শ্রীচৈতন্যের

নীলাচলে প্রভুর ভোজন মহারঙ্গ।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যের সঙ্গ ॥ ৪৯৭
শেষখণ্ডে চৈতন্য আইলা নীলাচলে।
এ আখ্যান শুনিলে ভাসয়ে প্রেমজলে ॥ ৪৯৮
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৪৯৯

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্য-সার্ব্বভৌম-সম্মেলনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সঙ্গের প্রভাবে, শ্রীনিত্যানন্দাদির) যতেক (যত) প্রেমরঙ্গ (প্রেমানন্দ) হইল, তাহা (পরে) ব্যাসদেব বর্ণনা করিবেন। "চৈতন্যের সঙ্গ"-স্থলে "চৈতন্য প্রসঙ্গ"-পাঠান্তর। এই পাঠান্তর অনুসারে পয়ারের অন্বয়—সে ভোজনে যতেক প্রেমরঙ্গ হইল, তাহা (সেই) চৈতন্যপ্রসঙ্গ ব্যাস বর্ণিবেন।

৪৯৯। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি অন্তখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা
(২৪. ১১. ১৯৬৩—২৯. ১১. ১৯৬৩)

অন্ত্যখণ্ড

তৃতীয় অধ্যায়

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণধাম ।
জয় জয় নিত্যানন্দস্বরূপের প্রাণ ॥ ১
জয় জয় বৈকুণ্ঠনায়ক কৃপাসিন্ধু ।
জয় জয় ন্যাসিচূড়ামণি দীনবন্ধু ॥ ২
ভক্তগোষ্ঠীসহিত গৌরাঙ্গ জয় জয় ।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ৩
শেষখণ্ড কথা ভাই ! শুন একচিত্তে ।
শ্রীগৌরসুন্দর বিহরিলা যেনমতে ॥ ৪
অমৃতের অমৃত চৈতন্যচন্দ্র-কথা ।
ব্রহ্মা শিব যে অমৃত বাঞ্ছেন সর্ব্বথা ॥ ৫
অতএব শ্রীচৈতন্যকথার শ্রবণে ।
সভার সন্তোষ হয়, দুষ্টগণ-বিনে ॥ ৬
শুন শেষখণ্ড-কথা চৈতন্য-রহস্য ।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে অবশ্য ॥ ৭
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে ।
আত্ম-সঙ্গোপন করি আছে কুতূহলে ॥ ৮
যদি তিঁহো ব্যক্ত না করেন আপনারে ।
তবে কার্ শক্তি আছে তাঁরে জানিবারে ॥ ৯
দৈবে একদিন সার্ব্বভৌমের সহিতে ।
বসিলেন প্রভু তাঁরে লইয়া নিভৃতে ॥ ১০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। প্রভুর নিকটে সার্বভৌমকর্তৃক সন্ন্যাসের অনাবশ্যকতা ও অপকারিতা-কথন, প্রসঙ্গক্রমে বৈষ্ণবধর্মের রহস্য-কথন। প্রভুর ইচ্ছায় সার্বভৌমকর্তৃক "আত্মারাম"-শ্লোকের ব্যাখ্যা। সার্বভৌমের নিকটে প্রভুর ষড়্ভুজরূপের প্রকটন, তদ্দর্শনে সার্বভৌমকর্তৃক প্রভুর স্বরূপতত্ত্ব ও অবতরণের হেতুর উপলব্ধি ও স্তব। সার্বভৌমের প্রতি প্রভুর কৃপা। পরমানন্দপুরী ও স্বরূপদামোদরাদির নীলাচলে আগমন ও প্রভুর সহিত মিলন। উৎকলবাসী ভক্তবৃন্দের প্রভুর সহিত মিলন। বাল্যভাবাবেশে নিত্যানন্দকর্তৃক বলরামের মালাগ্রহণ। প্রভুর প্রভাবে পুরীগোস্বামীর কর্দমময়জলপূর্ণ কূপে গঙ্গার প্রবেশ। নীলাচল হইতে প্রভুর গৌড়ে আগমন, সার্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতির গৃহে অবস্থান, প্রভুর দর্শনার্থ অসংখ্য লোকের আগমন। সে-স্থান হইতে লুক্কায়িতভাবে প্রভুর কুলিয়াগ্রামে আগমন, সে-স্থানেও অসংখ্য লোকের সমাবেশ, সঙ্কীর্তনানন্দ। জনৈক ভক্ত-ভক্তির নিন্দক বিপ্রের উপলক্ষ্যে প্রভুকর্তৃক নিন্দার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা-দান। দেবানন্দ-পণ্ডিতের প্রার্থনায় তাঁহার নিকটে প্রভুকর্তৃক শ্রীমদ্‌ভাগবতের তত্ত্ব-কথন এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপন-রীতি-কথন।

৭। "পাইয়ে"-স্থলে "পাইবে"-পাঠান্তর।

৮। আত্মসঙ্গোপন করি—নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে গোপন করিয়া, অর্থাৎ কিঞ্চিন্মাত্রও প্রকাশ না করিয়া।

প্রভু বোলে "শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
তোমারে কহিয়ে আমি আপন-হৃদয় ॥ ১১
জগন্নাথ দেখিতে যে আইলাঙ আমি।
উদ্দেশ্য আমার মূল—এথা আছ তুমি ॥ ১২
জগন্নাথ আমারে কি কহিবেন কথা ?
তুমি সে আমার বন্ধ ছিণ্ডিবে সর্ব্বথা ॥ ১৩
তোমাতে সে বৈসে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি।
তুমি সে দিবারে পার' কৃষ্ণপ্রেমভক্তি ॥ ১৪
এতেকে তোমার আমি লইলুঁ আশ্রয়।
তাহা কর' যেরূপে আমার ভাল হয় ॥ ১৫
কি বিধি করিমু মুঞি, থাকিমু কিরূপে।
কেমতে না পড়োঁ মুঞি এ সংসারকূপে ॥ ১৬
সর্ব্ব উপদেশ মোরে কহ অমায়ায়।
'তোমারি সে আমি' ইহা জান' সর্ব্বথায় ॥" ১৭
এইমত অনেক-প্রকার মায়া করি।
সার্ব্বভৌম প্রতি কহিলেন গৌরহরি ॥ ১৮
না জানিঞা সার্ব্বভৌম ঈশ্বরের মর্ম্ম।
কহিবারে লাগিলা জীবের যত ধর্ম্ম ॥ ১৯
সার্ব্বভৌম বলেন "কহিলা যত তুমি।
সকল তোমার ভাল বাসিলাঙ আমি ॥ ২০
যে তোমার হইয়াছে ভক্তির উদয়।
অত্যন্ত অপূর্ব্ব সে কহিল কভু নয় ॥ ২১
বড়ই কৃষ্ণের কৃপা হৈয়াছে তোমারে।
সবে একখানি করিয়াছ অব্যভারে ॥ ২২
পরম সুবুদ্ধি তুমি হইয়া আপনে।
তবে তুমি সন্ন্যাস করিলা কি কারণে ॥ ২৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১। **আপন-হৃদয়**—নিজের মনের কথা।

১২। **অন্বয়**। আমি যে জগন্নাথ-দর্শন করিতে (এ-স্থানে) আসিলাম, (তাহার) মূল (প্রকৃত) উদ্দেশ্য হইতেছে (এই যে), তুমি এই স্থানে আছ। অর্থাৎ, আমার এ-স্থানে আসার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে তোমার দর্শন। পরবর্তী ১৩-১৭ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৩। **আমারে**—আমার সঙ্গে, আমার প্রতি। **বন্ধ ছিণ্ডিবে**—সংসার-বন্ধন ছিন্ন (খণ্ডন) করিবে। "বন্ধ ছিণ্ডিবে"-স্থলে "বন্ধ ছিড়িবা" এবং "বন্ধু আছহ"-পাঠান্তর।

১৭। **অমায়ায়**—অকপটে। "জান সর্ব্বথায়"-স্থলে "জানিহ নিশ্চয়"-পাঠান্তর।

১৮। **মায়া করি**—যোগমায়ার বিস্তারপূর্বক আত্মগোপন করিয়া। অথবা, ছলনা করিয়া।

১৯। **ঈশ্বরের মর্ম্ম**—প্রভুর উক্তির গূঢ় রহস্য। **ধর্ম্ম**—স্বরূপগত বা পারমার্থিক ধর্ম। পরবর্তী ২০-৫৯ পয়ার সার্বভৌমের ধর্মবিষয়ক-উক্তি।

২০। **ভাল বাসিলাঙ**—ভাল (উত্তম) হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

২১। **কহিল কভু নয়**—বলিয়া কখনও শেষ করা যায় না।

২২। **অব্যাভরে**—অব্যবহার, অনুচিত আচরণ। **সবে একখানি ইত্যাদি**—মাত্র একটি অনুচিত কার্য করিয়াছ। পরবর্তী পয়ার হইতে জানা যায়, প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণকেই সার্বভৌম অনুচিত কার্য বলিয়াছেন। "অব্যভারে"-স্থলে "অবিচারে"-পাঠান্তর।

২৩। **পরম সুবুদ্ধি তুমি**—তুমি অত্যন্ত সুবুদ্ধিমান, তোমার কথা হইতেই আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি। "কৃষ্ণপ্রেমভক্তি"-প্রাপ্তির জন্যই যে তোমার ইচ্ছা, তাহা তুমি নিজেই বলিয়াছ (পূর্ববর্তী

বুঝ দেখি বিচারিয়া কি আছে সন্ন্যাসে।
প্রথমেই বদ্ধ হয় অহঙ্কার-পাশে ॥ ২৪
দণ্ড ধরি মহাজ্ঞানী হয় আপনারে।
কাহারেও বোল হস্ত জোড় নাহি করে ॥ ২৫
যার পদধূলী লৈতে বেদের বিহিত।
হেন জন নমস্করে, তভু নহে ভীত ॥ ২৬
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বা বলিব সেহো নহে।
বুঝ এই ভাগবতে যেনমত কহে ॥ ২৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪-পয়ার)। অত্যন্ত সুবুদ্ধি না থাকিলে, প্রেমভক্তির নিমিত্ত কাহারও বাসনা জাগিতে পারে না। কৃষ্ণপ্রেমভক্তিই যে জীবের পরম-কাম্যবস্তু, তোমার সুতীক্ষ্ণ সুবুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়াই তুমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। তবে তুমি ইত্যাদি—এইরূপ বিচারক্ষমা সুবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তুমি কি জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ? পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় সাধন-ভজনের পক্ষে, বিশেষতঃ প্রেমভক্তি-প্রাপক ভজনের পক্ষে, সন্ন্যাস-গ্রহণ যে অনাবশ্যক এবং কেবল অনাবশ্যক নহে, পরন্তু নিতান্ত প্রতিকূল, সে-বিষয়ে তুমি কোনও রূপ বিচারই কর নাই। তোমার যেরূপ সুবুদ্ধি, তাহাতে, বিচার করিলে তুমি সন্ন্যাসের অপকারিতার কথা বুঝিতে পারিতে। তাহা না বুঝিয়াই তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ। আমি তোমার নিকটে সন্ন্যাসের অনাবশ্যকতা এবং অপকারিতার কথা বলিতেছি; তাহা শুনিয়া তুমি নিজেই বিচার করিয়া দেখ, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তুমি তোমার নিজের পক্ষে ভাল করিয়াছ, কি মন্দ করিয়াছ।

২৪। এই পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া কতিপয় পয়ারে সার্বভৌম, ভক্তি-সাধকের পক্ষে, সন্ন্যাসের অপকারিতার কথা বলিয়াছেন। 'কি আছে **সন্ন্যাসে**—সন্ন্যাসে ভক্তিসাধনের অনুকূল কি আছে? অর্থাৎ কিছুই নাই। প্রথমেই ইত্যাদি—প্রথমতঃ, সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলে অহঙ্কার-রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। কেন অহঙ্কার-পাশে বদ্ধ হইতে হয়, পরবর্তী ২৫-৩০ পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে। **প্রথমেই**—প্রথমতঃ, সন্ন্যাসের প্রথম অপকার এই। অথবা, **প্রথমেই**—সন্ন্যাস গ্রহণ করা মাত্রেই।

২৫। সন্ন্যাসীরা যে কাহাকেও নমস্কারাদি করেন না, তাহা বলা হইতেছে। **দণ্ড ধরি**—সন্ন্যাস-দণ্ড গ্রহণ করিয়া, সন্ন্যাসী হইয়া। **মহাজ্ঞানী হয় আপনারে**—নিজের সম্বন্ধে "মহাজ্ঞানী"-জ্ঞান হয় (জন্মে), নিজেকে মহাজ্ঞানী বলিয়া মনে করে। মনে করে—"সংসারী লোকেরা বিষয়সুখে মত্ত হইয়া আছে। ইহা যে তাহাদের সর্বনাশের হেতু, এই জ্ঞান তাহাদের নাই। আমার সেই জ্ঞান জন্মিয়াছে; সেজন্যই, আমি সংসার-সুখ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছি। আমি মহাজ্ঞানী।" "জ্ঞানী"-স্থলে "জ্ঞান"-পাঠান্তর। **কাহারেও ইত্যাদি**—কাহারও নিকটেই হস্ত জোড় (করজোড়) করে না। ইহাদ্বারা বিনয়ের অভাব সূচিত হইতেছে।

২৬। **বেদের বিহিত**—বেদ বা বেদানুগত শাস্ত্র বিধান দিয়াছেন। **নমস্করে**—নমস্কার করেন। সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীব্যতীত অপর কাহাকেও নমস্কার করেন না, গুরুজনকেও না, অথচ সকলের নমস্কার গ্রহণ করেন। ইহা যে অহঙ্কারের পরিচায়ক, তাহাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে।

২৭। **সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম** বা ইত্যাদি—শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রণম্য ব্যক্তিদিগকে নমস্কার না করা, অথচ তাঁহাদের নমস্কার গ্রহণ করা, যে সন্ন্যাসের ধর্ম, তাহাও বলা সঙ্গত নহে। কেন না, **বুঝ এই ইত্যাদি**—

তথাহি (ভা. ১১।২৯।১৬ ; ৩।২৯।৩৪)—

প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্ ।"

"প্রবিষ্টো জীবকলয়া তত্রৈব ভগবানিতি ॥" ১ ॥

"ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি ।

দণ্ডবত করিবেক বহুমান্য ধরি ॥ ২৮

এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম—সভারে প্রণতি ।

সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি রতি ॥ ২৯

শিখা সূত্র ঘুচাইয়া সবে এই লাভ ।

নমস্কার করে আসি মহামহাভাগ ॥ ৩০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীভাগবত যেরূপ বলেন, তাহা বুঝিয়া (বিচার করিয়া) দেখ। এই উক্তির সমর্থক ভাগবত-শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে। "ভাগবতে যেন মত"-স্থলে "মত যেই ভাগবতে"-পাঠান্তর।

শ্লোক ॥ ১ ॥ অন্বয় ॥ জীবকলয়া (অন্তর্যামি-পরমাত্মারূপে) ভগবান্ (ভগবান্) তত্রএব (সে-স্থলেই, সর্বজীবের দেহেই) প্রবিষ্টঃ (প্রবেশ করিয়া বিরাজিত) ইতি (এইরূপ মনে করিয়া) আশ্বচাণ্ডালগোখরম্ (কুক্কুর, চাণ্ডাল, গো এবং গর্দভ পর্যন্ত জীবমাত্রকেই) ভূমৌ দণ্ডবৎ (দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া) প্রণমেৎ (প্রণাম করিবে)। "প্রবিষ্টো জীবকলয়া তত্রৈব"-স্থলে "ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো"-পাঠান্তর।

অনুবাদ। অন্তর্যামি-পরমাত্মারূপে সকল জীবের মধ্যেই ভগবান্ বিরাজিত—এইরূপ মনে করিয়া, কুক্কুর, চাণ্ডাল, গো এবং গর্দভ পর্যন্ত জীবমাত্রকেই, ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবে ॥ ৩।৩।১ ॥

ব্যাখ্যা। এ-স্থলে দুইটি ভাগবত-শ্লোকের দুইটি অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই শ্লোক দুইটি এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। "বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্। প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্ ॥ ভা. ১১।২৯।১৬। উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ॥" এবং "মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহু মানয়ন্। ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥ ভা. ৩।২৯।৩৪ ॥ জননীদেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিলদেবের উক্তি ॥" এই দুইটি শ্লোকের মধ্যে প্রথম শ্লোকটির দ্বিতীয়ার্ধ এবং দ্বিতীয় শ্লোকটিরও দ্বিতীয়ার্ধ শ্রীচৈতন্যভাগবতে এ-স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। উল্লিখিত ভাগবত-শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য পূর্ববর্তী ২।১০।৩১১ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। সে-স্থলে দৃষ্ট হইবে, শ্রীধরস্বামিপাদাদির টীকা অনুসারে "জীবকলয়া"-শব্দের অর্থ হইতেছে—জীবান্তর্যামিরূপে। জীবান্তর্যামী পরমাত্মা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ, পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণই জীবের দেহে বাস করেন। সুতরাং প্রত্যেক জীবের দেহই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমন্দিরতুল্য। শ্রীমন্দির সকলেরই নমস্য। এজন্য জীবমাত্রই সাধকের—সন্ন্যাসীরও—প্রণম্য। এজন্যই পূর্ববর্তী ২৭ পয়ারে বলা হইয়াছে—"সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বা বলিব সেহো নহে।" অর্থাৎ কাহাকেও প্রণাম না করা যে সন্ন্যাসীর ধর্ম, শ্রীভাগবতের উক্তি অনুসারে, তাহাও বলা যায় না।

২৮। এই পয়ারে পূর্ববর্তী শ্লোকের তাৎপর্য প্রকাশ করা হইয়াছে। ২।১০।৩১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "ধরি"-স্থলে "করি" এবং "কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত"-স্থলে "চণ্ডাল কুক্কুর আদি"-পাঠান্তর।

২৯। **সভারে প্রণতি**—সকলকে প্রণাম করাই হইতেছে বৈষ্ণবের ধর্ম। ২।১০।৩১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ধর্ম্মধ্বজী**—কপট-ধার্মিক। "ধর্ম্মধ্বজী"-স্থলে "ধর্ম্মধ্বংসী"-পাঠান্তর। **ধর্ম্মধ্বংসী**—ধর্মের ধ্বংসকারী।

প্রথমে শুনিলা এই এক অপচয়।
এবে আর শুন সর্ব্বনাশ বুদ্ধিক্ষয় ॥ ৩১
জীবের স্বভাব-ধর্ম্ম—ঈশ্বরভজন।
তাহা ছাড়ি আপনাকে বোলে 'নারায়ণ' ॥ ৩২
গর্ব্ভবাসে যে ঈশ্বর করিলেন রক্ষা।
যাহার প্রসাদে হৈল বুদ্ধি জ্ঞান শিক্ষা ॥ ৩৩
যার দাস্য লাগি শেষ অজ ভব রমা।
পাইয়াও নিরবধি করেন কামনা ॥ ৩৪
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাহার দাসে করে।
লাজো নাহি হেন 'প্রভু' বোলে আপনারে ॥ ৩৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩১। **প্রথমে ইত্যাদি**—সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রথম রকমের অপচয়ের (ক্ষতির, অপকারিতার) কথা বলিলাম, তুমিও শুনিলে। **আর এক ইত্যাদি**—আর রকমের (দ্বিতীয় রকমের) অপচয়ের কথা বলিতেছি শুন। তাহা হইতেছে—**সর্ব্বনাশ বুদ্ধিক্ষয়**—সর্বনাশকর (যাহা সর্বনাশ জন্মায়, তদ্রূপ) বুদ্ধিক্ষয় (বুদ্ধির বিনাশ), অর্থাৎ বুদ্ধিক্ষয়-জনিত সর্বনাশ। সদ্‌বুদ্ধি সম্যক্‌রূপে বিনষ্ট হইয়া গেলে যেরূপ সর্বনাশ (পরমার্থভূত-বস্তু-প্রাপ্তির পথ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস) হয়, সেইরূপ সর্বনাশ। পরবর্তী ৩২-৫১ পয়ার-সমূহে দ্বিতীয় রকমের অপচয়ের কথা বলা হইয়াছে। সাধারণভাবে সন্ন্যাসিমাত্রেরই অহঙ্কারের কথা বলিয়া সার্বভৌম এক্ষণে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের পরমার্থ-বিষয়ে সর্বনাশকরী বুদ্ধির কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের কুফল-প্রদর্শনই সার্বভৌমের উদ্দেশ্য। সন্ন্যাসীদিগের কথাই তিনি প্রভুর নিকটে বলিয়াছেন। যে-সকল সন্ন্যাসী নিজেদিগকে নারায়ণ মনে করেন, পরবর্তী ৩২-পয়ারে, তাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে। মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণই নিজেদিগকে নারায়ণ (মূলনারায়ণ পরব্রহ্ম) মনে করেন। এজন্যই বলা হইয়াছে, এই ৩১-পয়ারে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের "সর্ব্বনাশ বুদ্ধিক্ষয়"-এর কথাই বলা হইয়াছে। পরবর্তী ৪৩-পয়ার হইতে তাহা জানা যায়। শ্রীপাদ শঙ্করই মায়াবাদের প্রবর্তক। মায়াবাদীদের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রমতাবলম্বীদের সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য ; যেহেতু, তাঁহারাও নিজেদিগকে তাঁহাদের কল্পিত নারায়ণ (পরব্রহ্ম) মনে করেন।

৩২। **জীবের স্বভাব-ধর্ম্ম ইত্যাদি**—জীবের স্বরূপগত ধর্ম হইতেছে ঈশ্বর-শ্রীকৃষ্ণের সেবা, কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা। কিন্তু সন্ন্যাসীরা, **তাহা ছাড়ি ইত্যাদি**—তাহা (সেই শ্রীকৃষ্ণ-ভজন) ত্যাগ করিয়া নিজেদিগকেই "নারায়ণ" বলেন। সার্বভৌম-ভট্টাচার্য এ-স্থলে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের কথাই বলিতেছেন। তাঁহারাই জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান চিত্তে পোষণ করেন এবং তদনুসারে নিজেদিগকেই পরব্রহ্ম মনে করেন।

৩৩-৩৫। এই তিন পয়ারে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের ধৃষ্টতার কথা বলা হইয়াছে। **গর্ব্ভবাসে**—মাতৃগর্ভে বাসের সময়ে। **যার দাস্য লাগি ইত্যাদি**—শেষ (শেষ-নামক অনন্তদেব), অজ (ব্রহ্মা), ভব (শিব) এবং রমা (লক্ষ্মীদেবী) যাঁহার দাস্য পাইয়াও, (ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ) যাঁহার দাস্য-প্রাপ্তির নিমিত্ত নিরন্তর কামনা করেন। **সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইত্যাদি**—যাঁহার দাসগণ বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কার্য করিয়া থাকেন (ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য করেন, ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু পালন-কার্য করেন এবং শিব প্রলয়-কার্য করেন। এই তিন জনই শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবক-অভিমান পোষণ করিয়া থাকেন)। **লাজো নাহি ইত্যাদি**—নিজেদিগকে সেই প্রভু (সেই পরব্রহ্ম মূল নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ) বলিয়া যে বলিয়া

নিদ্রা হৈলে 'আপনে কে' ইহাও না জানে।
আপনারে 'নারায়ণ' বোলে হেন জনে॥ ৩৬
'জগতের পিতা কৃষ্ণ' সর্ব্ববেদে কহে।
পিতারে যে ভক্তি করে সে সুপুত্র হয়ে॥ ৩৭

তথাহি শ্রীগীতায়াং (৯।১৭)—
"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ॥" ২ ॥

"গীতাশাস্ত্রে অর্জ্জুনেরে সন্ন্যাসলক্ষণ।
শুন এই যে কহিয়াছেন নারায়ণ॥ ৩৭ক

তথাহি (গীতা ৬।১)—
"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥" ৩ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

থাকেন, তাহাতে, (তাঁহার দাস ব্রহ্মার সৃষ্ট, তাঁহার দাস ক্ষীরোদশায়ীকর্তৃক রক্ষাপ্রাপ্ত এবং তাঁহার দাস **শিবকর্তৃক** শেষকালে সংহার-প্রাপ্তির যোগ্য) এই মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ একটু লজ্জাও অনুভব করেন না।

৩৬। **নিদ্রা হৈলে ইত্যাদি**—নিজে যে কে, নিদ্রিত অবস্থায় তাহাও যে জানে না—জানিতে পারে না, সেই মায়াবাদী সন্ন্যাসী জীব নিজেকে (সর্বত্র সর্বাবস্থায় সর্ববিৎ) নারায়ণ বলিয়া থাকে !!

৩৭। লৌকিক জগতেও পিতার প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন হইতেছে শাস্ত্রের বিধান এবং ইহা শিষ্টাচার-সম্মতও। জগৎ-পিতা ভগবানের প্রতি ভক্তি যে একান্ত কর্তব্য, তাহা কৈমুত্য-ন্যায়েই বুঝা যায়। কিন্তু মায়াবাদীরা নিজেদিগকেই পরব্রহ্ম মনে করে বলিয়া, তাঁহাদের চিত্তে সেব্য-সেবক-ভাবেরই উদয় হয় না, সুতরাং তাঁহারা জগৎ-পিতা পরব্রহ্ম ভগবানের প্রতিও ভক্তি প্রদর্শন করেন না। এই পয়ারে এই কথাই বলা হইয়াছে।

সর্ব্ববেদে কহে—সমস্ত বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্র বলেন যে (শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন জগতের পিতা। এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটি গীতা-শ্লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে)। **পিতারে যে ইত্যাদি**—যিনি পিতাকে ভক্তি করেন, তিনিই পিতার সুপুত্র। ব্যঞ্জনা এই যে, মায়াবাদীরা জগৎ-পিতা শ্রীকৃষ্ণের সুপুত্র নহেন।

শ্লো॥ ২॥ অন্বয়াদি ২।১৮।২-শ্লোক-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৩৭ক। **অর্জ্জুনেরে**—অর্জুনের প্রতি, অর্জুনের নিকটে। **নারায়ণ**—মূল নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ। "এই"-স্থলে "এবে"-পাঠান্তর।

শ্লো॥ ৩॥ অন্বয়॥ যঃ (যিনি) কর্ম্মফলং (ধন-জন-পুত্র-স্বর্গাদিরূপ কর্মফল) অনাশ্রিতঃ [সন্] (অপেক্ষা না রাখিয়া, কামনা না করিয়া) কার্য্যং (কর্তব্য, অবশ্যকর্তব্যরূপে শাস্ত্রে বিহিত) কর্ম্ম (কর্ম) করোতি (করেন), সঃ (তিনি—তিনিই) সন্ন্যাসী চ (প্রকৃত সন্ন্যাসী) যোগী চ (যথার্থ যোগী। পরন্তু) নিরগ্নিঃ (অগ্নিহোত্রাদি কর্মত্যাগী, অথচ সন্ন্যাসি-বেশধারী) ন (বাস্তব সন্ন্যাসী নহেন), ন চ অক্রিয়ঃ (শারীরকর্মত্যাগী যোগীও বাস্তব যোগী নহেন)। ৩।৩।৩ ॥

অনুবাদ। (অর্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) ধন-জন-পুত্র-কলত্র-স্বর্গাদিরূপ কর্মফলের অপেক্ষা না রাখিয়া (অর্থাৎ কামনা না করিয়া) যিনি অবশ্যকর্তব্যরূপে, শাস্ত্রে বিহিত কর্ম করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং তিনিই যথার্থ যোগী। পরন্তু, যিনি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন,

শ্লোকার্থ ঃ—

"নিষ্কাম হইয়া করে যে কৃষ্ণভজন।
তাহারে সে বলি 'যোগী'-'সন্ন্যাসী'-লক্ষণ ॥ ৩৮
বিষ্ণুক্রিয়া না করিয়া পরান্ন খাইলে।
কিছু নহে ; সাক্ষাতেই এই বেদে বোলে ॥ ৩৯

তথাহি (ভা. ৪।২৯।৪৯-৫০)—

"তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।
হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ ॥" ৪ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেও তিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী নহেন এবং যিনি দেহ-সম্বন্ধীয় কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে যোগী বলেন, তিনিও বাস্তব যোগী নহেন ॥ ৩।৩।৩ ॥

ব্যাখ্যা। এই গীতাশ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ-পূর্বক যিনি অবশ্যকর্তব্যরূপে শাস্ত্রে বিহিত কর্ম করেন, তিনি "জ্ঞানযোগনিষ্ঠ সন্ন্যাসী"। এবং "ন নিরগ্নিঃ"-বাক্যপ্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—যিনি অগ্নিহোত্রাদি-কর্মত্যাগী যতিবেশধারী, তিনি সন্ন্যাসী নহেন (অর্থাৎ কেবল-স্বর্গাদি-প্রাপক অগ্নিহোত্রাদি কর্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসের বেশ ধারণ করিলেই প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া যায় না)। "ন চাক্রিয়ঃ"-বাক্যপ্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—শারীরকর্মত্যাগী অর্দ্ধমুদ্রিতনেত্র যোগীও বাস্তবযোগী নহেন। (অর্থাৎ কেবলমাত্র দৈহিকচেষ্টাশূন্য হইয়া যোগীর ন্যায় অর্ধমুদ্রিত-নেত্র হইয়া বসিয়া থাকিলেই প্রকৃত যোগী হওয়া যায় না। বিদ্যাভূষণপাদ "যোগী"-শব্দে অষ্টাঙ্গযোগপরায়ণ যোগীই বলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"অত্র যোগমষ্টাঙ্গং চিকীর্ষূণাং সহসা কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতিমতম্। — এ-স্থলে যোগ হইতেছে অষ্টাঙ্গ-যোগ। এই অষ্টাঙ্গ-যোগ যাঁহারা কামনা করেন, সহসা কর্মত্যাগ তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত নহে—ইহাই অভিপ্রায়।" এই শ্লোকের তাৎপর্য হইতেছে এই যে, চিত্তের অবস্থা যে-পর্যন্ত সন্ন্যাস-গ্রহণের বা যোগসাধনের উপযোগী না হইবে, সে-পর্যন্ত সন্ন্যাস-গ্রহণও সঙ্গত নয়, যোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হওয়াও সঙ্গত নয়।

৩৮। এই পয়ারে পূর্বশ্লোকের তাৎপর্য প্রকাশ করা হইয়াছে। নিষ্কাম হইয়া (শ্রীকৃষ্ণসেবার কামনাব্যতীত অন্য কামনা পরিত্যাগপূর্বক) শ্রীকৃষ্ণভজনই হইতেছে প্রকৃত যোগী এবং প্রকৃত সন্ন্যাসীর লক্ষণ।

৩৯। **বিষ্ণুক্রিয়া**—বিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক কার্য, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন। **পরান্ন খাইলে**—সন্ন্যাসের বেশ ধারণ করিয়া কেবল পরের অন্ন ভোজন করিলেই **কিছু হয় না**—কোনও পারমার্থিক লাভ হয় না। এই পয়ারোক্তির সমর্থনে নিম্নে একটি ভাগবত-শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে। "বিষ্ণুক্রিয়া না করিয়া পরান্ন"-স্থলে "বিধিক্রিয়া না করিলে পর-অন্ন" এবং "পরান্ন খাইলে"-স্থলে "পরাঙ্মুখ হৈলে"-পাঠান্তর। পরাঙ্মুখ হৈলে—ভগবদ্‌বিমুখ হইলে।

শ্লো ॥ ৪ ॥ **অন্বয়** ॥ যৎ (যাহা) হরিতোষং (শ্রীহরির সন্তোষ-বিধায়ক), তৎ কর্ম্ম (তাহাই কর্ম—জীবের একমাত্র কর্তব্য)। যয়া (যাহাদ্বারা) তন্মতিঃ (তাঁহাতে, শ্রীহরিতে, মতি জন্মে), সা বিদ্যা (তাহাই বিদ্যা। কেননা) হরিঃ (শ্রীহরি হইতেছেন) দেহভৃতাম্ (দেহধারী জীবদিগের) আত্মা

অস্যার্থ ঃ—

"তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার।
ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সভার ॥ ৪০

তাহারে সে বলি বিদ্যা মন্ত্র অধ্যয়ন।
কৃষ্ণপাদপদ্মেতে করায় স্থির মন ॥ ৪১

সভার জীবন কৃষ্ণ, জনক সভার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে, সর্ব্ব ব্যর্থ তার ॥ ৪২

যদি বোল শঙ্করের মত সেহো নহে।
তাঁর অভিপ্রায় দাস্য, তাঁরি মুখে কহে ॥ ৪৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(অন্তর্যামী পরমাত্মা, অথবা একান্ত আপন জন) স্বয়ং (তিনি স্বতন্ত্রভাবে, অন্য কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া, নিজেই) প্রকৃতিঃ (সমস্তেরই কারণস্বরূপ) ঈশ্বরঃ (এবং ঈশ্বর—নিয়ন্তা)। ৩।৩।৪ ॥

অনুবাদ। যাহা শ্রীহরির সন্তোষ-বিধান করে, তাহাই কর্ম (জীবের একমাত্র কর্তব্য)। যাহা-দ্বারা শ্রীহরিতে মতি জন্মে, তাহাই হইতেছে "বিদ্যা"। কেননা, শ্রীহরি হইতেছেন দেহধারী জীবমাত্রেরই আত্মা (অন্তর্যামী পরমাত্মা, অথবা একান্ত আপন-জন)। অন্য কাহারও, বা অন্য কিছুরই, অপেক্ষা না রাখিয়া তিনি (শ্রীহরি) নিজেই সমস্তের কারণস্বরূপ এবং ঈশ্বর (নিয়ন্তা) ॥ ৩।৩।৪ ॥

ব্যাখ্যা। **সা বিদ্যা**—১।৮।৪৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ**—কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই যে জীবের একমাত্র কর্তব্য এবং যে-কর্ম কৃষ্ণভজনের অনুকূল নহে, তাহা যে জীবের কর্তব্য নহে, তাহাই এই বাক্যে বলা হইয়াছে। যেহেতু **হরির্দেহভৃতামাত্মা**—হরি—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সমস্ত জীবের আত্মা—অন্তর্যামী পরমাত্মা, অথবা পরম আত্মীয়, একান্ত আপন জন, একমাত্র প্রিয় (১।৫।৫৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) এবং তিনি হইতেছেন **স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ**—সমস্তের—সুতরাং সকল জীবেরও-একমাত্র কারণ, একমাত্র তাঁহা হইতেই জীবের উৎপত্তি এবং স্থিতি, তিনিই সকলের জনক এবং ঈশ্বর—নিয়ন্তা, সৎপথে চালিত করার কর্তাও একমাত্র তিনি। সুতরাং তাঁহার প্রীতি-বিধানই জীবের একমাত্র কর্তব্য। তিনি হইতেছেন আবার **কৃষ্ণ**—সর্বচিত্তাকর্ষক এবং **হরি**—স্বীয় সৌন্দর্য-মাধুর্যাদিদ্বারা সকলের চিত্ত-হরণকারী, সর্ববিধ অমঙ্গল-হরণকারী এবং প্রেম দিয়া চিত্ত-হরণকারী। সুতরাং তাঁহার ভজন না করিলে মানব-জন্মই ব্যর্থ হইয়া যায়। পরবর্তী ৪০-৪২ পয়ারে এই শ্লোকের তাৎপর্য ব্যক্ত হইয়াছে।

৪০। যাহাতে ঈশ্বরে প্রীতির উন্মেষ হইতে পারে, অথবা যাহাতে ঈশ্বরের প্রীতি জন্মিতে পারে, তাহাই হইতেছে ধর্ম, তাহাই হইতেছে জীবের বাস্তব কর্ম এবং তাহাই হইতেছে সদাচার—এ-কথা সভার সম্মত—সকল-শাস্ত্রসম্মত।

৪১। যাহা কৃষ্ণপাদপদ্মে মনকে স্থির (নিষ্ঠাপ্রাপ্ত) করায়, তাহাই হইতেছে বাস্তবিক বিদ্যা এবং বাস্তব-পরমার্থ-প্রাপক মন্ত্র এবং তাহাই বাস্তব অধ্যয়ন (১।৮।৪৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। "মন্ত্র"-স্থলে "অন্ত" এবং "মন্ত" এবং "করায়"-স্থলে "যে করয়ে"-পাঠান্তর। অন্ত—"বিদ্যাঅন্ত অধ্যয়ন", যে অধ্যয়নের অন্ত হইতেছে বিদ্যা (পরা বিদ্যা, ভক্তি), যে অধ্যয়ন পরাবিদ্যাতে পর্যবসিত হয়, (যদ্দ্বারা কৃষ্ণপাদপদ্মে মন নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইতে পারে। মন্ত "বিদ্যামন্ত অধ্যয়ন", যে অধ্যয়ন বিদ্যা (পরাবিদ্যা বা ভক্তি) ময়।

৪৩। শ্রীকৃষ্ণভজনই যে জীবের একমাত্র কর্তব্য, এবং নিজেকে ব্রহ্ম বা নারায়ণ মনে করা যে জীবের

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য নহে, বরং জীবের পক্ষে সর্বনাশকর, পূর্ববর্তী পয়ার-শ্লোকাদিতে তাহা প্রতিপন্ন করিয়া, এক্ষণে একটি পূর্বপক্ষের উত্থাপনপূর্বক সেই পূর্বপক্ষের (ভিন্নমতের) খণ্ডন করা হইতেছে।

যদি বোল শঙ্করের মত—যদি বল, নিজেকে নারায়ণ মনে করা হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের অভিমত ; সুতরাং তাহা উপেক্ষণীয় বা নিন্দনীয় হইতে পারে না। (ইহাই হইতেছে পূর্বপক্ষ বা ভিন্নমত)। শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে—জীব হইতেছে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম—নারায়ণ। এই মতে ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে সব্য-সেবক-ভাবের প্রশ্নই উঠিতে পারে না, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের প্রশ্নও আসে না। উল্লিখিত পূর্বপক্ষে শ্রীপাদ শঙ্করের এইরূপ মতের কথাই বলা হইয়াছে। তাহার উত্তরেই বলা হইয়াছে, সেহো নহে—জীব যে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম—নারায়ণ, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত নহে। তাঁর অভিপ্রায় ইত্যাদি—শ্রীপাদ শঙ্করের বাস্তব অভিপ্রায় হইতেছে দাস্য—কৃষ্ণদাস্য। **তাঁরি মুখে কহে**—শ্রীপাদ শঙ্কর নিজ মুখেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। নিম্নশ্লোকে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে।

শ্লো ॥ ৫ ॥ অন্বয় ॥ নাথ ! (হে প্রভো !) ভেদাপগমে সতি অপি (জগতে ও তোমাতে ভেদ না থাকিলেও) অহং (আমি) তব (তোমার), ত্বং (তুমি) মামকীনঃ (মদীয়, আমার) ন (নও)। তরঙ্গঃ (সমুদ্রের তরঙ্গ—ঢেউ) সামুদ্রঃ (সমুদ্র হইতে উদ্ভূত), হি (নিশ্চিত), সমুদ্রঃ (সমুদ্র কিন্তু) কচন (কখনও) তারঙ্গঃ (তরঙ্গ হইতে উদ্ভূত) ন (নহে)। ৩।৩।৫ ॥

অনুবাদ। হে নাথ ! জগতে ও তোমাতে ভেদ না থাকিলেও, আমি তোমার (তোমার অধীন, তোমা হইতেই আমার উৎপত্তি-স্থিতি), কিন্তু তুমি আমার নহ (তুমি আমার অধীন নহ, আমা হইতে তোমার উৎপত্তি-স্থিতি নহে। যেমন,) ইহা নিশ্চিত যে, তরঙ্গ হইতেছে সমুদ্রের (সমুদ্র হইতে উদ্ভূত এবং সমুদ্রেই তরঙ্গের স্থিতি ; কিন্তু) সমুদ্র কখনও তরঙ্গের নহে (তরঙ্গ হইতে সমুদ্রের উদ্ভব নহে, সমুদ্রের স্থিতিও তরঙ্গে নহে)॥ ৩।৩।৫ ॥

ব্যাখ্যা। সত্যপি ভেদাপগমে—তত্ত্বের বিচারে জগৎ ও ব্রহ্মের (তোমার) ভেদ অপগত (দূরীভূত) হইলেও, জগতে ও তোমাতে তাত্ত্বিক ভেদ না থাকিলেও, একথা বলার হেতু এই। "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ১।৪।২৬ ॥"-এই ব্রহ্মসূত্র হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম নিজেই নিজেকে জগদ্‌রূপে পরিণত করিয়াছেন ; সুতরাং জগৎ ব্রহ্ম হইতে একটি ভিন্ন তত্ত্ব নহে, তত্ত্ববিচারে জগৎ ও ব্রহ্মে কোনও ভেদ নাই। 'সত্যপি ভেদাপগমে"-বাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু আবার "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২।১।২৮ ॥"-এই ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে—পরব্রহ্ম জগদ্‌রূপে নিজেকে পরিণত করিয়াও স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে, স্বীয় স্বরূপে অবিকৃত থাকেন। সুতরাং তত্ত্বের বিচারে জগতে ও ব্রহ্মে ভেদ না থাকিলেও, স্বরূপের বিচারে ভেদ আছে—জগতের স্বরূপ এবং ব্রহ্মের স্বরূপ এক নহে ; জগৎ মায়িক পঞ্চভূতাত্মক, বিকারধর্মী ; কিন্তু পরব্রহ্ম মায়াস্পর্শহীন, সচ্চিদানন্দতত্ত্ব। পরব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা (জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ১।১।২ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥), সুতরাং জগৎ হইতেছে পরব্রহ্মের অধীন। কিন্তু পরব্রহ্ম জগতের অধীন নহেন। জগদ্‌রূপে পরিণত হইয়াও যখন পরব্রহ্ম স্বীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপে অবিকৃত থাকেন, তখন পরিষ্কারভাবেই জানা যায়—জগৎ হইতে—সুতরাং জগতিস্থ জীব হইতেও—ব্রহ্মের একটি পৃথক্ রূপ বা স্বরূপ আছে। "হে নাথ !"-বাক্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহাই

তথাচাহ শ্রীশঙ্করাচার্য্যপ্রভুঃ (ষট্পদীস্তোত্রে)—

"সত্যপি ভেদাপগমে
নাথ ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্ ।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ
ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥" ৫ ॥

শ্লোকার্থ :—

"যদ্যপিহ জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাঞি ।
সর্ব্বময়—পরিপূর্ণ আছে সর্ব্বঠাঞি ॥ ৪৪
তভো তোমা' হইতে সে হইয়াছি আমি ।
আমা' হৈতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি ॥ ৪৫
যেন 'সমুদ্রের সে তরঙ্গ' লোকে বোলে ।
'তরঙ্গের সমুদ্র' না হয় কোন-কালে ॥ ৪৬
অতএব জগত তোমার, তুমি পিতা ।
ইহলোকে পরলোকে তুমি সে রক্ষিতা ॥ ৪৭
যাহা হৈতে হয় জন্ম, যে করে পালন ।
তারে যে না ভজে, বর্জ্জ্য হয় সেই জন ॥ ৪৮
এই শঙ্করের শ্লোক—এই অভিপ্রায় ।
ইহা না জানিঞা মাথা কি কার্য্যে মুড়ায় ? ৪৯
সন্ন্যাসী হইয়া নিরবধি 'নারায়ণ' ।
বলিবেক প্রেমভক্তিযোগে অনুক্ষণ ॥ ৫০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

জানাইয়াছেন। পরব্রহ্মের সেই পৃথক্ সচ্চিদানন্দস্বরূপকে সম্বোধন করিয়াই শ্রীপাদ শঙ্কর "হে নাথ!" বলিয়াছেন। অভেদ-মননে এইরূপ সম্বোধনের অবকাশ থাকিতে পারে না। তিনি তাহা খুলিয়াও বলিয়াছেন —"তবাহং"—আমি তোমার—তোমার সৃষ্ট, তোমাকর্তৃক রক্ষিত, সুতরাং সর্বতোভাবে তোমার অধীন। কিন্তু "ন মামকীনস্ত্বম্"—তুমি আমার নহ, আমা হইতে তোমার উৎপত্তি-স্থিতি নহে, তুমি আমার অধীনও নহ। শ্রীপাদ শঙ্করের "অহং ত্বং—আমি এবং তুমি"-এতাদৃশ বাক্য হইতেই বুঝা যায়, তিনি জীব ও ঈশ্বরের ভেদের কথাই বলিয়াছেন। অভেদ-মননে "অহং ত্বং"-বাক্যের অবকাশ থাকিতে পারে না। সমুদ্র এবং তরঙ্গের দৃষ্টান্তেও তিনি তাহা পরিস্ফুট করিয়াছেন।

পরবর্তী ৪৪-৪৮-পয়ারে এই শ্লোকের তাৎপর্য কথিত হইয়াছে।

৪৪-৪৫। ৪৪-পয়ারের প্রথমার্ধে বলা হইয়াছে—জগতে ও ঈশ্বরে ভেদ নাই। দ্বিতীয়ার্ধে "সর্ব্বময়"-পদে তাহার হেতু কথিত হইয়াছে। যেহেতু, ঈশ্বর হইতেছেন সর্ব্বময়—সর্বজগদ্‌রূপে তিনি নিজেকে পরিণত করিয়া বিরাজিত বলিয়া তিনি সর্বময়—সর্বজগন্ময়। তথাপি কিন্তু তিনি পরিপূর্ণ ইত্যাদি—জগদ্‌রূপে পরিণত হইয়াও তিনি পরিপূর্ণ ই আছেন, স্বীয় পরিপূর্ণস্বরূপে তিনি অবিকৃতই আছেন এবং তিনি "সর্ব্বঠাঁঞি আছেন"—সর্বদা সর্বত্র পরিপূর্ণস্বরূপে বিরাজিত। তভো—তথাপি। তত্ত্বের বিচারে অভেদ-সত্ত্বেও জগতে ও ব্রহ্মে, সুতরাং জীবে ও ব্রহ্মে, যে স্বরূপগত ভেদ আছে, তাহাই বলা হইতেছে।

৪৮। বর্জ্জ্য—পরিত্যাজ্য। "ভজে"-স্থলে "মানে"-পাঠান্তর।

৪৯। এই শঙ্করের শ্লোক—"সত্যপি ভেদাপগমে"-ইত্যাদি শ্লোকটিই শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের নিজ মুখে কথিত শ্লোক। এই অভিপ্রায়—পূর্ববর্তী ৪৪-৪৮-পয়ার-সমূহে কথিত তাৎপর্যই হইতেছে শঙ্করের এই শ্লোকের—সুতরাং শঙ্করের নিজের— অভিপ্রায়। মাথা কি কার্য্যে মুড়ায়—কি জন্য মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী হয়? "শ্লোক"-স্থলে "বাক্য"-পাঠান্তর।

৫০। উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য অনুসারে, সন্ন্যাসীর কর্তব্যসম্বন্ধে শঙ্করাচার্যের অভিপ্রায় এই পয়ারে

না বুঝিয়া শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়।
ভক্তি ছাড়ি মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায়॥ ৫১
অতএব তোমারে সে কহিলাঙ আমি।
হেন পথে প্রবিষ্ট হইলা কেনে তুমি॥ ৫২
যদি কৃষ্ণভক্তিযোগে করিব উদ্ধার।
তবে শিখা-সূত্র-ত্যাগে কোন্ লভ্য আর॥ ৫৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কথিত হইয়াছে। সন্ন্যাসী হইয়া প্রেমভক্তিযোগে (প্রীতি ও ভক্তির সহিত) অনুক্ষণ (সর্বদা) নিরবধি (নিরবচ্ছিন্নভাবে) "নারায়ণ" বলিবে নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিবে, নারায়ণকে স্মরণ করিবে)—ইহাই সন্ন্যাসীর কর্তব্য, "আমি নারায়ণ"-এইরূপ বলা সন্ন্যাসীর কর্তব্য নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে—উল্লিখিতরূপই যদি শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায় হইবে, তাহা হইলে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তিনি জীব-ব্রহ্মের একত্ব-প্রতিপাদনের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পদ্ম-পুরাণোক্তিতে পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণ হইতে জানা যায়, শঙ্করকে (শিবকে) ভগবান্ আদেশ করিয়াছেন—তুমি স্বীয় কল্পিত আগমসমূহদ্বারা লোকদিগকে আমা হইতে বিমুখ কর এবং আমাকে গোপন কর, যাহাতে এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে। "স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্‌বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥ পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড॥ ৬২।৩১॥" তদনুসারে শ্রীশিব যে কলিযুগে ব্রাহ্মণমূর্তিতে মায়াবাদরূপ অসৎ-শাস্ত্র প্রচার করেন—যাহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলা হয়, সেই মায়াবাদরূপ অসৎ-শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন,—তাহা তিনি ভগবতীর নিকট নিজেই বলিয়াছেন। "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্তিনা॥ পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড॥ ২৫।৭॥" শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য—স্বয়ং শঙ্করই। কলিতে ব্রাহ্মণ—শঙ্করাচার্যরূপে, ভগবানের আদেশ-পালনার্থ তিনি ব্রহ্মসূত্রের মায়াবাদ-ভাষ্য প্রচার করিয়াছেন এবং সেই ভাষ্যে জীব-ব্রহ্মের একত্ব প্রতি-পাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু মায়াবাদভাষ্যে তাঁহার নিজস্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় নাই। তাঁহার নিজস্ব অভিপ্রায় তিনি পূর্বোল্লিখিত শ্লোকে এবং স্বরচিত বহু স্তবে এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যেও স্থলবিশেষে, ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। বিস্তৃত আলোচনা গৌ. বৈ. দ. গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

৫২। কহিলাঙ—বলিলাম। "কহিলাঙ"-স্থলে "কহি এই"-পাঠান্তর। **হেন পথে ইত্যাদি**—এতাদৃশ সন্ন্যাসের পথে তুমি কেন প্রবেশ করিলে অর্থাৎ সাধন-ভজনের পক্ষে অনাবশ্যক, পরন্তু নিতান্ত প্রতিকূল, সন্ন্যাস তুমি কেন গ্রহণ করিলে? (পূর্ববর্তী ২৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৫৩। **যদি কৃষ্ণভক্তিযোগে ইত্যাদি**—শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখপূর্বক আমি পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি, কৃষ্ণভক্তিযোগে, অর্থাৎ অন্যবাসনা পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা-প্রাপ্তির বাসনামাত্র হৃদয়ে পোষণ করিয়া, ভক্তিমার্গের সাধনেই, জীব তাহার স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, আনুষঙ্গিকভাবে সংসার-সমুদ্র হইতেও উদ্ধার লাভ করিতে পারে। স্বয়ংশ্রীকৃষ্ণও বলিয়া গিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণভজনেই গুণময়ী দৈবীমায়ার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করা যায় (গীতা॥ ৭।১৪-১৬)। সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণভজন করিলেই যে উদ্ধার লাভ হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণ বলেন নাই। ইহাই যদি হইল, অর্থাৎ ভক্তিমার্গের সাধনেই যদি (যখন) উদ্ধার পাওয়া যায় বলিয়া নির্ধারিত হইল, তবে **শিখা-সূত্রত্যাগে ইত্যাদি**—তাহা হইলে শিখা-সূত্র-পরিত্যাগ-

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পূর্বক সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলে কি লাভ হইবে? অর্থাৎ সন্ন্যাস-গ্রহণের আবশ্যকতা কোথায়? "আর"-স্থলে "তার"-পাঠান্তর।

বস্তুতঃ, সাংসার-সমুদ্র হইতে অব্যাহতি (অর্থাৎ মুক্তি)-লাভের নিমিত্ত, কিংবা শুদ্ধাভক্তিমার্গের সাধনের নিমিত্ত, সন্ন্যাস-গ্রহণের যে অত্যাবশ্যকত্ব নাই, শ্রুতি-স্মৃতি হইতেও তাহা জানা যায়। রাজর্ষি জনক, অম্বরীষ মহারাজ, অজাতশত্রু প্রভৃতি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই; অথচ তাঁহাদের নিকটে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণও পরমার্থ-বিষয় শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে প্রায় সকলেই গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন, সন্ন্যাস-গ্রহণের নিমিত্ত মহাপ্রভু কাহাকেও উপদেশ করেন নাই। "রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবেরে পরিতে না জুয়ায়"-বাক্যে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, শুদ্ধাভক্তিমার্গের সাধনে সন্ন্যাস-গ্রহণের অপকারিতার কথাই বলিয়া গিয়াছেন। অবশ্য যাজ্ঞবল্ক্য-প্রভৃতি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহা ছিল চতুর্থ আশ্রমের সন্ন্যাস। বেদে এবং বেদানুগত শাস্ত্রে চতুর্থ আশ্রমের সন্ন্যাস ব্যতীত অন্য কোনওরূপ সন্ন্যাসের বিধান দৃষ্ট হয় না। বেদবিহিত সেই চতুর্থ আশ্রমের সন্ন্যাসও আবার কলিযুগে নিষিদ্ধ। "অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈত্রিকম্। দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ॥ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। কৃষ্ণজন্মখণ্ড॥ ১৮৫।১৮০॥" কলিতে যখন সন্ন্যাস নিষিদ্ধ, তখন, মুক্তি-প্রাপক সাধনের জন্যই হউক, কিংবা শুদ্ধাভক্তিমার্গের সাধনের জন্যই হউক, সন্ন্যাস যদি অপরিহার্য হয়, তাহা হইলে কলিযুগে কেহ কি সাধন-ভজন করিতে সমর্থ হইবে না? কলির জীব সাধন-ভজনের সুযোগ হইতে একেবারে বঞ্চিত হইবে, ইহা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে, নামসংকীর্তনরূপ কলির যুগধর্মেরই কোনও সার্থকতা থাকে না এবং নামসংকীর্তন-প্রচারের নিমিত্ত কলিতে মহাপ্রভুর আবির্ভাবেরও কোনও সার্থকতা থাকে না।

আবার, শিখা-সূত্র-পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়। শূদ্র এবং চারিবর্ণাতীত লোকদিগের সূত্র নাই; সুতরাং তাঁহাদের সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রশ্নও উঠিতে পারে না। সাধন-ভজনের নিমিত্ত সন্ন্যাস যদি অপরিহার্যই হয়, তাহা হইলে শূদ্রাদি কি সাধন-ভজন হইতে বঞ্চিত থাকিবেন? অথচ, মহাপ্রভু বলিয়াছেন— "কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার।" চারিবর্ণের মধ্যেও আবার ব্রাহ্মণকুলজাত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও সন্ন্যাসে অধিকার নাই। যাজ্ঞবল্ক্যাদিই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ক্ষত্রিয়দেরও সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা জানা যায় না। সাধন-ভজনের জন্য সন্ন্যাস যদি অপরিহার্যই হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণবংশ ব্যতীত অন্যবংশে জাত কেহ কি সাধন-ভজন করিতে পারিবেন না? রাজর্ষি জনক, মহারাজ অম্বরীষ, অজাত-শত্রু প্রভৃতি মহাভাগগণ সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়াও কিরূপে ব্রহ্মবিৎ হইয়াছিলেন?

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—সাধন-ভজনের পক্ষে সন্ন্যাস অপরিহার্য নহে। সন্ন্যাস গ্রহণ ব্যতীতও সাধন-ভজন করা যায়।

শাস্ত্র-সমর্থিত অকাট্য যুক্তির এবং প্রামাণ্যশাস্ত্রবাক্যের সহায়তায় ২০-৫৩ পয়ারসমূহে, শ্রীপাদ সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর নিকটে, সাধন-ভজনের পক্ষে সাধারণভাবে এবং প্রেমভক্তি-প্রাপক সাধন-ভজনের পক্ষে বিশেষভাবে, সন্ন্যাস-গ্রহণের অনাবশ্যকতার এবং প্রবল-প্রতিকূলতার কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর, অত্যন্ত উপাদেয় এবং পরমার্থভূত বস্তুপ্রাপ্তির জন্য অভিলাষী সাধকদের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।

যদি বোল মাধবেন্দ্র-আদি মহাভাগ।
তাঁরাও করিয়াছেন শিখা-সূত্র-ত্যাগ ॥ ৫৪
তথাপিহ তোমার সন্ন্যাস করিবার।
এ সময়ে কেমতে হইল অধিকার ॥ ৫৫
সে সব মহান্তগণ ত্রিভাগ-বয়সে।
গ্রাম্য-রস ভুঞ্জিয়া সে করিলা সন্ন্যাসে ॥ ৫৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৪-৫৫। মহাপ্রভু যে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্, সন্ন্যাস যে তাঁহার একটি স্বরূপানুবন্ধিনী লীলামাত্র (২।২৫।২৪২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), প্রভুর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সার্বভৌম তাহা বুঝিতে পারেন নাই (পূর্ববর্তী ১৮-১৯-পয়ার দ্রষ্টব্য)। প্রভুকে একজন মানুষমাত্র মনে করিয়াই তিনি পূর্ববর্তী ২০-৫৩-পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন এবং এক্ষণেও আবার সন্ন্যাসে প্রভুর অনধিকারের কথা বলিতেছেন।

মাধবেন্দ্র-আদি—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী প্রভৃতি **মহাভাগ**—মহাভাগ্যবান্ মহাভাগবতগণ। **যদি বোল ইত্যাদি**—সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভুর নিকটে বলিলেন—সাধন-ভজনের নিমিত্ত সন্ন্যাস যে অনাবশ্যক এবং নিতান্ত প্রতিকূল, আমি তোমার নিকটে তাহা বলিয়াছি। তথাপি তুমি যদি বল, "শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র-প্রভৃতি মহাভাগবতগণও তো সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন ; সন্ন্যাস অনাবশ্যক এবং সাধন-ভজনের প্রতিকূল হইলে তাঁহারা কি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন ?", তোমার এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছি যে, **তথাপিহ**—তাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকিলেও, **তোমার সন্ন্যাস ইত্যাদি**—এই সময়ে (তোমার এই অল্প বয়সে) সন্ন্যাস-গ্রহণের পক্ষে কিরূপে তোমার অধিকার জন্মিল ? পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য। "হইল"-স্থলে "হইবে"-পাঠান্তর।

৫৬। **সে-সব মহান্তগণ**—মাধবেন্দ্র-প্রভৃতি মহাভাগবতগণ। "গণ"-স্থলে "সব" এবং "শেষ"-পাঠান্তর। শেষ—শেষ ত্রিভাগ-বয়সে। **ত্রিভাগ-বয়সে**—পূর্ণবয়সের তৃতীয় অংশে। মানুষের পূর্ণবয়স গড়পড়তায় সাধারণতঃ একশত বৎসর ধরা হয় ; তাহাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিলে প্রতি ভাগে ২৫ বৎসর হয়। তৃতীয় ভাগ হইবে ৫০ হইতে ৭৫ বৎসরের মধ্যবর্তী আয়ুষ্কাল। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র প্রভৃতি ৫০ হইতে ৭৫ বৎসর বয়সের মধ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, ৫০ বৎসর বয়সের পূর্বে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। বেদে এবং বেদানুগত শাস্ত্রে চারিটি আশ্রমের কথা আছে—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষু বা সন্ন্যাস। বানপ্রস্থের পরে সন্ন্যাস। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন, বানপ্রস্থী স্বীয় আয়ুষ্কালের তৃতীয়ভাগে বনে বাস করিবেন। "বন এব বসেচ্ছান্তস্তৃতীয়ংভাগমায়ুষঃ ॥ ভা. ১১।১৮।১ ॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ক্রমপ্রাপ্তান্ বানপ্রস্থধর্ম্মানাহ বনমিতি। আয়ুষস্তৃতীয়ং ভাগং পঞ্চসপ্ততিবর্ষ-পর্যন্তম্। ততঃ পরং ক্ষীণেন্দ্রিয়স্য ঈষদ্‌বিরাগেঽপি সন্ন্যাসাধিকারঃ স্যাদিতিভাবঃ ॥" অর্থাৎ বানপ্রস্থী পঁচাত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত বনে বাস করিবেন। তাহার পরে ক্ষীণ ইন্দ্রিয়সমূহের ঈষদ্ বিরাগ হইলেও সন্ন্যাসে অধিকার জন্মে। বানপ্রস্থ-কালে আহারাদির কঠোরতায় ইন্দ্রিয়বর্গ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তাহার, অর্থাৎ ৭৫-বৎসর বয়সের, পরেই, সন্ন্যাসের অধিকার জন্মে। **গ্রাম্যরস ভুঞ্জিয়া ইত্যাদি**—বিষয়সুখ উপভোগ করিয়াই মাধবেন্দ্রাদি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়, মহারাজ যদু বলিয়াছেন—

যৌবন-প্রবেশ মাত্র সকলে তোমার।
কেমতে হইল সন্ন্যাসের অধিকার ॥ ৫৭
পরমার্থে সন্ন্যাসে কি করিব তোমারে।
যেই ভক্তি হইয়াছে তোমার শরীরে ॥ ৫৮
যোগেন্দ্রাদি-সভের যে দুর্লভ প্রসাদ।
তবে কেনে করিয়াছ এমত প্রমাদ ॥" ৫৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"অবিদিত্বা সুখং গ্রাম্যং বৈতৃষ্ণ্যং নৈতি পুরুষঃ ॥ ভা. ৯।১৮।৪০ ॥ —গ্রাম্যসুখ না জানিয়া (উপভোগ না করিয়া) লোকের (গ্রাম্যসুখে) বিতৃষ্ণা জন্মে না।"

৫৭। **যৌবন প্রবেশ মাত্র** ইত্যাদি—তোমার মধ্যে সকলে (সবে) মাত্র যৌবন প্রবেশ করিয়াছে, (তুমি এখনও বয়সের প্রথম ভাগ অতিক্রম কর নাই, বিষয়-সুখও বিশেষরূপে ভোগ কর নাই ; সুতরাং) **কেমতে হইল** ইত্যাদি—সন্ন্যাস-গ্রহণের অধিকার তোমার কিরূপে জন্মিল ? "হইল সন্ন্যাসের"-স্থলে "বা হইব সন্ন্যাসে"-পাঠান্তর।

এ-স্থলে ৫৪-৫৭-পয়ারসমূহে সার্বভৌম যাহা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়। পূর্বপক্ষ ছিল এই যে—সাধন-ভজনের পক্ষে, বিশেষতঃ প্রেমভক্তির অনুকূল সাধনের পক্ষে, সন্ন্যাস-গ্রহণ যদি অনাবশ্যক এবং অত্যন্ত প্রতিকূলই হইবে, তাহা হইলে প্রেমভক্তি-মার্গের উপাসক পরম-ভাগবত মাধবেন্দ্রাদি সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলেন কেন ? (পূর্ববর্তী ৫৪-পয়ার ও তট্টীকা দ্রষ্টব্য)। এই প্রশ্নের উত্তরে সার্বভৌম যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি কেবল মাধবেন্দ্রাদির বয়সের যোগ্যতার কথাই বলিয়াছেন, সন্ন্যাসের অনাবশ্যকতা এবং অপকারিতার কথা কিছু বলেন নাই। মাধবেন্দ্রাদির পক্ষে সন্ন্যাস যে আবশ্যক এবং হিতকর হইয়াছিল, তাহাও তিনি বলেন নাই। এইরূপে দেখা যায়, সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভুর মুখ্য জিজ্ঞাস্যেরই কোনও উত্তর দিলেন না। ইহার রহস্য কি ?

রহস্য বোধ হয় এই। সাধন-ভজনের পক্ষে সন্ন্যাসের অনাবশ্যকতা এবং অপকারিতা-সম্বন্ধে পূর্বে সার্বভৌম যাহা বলিয়াছেন, তদতিরিক্ত বলিবার কিছু নাই। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা শাস্ত্র-যুক্তিসম্মত, পরম-সত্য, অখণ্ডনীয়। তবে সন্ন্যাস-সম্বন্ধে কোনও রূপ বিচার না করিয়া প্রভু যেমন সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন (পূর্ববর্তী ২৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), তদ্রূপ মাধবেন্দ্রাদিও কোনওরূপ বিচার না করিয়াই সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিষয়ে মাধবেন্দ্রাদির সহিত প্রভুর কোনও পার্থক্য নাই। তবে মাধবেন্দ্রাদি সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন উপযুক্ত বয়সে, প্রভু কিন্তু উপযুক্ত বয়সে সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন নাই, যৌবনের প্রথম উদ্‌গমেই প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিষয়ে মাধবেন্দ্রাদির সহিত প্রভুর পার্থক্য।

বস্তুতঃ, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রাদি প্রথমে ভক্তিবিরোধী শঙ্কর-সম্প্রদায়েই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে সেই সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। ১।৭।২১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৮-৫৯। **পরমার্থে**—পরমার্থ-বিষয়ে, পরমার্থভূত বস্তুর প্রাপ্তি-বিষয়ে, **সন্ন্যাসে কি করিব তোমারে**—সন্ন্যাস তোমার কি আনুকূল্য করিবে ? অর্থাৎ কোনও আনুকূল্যই করিবে না। বিশেষতঃ, **যেই ভক্তি** ইত্যাদি—তোমার মধ্যে যে-ভক্তির উদয় হইয়াছে, **যোগেন্দ্রাদি সভের** ইত্যাদি—যোগেন্দ্রাদির পক্ষেও তাহা সুদুর্লভ।

শুনি ভক্তিযোগ সার্ব্বভৌমের বচন।
বড় সুখী হৈলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥ ৬০
প্রভু বোলে "শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
'সন্ন্যাসী' আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয় ॥ ৬১
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইলুঁ শিখা সূত্র মুড়াইয়া ॥ ৬২
'সন্ন্যাসী' করিয়া জ্ঞান ছাড়' মোর প্রতি।
কৃপা কর' যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি ॥" ৬৩
প্রভু হই নিজ-দাস মোহে' হেনমতে।
এ মায়ায় দাসে প্রভু জানিব কেমতে ॥ ৬৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

দুর্ল্লভ প্রসাদ—শ্রীকৃষ্ণের যে-প্রসাদে বা কৃপায় এতাদৃশী ভক্তি লাভ হইতে পারে, তাহা যোগেন্দ্রাদির পক্ষেও দুর্লভ। **তবে কেনে ইত্যাদি**—এই অবস্থায় তুমি কেন সন্ন্যাস-গ্রহণরূপ প্রমাদ করিলে ? **প্রমাদ**—অনবধানতা, সন্ন্যাসের দোষাদি-সম্বন্ধে বিচার-হীনতাবশতঃ ভ্রম বা অন্যায়। "যে ভক্তি হইয়াছে"-স্থলে "যে ভক্তি হইয়া আছে"-পাঠান্তর।

৬০। পূর্ববর্তী ৫৩-পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

৬১-৬৩। **সার্ব্বভৌম মহাশয়**—মহামতি সার্বভৌম। **সন্ন্যাসী আমারে ইত্যাদি**—আমি নিশ্চিত-ভাবে বলিতেছি, তুমি আমাকে "সন্ন্যাসী" বলিয়া মনে করিও না। **বিক্ষিপ্ত হইয়া**—চিত্ত-বিক্ষেপ (চিত্তের চাঞ্চল্য)-বশতঃ। **শিখা-সূত্র মুড়াইয়া**—শিখা-সূত্র পরিত্যাগ করিয়া। **সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ইত্যাদি**—আমার প্রতি তোমার "সন্ন্যাসি-জ্ঞান" পরিত্যাগ কর, আমাকে সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিবে না। **কৃপা কর ইত্যাদি**—যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে আমার মতি জন্মিতে পারে, আমার প্রতি তুমি তদ্রূপ কৃপাই প্রকাশ কর।

"আমাকে সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিও না"—প্রভুর এই উক্তির তাৎপর্য বোধ হয় এই। প্রভু সার্ব্বভৌমকে বলিলেন—"তুমি নিজেই বলিয়াছ, আমার এই বয়সে সন্ন্যাসে আমার অধিকার নাই। অনধিকারী হইয়াও প্রমাদবশতঃ আমি যে সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছি, তাহা বাস্তবিক সন্ন্যাস হইতে পারে না। সুতরাং তুমি আমাকে বাস্তবিক সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিও না। শ্রীকৃষ্ণবিরহের উদয়ে আমার চিত্তবিক্ষেপ জন্মিয়াছিল, তাহাতে আমি হিতাহিত বিবেচনার জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া গৃহত্যাগের ইচ্ছা আমার বলবতী হইয়া পড়িয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম, সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলেই গৃহত্যাগ করা হইবে, আর গৃহে ফিরিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না। এই সমস্ত ভাবিয়াই আমি শিখাসূত্রত্যাগ করিয়াছি, চিত্তবিক্ষেপবশতঃ সন্ন্যাসের দোষাদি-বিচারের এবং নিজের পক্ষে সন্ন্যাস-গ্রহণের অধিকার-বিচারের, কথা ভাবিবার সামর্থ্যও আমি হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার কথায় বুঝিতে পারিলাম—সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া আমি আমার অভীষ্টের অনুকূল পন্থা গ্রহণ করি নাই। সুতরাং তুমি আমাকে আর সন্ন্যাসী মনে করিবে না, সন্ন্যাসী মনে করিয়া আমার প্রতি কৃপা-প্রদর্শনে বিরত হইবে না। আমার প্রতি এমন কৃপা কর, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণচরণে আমার রতি-মতি জন্মিতে পারে।" পরবর্তী পয়ারসমূহ হইতে বুঝা যায়, সার্বভৌমের সহিত কৌতুক-রঙ্গের উদ্দেশ্যেই প্রভুর এ-সমস্ত উক্তিভঙ্গী।

৬৪। **সার্বভৌম হইতেছেন প্রভুর নিজ-দাস**—আপন সেবক। আর প্রভু হইতেছেন অচিন্ত্যশক্তিবিশিষ্ট

যদি তিঁহো নাহি জানায়েন আপনারে।
তবে কার্ শক্তি আছে জানিতে তাঁহারে॥ ৬৫
না জানিঞা সেবকে যতেক কথা কয়।
তাহাতেও ঈশ্বরের মহাপ্রীত হয়॥ ৬৬
সর্ব্বকাল ভৃত্যসঙ্গে প্রভু ক্রীড়া করে।
সেবকের নিমিত্তে আপনে অবতরে॥ ৬৭
যেমতে সেবকে ভজে কৃষ্ণের চরণে।
কৃষ্ণ সেইমত দাস ভজেন আপনে॥ ৬৮
এই তাঁর স্বভাব যে—সেবক-বৎসল।
ইহা তাঁরে নিবারিতে কার্ আছে বল॥ ৬৯
হাসে' প্রভু সার্ব্বভৌমে চা'হিয়া চা'হিয়া।
না বুঝেন সার্ব্বভৌম মায়ামুগ্ধ হৈয়া॥ ৭০
সার্ব্বভৌম বোলেন "আশ্রমে বড় তুমি।
শাস্ত্রমতে তুমি বন্দ্য, উপাসক আমি॥ ৭১
তুমি যে আমারে স্তব কর', যুক্ত নহে।
ইহাতে আমার পাছে অপরাধ হয়ে॥" ৭২
প্রভু বোলে "ছাড়' মোরে এ সকল মায়া।
সর্ব্বভাবে তোমার লইলুঁ মুঞি ছায়া॥" ৭৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

স্বয়ংভগবান্, সার্বভৌমের সেব্য। হেনমতে (উল্লিখিতরূপে) সেই প্রভুই মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাঁহার নিজ-দাস সার্বভৌমকে মুগ্ধ করিতেছেন। প্রভুর এতাদৃশী মায়া যে-স্থলে, সে-স্থলে তাঁহার দাস তাঁহাকে কিরূপে চিনিতে পারিবেন ?

৬৬। **না জানিয়া**—ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব না জানিয়াও।

৬৭-৬৮। **ক্রীড়া করে**—লীলা করেন, অথবা কৌতুক-রঙ্গ করেন **সেবকের নিমিত্তে**—প্রভুর অবতরণ সেবকের অভীষ্ট হইলে। অথবা, সেবকের উপর দুর্জনদিগের উৎপীড়ন ঘটিলে, সেই উৎপীড়ন হইতে সেবককে রক্ষা করার নিমিত্ত। ৬৮-পয়ার প্রসঙ্গে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম॥"-এই গীতাবাক্য দ্রষ্টব্য।

৬৯। **এই তাঁর স্বভাব ইত্যাদি**—ভগবানের স্বভাবই (স্বরূপগত ভাবই) এই যে—তিনি ভক্তবৎসল। ইহা ভগবানের স্বভাব বলিয়া **ইহা তাঁরে নিবারিতে ইত্যাদি**—তাঁহার ভক্তবাৎসল্য-প্রকাশের ব্যাপারে তাঁহাকে বাধা দিবার শক্তি কাহার আছে ? অর্থাৎ কাহারও নাই। **বল**—শক্তি। **নিবারিতে**—নিবারণ করিতে, বাধা দিতে।

৭০। **না বুঝেন ইত্যাদি**—প্রভু যে সার্বভৌমের সঙ্গে কৌতুক-রঙ্গ করিতেছেন, প্রভুর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সার্বভৌম তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

৭১। **আশ্রমে বড় তুমি**—তুমি সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছ ; আমি গৃহস্থাশ্রমে রহিয়াছি। গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা সন্ন্যাসাশ্রম শ্রেষ্ঠ। তাহাতে তুমি আমা-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রমে অবস্থিত। **বন্দ্য**—বন্দনীয়। **উপাসক**—বন্দনাকারী।

৭২। **স্তব কর**—গুণাদি-কীর্তনের দ্বারা আমার উৎকর্ষ খ্যাপন কর। **যুক্ত নহে**—তাহা সঙ্গত নয়। "পাছে"-স্থলে "বড়"-পাঠান্তর।

৭৩। **সর্ব্বভাবে ইত্যাদি**—আমি সর্বতোভাবে তোমার ছায়া (আশ্রয়) গ্রহণ করিলাম। সূর্যতাপ-দগ্ধ জীব যেমন শান্তিলাভের জন্য বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে, তদ্রূপ সংসার-তাপ-দগ্ধ আমিও শান্তি-লাভের আশায় তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

হেনমতে প্রভু ভৃত্যসঙ্গে করে খেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা ॥ ৭৪
প্রভু বোলে "মোর এক আছে মনোরথ।
তোমার শ্রীমুখে শুনিবাঙ ভাগবত ॥ ৭৫
যতেক সংশয় চিত্তে আছয়ে আমার।
তোমা' বই ঘুচাইব হেন নাহি আর ॥" ৭৬
সার্ব্বভৌম বোলে "তুমি সকল বিদ্যায়।
পরম প্রবীণ, আমি জানি সর্ব্বথায় ॥ ৭৭
কোন্ ভাগবত-অর্থ না জান' বা তুমি।
তোমারে বা কোন্‌রূপে প্রবোধিব আমি ॥ ৭৮
তথাপিহ অন্যোঽন্যে ভক্তির বিচার।
করিবেক,—সুজনের স্বভাব ব্যভার ॥ ৭৯
বোল দেখি সন্দেহ তোমার কোন স্থানে।
আছে ? তাহা যথা-শক্তি করিব বাখানে ॥" ৮০
তবে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ঈষত হাসিয়া।
বলিলেন এক শ্লোক—অষ্ট-আখরিয়া ॥ ৮১

তথাহি (ভা. ১।৭।১০)—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥"৬ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭৫-৭৬। এই পয়ারদ্বয়েও রঙ্গীয়া প্রভু আর এক রঙ্গ-ভঙ্গী প্রকাশ করিয়াছেন। **মনোরথ**—বাসনা। "মনোরথ"-স্থলে "নিবেদন" এবং "শুনিবাঙ ভাগবত"-স্থলে "ভাগবত-শ্রবণ"-পাঠান্তর। **সংশয়**—ভাগবতের গূঢ় তাৎপর্য-সম্বন্ধে সংশয় বা সন্দেহ।

৭৮। **প্রবোধিব**—বুঝাইব, সংশয় দূর করিব।

৭৯। অন্বয়। তথাপিও, সুজনের (সজ্জন ব্যক্তিদিগের) স্বভাব ব্যভার (স্বাভাবিক ব্যবহার বা আচরণই) এই যে তাঁহারা অন্যোঽন্যে (পরস্পর) ভক্তির বিচার (ভক্তিসম্বন্ধে, বা ভক্তিশাস্ত্র-সম্বন্ধে বিচার বা আলোচনা) করিয়া থাকেন। (এইরূপ শিষ্টাচারের অনুসরণে আমিও তোমার সঙ্গে ভাগবতের আলোচনা করিতে পারি)।

৮০। বাখানে—ব্যাখ্যা।

৮১। **অষ্ট-আখরিয়া**—আটটি অক্ষরবিশিষ্ট। শ্লোকের চারিটি পাদ বা অংশ থাকে। যে-শ্লোকের প্রত্যেক পাদে আটটি অক্ষর থাকে, তাহাকে বলে "অষ্ট আখরিয়া"-শ্লোক। অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোকই এতাদৃশ হইয়া থাকে। নিম্নে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো ॥ ৬ ॥ অন্বয়। আত্মারামাঃ (আনন্দস্বরূপ আত্মাতে রমণশীল) মুনয়ঃ চ (মুনিগণও) নির্গ্রন্থাঃ অপি (নির্গ্রন্থ হইয়াও, ছিন্ন-মায়াগ্রন্থি এবং বিধিনিষেধাতীত হইয়াও) উরুক্রমে (বিপুলবিক্রম ভগবানে) অহৈতুকীং (হেতুশূন্যা, অন্যকামানাশূন্যা) ভক্তিং (ভক্তি) কুর্ব্বন্তি (করিয়া থাকেন ; যেহেতু) হরিঃ (শ্রীহরি হইতেছেন) ইত্থম্ভূতগুণঃ (এতাদৃশ-গুণবিশিষ্ট)।

অনুবাদ। যাঁহারা সর্বদা আনন্দস্বরূপ আত্মাতেই রমণশীল (আনন্দস্বরূপ আত্মার অনুভবেই যাঁহারা পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, সুতরাং আনন্দ অনুভবের নিমিত্ত যাঁহাদিগকে অন্য কোনও বস্তুর সহায়তা গ্রহণ করিতে হয় না), তাদৃশ আত্মারাম মুনিগণও, তাঁহাদের সমস্ত মায়াগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া থাকিলেও এবং তাঁহারা বিধিনিষেধের অতীত হইয়া থাকিলেও, বিপুল-বিক্রম ভগবানে অহৈতুকী (অন্যকামনাশূন্যা,

সরস্বতীপতি গৌরচন্দ্রের অগ্রেতে।
কৃপায় লাগিলা সার্ব্বভৌম বাখানিতে ॥ ৮২
সার্ব্বভৌম বোলেন "শ্লোকার্থ এই সত্য।
কৃষ্ণপদভক্তি সে সভার মূল তত্ত্ব ॥ ৮৩
সর্ব্বকাল পরিপূর্ণ হয় যে যে জন।
অন্তরে বাহিরে যার নাহিক বন্ধন ॥ ৮৪
এবংবিধ মুক্ত সব করে কৃষ্ণভক্তি।
হেন কৃষ্ণগুণের স্বভাব মহাশক্তি ॥ ৮৫
হেন কৃষ্ণ-গুণ-নাম মুক্ত-সবো গায়।
ইথে অনাদর যার, সে-ই নাশ যায়॥" ৮৬

এইমত নানা মত পক্ষ তোলাইয়া।
ব্যাখ্যা করে সার্ব্বভৌম আবিষ্ট হইয়া ॥ ৮৭
ত্রয়োদশ প্রকার শ্লোকার্থ বাখানিয়া।
রহিলেন "আর শক্তি নাহিক" বলিয়া ॥ ৮৮
ঈষত হাসিয়া গৌরচন্দ্র প্রভু কহে।
"যত বাখানিলা তুমি, সব সত্য হয়ে ॥ ৮৯
এবে শুন আমি কিছু করিয়ে ব্যাখ্যান।
বুঝ দেখি বিচারিয়া—হয় কি প্রমাণ ॥" ৯০
তখনে বিস্মিত সার্ব্বভৌম মহাশয়।
"আরো অর্থ মনুষ্যের শক্তিতে কি হয় ॥" ৯১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

একমাত্র ভগবৎ-প্রীতিকামনাময়ী) ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যেহেতু, শ্রীহরির গুণরাশি স্বভাবতঃই এইরূপ (অর্থাৎ শ্রীহরির গুণসমূহই এইরূপ যে, তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া আত্মারাম মুনিগণও তাঁহার প্রীতিকামনাময়ী ভক্তির অনুষ্ঠান না করিয়া থাকিতে পারেন না)। ৩।৩।৬ ॥

৮২। **বাখানিতে**—শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে। পরবর্তী ৮৩-৮৬-পয়ারসমূহে সার্বভৌম উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন। **কৃপায়**—প্রভুর কৃপায়।

৮৩। **কৃষ্ণপদভক্তি ইত্যাদি**—কৃষ্ণচরণে ভক্তিই হইতেছে সর্বজীবের (অথবা সকল শাস্ত্রের) সাধারণ মূলতত্ত্ব। "সভার"-স্থলে "সভাকার"-পাঠান্তর।

৮৪-৮৫। এই দুই পয়ারে শ্লোকের "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপি"-অংশের তাৎপর্য প্রকাশ করা হইয়াছে। **সর্বকাল পরিপূর্ণ**—আত্মারাম বলিয়া সর্বদা আনন্দ-পরিপূর্ণ। **অন্তরে বাহিরে ইত্যাদি**—"নির্গ্রন্থাঃ"-শব্দের তাৎপর্য। **এবংবিধ মুক্তসব**—এতাদৃশ মুক্ত জীবগণও। মায়াগ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত বলা হইয়াছে। **হেন কৃষ্ণগুণের ইত্যাদি**—ইহা হইতেছে "ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ"-বাক্যের তাৎপর্য।

৮৬। **মুক্তসবো**—মায়ামুক্ত লোকসকলও।

৮৭। **নানা পক্ষ তোলাইয়া**—বিভিন্ন পূর্বপক্ষের (বিরুদ্ধ মতের) উত্থাপন করিয়া। **আবিষ্ট হইয়া**—কৃষ্ণগুণে আবিষ্ট (তন্ময়) হইয়া।

৯০। **হয় কি প্রমাণ**—বিচারসহ (বা সঙ্গত) হয় কিনা।

৯১। **আরো অর্থ ইত্যাদি**—এই শ্লোকের আমি যে ত্রয়োদশ প্রকার অর্থ করিলাম, তদতিরিক্ত আরও কোনও নূতন অর্থ কি কোনও মানুষের শক্তিতে সম্ভব হইতে পারে? (অথচ এই সন্ন্যাসী বলিতেছেন, তিনিও কিছু ব্যাখ্যা করিবেন। ইহা ভাবিয়া) **তখনে বিস্মিত ইত্যাদি**—প্রভু যখন বলিলেন, তিনি এই শ্লোকের কিছু ব্যাখ্যা করিবেন, তখনই সার্বভৌম বিস্মিত হইলেন।

আপনার অর্থ প্রভু আপনে বাখানে'।
যাহা কেহো কোনো কল্পে উদ্দেশ না জানে ॥ ৯২
ব্যাখ্যা শুনি সার্ব্বভৌম পরম বিস্মিত।
মনে গণে' "এই কিবা ঈশ্বর বিদিত ॥" ৯৩
শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
আত্মভাবে হইলা ষড়্ভুজ-অবতার ॥ ৯৪
প্রভু বোলে "সার্ব্বভৌম ! কি তোর বিচার।
সন্ন্যাসে কি আমার নাহিক অধিকার ? ৯৫
'সন্ন্যাসী' কি আমি হেন তোর চিত্তে লয়।
তোর লাগি এথা মুঞ্রি হইলু্ঁ উদয় ॥ ৯৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯২। আপনার অর্থ—প্রভুর নিজ মহিমাসূচক অর্থ। উক্ত শ্লোকের, মহাপ্রভুর নিজের কৃত অর্থ, চৈ. চ. ॥ ২।২৪ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। যাহা কেহো ইত্যাদি—যে অর্থের কোনও উদ্দেশই (সামান্য পরিচয়ও) কেহ কোনও কল্পে জানে নাই। কল্প—ব্রহ্মার একদিনকে কল্প বলে।

৯৩। ব্যাখ্যা শুনি ইত্যাদি—প্রভুর মুখে শ্লোকব্যাখ্যা শুনিয়া সার্বভৌম অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। প্রভুর কৃপায় সার্বভৌম প্রভুকৃত অর্থের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহাই শ্লোকের বাস্তব গূঢ় অর্থ। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল—তিনি নিজে যে ত্রয়োদশ প্রকার অর্থ করিয়াছেন, তদতিরিক্ত কোনও অর্থ কোনও মানুষ করিতে পারে না। এক্ষণে প্রভুর মুখে তদতিরিক্ত অর্থ শুনিয়া এবং সেই অতিরিক্ত অর্থের নিকটে তাঁহার কৃত ত্রয়োদশ প্রকার অর্থ অকিঞ্চিৎকর বুঝিতে পারিয়া, মনে গণে—মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, এই কিবা ইত্যাদি—এই সন্ন্যাসীর বেশে তবে কি স্বয়ংভগবান্‌ই আত্মপ্রকট করিয়াছেন ? বিদিত—প্রকটিত, অবতীর্ণ।

৯৪-৯৫। আত্মভাবে—স্বীয় ঈশ্বর-ভাবে আবিষ্ট হইয়া, হইলা ষড়্ভুজ অবতার—ষড়্ভুজ-রূপ প্রকটিত করিলেন। ষড়্ভুজরূপে প্রভু সার্বভৌমের প্রতি ৯৫-১০০-পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। কি তোর বিচার—তোমার এই কি রকম বিচার ? কোন্ বিচারে তুমি বলিলে, সন্ন্যাসে আমার অধিকার নাই ? সন্ন্যাসে কি আমার ইত্যাদি—সন্ন্যাস-গ্রহণে কি আমার অধিকার নাই ? "তোর"-স্থলে "আর", এবং "আমার নাহিক"-স্থলে "আমার নাহি হয়"-পাঠান্তর।

প্রথম যৌবনের উন্মেষ-কালে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সার্বভৌম বলিয়াছিলেন, এই বয়সে সন্ন্যাস-গ্রহণে প্রভুর অধিকার নাই (পূর্ববর্তী ৫৫-৫৭ পয়ার)। এই বয়সে ইন্দ্রিয়সুখের বাসনায় চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মিতে পারে, তাহাতে সন্ন্যাসের ধর্ম রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে—এ-সমস্ত ভাবিয়াই সার্বভৌম বলিয়াছিলেন, প্রভুর তখনও সন্ন্যাসে অধিকার জন্মে নাই। সার্বভৌম প্রভুকে মায়ার অধীন মানুষমাত্র মনে করিয়াই ঐরূপ বলিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রভু তাঁহার ভগবত্তা প্রকাশ করিয়া সার্বভৌমকে জানাইলেন—মায়া তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না, ইন্দ্রিয়-সুখ-বাসনা জাগাইয়া তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মাইবার কথা তো দূরে। সুতরাং যে-আশঙ্কায় সার্বভৌম, প্রভুর সন্ন্যাসে অধিকার জন্মে নাই বলিয়াছিলেন, সেই আশঙ্কার কোনও হেতুই নাই। সে-জন্যই প্রভু বলিয়াছেন—"সন্ন্যাসে কি আমার অধিকার নাই ?"

৯৬। সন্ন্যাসী কি আমি ইত্যাদি—তুমি কি মনে কর, আমি সন্ন্যাসী ? আমি একজন মানুষমাত্র,

বহু জন্ম মোর প্রেমে তেজিলি জীবন।
অতএব তোরে মুঞি দিলুঁ দরশন ॥ ৯৭
সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে এই মোর অবতার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে মুঞি বই নাই আর ॥ ৯৮
জন্মজন্ম তুমি মোর শুদ্ধ-প্রেম-দাস।
অতএব তোরে মুঞি হইলুঁ প্রকাশ ॥ ৯৯
সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিমু সব।
চিন্তা কিছু নাহি তোর, পঢ় মোর স্তব ॥" ১০০

অপূর্ব্ব ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি—কোটিসূর্য্যময়।
দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্ব্বভৌম মহাশয় ॥ ১০১
বিশাল করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
আনন্দে ষড়্ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥ ১০২
বড় সুখী প্রভু সার্ব্বভৌমেরে অন্তরে।
"উঠ" বলি শ্রীহস্ত দিলেন তাঁর শিরে ॥ ১০৩
শ্রীহস্তপরশে বিপ্র পাইলা চেতন।
তথাপি আনন্দে জড়, না স্ফুরে বচন ॥ ১০৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সংসার হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি—ইহাই কি তোমার মনের ভাব? আমি মানুষ নহি, আমি ভগবান্, তোর লাগি ইত্যাদি—তোমার জন্যই, তোমার উদ্ধারের জন্যই, অথবা দর্শন দিয়া তোমাকে কৃতার্থ করার জন্যই, আমি এথা (এই স্থানে, এই নীলাচলে) হইলুঁ উদয় (উদিত হইয়াছি, আসিয়াছি)।

৯৭। তেজিলি—ত্যাগ করিয়াছ।

৯৮। **অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে**—অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই আমি, আমিই তৎসমস্ত বস্তুরূপে নিজেকে পরিণত করিয়া বিরাজিত, **মুঞি বই নাই আর**—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমাব্যতীত অন্য কোনও স্বতন্ত্র বা স্বয়ংসিদ্ধ বস্তুই নাই। প্রভু যে "একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্ম"—এই উক্তিতে তাহাই বলা হইল। পূর্ববর্তী ৩।৩।৫-শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯৯। **শুদ্ধপ্রেম-দাস**—যে প্রেমে (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমে, শ্রীকৃষ্ণবিষয়া প্রীতিতে) শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-কামনা ব্যতীত অন্য কোনও কামনাই থাকে না, তাহাকে বলে শুদ্ধ-প্রেম। সেই শুদ্ধপ্রেম যে দাসের (শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তের) হৃদয়ে বিরাজিত, তিনি হইতেছেন শুদ্ধ-প্রেম-দাস। **তোরে মুঞি** ইত্যাদি—তোমার নিকটে আমি আত্ম-প্রকাশ করিলাম। "তোরে মুঞি হইলুঁ প্রকাশ"-স্থলে "তোমারে হইলুঁ পরকাশ"-পাঠান্তর।

১০১। "কোটিসূর্য্যময়"-স্থলে "কোটিসূর্য্যসম" এবং "সার্ব্বভৌম মহাশয়"-স্থলে "ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম"-পাঠান্তর। এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"ইহার পরে একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—'শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মুষল। রত্ন-মনি-পরিপূর্ণ শ্রীঅঙ্গ উজ্জ্বল ॥ শ্রীবৎস কৌস্তুভ হার বক্ষে শোভা করে। বাম কক্ষে শিঙ্গা বেত্র মুরলী জঠরে ॥' "

১০২। অন্বয়। প্রভু ষড়্ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ আনন্দে (পরমানন্দের আবেশে) বিশাল (অতি উচ্চস্বরে) হুঙ্কার গর্জন করিতেছেন।

১০৩। **বড় সুখী ইত্যাদি**—প্রভু অন্তরে (স্বীয় চিত্তে) সার্বভৌমেরে (সার্বভৌমের প্রতি, বা সার্বভৌমের বিষয়ে) বড় (অত্যন্ত) সুখী হইয়াছেন। "দিলেন"-স্থলে "স্পর্শিল"-পাঠান্তর। স্পর্শিল—শ্রীহস্তদ্বারা সার্বভৌমের শির (মস্তক) স্পর্শ করিলেন।

করুণাসমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
পাদপদ্ম দিলা তাঁর হৃদয়-উপর॥ ১০৫
পাই শ্রীচরণ সার্ব্বভৌম মহাশয়।
হইলা কেবল পরানন্দপ্রেমময়॥ ১০৬
দৃঢ় করি পাদপদ্ম ধরে প্রেমফান্দে।
"আজি সে পাইলুঁ চিত্তচোর" বলি কান্দে॥ ১০৭
আর্ত্তনাদে সার্ব্বভৌম করেন রোদন।
ধরিয়া অপূর্ব্ব পাদপদ্ম রমা-ধন॥ ১০৮
"প্রভু রে! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাননাথ!
মুঞি-অধমেরে প্রভু! কর' দৃষ্টিপাত॥ ১০৯
তোমারে সে মুঞি পাপী শিখাইলুঁ ধর্ম্ম।
না জানিঞা তোমার অচিন্ত্য শুদ্ধ কর্ম্ম॥ ১১০
হেন কে বা আছে প্রভু! তোমার মায়ায়।
মহাযোগেশ্বর-আদি মোহ নাহি পায়॥ ১১১
সে তুমি যে আমারে মোহিবা কোন্ শক্তি।
এবে দেহ' তোমার চরণে প্রেমভক্তি॥ ১১২
জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বপ্রাণ।
জয়জয় বেদ-বিপ্র-সাধু-ধর্ম্ম-ত্রাণ॥ ১১৩
জয়জয় বৈকুণ্ঠাদিলোকের ঈশ্বর।
জয়জয় শুদ্ধসত্ত্ব রূপ ন্যাসিবর॥" ১১৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০৭। প্রেমফান্দে—প্রেমরূপ ফান্দে। দৃঢ় করি ইত্যাদি—ব্যাধ যেমন ফাঁদ পাতিয়া সেই ফাঁদে মৃগকে আবদ্ধ করে, মৃগ যেমন আর পলাইতে পারে না, তদ্রূপ সার্বভৌমও প্রভুর পাদপদ্মকে স্বীয় হৃদয়ে পাইয়া, হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত প্রেমের সহিত দুই হস্তে প্রভুর পাদপদ্মকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিলেন, হৃদয় হইতে পাদপদ্মকে ছাড়িয়া দিলেন না, পাদপদ্মও তাঁহার হৃদয়ের উপরেই রহিয়া গেল। এইরূপে প্রভুর পাদপদ্মকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সার্বভৌম বলিতে লাগিলেন, আজি সে ইত্যাদি—আমার জন্ম-জন্মান্তরের মধ্যে কেবলমাত্র অদ্যই আমার চিত্ত-চোরকে (যিনি স্বীয় করুণার উৎস প্রসারিত করিয়া এবং স্বীয় সৌন্দর্য-মাধুর্য প্রকাশ করিয়া আমার চিত্ত হরণ করিয়াছেন, তাঁহাকে) পাইলাম। এইরূপ বলিতে বলিতে সার্বভৌম প্রেমাবেশে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। "চিত্ত-চোর"-স্থলে "তোর চিত্ত"-পাঠান্তর। তোর চিত্ত—আমার প্রতি তোমার মন (কৃপাদৃষ্টি)।

১০৮। ধরিয়া অপূর্ব ইত্যাদি—রমার (লক্ষ্মীর) ধন (সর্বস্ব)-স্বরূপ অপূর্ব পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া।

১০৯। "রে"-স্থলে "আরে"-পাঠান্তর। মুঞি অধমেরে—আমার ন্যায় অধমের প্রতি।

১১০। শিখাইলুঁ ধর্ম্ম—স্যন্নাসীর ধর্মসম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছি। "কর্ম্ম"-স্থলে "মর্ম্ম"-পাঠান্তর।

১১২। এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"ইহার পরে মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ— 'জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণনাথ। জয় জয় শচী-পুণ্যবতী-গর্ভজাত॥"

১১৩। প্রভুর স্তব করার নিমিত্ত প্রভু সার্বভৌমকে আদেশ করিয়াছিলেন (পূর্ববর্তী ১০০ পয়ার)। স্বীয় আর্তি প্রকাশ করিয়া এক্ষণে সার্বভৌম ১১৩-৩০-পয়ার-সমূহে প্রভুর স্তুতি করিতেছেন। বেদ-বিপ্র-সাধু-ধর্ম্ম-ত্রাণ—বেদের, বিপ্রের, সাধুগণের এবং ধর্মের রক্ষাকর্তা।

১১৪। বৈকুণ্ঠাদিলোকের—বৈকুণ্ঠাদি সমস্ত ভগবদ্ধামের। শুদ্ধসত্ত্বরূপ-ন্যাসিবর—শুদ্ধসত্ত্বাত্মকরূপ-বিশিষ্ট (সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ) সন্ন্যাসি-শিরোমণি। "জয় জয় শুদ্ধ সত্ত্ব"-স্থলে "জয় জয় জয় শুদ্ধ"-পাঠান্তর।

পরম সুবুদ্ধি সার্ব্বভৌম মহামতি।
শ্লোক পঢ়িপঢ়ি পুনঃপুন করে স্তুতি ॥ ১১৫

তথাহি (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে)—

"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥" ৭ ॥

'কালবশে ভক্তি লুকাইয়া দিনেদিনে।
পুনর্ব্বার নিজভক্তি-প্রকাশ-কারণে ॥ ১১৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম প্রভু অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে চিত্ত রহুক আমার ॥ ১১৭

তথাহি (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে)—

"বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥" ৮ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্লো॥ ৭ ॥ অন্বয়॥ কালাৎ (সুচিরকালশতঃ, কালপ্রভাবে) নষ্টং (বিলুপ্তপ্রায়) নিজং (স্বীয়, স্ববিষয়ক) ভক্তিযোগং (ভক্তিযোগ, প্রেমভক্তির সাধন) প্রাদুষ্কর্ত্তুং (পুনরায় লোকদিগকে জানাইবার নিমিত্ত) যঃ (যিনি) কৃষ্ণচৈতন্যনামা (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামে) আবির্ভূতঃ (আবির্ভূত বা অবতীর্ণ হইয়াছেন), তস্য (তাঁহার) পাদারবিন্দে (চরণ-কমলে) চিত্তভৃঙ্গঃ (আমার চিত্তরূপ ভ্রমর) গাঢ়ং গাঢ়ং (অত্যন্ত গাঢ়রূপে) লীয়তাম্ (লীন হউক, চরণ-কমলের মধুপানে তন্ময় হইয়া থাকুক)। ॥ ৩।৩।৭ ॥

অনুবাদ। কালপ্রভাবে (বহুকাল পূর্বে একবার প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া কালপ্রভাবে) বিলুপ্তপ্রায় স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ (প্রেমভক্তির সাধন) পুনরায় জগতের জীবকে জানাইবার নিমিত্ত যিনি (তাঁহার নিত্যসিদ্ধ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার চরণ-কমলে, আমার চিত্তরূপ ভ্রমর অত্যন্ত গাঢ়রূপে লীন হউক (চরণ-কমলের মধুপানে তন্ময় হইয়া থাকুক) ॥ ৩।৩।৭ ॥

পরবর্তী পয়ারদ্বয়ে এই শ্লোকের তাৎপর্য ব্যক্ত হইয়াছে।

১১৬। কালবশে ইত্যাদি—এই পয়ারার্ধে "কালাৎ"-শব্দের তাৎপর্য ব্যক্ত হইয়াছে। মহাপ্রভু পূর্বকল্পে (অর্থাৎ আটশত চৌষট্টি কোটি বৎসর পূর্বে) একবার অবতীর্ণ হইয়া যে-ভক্তিযোগ প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, দিনের পর দিন করিয়া বহুকাল অতীত হওয়ায় তাহা লুক্কায়িত (অর্থাৎ বিলুপ্তপ্রায় বা বিরল-প্রচার) হইয়া পড়িয়াছে। পুনর্ব্বার নিজভক্তি ইত্যাদি—স্ববিষয়া সেই ভক্তি জগতে পুনরায় প্রচার করিবার নিমিত্ত।

শ্লো॥ ৮ ॥ অন্বয়॥ বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থং (বৈরাগ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্য প্রাকৃত বস্তুতে অনাসক্তি, বিদ্যা অর্থাৎ পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞান, এবং স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত) একঃ (একমাত্র, অদ্বিতীয়) পুরাণঃ (চিরন্তন, সনাতন, ত্রিকালসত্য) কৃপাম্বুধিঃ (করুণার সমুদ্র) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী (অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহধারী) যঃ (যিনি—যেই) পুরুষঃ (পুরুষ বিরাজিত), অহং (আমি) তং (সেই পুরুষের) প্রপদ্যে (শরণ গ্রহণ করি)। ॥ ৩।৩।৮ ॥

অনুবাদ। বৈরাগ্য (ইন্দ্রিয়ভোগ্য প্রাকৃতবস্তুতে অনাসক্তি), বিদ্যা (পরমার্থবিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান), এবং স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ জগতের জীবকে শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত একমাত্র বা অদ্বিতীয় এবং করুণাবারিধি,

"বৈরাগ্যসহিতে নিজভক্তি বুঝাইতে।
যে প্রভু কৃপায় অবতীর্ণ পৃথিবীতে ॥ ১১৮
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তনু—পুরুষ পুরাণ।
ত্রিভুবনে নাহি যাঁর অধিক সমান ॥ ১১৯
হেন কৃপাসিন্ধুর চরণ-গুণ-নাম।
স্ফুরুক্ আমার হৃদয়েতে অবিরাম ॥" ১২০
এইমত সার্ব্বভৌম শত শ্লোক করি।
কাকু করে চৈতন্যের পাদপদ্ম ধরি ॥ ১২১
"পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
মুঞি-পতিতেরে প্রভু! করহ উদ্ধার ॥ ১২২
বন্দী করিয়াছ মোরে অশেষ বন্ধনে।
বিদ্যা ধনে কুলে;—তোমা' জানিমু কেমনে ॥ ১২৩
এবে এই কৃপা কর' সর্ব্ব-জীব-নাথ!
অহর্নিশ চিত্ত যেন রহয়ে তোমা'ত ॥ ১২৪
অচিন্ত্য অগম্য প্রভু! তোমার বিহার।
তুমি না জানাইলে জানিতে শক্তি কার্ ॥ ১২৫
আপনেই দারুব্রহ্মরূপে নীলাচলে।
বসিয়া আছহ ভোজনের কুতূহলে ॥ ১২৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অনাদিকাল হইতে বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহধারী ত্রিকালসত্য যে পুরুষ (আবির্ভূত হইয়াছেন), আমি তাঁহার শরণাপন্ন হই ॥ ৩।৩।৮ ॥

পরবর্তী ১১৮-২০-পয়ারত্রয়ে এই শ্লোকের তাৎপর্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

১১৮। "সহিতে"-স্থলে "বিদ্যা"-পাঠান্তর।

১১৯। **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তনু**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহ (হইতেছেন) **পুরুষ পুরাণ**—পুরাণ পুরুষ (ত্রিকাল-সত্য, অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান স্বরূপ)। এই পয়ারের প্রথমার্ধে শ্লোকস্থ "পুরুষঃ পুরাণঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী"-এই অংশের অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই পয়ারার্ধ হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহ হইতেছেন পুরাণ পুরুষ; অর্থাৎ—যেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সেই তাঁহার বিগ্রহ; বিগ্রহই তিনি এবং তিনিই বিগ্রহ। "অরূপবদেব হিতৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ৩।২।১৪ ॥"—ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য হইতেও জানা যায়, পরব্রহ্মের স্বরূপ এবং বিগ্রহ একই। ব্রহ্মাও বলিয়াছেন—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব-কারণ-কারণম্ ॥ ব্রহ্মসংহিতা ॥" **নাহি যাঁর** ইত্যাদি—যাঁহার সমান এবং অধিক কেহ নাই (অর্থাৎ যাঁহার সমানও কেহ নাই, অধিক বা শ্রেষ্ঠ তো দূরের কথা)। তিনি অ-সম এবং অনূর্ধ্ব—অসমোর্ধ্ব। পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ॥ শ্বেতা ॥ ৬।৮ ॥" গুণ-মহিমাদিতে তিনি এক এবং অদ্বিতীয়; যেহেতু, তাঁহার সমান এবং অধিক কেহ নাই। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধে শ্লোকস্থ "একঃ"-শব্দের তাৎপর্য ব্যক্ত হইয়াছে।

১২০। "গুণনাম"-স্থলে "গুণগ্রাম"-পাঠান্তর। গুণগ্রাম—গুণসমূহ।

১২১। **এইমত**—পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের অনুরূপ।

১২৩। **বন্দী**—আবদ্ধ। **বিদ্যা ধনে কুলে**—বিদ্যা (পাণ্ডিত্য), ধন-সম্পত্তি এবং কুল (ব্রাহ্মণকুল) প্রভৃতি বহু মায়িক বন্ধনে আমাকে আবদ্ধ করিয়াছ।

১২৪। **রহয়ে**—থাকে। "রহয়ে"-স্থলে "বসয়ে"-পাঠান্তর।

১২৬। **আপনেই দারুব্রহ্মরূপে** ইত্যাদি—তুমি নিজেই দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথরূপে নীলাচলে

আপন প্রসাদ কর' আপনে ভোজন।
আপনে আপনা' দেখি করহ ক্রন্দন ॥ ১২৭
আপনে আপনা' দেখি হও মহামত্ত।
এতেকে কে বুঝে প্রভু! তোমার মহত্ত্ব ॥ ১২৮
আপনে সে আপনারে জান' তুমি মাত্র।
আর জানে যে জন তোমার কৃপাপাত্র ॥ ১২৯
মুঞি ছার তোমারে বা জানিমু কেমনে।
যাতে মোহ মানে' অজ-ভব-দেবগণে ॥" ১৩০
এইমত অনেক করিয়া কাকুর্ব্বাদ।
স্তুতি করে সার্ব্বভৌম পাইয়া প্রসাদ ॥ ১৩১
শুনিঞা ষড়ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
হাসি সার্ব্বভৌম প্রতি বলিলা বচন ॥ ১৩২
"শুন সার্ব্বভৌম! তুমি আমার পার্ষদ।
এতেকে দেখিলা তুমি এতেক সম্পদ ॥ ১৩৩
তোমার নিমিত্তে মোর এথা আগমন।
অনেক করিয়া আছ মোর আরাধন ॥ ১৩৪
ভক্তির মহিমা তুমি যতেক কহিলা।
ইহাতে আমারে বড় সন্তোষ করিলা ॥ ১৩৫
যতেক কহিলা তুমি—সব সত্য কথা।
তোমার মুখেতে কেনে আসিবে অন্যথা ॥ ১৩৬
শত শ্লোক করি তুমি যে কৈলে স্তবন।
যে জন করয়ে ইহা শ্রবণ পঠন ॥ ১৩৭
আমাতে তাহার ভক্তি হইবে নিশ্চয়।
'সার্ব্বভৌমশতক' বলি লোকে যেন কয়' ॥ ১৩৮
যে কিছু দেখিলা তুমি প্রকাশ আমার।
সঙ্গোপ করিবা পাছে জানে কেহো আর ॥ ১৩৯
যতেক দিবস মুঞি থাকোঁ পৃথিবীতে।
তাবত নিষেধ কৈলুঁ কাহারে কহিতে ॥ ১৪০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বসিয়া আছহ—বিরাজিত, **ভোজনের কুতুহলে**—বহুবার ভোজনের আনন্দে। ৩।২।৩৬৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৭-২৮। এই পয়ারদ্বয়ে সার্বভৌম প্রভুর ভক্তভাবময়ত্বের কথাই বলিয়াছেন। এই পয়ারদ্বয়ে এবং পূর্বোল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ে প্রভুসম্বন্ধে সার্বভৌম যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপের স্বরূপ-তত্ত্ব এবং তাঁহার অবতরণের উদ্দেশ্য, প্রভুর কৃপায় অবগত হইয়াছিলেন। "মহত্ত্ব"-স্থলে "এতত্ত্ব"-পাঠান্তর।

১৩০। **যাতে মোহ মানে** ইত্যাদি—যে তোমার তত্ত্ব-বিষয়ে ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণও মোহপ্রাপ্ত হয়েন (কিছুই জানিতে পারেন না)।

১৩১-১৩৭। **পাইয়া প্রসাদ**—প্রভুর কৃপা লাভ করিয়া, অথবা চিত্ত-প্রসন্নতা লাভ করিয়া। **কাকুর্বাদ**—দৈন্যবিনয়॥ "করয়ে"-স্থলে "করিব"-পাঠান্তর।

১৩৮। **"সার্ব্বভৌমশতক" ইত্যাদি**—সার্বভৌমভট্টাচার্য যে মুখে মুখে এক শত শ্লোক রচনা করিয়া প্রভুর স্তব করিয়াছিলেন, প্রভু বলিলেন, লোকে যেন সেই শ্লোকগুলিকে "সার্বভৌম-শতক" বলে। প্রভু এই শ্লোকগুলির নাম রাখিলেন—"সার্বভৌম-শতক"। "আমাতে"-স্থলে "তোমাতে" এবং "লোকে যেন কয়"-স্থলে "যে-হেন কীর্ত্তি রয়"-পাঠান্তর।

১৩৯। **সঙ্গোপ করিবা**—গোপনে রাখিবা।

১৪০। "কাহারে"-স্থলে "সভাকে"-পাঠান্তর।

আমার দ্বিতীয় দেহ—নিত্যানন্দচন্দ্র ।
ভক্তি করি সেবিহ তাঁহার পদদ্বন্দ্ব ॥ ১৪১
পরম নিগূঢ় তিঁহো কেহো নাহি জানে ।
আমি যারে জানাই সে-ই সে জানে তানে ॥” ১৪২
এই সব তত্ত্ব সার্ব্বভৌমেরে কহিয়া ।
রহিলেন আপন ঐশ্বর্য্য সম্বরিয়া ॥ ১৪৩
চিনি নিজ প্রভু সার্ব্বভৌম মহাশয় ।
বাহ্য আর নাহি, হৈলা পরানন্দময় ॥ ১৪৪
যে শুনয়ে এ সব চৈতন্য-গুণ-গ্রাম ।
সে যায় সংসার তরি' শ্রীচৈতন্যধাম ॥ ১৪৫
পরম নিগূঢ় এ সকল কৃষ্ণকথা ।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথা ॥ ১৪৬
হেনমতে করি সার্ব্বভৌমেরে উদ্ধার ।
নীলাচলে করে প্রভু কীর্ত্তন-বিহার ॥ ১৪৭
নিরবধি নৃত্য-গীত-আনন্দ-আবেশে ।
রাত্রি দিন না জানেন প্রভু প্রেমরসে ॥ ১৪৮
নীলাচলবাসী যত অপূর্ব্ব দেখিয়া ।
সর্ব্বলোক 'হরি' বোলে ডাকিয়া ডাকিয়া ॥ ১৪৯
'এই ত সচল-জগন্নাথ' সভে বোলে ।
হেন নাহি যে প্রভুরে দেখিয়া না ভোলে ॥ ১৫০
যে পথে যায়েন চলি শ্রীগৌরসুন্দর ।
সেইদিগে হরিধ্বনি শুনি নিরন্তর ॥ ১৫১
যেখানে পড়য়ে প্রভুর চরণযুগল ।
সে স্থানের ধূলি লুট করেন সকল ॥ ১৫২
ধূলি গুটি পায় মাত্র যে সুকৃতি জন ।
তাহার আনন্দ হয় অকথ্যকথন ॥ ১৫৩
কি সে শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য্য অনুপাম ।
দেখিতে সভার চিত্ত হরে' অবিরাম ॥ ১৫৪
নিরবধি শ্রীআনন্দধারা শ্রীনয়নে ।
'হরে কৃষ্ণ' নাম মাত্র শুনি শ্রীবদনে ॥ ১৫৫
চন্দনমালায় পরিপূর্ণ কলেবর ।
মত্তসিংহ জিনি গতি পরম সুন্দর ॥ ১৫৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪১। পদদ্বন্দ্ব—পদযুগল।

১৪২। পরম নিগূঢ় ইত্যাদি—২।৩।১৭১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "কেহো নাহি জানে"-স্থলে "আমার বচনে"-পাঠান্তর।

১৪৩। আপন ঐশ্বর্য সম্বরিয়া—স্বীয় ঐশ্বর্য সম্বরণ করিয়া, ষড়্‌ভুজরূপের অন্তর্ধান করিয়া। "সব"-স্থলে "যত" এবং "সম্বরিয়া"-স্থলে "লুকাইয়া"-পাঠান্তর।

১৪৫-১৪৬। শ্রীচৈতন্যধাম—শ্রীচৈতন্যের ধামে। প্রভু হইতেছেন ত্রিকালসত্য নিত্য বস্তু ; সুতরাং তাঁহার নিত্যধামও আছে। গ্রন্থকার এ-স্থলে তাহাই জানাইলেন। ভূমিকায় ৩৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। কৃষ্ণকথা—শ্রীচৈতন্যরূপ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা। পূর্ববর্তী পয়ারসমূহে শ্রীচৈতন্যরূপ শ্রীকৃষ্ণের কথাই বলা হইয়াছে।

১৫০। না ভোলে—বিহ্বল হয় না।

১৫৩। ধূলিগুটি—ধূলির গুঁড়া। "গুটি"-স্থলে "লুট" এবং "লুটি"-পাঠান্তর।

১৫৪-১৫৫। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "কি শোভা শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য্যানুপাম"-পাঠান্তর। অনুপাম—উপমারহিত। অবিরাম—অবিরত, সর্বদা। "শ্রীআনন্দধারা"-স্থলে "আনন্দধারা বহে"-পাঠান্তর।

১৫৬। চন্দনমালায়—চন্দনে এবং মালায়।

পথে চলিতেও ঈশ্বরের বাহ্য নাঞি। ভক্তি-রসে বিহরেন চৈতন্যগোসাঞি ॥ ১৫৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫৭। বাহ্য নাঞি—বাহ্যজ্ঞান থাকে না।

সার্বভৌম-প্রসঙ্গের আলোচনা। এই অধ্যায়ের ১০-১৫৭-পয়ারসমূহে গ্রন্থকার শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত কবিকর্ণপূরের এবং কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তির অনেক স্থলে সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। এজন্য এ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে। অসঙ্গতি কোথায়, তদ্‌বিষয়ে আলোচনার নিমিত্ত কর্ণপূর ও কবিরাজের উক্তি অবগত হওয়া আবশ্যক। তাই এ-স্থলে তাঁহাদের উক্তিই সর্বাগ্রে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

সর্বপ্রথমে জগন্নাথের দর্শনমাত্রে প্রভু যে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সার্বভৌম যে মূর্ছিত প্রভুকে নিজগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন এবং বেলা তৃতীয় প্রহরে যে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহা কবিরাজ-গোস্বামীও বলিয়াছেন এবং বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরও (৩।২-অধ্যায়ের শেষভাগে) বলিয়াছেন। চৈ. চ. ২।৬ পরিচ্ছেদে কবিরাজ-গোস্বামী এই কথা এবং পরবর্তী বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তদনুসারেই পরবর্তী বিবরণ কথিত হইতেছে।

বেলা তৃতীয় প্রহরে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইলে প্রভু সমুদ্রস্নান করিয়া আসিলেন এবং ভিক্ষা (আহার) করিলেন। মহাপ্রসাদান্ন আনাইয়া সার্বভৌমই সে-দিন প্রভুকে ভিক্ষা দিয়াছিলেন। পরে প্রভুর আদেশে সার্বভৌম এবং গোপীনাথ আচার্যও আহার করিতে গেলেন। আহারান্তে সার্বভৌম আসিয়া প্রভুকে নমস্কার করিলে ''কৃষ্ণে মতিরস্তু'' বলিয়া প্রভু তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। তাহাতে সার্বভৌম বুঝিতে পারিলেন—প্রভু হইতেছেন "বৈষ্ণব সন্ন্যাসী"। গোপীনাথ আচার্যের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রভুর পূর্বাশ্রমের পরিচয় পাইয়া সার্বভৌম অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তখন অত্যন্ত প্রীতির সহিত সার্বভৌম প্রভুকে বলিলেন—"সহজেই পূজ্য তুমি—আরে ত সন্ন্যাস। অতএব জানহ তুমি—আমি নিজ দাস।" একথা শুনিয়া প্রভু 'শ্রীবিষ্ণু' স্মরণ করিয়া বিনীতভাবে সার্বভৌমকে বলিলেন—"তুমি জগদ্‌গুরু সর্ব্বলোক হিতকর্ত্তা। বেদান্ত পঢ়াও—সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা॥ আমি বালক সন্ন্যাসী—ভালমন্দ নাহি জানি। তোমার আশ্রয় নিল—'গুরু' করি মানি॥ তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথা আগমন। সর্ব্বপ্রকারে আমায় করিবে পালন॥ আজি যে হইল আমার বড়ই বিপত্তি। তাহা হৈতে কৈলে তুমি আমার অব্যাহতি॥" সার্বভৌম বলিলেন—"তুমি কখনও একাকী জগন্নাথ-দর্শনে যাইও না; হয় আমার সঙ্গে, আর না হয় আমার লোকের সঙ্গে দর্শনে যাইও।" প্রভু বলিলেন—"আমি আর মন্দিরের ভিতরে যাইব না, গরুড়-স্তম্ভের পেছনে থাকিয়া দর্শন করিব।" সার্বভৌম গোপীনাথ আচার্যকে বলিলেন—"তুমি গোসাঞিরে লঞা করাইহ দর্শন। আমার মাতৃস্বসা-গৃহ নির্জন স্থান। তাহাঁ বাসা দেহ—কর সর্ব্বসমাধান॥" গোপীনাথ প্রভুর বাসা ঠিক করিয়া দিলেন এবং পরের দিন মুকুন্দ দত্তের সহিত যাইয়া প্রভুকে জগন্নাথের শয্যোত্থান দর্শন করাইয়া মুকুন্দকে লইয়া সার্বভৌমের নিকট আসিলে, সার্বভৌম গোপীনাথ আচার্যের নিকটে প্রভু-সম্বন্ধে বলিলেন—"প্রকৃতি-

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিনীত সন্ন্যাসী, দেখিতে সুন্দর। আমার বহু প্রীতি বাঢ়ে ইহার উপর॥ ** ইহার প্রৌঢ় যৌবন। কেমতে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হইব রক্ষণ? নিরন্তর ইহারে আমি বেদান্ত শুনাইব। বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব॥" প্রভু-সম্বন্ধে সার্বভৌমের উক্তি শুনিয়া মুকুন্দ ও গোপীনাথ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। গোপীনাথ বলিলেন—"ভট্টাচার্য্য! তুমি ইহার না জান মহিমা। ভগবত্তা-লক্ষণের ইহাতেই সীমা॥ তাহাতে বিখ্যাত ইঁহো পরম ঈশ্বর। অজ্ঞস্থানে কিছু নহে, বিজ্ঞের গোচর॥" তখন সার্বভৌম এবং তাঁহার শিষ্যগণের সহিত, প্রভুর ভগবত্তা-বিষয়ে গোপীনাথ আচার্যের বিস্তর বাদানুবাদ চলিল। সার্বভৌম প্রভুর ভগবত্তা কিছুতেই স্বীকার করিলেন না, প্রভুকে তিনি একজন পরম-ভাগবত মানুষমাত্র মনে করিলেন। শেষকালে সার্বভৌম গোপীনাথ আচার্যকে বলিলেন—"যাহ গোসাঞিঁর স্থানে। আমার নামে গণসহিত কর নিমন্ত্রণে॥ প্রসাদ আনিয়া তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা। পশ্চাৎ আমারে আসি করাইহ শিক্ষা॥" তদনুসারে গোপীনাথ ও মুকুন্দ প্রভুর নিকটে আসিলেন এবং সার্বভৌমের কথা বলিতে লাগিলেন। সার্বভৌমের কথায় মনে দুঃখ পাইয়া তাঁহারা সার্বভৌমের নিন্দা করিতে লাগিলেন। "শুনি মহাপ্রভু কহে—ঐছে মত কহ। আমাপ্রতি ভট্টাচার্য্যের হয় অনুগ্রহ॥ আমার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম চাহেন রাখিতে। বাৎসল্যে করুণা করেন—কি দোষ ইহাতে॥"

ইহার পরে একদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য নিজেই প্রভুকে সঙ্গে করিয়া জগন্নাথ দর্শন করাইলেন এবং প্রভুকে লইয়া নিজগৃহে আসিয়া প্রভুকে আসনে বসাইয়া স্নেহ-ভক্তি-সহকারে বলিলেন—"বেদান্ত-শ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ॥" শুনিয়া "প্রভু কহে—মোরে তুমি কর অনুগ্রহ। সেইত কর্ত্তব্য আমার—তুমি যেই কহ॥" সার্বভৌম প্রভুকে বেদান্ত (ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা) শুনাইতে আরম্ভ করিলেন, প্রভুও শুনিতে লাগিলেন। সাতদিন পর্যন্ত প্রভু বেদান্ত শুনিলেন; কিন্তু ভাল-মন্দ কিছুই বলেন না, বসিয়া বসিয়া কেবল শুনেন মাত্র। অষ্টম দিবসে সার্বভৌম প্রভুকে বলিলেন—"সাত দিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ॥ ভাল—মন্দ নাহি কহ—রহ মৌন ধরি। বুঝ কি না বুঝ—ইহা বুঝিতে না পারি॥" তখন—"প্রভু কহে—মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন। তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ॥ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণমাত্র করি। তুমি যে করহ অর্থ বুঝিতে না পারি॥" তখন, "ভট্টাচার্য কহে—'না বুঝি' হেন জ্ঞান যার। বুঝিবার তরে সেই পুছে আর বার॥ তুমি শুনি শুনি রহ মৌনমাত্র ধরি। হৃদয়ে কি আছে তোমার, বুঝিতে না পারি॥" শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"তুমি যে সূত্র (ব্রহ্মসূত্র) বলিয়া যাও, আমি তাহার অর্থ পরিষ্কার ভাবেই বুঝিতে পারি; কিন্তু সূত্রের যে-ব্যাখ্যা কর, মেঘ যেমন সূর্যকে আচ্ছাদিত করে, তোমার সেই ব্যাখ্যাও সূত্রের অর্থকে তদ্রূপ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতেছে। "সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান। কল্পনা-অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন॥ উপনিষদ্-শব্দের যে মুখ্য অর্থ হয়। সেই মুখ্য অর্থ ব্যাস সূত্রে সব কয়॥ মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা। অভিধাবৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ 'লক্ষণা'॥ স্বতঃপ্রমাণ বেদ—সত্য যেই কহে। লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা হানি হয়ে॥ ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ। স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন॥" সার্বভৌম শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ-ভাষ্যের সহায়তায় ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। মায়াবাদ-ভাষ্যে সূত্রের মুখ্য অর্থ পরিত্যক্ত হইয়াছে, লক্ষণাবৃত্তির অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রভু সার্বভৌমকে

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাহাই বলিলেন। সার্বভৌমও মায়াবাদী ছিলেন; সে-জন্যই তিনি প্রভুকে "বৈষ্ণব সন্ন্যাসী" জানিয়াও, তাঁহাকে "বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে" প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত নিরন্তর বেদান্ত (মায়াবাদ-ভাষ্যানুগত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ) শ্রবণের উপদেশ দিয়াছেন এবং প্রভুকে ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর-ভাষ্য শুনাইতেছিলেন। যাহা হউক, ইহার পরে প্রভু নিজেই ব্রহ্মসূত্রের মুখ্য অর্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সার্বভৌম প্রভুর ব্যাখ্যা খণ্ডনের নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, অনেক পূর্বপক্ষের এবং বহু বিতণ্ডা-ছল-নিগ্রহাদির উত্থাপন করিলেন। প্রভু সার্বভৌমের সমস্ত পূর্বপক্ষাদির খণ্ডন করিয়া তাঁহার মুখ্যার্থই স্থাপন করিলেন। সার্বভৌম আর যুক্তি-তর্ক চালাইতে অক্ষম হইলেন, নির্বাক্ হইয়া রহিলেন; কিন্তু তাঁহার মায়াবাদ ভাষ্যের প্রতি অনুরাগ স্তিমিত হইল না। প্রভু বলিলেন—বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে তিনটি—সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন। ভগবান্ হইতেছেন "সম্বন্ধ", সাধনভক্তি হইতেছে "অভিধেয়" এবং "প্রেম" হইতেছে "প্রয়োজন"। "আর যে যে কহে কিছু—সকলই কল্পনা। স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যে কল্পেন লক্ষণা॥ আচার্য্যের (শঙ্করাচার্যের) দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল। অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥ (প্রভু এ-স্থলে শাস্ত্রবাক্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন ৩।৩।৫০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।" প্রভুর কথা শুনিয়া সার্বভৌম "হৈল পরম বিস্মিত। মুখে না নিঃসরে বাণী—হইলা স্তম্ভিত॥" সার্বভৌমের এই অবস্থা দেখিয়া প্রভু বলিলেন—"ভট্টাচার্য্য! না কর বিস্ময়। ভগবানে ভক্তি পরমপুরুষার্থ হয়॥ আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর-ভজন। ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ॥" একথা বলিয়াই প্রভু "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ"-ইত্যাদি ভাগবত-শ্লোকটির (শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের পূর্ববর্তী ৩।৩।৬-শ্লোক) উল্লেখ করিলেন। শুনিয়া সার্বভৌম বলিলেন—"তোমার মুখে এই শ্লোকটির অর্থ শুনিতে ইচ্ছা হয়।" তখন প্রভু বলিলেন—"তুমি কি অর্থ কর, তাহা আগে শুনি। পাছে আমি করিব অর্থ—যেবা কিছু জানি॥" তখন সার্বভৌম তর্ক-শাস্ত্রের বিধান উত্থাপিত করিয়া শ্লোকটির নয় রকম অর্থ করিলেন। শুনিয়া প্রভু ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন—"ভট্টাচার্য্য! জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি। শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে ঐছে কারো নাহি শক্তি॥ কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য-প্রতিভায়। ইহা বই শ্লোকের আছে আরো অভিপ্রায়॥" তখন ভট্টাচার্যের প্রার্থনায় প্রভু এই শ্লোকটির আঠার রকমের অর্থ করিলেন, কিন্তু সার্বভৌমের নয় রকম অর্থের মধ্যে একটিকেও স্পর্শ করিলেন না। প্রভুর ব্যাখ্যা "শুনি ভট্টাচার্য্য মনে হৈল চমৎকার। প্রভুকে 'কৃষ্ণ' জানি করে আপনা ধিক্কার॥ ইহো ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—ইহা না জানিয়া। মহা অপরাধ কৈল গর্ব্বিত হইয়া॥ আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ। কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন॥ দেখাইল আগে তারে চতুর্ভুজ রূপ। পাছে শ্যাম বংশীমুখ—স্বকীয় স্বরূপ॥ দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি। পুন উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি॥ প্রভুর কৃপায় তারে স্ফুরিল সব তত্ত্ব। নাম-প্রেম-দান আদি বর্ণেন মহত্ত্ব॥ শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে। বৃহস্পতি ঐছে শ্লোক না পারে করিতে॥ শুনি সুখে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন। ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন॥ অশ্রু স্তম্ভ পুলক কম্প স্বেদ থরহরি। নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভুপদ ধরি॥" সেই দিন হইতেই সার্বভৌম প্রভুর ঐকান্তিক ভক্ত হইয়া পড়িলেন। "সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত এক তান। মহাপ্রভু বিনে সেবা নাহি জানে আন॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম। এই ধ্যান, এই জপ, এই লয় নাম॥" সার্বভৌম

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"চৈতন্যচরণ বিনে নাহি জানে আন। ভক্তি বিনু শাস্ত্রের আর না করে ব্যাখ্যান॥" তাঁহার তখন এমন অবস্থা হইয়াছিল যে "মুক্তি"-শব্দটি উচ্চারণ করিতেও ঘৃণাবোধ করিতেন, ভক্তিতেই পরমানন্দ লাভ করিতেন। ভক্তির পরমানন্দ অনুভব করিয়া তিনি নিজেকে এত কৃতার্থ মনে করিতেছিলেন যে, তাঁহার সুহৃৎ কাশীবাসী প্রসিদ্ধ মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতীকেও তদ্রূপ কৃতার্থতা পাওয়াইবার নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কবিরাজ-গোস্বামীর উল্লিখিত বিবরণের সহিত কর্ণপূরের বিবরণেরও সঙ্গতি আছে। তবে কর্ণপূরের বিবরণ সংক্ষিপ্ত।

এক্ষণে শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের কথিত বিবরণ আলোচিত হইতেছে। সার্বভৌম যে প্রথমে প্রভুর ভগবত্তা স্বীকার করিতেন না, প্রভুকে মানুষমাত্র মনে করিতেন এবং প্রভুর ষড়্‌ভুজরূপ দর্শনের পরেই যে তিনি প্রভুর ভগবত্তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে কর্ণপূর ও কবিরাজের সহিত বৃন্দাবনদাসের কোনও বিরোধ নাই। এক্ষণে অন্য বিষয় আলোচনা করা যাউক।

প্রথমতঃ, বৃন্দাবনদাসের বিবরণ হইতে জানা যায়, সার্বভৌম প্রথম হইতেই ছিলেন প্রেমভক্তিকামী পরম-ভাগবত। কিন্তু কর্ণপূর ও কবিরাজের বিবরণ হইতে জানা যায়, সার্বভৌম ছিলেন ভক্তিবিরোধী। এ-স্থলে কর্ণপূরও কবিরাজের বিবরণের সহিত বৃন্দাবনদাসের বিবরণের বিরোধ।

দ্বিতীয়তঃ, সার্বভৌম যে পূর্বে শঙ্করানুগত মায়াবাদী ছিলেন, বৃন্দাবনদাসের বিবরণ হইতে তাহার আভাসও পাওয়া যায় না। কিন্তু কর্ণপূর ও কবিরাজের বিবরণ হইতে জানা যায়, পূর্বে সার্বভৌম ছিলেন ঘোর মায়াবাদী। এ-স্থলেও বিরোধ দৃষ্ট হয়।

তৃতীয়তঃ, বৃন্দাবনদাসের বিবরণ অনুসারে, সার্বভৌম ছিলেন সন্ন্যাসের বিরোধী, তিনি সাধন-ভজনের পক্ষে সন্ন্যাসের অনাবশ্যকতা এবং অপকারিতা খ্যাপন করিয়াছেন। কিন্তু কর্ণপূর এবং কবিরাজের বিবরণ-অনুসারে, সার্বভৌম তদ্রূপ ছিলেন না, তিনি বরং প্রভুর সন্ন্যাস-ধর্ম-রক্ষণের নিমিত্তই বিশেষ আগ্রহবান্ ছিলেন, সন্ন্যাসের অনাবশ্যকতা এবং অপকারিতার কথা তিনি কিছুই বলেন নাই। এই বিষয়েও কর্ণপূর ও কবিরাজের সহিত বৃন্দাবনদাসের বিরোধ দৃষ্ট হয়।

চতুর্থতঃ, বৃন্দাবনদাসের বিবরণ অনুসারে, শঙ্করাচার্যের নিজস্ব অভিপ্রেত বস্তু ছিল---শ্রীকৃষ্ণভজন (৩।৩।৪৮-পয়ার), নিরন্তর প্রেমভক্তিযোগ (৩।৩।৫০-পয়ার)। কিন্তু কর্ণপূর ও কবিরাজের প্রদত্ত বিবরণে এইরূপ কথা নাই। বরং প্রভুকে "বৈষ্ণব সন্ন্যাসী" জানিয়াও যে সার্বভৌম তাঁহাকে শঙ্কর-মতে নিবিষ্ট করাইবার নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহবান্ ছিলেন, কর্ণপূর ও কবিরাজের বিবরণ হইতে তাহাই জানা যায়। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য ছিলেন ভক্তিবিরোধী। এ-স্থলেও বৃন্দাবনদাসের বিবরণ হইতেছে কর্ণপূর ও কবিরাজের বিবরণের বিরুদ্ধ।

পঞ্চমতঃ, বৃন্দাবনদাসের বিবরণ হইতে জানা যায়, মহাপ্রভুই সার্বভৌমের নিকটে শ্রীমদ্‌ভাগবতের, বিশেষতঃ ভাগবতোক্ত "আত্মারাম"-শ্লোকের, তাৎপর্য জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কবিরাজের বিবরণ হইতে জানা যায়, মহাপ্রভু সার্বভৌমের নিকটে এইরূপ কোনও কথাই বলেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মহাপ্রভুই সার্বভৌমের নিকটে "আত্মারাম"-শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছিলেন। তখন সার্বভৌমই প্রভুর মুখে এই শ্লোকের তাৎপর্য জানিতে চাহিয়াছিলেন। এ-স্থলেও বৃন্দাবনদাসের বিবরণ কবিরাজের বিবরণের বিরুদ্ধ।

ষষ্ঠতঃ, বৃন্দাবনদাসের বিবরণ হইতে জানা যায়, সার্বভৌমের নিকটে ষড়্‌ভুজরূপ প্রকটিত করিয়া প্রভু সার্বভৌমকে বলিয়াছেন—"সার্ব্বভৌম! কি তোর বিচার। সন্ন্যাসে কি আমার নাহিক অধিকার॥" তাহার পরে সার্বভৌমের নিকটে প্রভু নিজের অবতীর্ণ হওয়ার হেতু বলিয়াছেন। কিন্তু কর্ণপূর বা কবিরাজের বিবরণে ইহার নামগন্ধও নাই। প্রভুর উল্লিখিত উক্তিতে সার্বভৌমের প্রতি প্রভুর ক্রোধ এবং কিছু ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু প্রভু যে সার্বভৌমের প্রতি কখনও ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন, কর্ণপূর ও কবিরাজের বিবরণ হইতে তাহার আভাসও পাওয়া যায় না। বরং সার্বভৌম-সম্বন্ধে প্রভু যে সর্বদা প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই জানা যায়। সার্বভৌমই বলিয়াছেন—প্রভু ছিলেন "প্রকৃতি বিনীত"। প্রভু সার্বভৌমের সম্বন্ধে গুরুবুদ্ধি পোষণ করিতেন। এই অবস্থায়, সার্বভৌমের প্রতি ঔদ্ধত্য-প্রকাশ প্রভুর পক্ষে সম্ভব নয়। প্রভু সার্বভৌমের সাক্ষাতে ষড়্‌ভুজরূপ প্রকটিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু নিজমুখে যে নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব এবং অবতরণের হেতুর কথা বলিয়াছেন, কর্ণপূর বা কবিরাজের বিবরণ হইতে তাহা জানা যায় না। বরং ইহাই জানা যায় যে, ষড়্‌ভুজরূপ দর্শন করিয়া, প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্ব, উপলব্ধি করিয়া, সার্বভৌমই তাঁহার গৌর-স্তবে প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্ব এবং অবতরণের হেতুর কথা বলিয়াছেন। এইরূপে দেখা গেল, এই প্রসঙ্গেও বৃন্দাবনদাসের বিববণ হইতেছে কর্ণপূর ও কবিরাজের বিবরণের বিরুদ্ধ।

সপ্তমতঃ, ১৪৭-৫৭-পয়ারে বৃন্দাবনদাস যে-বিবরণ দিয়াছেন, তাহা যদি সার্বভৌম-উদ্ধারের অব্যবহিত পরবর্তীকালের ঘটনার বিবরণ হয়, তাহা হইলে তাহাও হইবে কর্ণপূর ও কবিরাজের বিবরণের সহিত সঙ্গতিহীন। এ-কথা বলার হেতু এই।

১৪৩১ শকের মাঘ মাসের শেষ তারিখে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রভু ফাল্গুনের শেষ ভাগে নীলাচলে গিয়াছিলেন। চৈত্রমাসে সার্বভৌমের উদ্ধার সাধন করেন এবং ১৪৩২ শকের প্রথম ভাগেই দক্ষিণদেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। সুতরাং সার্বভৌম-উদ্ধারের পরে এবং দক্ষিণদেশে গমনের পূর্বে, সময় ছিল অতি অল্প। কবিরাজ-গোস্বামীর প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায়, এই সময়ের মধ্যে নীলাচলবাসী ভক্তদের সহিতও প্রভুর পরিচয় হয় নাই। প্রভু দক্ষিণদেশে দুই বৎসর থাকিয়া ১৪৩৪ শকের প্রারম্ভে, সম্ভবতঃ বৈশাখ মাসে, নীলাচলে ফিরিয়া আসেন। কবিরাজ-গোস্বামীর বিবরণ হইতে জানা যায়, তখনই কাশী-মিশ্রের গৃহে (গম্ভীরায়) প্রভুর বাসস্থান নির্ধারিত হইয়াছিল এবং তখন কাশী-মিশ্রের গৃহেই সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভুর সহিত নীলাচলবাসী ভক্তদিগের মিলন করাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং সার্বভৌম-উদ্ধারের অব্যবহিত পরে, প্রভুর দক্ষিণদেশে গমনের পূর্বে, ১৪৭-৫৭-পয়ারোক্ত ঘটনাগুলি হওয়া সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। কবিরাজ-গোস্বামীও এই সময়ের মধ্যে এইরূপ কোনও ঘটনার উল্লেখ করেন নাই।

এই অধ্যায়ের ১০-১৫৭-পয়ারসমূহে বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যে-বিবরণ দিয়াছেন, তাহার কয়েকটি বিষয়ে

কথোদিন-বিলম্বে পরমানন্দপুরী ।
আসিয়া মিলিলা তীর্থ-পর্য্যটন করি ॥ ১৫৮
দূরে প্রভু দেখিয়া পরমানন্দপুরী ।
সম্ভ্রমে উঠিলা প্রভু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ১৫৯
প্রিয় ভক্ত দেখি প্রভু পরম-সন্তোষে ।
নৃত্য করে স্তুতি করে মহাপ্রেমাবেশে ॥ ১৬০
বাহু তুলি বলিতে লাগিলা "হরি হরি।
দেখিলাঙ নয়নে পরমানন্দপুরী ॥ ১৬১
আজি ধন্য লোচন, সফল আজি জন্ম ।
সফল আমার আজি হৈল সর্ব্ব ধর্ম্ম ॥" ১৬২
প্রভু বোলে "আজি মোর সফল সন্ন্যাস ।
আজি মাধবেন্দ্র মোরে হইলা প্রকাশ ॥" ১৬৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যে কর্ণপূর ও কবিরাজের প্রদত্ত বিবরণের সহিত বৃন্দাবনদাসের বিবরণের সঙ্গতি নাই, বরং বিরোধ আছে, তাহা প্রদর্শিত হইল। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে এইরূপ অসঙ্গতি আরও দেখা যাইতে পারে। বাহুল্যবোধে তদ্রূপ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া গেল না।

বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের বিবরণে কয়েকটি সত্য ঘটনার অদ্ভুত রকমের সমাবেশ যেমন দৃষ্ট হয়, তেমন আবার কয়েকটি সত্যঘটনা যে বাদ পড়িয়াছে, তাহাও দেখা যায়। আত্মারাম-শ্লোক-প্রসঙ্গে অদ্ভুত সমাবেশ আছে। সার্বভৌমকর্তৃক প্রভুকে "বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে" প্রবেশ করাইবার প্রয়াস, সার্বভৌমের নিকটে প্রভুকর্তৃক ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ-প্রকাশ এবং সেই প্রসঙ্গে সার্বভৌমের বাদ-বিতণ্ডাদি বাদ পড়িয়া গিয়াছে। এ-সমস্ত হইতেছে অনুমানমূলক কিম্বদন্তীর লক্ষণ (৩।১।২২-২৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এ-সমস্ত কারণে এবং কর্ণপূর ও কবিরাজের বিবরণের সহিত বৃন্দাবনদাসের বিবরণের অসঙ্গতি এবং বিরোধ দৃষ্ট হয় বলিয়া, মনে হয়, আলোচ্য পয়ারসমূহে প্রদত্ত বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের বিবরণ কিম্বদন্তীমূলক হওয়ারই সম্ভাবনা (৩।১।২২-২৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৫৮। কথোদিন বিলম্বে—কিছুকাল (অন্যূন দুই বৎসর কাল) অতীত হইয়া গেলে। কবিরাজ-গোস্বামীর বর্ণনা অনুসারে, প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরেই পরমানন্দপুরী, স্বরূপদামোদর এবং অন্যান্য ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। "কথোদিন বিলম্বে"-বাক্যে এ-স্থলে প্রভুর দক্ষিণদেশে অবস্থিতি-কালকেই বুঝাইতেছে। গ্রন্থকার বৃন্দাবন-দাস-ঠাকুর প্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণের কথা কিছু বলেন নাই। কর্ণপূর ও কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহাদের গ্রন্থে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। তীর্থ পর্য্যটন করি—পরমানন্দপুরী নানা তীর্থ পর্যটন (ভ্রমণ) করিয়া শেষে নীলাচলে আসিয়াছিলেন।

১৫৯। দূরে প্রভু ইত্যাদি—পরমানন্দপুরীকে দূরে দেখিয়া (প্রভুর নিকটে আসিবার পূর্বেই, কিছু দূরবর্তী স্থানে তাঁহাকে দেখিয়াই) প্রভু সম্ভ্রমে উঠিলা—শ্রদ্ধার সহিত তাড়াতাড়ি উঠিলেন।

১৬০। "স্তুতি করে মহাপ্রেমাবেশে"-স্থলে "মহাপ্রভু প্রেমরসে ভাসে"-পাঠান্তর।

১৬২। "আজি"-স্থলে "জাতি"-পাঠান্তর।

১৬৩। "সন্ন্যাস"-স্থলে "জীবন"-পাঠান্তর। আজি মাধবেন্দ্র ইত্যাদি—শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী ছিলেন, মহাপ্রভুর পরমগুরু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য; সুতরাং তিনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের প্রেমশক্তি ও

এত বলি প্রিয় ভক্ত লই প্রভু কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান পদ্মনেত্র জলে ॥ ১৬৪
পুরী প্রথমেই মাত্র শ্রীমুখ দেখিয়া।
আনন্দে আছেন আত্মবিস্মৃত হইয়া ॥ ১৬৫
কথোক্ষণে অন্যোহন্যে করেন প্রণাম।
পরমানন্দপুরী—চৈতন্যের প্রিয়ধাম ॥ ১৬৬
পরম-সন্তোষ প্রভু তাঁহারে পাইয়া।
রাখিলেন নিজসঙ্গে পার্ষদ করিয়া ॥ ১৬৭
নিজ প্রভু চিনিঞা পরমানন্দপুরী।
রহিলা আনন্দে পাদপদ্ম সেবা করি ॥ ১৬৮
মাধবপুরীর প্রিয় শিষ্য মহাশয়।
শ্রীপরমানন্দপুরী—তনু প্রেমময় ॥ ১৬৯
দামোদরস্বরূপ মিলিলা কথোদিনে।
রাত্রিদিন যাঁহার বিহার প্রভু-সনে ॥ ১৭০
দামোদরস্বরূপ সঙ্গীতরসময়।
যাঁর ধ্বনি শুনিলে প্রভুর নৃত্য হয় ॥ ১৭১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কৃপাশক্তি ধারণ করিতেন। সেজন্যই প্রভু বলিয়াছেন—আজ পরমানন্দপুরীরূপে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রই আমার সাক্ষাতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং আজ আমার সন্ন্যাসগ্রহণ সার্থক হইল। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "আজি মাধবেন্দ্রপুরী হইলা প্রসন্ন"-পাঠান্তর।

১৬৪-১৬৫। "অঙ্গ তান পদ্মনেত্র"-স্থলে "কলেবর শ্রীপদ্মাক্ষ"-পাঠান্তর। শ্রীপদ্মাক্ষ—শ্রীপদ্মাক্ষি, শ্রীপদ্মনয়ন। **পুরী**—পরমানন্দপুরী। **শ্রীমুখ**—প্রভুর শ্রীবদন। "প্রথমেই মাত্র"-স্থলে "বোল প্রথমেই"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই।

১৬৮। কবিরাজ-গোস্বামীর প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায়—মহাপ্রভু সর্বদাই পরমানন্দপুরী গোস্বামীর প্রতি গুরুবুদ্ধি পোষণ করিতেন, পুরীগোস্বামী যখনই প্রভুর নিকটে আসিতেন, তখনই প্রভু তাঁহাকে দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিতেন। পুরীগোস্বামী যে কখনও প্রভুকে দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিতেন, কবিরাজ-গোস্বামী তাহা বলেন নাই। পুরীগোস্বামী ছিলেন মহাপ্রভুর গুরুপর্যায়ভুক্ত—লৌকিকী লীলায় প্রভুর দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর গুরুভ্রাতা; সুতরাং তাঁহার প্রণামাদি গ্রহণ প্রভুর পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর এই পয়ারে লিখিয়াছেন—শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী নিজ প্রভুকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিতেন। কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি অনুসারে, পুরী গোস্বামি-সম্বন্ধে প্রভুর মনোভাবের সহিত এই পয়ারোক্তির সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয় না।

১৭০। **দামোদর স্বরূপ**—স্বরূপদামোদর। ইনি প্রভুর নবদ্বীপ-লীলারও সঙ্গী ছিলেন; তখন তাঁহার নাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য, প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তিনিও মনোদুঃখে বারাণসীতে গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; তখন তাঁহার নাম হইয়াছিল দামোদর স্বরূপ। প্রভু দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন জানিয়া তিনি বারাণসী হইতে নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

১৭১। **সঙ্গীতরসময়**—কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীতরসে ভরপূর। স্বরূপদামোদর ছিলেন সঙ্গীতবিশারদ—মধুর-কণ্ঠ, ভক্তিরসবিষয়েও পরম-নিপুণ। **ধ্বনি**—কীর্তন-ধ্বনি (শব্দ)। "যাঁর"-স্থলে "তান"-পাঠান্তর। তান—তাঁহার।

দামোদরস্বরূপ পরমানন্দপুরী।
শেষখণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী ॥ ১৭২
এইমতে অল্পে অল্পে যত ভক্তগণ।
নীলাচলে আসি সভে হইলা মিলন ॥ ১৭৩
যে যে পার্ষদের জন্ম উৎকলে হইলা।
তাঁহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা ॥ ১৭৪
মিলিলা প্রত্যুম্নমিশ্র—প্রেমের শরীর।
পরমানন্দ রামানন্দ—দুই মহাধীর ॥ ১৭৫
দামোদরপণ্ডিত—শ্রীশঙ্করপণ্ডিত।
কথোদিনে আসিয়া হইলা উপনীত ॥ ১৭৬
শ্রীপ্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী—নৃসিংহের দাস।
যাঁহার শরীরে শ্রীনৃসিংহ-পরকাশ ॥ ১৭৭
'কীর্ত্তনবিহারী নরসিংহ ন্যাসিরূপে।'
জানিঞা রহিলা আসি প্রভুর সমীপে ॥ ১৭৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৭২। শেষখণ্ডে—প্রভুর শেষ লীলায়, সন্ন্যাসের পরবর্তীকালের লীলায়। **সঙ্গে অধিকারী**—সঙ্গে (সঙ্গবিষয়ে) অধিকারী, প্রভুর সঙ্গে থাকার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

১৭৪। উৎকলে—উড়িষ্যাদেশে।

১৭৫। **প্রদ্যুম্নমিশ্র**—ইনি নীলাচলেই বাস করিতেন। **পরমানন্দ রামানন্দ**—পরমানন্দপুরী এবং রামানন্দ রায়। রামানন্দ রায় ছিলেন উড়িষ্যাধিপতি রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে রাজমহেন্দ্রী প্রদেশের শাসনকর্তা। দক্ষিণদেশ-ভ্রমণের সময়ে প্রভু তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার মুখে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব এবং শ্রীরাধার প্রেম-মহিমা প্রকাশ করাইয়া নিজে আস্বাদন করিয়াছিলেন। প্রভুর ইচ্ছাতেই রামানন্দ রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে বাসের নিমিত্ত নীলাচলে আসিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন মহাপণ্ডিত এবং পরম মহাভাগবত। **মহাধীর**—পরমগম্ভীর।

১৭৬। শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত ছিলেন দামোদর পণ্ডিতের ছোট ভাই। কর্ণপূর ও কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তিতে জানা যায়, সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন নীলচলে আসিয়াছিলেন, তখনই দামোদর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে ছিলেন। শঙ্কর পণ্ডিত পরে নীলাচলে আসিয়াছিলেন।

১৭৭-৭৮। **নৃসিংহের দাস**—নৃসিংহের উপাসক। **কীর্ত্তনবিহারী ইত্যাদি**—তাঁহার উপাস্য নরসিংহই (নৃসিংহদেবই) সন্ন্যাসিরূপে নীলাচলে কীর্তনে বিহার করিতেছেন—ইহা, **জানিঞা রহিলা ইত্যাদি**—জানিতে পারিয়া প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী প্রভুর নিকটে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী যে নীলাচলে আসিয়া প্রভুর নিকটে বাস করিতেন, কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি হইতে তাহা জানা যায় না। কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—"প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী—তাঁর নিজ নাম। 'নৃসিংহানন্দ' নাম তাঁর কৈল গৌরধাম ॥ চৈ. চ. ৩।২।৫২ ॥" তিনি আরও বলিয়াছেন, গৌড়দেশ দিয়া বৃন্দাবন-গমনের কথা বলিয়া প্রভু যখন নীলাচল হইতে গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন, গৌড়দেশবাসী যে-সকল ভক্ত প্রভুর নিকটে নীলাচলে বাস করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে গদাধর পণ্ডিত ব্যতীত, অন্য সমস্ত ভক্তই প্রভুর সঙ্গে তখন গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন। (চৈ. চ. ২।১৬ পরিচ্ছেদ)। প্রভু যে বৃন্দাবন গমন করিতে যাইতেছিলেন, নীলাচলে থাকিতেই তাঁহারা সকলে তাহা জানিতেন। সে-যাত্রায় প্রভু যখন নবদ্বীপের নিকটবর্তী কুলিয়াগ্রামে আসিয়াছিলেন, কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন, একমাত্র তখনই নৃসিংহানন্দ (অর্থাৎ প্রদ্যুম্ন

ভগবান্‌-আচার্য্য আইলা মহাশয়।
শ্রবণেও যাঁরে নাহি পরশে' বিষয়॥ ১৭৯
এইমত যতেক সেবক যথা ছিলা।
সভেই প্রভুর পাশে আসিয়া মিলিলা॥ ১৮০
প্রভু দেখি সভার হইল দুঃখনাশ।
সভে করে প্রভুসঙ্গে কীর্ত্তনবিলাস॥ ১৮১
সন্ন্যাসীর রূপে বৈকুণ্ঠের অধিপতি।
কীর্ত্তন করেন সর্ব্বভক্তের সংহতি॥ ১৮২
শ্রীচৈতন্যরসে নিত্যানন্দ মহাধীর।
পরম উদ্দাম—একস্থানে নহে স্থির॥ ১৮৩
জগন্নাথ দেখিয়া যায়েন ধরিবারে।
পড়িহারিগণে কেহো রাখিতে না পারে॥ ১৮৪
একদিন উঠিয়া সুবর্ণসিংহাসনে।
বলরাম ধরিয়া করিলা আলিঙ্গনে॥ ১৮৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ব্রহ্মচারী) জানিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রভু বৃন্দাবনে যাইবেন, তাহার পূর্বে তিনি তাহা জানিতেন না। "কুলিয়াগ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন। কোটী কোটী লোক আসি কৈল দরশন॥ চৈ. চ. ২।১।১৪২॥ বৃন্দাবন যাবেন প্রভু—শুনি নৃসিংহানন্দ। পথ সাজাইল মনে পাইয়া আনন্দ॥ চৈ. চ. ২।১।১৪৫॥" এই উক্তি হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়, প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী (নৃসিংহানন্দ) প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে থাকিতেন না, প্রভুর সঙ্গে নীলাচল হইতে তিনি কুলিয়ায় আসেনও নাই; যদি তিনি নীলাচলেই থাকিতেন, তাহা হইলে নীলাচলে থাকিতেই তিনি প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের কথা জানিতেন। এই সমস্ত বিবরণ হইতে জানা যায়, প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী গৌড়দেশেই থাকিতেন। নীলচল হইতে প্রভুর সঙ্গে যে-সকল প্রধান প্রধান ভক্ত গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন, কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহাদের নামও লিখিয়াছেন (চৈ. চ. ২।১৬-পরিচ্ছেদে); কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী বা নৃসিংহানন্দের নাম নাই। এ-সমস্ত কারণে মনে হয়, প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে বাস করিতেন বলিয়া যে বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর লিখিয়াছেন, তাহা কিম্বদন্তীমূলক উক্তি হওয়ারই সম্ভাবনা। "কীর্ত্তনবিহারী"-স্থলে "কীর্ত্তনে বিহরে"-পাঠান্তর।

১৭৯। **ভগবান্ আচার্য্য**—ইনি গৌড়দেশবাসী। তাঁহার পিতার নাম—শতানন্দ খান, মহাবিষয়ী। কিন্তু ভগবান্ আচার্য ছিলেন "বিষয়-বিমুখ" এবং "বৈরাগ্যপ্রধান।" তিনি গৃহত্যাগ করিয়া নীলাচলে প্রভুর নিকটে বাস করিতেন (চৈ. চ. ৩।২-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। **শ্রবণেও ইত্যাদি**—বিষয়ের কথা যাঁহার কর্ণকেও স্পর্শ করিত না; অর্থাৎ তিনি কখনও বিষয়ের কথা শুনিতেনও না।

১৮৩। পূর্ববর্তী ১৫৮-৮২ পয়ারসমূহে, দক্ষিণদেশ হইতে প্রভুর প্রত্যাবর্তনের পরে, বিভিন্ন স্থানের ভক্তদের সহিত প্রভুর নীলচলে মিলনের কথা বলিয়া, গ্রন্থকার এক্ষণে ১৮৩-৯৩-পয়ার-সমূহে শ্রীনিত্যানন্দের প্রসঙ্গ বলিতেছেন।

অন্বয়। নিত্যানন্দ মহাধীর হইলেও, শ্রীচৈতন্যরসে (শ্রীচৈতন্যের প্রেমরসে) পরম উদ্দাম (অস্থির), কখনও তিনি এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারেন না।

১৮৪। পড়িহারিগণে—জগন্নাথের পড়িছাগণ।

১৮৫। সুবর্ণসিংহাসনে—জগন্নাথ-মন্দিরস্থ স্বর্ণসিংহাসনে। "করিলা"-স্থলে "কৈলেন"-পাঠান্তর।

উঠিতেই পড়িহারী ধরিলেক হাথ।
ধরিতে পড়িল গিয়া হাথ পাঁচ সাত॥ ১৮৬
নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের গলার।
মালা লই পরিলেন গলে আপনার॥ ১৮৭
মালা পরি চলিলেন গজেন্দ্রগমনে।
পড়িহারী উঠিয়া চিন্তয়ে মনে মনে॥ ১৮৮
"এ অবধূতের কভু মানুষী শক্তি নয়।
বলরাম-স্পর্শে কি অন্যের দেহ রয়॥ ১৮৯
মত্তহস্তী ধরি মুঞি পারোঁ রাখিবারে।
মুঞি ধরিলেও কি মনুষ্য যাইতে পারে॥ ১৯০
হেন মুঞি হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিলুঁ।
তৃণপ্রায় হই গিয়া কোথায় পড়িলুঁ॥" ১৯১
এইমত চিন্তি পড়িহারী মহাশয়।
নিত্যানন্দ দেখিলেই করয়ে বিনয়॥ ১৯২
নিত্যানন্দস্বরূপ স্বভাব-বাল্যভাবে।
আলিঙ্গন করেন পরম-অনুরাগে॥ ১৯৩
তবে কথোদিনে গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীপতি।
সমুদ্রকূলেতে আসি করিলা বসতি॥ ১৯৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৮৬। উঠিতেই—সিংহাসনে উঠামাত্রই। অথবা, সিংহাসনে উঠিবার চেষ্টা করার সময়েই। ধরিতে পড়িল ইত্যাদি—নিত্যানন্দকে ধরামাত্রই পড়িছা পাঁচ-সাত হাত দূরে গিয়া পড়িলেন।

১৮৯। "এ অবধূতের কভু মানুষী"-স্থলে "এ ত অবধূতের মনুষ্য"-পাঠান্তর।

১৯০। "ধরিলেও"-স্থলে "ফিরিলেও"-পাঠান্তর। ফিরিলেও—ফিরিয়া দাঁড়াইলেও।

১৯৩। **স্বভাব-বাল্যভাবে**—স্বাভাবিক বা স্বরূপগত বাল্যভাবের আবেশে। **আলিঙ্গন করেন**—বলরামকে আলিঙ্গন করেন। "স্বরূপ স্বভাব-"-স্থলে "স্বরূপো সভারে"-পাঠান্তর।

শ্রীনিত্যানন্দ-সম্বন্ধে ১৮৩-৯৩-পয়ারসমূহে যাহা বলা হইয়াছে, অন্য কোনও চরিতকারের গ্রন্থে তাহা দৃষ্ট হয় না। এই বিবরণ কি নূতন তথ্য, না কি কিম্বদন্তীমূলক, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

১৯৪। কথোদিনে—কিছু দিন পরে। এই পয়ারে বলা হইয়াছে, কিছু দিন পরে, প্রভু সমুদ্রকূলে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পরবর্তী পয়ার-সমূহ হইতে জানা যায়, প্রভুর এই সমুদ্রতীরবর্তী বাসস্থান হইতে সমুদ্র ও সমুদ্রের তরঙ্গ দৃষ্ট হইত (১৯৯ পয়ার)। কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন, সন্ন্যাসের পরে, শান্তিপুর হইতে নীলাচলে উপস্থিতির পরে প্রভু সার্বভৌমের মাতৃস্বসার গৃহেই বাস করিতেন (এই স্থান হইতে সমুদ্রের তরঙ্গাদি দৃষ্টিগোচর হইত না) এবং দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভু কাশীমিশ্রের গৃহেই (গম্ভীরাতেই) সর্বদা বাস করিতেন, কেবল রথযাত্রাকালে নয় দিন গুণ্ডিচামন্দিরের নিকটবর্তী উদ্যানে বাস করিতেন, অন্যত্র কোথাও বাস করিতেন না। বর্তমান সময় পর্যন্তও কাশীমিশ্রের গৃহেই প্রভুর বাসস্থান বিরাজিত। কাশীমিশ্রের গৃহ হইতে সমুদ্র বা সমুদ্রের তরঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয় না। কাশীমিশ্রের গৃহ হইতেই প্রভু সমুদ্র-স্নানে যাইতেন। অবশ্য কোনও কোনও সময়ে সমুদ্রতীরবর্তী উদ্যানে, ভক্তগণের সহিত প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্তনাদি করিতেন; কিন্তু সমুদ্রতীরে, যে-স্থান হইতে সমুদ্র দৃষ্টিগোচর হয়, এমন কোনও স্থানে যে কখনও প্রভুর বাসা ছিল, একথা কবিরাজ-গোস্বামী বলেন নাই। অবশ্য জগন্নাথ-মন্দিরও সমুদ্রতীরে, কাশীমিশ্রের গৃহও সমুদ্রতীরে—কিন্তু সমুদ্র হইতে কিছু দূরে;

সিন্ধুতীরে স্থান অতি রম্য মনোহর।
দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ১৯৫
চন্দ্রবতী রাত্রি, বহে দক্ষিণ-পবন।
বৈসেন সমুদ্রকূলে শ্রীশচীনন্দন ॥ ১৯৬
সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক শোভিত চন্দনে।
নিরবধি 'হরে কৃষ্ণ' বোলে শ্রীবদনে ॥ ১৯৭
মালায় পূর্ণিত বক্ষ—অতি মনোহর।
চতুর্দ্দিগে বেঢ়িয়া আছয়ে অনুচর ॥ ১৯৮
সমুদ্রের তরঙ্গ নিশায় শোভে অতি।
হাসি দৃষ্টি করে প্রভু তরঙ্গের প্রতি ॥ ১৯৯
গঙ্গা-যমুনার যত ভাগ্যের উদয়।
এবে তাহা পাইলেন সিন্ধু মহাশয় ॥ ২০০
হেনমতে সিন্ধুতীরে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
বসতি করেন লই সর্ব্ব অনুচর ॥ ২০১
সর্ব্বরাত্রি সিন্ধুতীরে পরম-বিরলে।
কীর্ত্তন করেন প্রভু মহা কুতূহলে ॥ ২০২
তাণ্ডবপণ্ডিত প্রভু নিজ-প্রেম-রসে।
তাণ্ডব করেন দেখি সভে সুখে ভাসে ॥ ২০৩
রোমহর্ষ, অশ্রু, কম্প, হুঙ্কার, গর্জ্জন।
স্বেদ, বহুবিধ-বর্ণ হয় ক্ষণে ক্ষণ ॥ ২০৪
যত ভক্তিবিকার—সকল একেবারে।
পরিপূর্ণ হয় আসি প্রভুর শরীরে ॥ ২০৫
যত ভক্তিবিকার—সভেই মূর্ত্তিমন্ত।
সভেই ঈশ্বরকলা—মহাজ্ঞানবন্ত ॥ ২০৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এই দুই স্থানের কোনও স্থান হইতেই সমুদ্র দৃষ্ট হয় না। গ্রন্থকারের এই উক্তি, প্রকৃত বিবরণের অদ্ভুত-সমাবেশময় একটি কিম্বদন্তী কিনা, তাহা বিবেচ্য।

১৯৫। "সন্তোষ"-স্থলে "সন্তোষে"-পাঠান্তর।

১৯৬। **চন্দ্রবতী**—জ্যোৎস্নাময়ী।

২০০। **গঙ্গা-যমুনার ইত্যাদি**—প্রভু যখন নবদ্বীপে ছিলেন, তখন গঙ্গার এবং যখন প্রভু গত দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন যমুনার যে সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল, এবে তাহা ইত্যাদি—এক্ষণে মহাশয় (পরমসুকৃতি) সিন্ধু (সমুদ্র) সেই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

২০২। **পরম বিরলে**—অতি নিভৃতে। "প্রভু মহা"-স্থলে "মহাপ্রভু"-পাঠান্তর।

২০৩। **তাণ্ডব পণ্ডিত**—তাণ্ডবনৃত্যে পরম নিপুণ। "ভাসে"-স্থলে "হাসে"-পাঠান্তর।

২০৫-৬। **ভক্তিবিকার**—প্রেমভক্তির বিকার, অশ্রু-কম্প-পুলকাদি। **একেবারে**—একসঙ্গে। **পরিপূর্ণ হয়**—পূর্ণতমরূপে আবির্ভূত হয়। **মূর্ত্তিমন্ত**—মূর্তিমান্, সম্যক্‌রূপে উদ্দীপ্ত। **ঈশ্বরকলা**—ঈশ্বরের শক্তি বা অংশ। **সভেই ঈশ্বর-কলা**—সমস্ত ভক্তিবিকারই ঈশ্বর-কলা—ঈশ্বরের শক্তি বা অংশ। ভক্তি বা প্রেমভক্তি হইতেছে ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তির (বা স্বরূপশক্তির) বৃত্তি—সুতরাং স্বরূপতঃ চিচ্ছক্তি, ঈশ্বর-শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বা শক্তিরূপ অংশ। প্রেমভক্তির বিকারসমূহও হইতেছে প্রেমভক্তিরই বৈচিত্রী—সুতরাং বিকারসমূহও হইতেছে ঈশ্বর-শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বা শক্তিরূপ অংশ। চিচ্ছক্তি হইতেছে জ্ঞা-রূপা শক্তি ; সুতরাং প্রেমবিকার-সমূহও হইতেছে **মহাজ্ঞানবন্ত**—মহাজ্ঞানবিশিষ্ট, চেতনাময়। অশ্রুকম্পাদি প্রেমবিকার—ভয় বা শৈত্যাদি হইতে জাত অশ্রু-কম্পাদির ন্যায় জড় বা অচেতন বস্তু নহে। প্রাকৃত রসগ্রন্থের আলোচনাতেও পিচ্ছিল-চিত্ত ব্যক্তির মধ্যে অশ্রু প্রভৃতির উদয় হয় ; তৎসমস্ত কিন্তু উল্লিখিত

আপনে ঈশ্বর নাচে বৈষ্ণব-আবেশে।
জানি সভে নিরবধি থাকে প্রভু-পাশে ॥ ২০৭
অতএব তিলার্দ্ধো বিচ্ছেদ প্রেম-সনে।
নাহিক শ্রীগৌরসুন্দরের কোনো ক্ষণে ॥ ২০৮
যত শক্তি ঈষত লীলায় করে প্রভু।
সেই আর অন্যে সম্ভাবনা নহে কভু ॥ ২০৯
ইহাতে সে তান শক্তি সম্ভাবনা হয়।
সর্ব্ববেদে ঈশ্বরের এই তত্ত্ব কয় ॥ ২১০
যে প্রেম প্রকাশে' প্রভু চৈতন্যগোসাঞি।
তাঁহা বই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আর নাঞি ॥ ২১১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

চেতনাময় প্রেমবিকার নহে, ঈশ্বর-শক্তিও নহে। ২০৫-পয়ারের প্রথমার্দ্ধস্থলে "যত ভাব ভক্তিবিকার সব এক বারে"-পাঠান্তর। এ-স্থলে, ভাব—সঞ্চারিভাব।

এ-স্থলে ২০৪-৬-পয়ার-সমূহে প্রভুর যে-সকল প্রেমবিকারের কথা বলা হইয়াছে, তৎসমস্ত সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বিকারই মনে হয়। কৃষ্ণবিরহ-কালে, একমাত্র শ্রীরাধার মধ্যেই সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকের উদয় হইতে পারে। প্রভুর মধ্যে তাহা দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া প্রভু যে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ, তাহাই সূচিত হইতেছে।

২০৭। বৈষ্ণব-আবেশে—ভক্তভাবের আবেশে। ১।২।৬-শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। এ-স্থলেও প্রভুর ভক্তভাবময়-শ্রীকৃষ্ণত্ব কথিত হইয়াছে।

২০৮। অতএব তিলার্দ্ধো ইত্যাদি—তিলার্ধেক-সময়ের জন্যও কৃষ্ণপ্রেমের সহিত প্রভুর কোনও সময়েই বিচ্ছেদ হয় না, প্রভু সর্বদাই অবিচ্ছিন্ন ভাবে কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট হইয়া থাকেন। "প্রেম"-স্থলে "প্রভু" এবং "নাহিক শ্রীগৌরসুন্দরের"-স্থলে "নাহিক শ্রীগৌরাঙ্গের ভঙ্গ"-পাঠান্তর। অথ—প্রভুর সহিত ভক্তদের সঙ্গ-ভঙ্গ কখনও হয় না।

২০৯-১০। যতশক্তি ঈষত ইত্যাদি—লীলার পূর্ণতম আবেশের সময়ে প্রভুর মধ্যে যে-শক্তির (মূর্তিমন্ত প্রেম-বিকাররূপ মহাজ্ঞানবন্ত ঈশ্বর-কলাসমূহের। পূর্ববর্তী ২০৭ পয়ার দ্রষ্টব্য) বিকাশ হয়, অন্যত্র (অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপে তো তাহা সম্ভবই নয়), ঈষৎ লীলায় (অতি সামান্যমাত্র আবেশেও) প্রভু যত শক্তি (পূর্বোক্তরূপ ঈশ্বর-কলা) প্রকাশ করেন, সেই আর অন্যে ইত্যাদি—তাহাও অন্যে (অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপে) কখনও সম্ভব নহে। ইহাতে সে—ইহা হইতেই তান শক্তি ইত্যাদি—তান (তাঁহার—সেই প্রভুর) শক্তি সম্ভাবনা হয় (মূর্তিমন্ত এবং মহাজ্ঞানবন্ত ঈশ্বর-কলারূপ ভক্তিবিকারসমূহের সম্ভবপর হওয়ার হেতু জানা যায়; অর্থাৎ অন্য ভগবৎস্বরূপগণের স্বরূপতত্ত্ব হইতে প্রভুর স্বরূপতত্ত্বের অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের কথা জানা যায়)। সর্ব্ববেদে ইত্যাদি—ঈশ্বর গৌরচন্দ্রের এইরূপ বৈশিষ্ট্যময় তত্ত্বই সমস্ত বেদ বলিয়া থাকেন।

এই পয়ারদ্বয়েও প্রভুর রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপত্বের কথাই বলা হইয়াছে। অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপই রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ নহেন। সুতরাং অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপেই শ্রীরাধার প্রেম-বিকার-সমূহের, কিংবা শ্রীরাধার প্রেমবিকার-সমূহের কিঞ্চিন্মাত্রেরও, উদয় সম্ভব নহে। "সেই আর"-স্থলে "সে অবধি" এবং "ইহাতে"-স্থলে "তাঁহাতে"-পাঠান্তর।

২১১। তাঁহা বই—সেই প্রভু চৈতন্যগোঁসাই ব্যতীত। পূর্ববর্তী পয়ারদ্বয়ের টীকা দ্রষ্টব্য।

এতেকে শ্রীগৌরচন্দ্র প্রভুর উপমা।
তাঁহা বই আর কাহোঁ দিতে নাহি সীমা॥ ২১২
সবে যারে শুভদৃষ্টি করেন আপনে।
সে-ই সে তাহান শক্তি ধরে, তত্ত্বো জানে॥ ২১৩
অতএব সর্ব্বভাবে ঈশ্বর-শরণ।
লইলে সে ভক্তি হয়, খণ্ডয়ে বন্ধন॥ ২১৪
যে প্রভুরে অজ-ভব-আদি ঈশগণে।
পূর্ণ হইয়াও নিরবধি ভাবে' মনে॥ ২১৫
হেন প্রভু আপনে সকল-ভক্ত-সঙ্গে।
নৃত্য করে আপনার প্রেমযোগ-রঙ্গে॥ ২১৬
সে সব ভক্তের পা'য় মোর নমস্কার।
গৌরচন্দ্রসঙ্গে যাঁর কীর্ত্তন-বিহার॥ ২১৭
হেনমতে সিন্ধুতীরে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্বরাত্রি নৃত্য করে অতি মনোহর॥ ২১৮
নিরবধি গদাধর থাকেন সংহতি।
প্রভু-গদাধরের বিচ্ছেদ নাহি কতি॥ ২১৯
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
গদাধর প্রভুরে সেবেন অনুক্ষণে॥ ২২০
গদাধর পঢ়েন সম্মুখে ভাগবত।
শুনি প্রেমরসে প্রভু হয় মহামত্ত॥ ২২১
গদাধর-বাক্যে মাত্র প্রভু সুখী হয়।
ভ্রমে' গদাধরসঙ্গে বৈষ্ণব আলয়॥ ২২২
একদিন প্রভু পুরীগোসাঞিঃর মঠে।
বসিলেন গিয়া তান পরম-নিকটে॥ ২২৩
পরমানন্দপুরীরে প্রভুর বড় প্রীত।
পূর্ব্বে যেন শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন দুই মিত॥ ২২৪
কৃষ্ণকথা বাকোবাক্যে রহস্য-প্রসঙ্গে।
নিরবধি পুরী-সঙ্গে থাকে প্রভু রঙ্গে॥ ২২৫
পুরীগোসাঞিঃর কূপে ভাল নৈল জল।
অন্তর্য্যামী প্রভু তাহা জানিল সকল॥ ২২৬
পুরীগোসাঞিঃরে প্রভু পুছিলা আপনি।
"কূপে জল কেমত হইল তাহা শুনি॥" ২২৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২১২। "শ্রীগৌরচন্দ্র প্রভুর"-স্থলে "যে শ্রীগৌরসুন্দরের" এবং "কাহোঁ দিতে নাহি"-স্থলে "দিতে নাহি কভো"-পাঠান্তর।

২১৩। **শক্তি**—কৃপাশক্তি। **তত্ত্বো**—তত্ত্বও। "ধরে"-স্থলে "ধরি"-পাঠান্তর।

২১৪। **ঈশ্বর-শরণ**—ঈশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গের শরণ (আশ্রয়)।

২১৬। **আপনার প্রেমযোগ-রঙ্গে**—স্ববিষয়া প্রেমভক্তির রসে আবিষ্ট হইয়া। এ-স্থলেও প্রভুর ভক্তভাবময়-শ্রীকৃষ্ণত্ব সূচিত হইয়াছে। "ভক্ত"-স্থলে "ভৃত্য"-পাঠান্তর।

২১৭। "ভক্তের"-স্থলে "ভৃত্যের"-পাঠান্তর।

২২১। **পঢ়েন**—পাঠ করেন।

২২৩। **পুরীগোসাঞিঃর**—পরমানন্দপুরী গোস্বামীর। **পরম নিকটে**—অত্যন্ত কাছে। "তান পরম"-স্থলে "তানে করিয়া" এবং "প্রভু তাঁহার"-পাঠান্তর।

২২৪। "পুরীরে প্রভুর"-স্থলে "পুরী আর প্রভু"-পাঠান্তর। **মিত**—মিত্র, প্রিয়।

২২৫। **বাকোবাক্যে**—জিজ্ঞাসাবাদচ্ছলে আলোচনায়। "বাকোবাক্যে"-স্থলে "পরস্পর"-পাঠান্তর।

২২৬-২২৭। **পুরীগোসাঞিঃর কূপে**—যে-কূপের (কুয়ার) জল পুরী গোস্বামী ব্যবহার করিতেন; পুরীগোস্বামীর মঠের কূপে (কুয়ায়)। **ভাল নৈল জল**—জল ভাল ছিল না। "তাহা"-স্থলে "কহ"-পাঠান্তর।

পুরী বোলে "প্রভু ! বড় অভাগিয়া কূপ।
জল হৈল যেন ঘোল কর্দ্দমের রূপ ॥" ২২৮
শুনি প্রভু 'হায় হায়' করিতে লাগিলা।
প্রভু বোলে "জগন্নাথ কৃপণ হইলা ॥ ২২৯
পুরীর কূপের জল পরশিবে যে।
সর্ব্ব পাপ থাকিতেও তরিবেক সে ॥ ২৩০
অতএব জগন্নাথদেবের মায়ায়।
নষ্ট জল হৈল—যেন কেহো নাহি খায় ॥" ২৩১
এত বলি মহাপ্রভু আপনে উঠিলা।
তুলিয়া শ্রীভুজ দুই কহিতে লাগিলা ॥ ২৩২
"মহাপ্রভু জগন্নাথ ! মোরে এই বর।
গঙ্গা প্রবেশুক এই কূপের ভিতর ॥ ২৩৩
ভোগবতী গঙ্গা যেন বহে পাতালেতে।
তাঁরে আজ্ঞা কর, এই কূপে প্রবেশিতে ॥" ২৩৪
সর্ব্বভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি।
উচ্চ করি বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি ॥ ২৩৫
তবে কথোক্ষণে প্রভু বাসায় চলিলা।
ভক্তগণ সভে গিয়া শয়ন করিলা ॥ ২৩৬

সেইক্ষণে গঙ্গাদেবী আজ্ঞা করি শিরে।
পূর্ণ হই প্রবেশিলা কূপের ভিতরে ॥ ২৩৭
প্রভাতে উঠিয়া সভে দেখেন অদ্ভুত।
পরম-নির্ম্মল-জলে পরিপূর্ণ কূপ ॥ ২৩৮
আশ্চর্য্য দেখিয়া 'হরি' বোলে ভক্তগণ।
পুরীগোসাঞি হইলা আনন্দে অচেতন ॥ ২৩৯
গঙ্গার বিজয় সভে বুঝিয়া কূপেতে।
কূপ প্রদক্ষিণ সভে লাগিলা করিতে ॥ ২৪০
মহাপ্রভু শুনিঞা আইলা সেইক্ষণে।
জল দেখি পরম আনন্দযুক্ত মনে ॥ ২৪১
প্রভু বোলে "শুনহ সকল ভক্তগণ !
এ কূপের জলে কৈলে স্নান বা ভক্ষণ ॥ ২৪২
সত্যসত্য হৈব তার গঙ্গাস্নানফল।
কৃষ্ণে ভক্তি হৈব তার পরম নির্ম্মল ॥" ২৪৩
সর্ব্বভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি।
উচ্চ করি বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি ॥ ২৪৪
পুরীগোসাঞির প্রীতে সেই দিব্য জলে।
স্নান-পান করে প্রভু মহাকুতূহলে ॥ ২৪৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২২৮। ঘোল—ঘোলা। কর্দম-মিশ্রিত। "ঘোল"-স্থলে "ঘোর"-পাঠান্তর।

২৩০-২৩১। তরিবেক—উদ্ধার পাইবে। "অতএব"-স্থলে "অতেব শ্রী"-পাঠান্তর।

২৩৩। মোর এই বর—আমাকে এই বর দাও, অথবা, আমার এই প্রার্থনা।

২৩৪। ভোগবতী গঙ্গা—পাতালে প্রবাহিতা গঙ্গাকে ভোগবতী গঙ্গা বলে। "যেন বহে"-স্থলে "যে বহেন" এবং "যে আছেন"-পাঠান্তর।

২৩৭। আজ্ঞা—প্রভুর আদেশ। করি শিরে—শিরোধার্য করিয়া।

২৩৮। "সভে দেখেন"-স্থলে "সব দেখে ত"-পাঠান্তর।

২৩৯-২৪০। "ভক্তগণ"-স্থলে "সর্ব্বজন"-পাঠান্তর। বিজয়—আগমন।

২৪২। "কৈলে স্নান বা ভক্ষণ"-স্থলে "যে করিবে স্নান পান"-পাঠান্তর।

২৪৩। "ভক্তি"-স্থলে "মতি"-পাঠান্তর।

২৪৫। পুরীগোসাঞির প্রীতে—পুরীগোস্বামীর প্রীতির উদ্দেশ্যে, অথবা পুরীগোস্বামীর প্রতি প্রীতিবশতঃ। "প্রীতে"-স্থলে "কূপে"-পাঠান্তর।

প্রভু বোলে "আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে।
জানিহ কেবল পুরীগোসাঞিির প্রীতে ॥ ২৪৬
পুরীগোসাঞিির আমি—নাহিক অন্যথা।
পুরী বেচিলেই আমি বিকাই সর্ব্বথা ॥ ২৪৭
সকৃত যে দেখে পুরীগোসাঞিরে মাত্র।
সেহো হইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপাত্র ॥" ২৪৮
পুরীর মহিমা প্রভু কহিয়া সভারে।
কূপ ধন্য করি প্রভু চলিলা বাসারে ॥ ২৪৯
ঈশ্বরে সে জানে ভক্তমহিমা বাড়াইতে।
হেন প্রভু না ভজে কৃতঘ্ন কেন-মতে ॥ ২৫০
ভক্তরক্ষা লাগি প্রভু করে অবতার।
নিরবধি ভক্তসঙ্গে করেন বিহার ॥ ২৫১
অকর্ত্তব্যো করে প্রভু সেবক রাখিতে।
তার সাক্ষী বালি-বধ স্বগ্রীব-নিমিত্তে ॥ ২৫২
দাস্য প্রভু সেবকের করে নিজানন্দে।
অজয় চৈতন্যসিংহ জিনে ভক্তবৃন্দে ॥ ২৫৩
ভক্তগণসঙ্গে প্রভু সমুদ্রের তীরে।
সর্ব্ববৈকুণ্ঠাদিনাথ কীর্ত্তনে বিহরে ॥ ২৫৪
বাসা করিলেন প্রভু সমুদ্রের তীরে।
বিরহেন প্রভু ভক্তি-আনন্দ-সাগরে ॥ ২৫৫
এই অবতারে সমুদ্রে কৃতার্থ করিতে।
অতএব লক্ষ্মী জন্মিলেন তাহা হৈতে ॥ ২৫৬
নীলাচলবাসীর যে কিছু পাপ হয়।
অতএব সিন্ধুস্নানে সব যায় ক্ষয় ॥ ২৫৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৪৭। "বেচিলেই"-স্থলে "বেচিলেও"-পাঠান্তর।

২৪৯। "প্রভু"-স্থলে "তবে"-পাঠান্তর। বাসারে—বাসার দিকে। পুরীগোস্বামীর কূপের প্রসঙ্গে গ্রন্থকার একটি যথার্থ তথ্য জানাইয়াছেন।

২৫০। কেন-মতে—কিরূপে ?

২৫২। অকর্ত্তব্যো—অকর্তব্যও। সেবক রাখিতে—সেবকের রক্ষার নিমিত্ত। তার সাক্ষী ইত্যাদি—২।২৪।১৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এই পয়ারের স্থলে পাঠান্তর—"ভক্তবাৎসল্য প্রভুর কে পারে কহিতে। অকর্ত্তব্য করে প্রভু সেবক রাখিতে ॥"

২৫৩। অন্বয়। প্রভু নিজানন্দে (স্বীয় স্বরূপভূত আনন্দের আবেশে) সেবকের দাস্য (সেবকের প্রীতিবিধানাত্মিকা সেবা) করিয়া থাকেন। ভক্তবৃন্দও অজয় (অজেয়, জয়ের অযোগ্য) চৈতন্যসিংহকেও জয় করিয়া (বশীভূত করিয়া) থাকেন (তাঁহাদের ভক্তির প্রভাবে)।

২৫৬। অন্বয়। এই অবতারে (এই গৌরচন্দ্র-অবতারে) সমুদ্র (সমুদ্রকে) কৃতার্থ করিতে (করিবার নিমিত্ত, প্রভু সমুদ্রতীরে বাসা করিয়া ভক্তি-আনন্দ-সাগরে বিহার করেন। পূর্ব পয়ার দ্রষ্টব্য)। অতএব (এজন্যই) তাহা হৈতে (সেই সমুদ্র হইতে) লক্ষ্মী জন্মিলেন (লক্ষ্মীদেবী আবির্ভূতা হইলেন। এ-স্থলে অমৃত-মন্থনকালে লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাবের কথাই বলা হইয়াছে। ৩।১।২৫৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। তাৎপর্য এই যে—ভাবীকালে, গৌরচন্দ্র-অবতারে, সমুদ্র কৃতার্থ হইবেন বলিয়াই লক্ষ্মীদেবী সমুদ্র হইতে আবির্ভূতা হইয়াছেন ; অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাবে সমুদ্রের যে-সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে, সেই সৌভাগ্য হইতেছে—গৌরচন্দ্র-অবতারে সমুদ্রের পরম সৌভাগ্য-প্রাপ্তির সূচক)। "করিতে"-স্থলে "হইতে"-পাঠান্তর।

২৫৭। অতএব—গৌরচন্দ্রের কৃপায় সিন্ধু (সমুদ্র) পাপক্ষয়-কর তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে বলিয়া।

অতএব গঙ্গাদেবী বেগবতী হৈয়া।
সেই ভাগ্যে সিন্ধু-মাঝে মিলিলা আসিয়া ॥ ২৫৮
হেনমতে সিন্ধুতীরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
বৈসেন সকলমতে সিন্ধু করি ধন্য ॥ ২৫৯

যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
তখনে প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে ॥ ২৬০
যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়ানগরে।
অতএব প্রভু না দেখিলেন সেইবারে ॥ ২৬১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৫৮। অতএব—গৌরচন্দ্রের কৃপায় সিন্ধুর পরম-সৌভাগ্যের উদয় হইবে জানিয়াই। সেই ভাগ্যে—সিন্ধুর তাদৃশ ভাগ্যে, তাদৃশ ভাগ্য হইবে জানিয়াই। সিন্ধুর সহিত সেই সৌভাগ্য উপভোগ করার নিমিত্ত গঙ্গাদেবী বেগবতী হইয়া আসিয়া সিন্ধুর সহিত মিলিত হইয়াছেন।

২৬০-৬১। "সেই বারে"-স্থলে "সভারে"-পাঠান্তর।

এই পয়ারদ্বয়ে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, প্রভু যখন নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তখন প্রতাপরুদ্র উৎকলে ছিলেন না। যুদ্ধের কার্যে তখন তিনি উৎকলের বাহিরে বিজয়ানগরে ছিলেন। এজন্য তখন প্রতাপরুদ্র প্রভুর দর্শন পায়েন নাই। পরবর্তী পয়ারে নীলাচল হইতে প্রভুর গৌড়দেশে আগমনের কথা বলা হইয়াছে। নীলাচল হইতে প্রভুর গৌড়দেশে আগমনের পূর্বে দুইবার তাঁহার নীলাচলে আগমন হইয়াছিল—সন্ন্যাসের পর শান্তিপুর হইতে একবার এবং দক্ষিণদেশ ভ্রমণের পরে একবার। কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি হইতে জানা যায়, দক্ষিণদেশ হইতে প্রভু যখন নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, তখন রাজা প্রতাপরুদ্র উৎকলে ছিলেন, তখন প্রভুর দর্শনের উৎকণ্ঠায় তিনি রায়রামানন্দের সহিত স্বীয় রাজধানী কটক হইতে নীলাচলেও আসিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর এ-স্থলে প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণের উল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই। অথচ, প্রভু যে দক্ষিণদেশে সেতুবন্ধ পর্যন্ত গিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন (১।১।১৫১-পয়ার দ্রষ্টব্য)। শান্তিপুর হইতে প্রভুর নীলাচলে আগমনের কথা বলিয়াই গ্রন্থকার পূর্ববর্তী পয়ার-সমূহে যে-বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতেছে বাস্তবিক প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী ঘটনা-সমূহের বিবরণ। যাহা হউক, পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে নীলচলে প্রত্যাবর্তনের সময়ে প্রতাপরুদ্র উড়িষ্যায় ছিলেন এবং পুরীতেও আসিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, শান্তিপুর হইতে প্রভুর নীলাচলে আগমনের সময়েই যে প্রতাপরুদ্র উড়িষ্যায় ছিলেন না, ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়। কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তিতেও ইহার সমর্থন অনুমিত হইতে পারে। কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন, সার্বভৌমের উদ্ধারের কথা শুনিয়া, প্রভুর দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া, রাজা প্রতাপরুদ্র নীলাচলে আসিয়া সার্বভৌমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত বলবতী ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন সার্বভৌম তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন—প্রভু দক্ষিণদেশে গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। সার্বভৌমের অনুরোধে তখন প্রতাপরুদ্র কাশীমিশ্রের গৃহে প্রভুর বাসস্থানের ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, শান্তিপুর হইতে প্রভুর নীলাচলে আগমনের প্রায় দুই বৎসর পরে প্রতাপরুদ্র প্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলে আসিয়াছিলেন। এই কিঞ্চিন্ন্যূন দুই বৎসর কাল তিনি উৎকলে থাকিলে আরও পূর্বেই সার্বভৌমের উদ্ধারের কথা তিনি শুনিতেন এবং প্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলেও আসিতেন। এই

ঠাকুরো থাকিয়া কথোদিন নীলাচলে।
পুন গৌড়দেশে আইলেন কুতূহলে ॥ ২৬২
গঙ্গাপ্রতি মহা অনুরাগ বাঢ়াইয়া।
অতি শীঘ্র গৌড়দেশে আইলা চলিয়া ॥ ২৬৩
সার্ব্বভৌমভ্রাতা--বিদ্যাবাচস্পতি নাম।
শান্ত দান্ত ধর্ম্মশীল মহাভাগ্যবান্ ॥ ২৬৪
সর্ব্ব-পারিষদ-সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর।
আচম্বিতে আসি উত্তরিলা তাঁর ঘর ॥ ২৬৫
বৈকুণ্ঠনায়ক গৃহে অতিথি পাইয়া।
পড়িলেন বাচস্পতি দণ্ডবত হৈয়া ॥ ২৬৬
হেন সে আনন্দ হৈল বিপ্রের শরীরে।
কি বিধি করিব তাহা কিছুই না স্ফুরে ॥ ২৬৭
প্রভুও তাঁহারে করিলেন আলিঙ্গন।
প্রভু বোলে "শুন কিছু আমার বচন ॥ ২৬৮
চিত্ত মোর হইয়াছে মথুরা দেখিতে।
কথোদিন গঙ্গাস্নান করিমু এথাতে ॥ ২৬৯
নিভৃতে আমারে একখানি দিবা' স্থান।
যেন কথোদিন মুঞি করোঁ গঙ্গাস্নান ॥ ২৭০
তবে শেষে মোরে মথুরায় চালাইবা।
মোরে চাহ তবে ইহা অবশ্য করিবা ॥" ২৭১
শুনিঞা প্রভুর বাক্য বিদ্যাবাচস্পতি।
লাগিলেন কহিতে হইয়া নম্রমতি ॥ ২৭২
বিপ্র বোলে "ভাগ্য সর্ব্ববংশের আমার।
যথায় চরণধূলি আইল তোমার ॥ ২৭৩
মোর ঘর দ্বার যত—সকল তোমার।
সুখে থাক তুমি কেহো না জানিব আর ॥" ২৭৪
শুনি তাঁর বাক্য প্রভু সন্তোষ হইলা।
তান ভাগ্যে কথোদিন তথাই রহিলা ॥ ২৭৫
সূর্য্যের উদয় কি কখনো গোপ্য হয়।
সর্ব্বলোক শুনিলেক চৈতন্য-বিজয় ॥ ২৭৬
নবদ্বীপ-আদি সর্ব্বদিগে হৈল ধ্বনি।
"বাচস্পতিঘরে আইলা ন্যাসিচূড়ামণি ॥" ২৭৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

আলোচনা হইতে জানা গেল, শান্তিপুর হইতে প্রভুর নীলাচলে আগমনের সময়েই সম্ভবতঃ প্রতাপরুদ্র উৎকলে ছিলেন না।

২৬২। ঠাকুরো—ঠাকুরও, প্রভুও। "আইলেন"-স্থলে "প্রভু আইলা"-পাঠান্তর।

২৬৩। গঙ্গাপ্রতি ইত্যাদি—গঙ্গার প্রতি প্রীত্যাধিক্য প্রকাশ করিয়া গঙ্গাদর্শনের নিমিত্ত। "গৌড়দেশে"-স্থলে "গঙ্গাঘাটে"-পাঠান্তর।

২৬৫। সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে—প্রভুর পার্ষদবৃন্দের সহিত। কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি হইতে জানা যায়, গৌড়দেশবাসী যে-সকল ভক্ত প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে বাস করিতেন, গদাধর-পণ্ডিত ব্যতীত, তাঁহাদের সকলেই এই যাত্রায় প্রভুর সঙ্গে আসিয়াছিলেন। উত্তরিলা—উপস্থিত হইলেন।

২৬৯। চিত্ত মোর ইত্যাদি—গৌড়দেশ হইয়া মথুরায় (বৃন্দাবনে) যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াই প্রভু নীলাচল হইতে বাহির হইয়াছিলেন। "দেখিতে"-স্থলে "যাইতে"-পাঠান্তর।

২৭৬। সূর্য্যের উদয় ইত্যাদি—সূর্য উদিত হইলে যেমন তাহা কাহারও নিকটেই গোপন থাকে না, সকলেই যেমন তাহা জানিতে পারে, তদ্রূপ প্রভু অতি গোপন থাকিবার ইচ্ছা করিলেও (পূর্ববর্তী ২৭০-৭১ পয়ার), সর্ব্বলোক ইত্যাদি—প্রভু যে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে আসিয়াছেন, তাহা সকলেই জানিতে পারিলেন। চৈতন্য-বিজয়—শ্রীচৈতন্যের আগমন।

শুনিঞা লোকের হৈল চিত্তের উল্লাস।
সশরীরে যেন হৈল বৈকুণ্ঠেতে বাস ॥ ২৭৮
আনন্দে সকল লোক বোলে 'হরিহরি'।
স্ত্রী পুত্র দেহ গেহ সকল পাসরি ॥ ২৭৯
অন্যোহন্যে সর্ব্বলোকে করে কোলাহল।
"চল দেখি গিয়া তান চরণযুগল ॥" ২৮০
এত বলি সর্ব্বলোক পরম উল্লাসে।
চলিলেন কেহো কারো রহি না সম্ভাষে ॥ ২৮১
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক বলি 'হরি হরি'।
চলিলেন দেখিবারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ২৮২
পথ নাহি পায় কেহো লোকের গহলে।
বন ডাল ভাঙ্গি লোক দশদিগে চলে ॥ ২৮৩
শুন শুন আরে ভাই! চৈতন্য-আখ্যান।
যেরূপে করিলা সর্ব্ব-লোক-পরিত্রাণ ॥ ২৮৪
বন ডাল কণ্টক ভাঙ্গিয়া লোক যায়।
তথাপি আনন্দে কেহো দুঃখ নাহি পায় ॥ ২৮৫
লোকের গহলে যত অরণ্য আছিল।
ক্ষণেকে সকল দিব্য পথময় হৈল ॥ ২৮৬
শেষে সর্ব্বলোক সর্ব্বদিগে পথে যায়।
হেন রঙ্গ করে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥ ২৮৭
কেহো বোলে "মুঞি তান ধরিয়া চরণ।
মাগিমু—যেমতে মোর খণ্ডয়ে বন্ধন ॥" ২৮৮
কেহো বোলে "মুঞি তানে দেখিলে নয়নে।
তবেই সকল পাঙ, মাগিমু বা কেনে ॥" ২৮৯
কেহো বোলে "মুঞি তান না জানোঁ মহিমা।
যত নিন্দা করিয়াছোঁ, তার নাহি সীমা ॥ ২৯০
এবে তান পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে।
মাগিমু—কিরূপে মোর সে পাপ ঘুচয়ে ॥" ২৯১
কেহো বোলে "পুত্র মোর পরম জুয়ার।
মোর এই বর—যেন না খেলায় আর ॥" ২৯২
কেহো বোলে "মোর এই বর কায়-মনে।
তাঁর পাদপদ্ম যেন না ছাড়োঁ কখনে ॥" ২৯৩
কেহো বোলে "ধন্য ধন্য মোর এই বর।
কভু যেন না পাসরোঁ শ্রীগৌরসুন্দর ॥" ২৯৪
এইমত বলিয়া আনন্দে সর্ব্বজন।
চলিয়া যায়েন সভে পরানন্দমন ॥ ২৯৫
ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়াঘাটে।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে ॥ ২৯৬
সহস্র সহস্র লোক একো-নায়ে চঢ়ে।
বড় বড় নৌকা সেইক্ষণে ভাঙ্গি পড়ে ॥ ২৯৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৭৯। গেহ—গৃহ। "দেহ গেহ"-স্থলে "আদি দেহ"-পাঠান্তর। **পাসরি**—ভুলিয়া।

২৮০। অন্যোহন্যে—পরস্পর। "যুগল"-স্থলে "কমল"-পাঠান্তর।

২৮১। কেহে কারো ইত্যাদি—প্রভুর দর্শনের উৎকণ্ঠায় সকলেই দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। পথে একটু দাঁড়াইয়াও, কেহ কাহারও সহিত কথাবার্তা বলিলেন না। "এত বলি"-স্থলে "অন্যোহন্যে" এবং "কারো"-স্থলে "কারে"-পাঠান্তর। কারে—কাহারেও।

২৮৩-৮৪। **গহলে**—গহনে, ভীড়ে। **বন ডাল**—বন এবং গাছের ডাল। "ডাল"-স্থলে "টাল"-পাঠান্তর। **আখ্যান**—বিবরণ। "সর্ব্ব"-স্থলে "জীব"-পাঠান্তর।

২৮৬। "গহলে"-স্থলে "গমনে"-পাঠান্তর।

২৯২। **পরম জুয়ার**—অত্যন্ত জুয়াবাজ, জুয়া-খেলায় অত্যন্ত আসক্ত।

২৯৭। **নায়ে**—নৌকায়।

নানাদিগে লোক খেয়ারিরে বস্ত্র দিয়া ।
পার হই যায় সভে আনন্দিত হৈয়া ॥ ২৯৮
নৌকা যে না পায়, তারা নানা বুদ্ধি করে ।
ঘট বুকে দিয়া কেহো গঙ্গায় সাঁতরে ॥ ২৯৯
কেহো বা কলার গাছ বান্ধি করে ভেলা ।
কেহো কেহো সাঁতরিয়া যায় করি খেলা ॥ ৩০০
চতুর্দ্দিগে সর্ব্বলোক করে হরিধ্বনি ।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি ॥ ৩০১
সত্বরে আসিলা বাচস্পতি মহাশয় ।
করিলেন অনেক নৌকার সমুচ্চয় ॥ ৩০২
নৌকার অপেক্ষা আর কেহো নাহি করে ।
নানামতে পার হয় যে যেমতে পারে ॥ ৩০৩
হেন আকর্ষিল মন শ্রীচৈতন্যদেবে ।
এহো কি ঈশ্বর-বিনে অন্যেতে সম্ভবে ॥ ৩০৪
হেনমতে গঙ্গাপার হই সর্ব্বজন ।
সভেই ধরেন বাচস্পতির চরণ ॥ ৩০৫
"পরম সুকৃতি তুমি মহাভাগ্যবান্ ।
যার ঘরে আইলা চৈতন্য ভগবান্ ॥ ৩০৬
এতেকে তোমার ভাগ্য কে বলিতে পারে ।
এখনে নিস্তার কর' আমা'সভাকারে ॥ ৩০৭
ভবকূপে পতিত পাপিষ্ঠ আমি-সব ।
এক গ্রামে—না জানিল তান অনুভব ॥ ৩০৮
এখনে দেখাও তান চরণযুগল ।
তবে আমি পাপী সব পাইয়ে সকল ॥" ৩০৯
দেখিয়া লোকের আর্ত্তি বিদ্যাবাচস্পতি ।
সন্তোষে রোদন করে বিপ্র মহামতি ॥ ৩১০
সভা' লই আইলেন আপন মন্দিরে ।
লক্ষকোটি লোক মহা হরিধ্বনি করে ॥ ৩১১
হরিধ্বনি মাত্র শুনি সভার বদনে ।
আর বাক্য কেহো নাহি বোলে নাহি শুনে ॥ ৩১২
করুণাসাগর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ।
সভা' উদ্ধারিতে হইয়াছেন গোচর ॥ ৩১৩
হরিধ্বনি শুনি প্রভু পরমসন্তোষে ।
হইলেন বাহির লোকের ভাগ্যবশে ॥ ৩১৪
কি সে শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য্য মনোহর ।
সে রূপের উপমা—সে-ই সে কলেবর ॥ ৩১৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৯৮। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "পার হৈয়া যায় লোক আনন্দ হইয়া"-পাঠান্তর ।

৩০২। সমুচ্চয়—সংগ্রহ, যোগাড় ।

৩০৩। "মতে"-স্থলে "রূপে"-পাঠান্তর ।

৩০৪। হেন আকর্ষিল ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যদেব লোকের মনকে এমনভাবে আকর্ষণ করিলেন যে । "আকর্ষিল মন"-স্থলে "আকর্ষণ প্রভু" ও "আকর্ষেন মন" এবং "অন্যেতে"-স্থলে "অন্যে কি" এবং "অন্যের"-পাঠান্তর ।

৩০৮। এক গ্রামে—প্রভুর সহিত এক গ্রামে বাস করিয়াও, না জানিল ইত্যাদি—তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্বের অনুভব (উপলব্ধি) জানিলাম না (পাইলাম না) ।

৩০৯। "পাইয়ে সকল"-স্থলে "হইব সফল"-পাঠান্তর ।

৩১০। সন্তোষে রোদন—আনন্দ-ক্রন্দন ।

৩১৩। গোচর—অবতীর্ণ ।

৩১৪। "লোকের"-স্থলে "পরম"-পাঠান্তর ।

সর্ব্বদায় প্রসন্ন শ্রীমুখ বিলক্ষণ।
আনন্দধারায় পূর্ণ দুই শ্রীনয়ন ॥ ৩১৬
ভক্তগণে লেপিয়াছে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
মালায় পূর্ণিত বক্ষ, গজেন্দ্রগমন ॥ ৩১৭
অজানুলম্বিত দুই শ্রীভুজ তুলিয়া।
'হরি' বলি সিংহনাদ করেন গর্জ্জিয়া ॥ ৩১৮
দেখিয়া প্রভুরে চতুর্দ্দিকে সর্ব্বলোকে।
'হরি' বলি নৃত্য সভে করেন কৌতুকে ॥ ৩১৯
দণ্ডবত হই সভে পড়ে ভূমিতলে।
আনন্দে হইয়া মগ্ন 'হরি হরি' বোলে ॥ ৩২০
দুই বাহু তুলি সর্ব্বলোক স্তুতি করে।
"উদ্ধারহ প্রভু! আমি-সব-পাপিষ্ঠেরে ॥" ৩২১
ঈষত হাসিয়া প্রভু সর্ব্বলোক প্রতি।
আশীর্ব্বাদ করেন "কৃষ্ণেতে হউ মতি ॥ ৩২২
বোল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ধন প্রাণ ॥" ৩২৩
সর্ব্বলোক 'হরি' বোলে শুনি আশীর্ব্বাদ।
পুনঃপুন সভেই করেন স্তুতিবাদ ॥ ৩২৪
"জগত-উদ্ধার-লাগি তুমি গূঢ়রূপে।
অবতীর্ণ হৈলা শচীগৃহে নবদ্বীপে ॥ ৩২৫
আমি-সব পাপিষ্ঠ তোমারে না চিনিয়া।
অন্ধকূপে পড়িলাঙ আপনা' খাইয়া ॥ ৩২৬
করুণাসাগর তুমি পরহিতকারী।
কৃপা কর' আর যেন তোমা' না পাসরি ॥" ৩২৭
এইমত সর্ব্বদিগে লোক স্তুতি করে।
হেন রঙ্গ করেন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরে ॥ ৩২৮
মনুষ্যে হইল পরিপূর্ণ সর্ব্বগ্রাম।
নগর চত্বর প্রান্তরেও নাহি স্থান ॥ ৩২৯
দেখিতে সভার পুনঃপুন ইচ্ছা বাঢ়ে।
সহস্র সহস্র লোক একো-বৃক্ষে চঢ়ে ॥ ৩৩০
গৃহের উপরে বা কতেক লোক চঢ়ে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় ঘর ভাঙ্গিয়া না পড়ে ॥ ৩৩১
দেখি মাত্র সর্ব্বলোক শ্রীচন্দ্রবদন।
'হরি' বলি সিংহনাদ করে ঘনেঘন ॥ ৩৩২
নানাদিগ থাকি লোক আইসে সদায়।
শ্রীমুখ দেখিয়া কেহো ঘরে নাহি যায় ॥ ৩৩৩
নানা রঙ্গ জানে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
লুকাইয়া গেলা প্রভু কুলিয়ানগর ॥ ৩৩৪
নিত্যানন্দ-আদি জনকথো সঙ্গে লৈয়া।
চলিলেন বাচস্পতিরেও না কহিয়া ॥ ৩৩৫
কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
এথা সর্ব্বলোক হৈল পরম কাতর ॥ ৩৩৬
চতুর্দ্দিগে বাচস্পতি লাগিলা চাহিতে।
কোথা গেলা প্রভু, নাহি পায়েন দেখিতে ॥ ৩৩৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩১৬। "সর্ব্বদায়"-স্থলে "সর্ব্বথায়" এবং "সর্ব্বক্ষণ"-পাঠান্তর।
৩১৯। "হরি বলি নৃত্য সভে"-স্থলে "হরি হরি বলি নৃত্য"-পাঠান্তর।
৩২৩। "কৃষ্ণ হউ সবার জীবন"-স্থলে "শ্রীকৃষ্ণ হউক সভাকার"-পাঠান্তর।
৩২৮। "করেন শ্রী"-স্থলে "করায়েন"-পাঠান্তর।
৩৩১। "ইচ্ছায়"-স্থলে "কৃপায়"-পাঠান্তর।
৩৩৩। থাকি—হইতে। "থাকি"-স্থলে "হৈতে"-পাঠান্তর।
৩৩৪। লুকাইয়া—কাহাকেও কিছু না জানাইয়া। "গেলা"-স্থলে "যায়"-পাঠান্তর।
৩৩৬। এথা—এ-স্থানে, বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে। পরম কাতর—প্রভুর অদর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত।

বিচার করিয়া বিপ্র প্রভু না পাইয়া ।
কান্দিতে লাগিলা ঊর্দ্ধ-বদন করিয়া ॥ ৩৩৮
'বিরলে আছেন প্রভু বাড়ীর ভিতরে ।'
এই জ্ঞান হইয়াছে সভার অন্তরে ॥ ৩৩৯
বাহির হয়েন প্রভু হরিনাম শুনি ।
অতএব সভে বোলে মহা হরিধ্বনি ॥ ৩৪০
কোটিকোটি লোকে হেন হরিধ্বনি করে ।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালাদি সর্ব্ব লোক পূরে ॥ ৩৪১
কথোক্ষণে বাচস্পতি আসিয়া বাহিরে ।
প্রভুর বৃত্তান্ত সব কহিলা সভারে ॥ ৩৪২
"কত রাত্রে কোন্ দিগে হেন নাহি জানি।
মুক্রি-পাপিষ্ঠেরে বঞ্চি গেলা ন্যাসিমণি ॥ ৩৪৩
সত্য কহি ভাইসব ! তোমা'সভা'স্থানে।
না জানি চৈতন্য গিয়াছেন কোন্ খানে ॥" ৩৪৪
যত-মতে বাচস্পতি কহেন লোকেরে ।
প্রতীত কাহারো নাহি জন্ময়ে অন্তরে ॥ ৩৪৫
'লোকের গহল দেখি আছেন বিরলে ।'
এই জ্ঞানে সভেই আছেন কুতূহলে ॥ ৩৪৬
কেহো কেহো সাধে বাচস্পতিরে বিরলে ।
"আমারে দেখাও আমি কেবল একলে ॥" ৩৪৭
সর্ব্বলোক সাধে বাচস্পতির চরণে ।
"একবার মাত্র তাঁরে দেখিলে নয়নে ॥ ৩৪৮
তবে সভে ঘর যাই আনন্দিত হৈয়া ।
এই বাক্য প্রভু-স্থানে জানাইবা গিয়া ॥ ৩৪৯
কভু না লঙ্ঘিব প্রভু তোমার বচন ।
যেমতে আমরা পাপী পাই দরশন ॥" ৩৫০
যত-মতে বাচস্পতি প্রবোধিয়া কয় ।
কাহারো চিত্তেতে আর প্রত্যয় না হয় ॥ ৩৫১
কথোক্ষণে সর্ব্বলোক দেখা না পাইয়া ।
বাচস্পতিরেও বোলে মুখর হইয়া ॥ ৩৫২
"ঘরে লুকাইয়া বাচস্পতি ন্যাসিমণি ।
আমা'সভা' ভাণ্ডিলা কহিয়া মিথ্যাবাণী ॥ ৩৫৩
আমরা তরিলে বা উহান কোন্ দুঃখ ।
আপনেই তরি' মাত্র এই বা কোন্ সুখ ॥" ৩৫৪
কেহো বোলে "সুজনের এই সে ধর্ম্ম হয় ।
সভার উদ্ধার করে হইয়া সদয় ॥ ৩৫৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৩৮। **বিচার করিয়া**—অনুসন্ধান করিয়া। "বিচার করিয়া বিপ্র"-স্থলে "ইতস্তত বিচারিয়া" এবং "পাইয়া"-স্থলে "দেখিয়া"-পাঠান্তর ।

৩৪০। "হয়েন"-স্থলে "হইবেন" এবং "হইব"-পাঠান্তর ।

৩৪১। **পূরে**—পূর্ণ হয়। হরিধ্বনিতে পূর্ণ হয় ।

৩৪৪। "খানে"-স্থলে "গ্রামে"-পাঠান্তর ।

৩৪৭। "কেবল একলে"-স্থলে "একেশ্বর কেবলে" এবং "একল সকলে"-পাঠান্তর ।

৩৪৮। **সাধে**—সাধ্য-সাধনা বা অনুনয়-বিনয় করেন। "সাধে"-স্থলে "ধরে"-পাঠান্তর ।

৩৫০। "না লঙ্ঘিব প্রভু"-স্থলে "নাহি লঙ্ঘিবেন"-পাঠান্তর ।

৩৫১। **প্রত্যয়**—বিশ্বাস। "প্রত্যয়"-স্থলে "প্রতীত" এবং "প্রবোধ"-পাঠান্তর ।

৩৫৩-৩৫৪। **ভাণ্ডিলা**—ভাঁড়াইলা, বঞ্চনা করিলা। **তরিলে**—ত্রাণ পাইলে। "ভাণ্ডিলা"-স্থলে "ভাণ্ডেন" এবং "আমরা তরিলে বা"-স্থলে "আমরা যে তরিব" এবং "আপনেই তরি মাত্র"-স্থলে "আপনেই তরিবা", "আপনেহি তরিবেন" এবং "আপনি তরিলে হয়"-পাঠান্তর ।

'আপনার ভাল হউ' যে-তে-জন দেখে।
সুজনে আপনা' ছাড়িয়াও পর রাখে॥" ৩৫৬
কেহো বোলে "ব্যবহারে মিষ্ট দ্রব্য আনি।
একা উপভোগ কৈলে অপরাধ গণি'॥ ৩৫৭
এ ত মিষ্ট ত্রিভুবনে অতি অনুপাম।
একেশ্বর ইহা কি করিতে যোগ্য পান॥" ৩৫৮
কেহো বোলে "বিপ্র কিছু কপট-হৃদয়।
পর-উপকারে তত নহেন সদয়॥" ৩৫৯
একে বাচস্পতি দুঃখী প্রভুর বিরহে।
আরো সভে এমত দুর্যশ-বাণী কহে॥ ৩৬০
দুইমতে দুঃখী বিপ্র পরম উদার।
না জানেন কোন্ মতে হয় প্রতীকার॥ ৩৬১
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
বাচস্পতি-কর্ণমূলে কহিল বচন॥ ৩৬২
"চৈতন্যগোসাঞি গেলা কুলিয়ানগর।
এবে যে জুয়ায় তাহা করহ সত্বর॥" ৩৬৩
শুনি মাত্র বাচস্পতি পরম-সন্তোষে।
ব্রাহ্মণেরে আলিঙ্গন দিলেন হরিষে॥ ৩৬৪
ততক্ষণে আইলেন সর্ব্বলোক যথা।
সভারেই আসি কহিলেন গোপ্য-কথা॥ ৩৬৫
"তোমরা সকল লোক তত্ত্ব না জানিয়া।
দোষ দেও আমারে 'থুইয়াছি লুকাইয়া'॥ ৩৬৬
এবে এই শুনিলাঙ কুলিয়ানগরে।
আছেন; আসিয়া কহিলেন বিপ্রবরে॥ ৩৬৭
সভে চল, যদি সত্য হয় এ বচন।
তবে সে আমারে সভে বলিহ 'ব্রাহ্মণ'॥" ৩৬৮
সর্ব্বলোক 'হরি' বলি বাচস্পতি-সঙ্গে।
সেইক্ষণে সভে চলিলেন মহারঙ্গে॥ ৩৬৯
"কুলিয়ানগরে আইলেন ন্যাসিমণি।"
সেইক্ষণে সর্ব্বদিকে হৈল মহাধ্বনি॥ ৩৭০
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি মাত্র সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায়॥ ৩৭১
বাচস্পতি-গ্রামে ছিল যতেক গহল।
তার কোটি কোটি গুণে পূরিল সকল॥ ৩৭২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৫৬। যে-তে জন—যে-সে লোক, সাধারণ অজ্ঞ লোক। পর রাখে—অন্যকে রক্ষা করে।

৩৫৭। ব্যবহারে—ব্যবহারিক বা লৌকিক জগতেও দেখি।

৩৫৯। "নহেন"-স্থলে "না হয়"-পাঠান্তর।

৩৬০। দুর্যশ-বাণী—কুখ্যাতির কথা। "আরো সভে এমত দুর্যশ-বাণী"-স্থলে "আরো সর্ব্বলোকেও দুর্যশ-বাক্য"-পাঠান্তর।

৩৬২-৩৬৩। "কহিল বচন"-স্থলে "কৈল নিবেদন"-পাঠান্তর। জুয়ায়—যোগ্য হয়।

৩৬৬। "দোষ দেও আমারে"-স্থলে "দোষ দেহ আমি" এবং "দোষো আমা আমি"-পাঠান্তর।

৩৬৭। এবে এই—এখন এইমাত্র। "এই শুনিলাঙ"-স্থলে "শুনিলাঙ প্রভু"-পাঠান্তর।

৩৬৯। পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধ-স্থলে "শুনি আনন্দিত হৈলা সভে বহু রঙ্গে" এবং "শুনি আনন্দিত সভে চলিলেন রঙ্গে"-পাঠান্তর।

৩৭১। সবে গঙ্গা ইত্যাদি—কুলিয়া ও নবদ্বীপের মধ্যস্থলে একমাত্র গঙ্গাই বিরাজিত। অন্য কোনও স্থান নাই। "শুনিমাত্র সর্ব্বলোকে"-স্থলে "শুনিঞা সকল লোক"-পাঠান্তর।

৩৭২। গহল—লোকের ভীড়। "গ্রামে"-স্থলে "গৃহে"-পাঠান্তর।

কুলিয়ায় আকর্ষণ না যায় কথন।
তাহা বর্ণিবারে শক্ত সহস্রবদন ॥ ৩৭৩
লক্ষ লক্ষ নৌকা বা আইল কোথা হৈতে।
না জানি কতেক পার হয় কত-মতে ॥ ৩৭৪
কতেক বা নৌকা ডুবে গঙ্গার ভিতরে।
তথাপি সভেই তরে', কেহো নাহি মরে ॥ ৩৭৫
নৌকা ডুবিলেই মাত্র গঙ্গা হয় স্থল।
হেন চৈতন্যের অনুগ্রহ ইচ্ছা বল ॥ ৩৭৬
যে প্রভুর নাম গুণ সকৃত যে গায়।
সে সংসার অব্ধি তরে' বৎসপদ-প্রায় ॥ ৩৭৭
হেন প্রভু দেখিতে সাক্ষাতে যে আইসে।
তাঁহারা যে গঙ্গা তরিবেন চিত্র কিসে ॥ ৩৭৮
লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে।
সভে পার হয়েন পরম-কুতূহলে ॥ ৩৭৯
গঙ্গায় হইয়া পার আপনা' আপনি।
কোলাকোলি করি সভে করে হরিধ্বনি ॥ ৩৮০
খেয়ারির কত বা হইল উপার্জ্জন।
কত কত হাট বা বসিল সেইক্ষণ ॥ ৩৮১
চতুর্দ্দিগে যার যেই ইচ্ছা সেই কিনে।
হেন নাহি জানি ইহা করে কোন্ জনে ॥ ৩৮২
ক্ষণেকে কুলিয়াগ্রাম নগর প্রান্তর।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নাহি অবসর ॥ ৩৮৩
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক করে হরিধ্বনি।
বাহির না হয়, গুপ্তে আছে ন্যাসিমণি ॥ ৩৮৪
ক্ষণেকে আইলা মহাশয় বাচস্পতি।
তিঁহো নাহি পায়েন প্রভুর কোথা স্থিতি ॥ ৩৮৫
কথোক্ষণে বাচস্পতি মাত্র একেশ্বর।
ডাকি আনাইলা প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ৩৮৬
দেখি মাত্র প্রভু—বিশারদের নন্দন।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা সেইক্ষণ ॥ ৩৮৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৭৩। **কুলিয়ায় আকর্ষণ**—কুলিয়ার প্রতি লোকের আকর্ষণ। **শক্ত**—শক্তিমান্, সমর্থ। **সহস্রবদন**—সহস্রবদন অনন্ত দেবই, অপর কেহ নহে।

৩৭৪। "নৌকা"-স্থলে "লোক"-পাঠান্তর।

৩৭৫। **তরে**—বাঁচিয়া যায়। "কেহো নাহি"-স্থলে "জনেকো না"-পাঠান্তর।

৩৭৭। **সংসার অব্ধি**—সংসার-সমুদ্র। **বৎস-পদ-প্রায়** গোবৎসের পদচিহ্নের ন্যায়। "সে সংসার অব্ধি"-স্থলে "সে-ই সংসারাব্ধি"-পাঠান্তর।

৩৭৮। "তাঁহারা"-স্থলে "তাহাতে"-পাঠান্তর। **চিত্র**—বিচিত্র, আশ্চর্য।

৩৮১। "কত কত হাট বা"-স্থলে "কত হাট বাজার"-পাঠান্তর।

৩৮৩। **অবসর**—ফাঁক। **স্থল নাহি অবসর**—ফাঁকা কোনও স্থানই নাই, সকল স্থানই লোকে পরিপূর্ণ। "হৈল"-স্থলে "—নাহি"-পাঠান্তর। অর্থ—"নাহি স্থল, নাহি অবসর", শূন্য স্থান নাই, কোনও স্থলেই অবসর (ফাঁক) নাই।

৩৮৪। **গুপ্তে**—লুকাইয়া। "গুপ্তে আছে ন্যাসিমণি"-স্থলে "গোপ্য আছেন ন্যাসিমণি" বা "ন্যাসিশিরোমণি"-পাঠান্তর।

৩৮৬-৮৭। "আনাইলা"-স্থলে "আনিলেন"-পাঠান্তর। **বিশারদের নন্দন**—মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। বিদ্যাবাচস্পতি এবং বাসুদেব সার্বভৌমের পিতার নাম ছিল—মহেশ্বর বিশারদ।

চৈতন্যের অবতার বর্ণিয়া বর্ণিয়া।
শ্লোক করি পঢ়ে বিপ্র প্রণতি করিয়া ॥ ৩৮৮
"সংসার-উদ্ধার-লাগি যে চৈতন্যরূপে।
তারিলেন যতেক পতিত ভব-কূপে ॥ ৩৮৯
সে গৌরসুন্দর কৃপাসমুদ্রের পা'য়।
জন্মজন্ম মোর চিত্ত বসুক সদায় ॥ ৩৯০
সংসার-সাগরে মগ্ন জগত দেখিয়া।
নিরবধি বর্ষে' প্রেম কৃপাযুক্ত হৈয়া ॥ ৩৯১
হেন সে অতুল কৃপাময় গৌরধাম।
স্ফুরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম ॥" ৩৯২
এইমত শ্লোক পঢ়ি করে বিপ্র স্তুতি।
পুনঃপুন দণ্ডবত হয় বাচস্পতি ॥ ৩৯৩
বিশারদ-চরণে আমার নমস্কার।
সার্ব্বভৌম বিদ্যাবাচস্পতি পুত্র যাঁর ॥ ৩৯৪
বাচস্পতি দেখি প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
কৃপাদৃষ্ট্যে বসিবারে বলিলা উত্তর ॥ ৩৯৫
দাণ্ডাইয়া কর জুড়ি বোলে বাচস্পতি।
"মোর এক নিবেদন শুন মহামতি ॥ ৩৯৬
স্বচ্ছন্দ পরমানন্দ তুমি দয়াময়।
সর্ব্ব কর্ম্ম তোমার আপনঁ ইচ্ছাময় ॥ ৩৯৭
আপন ইচ্ছায় থাক, চলহ আপনে।
আপনে জানাহ, তেঞি লোকে তোমা' জানে ॥ ৩৯৮
এতেকে তোমার কর্ম্মে তুমি সে প্রমাণ।
বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিবে আন ॥ ৩৯৯
সবে মোরে সর্ব্বলোক তত্ত্ব না জানিয়া।
দোষেন অন্তরে 'ক্রূর' আমারে বলিয়া ॥ ৪০০
তোমারে আপন ঘরে মুঞি লুকাইয়া।
থুইয়াছোঁ। লোকে বোলে তত্ত্ব না জানিয়া ॥ ৪০১
তুমি প্রভু! তিলার্দ্ধেক বাহির হইলে।
তবে মোরে 'ব্রাহ্মণ' করিয়া লোকে বোলে ॥" ৪০২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৯০। পা'য়—চরণে। "পা'য়"-স্থলে "প্রায়" এবং "বসুক"-স্থলে "রহুক" এবং "বসউ"-পাঠান্তর। প্রায়--তুল্য।

৩৯৩। "করে বিপ্র"-স্থলে "প্রভুকে করে"-পাঠান্তর।

৩৯৪। "বিদ্যাবাচস্পতি পুত্র যাঁর"-স্থলে "বাচস্পতি নন্দন যাঁহার"-পাঠান্তর।

৩৯৭। "দয়াময়"-স্থলে "মহাশয়"-পাঠান্তর।

৩৯৮। "ইচ্ছায় থাক"-স্থলে "ইচ্ছা যথাকে"-পাঠান্তর। যথাকে—যে-স্থানে।

৩৯৯। এতেকে—এজন্য, তুমি ইচ্ছাময় বলিয়া, তুমি যখন যে কর্ম করিতে ইচ্ছা কর, তাহাই করিতে পার এবং করিয়া থাক বলিয়া, জীবের ন্যায় তুমি শাস্ত্রবিহিত বিধি-নিষেধের অধীন নহ বলিয়া, তোমার কর্ম্মে ইত্যাদি—তোমার প্রত্যেক কর্মের প্রমাণ তুমিই, শাস্ত্র তোমার কর্মের প্রমাণ নহে; যেহেতু, তুমি হইতেছ শাস্ত্রবিধির অতীত। মানুষের কর্মের প্রমাণ শাস্ত্র, মানুষের যে কর্ম শাস্ত্রসম্মত, তাহাই যোগ্য কর্ম বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু তুমি শাস্ত্রবিধির অতীত বলিয়া, তোমার কর্ম শাস্ত্রসম্মত কিনা, সেই বিচারের অবকাশ নাই। বিধি বা নিষেধ ইত্যাদি—সুতরাং অন্য কে তোমাকে বিধি বা নিষেধ দিতে পারে? "আন"-স্থলে "দান"-পাঠান্তর।

৪০০। তত্ত্ব—সত্য কথা; তুমি যে আমার গৃহ হইতে কুলিয়ায় আসিয়াছ, সেই কথা। ক্রূর—নিষ্ঠুর।

৪০২। তবে মোরে ইত্যাদি—পূর্ববর্তী ৩৬৬-৬৮ পয়ার দ্রষ্টব্য।

হাসিতে লাগিলা প্রভু বিপ্রের বচনে।
তাঁর ইচ্ছা পাইয়া চলিলা সেইক্ষণে ॥ ৪০৩
যেইমাত্র মহাপ্রভু বাহির হইলা।
সেই সভে আনন্দসাগরে মগ্ন হৈলা ॥ ৪০৪
চতুর্দ্দিগে লোক দণ্ডবত হই পড়ে।
যার যেন-মত স্ফুরে, সেই স্তুতি পড়ে ॥ ৪০৫
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হরিধ্বনি করে।
ভাসিল সকল লোক আনন্দসাগরে ॥ ৪০৬
সহস্রসহস্র কীর্ত্তনীঞা-সম্প্রদায়।
স্থানেস্থানে সভেই পরমানন্দে গায় ॥ ৪০৭
অহর্নিশ পরানন্দ কৃষ্ণনাম-ধ্বনি।
সকল ভুবন পূর্ণ কৈলা ন্যাসিমনি ॥ ৪০৮
ব্রহ্মলোক-শিবলোক-আদি যত লোক।
যে সুখের কলা লেশে সভেই অশোক ॥ ৪০৯
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মত্ত যে সুখের লেশে।
তাহা করায়েন পৃথিবীতে ন্যাসিবেশে ॥ ৪১০
হেন সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ভগবান্।
যে পাপিষ্ঠ মায়াবশে বোলে অপ্রমাণ ॥ ৪১১
তার জন্ম কর্ম্ম বিদ্যা ব্রহ্মণ্য আচার।
সব মিথ্যা ; সেই পাপী শোচ্য সভাকার ॥ ৪১২
ভজ ভজ আরে ভাই ! চৈতন্যচরণে।
অবিদ্যাবন্ধন খণ্ডে' যাহার শ্রবণে ॥ ৪১৩
যাহার স্মরণে সর্ব্ব-তাপ-বিমোচন।
ভজ ভজ হেন ন্যাসিমণির চরণ ॥ ৪১৪
এইমত চতুর্দ্দিগে দেখি সঙ্কীর্ত্তন।
আনন্দে ভাসেন প্রভু লই সর্ব্ব-গণ ॥ ৪১৫
আনন্দধারায় পূর্ণ শ্রীগৌরসুন্দর।
যেন চতুর্দ্দিগে বহে জাহ্নবীর জল ॥ ৪১৬
বাহ্য নাহি পরানন্দসুখে আপনার।
সঙ্কীর্ত্তন-আনন্দবিহ্বল-অবতার ॥ ৪১৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪০৩। "বিপ্রের"-স্থলে "প্রেমের"-পাঠান্তর।

৪০৪। "সেই"-স্থলে "দেখি"-পাঠান্তর। **সেই**—সেই ক্ষণেই।

৪০৫। "মত স্ফুরে"-স্থলে "স্ফুরে তেন"-পাঠান্তর।

৪০৮। "কৃষ্ণনাম"-স্থলে "সঙ্কীর্ত্তন"-পাঠান্তর।

৪০৯। "কলা"-স্থলে "কণা"-পাঠান্তর। **যে সুখের কলালেশে**—যে সুখের এক কণিকামাত্র লাভ করিয়াই। **অশোক**—শোক-রহিত, সর্বদুঃখ-বিবর্জিত, পরমানন্দময়।

৪১১। **অপ্রমাণ**—শাস্ত্রপ্রমাণশূন্য, অশাস্ত্রীয়।

৪১২। **ব্রহ্মণ্য**—ব্রাহ্মণ-বর্ণোচিত ধর্ম। "ব্রহ্মণ্য"-স্থলে "ব্রাহ্মণ"-পাঠান্তর। ব্রাহ্মণ-আচার—ব্রাহ্মণোচিত আচারণ। **শোচ্য সভাকার**—সকলের নিকটেই শোচনীয় বলিয়া বিবেচিত, সকলের কৃপার পাত্র।

৪১৩। **অবিদ্যা-বন্ধন**—মায়া-বন্ধন, সংসার-বন্ধন। **যাহার শ্রবণে**—যে-শ্রীচৈতন্যের গুণ-মহিমাদি শ্রবণ করিলে। "শ্রবণে"-স্থলে "স্মরণে"-পাঠান্তর।

৪১৫। "দেখি"-স্থলে "শুনি"-পাঠান্তর।

৪১৭। **সঙ্কীর্ত্তন-আনন্দ ইত্যাদি**—যে-অবতার (ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ যে-ভগবৎ-স্বরূপ) সঙ্কীর্তনানন্দে সর্বদা বিহ্বল থাকেন।

যেই সম্প্রদায় প্রভু দেখেন সম্মুখে।
তাহাতেই নৃত্য করে পরানন্দ-সুখে ॥ ৪১৮
তাহারা কৃতার্থ হেন মানে' আপনারে।
হেনমতে রঙ্গ করে শ্রীগৌরসুন্দরে ॥ ৪১৯
বিহ্বলের অগ্রগণ্য নিত্যানন্দ-রায়।
কখনো ধরিয়া তাঁরে আপনে নাচায় ॥ ৪২০
আপনে কখনো নৃত্য করে তাঁর সঙ্গে।
আপনে বিহ্বল আপনার প্রেম-রঙ্গে ॥ ৪২১
নৃত্য করে মহাপ্রভু করি সিংহনাদ।
যে-নাদ-শ্রবণে খণ্ডে' সকল বিষাদ ॥ ৪২২
যার রসে মত্ত—বস্ত্র না জানে শঙ্কর।
হেন প্রভু নাচে সর্ব্বলোকের ভিতর ॥ ৪২৩
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হয় যার শক্তিবশে।
সে প্রভু নাচয়ে পৃথিবীতে প্রেমরসে ॥ ৪২৪
যে প্রভু দেখিতে সর্ব্ববেদে কাম্য করে।
সে প্রভু নাচয়ে সর্ব্বজনের গোচরে ॥ ৪২৫
এইমত সর্ব্বলোক মহানন্দে ভাসে।
সংসার তরিল চৈতন্যের পরকাশে ॥ ৪২৬
যতেক আইসে লোক চতুর্দ্দিগ হৈতে।
সভেই আসিয়া দেখে প্রভুরে নাচিতে ॥ ৪২৭
বাহ্য নাহি প্রভুর—বিহ্বল প্রেমরসে।
দেখি সর্ব্বলোক সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে ॥ ৪২৮
কুলিয়াঁর প্রকাশে যতেক পাপী ছিল।
উত্তম মধ্যম নীচ—সভে পার হৈল ॥ ৪২৯
কুলিয়াগ্রামেতে চৈতন্যের পরকাশ।
ইহার শ্রবণে ছিণ্ডে সর্ব্ব-কর্ম্ম-পাশ ॥ ৪৩০
সকল জীবেরে প্রভু দরশন দিয়া।
সুখময় চিত্তবৃত্তি সভার করিয়া ॥ ৪৩১
তবে সব আপন পার্ষদগণ লৈয়া।
বসিলেন মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া ॥ ৪৩২
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
দৃঢ় করি ধরিলেন প্রভুর চরণ ॥ ৪৩৩
বিপ্র বোলে "প্রভু! মোর এক নিবেদন।
আছে, তাহা কহোঁ যদি খাণি দেহ' মন ॥ ৪৩৪
ভক্তির প্রভাব মুঞি পাপী না জানিয়া।
বহু নিন্দা করিয়াছোঁ আপনা' খাইয়া ॥ ৪৩৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪২০। তাঁরে—শ্রীগৌরসুন্দরকে।

৪২১। তাঁর সঙ্গে—গৌরসুন্দরের সঙ্গে।

৪২২। "নৃত্য করে মহাপ্রভু করি"-স্থলে "নৃত্যাবেশে মহাপ্রভু করে"-পাঠান্তর।

৪২৩। যার রসে—যাঁহার প্রেম-রসে (প্রেমরসের আস্বাদনে)।

৪২৪। শক্তিবশে—শক্তিবশ, শক্তির বশীভূত (অধীন)।

৪২৫। "বেদে"-স্থলে "দেবে"-পাঠান্তর। কাম্য করে—কামনা করে, ইচ্ছা করে।

৪২৯। কুলিয়ার প্রকাশে—কুলিয়াতে প্রভু যে-বৈভব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে (তাহা দর্শন করিয়া, বা তাহার প্রভাবে)। পার হৈল—সংসার-সমুদ্র পার হইয়া গেল।

৪৩০। পাশ—বন্ধন।

৪৩২। তবে—তাহার পরে। বাহ্য প্রকাশিয়া—বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া।

৩৩৩। হেনই সময়ে—প্রভু যখন বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া ভক্তবৃন্দের সহিত বসিয়া ছিলেন, তখনই।

৪৩৪। খাণি—ক্ষণেক, অল্প সময়ের জন্য।

'কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব, কি কীর্ত্তন।'
এইমত অনেক বল্গিলুঁ অনুক্ষণ ॥ ৪৩৬
এবে প্রভু ! সে পাপিষ্ঠ কর্ম্ম স্মঙরিতে।
অনুক্ষণ চিত্ত মোর দহে' সর্ব্বমতে ॥ ৪৩৭
সংসার-উদ্ধার-সিংহ তোমার প্রতাপ।
কহ মোর কেমতে খণ্ডয়ে সেই পাপ ॥" ৪৩৮
শুনি প্রভু অকৈতব বিপ্রের বচন।
হাসিয়া উপায় কহে শ্রীশচীনন্দন ॥ ৪৩৯
"শুন বিপ্র ! বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ।
সেই মুখে করি যদি অমৃত-গ্রহণ ॥ ৪৪০
বিষো হয় জীর্ণ, দেহ হয় ত অমর।
অমৃত-প্রভাবে ; এবে শুনহ উত্তর ॥ ৪৪১
না জানিঞা যত তুমি করিলে নিন্দন।
সে কেবল বিষ তুমি করিলে ভোজন। ৪৪২
পরম-অমৃত এবে কৃষ্ণ-গুণ-নাম।
নিরবধি সেই মুখে কর' তুমি পান ॥ ৪৪৩
যে মুখে করিলে তুমি বৈষ্ণবনিন্দন।
সেই মুখে কর' তুমি বৈষ্ণববন্দন ॥ ৪৪৪
সভা' হৈতে ভক্তির মহিমা বাঢ়াইয়া।
গীত কবিত্ব বিপ্র ! কর' তুমি গিয়া ॥ ৪৪৫
কৃষ্ণ-যশ-পরানন্দ-অমৃতে তোমার।
নিন্দা-বিষ যত সব করিব সংহার ॥ ৪৪৬
এই কহি সভারে, তোমারে না কেবল।
না জানিঞা নিন্দা করিলেক যে সকল ॥ ৪৪৭
আর যদি নিন্দা-কর্ম্ম কভু না আচরে।
নিরবধি বিষ্ণু-বৈষ্ণবের স্তুতি করে ॥ ৪৪৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৩৬। **বল্গিলুঁ**—বল্‌গণ করিয়াছি, যাহা-তাহা বলিয়াছি।

৪৩৭। **পাপিষ্ঠ কর্ম্ম**—ভক্তির নিন্দারূপ পাপ-কর্ম। **স্মঙরিতে**—স্মরণ করিতে (করিলে)। **দহে**—দগ্ধ হয়, অগ্নিদাহের মত জ্বালা অনুভব করি।

৪৩৮। **সংসার-উদ্ধার-সিংহ**—সংসার-সমুদ্র হইতে জীবের উদ্ধারের পক্ষে সিংহতুল্য শক্তিশালী, এমন শক্তি আর কাহারও নাই, সর্বশ্রেষ্ঠ-শক্তিসম্পন্ন। **সংসার-উদ্ধার-সিংহ ইত্যাদি**—তোমার প্রতাপ (প্রভাব, মহিমা) সংসার-সমুদ্র হইতে জীবকে উদ্ধার করিবার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ।

৪৩৯। **অকৈতব**—অকপট (বচন)।

৪৪০-৪১। অন্বয়। হে বিপ্র ! শুন। যে মুখে বিষ ভক্ষণ করি (করা হয়), সেই মুখেই যদি (পরে) অমৃত গ্রহণ (ভোজন) করি (করা হয়, তাহা হইলে), অমৃতের প্রভাবে বিষও জীর্ণ হয় (বিষের ফলও দূরীভূত হয়) এবং দেহও অমর হয়। এবে (এক্ষণে) তোমার প্রশ্নের উত্তর বলিতেছি, শুন। "যদি"-স্থলে "যবে" এবং "অমৃত-প্রভাবে ; এবে"-স্থলে "অমৃত প্রভাব এই"-পাঠান্তর।

৪৪৫। "ভক্তির"-স্থলে "ভক্তের"-পাঠান্তর। **গীত কবিত্ব ইত্যাদি**—গীত (গান) এবং কৃষ্ণ-গুণ-নাম এবং ভক্তির মহিমা সম্বন্ধে কবিতা রচনা কর গিয়া।

৪৪৬। অন্বয়। কৃষ্ণ-যশ-পরানন্দ-অমৃতে (শ্রীকৃষ্ণের গুণ-মহিমাদির খ্যাপনজনিত পরমানন্দরূপ অমৃতের প্রভাবে) তোমার যত সব নিন্দা-বিষ (ভক্ত ও ভক্তির নিন্দার ফলরূপ বিষ) সংহার করিব (ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে)। "যশ"-স্থলে "রস"-পাঠান্তর। কৃষ্ণ-রস—কৃষ্ণভক্তি-রস।

৪৪৭। **এই কহি সভারে ইত্যাদি**—তোমার উপলক্ষ্যে এ-কথা আমি সকলকেই বলিলাম, কেবল

এ সকল পাপ ঘুচে এই সে উপায়ে।
কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায়ে ॥ ৪৪৯
চল বিপ্র ! কর' গিয়া ভক্তির বর্ণন।
তবে সে তোমার সর্ব্ব-পাপ-বিমোচন ॥" ৪৫০
সকল বৈষ্ণব শ্রীমুখের বাক্য শুনি।
আনন্দে করেন জয়জয়-হরি-ধ্বনি ॥ ৪৫১
নিন্দাপাতকের এই প্রায়শ্চিত্ত সার।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর অবতার ॥ ৪৫২
এই আজ্ঞা যে না মানে', নিন্দে সাধুজন।
দুঃখসিন্ধু-মাঝে ভাসে সেই পাপিগণ ॥ ৪৫৩
চৈতন্যের আজ্ঞা যে মানয়ে বেদসার।
সুখে সেই গণ হয় ভব-সিন্ধু-পার ॥ ৪৫৪
বিপ্রেরে করিতে প্রভু তত্ত্ব-উপদেশ।
ক্ষণেকে পণ্ডিত-দেবানন্দের প্রবেশ ॥ ৪৫৫
গৃহবাসে যখনে আছিলা গৌরচন্দ্র।
তখনে যতেক করিলেন পরানন্দ ॥ ৪৫৬
সে সময় দেবানন্দপণ্ডিতের মনে।
নহিল বিশ্বাস, না দেখিলা তে-কারণে ॥ ৪৫৭
দেখিবার যোগ্যতা আছয়ে পুনি তান।
তবে কেনে না দেখিলা, কৃষ্ণ সে প্রমাণ ॥ ৪৫৮
সন্ন্যাস করিয়া যদি ঠাকুর চলিলা।
তান ভাগ্যে বক্রেশ্বর আসিয়া মিলিলা ॥ ৪৫৯
বক্রেশ্বরপণ্ডিত—চৈতন্য-প্রিয়পাত্র।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র যাঁর স্মরণেই মাত্র ॥ ৪৬০
নিরবধি কৃষ্ণপ্রেম-বিগ্রহ বিহ্বল।
যাঁর নৃত্যে দেবাসুর—মোহিত সকল ॥ ৪৬১
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, হাস্য, পুলক, হুঙ্কার।
বৈবর্ণ্য-আনন্দমূর্চ্ছা-আদি যে বিকার ॥ ৪৬২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তোমাকেমাত্র নহে। "এই কহি সভারে, তোমারে না"-স্থলে "এই ত সভারে তোমারে নহে এ" এবং "এই কহি তোমারেই, এ নহে" এবং "করিলেক যে"-স্থলে "কৈল যে পাপি"-পাঠান্তর।

৪৪৯। কোটি প্রায়শ্চিত্তেও ইত্যাদি—অন্যথা (যাহা বলিলাম, তাহা ব্যতীত অন্যরকম) কোটি প্রায়শ্চিত্তেও (শাস্ত্রবিহিত অন্য কোটি কোটি প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানেও) নাহি যায়ে (নিন্দাজনিত পাপ যায় না, দূরীভূত হয় না)। "যায়ে"-স্থলে "হয়ে"-পাঠান্তর।

৪৫০। "ভক্তির"-স্থলে "ভক্তের"-পাঠান্তর।

৪৫৪। মানয়ে বেদসার—বেদের সারকথা বলিয়া মান্য করে। সুখে—অনায়াসে। **সেই গণ**—তাঁহারা সকলে।

৪৫৫। পণ্ডিত দেবানন্দের পূর্বপ্রসঙ্গ ২।২১।৬-২৮ পয়ারসমূহে দ্রষ্টব্য।

৪৫৭। নহিল বিশ্বাস—গৌরচন্দ্রের ভগবত্তায় বিশ্বাস হয় নাই। না দেখিলা—প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্বের পরিচয় পাইলেন না। অথবা, পূর্বপয়ারে কথিত পরানন্দ দেখেন নাই।

৪৫৮। ২।২১।১০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৫৯। চলিলা—নবদ্বীপ ছাড়িয়া গেলেন। তান ভাগ্যে—দেবানন্দ পণ্ডিতের সৌভাগ্যবশতঃ। মিলিলা—দেবানন্দের সহিত মিলিত হইলেন।

৪৬১। নিরবধি ইত্যাদি—বক্রেশ্বরের কৃষ্ণপ্রেমময় দেহ সর্বদা কৃষ্ণপ্রেমাবেশে বিহ্বল থাকে।

৪৬২। "বৈবর্ণ্য"-স্থলে "বৈবশ্য"-পাঠান্তর। বৈবশ্য—প্রেমজনিত বিবশতা (বিহ্বলতা)।

চৈতন্যকৃপায় মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে।
সকল আসিয়া বক্রেশ্বর-দেহে মিলে ॥ ৪৬৩
বক্রেশ্বরপণ্ডিতের উদ্দাম বিকার।
সকল কহিতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥ ৪৬৪
দৈবে দেবানন্দপণ্ডিতের ভাগ্যবশে।
রহিলেন তাঁহার আশ্রমে প্রেমরসে ॥ ৪৬৫
দেখিয়া তাঁহার তেজঃপূর্ণ কলেবর।
ত্রিভুবনে অতুলিত বিষ্ণুভক্তিধর ॥ ৪৬৬
দেবানন্দপণ্ডিত পরম সুখী মনে।
অকৈতব প্রেমভাবে করেন সেবনে ॥ ৪৬৭
বক্রেশ্বরপণ্ডিত নাচেন যতক্ষণ।
বেত্রহস্তে আপনে বুলেন ততক্ষণ ॥ ৪৬৮
আপনে করেন সব লোক এক-ভিতে।
রহিলে আপনে ধরি রাখেন কোলেতে ॥ ৪৬৯
তাঁহার অঙ্গের ধূলা বড় ভক্তি-মনে।
আপনার সর্ব্ব-অঙ্গে করেন লেপনে ॥ ৪৭০
তাঁর সঙ্গে থাকি, তাঁহার শুনিঞা প্রকাশ।
তখনে জন্মিল প্রভু-চৈতন্যে বিশ্বাস ॥ ৪৭১
বৈষ্ণবসেবার ফল কহয়ে পুরাণে।
তার সাক্ষী এই সভে দেখ বিদ্যমানে ॥ ৪৭২
আজন্ম ধার্ম্মিক উদাসীন জ্ঞানবান্।
ভাগবত-অধ্যাপনা বিনে নাহি আন ॥ ৪৭৩
শান্ত দান্ত জিতেন্দ্রিয় নির্ল্লোভ নির্ব্বিষয়।
প্রায় আর কতেক বা গুণ তানে হয় ॥ ৪৭৪
তথাপিহ গৌরচন্দ্রে নহিল বিশ্বাস।
বক্রেশ্বর-প্রসাদে সে কুবুদ্ধি-বিনাশ ॥ ৪৭৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৬৪। **উদ্দাম**—প্রশমিত করার অযোগ্য। "আছয়ে"-স্থলে "আছে বা"-পাঠান্তর।

৪৬৬। "পূর্ণ"-স্থলে "পুঞ্জ"-পাঠান্তর। **বিষ্ণুভক্তিধর**—কৃষ্ণভক্তিমান্।

৪৬৭। **অকৈতব প্রেমভাবে**—নিষ্কপট প্রীতির সহিত।

৪৬৯। **এক ভিতে**—এক দিকে (সরাইয়া রাখেন)। রহিলে—বক্রেশ্বর প্রেমাবেশে স্তম্ভিত হইয়া থাকিলে। "রহিলে"-স্থলে "পড়িলে"-পাঠান্তর। পড়িলে—বক্রেশ্বর প্রেমাবেশে ভূমিতে পড়িয়া গেলে।

৪৭১। **তাঁর সঙ্গে**—বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের সঙ্গে। **তাঁহার শুনিঞা প্রকাশ**—বক্রেশ্বরের মুখে প্রভুর প্রকাশের কথা (প্রভু যে স্বয়ংভগবান্ এবং ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এ-সকল কথা) শুনিয়া। "প্রকাশ"-স্থলে "আলাপ"-পাঠান্তর। অর্থ—তাঁহার শুনিঞা আলাপ—প্রভুসম্বন্ধে বক্রেশ্বরের আলাপ (কথিত বিবরণ) শুনিয়া।

৪৭২। "কহয়ে"-স্থলে "যে কহে"-পাঠান্তর।

৪৭৩। **উদাসীন**—সংসারে অনাসক্ত।

৪৭৪। **নির্ব্বিষয়**—বিষয়ে আসক্তিহীন। "নির্ব্বিষয়"-স্থলে "নির্ল্লোভ বিষয়ে" এবং "তানে হয়"-স্থলে "তান হয়ে"-পাঠান্তর।

৪৭৫। পূর্ববর্তী ৪৫৮-পয়ারের সহিত এই পয়ারের অন্বয়। যে-বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কৃপায় দেবানন্দের শ্রীচৈতন্যে-বিশ্বাস জন্মিয়াছে, সেই বক্রেশ্বর পণ্ডিতের মহিমাই মধ্যবর্তী ৪৫৯-৭৪ পয়ারসমূহে প্রসঙ্গক্রমে কথিত হইয়াছে। তথাপি—শ্রীচৈতন্যের স্বরূপতত্ত্ব বুঝিবার যোগ্যতা দেবানন্দ পণ্ডিতের থাকিলেও

'কৃষ্ণসেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড়।'
ভাগবত-আদি সর্ব্বশাস্ত্রে কৈল দড়॥ ৪৭৬

তথাহি (বরাহপুরাণে)—
"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥" ৯॥

এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
ভক্তসেবা হৈতে সে সভেই কৃষ্ণ পায়॥ ৪৭৭
বক্রেশ্বরপণ্ডিতের সঙ্গের প্রভাবে।
গৌরচন্দ্র দেখিতে চলিলা অনুরাগে॥ ৪৭৮
বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র ভগবান্।
দেবানন্দপণ্ডিত হইলা বিদ্যমান॥ ৪৭৯
দণ্ডবত দেবানন্দপণ্ডিত করিয়া।
রহিলেন এক-ভিতে সঙ্কোচিত হৈয়া॥ ৪৮০
প্রভুও তাহানে দেখি সন্তোষ হইলা।
বিরল হইয়া তানে লইয়া বসিলা॥ ৪৮১
পূর্ব্ব তান যত কিছু ছিল অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া প্রভু করিলা প্রসাদ॥ ৪৮২
প্রভু বোলে "তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর।
অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর॥ ৪৮৩
বক্রেশ্বরপণ্ডিত—কৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি।
সে-ই কৃষ্ণ পায়, যে তাঁহারে করে ভক্তি॥ ৪৮৪
বক্রেশ্বর-হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ-ঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করেন নাচিতে বক্রেশ্বর॥ ৪৮৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(পূর্ববর্তী ৪৫৮-পয়ার দ্রষ্টব্য), গৌরচন্দ্রে ইত্যাদি—শ্রীগৌরচন্দ্রে তাঁহার বিশ্বাস জন্মে নাই। এক্ষণে **বক্রেশ্বর-প্রসাদে সে**—বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কৃপাতেই দেবানন্দের **কুবুদ্ধি-বিনাশ**—যে-কুবুদ্ধিবশতঃ গৌরচন্দ্রে দেবানন্দের অবিশ্বাস ছিল, তাহার বিনাশ হইল (তাহা দূরীভূত হইল)।

৪৭৬। **কৈল দড়**—দৃঢ়ভাবে কহিয়াছেন। এই পয়ারোক্তির সমর্থনে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো॥ ৯॥ অন্বয়॥ অচ্যুতসেবিনাং (অচ্যুত ভগবানের সেবকদিগের ; বৈষ্ণব-সেবা না করিয়া যাঁহারা কেবল ভগবৎ-সেবাই করেন, তাঁহাদের) সিদ্ধিঃ (যথোচিত ফলপ্রাপ্তি) ভবতি (হয়), ন বা (কি হয় না) ইতি (এইরূপ) সংশয়ঃ (সন্দেহ আছে)। তু (কিন্তু) তদ্‌ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাং (যাঁহাদের চিত্ত সেই ভগবানের ভক্তের পরিচর্যায় নিরত, তাঁহাদের) নিঃসংশয়ঃ (তদ্রূপ সংশয় বা সন্দেহ থাকে না, তাঁহারা তাঁহাদের অভীষ্ট ফল পাইবেনই)। ৩৷৩৷৯॥

অনুবাদ। ভক্তের সেবা না করিয়া যাঁহারা কেবল অচ্যুত ভগবানের সেবাই করেন, তাঁহারা সিদ্ধি (তাঁহাদের অভীষ্ট ফল) পাইবেন, কি পাইবেন না, এইরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে। কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত সেই ভগবানের ভক্তের পরিচর্যায় নিরত থাকে, তাঁহাদের অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি-বিষয়ে কোনওরূপ সন্দেহই নাই। ৩৷৩৷৯॥

৪৭৭। **এতেকে**—এজন্য। "এতেকে"-স্থলে "অতেব"-পাঠান্তর। অতেব—অতএব।

৩৮০। **এক-ভিতে**—এক দিকে। "ভিতে সঙ্কোচিত"-স্থলে "দিগে সঙ্কুচিত"-পাঠান্তর।

৪৮১। **বিরল হইয়া**—নির্জনে।

৪৮২। "প্রভু"-স্থলে "তাঁরে"-পাঠান্তর।

যে-তে-স্থানে যদি বক্রেশ্বর-সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ-শ্রীবৈকুণ্ঠময় ॥" ৪৮৬
শুনি বিপ্র-দেবানন্দ প্রভুর বচন।
জোড়হস্তে লাগিলেন করিতে স্তবন ॥ ৪৮৭
"জগত-উদ্ধার লাগি তুমি কৃপাময়!
নবদ্বীপ-মাঝে আসি হইলা উদয় ॥ ৪৮৮
মুঞি পাপী দৈবদোষে তোমা' না জানিলুঁ।
তোমার পরমানন্দে বঞ্চিত হইলুঁ ॥ ৪৮৯
সর্ব্ব-ভূত-কৃপালুতা তোমার স্বভাব।
এই মাগোঁ 'তোমাতে হউক অনুরাগ ॥ ৪৯০-
এক নিবেদন মোর তোমার চরণে।
করিমু, উপায় তার বলিবা আপনে ॥ ৪৯১
মুঞি অ-সর্ব্বজ্ঞ—সর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থ লৈয়া।
ভাগবত পঢ়াঙ আপনে অজ্ঞ হৈয়া ॥ ৪৯২
কিবা বাখানিমু, পঢ়াইমু বা কেমনে।
ইহা প্রভু! আজ্ঞা মোরে করিবা আপনে॥" ৪৯৩
শুনি তান বাক্য গৌরচন্দ্র ভগবান্।
কহিতে লাগিলা ভাগবতের প্রমাণ ॥ ৪৯৪
"শুন বিপ্র! ভাগবতে এই বাখানিবা।
'ভক্তি' বিনু আর কিছু মুখে না আনিবা ॥ ৪৯৫
আদ্য-মধ্য-অন্ত্যে ভাগবতে এই কয়'।
বিষ্ণুভক্তি নিত্য-সিদ্ধ অক্ষয় অব্যয় ॥ ৪৯৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৮৭। "স্তবন"-স্থলে "ক্রন্দন"-পাঠান্তর।

৪৮৯। "জানিলুঁ"-স্থলে "চিনিলুঁ"-পাঠান্তর।

৪৯১। অন্বয়। তোমার চরণে মোর (আমার) এক নিবেদন (একটি নিবেদন) করিমু (জানাইব। তাহা শুনিয়া, তুমি কৃপা করিয়া) তার (আমার নিবেদিত বিষয়-সম্বন্ধে আমাকে) উপায় (আমি কি উপায় অবলম্বন করিব, তাহা) আপনে (তুমি নিজে) বলিবা (আমাকে উপদেশ দিবে)। পরবর্তী ৪৯২-৯৩-পয়ারদ্বয়ে দেবানন্দের নিবেদন কথিত হইয়াছে। "তার"-স্থলে "তবে"-পাঠান্তর।

৪৯২-৪৯৩। অ-সর্ব্বজ্ঞ—সর্ব্ববিষয়ে অজ্ঞ। **সর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থ**—সর্বজ্ঞ ব্যাসদেবের (অথবা, সর্বজ্ঞ শ্রীভগবানের কথিত) গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত। বাখানিমু—ব্যাখ্যা করিব। কেমনে—কিরূপে। "কেমনে"-স্থলে "কেন মনে"-পাঠান্তর। কেন মনে—কিরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া।

৪৯৪। **ভাগবতের প্রমাণ**—ভাগবত কিভাবে পঢ়াইতে হইবে, সেই বিষয়ে প্রামাণ্য উপদেশ। অথবা, ভাগবতে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা।

৪৯৬। **নিত্যসিদ্ধ**—অনাদিসিদ্ধ, উৎপাদ্য বস্তু নহে। মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটেও বলিয়াছেন—"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥ চৈ. চ. ২।২২।৫৭॥" ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুও বলিয়াছেন—"কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা। নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥ ভ. র. সি.॥ ১।২।২॥—সেই সাধনভক্তি হইতেছে কৃতিসাধ্যা (জিহ্বা-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধনীয়, অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তনাদিই হইতেছে তাহার সাধন), তাহার সাধ্য (বা লক্ষ্য) হইতেছে ভাব—কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম। নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের হৃদয়ে প্রাকট্য বা উদয়ই হইতেছে সাধ্যতা। (অর্থাৎ প্রেমকে সাধ্য বা লক্ষ্য বলাতে মনে হইতে পারে, ইহা হইতেছে একটি জন্য-পদার্থ, ইহার উৎপাদন করা যায়; কিন্তু তাহা নহে। প্রেম হইতেছে নিত্যসিদ্ধবস্তু, অনাদিকাল হইতেই এই প্রেম বিরাজিত।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সবে সত্য বিষ্ণুভক্তি।
মহাপ্রলয়েও যার থাকে পূর্ণ শক্তি ॥ ৪৯৭

মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে।
হেন ভক্তি না জানি কৃষ্ণের কৃপা বিনে ॥ ৪৯৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রবণ-কীর্তনাদির ফলে চিত্ত শুদ্ধ হইলেই সেই প্রেম সাধকের চিত্তে উদিত হয়। এই প্রেম সাধকের চিত্তে প্রচ্ছন্নভাবেও বিরাজিত থাকে না। যেহেতু, প্রেম বা ভক্তি হইতেছে ভগবানের চিচ্ছক্তির বৃত্তি, জীবের মধ্যে চিচ্ছক্তি নাই—সুতরাং চিচ্ছক্তির বৃত্তি প্রেম বা ভক্তিও থাকিতে পারে না। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনীশক্তিরই (হ্লাদিনীপ্রধানা চিচ্ছক্তিরই) কোনও এক সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিকে সর্বদা ভক্তবৃন্দের চিত্তে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন; তাহাই ভক্তচিত্তে গৃহীত হইয়া প্রেমরূপে বিরাজিত থাকে। "তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ-প্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে ॥ প্রীতিসন্দর্ভ ॥ ৬৫ ॥" সূর্যরশ্মি নিরপেক্ষভাবে সকল বস্তুর উপর পতিত হইলেও কোনও বস্তু যদি তাপবিরোধী (এজ্‌বাষ্টাজ্ আদি) কোনও বস্তুর দ্বারা আবৃত থাকে, তাহা হইলে সেই তাপবিরোধী বস্তুকে ভেদ করিয়া সূর্যরশ্মি যেমন সেই আবৃত বস্তুতে প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং রশ্মি যেমন উত্তাপরূপে সেই আবৃত বস্তুতে অবস্থান করিতেও পারে না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার হ্লাদিনীপ্রধানা চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষকে নিরপেক্ষভাবে সর্বত্র নিক্ষিপ্ত করিলেও, চিচ্ছক্তি-বিরোধী মায়াকলুষের দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত আবৃত, তাঁহাদের চিত্তে তাহা প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং তাঁহাদের চিত্তে তাহা ভগবৎ-প্রীতিরূপেও বিরাজিত থাকিতে পারে না। কেবলমাত্র ভক্তচিত্তে নিক্ষিপ্ত হইলেই তাহা গৃহীত হইয়া ভগবৎ-প্রীতিরূপে বিরাজিত থাকে। "ভক্তেষু এব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ-প্রীত্যাখ্যায় বর্ত্ততে।" সাধক ভক্তদের মধ্যেও, শ্রবণ-কীর্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে যাঁহাদের চিত্তের চিচ্ছক্তিবিরোধী মায়াকলুষ দূরীভূত হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তনাদিদ্বারা যাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, একমাত্র তাঁহাদের চিত্তেই গৃহীত হইয়া সেই চিচ্ছক্তির বৃত্তি ভগবৎ-প্রীতি বা প্রেমরূপে বিরাজিত থাকিতে পারে। এইরূপে দেখা গেল, বিষ্ণুভক্তি "নিত্যসিদ্ধ"—জন্য বা উৎপাদ্য বস্তু নহে। এজন্যই শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম, সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি-শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥ চৈ. চ. ২।২২।৫৭ ॥"

অক্ষয় অব্যয়—চিদ্‌বিরোধী প্রাকৃতবস্তুই বিকারশীল; তাহার ক্ষয় আছে; কিন্তু চিদ্‌বস্তু বিকারধর্মী নহে; তাহা সর্বদা ক্ষয়রহিত এবং অব্যয়। বিষ্ণুভক্তি চিচ্ছক্তির বৃত্তি বলিয়াই অক্ষয় এবং অব্যয়। ভক্তির বিনাশ নাই এবং ভক্তির বিনাশ নাই বলিয়াই যাঁহার চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারও, অর্থাৎ তাঁহার ভক্তত্বেরও, বিনাশ নাই। একথা শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনকে বলিয়াছেন—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ গীতা ॥ ৯।৩১ ॥" "নিত্যসিদ্ধ"-স্থলে "নিত্যশুদ্ধ"-পাঠান্তর। নিত্যশুদ্ধ—নিতই মায়াস্পর্শশূন্য।

৪৯৭। সভে সত্য বিষ্ণুভক্তি—অক্ষয় অব্যয় বলিয়া একমাত্র বিষ্ণুভক্তিই হইতেছে সত্য বা নিত্য বস্তু।

৪৯৮। মোক্ষ দিয়া ইত্যাদি—(যাঁহারা মোক্ষ বা মুক্তিই কামনা করেন, কিন্তু ভক্তি কামনা করেন

ভাগবতশাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ত্ব কহে। তেঞি ভাগবতসম কোন শাস্ত্র নহে ॥ ৪৯৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

না, তাঁহাদিগকে) ভগবান্ নারায়ণ (মূল নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ) মোক্ষই দান করেন, ভক্তি দেন না ; তাঁহাদের নিকট হইতে তিনি ভক্তিকে গোপন করিয়া রাখেন। "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া ॥ চৈ. চ. ॥ ১৮।১৬ ॥" ভাগবত বলিয়াছেন—"মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥ ভাঃ ৫।৬।১৮ ॥"

৪৯৯। ভাগবতশাস্ত্রে সে ইত্যাদি—পূর্ববর্তী ৪৯৬-৯৮ পয়ারত্রয়ে যে ভক্তির মহিমার কথা বলা হইয়াছে, ভাগবত-শাস্ত্রে সেই ভক্তির তত্ত্ব কথিত হইয়াছে। তেঞি ভাগবতসম ইত্যাদি—সেজন্য অন্য কোনও শাস্ত্রই শ্রীমদ্ভাগবতের সমান (তুল্য) নহে, শ্রীমদ্ভাগবত হইতেছে সর্বশাস্ত্র-শ্রেষ্ঠ। "ভাগবতসম কোন"-স্থলে "ভাগবতসমান কোনই"-পাঠান্তর। শ্রীমদ্ভাগবত যে সর্বশাস্ত্র-শ্রেষ্ঠ, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি হইতেই তাহা জানা যায়।

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপ-ত্রয়োন্মূলনম্। শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ভা. ১।১।২ ॥' এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—যাহাতে ধর্ম (স্বধর্ম বা বর্ণাশ্রমধর্ম), অর্থ ও কামের কথা তো দূরে, মোক্ষবাসনা পর্যন্ত থাকে না, একমাত্র কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই যাহার লক্ষ্য, সেই পরম-ধর্মই শ্রীমদ্ভাগবতে নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেই সর্বত্রই—কোনও স্থলে প্রত্যক্ষভাবে, কোনও স্থলে বা পরোক্ষভাবে এই পরমধর্মের কথাই বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকশ্রুতি অনুসারে এতাদৃশী ভক্তিই জীবের স্বরূপানুবন্ধী বস্তু বলিয়া, জীবের পক্ষে লোভনীয় এতদতিরিক্ত অন্য কোনও বস্তু থাকিতে পারে না। এজন্যই ইহাকে পরম-ধর্ম বলা হইয়াছে। অন্য কোনও শাস্ত্রেই এতাদৃশ পরম-ধর্মের বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয় না। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ অন্য সমস্ত শাস্ত্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত শ্লোকে কাণ্ডত্রয়বিষয়ক সমস্ত শাস্ত্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠত্বের হেতুসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—প্রথমতঃ, এই গ্রন্থে—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি-ফলাভিসন্ধানশূন্য এবং ভগবৎ-সন্তোষ-বিধানাত্মক পরমধর্মের নিরূপণ করা হইয়াছে (ব্যঞ্জনা—অন্য কোনও শাস্ত্রে ইহা নাই)। দ্বিতীয়তঃ, এই পরম-ধর্মের অধিকারীর যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে (শ্লোকে বলা হইয়াছে—নির্মৎসর-ব্যক্তিগণই পরম ধর্ম-যাজনের অধিকারী। যাঁহারা পরের উৎকর্ষ সহ্য করিতে পারেন, তাদৃশ ভূতানুকম্পী সাধুগণই নির্মৎসর—এতাদৃশ যে-লক্ষণ কথিত হইয়াছে), তদ্দ্বারা কর্মকাণ্ড-বিষয়ক শাস্ত্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, শ্লোকস্থ "বেদ্যম্"-শব্দে জ্ঞানকাণ্ডবিষয়ক শাস্ত্র হইতেও শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। চতুর্থতঃ, এই গ্রন্থ হইতে "বাস্তব বস্তু" জানা যায়। বাস্তব বস্তু হইতেছে পরমার্থভূত বস্তু, বৈশেষিক-মতাবলম্বীদের ন্যায় দ্রব্যগুণাদি বস্তু নহে। ইহাদ্বারা বৈশেষিক শাস্ত্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। অথবা, "বাস্তব"-শব্দের অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। যথা—বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর, শক্তি মায়া এবং বস্তুর কার্য জগৎ—এই সমস্তই বস্তুই, বস্তু হইতে পৃথক নহে—এই তথ্য শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা

যেনরূপ মৎস্য-কূর্ম্ম-আদি অবতার।
আবির্ভাব তিরোভাব যেন তা'সভার ॥ ৫০০
এইমত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয় ॥ ৫০১
ভক্তিযোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়।
স্ফূর্ত্তি সে হইল মাত্র কৃষ্ণের কৃপায় ॥ ৫০২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যায় (বেদ্যং)—যত্নব্যতীতও জানা যায় (ব্যঞ্জনা—অন্য কোনও শাস্ত্র হইতে এই ভাবে জানা যায় না)। (এ-স্থলে "বস্তু"-শব্দে ঈশ্বরকেই বুঝাইতেছে)। পঞ্চমতঃ, এই শ্রীমদ্‌ভাবত হইতেছে—শিবদ, পরমসুখদ এবং আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়োন্মূলক। ইহাদ্বারা জ্ঞানকাণ্ড-বিষয়ক শাস্ত্রসমূহ হইতে শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। ষষ্ঠতঃ, "শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহামুনিকৃতে"—শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রথমে নারায়ণকর্তৃক কৃত হইয়াছে। ইহাদ্বারা কর্তৃত্ব-বিষয়েও শ্রেষ্ঠত্ব-কথিত হইয়াছে। সপ্তমতঃ, "কিংবা পরৈরীশ্বরঃ" ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে—অন্য কোনও শাস্ত্রদ্বারা বা তদুক্ত সাধনের দ্বারা ঈশ্বর সদ্য হৃদয়ে অবরুদ্ধ (স্থিরীকৃত) হয়েন না। যাঁহারা সুকৃতি (অর্থাৎ পূর্বসঞ্চিত ভক্তি-সম্পত্তি যাঁহাদের আছে), এই শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্রবণের ইচ্ছামাত্রেই ঈশ্বর তাঁহাদের হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন। ইহাদ্বারা অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা মহিমায় শ্রীমদ্‌-ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। এই টীকার উপসংহারে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—এই শ্রীমদ্‌ভাগবতে কাণ্ডত্রয়ের অর্থও যথাবৎ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং এই শ্রীমদ্‌ভাগবতই সমস্ত শাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ। অতএব নিত্য এই শ্রীমদ্‌ভাগবতই শ্রোতব্য—ইহাই ভাবার্থ।

(শ্রীমদ্‌ভাগবতে কাণ্ডত্রয়ের অর্থও যে যথাবৎ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য হইতেছে—পরম-ধর্মের তুলনায় কাণ্ডত্রয়ে কথিত ধর্মের ফলের অপকর্ষ-প্রদর্শন)।

৫০০-৫০১। মৎস্য-কূর্মাদি অবতার বা ভগবৎস্বরূপ যেমন সৃষ্টবস্তু নহেন, পরন্তু নিত্য, ত্রিকালসত্য, কখনও কখনও যেমন ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের আবির্ভাব এবং ব্রহ্মাণ্ড হইতে তিরোভাব হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই শ্রীমদ্‌ভাগবত কাহারও কৃত (ব্যক্তিবিশেষের রচিত) নহে, পরন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবত নিত্যবস্তু, নিজেই জগতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, আবার তিরোভাব প্রাপ্তও হইয়া থাকেন। ২।২১।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "যেন রূপ"-স্থলে "যে যে রূপে"-পাঠান্তর।

৫০২। ভাগবত যদি কাহারও কৃত (রচিত) না হইবে, তাহা হইলে ব্যাসদেবকে ভাগবতের রচয়িতা বলা হয় কেন? এই পয়ারে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

ভক্তিযোগে—ব্যাসদেবের ভক্তির প্রভাবে এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়—কেবল ব্যাসদেবের ভক্তির প্রভাবেই নহে, পরন্তু জগতের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবশতঃই, ব্যাসের জিহ্বায়—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের জিহ্বাতে, ভাগবত—নিত্যসিদ্ধ ত্রিকালসত্য শ্রীমদ্‌ভাগবত, স্ফূর্ত্তি সে হইল মাত্র—মাত্র স্ফূর্তি লাভই করিয়াছেন, ব্যাসদেবের জিহ্বায় আবির্ভূতমাত্র হইয়াছেন, আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং শ্রীমদ্‌ভাগবত ব্যাসদেবের মস্তিষ্কপ্রসূত গ্রন্থ নহেন, তাঁহার নিজের রচিত নহেন। তাঁহার জিহ্বায় প্রকাশ পাইয়াছেন বলিয়াই, তিনি বলিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার জিহ্বায় যাহা স্ফুরিত হইয়াছে, তাহা তিনি প্রচার করিয়াছেন বলিয়াই, সাধারণ লোক তাঁহাকে ভাগবতের রচয়িতা বলিয়া থাকে।

ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায়।
এইমত ভাগবত—সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥ ৫০৩
ভাগবত বুঝি, হেন যার আছে জ্ঞান।
সে-ই নাহি বুঝে' ভাগবতের প্রমাণ ॥ ৫০৪
অজ্ঞ হই ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত-অর্থ তার হয় দরশন ॥ ৫০৫
প্রেমময় ভাগবত—কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ।
যাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ-রঙ্গ ॥ ৫০৬
বেদ শাস্ত্র পুরাণ কহিয়া বেদব্যাস।
তথাপি চিত্তের নাহি পায়িলা প্রকাশ ॥ ৫০৭
যখনে শ্রীভাগবত জিহ্বায় স্ফূরিল।
ততক্ষণে চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন হইল ॥ ৫০৮
হেন গ্রন্থ পঢ়ি কেহো পড়য়ে সঙ্কটে।
শুন বিপ্র! তোমারে কহিয়ে অকপটে ॥ ৫০৯
আদ্য-মধ্য-অবসানে তুমি ভাগবতে।
ভক্তিযোগ মাত্র বাখানিহ সর্ব্বমতে ॥ ৫১০
তবে আর তোমার নহিব অপরাধ।
সেই ক্ষণে চিত্তবৃত্ত্যে পাইব প্রসাদ ॥ ৫১১
সকলশাস্ত্রেই মাত্র 'কৃষ্ণভক্তি' কয়'।
বিশেষত ভাগবত—ভক্তি রসময় ॥ ৫১২
চল তুমি যাহ অধ্যাপনা কর, গিয়া।
কৃষ্ণভক্তি-অমৃত সভারে বুঝাইয়া ॥" ৫১৩
দেবানন্দপণ্ডিত প্রভুর বাক্য শুনি।
দণ্ডবত প্রণাম করিলা ভাগ্য মানি ॥ ৫১৪
প্রভুর চরণ কায়-মনে করি ধ্যান।
চলিলেন বিপ্র করি অনেক প্রণাম ॥ ৫১৫
সভারেই এই ভাগবতের ব্যাখ্যান।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্ ॥ ৫১৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫০৩। ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব যেমন বুঝা যায় না, তদ্রূপ ভাগবতের তত্ত্বও বুঝা যায় না। ২।২১।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫০৪। "নাহি বুঝে"-স্থলে "না জানয়ে"-পাঠান্তর।

৫০৫। অজ্ঞ হই—ভাগবত-মর্ম-সম্বন্ধে নিজেকে অজ্ঞ মনে করিয়া। ভাগবত-অর্থ ইত্যাদি—নিজেকে অজ্ঞ মনে করিয়া ভাগবতের শরণ গ্রহণ করিলেই ভাগবত কৃপা করিয়া, ভাগবতের অর্থ প্রকাশ করেন, তখনই ভাগবতের প্রকৃত অর্থের দর্শন হইতে পারে।

৫০৬। কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ—২।২১।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫০৭-৮। ২।১০।২৩৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "পুরাণ কহিয়া"-স্থলে "পূর্ব্ব কহিলেন" এবং "প্রমাণ করিয়া"-পাঠান্তর।

৫১২। ভক্তিরসময়—ভক্তিরস-স্বরূপ। "পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ভা. ১।১।৩ ॥" "ভক্তি"-স্থলে "কৃষ্ণ"-পাঠান্তর।

এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"ইহার পরে একখানি পুঁথিতে নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং" (ভা. ১।১।৩) প্রভৃতি শ্লোকটি আছে।

৫১৪। "করিলা ভাগ্য"-স্থলে "হইলেন ভাগ্য হেন"-পাঠান্তর।

৫১৫। "চরণ"-স্থলে "বচন" এবং "অনেক"-স্থলে "বিস্তর"-পাঠান্তর।

৫১৬। দেবানন্দ পণ্ডিতের নিকটে প্রভু ভাগবতের ব্যাখ্যান-সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, দেবানন্দপণ্ডিতের

'ভক্তিযোগ' মাত্র ভাগবতের ব্যাখ্যান।
আদ্য-মধ্য-অন্ত্যে কভু না বুঝায়ে আন ॥ ৫১৭
না বাখানে, ভক্তি, ভাগবত যে পঢ়ায়।
ব্যর্থ বাক্য ব্যয় করে, অপরাধ পায় ॥ ৫১৮
মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত—ভক্তিরস মাত্র।
ইহা বুঝে—যে হয় কৃষ্ণের কৃপাপাত্র ॥ ৫১৯
ভাগবতপুস্তকো থাকয়ে যার ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে ॥ ৫২০
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণে ভক্তি পায় ॥ ৫২১
দুই স্থানে 'ভাগবত' নাম শুনি মাত্র।
গ্রন্থ ভাগবত, আর কৃষ্ণকৃপাপাত্র ॥ ৫২২
নিত্য পূজে পঢ়ে শুনে চাহে ভাগবত।
সত্যসত্য সেহো হইবেক সেইমত ॥ ৫২৩
হেন ভাগবত কোন দুষ্কৃতি পঢ়িয়া।
নিত্যানন্দনিন্দা করে তত্ত্ব না জানিয়া ॥ ৫২৪
ভাগবতরস—নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
ইহা জানে—যে হয় পরম ভাগ্যবন্ত ॥ ৫২৫
নিরবধি নিত্যানন্দ সহস্রবদনে।
ভাগবত রস সে গায়েন অনুক্ষণে ॥ ৫২৬
আপনেই নিত্যানন্দ অনন্ত যদ্যপি।
তথাপিহ পার নাহি পায়েন অদ্যাপি ॥ ৫২৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

উপলক্ষ্যে, সকলের প্রতিই তাহা বলা হইল। প্রভুর এই উপদেশ সকলের প্রতিই, কেবল দেবানন্দ-পণ্ডিতের প্রতি নহে।

৫১৭। "বুঝায়ে"-স্থলে "বুঝিয়ে"-পাঠান্তর।

৫১৯। **মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত**—শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতেছেন মূর্তিমান্ ভক্তিরস, ভক্তিরসের মূর্তরূপ। **ভক্তিরসমাত্র**—সেজন্য ভাগবতে কেবল ভক্তিরসের কথাই বলা হইয়াছে। ভাগবত যে রসস্বরূপ, "পিবত ভাগবতং রসমালয়ম্ ॥ ভা. ১।১।৩ ॥"-শ্লোকেই তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা সকলে বুঝিতে বা অনুভব করিতে পারে না। **ইহা বুঝে ইত্যাদি**—যিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কেবলমাত্র তিনিই বুঝিতে পারেন—শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতেছেন ভক্তিরসের মূর্তরূপ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের সর্বত্রই ভক্তিরসের কথা বলা হইয়াছে।

৫২১। "শ্রবণে ভক্তি পায়"-স্থলে "শ্রবণ ভক্তিময়"-পাঠান্তর।

৫২২। ভাগবত-গ্রন্থের নামও "ভাগবত" এবং কৃষ্ণকৃপাপাত্র ভক্তও "ভাগবত"।

৫২৩। **সেই মত**—কৃষ্ণকৃপাপাত্র ভক্তরূপ ভাগবত।

৫২৫। **ভাগবতরস ইত্যাদি**—শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন ভাগবতরসের মূর্তবিগ্রহ।

৫২৬। **সহস্রবদনে**—সহস্রবদন অনন্তদেবরূপে। "রস"-স্থলে "অর্থ"-পাঠান্তর।

৫২৭। **আপনেই নিত্যানন্দ ইত্যাদি**—যদিও নিত্যানন্দ নিজেই অনন্ত (অনন্ত-দেব-রূপে বিরাজিত, সুতরাং ভাগবত-রস-বর্ণনে নিত্যানন্দের যে-শক্তি, সে-শক্তি যদিও অনন্তদেবে বিরাজিত), **তথাপিহ পার নাহি ইত্যাদি**—তথাপি, অনাদিকাল হইতে ভাগবত-রস-বর্ণন আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্তও তাহার অন্ত পাইতেছেন না। বস্তুতঃ ইহার অন্তই নাই। শ্রীভাগবত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণমহিমার যেমন অন্ত নাই, ভাগবত-মহিমারও তেমনি অন্ত নাই।

হেন ভাগবত হেন অনন্ত অপার।
ইহাতে কহিল সবে ভক্তিরস-সার ॥ ৫২৮
দেবানন্দপণ্ডিতের লক্ষ্যে সভাকারে।
ভাগবত-অর্থ বুঝাইলেন ঈশ্বরে ॥ ৫২৯
এইমত যে যে জন আইসে বুঝিতে।
সভারেই প্রতিকার করিলা সু-রীতে ॥ ৫৩০
কুলিয়াগ্রামেতে আসি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
হেন নাহি যারে প্রভু না করিলা ধন্য ॥ ৫৩১
সর্ব্বলোক সুখী হৈলা প্রভুরে দেখিয়া।
পুনঃপুন সভে দেখে নয়ন ভরিয়া ॥ ৫৩২
মনোরথ-পূর্ণ হৈল দেখি সর্ব্বলোক।
আনন্দে ভাসয়ে পাসরিয়া দুঃখ শোক ॥ ৫৩৩
এ সব বিলাস যে শুনয়ে হর্ষ-মনে।
শ্রীচৈতন্য-সঙ্গ পায় সেই সব জনে ॥ ৫৩৪
যথাতথা জন্মু ক—সভার শ্রেষ্ঠ হয়।
কৃষ্ণ-যশ শুনিলে কখনো মন্দ নয় ॥ ৫৩৫
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবানদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৫৩৬

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে নীলাচলবিলাসাদি-বর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫২৮। "হেন অনন্ত অপার"-স্থলে "যেন অনন্তেরও পার" এবং "সবে ভক্তিরস-সার"-স্থলে "সর্ব্ব ভাগবত-যার" এবং "সব ভক্তির পসার"-পাঠান্তর।

৫৩০। প্রতিকার করিলা—ভবব্যাধি হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় বলিয়া দিলেন, অথবা ভবব্যাধি হইতে মুক্ত করিলেন। সু-রীতে—উত্তম রীতিতে। "করিলা"-স্থলে "করেন" "কহিল" এবং "কহেন"-পাঠান্তর।

৫৩১। "প্রভু"-স্থলে "যাহা"-পাঠান্তর।

৫৩৩। "হৈল দেখি"-স্থলে "হই দেখি" এবং "করি দেখি"-পাঠান্তর।

৫৩৬। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি অন্ত্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(৩০. ১১. ১৯৬৩—৭. ১২. ১৯৬৩)

অন্ত্যখণ্ড

চতুর্থ অধ্যায়

জয় জয় জয় কৃপাসিন্ধু গৌরচন্দ্র ।
জয় জয় সকল-মঙ্গল-পদদ্বন্দ্ব ॥ ১
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ন্যাসিরাজ ।
জয় জয় চৈতন্যের ভকতসমাজ ॥ ২

হেনমতে প্রভু সর্ব্বজীব উদ্ধারিয়া ।
মথুরায় চলিলেন ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া ॥ ৩
গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু লইলেন পথ ।
স্নান-পানে গঙ্গার পূরিল মনোরথ ॥ ৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। কুলিয়া হইতে প্রভুর রামকেলিতে আগমন, অসংখ্য লোকের সমাবেশ ও কীর্তন, কোটোয়ালকর্তৃক যবনরাজার নিকটে প্রভুর রূপগুণাদির বিবরণ-কথন, প্রভুসম্বন্ধে যবনরাজার ঈশ্বর-বুদ্ধি এবং প্রভুর কোনও বিঘ্ন না জন্মাইবার নিমিত্ত কর্মচারীদের প্রতি আদেশ। যবনরাজের মতিপরিবর্তন আশঙ্কা করিয়া, রামকেলি হইতে চলিয়া যাওয়ার নিবেদন জানাইবার জন্য ব্রাহ্মণগণকর্তৃক প্রভুর নিকটে জনৈক ব্রাহ্মণ-প্রেরণ। প্রভুর নিকটে তাহা জানাইবার অবকাশ না পাইয়া ব্রাহ্মণকর্তৃক ভক্তদের নিকটে নিবেদন-জ্ঞাপন, তাহাতে ভক্তবৃন্দের চিন্তা, প্রভুকর্তৃক তাঁহাদের প্রবোধন। রামকেলি হইতে প্রভুর অদ্বৈত-ভবনে আগমন। অদ্বৈত-তনয় অচ্যুতানন্দের প্রসঙ্গ। নবদ্বীপস্থ ভক্তবৃন্দের ও শচীমাতার শান্তিপুরে আগমন, প্রভুকর্তৃক মাতার স্তবস্তুতি-প্রভৃতি। শচীমাতার পাচিত অন্নব্যঞ্জন-ভোজনে প্রভুর আনন্দ। প্রভুর আদেশে প্রভুর নিকটে মুরারি গুপ্তের স্বরচিত রামাষ্টক-পঠন, গুপ্তের প্রতি প্রভুর বর-প্রদান। এক বৈষ্ণব-নিন্দক কুষ্ঠরোগীর প্রভুর নিকটে আগমন ও উদ্ধার-প্রার্থনা। প্রভুকর্তৃক প্রত্যাখ্যান। তাঁহার উদ্ধারের উপায়-কথন। প্রসঙ্গক্রমে বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য ও বৈষ্ণব-নিন্দার কুফল-কথন। মাধবেন্দ্রপুরীর বিবরণ, তাঁহার নিকটে অদ্বৈতাচার্যের দীক্ষা গ্রহণ। তৎকালীন সাধারণলোকের ধর্মভাবের অভাব। অদ্বৈতগৃহে মাধবেন্দ্রপুরীর আরাধনাতিথিতে মহামহোৎসব, প্রভুর আনন্দ-নৃত্য ও আনন্দ-ভোজন। শিব-নামের মহিমা-কথন। শিবপূজার ব্যবস্থা।

১। **সকল-মঙ্গল-পদদ্বন্দ্ব**—যাঁহার পদযুগলে সমস্ত মঙ্গল বিরাজিত, তিনি। যাঁহার পদদ্বয়ের সেবাতেই সমস্ত মঙ্গল লাভ হইতে পারে।

৪। **স্নান-পানে**—গঙ্গায় স্নান করিয়া এবং গঙ্গাজল পান করিয়া। **পূরিল মনোরথ**—গঙ্গার বাসনা পূর্ণ করিলেন। "পূরিল"-স্থলে "পুরেন"-পাঠান্তর।

গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণসমাজ—তার 'রামকেলি' নাম ॥ ৫
দিন-চারি-পাঁচ প্রভু সেই পুণ্যস্থানে।
আসিয়া রহিলা যেন কেহো নাহি জানে ॥ ৬
সূর্য্যের উদয় কি কখনো গোপ্য হয়।
সর্ব্বলোক শুনিলেন চৈতন্য-বিজয় ॥ ৭
সর্ব্বলোক দেখিতে আইসে হর্ষ-মনে।
স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ-আদি সজ্জন-দুর্জ্জনে ॥ ৮
নিরবধি প্রভুর আবেশময় অঙ্গ।
প্রেমভক্তি বিনু আর নাহি কোনো রঙ্গ ॥ ৯
হুঙ্কার, গর্জ্জন, কম্প, পুলক, ক্রন্দন।
নিরন্তর আছাড় পড়য়ে ঘনে ঘন ॥ ১০
নিরবধি ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
তিলার্দ্ধেকো অন্য কার্য্য নাহি কোনো ক্ষণ ॥ ১১
হেন সে ক্রন্দন প্রভু করেন ডাকিয়া।
লোকে শুনে ক্রোশেকের পথে ত থাকিয়া ॥ ১২
যদ্যপিহ ভক্তিরসে অজ্ঞ সর্ব্বলোক।
তথাপিহ প্রভু দেখি সভার সন্তোষ ॥ ১৩
দূরে থাকি সর্ব্বলোক দণ্ডবত করি।
সভে মেলি উচ্চ করি বোলে 'হরি হরি' ॥ ১৪
শুনি মাত্র প্রভু হরিনাম লোকমুখে।
বিশেষে উল্লাস বাঢ়ে পরানন্দসুখে ॥ ১৫
'বোল বোল বোল' প্রভু বোলে বাহু তুলি।
বিশেষে বোলেন সভে হই কুতূহলী ॥ ১৬
হেন সে আনন্দ প্রকাশেন গৌর-রায়।
যবনেও বোলে 'হরি' অন্যের কি দায় ॥ ১৭
যবনেও দূরে থাকি করে নমস্কার।
হেন গৌরচন্দ্রের কারুণ্য-অবতার ॥ ১৮
তিলার্দ্ধেকো প্রভুর নাহিক অন্য কর্ম্ম।
নিরন্তর লওয়ায়েন সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্ম ॥ ১৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫। **রামকেলি**—গৌড়েশ্বরের রাজধানীর নিকটবর্তী একটি গ্রাম। এই স্থানে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন বাস করিতেন। "মালদহ হইতে ৮।৯ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বকোণে অবস্থিত। শ্রীসনাতনগোস্বামি-খোদিত 'সনাতন-সাগর' এবং শ্রীরূপগোস্বামি-খোদিত 'রূপ-সাগর' আজিও উক্ত স্থানে বর্তমান রহিয়াছে। অ. প্র.।" **গৌড়**—তৎকালীন বঙ্গাধিপতির রাজধানী। "পূর্বকালে প্রায় সমস্ত বঙ্গদেশই 'গৌড়' নামে অভিহিত হইত। প্রাচীন গৌড়-নগর মালদহের নিকটে—৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অ. প্র.।" **ব্রাহ্মণসমাজ**—রামকেলি-গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ বাস করিতেন।

৬। **যেন কেহ নাহি জানে**—গোপনে।

৭। **চৈতন্য-বিজয়**—শ্রীচৈতন্যের আগমন (আগমনের কথা)। "শুনিলেন চৈতন্য"-স্থলে "শুনিলেক প্রভুর"-পাঠান্তর।

৯। "রঙ্গ"-স্থলে "সঙ্গ"-পাঠান্তর।

১১। **তিলার্দ্ধেকো ইত্যাদি**—কোনও সময়েই কীর্তনব্যতীত এবং প্রভুর প্রেমাবেশব্যতীত অন্য কোনও কার্যের তিলার্ধও থাকে না। "কার্য্য"-স্থলে "কর্ম্মে"-পাঠান্তর।

১৩। **ভক্তিরসে অজ্ঞ ইত্যাদি**—সমাগত লোকগণের সকলেই ভক্তিরস-সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। "ভক্তিরস" বলিতে যে কি বুঝায়, তাহা তাঁহাদের কেহই জানিতেন না।

১৭। **কি দায়**—কি কথা।

চতুর্দ্দিগে থাকি লোক আইসে দেখিতে।
দেখিয়া কাহারো চিত্ত না লয় যাইতে ॥ ২০
সভে মেলি আনন্দে করেন হরিধ্বনি।
নিরন্তর চতুর্দ্দিগে আর নাহি শুনি ॥ ২১
নিকটে যবনরাজা—পরম দুর্ব্বার।
তথাপিহ চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার ॥ ২২
নির্ভয় হইয়া সর্ব্বলোক বোলে 'হরি'।
দুঃখ-শোক ঘর-দ্বার সকল পাসরি ॥ ২৩
কোটোয়াল গিয়া কহিলেক রাজা-স্থানে।
"এক ন্যাসী আসিয়াছে রামকেলিগ্রামে ॥ ২৪
নিরবধি করয়ে হিন্দুর সঙ্কীর্ত্তন।
না জানি তাঁহার স্থানে মিলে কত জন ॥" ২৫
রাজা বোলে "কহ কহ সন্ন্যাসী কেমন।
কি খায়, কি নাম, কৈছে দেহের গঠন ॥" ২৬
কোটোয়াল বোলে "শুন-শুনহ গোসাঞি!
এমত অদ্ভুত কভু দেখি শুনি নাঞি ॥ ২৭
সন্ন্যাসীর শরীরের সৌন্দর্য্য দেখিতে।
কামদেব-সম হেন না পারি বলিতে ॥ ২৮
জিনিঞা কনক কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর।
আজানুলম্বিত ভুজ, নাভি সুগভীর ॥ ২৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২০। **চতুর্দ্দিগে থাকি**—চারিদিক হইতে। **চিত্ত না লয় যাইতে**—সে-স্থান ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না, সে-স্থান ছাড়িয়া গৃহে যাওয়ার কথা মনেও জাগে না।

২২। **নিকটে**—রামকেলির নিকটে (নিকটবর্তী গৌড়-নগরে), **পরম দুর্ব্বার**—অতি পরাক্রান্ত এবং অন্যের পক্ষে দুর্দমনীয় **যবনরাজা**—হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষী যবনকুলে জাত রাজা বিদ্যমান (রামকেলিতে তুমুল সঙ্কীর্তন হইতেছে শুনিলে তিনি রুষ্ট হইয়া কীর্তনকারীদের উপর উৎপাত করিতে পারেন)। **তথাপিহ**— এইরূপ উৎপাত-উৎপীড়নের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও (প্রভুর দর্শনে এবং সঙ্কীর্তনে লোকগণ এমনই আনন্দোন্মত্ত হইয়াছিলেন যে), **চিত্তে ভয় ইত্যাদি**—কাহারও চিত্তেই কোনওরূপ ভয় (রাজার উৎপাতের ভয়) জন্মিল না।

২৩। "ঘরদ্বার"-স্থলে "গৃহকর্ম্ম"-পাঠান্তর।

২৪। **কোটোয়াল**—কোতোয়াল, নগর-রক্ষক পুলিশ-কর্মচারী। "আসিয়াছে"-স্থলে "আইলা"-পাঠান্তর।

২৫। "হিন্দুর"-স্থলে "ভূতের"-পাঠান্তর। **না জানি ইত্যাদি**—তাঁহার (সেই সন্ন্যাসীর) নিকটে যে কত লোক আসিয়া মিলিত হইতেছে, তাহা বলিতে পারি না, অর্থাৎ অসংখ্যলোক আসিতেছে।

২৬। "কৈছে"-স্থলে "কেমন", "কেন" এবং "তার"-পাঠান্তর। **কৈছে**—কি রকম।

২৭। **গোসাঞি**—ভূপতি।

২৮। **কামদেব-সম ইত্যাদি**—এই সন্ন্যাসীর সৌন্দর্য যে কামদেবের সৌন্দর্যের সমান, তাহা বলিতে পারি না ; অর্থাৎ ইঁহার সৌন্দর্য কামদেবের সৌন্দর্য অপেক্ষাও বহুগুণে অধিক। "সম"-স্থলে "মোহ"-পাঠান্তর। তাৎপর্য—ইঁহার সৌন্দর্য যে মোহ (মুগ্ধতা) জন্মায়, কামদেবের সৌন্দর্যও তাহা জন্মাইতে পারে না।

২৯। **জিনিঞা কনক কান্তি**—ইঁহার দেহের কান্তির নিকটে কনকও (স্বর্ণও) পরাজিত। **প্রকাণ্ড শরীর**—১।৯।৬৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সিংহ-গ্রীব, গজ-স্কন্ধ কমল-নয়ান।
কোটি চন্দ্রো সে মুখের না করি সমান॥ ৩০
সুরঙ্গ অধর, মুক্তা জিনিঞা দশন।
কাম-শরাসন যেন ভ্রূভঙ্গ-পত্তন॥ ৩১
সুন্দর সুপীন বক্ষ লেপিত-চন্দন।
মহা কটিতটে শোভে অরুণ-বসন॥ ৩২
অরুণ কমল যেন চরণযুগল।
দশ নখ যেন দশ দর্পণ নির্ম্মল॥ ৩৩
কোনো বা রাজ্যের কোনো রাজার নন্দন।
জ্ঞান পাই ন্যাসী হই করয়ে ভ্রমণ॥ ৩৪
নবনীত হৈতেও কোমল সর্ব্ব অঙ্গ।
তাহাতে অদ্ভুত শুন আছাড়ের রঙ্গ॥ ৩৫
একদণ্ডে পড়েন আছাড় শতশত।
পাষাণ ভাঙ্গয়ে তভু অঙ্গ নহে ক্ষত॥ ৩৬
নিরন্তর সন্ন্যাসীর ঊর্দ্ধ রোমাবলী।
পনসের প্রায় অঙ্গে পুলকমণ্ডলী॥ ৩৭
ক্ষণে ক্ষণে সন্ন্যাসীর হেন কম্প হয়।
সহস্রজনেও ধরিবারে শক্ত নয়॥ ৩৮
তুইলোচনের জল অদ্ভুত দেখিতে।
কত নদী বহে হেন না পারি বলিতে॥ ৩৯
কখনো বা সন্ন্যাসীর হেন হাস্য হয়।
অট্টঅট্ট হাস্যে প্রহরেক ক্ষমা নয়॥ ৪০
কখনো মূর্চ্ছিত হয় শুনিঞা কীর্ত্তন।
সভে ভয় পায়, কিছু না থাকে চেতন॥ ৪১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩০। **সিংহগ্রীব**—ইঁহার গ্রাবা (ঘাড়) সিংহের গ্রীবার তুল্য)। **গজ-স্কন্ধ**—ইহার স্কন্ধ গজের (হস্তীর) স্কন্ধের তুল্য। **কমল-নয়ান**—নয়ন কমলের (পদ্মের) পাপড়ির ন্যায় আয়ত ও দীর্ঘ। **কোটি চন্দ্রো**—কোটি চন্দ্রও।

৩১। **সুরঙ্গ অধর**—ইহার অধর (নিম্নোষ্ঠ) সুন্দররূপে রঞ্জিত (লালবর্ণ)। **দশন**—দন্ত। **কাম-শরাসন**—কামদেবের (কন্দর্পের) ধনু। **ভ্রূভঙ্গ-পত্তন**—ভ্রূভঙ্গের পত্তন (স্থান), অর্থাৎ ভ্রূ।

৩২। **সুপীন**—সুন্দররূপে স্থূল।

৩৩। "নির্ম্মল"-স্থলে "উজ্জ্বল"-পাঠান্তর।

৩৪। **জ্ঞান পাই**—তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া।

৩৭। **নিরন্তর ইত্যাদি**—এই সন্ন্যাসীর রোমাবলী (রোম-সমূহ) সর্বদাই ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া থাকে। ইহাতে অদ্ভুত রোমাঞ্চ সূচিত হইতেছে। **পনসের প্রায় ইত্যাদি**—ইহার অঙ্গের পুলক-সমূহ **পনসের** (কাঁঠালের) তুল্য (অর্থাৎ কাঁঠালের কাঁটাগুলির মূলদেশ যেমন ফুলিয়া থাকে; তদ্রূপ এই সন্ন্যাসীর **পুলকিত** রোমসমূহের মূলদেশের মাংসও ফুলিয়া থাকে।)। "অঙ্গে"-স্থলে "যেন"-পাঠান্তর।

৩৮। **ধরিবারে**—ধরিয়া স্থির করিয়া রাখিতে। **শক্ত**—সমর্থ। "জনেও ধরিবারে শক্ত"-স্থলে "জনের ধরিবারে শক্তি"-পাঠান্তর।

৪০। **অট্ট অট্ট হাস্যে ইত্যাদি**—এক প্রহরেও অট্টঅট্ট হাস্য ক্ষান্ত হয় না। "প্রহরেক"-স্থলে "তুই প্রহরেও"-পাঠান্তর।

৪১। ৩৬-৪১-পয়ারসমূহে প্রভুর যে-প্রেমবিকার কথিত হইয়াছে, তাহা সুদ্দীপ্তভাব বলিয়াই মনে হয়। ২।১।৪২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বাহু তুলি নিরন্তর বোলে হরিনাম।
ভোজন শয়ন আর নাহি কিছু কাম ॥ ৪২
চতুর্দ্দিগ হৈতে লোক আইসে দেখিতে।
কাহারো না লয় চিত্ত ঘরেরে যাইতে ॥ ৪৩
কত দেখিয়াছি আমি-সব যোগী জ্ঞানী।
এমত অদ্ভুত কভু নাহি দেখি শুনি ॥ ৪৪
কহিলাঙ এই মহারাজ ! তোমা'স্থানে।
দেশ ধন্য হৈল এ পুরুষ-আগমনে ॥ ৪৫
না খায় না লয় কারো, না করে সম্ভাষ।
সবে নিরবধি এক কীর্ত্তনবিলাস ॥" ৪৬
যদ্যপি যবন রাজা পরম দুর্ব্বার।
কথা শুনি চিত্তে বড় হৈল চমৎকার ॥ ৪৭
কেশব-খানেরে রাজা ডাকি আনাইয়া।
জিজ্ঞাসয়ে রাজা বড় বিস্ময় হইয়া ॥ ৪৮
"কহ ত কেশবখান ! কেমত তোমার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলি নাম বোল যার ॥ ৪৯
কেমত তাঁহার কথা, কেমত মনুষ্য।
কেমত গোসাঞি তিঁহো, কহিবা অবশ্য ॥ ৫০
চতুর্দ্দিগে থাকি লোক তাঁহারে দেখিতে।
কি নিমিত্তে আইসে ? কহিবে ভালমতে ॥" ৫১
শুনিঞা কেশবখান—পরম সজ্জন।
ভয় পাই লুকাইয়া কহেন কথন ॥ ৫২
"কে বোলে 'গোসাঞি', এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।
দেশান্তরি গরিব—বৃক্ষের তলবাসী ॥" ৫৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪২। "হরিনাম"-স্থলে "হরি হরি" এবং "নাহি কিছু কাম"-স্থলে "কিছু নাহি আর করি"-পাঠান্তর।

৪৩। "হৈতে"-স্থলে "থাকি"-পাঠান্তর।

৪৪। "আমি-সব"-স্থলে "সব ন্যাসী"-পাঠান্তর।

৪৬। **না করে সম্ভাষ**—কাহারও সহিত সাম্ভাষা (আলাপাদি) করেন না।

৪৮। **কেশবখান**—গৌড়রাজের এক গুপ্তচরের নাম। **বড় বিস্ময় পাইয়া**—কোটোয়ালের মুখে সন্ন্যাসীর অদ্ভুত রূপ ও আচরণের কথায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া।

৪৯। **কেমত তোমার**—তোমার কেমন মনে হয়।

৫২-৫৩। **ভয় পাই লুকাইয়া ইত্যাদি**—কেশবখান ছিলেন সজ্জন (সাধু) হিন্দু। তিনি মনে করিলেন, এই হিন্দু সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে তিনি যাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহা (সেই প্রকৃত বিবরণ) যবনরাজের নিকটে খুলিয়া বলিলে, যবনরাজ এই সন্ন্যাসীর উপর উপদ্রব করিতে পারেন। এ-জন্য তিনি ভয় পাই (যবনরাজ অত্যাচার করিবেন বলিয়া সত্যকথা বলিতে ভয় পাইয়া) লুকাইয়া (সত্যকথা গোপন করিয়া) কহেন কথন (সন্ন্যাসীর কথা বা বিবরণ বলিলেন। তিনি বলিলেন), **কে বোলে গোসাঞি**—এই সন্ন্যাসীকে গোসাঞি (প্রবল-প্রতাপ মহাপুরুষ, বা ভূস্বামী বা রাজা) কে বলে ? তিনি "গোসাঞি" নহেন, **এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী**—তিনি হইতেছেন একজন সাধারণ সন্ন্যাসী, ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি **দেশান্তরি ইত্যাদি**—ভিন্ন দেশীয় লোক, অথবা দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়েন, অত্যন্ত গরিব (দরিদ্র), বৃক্ষতলে বাস করেন (স্থায়ীভাবে কোনও স্থানে গৃহনির্মাণ করিয়া বাস করার সামর্থ্য তাঁহার নাই)।

রাজা বোলে "গরিব না বোল কভু তানে।
মহা দোষ হয় ইহা শুনিলেও কাণে ॥ ৫৪
হিন্দু যারে বোলে 'কৃষ্ণ', 'খোদায়' যবনে।
সে-ই তিঁহো, নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বজনে ॥ ৫৫
আপনার রাজ্যে সে আমার আজ্ঞা রহে।
তাঁর আজ্ঞা সর্ব্বদেশে শিরে করি বহে ॥ ৫৬
এই নিজরাজ্যেই আমারে কত জনে।
মন্দ করিবারে লাগিয়াছে মনে মনে ॥ ৫৭
তাঁহারে সকল দেশে কায়-বাক্য-মনে।
ঈশ্বর নহিলে বিনা-অর্থে ভজে কেনে ॥ ৫৮
ছয়মাস আজি আমি জীবিকা না দিলে।
নানা যুক্তি করিবেক সেবক-সকলে ॥ ৫৯
আপনার খাই লোক তাহানে সেবিতে।
চাহে, তাহা কেহো নাহি পায় ভালমতে ॥ ৬০
অতএব তিঁহো সত্য জানিহ 'ঈশ্বর'।
'গরিব' করিয়া তাঁরে না বোল উত্তর ॥" ৬১
রাজা বোলে "এই মুঞি বলিলুঁ সভারে।
কেহো পাছে উপদ্রব করয়ে তাঁহারে ॥ ৬২
যেখানে তাহান ইচ্ছা, থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে ॥ ৬৩
সর্ব্বলোক লই সুখে করুন কীর্ত্তন।
কি বিরলে থাকুন, যে লয় তাঁর মন ॥ ৬৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৪। **মহাদোষ হয় ইত্যাদি**—"এই সন্ন্যাসী গরিব"-একথা কাণে শুনিলেও মহা অপরাধ হয়। পরবর্তী পয়ার-সমূহে তাহার হেতু বলিতেছেন।

৫৬। **আপনার রাজ্যে সে ইত্যাদি**—আমি রাজা বটি ; কিন্তু আমার নিজের রাজ্যের মধ্যেই আমার আদেশ রক্ষিত হয় (আমার প্রজাগণই কেবল আমার আদেশ পালন করিয়া থাকে) ; কিন্তু **তাঁর আজ্ঞা ইত্যাদি**—তাঁহার (এই সন্ন্যাসীর) আদেশ সর্বত্র সকলে শিরোধার্য করিয়া থাকে।

৫৭। **এই নিজ রাজ্যেই ইত্যাদি**—আরও বলি শুন। আমার এই নিজের রাজ্যের মধ্যেই কতলোক **মন্দ করিবারে ইত্যাদি**—আমার মন্দ (অনিষ্ট, সংহার) করিবার জন্য মনে মনে চেষ্টা করিতেছে। "আমারে"-স্থলে "আমার"-পাঠান্তর।

৫৮। কিন্তু, **ঈশ্বর নহিলে**—তিনি যদি ঈশ্বর না হইবেন, তাহা হইলে, **তাঁহারে সকল দেশে**—সকল দেশের সকল লোক তাঁহাকে **বিনা অর্থে**—নিজের জন্য কোনও বস্তু-প্রাপ্তির কামনা চিত্তে পোষণ না করিয়া, একমাত্র তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত **কায়-বাক্য-মনে ভজে কেনে**—কায়-বাক্য-মনে তাঁহার ভজন (সেবা) করিতেছে কেন ? অথবা **বিনা অর্থে**—তাঁহার সেবা করিবার জন্য তিনি কাহাকেও অর্থও (টাকা-কড়িও) দেন না ; তথাপি সকলে তাঁহার সেবা করে কেন ? "দেশে"-স্থলে "দেশ" এবং "বিনা-অর্থে"-স্থলে "বিনে অন্যে"-পাঠান্তর।

৫৯। **সেবক সকলে**—আমার কর্মচারীরা। **জীবিকা**—বেতন।

৬০। **আপনার খাই**—নিজের খরচে আহার করিয়া। **তাহা কেহো ইত্যাদি**—সেই সেবাও কেহ ভালমতে (ইচ্ছানুরূপভাবে) করিতে পারিতেছে না, করিবার সুযোগ পাইতেছে না।

৬৩-৬৪। "সেখানে"-স্থলে "আপনে"-পাঠান্তর। **যে লয় তাঁর মন**—তাঁহার ইচ্ছামত। "যে লয়"-স্থলে "যে-হেন"-পাঠান্তর। **যে-হেন**—যেমন।

কাজী বা কোটাল বা তাঁহাকে কোনো জনে ।
কিছু বলিলেই তার লইমু জীবনে ।।" ৬৫
এই আজ্ঞা দিয়া রাজা গেলা অভ্যন্তর ।
হেন রঙ্গ করায়েন শ্রীগৌরসুন্দর ।। ৬৬
যে হুসেন-সাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে ।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল-বিশেষে ।। ৬৭
হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র ।
তথাপিহ এবে না মানয়ে যত অন্ধ ।। ৬৮
মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধরে ।
চৈতন্যের যশ শুনি পোড়য়ে অন্তরে ।। ৬৯
যার যশ অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে পরিপূর্ণ ।
যার যশে অবিদ্যাসমূহ করে চূর্ণ ।। ৭০
যার যশে শেষ রমা অজ ভব মত্ত ।
যার যশ গায় চারিবেদে করি তত্ত্ব ।। ৭১
হেন শ্রীচৈতন্য-যশে যার অসন্তোষ ।
সর্ব্ব গুণ থাকিলেও তার সর্ব্ব দোষ ।। ৭২
সর্ব্ব-গুণ-হীন যদি চৈতন্যচরণে ।
স্মরণ করিলে যায় বৈকুণ্ঠভুবনে ।। ৭৩
শুন শুন অরে ভাই ! শেষখণ্ডলীলা ।
যেরূপে খেলিলা কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন-খেলা ।। ৭৪
শুনিঞা রাজার মুখে সুসত্য বচন ।
তুষ্ট হইলেন যত সজ্জনের গণ ।। ৭৫
সভে মেলি একস্থানে বসিয়া নিভৃতে ।
লাগিলেন যুক্তিবাদ-মন্ত্রণা করিতে ।। ৭৬
"স্বভাবেই রাজা মহা-কাল-যবন ।
মহাতমোগুণবুদ্ধি জন্মে ঘনে ঘন ।। ৭৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬৭। **হুসেন-সাহা**—তৎকালীন গৌড়েশ্বর। **উড়িয়ার দেশে**—উড়িষ্যাদেশে। **দেউল-বিশেষে**—বিশেষ বিশেষ দেবালয়ে। অথবা, বিশেষতঃ দেউল (দেবালয়) ; হুসেনসাহ কেবল দেবমূর্তি ভাঙ্গিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, দেবালয় পর্যন্ত ভাঙ্গিয়াছেন ।

৬৮। **এবে**—এখন। **অন্ধ**—দিব্যদৃষ্টিহীন লোকগণ। "যত"-স্থলে "কথো" এবং "কোন"-পাঠান্তর ।

৬৯। **পোড়য়ে অন্তরে**—হৃদয়ে মৎসরতার জ্বালা ভোগ করে। "যশ শুনি পোড়য়ে অন্তরে"-স্থলে "গুন শুনি অন্তরে পুড়ি মরে"-পাঠান্তর ।

৭০। "যশ অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে"-স্থলে "যশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড"-পাঠান্তর ।

৭১। **শেষ**—শেষ-নামক অনন্তদেব। **রমা**—লক্ষ্মীদেবী। **ভব**—মহাদেব। **অজ**—ব্রহ্মা। "শেষ রমা অজ ভব"-স্থলে "অজ ভব রমা করে"-পাঠান্তর ।

৭৩। অন্বয়। যদি কেহ সর্বগুণহীনও হয়, তথাপি যদি চৈতন্য-চরণ স্মরণ করে, তাহা হইলে সে-ব্যক্তি বৈকুণ্ঠ-ভুবনে যায় ।

৭৪। **শেষখণ্ড-লীলা**—প্রভুর সন্ন্যাসের পরবর্তীকালের লীলা। "খেলিলা কৃষ্ণ"-স্থলে "করিলা প্রভু"-পাঠান্তর। **কৃষ্ণ**—গৌরচন্দ্র-রূপ শ্রীকৃষ্ণ ।

৭৫। "সজ্জনের"-স্থলে "সুসজ্জন"-পাঠান্তর ।

৭৬। **যুক্তিবাদ-মন্ত্রণা**—কোন্ যুক্তি বা উপায় অবলম্বন করা সঙ্গত, সেই বিষয়ে মন্ত্রণা বা পরামর্শ। পরবর্তী ৭৭-৮২-পয়ার-সমূহে সজ্জনগণের পরামর্শের কথা বলা হইয়াছে ।

৭৭। **স্বভাবেই**—স্বভাবতঃই। **মহাকাল-যবন**—হিন্দুধর্মের পক্ষে মহাকাল-স্বরূপ যবন (মুসলমান) ।

ওড্রদেশে কোটিকোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক, কতকত করিল প্রমাদ ॥ ৭৮
দৈবে আসি সত্ত্বগুণ উপজিল মনে।
তেঞি ভাল কহিলেক আমা'সভা স্থানে ॥ ৭৯
আর কোন পাত্র আসি কুমন্ত্রণা দিলে।
আরবার কুবুদ্ধি আসিয়া পাছে মিলে ॥ ৮০
জানি কদাচিত কহে 'কেমন গোসাঞি।
'আন' গিয়া সভে চাহি দেখি এই ঠাঞি ॥' ৮১
অতএব গোসাঞিরে পাঠাই কহিয়া।
'রাজার নিকট-গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া' ॥" ৮২
এই যুক্তি করি সভে এক সু-ব্রাহ্মণ।
পাঠাইয়া সঙ্গোপে দিলেন ততক্ষণ ॥ ৮৩
নিজানন্দে মহাপ্রভু মত্ত সর্ব্বক্ষণ।
প্রেমরসে নিরবধি হুঙ্কার গর্জ্জন ॥ ৮৪
লক্ষকোটি লোক মেলি করে হরিধ্বনি।
আনন্দে নাচেন মাঝে প্রভু ন্যাসিমণি ॥ ৮৫
অন্য কথা অন্য কার্য্য নাহি কোন ক্ষণ।
অহর্নিশ বোলেন বোলান সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮৬
দেখিয়া বিস্মিত বড় হইলা ব্রাহ্মণ।
কথাকহিবারে অবসর নাহি ক্ষণ ॥ ৮৭
অন্য-জন-সহিত কথার কোন্ দায়।
নিজ পারিষদেই সম্ভাষা নাহি পায় ॥ ৮৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মহাতমোগুণবুদ্ধি—ঘোর তমোগুণ হইতে উদ্ভুতা বুদ্ধি। **ঘনে ঘন**—মুহুর্মুহু। "বুদ্ধি জন্মে"-স্থলে "বুদ্ধি নড়ে" এবং "বুদ্ধি হয়"-পাঠান্তর।

৭৮। **ওড্রদেশে**—উড়িষ্যাদেশে। **প্রাসাদ**—অট্টালিকা। দেবালয়। "কোটি কোটি"-স্থলে "কত কত"-পাঠান্তর। **প্রমাদ**—উৎপাত।

৭৯। **দৈবে**—দৈবাৎ, হঠাৎ কোনও কারণে। **সত্ত্বগুণ**—স্বাভাবিক মহাতমোগুণের স্থলে সুবুদ্ধিজনক সত্ত্বগুণ। **ভাল বলিলেক**—পূর্ববর্তী ৫৪-৬৫-পয়ারোক্ত ভাল কথাগুলি বলিয়াছেন।

৮০। **আর কোন পাত্র**—অন্য কোনও রাজ-পাত্র (রাজকর্মচারী)।

৮১। **জানি কদাচিত কহে**—কি জানি কখন বলিয়া বসেন। "সভে চাহি দেখি"-স্থলে "তারে সভে চাহি"-পাঠান্তর।

৮২। **পাঠাই কহিয়া**—বলিয়া পাঠাই, বলিবার জন্য লোক পাঠাই। কি বলিবার জন্য ? "রাজার নিকট-গ্রামে" ইত্যাদি বলিবার জন্য।

৮৩। **সুব্রাহ্মণ**—উত্তম-গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ। **ততক্ষণ**—তৎক্ষণাৎ। "এক সুব্রাহ্মণ"-স্থলে "পাত্র মন্ত্রিগণ" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "পাঠাইলা সঙ্গোপনে এক সুব্রাহ্মণ"-পাঠান্তর। পাত্র-মন্ত্রিগণ—যাঁহারা উল্লিখিতরূপ মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, তাঁহারা—মন্ত্রণাকারী লোকগণ—এক পাত্রকে (যোগ্যপাত্র লোককে) পাঠাইলেন।

৮৪। "নিজানন্দে মহাপ্রভু"-স্থলে "নিজ প্রেমানন্দে প্রভু"-পাঠান্তর।

৮৭। **অবসর নাহি ক্ষণ**—ক্ষণমাত্র অবসরও হইল না।

৮৮। **কথার কোন্ দায়**—কথার বিষয় কি বলা যাইবে। **নিজ পারিষদেই ইত্যাদি**—প্রভুর নিজ পার্ষদ ভক্তগণই সম্ভাষা (কথা বলিবার অবসর) পায়েন না।

কিবা দিবা কিবা নিশি কিবা নিজ পর।
কিবা জল কিবা স্থল কি গ্রাম প্রান্তর ॥ ৮৯
কিছুই না জানে প্রভু নিজ-প্রেমরসে।
অহর্নিশ নিজ-প্রেম-সিন্ধু-মাঝে ভাসে ॥ ৯০
প্রভু-সঙ্গে কথা কহিবারে নাহি ক্ষণ।
ভক্তগণ-স্থানে কথা কহিল ব্রাহ্মণ ॥ ৯১
বিপ্র বোলে "তুমি-সব গোসাঞির গণ!
সময় পাইলে এই কহিও কথন ॥ ৯২
'রাজার নিকট-গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া'।
এই কথা সভে পাঠাইলেন কহিয়া ॥" ৯৩
এই কথা কহি বিপ্র গেলা নিজস্থানে।
প্রভুরে করিয়া কোটি-দণ্ডপরণামে ॥ ৯৪
কথা শুনি ঈশ্বরের পারিষদগণে।
সভে কিছু চিন্তাযুক্ত হইলেন মনে ॥ ৯৫
ঈশ্বরের স্থানে সে কহিতে নাহি ক্ষণ।
বাহ্য নাহি প্রকাশেন শ্রীশচীনন্দন ॥ ৯৬
'বোল বোল হরি বোল হরি বোল হরি।'
এইমাত্র বোলে প্রভু দুই বাহু তুলি ॥ ৯৭
চতুর্দ্দিগে মহানন্দে কোটিকোটি লোকে।
তালি দিয়া 'হরি' বোলে পরম-কৌতুকে ॥ ৯৮
যার সেবকের নাম করিলে স্মরণ।
সর্ব্ব বিঘ্ন দূর হয়, খণ্ডয়ে বন্ধন ॥ ৯৯
যাহার শক্তিতে জীব বোলে করে চলে।
'পরং ব্রহ্ম নিত্য-শুদ্ধ' যারে বেদে বোলে ॥ ১০০
যাহার মায়ায় জীব পাসরি আপনা'।
বদ্ধ হই পাইয়াছে সংসার-বাসনা ॥ ১০১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯০। **নিজ-প্রেম-রসে**—নিজ (স্বীয় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপবিষয়ক) প্রেমানন্দে। ইহাদ্বারা প্রভুর ভক্তভাবময়ত্ব, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপত্ব, সূচিত হইতেছে।

৯২। **এই কহিও কথন**—প্রভুর নিকটে এই কথা বলিও। পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য।

৯৩। "সভে পাঠাইলেন কহিয়া"-স্থলে "পাত্র মন্ত্রী কহিল পাঠাঞা"-পাঠান্তর। **পাত্র মন্ত্রী**—মন্ত্রী (প্রভুর নিরাপত্তা-সম্বন্ধে মন্ত্রণা বা পরামর্শ কর্তা) পাত্র (লোকগণ)।

৯৫। "চিন্তা যুক্ত হইলেন"-স্থলে "চিন্তি যুক্তি করিলেন" পাঠান্তর।

৯৬। **ক্ষণ**—সময়, বা অবকাশ। "ক্ষণ"-স্থলে "পায়" এবং "শ্রীশচীনন্দন"-স্থলে "শ্রীগৌরাঙ্গ রায়"-পাঠান্তর।

১০০। "শক্তিতে জীব"-স্থলে "শক্তিয়ে লোক"-পাঠান্তর। **বোলে করে চলে**—কথা বলে, কার্য করে এবং গমনাগমন করে। **পরংব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ**—যিনি পরব্রহ্ম, নিত্য বা ত্রিকাল-সত্য এবং শুদ্ধ (বা নিত্যশুদ্ধ), অর্থাৎ নিত্য মায়াস্পর্শহীন। ২।১।১৬৬ পয়ারের টীকা এবং ১।১।১-শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০১। **পাসরি আপনা**—নিজের স্বরূপের কথা ভুলিয়া। **বদ্ধ হই**—মায়াবদ্ধ হইয়া (মায়ার প্রভাবে)। **পাইয়াছে ইত্যাদি**—সংসার-সুখ-(দেহেন্দ্রিয়ের-সুখ-) বাসনা প্রাপ্ত হইয়াছে। অনাদিবহির্মুখতার ফলে জীব মায়ার কবলে পতিত হইয়া, মায়ার প্রভাবে দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিয়াছে, অর্থাৎ "দেহই আমি"-এইরূপ মনে করিয়া থাকে। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত, অর্থাৎ সুখস্বরূপ-রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত, অবিচ্ছেদ্য অনাদি-সম্বন্ধ আছে বলিয়া (১।৫।৫৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের (অর্থাৎ

সে প্রভু আপনে সর্ব্বজীব উদ্ধারিতে।
অবতরিয়াছে ভক্তিরসে পৃথিবীতে ॥ ১০২
কোন্ বা তাহানে রাজা, কারে তাঁর ভয়।
'যম-কাল-আদি যাঁর ভৃত্য' বেদে কয়' ॥ ১০৩
স্বচ্ছন্দে করেন সভা' লই সঙ্কীর্ত্তন।
সর্ব্ব-লোক-চূড়ামণি শ্রীশচীনন্দন ॥ ১০৪
আছুক তাহান ভয়, তাহানে দেখিতে।
যতেক আইসে লোক চতুর্দ্দিগ হৈতে ॥ ১০৫
তাহারাই কেহো ভয় না করে রাজারে।
হেন সে আনন্দ দিয়াছেন সভাকারে ॥ ১০৬
যদ্যপিহ সর্ব্বলোক পরম-অজ্ঞান।
তথাপিহ দেখিয়া চৈতন্য ভগবান্ ॥ ১০৭
হেন সে আনন্দ জন্মে লোকের শরীরে।
'যম' করি ভয় নাহি, কি দায় রাজারে ॥ ১০৮
নিরন্তর সর্ব্বলোক বোলে হরিধ্বনি।
কারো মুখে আর কোনো শব্দ নাহি শুনি ॥ ১০৯
হেনমতে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
সঙ্কীর্ত্তন করে সর্ব্বলোকের ভিতর ॥ ১১০
মনে কিছু চিন্তা পাইলেন ভক্তগণ।
জানিলেন অন্তর্য্যামী শ্রীশচীনন্দন ॥ ১১১
ঈষত হাসিয়া কিছু বাহ্য প্রকাশিয়া।
লাগিলা কহিতে প্রভু মায়া ঘুচাইয়া ॥ ১১২
প্রভু বোলে "তুমি-সব ভয় পাও মনে।
রাজা আমা' দেখিবারে নিবেক কারণে ॥ ১১৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বাস্তব সুখের) জন্য জীবের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ বা বাসনা আছে। কিন্তু অনাদিকাল হইতে দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিতেছে বলিয়া এবং অনাদিবহির্মুখতাবশতঃ বাস্তব-সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে কিছুই জানে না বলিয়া, জীব মনে করে, তাহার এই সুখবাসনা হইতেছে দেহের সুখের জন্য বাসনা—যাহাকে সংসার-বাসনা বলে।

১০২। **অবতরিয়াছে**—অবতীর্ণ হইয়াছেন। **ভক্তিরসে**—প্রেমভক্তিরস অঙ্গীকার করিয়া।

১০৩। **কোন্ বা তাহানে রাজা**—তাঁহার সম্বন্ধে (সেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের এবং অনন্তভগবদ্ধামের একমাত্র অধিপতি স্বয়ংভগবান্ গৌরচন্দ্রের সম্বন্ধে, ক্ষুদ্র একটি স্থানের অধিপতি) রাজাই বা কে? অর্থাৎ রাজা তাঁহার কি করিতে পারেন? **কারে তাঁর ভয়**—তিনি কাহার ভয় করিবেন? **যম-কাল-আদি ইত্যাদি**—বেদ বলেন, স্বয়ং যম এবং কাল (সময়, অথবা সকলের সংহারকর্তা) প্রভৃতিও যাঁহার (যে স্বয়ংভগবান গৌরচন্দ্রের) ভৃত্য (সেবক)। "তাহানে"-স্থলে "তাঁহার" এবং "বরাক"-পাঠান্তর। বরাক—ক্ষুদ্র।

১০৬। "তাহারাই কেহো"-স্থলে "তারা সব কিছু"-পাঠান্তর।

১০৭। **পরম-অজ্ঞান**—ভগবত্তত্ত্ব বা ভক্তিতত্ত্বাদি বিষয়ে সর্বতোভাবে জ্ঞানহীন।

১০৮। **যম করি ইত্যাদি**—রাজার কথা দূরে, যমকেও ভয় করে না। "যম করি"-স্থলে "যমকেহো"-পাঠান্তর।

১১১। **চিন্তা**—পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণের মুখে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাতে যবনরাজ-কর্তৃক উপদ্রবের আশঙ্কা করিয়া চিন্তা।

১১২। **মায়া ঘুচাইয়া**—অকপটে। **কিছু বাহ্য**—সম্যক্ বাহ্যজ্ঞান নহে, অর্ধ বাহ্য।

১১৩। **অন্বয়।** প্রভু বলিলেন—আমাকে দেখিবার নিমিত্ত রাজা আমাকে নিবেক (ধরিয়া লইয়া

আমা' চাহে হেন জন আমিও তা' চাঙ।
সবে আমা' চাহে হেন কোথাও না পাঙ ॥ ১১৪
তোমরা ইহাতে কেনে ভয় পাও মনে।
রাজা আমা' চাহে মুঞি যাইমু আপনে ॥ ১১৫
রাজা বা আমারে কেনে বলিব চাহিতে।
কি শক্তি রাজার এ বা বোল উচ্চারিতে ॥ ১১৬
আমি যদি বোলাই সে রাজার মুখেতে।
তবে সে বলিব রাজা আমারে চাহিতে ॥ ১১৭
আমা' দেখিবারে শক্তি কোন্ বা তাহার।
বেদে অন্বেষিয়া দেখা না পায় আমার ॥ ১১৮
দেব-ঋষি রাজ-ঋষি পুরাণে ভারতে।
আমা' অন্বেষয়ে, কেহো না পায় দেখিতে ॥ ১১৯
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহোর অবতার।
উদ্ধার করিমু সর্ব্ব পতিত সংসার ॥ ১২০
যে দৈত্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে'।
এ-যুগে তারাও কান্দিবেক মোর নামে ॥ ১২১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যাইবেন—এই) কারণে (ইহা ভাবিয়া) তুমি সব (তোমরা সকলে) মনে ভয় পাইতেছ। "নিবেক"-স্থলে "নিবে কি"-পাঠান্তর। নিবে কি—ধরিয়া লইয়া যাইবেন কি?

১১৪। অন্বয়। আমা চাহে (আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন), হেন লোক (এতাদৃশ লোক থাকুক), আমিও তা চাঙ (আমিও তাহা চাই। অথবা, এতাদৃশ লোককে আমিও দেখিতে চাই)। সবে (তবে একমাত্র কথাটি হইতেছে এই যে) আমা চাহে (আমাকে চায়, আমাকে দেখিতে ইচ্ছুক), হেন (এতাদৃশ লোক) কোথাও না পাঙ (কোনও স্থলেই পাই না)। "আমিও তা"-স্থলে "মুঞি তাহা" এবং "আমি তারে"-পাঠান্তর।

১১৫। রাজা আমা ইত্যাদি—রাজা যদি আমাকে চাহেন (আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন), তাহা হইলে আমি নিজেই রাজার নিকটে যাইব। "যাইমু আপনে"-স্থলে "যাইমু রাজাস্থানে"-পাঠান্তর।

১১৬। অন্বয়। রাজাই বা আমাকে চাহিতে (দেখিতে) বলিবেন কেন? এ বোল (এইরূপ কথা) উচ্চারিতে (উচ্চারণ করিতে রাজার) কি শক্তি আছে? পরবর্তী পয়ারে এই উক্তির হেতু বলা হইয়াছে। "কেনে"-স্থলে "কেন" এবং সমস্ত পয়ারের স্থলে "রাজা আমা দেখিতে কি করিব যতন। কি শক্তি রাজার এত বলিব বচন ॥"-পাঠান্তর।

১১৭। "যদি বোলাই সে"-স্থলে "যবে বোলাইব"-পাঠান্তর।

১১৯। দেব-ঋষি—দেবর্ষি, নারদাদি। রাজ-ঋষি—রাজর্ষি, জনকাদি। পুরাণে ভারতে—পুরাণে (অষ্টাদশ মহাপুরাণে) এবং ভারতে (মহাভারতে—কথিত দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণ। অথবা পুরাণ এবং মহাভারত এবং দেবর্ষি রাজর্ষিগণ)। অন্বেষয়ে—অন্বেষণ করেন, খুঁজিয়া বেড়ায়েন। "অন্বেষয়ে"-স্থলে "অন্বেষিয়া"-পাঠান্তর।

১২১। যে দৈত্য যবনে—যে-সকল দৈত্য (অসুর-স্বভাব লোক, ভক্ত-ভগবদ্‌বিদ্বেষী লোক) এবং হিন্দুধর্ম-বিরোধী যবন। কভু নাহি মানে—কখনও স্বীকার করে না। এ-যুগে—এই কলিযুগে। ২।১।১৬৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "এ-যুগে তাহারাও কান্দিব মোর গুণে"-পাঠান্তর।

যতেক অস্পৃশ্য দুষ্ট যবন চণ্ডাল।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত অধম রাখাল ॥ ১২২
হেন ভক্তিযোগ দিমু এ-যুগে সভারে।
সুর মুনি সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে ॥ ১২৩
বিদ্যা-ধন-কুল-আদি তপস্যার মদে।
যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে ॥ ১২৪
সেই-সব জন হবে এ-যুগে বঞ্চিত।
সবে তারা না মানিবে আমার চরিত ॥ ১২৫
পৃথিবী-পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম ॥ ১২৬
পৃথিবীতে আসিয়া আমিহ ইহা চাঙ।
খোজে হেন জন মোরে কোথাও না পাঙ ॥ ১২৭
রাজা মোরে কোথা চাহিবেক দেখিবারে।
এ কথা সকল মিথ্যা, কহিল সভারে ॥" ১২৮
বাহ্য প্রকাশিলা প্রভু এতেক কহিয়া।
ভক্ত-সবো সন্তোষিত হইলা শুনিয়া ॥ ১২৯
এইমত প্রভু কথোদিন সেই গ্রামে।
নির্ভয়ে আছেন নিজ-কীর্ত্তন-বিধানে ॥ ১৩০
ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি কার্।
না গেলেন মথুরা, ফিরিলা আরবার ॥ ১৩১
ভক্ত-গণ-স্থানে এহি কহিলেন কথা।
"আমি চলিলাঙ নীলাচলচন্দ্র যথা ॥" ১৩২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২৪। **বিদ্যা-ধন-ইত্যাদি**—বিদ্যা (পাণ্ডিত্য), ধন (ঐশ্বর্য), কুল (কৌলীন্য) প্রভৃতির এবং তপস্যার মদে (গর্বে, মত্ততায়)। "আদি"-স্থলে "জ্ঞান"-পাঠান্তর।

১২৫। **সবে তারা**—একমাত্র তাহারা। **না মানিবে**—বিদ্যাধনাদির মদে মত্ত হইয়া মানিবে না। **আমার চরিত**—আমার লীলা। আমার লীলাকে ঈশ্বর-লীলা বলিয়া তাহারা স্বীকার করিবে না। "মানিবে আমার"-স্থলে "জানিব যে-হেন"-পাঠান্তর।

১২৬। **পৃথিবী পর্যন্ত**—সমগ্র পৃথিবীতে। **সঞ্চার হইবেক**—প্রচারিত হইবে।

১২৭। অন্বয়। পৃথিবীতে আসিয়া (অবতীর্ণ হইয়া) আমিহ (আমিও) ইহা চাঙ (ইহা চাহি বা ইচ্ছা করি যে, লোকে আমার খোঁজ বা অনুসন্ধান করুক। কিন্তু) মোরে খোজে (আমার অনুসন্ধান করে, আমাকে দেখিতে চাহে) হেন জন (এইরূপ লোক, আমি) কোথাও না পাঙ (কোনও স্থলেই পাই না)। "খোজে হেন জন মোরে"-স্থলে "খোজে হেন যবন মুঞি"-পাঠান্তর।

অর্ধবাহ্যদশায় ১১৩-২৭-পয়ারোক্তিতে প্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, নির্বিচারে প্রেমভক্তি-বিতরণ হইতেছে—মুণ্ডক-মৈত্রায়ণী-শ্রুতিকথিত "রুক্মবর্ণ পুরুষের" এবং ভাগবত-কথিত "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপ্রার্ষদ"-স্বরূপের লক্ষণ। ইহাতে বুঝা যায়, প্রভু যে শ্রুতি-কথিত গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্, তাহাই তাঁহার অর্ধবাহ্যোক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ২।১।১৬৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৮। "কোথা"-স্থলে "কেন" এবং "কেনে"-পাঠান্তর। **কহিল সভারে**—তোমাদের সকলের নিকটে বলিলাম।

১২৯। "সন্তোষিত হইলা"-স্থলে "মহাসুখ পাইল"-পাঠান্তর।

১৩০। সেই গ্রামে—রামকেলিতে।

১৩২। "এহি"-স্থলে "এই"-পাঠান্তর।

এত বলি স্বতন্ত্র পরমানন্দ রায়।
চলিলা দক্ষিণমুখে কীর্ত্তন-লীলায়॥ ১৩৩
নিজানন্দে রহিয়া রহিয়া গঙ্গাতীরে।
কথোদিনে আইলেন অদ্বৈত-মন্দিরে॥ ১৩৪
পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত আচার্য্য।
আবিষ্ট হই আছেন ছাড়ি সর্ব্বকার্য্য॥ ১৩৫
হেনই সময়ে গৌরচন্দ্র ভগবান।
অদ্বৈতের গৃহে আসি হৈলা অধিষ্ঠান॥ ১৩৬
যে নিমিত্ত অদ্বৈত আবিষ্ট পুত্র-সঙ্গে।
সে বড় অদ্ভুত কথা, কহি শুন রঙ্গে॥ ১৩৭
যোগ্য পুত্র অদ্বৈতের—সেই সে উচিত।
'শ্রীঅচ্যুতানন্দ' নাম—জগত-বিদিত॥ ১৩৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৩৪। ১৩১-৩৪-পয়ারোক্তি হইতে বুঝা যায়, যদিও প্রভু মথুরায় যাইবেন বলিয়া গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন, তথাপি মথুরার দিকে অগ্রসর না হইয়া, নীলাচলে ফিরিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে, রামকেলি হইতেই, গঙ্গাতীরের পথে চলিয়া চলিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে আসিয়াছিলেন। রামকেলিতে রূপ-সনাতনের সঙ্গে প্রভুর মিলন হইয়াছিল কিনা, তাহাও এ-স্থলে গ্রন্থকার বলেন নাই। কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—রামকেলিতে রূপসনাতনের সহিত প্রভুর মিলন হইয়াছিল। বিদায়-কালে শ্রীসনাতন প্রভুকে বলিয়াছিলেন, "প্রভু, এত লোক সঙ্গে বৃন্দাবন-গমন যুক্তিযুক্ত নহে।" পরের দিনই প্রভু মথুরায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন এবং চলিতে চলিতে যখন "কানাঞির নাটশালা"-নামক স্থানে গিয়াছিলেন, তখন রাত্রিকালে সনাতনের উল্লিখিত কথা মনে মনে বিচার করিয়া স্থির করিলেন, এত লোক সঙ্গে করিয়া তিনি মথুরায় যাইবেন না, নীলাচলে ফিরিয়া গিয়া, সে-স্থল হইতে একাকী, অথবা একজন মাত্র লোক সঙ্গে লইয়া, বৃন্দাবনে যাইবেন। ইহা স্থির করিয়া পরের দিনই নীলাচলে ফিরিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে, কানাঞির নাটশালা ত্যাগ করিলেন এবং চলিতে চলিতে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। রূপ-সনাতন ছিলেন কবিরাজ-গোস্বামীর শিক্ষাগুরু। তাঁহাদের মুখে শুনিয়াই তিনি এই বিবরণ তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা মিথ্যা হইতে পারে না। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের বর্ণনায় এই বিবরণটি দৃষ্ট হয় না। রামকেলিতে রূপ-সনাতনের প্রতি প্রভুর কৃপার কথা বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর জানিতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। এ-কথা বলার হেতু এই। ১।১।১৫৩-৫৪ পয়ারদ্বয়ে রূপ-সনাতনের প্রতি প্রভুর যে কৃপার কথা তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার বর্ণনা অনুসারে, প্রভু সেই কৃপা প্রকাশ করিয়াছিলেন নীলাচলে, রামকেলিতে নহে (৩।১০।২৩৩-৬৯-পয়ার দ্রষ্টব্য)।

গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ২।২।১৭৭ পয়ারে প্রভুর মুখে বলাইয়াছেন, গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রভু কানাইর নাটশালায় গিয়াছিলেন। এ-কথা কিন্তু মুরারিগুপ্ত, কর্ণপূর এবং কবিরাজ বলেন নাই। তাহাতে অনুমান হয়—যাহাতে প্রভুর কানাইর নাটশালায় গমনকে, বৃন্দাবন-গমনের পথ হইতে, গয়া হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তনের পথে টানিয়া আনা হইয়াছে, এইরূপ কোনও কিম্বদন্তীই হয়তো বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল এবং তদনুসারেই তিনি প্রভুর মুখে ২।২।১৭৭ পয়ারোক্তি প্রকাশ করাইয়াছেন।

১৩৫। **পুত্রের মহিমা**—স্বীয় পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দের মহিমা। পরবর্তী ১৩৮-৮০ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৩৭। "অদ্বৈত আবিষ্ট"-স্থলে "আবিষ্ট হইলা" এবং "বড়"-স্থলে "বড়ি"-পাঠান্তর।

দৈবে একদিন এক উত্তম সন্ন্যাসী।
অদ্বৈত-আচার্য্য-স্থানে মিলিলেন আসি ॥ ১৩৯
অদ্বৈত দেখিয়া ন্যাসী সঙ্কোচে রহিলা।
অদ্বৈতো ন্যাসীরে নমস্করি বসাইলা ॥ ১৪০
অদ্বৈত বোলেন "ভিক্ষা করহ গোসাঞি!"
ন্যাসী বোলে "ভিক্ষা দেহ" আমি যাহা চাই ॥ ১৪১
কিছু মোর জিজ্ঞাসা আছয়ে তোমাস্থানে।
সেই ভিক্ষা মোর, তাহা কহিবা আপনে ॥" ১৪২
আচার্য্য বোলেন "আগে করহ ভোজন।
শেষে যে জিজ্ঞাস' তাহা কহিব কথন ॥" ১৪৩
ন্যাসী বোলে "আগে আছে জিজ্ঞাসা আমার।"
আচার্য্য বোলেন "বোল যে ইচ্ছা তোমার ॥" ১৪৪
সন্ন্যাসী বোলেন "এই কেশবভারতী।
চৈতন্যের কে হয়েন ? কহ মোর প্রতি ॥" ১৪৫
মনেমনে চিন্তেন অদ্বৈত মহাশয়।
"ব্যবহার পরমার্থ—দুই পক্ষ হয় ॥ ১৪৬
যদ্যপিহ ঈশ্বরের মাতা-পিতা নাই।
তথাপিহ 'দেবকীনন্দন' করি গাই ॥ ১৪৭
পরমার্থে গুরুও তাঁহার কেহো নাই।
তথাপি যে করে প্রভু, তাই সভে গাই ॥ ১৪৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪২। তাহা—আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহা। "মোর"-স্থলে "মোরে"-পাঠান্তর।

১৪৩। "তাহা"-স্থলে "তার"-পাঠান্তর।

১৪৪। "জিজ্ঞাসা"-স্থলে "জিজ্ঞাস্য"-পাঠান্তর।

১৪৬। ব্যবহার—লৌকিক বিষয়। পরমার্থ—স্বরূপ-তত্ত্ব।

ব্যবহার পরমার্থ ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈত মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই সন্ন্যাসী যে প্রশ্ন করিলেন, তাহার উত্তরের দুইটি পক্ষ আছে—ব্যবহারিক পক্ষ এবং পারমার্থিক পক্ষ। অর্থাৎ, কেশব ভারতীর সহিত শ্রীচৈতন্যের কি সম্বন্ধ, তাহাই সন্ন্যাসী জানিতে চাহিয়াছেন। কেশব ভারতীর সহিত শ্রীচৈতন্যের দুই রকমের সম্বন্ধ আছে—একটি ব্যবহারিক সম্বন্ধ, বা লৌকিক সম্বন্ধ। লৌকিকী লীলায় প্রভু কেশব- ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন ; এজন্য লোকের দৃষ্টিতে কেশবভারতী হইতেছেন শ্রীচৈতন্যের গুরু। আর একটি হইতেছে পারমার্থিক সম্বন্ধ। শ্রীচৈতন্য হইতেছেন জগদ্গুরু—সুতরাং কেশব ভারতীরও গুরু। শ্রীঅদ্বৈত ভাবিলেন, সন্ন্যাসীর জিজ্ঞাসার উত্তরে কোন্ কথা বলিব ?

১৪৭। **যদ্যপিহ ইত্যাদি**—শ্রীঅদ্বৈত আরও ভাবিলেন, পরমার্থ বিচারে (তত্ত্বের বিচারে) যদিও ঈশ্বরের মাতা-পিতা নাই, থাকিতেও পারে না, যেহেতু, ঈশ্বর হইতেছেন অনাদি এবং অজ, **তথাপিহ ইত্যাদি**—শ্রীকৃষ্ণরূপ ঈশ্বর, তাঁহার প্রকট লীলায়, দেবকীদেবীর যোগে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া, তাঁহাকে "দেবকীনন্দন" বলিয়াই সকলে কীর্তন করেন। তাৎপর্য—পরমার্থে তাঁহার মাতা-পিতা না থাকিলেও, ব্যবহারিক ভাবে বা লৌকিকী দৃষ্টিতে তিনি "দেবকীনন্দন"।

১৪৮। **পরমার্থে**—তত্ত্বের বিচারে, **গুরুও তাঁহার ইত্যাদি**—তাঁহার (প্রভুর) গুরুও কেহ নাই (থাকিতেও পারে না; যে-হেতু, প্রভু হইতেছেন জগদ্গুরু)। **তথাপি ইত্যাদি**—তথাপি লৌকিকীলীলায় প্রভু যাহা করেন, সকল লোক তাহাই বলিয়া থাকেন, পারমার্থিকী কথা সাধারণতঃ বলেন না। ব্যঞ্জনা হইতেছে এই যে, পরমার্থ-বিচারে, কেশব-ভারতী প্রভুর গুরু না হইলেও, লৌকিকী লীলায় প্রভু কেশবভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ

প্রথমেই পরমার্থ কি কার্য্য কহিয়া।
ব্যবহার কহিয়াই যাই প্রবোধিয়া ॥" ১৪৯
এত ভাবি বলিলেন অদ্বৈত মহাশয়।
"কেশবভারতী চৈতন্যের গুরু হয় ॥ ১৫০
দেখিতেছ—গুরু তান কেশবভারতী।
আর কেনে তবে জিজ্ঞাসহ আমা' প্রতি ॥" ১৫১
এইমাত্র অদ্বৈত বলিতে সেইক্ষণে।
ধাইয়া অচ্যুতানন্দ আইলা সেইস্থানে ॥ ১৫২
পঞ্চ-বর্ষ বয়স—মধুর দিগম্বর।
খেলা খেলি সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর ॥ ১৫৩
অভিন্ন-কার্ত্তিক যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।
সর্ব্বজ্ঞ পরমভক্ত সর্ব্বশক্তিধর ॥ ১৫৪
'চৈতন্যের গুরু আছে' বচন শুনিয়া।
ক্রোধাবেশে কহে কিছু হাসিয়া হাসিয়া ॥ ১৫৫
"কি বলিলা বাপ! বোল দেখি আরবার।
'চৈতন্যের গুরু আছে' বিচার তোমার ॥ ১৫৬
কোন্ বা সাহসে তুমি এমত বচন।
জিহ্বায় আনিলা, এ ত অদ্ভুত কারণ ॥ ১৫৭
তোমার জিহ্বায় যদি এমত আইল।
হেন বুঝি—এখনে সে কলিকাল হৈল ॥ ১৫৮
অথবা চৈতন্যমায়া—পরম দুস্তর।
যাহাতে পায়েন মোহ ব্রহ্মাদি শঙ্কর ॥ ১৫৯
বুঝিলাঙ—বিষ্ণুমায়া হইল তোমারে।
কে বা চৈতন্যের মায়া তরিবারে পারে ॥ ১৬০
'চৈতন্যের গুরু আছে' বলিলা যখনে।
মায়াবশ বিনে ইহা কহিলা কেমনে ॥ ১৬১
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যবে চৈতন্য-ইচ্ছায়।
সব চৈতন্যের লোমকূপেতে মিশায় ॥ ১৬২
জলক্রীড়াপরায়ণ চৈতন্যগোসাঞি।
বিহরেন আত্মক্রীড়—আর দুই নাঞি ॥ ১৬৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করিয়াছেন বলিয়া, সকল লোকই কেশবভারতীকে প্রভুর গুরু বলিয়া থাকেন। শ্রীঅদ্বৈত মনে মনে স্থির করিলেন, সন্ন্যাসীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি প্রথমে প্রভুর লৌকিকী লীলার অনুরূপ সম্বন্ধের পরিচয়ই দিবেন। "গুরুও তাঁহার"-স্থলে "গুরু দেখি তান"-পাঠান্তর।

১৪৯। যাই প্রবোধিয়া—সন্ন্যাসীকে প্রবোধ দেই।

১৫৫। "কিছু"-স্থলে "তবে"-পাঠান্তর।

১৬২। এই পয়ারে মহাপ্রলয়ের কথা বলা হইয়াছে। মহাপ্রলয়কালে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্মরূপে, স্বয়ংভগবানের কারণার্ণবশায়ীরূপের মধ্যে প্রবেশ করে। "যবে"-স্থলে "জন্মে" এবং "মিশায়"-স্থলে "মিলায়", পাঠান্তর।

১৬৩। জলক্রীড়াপরায়ণ ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যগোসাঞি জলক্রীড়াতে পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন; এজন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে যমুনার জলে, শ্রীগৌরাঙ্গরূপে গঙ্গাজলে, কারণার্ণবশায়ী পুরুষরূপে কারণ-সমুদ্রের জলে, গর্ভোদকশায়ী পুরুষরূপে ব্রহ্মাণ্ডগর্ভস্থ স্বীয় স্বেদজলে এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষরূপে ক্ষীরোদসমুদ্রের জলে, বিহরেন—বিহার করেন, জলক্রীড়া করেন। তিনি আত্মক্রীড়—আপনাতেই আপনি পরমানন্দ অনুভব করেন, তাঁহার ক্রীড়ানন্দের জন্য অপর কাহারও অপেক্ষা তিনি রাখেন না। তবে যে তিনি তাঁহার বৃন্দাবন-লীলায় বা নবদ্বীপ-লীলায় তাঁহার পরিকরদের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তাহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণও, তাঁহার স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ বলিয়া, তাঁহারই প্রকাশ-বিশেষ, তাঁহা

যত যত মহামুনি—মহা-অভিমান।
উদ্দেশো না থাকে কারে কোথা কার্ নাম ॥ ১৬৪
পুন সেই চৈতন্যের অচিন্ত্য-ইচ্ছায়।
নাভি-পদ্ম হৈতে ব্রহ্মা হয়েন লীলায় ॥ ১৬৫
হইয়াও না থাকে দেখিতে কিছু শক্তি।
তবে শেষে করেন একান্তভাবে ভক্তি ॥ ১৬৬
তবে ভক্তিবশে তুষ্ট হইয়া তাহানে।
তত্ত্ব-উপদেশ প্রভু কহেন আপনে ॥ ১৬৭
তবে সেই ব্রহ্মা প্রভু-আজ্ঞা করি শিরে।
সৃষ্টি করি, সেই জ্ঞান কহেন সভারে ॥ ১৬৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইতে ভিন্ন নহেন। **আর দুই নাঞি**—তাঁহার পরিকরগণ তাঁহার দ্বিতীয় (বা ভেদ) নহেন, তিনিই। অথবা, **আর দুই নাঞি**—তিনি স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদশূন্য এবং স্বগতভেদশূন্য "একমেবাদ্বয়-তত্ত্বম্।"

১৬৪। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যখন শ্রীচৈতন্যের লোমকূপে মিশিয়া যায় (পূর্ববর্তী ১৬২-পয়ার), তখন সেই মহাপ্রলয়-কালে, **মহা-অভিমান**—তপস্যাদির অভিমানে অত্যন্ত গর্বিত **যত যত মহামুনি**—যে-সকল মহামুনি প্রলয়ের পূর্বে ব্রহ্মাণ্ডে ছিলেন, **উদ্দেশো** ইত্যাদি—তখন তাঁহাদের কোনও উদ্দেশও থাকে না, শ্রীচৈতন্যের লোমকূপে সূক্ষ্মরূপে কোথায় কে আছেন, তাঁহাও জানিতে পারা যায় না, তাঁহাদের নাম পর্যন্তও থাকে না। "কারো"-স্থলে "কারু"-পাঠান্তর।

১৬৫। এক্ষণে ১৬৫-৬৯ পয়ারসমূহে মহাপ্রলয়ের পরের সৃষ্টি-কার্যের কথা বলা হইতেছে। **পুন**—আবার, মহাপ্রলয়ের পরে আবার। **সেই চৈতন্যের** ইত্যাদি—সেই স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্য ইচ্ছাতে। "স অকাময়ত"-এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, মহাপ্রলয়ের পরে আবার সৃষ্টির জন্য পরব্রহ্মের ইচ্ছা হইয়াছিল। কেনই বা তিনি মহাপ্রলয় ইচ্ছা করেন, আবার কেনইবা সৃষ্টির জন্য ইচ্ছা করেন, লোকের চিন্তাভাবনাদ্বারা তাহা নির্ণীত হইতে পারে না বলিয়াই তাঁহার ইচ্ছাকে "অচিন্ত্য-ইচ্ছা" বলা হইয়াছে। **নাভিপদ্ম হৈতে** ইত্যাদি—তাঁহার গর্ভোদকশায়ীরূপের নাভিপদ্ম হইতে লীলায় (অনায়াসে, অথবা সৃষ্টিলীলায়) ব্রহ্মার জন্ম হয়।

১৬৬-৬৭। **হইয়াও** ইত্যাদি—গর্ভোদকশায়ীর নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াও কিছুই দেখিবার (কিরূপে সৃষ্টিকার্য করিবেন, তাহা জানিবার) শক্তি ব্রহ্মার তখন ছিল না। **তবে শেষে**—তখন, কিরূপে সৃষ্টিকার্য করিবেন, চিন্তা-ভাবনা করিয়াও তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, শেষকালে, **করেন একান্তভাবে ভক্তি**—ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত ভগবানের স্তব-ধ্যানাদি করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক কল্পেই পূর্বকল্পের অনুরূপ ভাবে সৃষ্টি হয়। পূর্বকল্পে ব্রহ্মা কি ভাবে কি কি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, অনেক চেষ্টাতেও তাহা মনে করিতে না পারিয়া ভক্তিভরে ভগবানের স্তব-ধ্যানাদি করিয়াছিলেন। **তবে ভক্তিবশে**—তখন ব্রহ্মার ভক্তির বশীভূত হইয়া, **তুষ্ট হইয়া তাহানে**—ব্রহ্মার প্রতি তুষ্ট হইয়া, **তত্ত্ব-উপদেশ** ইত্যাদি—প্রভু নিজে নারায়ণ-রূপে ব্রহ্মাকে সৃষ্টিতত্ত্ব-ভগবত্তত্ত্বাদি সম্বন্ধে উপদেশ করিলেন এবং ব্রহ্মার নিকটে চতুঃশ্লোকাত্মক ভাগবতও প্রকাশ করিয়াছিলেন। "বশে"-স্থলে "ভাবে"-পাঠান্তর।

১৬৮। **সেই জ্ঞান**—নারায়ণের নিকট হইতে ব্রহ্মা যেই তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা।

সেই জ্ঞান সনকাদি পাই ব্রহ্মা হৈতে।
প্রচার করেন তবে কৃপায় জগতে ॥ ১৬৯
যাহা হৈতে হয় আসি জ্ঞানের প্রচার।
তান গুরু কেমতে বোলহ আছে আর ॥ ১৭০
বাপ! তুমি, তোমা' হৈতে শিখিবাঙ কোথা।
শিক্ষাগুরু হই কেনে বোলহ অন্যথা ॥" ১৭১
এত বলি শ্রীঅচ্যুতানন্দ মৌন হৈলা।
শুনিঞা অদ্বৈত পরানন্দে প্রবেশিলা ॥ ১৭২
'বাপ! বাপ!' বলি ধরি করিলেন কোলে।
সিঞ্চিলেন অচ্যুতের অঙ্গ প্রেমজলে ॥ ১৭৩
"তুমি সে জনক বাপ! মুঞি সে তনয়।
শিখাইতে পুত্ররূপে হইলে উদয় ॥ ১৭৪
অপরাধ করিলুঁ, ক্ষমহ বাপ! মোরে।
আর না বলিমু' এই কহিলুঁ তোমারে ॥" ১৭৫
আত্মস্তুতি শুনি শ্রীঅচ্যুত মহাশয়।
লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয় ॥ ১৭৬
শুনিঞা সন্ন্যাসী শ্রীঅচ্যুত-বচন।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা সেইক্ষণ ॥ ১৭৭
ন্যাসী বোলে "যোগ্য যোগ্য অদ্বৈতনন্দন।
যেন পিতা, তেন পুত্র,—অচিন্ত্য-কথন ॥ ১৭৮
এ ত ঈশ্বরের শক্তি বিনে অন্য নহে।
বালকের মুখে কি এমত কথা হয়ে ॥ ১৭৯
শুভ-লগ্নে আইলাঙ অদ্বৈত দেখিতে।
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাঙ নয়নেতে ॥" ১৮০
পুত্রের সহিতে অদ্বৈতেরে নমস্করি।
পূর্ণ হই ন্যাসী চলিলেন বলি 'হরি' ॥ ১৮১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৬৯। কৃপায় জগতে—জগতের প্রতি কৃপাবশতঃ। ১৬৫-৬৯ পয়ারোক্ত বিবরণ বিস্তৃতভাবে জানিতে হইলে ভা. ৩।৮-১২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৭০। যাহা হৈতে ইত্যাদি—যে শ্রীচৈতন্য হইতে জ্ঞান আসিয়া জগতে প্রচারিত হয় (পূর্ববর্তী ১৬৭-৬৯ পয়ার দ্রষ্টব্য), সুতরাং যিনি সমস্ত জগতের গুরু, তান (সেই শ্রীচৈতন্যের যে) আর (আবার) গুরু আছে, ইহা কেমতে (কিরূপে) বোলহ (তুমি বল?)। "আসি"-স্থলে "আদি"-পাঠান্তর।

১৭১। অন্যথা—অন্যরূপ কথা। "শিখিবাঙ কোথা"-স্থলে "শিখিব যে কথা" এবং "বোলহ অন্যথা"-স্থলে "বোল অন্য কথা"-পাঠান্তর।

১৭২। "মৌন"-স্থলে "মৌনী"-পাঠান্তর।

১৭৬। "লজ্জায় রহিলা"-স্থলে "লজ্জিত হইলা" এবং "লজ্জায় রহিলা প্রভু"-স্থলে "লজ্জিত হইয়া রহে"-পাঠান্তর।

১৭৭। "শ্রীঅচ্যুতবচন"-স্থলে "অচ্যুতের চরণে" এবং "ক্ষণ"-স্থলে "ক্ষণে"-পাঠান্তর।

১৭৮। "নন্দন"-স্থলে "তনয়" এবং "কথন"-স্থলে "দুই হয়"-পাঠান্তর।

১৭৯। এত ইত্যাদি—শ্রীঅচ্যুতানন্দ যাহা বলিলেন, ঈশ্বরের শক্তিব্যতীত তাহা অন্য কিছু নহে (ঈশ্বরের শক্তি না পাইলে এ সকল কথা কেহই বলিতে পারে না)। বালকের ইত্যাদি—ঈশ্বরের শক্তি ব্যতীত একজন পঞ্চম বৎসরের বালকের মুখে কি এইরূপ কথা বাহির হইতে পারে? "অন্য"-স্থলে "অন্য কিছু" এবং "হয়ে"-স্থলে "কহে"-পাঠান্তর।

১৮১। পূর্ণ—আনন্দে পরিপূর্ণ।

ইহানে সে বলি যোগ্য অদ্বৈতনন্দন।
যে চৈতন্য-পাদপদ্মে একান্ত-শরণ ॥ ১৮২
অদ্বৈতেরে ভজে, গৌরচন্দ্রে করে হেলা।
পুত্র হউ অদ্বৈতের, তভু তিঁহ গেলা ॥ ১৮৩
পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত আচার্য্য।
পুত্র কোলে করি কান্দে ছাড়ি সর্ব্বকার্য্য ॥ ১৮৪
পুত্রের অঙ্গের ধুলা আপনার অঙ্গে।
লেপেন অদ্বৈত অতি পরানন্দরঙ্গে ॥ ১৮৫
"চৈতন্যের পার্ষদ জন্মিলা মোর ঘরে।"
এত বলি নাচে প্রভু তালি দিয়া করে ॥ ১৮৬
পুত্র কোলে করি নাচে অদ্বৈতগোসাঞি।
ত্রিভুবনে যাহার ভক্তির সম নাঞি ॥ ১৮৭
পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত বিহ্বল।
হেনকালে উপসন্ন সর্ব্ব-সুমঙ্গল ॥ ১৮৮
সপার্ষদে শ্রীগৌরসুন্দর সেই ক্ষণে।
আসি আবির্ভাব হৈলা অদ্বৈত-ভবনে ॥ ১৮৯
প্রাণনাথ ইষ্টদেব—দেখিয়া অদ্বৈত।
দণ্ডবত হৈয়া পড়িলেন পৃথিবীত ॥ ১৯০
'হরি' বলি শ্রীঅদ্বৈত করেন হুঙ্কার।
পরানন্দে দেহ পাসরিলা আপনার ॥ ১৯১
জয়জয়কার-ধ্বনি করে নারীগণে।
উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত-ভবনে ॥ ১৯২
প্রভুও করিয়া অদ্বৈতেরে নিজ কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁর প্রেমানন্দজলে ॥ ১৯৩
পাদপদ্ম বক্ষে ধরি আচার্য্যগোসাঞি।
রোদন করেন অতি, বাহ্য কিছু নাঞি ॥ ১৯৪
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ করেন ক্রন্দন।
কি অদ্ভুত প্রেম হৈল—না যায় বর্ণন ॥ ১৯৫
স্থির হই ক্ষণেকে অদ্বৈত মহাশয়।
বসিতে আসন দিলা করিয়া বিনয় ॥ ১৯৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৮৩। **পুত্র হউ অদ্বৈতের ইত্যাদি**—যিনি অদ্বৈতের ভজন করেন, অথচ গৌরচন্দ্রের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেন (গৌরচন্দ্রের ভজন করেন না), তিনি হউন না কেন অদ্বৈতের পুত্র (অদ্বৈতের পুত্র হইলেও), তথাপি তিনি অধঃপাতে গেলেন (তিনি যে অধঃপাতে যাইবেন, তাহা অবধারিত, নিশ্চিত)। "তভু তিঁহ"-স্থলে "তথাপি সে"-পাঠান্তর।

১৮৭। **যাহার ভক্তির ইত্যাদি**—যে অদ্বৈতের ভক্তির তুল্যা ভক্তি ত্রিভুবনে কাহারও নাই। "সম"-স্থলে "সীমা"-পাঠান্তর।

১৮৮। "অদ্বৈত"-স্থলে "আচার্য্য"-পাঠান্তর। **উপসন্ন**—উপস্থিত হইল। **সর্ব্ব-সুমঙ্গল**—সর্ববিধ সুমঙ্গল স্বরূপ গৌরচন্দ্র।

পূর্ব্ববর্তী ১৩৫-৩৬ পয়ারদ্বয়ে বলা হইয়াছে—শ্রীঅদ্বৈত যখন স্বীয় পুত্রের মহিমা দর্শন করিয়া আবিষ্ট হইয়া ছিলেন, ঠিক সেই সময়েই প্রভু তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত পুত্রের কি মহিমা দেখিয়া আবিষ্ট হইয়াছিলেন, প্রসঙ্গক্রমে ১৩৭-৮৭ পয়ারসমূহে তাহা বলিয়া গ্রন্থকার ১৮৮ পয়ারে পুনরায় প্রভুর অদ্বৈত-ভবনে উপস্থিতির প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছেন।

১৮৯। **আসি**—রামকেলি হইতে আসিয়া। "সেই"-স্থলে "হেন"-পাঠান্তর।

১৯২। "জয়জয়কার ধ্বনি"-স্থলে "জয়জয়ধ্বনি সব"-পাঠান্তর।

১৯৩। "করিয়া অদ্বৈতেরে নিজ"-স্থলে "ধরিয়া অদ্বৈতেরে করি"-পাঠান্তর।

বসিলেন মহাপ্রভু উত্তম-আসনে।
চতুর্দ্দিগে শোভা করে পারিষদগণে ॥ ১৯৭
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে হইল কোলাকোলী।
দুঁহা দেখি অন্তরে দোঁহেই কুতূহলী ॥ ১৯৮
আচার্য্যেরে নমস্করিলেন ভক্তগণ।
আচার্য্য সভারে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১৯৯
যে আনন্দ উপজিল অদ্বৈতের ঘরে।
বেদব্যাস বিনে তাহা বর্ণিতে কে পারে ॥ ২০০
ক্ষণেকে অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈতকুমার।
প্রভুর চরণে আসি হৈলা নমস্কার ॥ ২০১
অচ্যুতেরে কোলে করি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেমজলে ধুইলেন তাঁর কলেবর ॥ ২০২
অচ্যুতেরে প্রভু না ছাড়েন বক্ষ হৈতে।
অচ্যুতো প্রবিষ্ট হৈলা চৈতন্য-দেহেতে ॥ ২০৩
অচ্যুতেরে কৃপা দেখি সর্ব্বভক্তগণ।
প্রেমে সভে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ ২০৪
যত চৈতন্যের প্রিয় পারিষদগণ।
অচ্যুতের প্রিয় নহে, হেন নাহি জন ॥ ২০৫
নিত্যানন্দস্বরূপের প্রাণের সমান।
গদাধরপণ্ডিতের শিষ্যের প্রধান ॥ ২০৬
ইহারে সে বলি যোগ্য অদ্বৈতনন্দন।
যেন পিতা, তেন পুত্র, উচিত মিলন ॥ ২০৭
এইমত শ্রীঅদ্বৈত গোষ্ঠীর সহিতে।
আনন্দে ডুবিলা প্রভু পাইয়া সাক্ষাতে ॥ ২০৮
শ্রীচৈতন্য কথোদিন অদ্বৈত-ইচ্ছায়।
রহিলা অদ্বৈতঘরে কীর্ত্তন-লীলায় ॥ ২০৯
প্রাণনাথ গৃহে পাই আচার্য্যগোসাঞি।
না জানে আনন্দে আছেন কোন্ ঠাঞি ॥ ২১০
কিছু স্থির হইয়া অদ্বৈত মহামতি।
আই-স্থানে লোক পাঠাইলা শীঘ্রগতি ॥ ২১১
দোলা লই নবদ্বীপে আইলা সত্বরে।
আইরে বৃত্তান্ত কহে চলিবার তরে ॥ ২১২
প্রেম-রস-সমুদ্রে ডুবিয়া আছে আই।
কি বোলেন কি শুনেন বাহ্য কিছু নাই ॥ ২১৩
সম্মুখে যাহারে আই দেখেন, তাহারে।
জিজ্ঞাসেন "মথুরার কথা কহ মোরে ॥ ২১৪
রাম কৃষ্ণ কেমত আছেন মথুরায়।
পাপী কংস কেমত বা করে ব্যবসায় ॥ ২১৫
চোর অক্রূরের কথা কহ জান' কে।
রাম কৃষ্ণ মোর চুরি করিলেক যে ॥ ২১৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২০১। "কুমার"-স্থলে "তনয়" এবং "হৈলা নমস্কার"-স্থলে "নমস্কার হয়"-পাঠান্তর।

২০৬। "শিষ্যের প্রধান"-স্থলে "শিষ্য যে প্রমাণ"-পাঠান্তর।

২১১। আই—শচীমাতা।

২১৩। **প্রেমরস-সমুদ্রে**—পরবর্তী ২১৪-৩২-পয়ারোক্তি হইতে বুঝা যায়, যশোদামাতার ভাবে আবিষ্ট হইয়াই শচীমাতা বাৎসল্য-প্রেমরস-সমুদ্রে ডুবিয়া ছিলেন।

২১৫। অক্রূরের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় যাওয়ার পরে, গোকুলে যশোদামাতার চিত্তে যে-ভাব উদিত হইয়াছিল, সেই ভাবের আবেশেই শচীমাতা ২১৪-১৭-পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিতেন। **ব্যবসায়**—আচরণ, ব্যবহার।

২১৬। ২।৬।২৩৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শুনিলাঙ পাপী কংস মরি গেল হেন।
মথুরার রাজা কি হইল উগ্রসেন।।" ২১৭
"রাম কৃষ্ণ!" বলিয়া কখনো ডাকে আই।
"ঝাট গাবী দোহ' দুগ্ধ বেচিবারে চাই।।" ২১৮
হাথে বাড়ি করিয়া কখনো আই ধায়।
"ধর ধর সভে, এই ননীচোরা যায়॥ ২১৯
কোথা পলাইবা আজি এড়িমু বান্ধিয়া।"
এত বলি ধায় আই আবিষ্ট হইয়া॥ ২২০
কখনো বোলেন আই সম্মুখে দেখিয়া।
"চল যাই যমুনায় স্নান করি গিয়া॥ ২২১
কখনো যে উচ্চ করি করেন ক্রন্দন।
সংসার দ্রবয়ে তাহা করিতে শ্রবণ।। ২২২
অবিচ্ছিন্ন-ধারা দুই নয়নেতে ঝরে।
সে কাকু শুনিতে কাষ্ঠ-পাষাণ বিদরে।। ২২৩
কখনো বা ধ্যানে কৃষ্ণসাক্ষাৎকার করি।
অট্টঅট্ট হাসে' আই আপনা' পাসরি।। ২২৪
হেন সে আনন্দ-হাস্য—অদ্ভুত পরম।
দুই-প্রহরেও কভু নহে উপশম।। ২২৫
কখনো যে আই হয়ে আনন্দমূর্চ্ছিত।
প্রহরেক ধাতু নাহি থাকে কদাচিত।। ২২৬
কখনো বা হেন কম্প উপজে আসিয়া।
পৃথিবীতে কেহো যেন তোলে আছাড়িয়া।। ২২৭
আইর যে কৃষ্ণাবেশ—কি তার উপমা।
আই বই অন্য আর নাহি তার সীমা।। ২২৮
গৌরচন্দ্র-শ্রীবিগ্রহে যত কৃষ্ণভক্তি।
আইরেও প্রভু দিয়াছেন সেই শক্তি।। ২২৯
অতএব আইর যে ভক্তির বিকার।
তাহা বর্ণিবেক সব—হেন শক্তি কার্।। ২৩০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২১৭। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। হেন—এইরূপ কথা। "হেন"-স্থলে "কেন"-পাঠান্তর। কেন—কেমনভাবে।

২১৮। **বেচিবারে চাই**—বেচিতে (বিক্রয় করিতে) হইবে। "চাই"-স্থলে "যাই"-পাঠান্তর।

২১৯। বাড়ি—লাঠি। **ননীচোরা যায়**—ননী চুরি করিয়া গোপাল পলাইয়া যাইতেছে।

২২১। **সম্মুখে দেখিয়া**—কোনও লোককে সম্মুখে দেখিলে। "বোলেন আই"-স্থলে "বোলেন কারে" এবং "কাহারে কহে"-পাঠান্তর।

২২২। **সংসার**—সংসারবাসী (জগদ্বাসী) লোকগণ। **দ্রবয়ে**—দ্রবীভূত হয়, গলিয়া যায়। "সংসার"-স্থলে "পাষাণ"-পাঠান্তর।

২২৩। "ঝরে"-স্থলে "বহে" এবং "বিদরে"-স্থলে "দ্রবয়ে"-পাঠান্তর। **বিদরে**—বিদীর্ণ হয়, ফাটিয়া যায়।

২২৫। "আনন্দহাস্য—অদ্ভুত"-স্থলে "অদ্ভুত হাস্য অদ্ভুত"-পাঠান্তর।

২২৬। **ধাতু নাহি ইত্যাদি**—কখনও জীবনীশক্তি থাকে না। ২।১।৩১৭, ৩২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "প্রহরেক"-স্থলে "প্রহরেও"-পাঠান্তর।

২২৭। **পৃথিবীতে**—ভূমিতে। "তোলে"-স্থলে "ফেলে"-পাঠান্তর।

২২৮। "অন্য আর নাহি তার"-স্থলে "অন্যে আর দিতে নাহি"-পাঠান্তর।

২২৯। "সেই"-স্থলে "সেহি"-পাঠান্তর।

হেনমতে পরানন্দ-সমুদ্র-তরঙ্গে।
ভাসেন দিবস নিশি আই মহারঙ্গে ॥ ২৩১
কদাচিত আইর যে কিছু বাহ্য হয়।
সেহো বিষ্ণুপূজা লাগি—জানিহ নিশ্চয় ॥ ২৩২
কৃষ্ণের প্রসঙ্গে আই আছেন বসিয়া।
হেনই সময়ে শুভবার্ত্তা হৈল-সিয়া ॥ ২৩৩
"শান্তিপুরে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
চল আই! ঝাট আসি দেখহ সত্বর ॥" ২৩৪
বার্ত্তা শুনি যে সন্তোষ হইলেন আই।
তাহার অবধি আর কহিবারে নাই ॥ ২৩৫
বার্ত্তা শুনি প্রভুর যতেক ভক্তগণ।
সভেই হইলা অতি পরানন্দ-মন ॥ ২৩৬
গঙ্গাদাসপণ্ডিত—প্রভুর প্রিয়পাত্র।
আই লই চলিলেন সেইক্ষণ মাত্র ॥ ২৩৭
শ্রীমুরারিগুপ্ত-আদি যত ভক্তগণ।
সভেই আইর সঙ্গে করিলা গমন ॥ ২৩৮
সত্বরে আইলা শচী-আই শান্তিপুরে।
বার্ত্তা শুনিলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরে ॥ ২৩৯
শ্রীগৌরসুন্দর প্রভু আইরে দেখিয়া।
সত্বরে পড়িলা দূরে দণ্ডবত হৈয়া ॥ ২৪০
পুনঃপুন প্রদক্ষিণ হইয়া হইয়া।
দণ্ডবত হয় শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া ॥ ২৪১
"তুমি বিশ্বজননী কেবল ভক্তিময়ী।
তোমারে সে গুণাতীত-সত্ত্বরূপা কহি ॥ ২৪২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৩১। "ভাসেন দিবস"-স্থলে "ভাসে যেন দিবা"-পাঠান্তর।

২৩২। কিছু বাহ্য—কিঞ্চিৎ বাহ্যজ্ঞান, সম্পূর্ণ নহে। সেহো বিষ্ণুপূজা লাগি—তাহাও কেবল বিষ্ণুর (গৃহস্থিত বালগোপালের) পূজার (বাৎসল্যভাবাত্মিকা সেবার) নিমিত্ত, অন্য কোনও কাজের নিমিত্ত নহে।

২৩৩। হৈল-সিয়া—আসিয়া হইল, উপনীত হইল। পরবর্তী পয়ারে এই শুভবার্তা কথিত হইয়াছে।

২৩৪-২৩৫। "দেখহ সত্বর"-স্থলে "দেখ বিশ্বম্ভর"-পাঠান্তর। বার্ত্তা—সংবাদ।

২৩৭। গঙ্গাদাস পণ্ডিত—২।৯।১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ইনি প্রভুর অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিত নহেন।

২৪১। শ্লোক—পরবর্তী কতিপয় পয়াররূপ শ্লোক।

২৪২। গুণাতীত-সত্ত্বরূপা—শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপা। জড়রূপা মায়ার তিনটি গুণ আছে—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। গুণময়ী মায়া জড়রূপা বলিয়া তাহার এই গুণত্রয়ও জড়, অচেতন। এই গুণত্রয়ের অন্তর্গত সত্ত্ব-গুণের অতীত যে-সত্ত্ব-(অর্থাৎ যাহাকে মায়া স্পর্শও করিতে পারে না, সেই সত্ত্ব-) স্বরূপা হইতেছেন শচীমাতা। সেই গুণাতীত সত্ত্বের পরিচয় হইতেছে এইরূপ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তির তিনটি বৃত্তি আছে—হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সম্বিৎ (বি. পু. ১।১২।৬৯)। এই সন্ধিনী হইতেছে আধার-শক্তি। এই সন্ধিনীর সার অংশকে শুদ্ধসত্ত্ব (মায়াতীত সত্ত্ব) বলে। নরলীল ভগবানের পিতা-মাতা হইতেছেন এতাদৃশ শুদ্ধসত্ত্বের মূর্ত বিগ্রহ। তাঁহার ধাম, গৃহ, শয্যা এবং আসনাদিও এই শুদ্ধসত্ত্বেরই এক এক রূপ। "সন্ধিনীর সার অংশ—'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম। ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম। মাতা পিতা, স্থান গৃহ শয্যাসন আর।

তুমি যদি শুভদৃষ্টি কর, জীব-প্রতি।
তবে সে জীবের হয় কৃষ্ণে রতি মতি ॥ ২৪৩
তুমি সে কেবল মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি।
যাহা হৈতে সব হয়—তুমি সেই শক্তি ॥ ২৪৪
তুমি গঙ্গা দেবকী যশোদা দেবহূতি।
তুমি পৃশ্নি অনসূয়া কৌশল্যা অদিতি ॥ ২৪৫
যত দেখি সব তোমা' হৈতে সে উদয়।
পালহ তুমি সে তোমাতে সে লীনো হয় ॥ ২৪৬
তোমার প্রভাব বলিবার শক্তি কার্।
সভার হৃদয়ে পূর্ণ বসতি তোমার ॥" ২৪৭
শ্লোকবন্ধে এইমত করিয়া স্তবন।
দণ্ডবত হয় প্রভু ধর্ম্ম-সনাতন ॥ ২৪৮
কৃষ্ণ বই-ও কি পিতৃ-মাতৃ-গুরু-ভক্তি।
করিবারে এমত ধরয়ে কেহো শক্তি ॥ ২৪৯
আনন্দাশ্রু-ধারা বহে সকল অঙ্গেতে।
শ্লোক পড়ি নমস্কার হয় বহুমতে ॥ ২৫০
আই বোল,—দেখি মাত্র শ্রীগৌরবদন।
পরানন্দে জড় হইলেন সেইক্ষণ ॥ ২৫১
রহিয়াছে আই যেন কৃত্রিম-পুতলী।
স্তুতি করে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর কুতূহলী ॥ ২৫২
প্রভু বোলে "বিষ্ণুভক্তি যে কিছু আমার।
কেবল একান্ত সব প্রসাদ তোমার ॥ ২৫৩
কোটি দাস-দাসেরো যে সম্বন্ধ তোমার।
সেহ জন প্রাণ হৈতে বল্লভ আমার ॥ ২৫৪
বারেকো যে জন তোমা' করিব স্মরণ।
তার কভু নহিবেক সংসারবন্ধন ॥ ২৫৫
সকল পবিত্র করে যে গঙ্গা তুলসী।
তানাও হয়েন ধন্য তোমারে পরশি ॥ ২৫৬
তুমি যত করিয়াছ আমার পালন।
আমার শক্তিয়ে তাহা না হয় শোধন ॥ ২৫৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এ-সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার ॥ চৈ. চ. ॥ ১।৪।৫৬-৫৭ ॥" ভাগবতের "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্" ইত্যাদি ৪।৩।২৩-শ্লোকেও সে-কথাই বলা হইয়াছে। শচীমাতা জীবতত্ত্ব নহেন। তিনি গৌরসুন্দরের নিত্য-মাতা। তিনিও শুদ্ধসত্ত্বের মূর্তবিগ্রহ—শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপা।

২৪৬। লীনো—লীনও।

২৪৯। কৃষ্ণ বই-ও—কৃষ্ণব্যতীত অপর কেহও। "পিতৃ-মাতৃ-গুরু-ভক্তি"-স্থলে "এমত কি পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি" এবং "কেহো"-স্থলে "কে বা" এবং "কার"-পাঠান্তর।

২৫০। "নমস্কার হয় বহু মতে"-স্থলে "স্তুতি নতি করে নানামতে"-পাঠান্তর।

২৫১। আই বোল—আই শচীদেবীর কথা যদি বল, তাঁহার অবস্থা এইরূপ।

২৫৪। কোটি দাস দাসেরো—তোমার দাস, তাঁহার দাস, তাঁহার দাস—ইত্যাদি ক্রমে, তোমার দাস হইতে কোটি কোটি জনের পরবর্তী তোমার দাসের সহিত যাঁহার দাসত্বের সম্বন্ধ বিরাজিত, তাঁহার (অর্থাৎ তাঁহার সহিত) যে সম্বন্ধ তোমার—মূর্তিমতী বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপা তোমার যে-সম্বন্ধ বিরাজিত থাকিবে, সেই সম্বন্ধের ফলেই সেহ জন—তোমার দাসের কথা দূরে, সেই ব্যক্তিও, তোমার দাস হইতে কোটি কোটি জন পরবর্তী যে-ব্যক্তির সহিত তোমার দাসের সহিত দাসত্বের সম্বন্ধ থাকিবে, সেই ব্যক্তিও, প্রাণ হৈতে ইত্যাদি—আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। "দাসেরো যে"-স্থলে "দাসীর সে"-পাঠান্তর।

২৫৬-২৫৭। তানাও—সেই গঙ্গা-তুলসীও। শোধন—পরিশোধ।

দণ্ডেদণ্ডে যত স্নেহ করিলা আমারে।
তোমার সাদ্‌গুণ্য সে তাহার প্রতিকারে ॥" ২৫৮
এইমত প্রভু স্তুতি করেন সন্তোষে।
শুনিঞা বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে ॥ ২৫৯
আই জানে 'অবতীর্ণ প্রভু নারায়ণ।
যখন যে ইচ্ছা তান করেন তেমন ॥' ২৬০
কথোক্ষণে আই এই বলিলেন মাত্র।
"তোমার বচন বুঝে কে বা আছে পাত্র ॥ ২৬১
প্রাণহীন জন যেন সিন্ধুমাঝে ভাসে।
স্রোতে যহিঁ লয়ে তহিঁ চলয়ে অবশে ॥ ২৬২
এইমত সর্ব্বজীব সংসারসাগরে।
তোমার মায়ায় যে করায় তাহি করে ॥ ২৬৩
সবে এই বোলোঁ বাপ! তোমারে উত্তর।
ভাল হয় যেমতে সে তোমার গোচর ॥ ২৬৪
স্তুতি প্রদক্ষিণ কিবা কর' নমস্কার।
মুঞি ত না বুঝোঁ কিছু, যে ইচ্ছা তোমার ॥" ২৬৫
শুনিঞা আইর বাক্য সর্ব্ব-ভাগবতে।
মহা-জয়জয়ধ্বনি লাগিলা করিতে ॥ ২৬৬
আইর ভক্তির সীমা কে বুঝিতে পারে।
গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ যাঁহার জঠরে ॥ ২৬৭
প্রাকৃত-শব্দেও যে বা বলিবেক 'আই'।
আই-শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই ॥ ২৬৮
প্রভু দেখি সন্তোষে পূর্ণিত হৈলা আই।
ভক্তগণ আনন্দে কাহারো বাহ্য নাই ॥ ২৬৯
এখনে যে হইল আনন্দ-সমুচ্চয়।
মনুষ্যের শক্তিতে কি তাহা কহা হয় ॥ ২৭০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৫৮। **প্রতিকারে**—তোমার স্নেহরূপ ঋণের পরিশোধ-বিষয়ে। **তোমার সাদ্‌গুণ্য ইত্যাদি**—তুমি আমাকে যে স্নেহঋণে আবদ্ধ করিয়াছ, তাহার তিলমাত্রের পরিশোধও আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। তোমার সদ্‌গুণরাশিই সেই ঋণের প্রতিকার (পরিশোধ) হইয়া থাকুক, আমি তোমার নিকটে চিরঋণী থাকিয়াই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব এবং তোমার সদ্‌গুণরাশির স্মরণ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিয়া, তোমার পুত্র বলিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিব।

২৬০। **আই জানে**—শুদ্ধবাৎসল্যঘন-বিগ্রহা শচীমাতার, স্বীয় প্রাণাধিক পুত্র-সম্বন্ধে, ভগবদ্‌বুদ্ধি (নারায়ণবুদ্ধি) লীলাশক্তিই সাময়িকভাবে জাগাইয়াছেন। শচীর চিত্তে পুত্র-বিরহ-দুঃখের সান্ত্বনা জন্মাইবার উদ্দেশ্যেই লীলাশক্তির এই ক্রিয়াভঙ্গী। "করেন"-স্থলে "কহেন"-পাঠান্তর।

২৬২। **যহিঁ লয়ে**—যে-স্থানে লইয়া যায়। **তহিঁ চলয়ে**—সেই স্থানেই চলিয়া যায়। **অবশে**—নিজের কোনও শক্তি নাই বলিয়া, অবশ বা জড়তুল্য হইয়া, নিজের বা নিজের শক্তির বশে না থাকিয়া।

২৬৪। **ভাল হয় যেমতে**—যাহাতে তোমার বা আমার ভাল হইতে পারে, **সে তোমার গোচর**—তাহা তুমিই জান।

২৬৭। "বুঝিতে"-স্থলে "কহিতে"-পাঠান্তর। **জঠরে**—উদরে।

২৬৮। **প্রাকৃত-শব্দেও**—লৌকিক জগতের কথাবার্তার উপলক্ষ্যেও।

২৭০। **সমুচ্চয়**—সমূহ। "শক্তিতে কি তাহা কহা"-স্থলে "শক্ত্যে কি কহিল তাহা" এবং "শক্ত্যে তাহা কহিল না"-পাঠান্তর।

নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু আইর সন্তোষে।
পরানন্দ-সিন্ধু-মাঝে ভাসেন হরিষে ॥ ২৭১
দেবকীর স্তুতি পঢ়ি আচার্য্যগোসাঞি।
আইরে করেন দণ্ডবত—অন্ত নাঞি ॥ ২৭২
হরিদাস মুরারি শ্রীগর্ভ নারায়ণ।
জগদীশ-গোপীনাথ-আদি ভক্তগণ ॥ ২৭৩
আইর সন্তোষে সভে হেন সে হইলা।
পরানন্দে যেহেন সভেই মিশাইলা ॥ ২৭৪
এ সব আনন্দ পঠে শুনে যেই জন।
অবশ্য মিলয়ে তারে প্রেমভক্তিধন ॥ ২৭৫
'প্রভুরে দিবেন ভিক্ষা আই ভাগ্যবতী।'
প্রভুস্থানে অদ্বৈত লইলা অনুমতি ॥ ২৭৬
সন্তোষে চলিলা আই করিতে রন্ধন।
প্রেমযোগে চিন্তি গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥ ২৭৭
কতেক প্রকারে আই করিলেক রন্ধন।
নাম নাহি জানি হেন রান্ধিলা ব্যঞ্জন ॥ ২৭৮
আই জানে—প্রভুর সন্তোষ বড় শাকে।
বিংশতিপ্রকার শাক রান্ধিলা এতেকে ॥ ২৭৯
এক এক ব্যঞ্জন—প্রকার দশ-বিশে।
রান্ধিলেন আই অতি চিত্তের সন্তোষে ॥ ২৮০
অশেষপ্রকারে আই রন্ধন করিয়া।
ভোজনের স্থানে সব থুইলেন লৈয়া ॥ ২৮১
শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন সব উপস্কার করি।
সভার উপরে দিলা তুলসীমঞ্জরী ॥ ২৮২
চতুর্দ্দিগে সারি করি শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন।
মধ্যে পাতিলেন অতি উত্তম আসন ॥ ২৮৩
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
সংহতি লইয়া সব পারিষদগণ ॥ ২৮৪
দেখি প্রভু শ্রীঅন্ন-ব্যঞ্জনের উপস্কার।
দণ্ডবত হইয়া করিলা নমস্কার ॥ ২৮৫
প্রভু বোলে "এ অন্নের থাকুক ভোজন।
এ অন্ন দেখিলে হয় বন্ধবিমোচন ॥ ২৮৬
কি রন্ধন—ইহা ত কহিল কিছু নয়।
এ অন্নের গন্ধেও কৃষ্ণেতে ভক্তি হয় ॥ ২৮৭
বুঝিলাঙ—কৃষ্ণ লই সর্ব্ব পরিবার।
এ অন্ন করিয়াছেন আপনে স্বীকার ॥" ২৮৮
এত বলি প্রভু অন্ন-প্রদক্ষিণ করি।
ভোজনে বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ নরহরি ॥ ২৮৯
প্রভু আজ্ঞায় সব পারিষদগণ।
বসিলেন চতুর্দ্দিগে দেখিতে ভোজন ॥ ২৯০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৭১। সন্তোষে—সন্তোষ দেখিয়া। "প্রভু"-স্থলে "মল্ল"-পাঠান্তর।

২৭৫। পঠে—পাঠ করে, পঢ়ে। "পঠে শুনে যেই"-স্থলে "পাঠ শুনে যে বা"-পাঠান্তর।

২৭৯। এতেকে—এজন্য। "রান্ধিলা এতেকে"-স্থলে "রান্ধে একে একে"-পাঠান্তর।

২৮০। "এক এক"-স্থলে "একো একো"-পাঠান্তর।

২৮১। "সব"-স্থলে "আই" এবং "পরে"-পাঠান্তর।

২৮২-২৮৩। উপস্কার করি—সাজাইয়া। "করি"-স্থলে "সারি"-পাঠান্তর।

২৮৭। ইহা ত ইত্যাদি—ইহা বলিতে গেলে কিছুই বলা হইবে না, অবর্ণনীয়। "কিছু"-স্থলে "কভু"-পাঠান্তর।

২৮৮। স্বীকার—অঙ্গীকার, ভোজন।

২৯০। "ভোজন"-স্থলে "শোভন"-পাঠান্তর।

ভোজন করেন শ্রীবৈকুণ্ঠ-অধিপতি।
নয়ন ভরিয়া দেখে আই ভাগ্যবতী ॥ ২৯১
প্রত্যেকে প্রত্যেকে প্রভু সকল ব্যঞ্জন।
মহা আমোদিয়া নাথ করেন ভোজন ॥ ২৯২
সভা হৈতে ভাগ্যবন্ত—শ্রীশাকব্যঞ্জন।
পুনঃপুন যাহা প্রভু করেন গ্রহণ ॥ ২৯৩
শাকেতে দেখিয়া বড় প্রভুর আদর।
হাসেন প্রভুর যত সব অনুচর ॥ ২৯৪
শাকের মহিমা প্রভু সভারে কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু ঈষত হাসিয়া ॥ ২৯৫
প্রভু বোলে "এই যে অচ্যুতা-নামে শাক।
ইহার ভোজনে হয় কৃষ্ণে অনুরাগ ॥ ২৯৬
পটোল-বাস্তুক-কাল-শাকের ভোজনে।
জন্ম জন্ম বিহরয়ে বৈষ্ণবের সনে ॥ ২৯৭
সালিঞ্চা-হিলঞ্চা-শাক ভক্ষণ করিলে।
আরোগ্য থাকয়ে তারে কৃষ্ণভক্তি মিলে ॥" ২৯৮
এইমত শাকের মহিমা কহি কহি।
ভোজন করেন প্রভু আনন্দিত হই ॥ ২৯৯
যতেক আনন্দ হৈল এ দিন ভোজনে।
সবে ইহা জানে প্রভু-সহস্রবদনে ॥ ৩০০
এই যশ সহস্র-জিহ্বায় নিরন্তর।
গায়েন অনন্ত আদিদেব মহীধর ॥ ৩০১
সেই প্রভু কলিযুগে—অবধূত-রায়।
সূত্র মাত্র লিখি আমি তাহান আজ্ঞায় ॥ ৩০২
বেদব্যাস-আদি করি যত মুনিগণ।
এই সব যশ সভে করেন বর্ণন ॥ ৩০৩
এ যশের যদি করে শ্রবণ পঠন।
তবে সে জীবের খণ্ডে' অবিদ্যাবন্ধন ॥ ৩০৪
হেন-রঙ্গে মহাপ্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি আচমন ॥ ৩০৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৯১। "আই ভাগ্য"-স্থলে "শচী পুণ্য"-পাঠান্তর।

২৯২। **প্রত্যেকে প্রত্যেকে** ইত্যাদি—প্রত্যেকটি ব্যঞ্জন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভোজন করিয়া (অর্থাৎ ভোজন করিতে করিতে প্রভু) সকল ব্যঞ্জন (যে-সকল ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া প্রভুর ভোজনের নিমিত্ত শচীমাতা সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই সকল ব্যঞ্জন, প্রভু ভোজন করিলেন)। "প্রত্যেকে প্রত্যেকে"-স্থলে "প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষে" এবং "মহা আমোদিয়া নাথ"-স্থলে "পরম আনন্দে প্রভু"-পাঠান্তর। **মহা আমোদিয়া**—অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া। অথবা, পরম-রঙ্গীয়া।

২৯৩। "যাহা প্রভু"-স্থলে "মহাপ্রভু"-পাঠান্তর।

২৯৪। "সব"-স্থলে "প্রেম"-পাঠান্তর।

২৯৫-২৯৬। "সভারে"-স্থলে "কহিয়া"-পাঠান্তর। অচ্যুতা—কচুর শাক।

২৯৮। "সালিঞ্চা-হিলঞ্চা"-স্থলে "শালিঞ্চা-হেলাঞ্চা"-পাঠান্তর।

৩০০। **প্রভু সহস্রবদনে**—সহস্রবদন অনন্তদেব-প্রভু।

৩০২। **অবধূত-রায়**—অবধূত-শ্রেষ্ঠ শ্রীনিত্যানন্দ। "আজ্ঞায়"-স্থলে "কৃপায়"-পাঠান্তর।

৩০৪। "পঠন"-স্থলে "বর্ণন" এবং "কীর্ত্তন" এবং "খণ্ডে"-স্থলে "খসে"-পাঠান্তর।

৩০৫। এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ-গোস্বামী লিখিয়াছেন, "ইহার পরে একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—'মুখবাস হরীতকী দিল ভক্তগণ। পুষ্পমালা আদি দিল সুগন্ধি চন্দন ।।'"

আচমন করি মাত্র ঈশ্বর বসিলা।
ভক্তগণ অবশেষ লুটিতে লাগিলা॥ ৩০৬
কেহো বোলে "ব্রাহ্মণের ইহাতে কি দায়।
শূদ্র আমি, আমারে সে উচ্ছিষ্ট জুয়ায়॥" ৩০৭
আর কেহো বোলে "আমি নহিয়ে ব্রাহ্মণ।"
আড়ে থাকি লই কেহো করে পলায়ন॥ ৩০৮
কেহো বোলে "শূদ্রের উচ্ছিষ্ট যোগ্য নহে।
'হয়' 'নয়' বিচারিয়া বুঝ—শাস্ত্রে কহে॥" ৩০৯
কেহো বোলে "আমি অবশেষ নাহি চাই।
শুধু পাতখানি মাত্র আমি লই যাই॥" ৩১০
কেহো বোলে "আমি পাত ফেলি সর্ব্বকাল।
তোমরা যে লহ সে কেবল ঠাকুরাল॥" ৩১১
এইমত কৌতুকে চপল ভক্তগণ।
ঈশ্বর-অধরামৃত করেন ভোজন॥ ৩১২
আইর রন্ধন—ঈশ্বরের অবশেষ।
কার বা ইহাতে লোভ না জন্মে বিশেষ॥ ৩১৩
পরানন্দে ভোজন করিয়া ভক্তগণ।
প্রভুর সম্মুখে সভে করিলা গমন॥ ৩১৪
বসিয়া আছেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
চতুর্দ্দিগে বসিলেন সর্ব্ব-অনুচর॥ ৩১৫
মুরারিগুপ্তেরে প্রভু সম্মুখে দেখিয়া।
বলিলেন তাঁরে কিছু ঈষত হাসিয়া॥ ৩১৬
"পঢ় গুপ্ত! রাঘবেন্দ্র বর্ণিয়াছ তুমি।
অষ্ট-শ্লোক করিয়াছ, শুনিঞাছি আমি॥" ৩১৭
ঈশ্বরের আজ্ঞা গুপ্ত-মুরারি শুনিয়া।
পঢ়িতে লাগিলা শ্লোক ভাবাবিষ্ট হৈয়া॥ ৩১৮

তথাহি (শ্রীচৈতন্যচরিতে, ২য়-প্রক্রমে, ৭ম সর্গে)—
"অগ্রে ধনুর্দ্ধরবরঃ কনকোজ্জ্বলাঙ্গো
জ্যেষ্ঠানুসেবনরতো বরভূষণাঢ্যঃ।
শেষাখ্যধাম-বরলক্ষ্মণনাম যস্য
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি॥" ১॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩০৭-৩০৮। কি দায়—কি দাবী বা অধিকার আছে? আড়ে—আড়ালে, গোপনে।

৩০৯। শূদ্রের ইত্যাদি—শূদ্রের পক্ষে ভগবদুচ্ছিষ্ট-গ্রহণ সঙ্গত নহে। এ-সমস্ত হইতেছে ভক্তদের রঙ্গোক্তি। "শূদ্রের"-স্থলে "স্ত্রীজনের"-পাঠান্তর।

৩১০। শুধু—একমাত্র। "শুধু"-স্থলে "সুধা"-পাঠান্তর। সুধা—শুধু, কেবলমাত্র।

৩১১। কেহো বোলে—শূদ্র-অভিমানে কেহ বলেন, আমি পাত ইত্যাদি—সর্বকালেই আমি পাত (উচ্ছিষ্ট পাতা) ফেলিয়া থাকি; শূদ্র বলিয়া ইহাতে আমারই অধিকার। তোমরা যে লহ ইত্যাদি—আমাকে আমার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তোমরা যে উচ্ছিষ্ট পাত নিতেছ, তাহাতে তোমরা কেবল তোমাদের ঠাকুরাল (ঠাকুরালি, শ্রেষ্ঠত্ব, বড়াই) দেখাইতেছ। (শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান না থাকিলে কেহ কাহাকেও তাহার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না)।

৩১৭। রাঘবেন্দ্র—রঘুকুলপতি রামচন্দ্র।

শ্লো॥ ১॥ অন্বয়॥ যস্য (যাঁহার) অগ্রে (সম্মুখভাগে) ধনুর্দ্ধরবর (ধনুর্ধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) কনকোজ্জ্বলাঙ্গঃ (স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল অঙ্গ বা কান্তিবিশিষ্ট) জ্যেষ্ঠানুসেবনরতঃ (জ্যেষ্ঠের, অগ্রজের, নিত্যসেবায় নিরত) বরভূষণাঢ্যঃ (উত্তম ভূষণে ভূষিত) শেষাখ্য-ধাম-বর-লক্ষ্মণনাম (শেষ-নামক অনন্তদেব যাঁহার এক স্বরূপ এবং যিনি শেষ হইতেও শ্রেষ্ঠ, সেই লক্ষ্মণ-নামধারী বিরাজিত,

"হত্বা খর-ত্রিশিরসৌ সগণৌ কবন্ধং
শ্রীদণ্ডকাননমদূষণমেব কৃত্বা।
সুগ্রীবমৈত্রমকরোদ্‌বিনিহত্য শত্রুং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥" ২ ॥

এইমত অষ্ট শ্লোক মুরারি পড়িলা।
প্রভুর আজ্ঞায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলা ॥ ৩১৯
"দূর্ব্বাদলশ্যামল—কোদণ্ডদীক্ষাগুরু।
ভক্তগণ-প্রতি বাঞ্ছাতীত-কল্পতরু ॥ ৩২০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সেই) জগত্রয়গুরুং (ত্রিজগতের গুরু) রামং (রামচন্দ্রকে) সততং (সর্বদা) ভজামি (আমি ভজন করি)। ৩।৪।২ ॥

অনুবাদ। যাঁহার অগ্রভাগে—ধনুর্ধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল-অঙ্গবিশিষ্ট (বা কান্তিবিশিষ্ট), অগ্রজের নিত্যসেবায় নিরত, উত্তম-ভূষণে বিভূষিত এবং শেষ-নামক অনন্তদেব যাঁহার এক স্বরূপ এবং যিনি শেষ হইতেও শ্রেষ্ঠ, সেই লক্ষ্মণ বিরাজিত, আমি সেই ত্রিজগতের গুরু রামচন্দ্রের সর্বদা ভজন করি ॥ ৩।৪।২ ॥

শ্লোকে "কনকোজ্জ্বলাঙ্গো"-স্থলে "কনকাঙ্গদাঙ্গী"-পাঠান্তর। অর্থ—যাঁহার অঙ্গে কনকনির্মিত অঙ্গদ বিরাজিত।

ব্যাখ্যা। লক্ষ্মণ হইতেছেন বলরামের অংশ। শেষদেব হইতেছেন বলরামের এক অংশ-স্বরূপ। অংশ এবং অংশীর অভেদ-বিবক্ষায় বলরামের এক স্বরূপ শেষদেবকে লক্ষ্মণের এক স্বরূপ বলা হইয়াছে।

শ্লো ॥ ২ ॥ অন্বয় ॥ [যঃ—যিনি] সগণৌ (অনুচরগণের সহিত সমন্বিত) খর-ত্রিশিরসৌ (খর-নামক এবং ত্রিশিরা-নামক রাক্ষসদ্বয়কে) কবন্ধং (কবন্ধ-নামক রাক্ষসকেও) হত্বা (বধ করিয়া) শ্রীদণ্ডকাননং (শ্রীদণ্ডকারণ্যকে) অদূষণম্ এব (দূষণ-নামক রাক্ষসশূন্য) কৃত্বা (করিয়া) শত্রুং (সুগ্রীবের শত্রু বালিকে) বিনিহত্য (বিনাশ করিয়া) সুগ্রীবমৈত্রং (সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা) অকরোৎ (করিয়াছিলেন), [তম্—সেই] জগত্রয়গুরুং (ত্রিজগতের গুরু) রামং (রামচন্দ্রকে) সততং (সর্বদা) ভজামি (আমি ভজন করি)। ৩।৪।২ ॥

অনুবাদ। যিনি অনুচরবর্গসমন্বিত খর-নামক এবং ত্রিশিরা-নামক রাক্ষসদ্বয়কে এবং কবন্ধ-নামক রাক্ষসকেও বধ করিয়া দণ্ডকারণ্যকে অদূষণই (দূষণ-নামক রাক্ষসশূন্যই) করিয়া এবং সুগ্রীবের শত্রু বালিকে নিহত করিয়া, সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন, আমি সর্বদা সেই ত্রিজগতের গুরু রামচন্দ্রের ভজন করি ॥ ৩।৪।২ ॥

শ্লোকস্থ "সগণৌ"-স্থলে "সগণৈঃ" এবং "জগত্রয়গুরুং সততং"-স্থলে "তং রাঘবং দশমুখান্তকরং"-পাঠান্তর। দশমুখান্তকর—দশানন রাবণের অন্তকারী (সংহারকারী)।

৩১৯। অষ্টশ্লোক—মুরারি গুপ্তকৃত "রামাষ্টক"-নামাক স্তোত্রের আটটি শ্লোক। মুরারি গুপ্তের কড়চায় এই রামাষ্টক দৃষ্ট হয় (২।৭।১০-১৭ শ্লোক)। উল্লিখিত শ্লোকদ্বয় হইতেছে কড়চার ২।৭।১৪ এবং ২।৭।১৬ শ্লোক।

৩২০। কোদণ্ডদীক্ষাগুরু—কোদণ্ডের (ধনুর, ধনুর্বিদ্যার) দীক্ষাগুরু (শিক্ষাদাতা), ধনুর্বিদ্যা-শিক্ষক। বাঞ্ছাতীত কল্পতরু—যাহা চাওয়া হয় না, তাহাও দান করেন যিনি।

হাস্যমুখে রত্নময়-রাজ-সিংহাসনে।
বসিয়া আছেন শ্রীজানকীদেবী বামে ॥ ৩২১
অগ্রে মহাধনুর্দ্ধর অনুজ লক্ষ্মণ।
কনকের প্রায় জ্যোতি কনকভূষণ ॥ ৩২২
আপনে অনুজ হই শ্রীঅনন্তধাম।
জ্যেষ্ঠের সেবায় রত—শ্রীলক্ষ্মণ-নাম ॥ ৩২৩
সর্ব্বমহাগুরু হেন শ্রীরঘুনন্দন।
জন্মজন্ম ভজোঁ মুঞি তাঁহার চরণ ॥ ৩২৪
ভরত শত্রুঘ্ন দুই চামর ঢুলায়।
সম্মুখে কপীন্দ্রগণ পুণ্যকীর্ত্তি গায় ॥ ৩২৫
যে প্রভু করিলা গুহ-চণ্ডালেরে মিত।
জন্মজন্ম ভজোঁ মুঞি তাঁহার চরিত ॥ ৩২৬
গুরু-আজ্ঞা শিরে ধরি ছাড়ি নিজরাজ্য।
বন ভ্রমিলেন যে করিতে সুর-কার্য্য ॥ ৩২৭
বালি মারি সুগ্রীবেরে রাজ্যভার দিয়া।
মিত্র-পদ দিলা তানে করুণা করিয়া ॥ ৩২৮
যে প্রভু করিলা অহল্যার বিমোচন।
ভজোঁ হেন ত্রিভুবনগুরুর চরণ ॥ ৩২৯
দুস্তর-তরঙ্গ-সিন্ধু—ঈষত লীলায়।
কপি-দ্বারে যে বান্ধিল লক্ষ্মণসহায় ॥ ৩৩০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩২৩। **শ্রীঅনন্তধাম**—শ্রীঅনন্তদেবের ধাম (আশ্রয়, অনন্তদেব যাঁহার এক অংশ। শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এ-পর্যন্ত প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য বলা হইল।

৩২৫। **কপীন্দ্র**—বানরেন্দ্র, বানরশ্রেষ্ঠ। "কপীন্দ্র"-স্থলে "কবীন্দ্র"-পাঠান্তর। কবীন্দ্র—শ্রেষ্ঠ কবি। **পুণ্যকীর্ত্তি**—শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্য (পবিত্রতা-বিধায়ক) কীর্ত্তি (যশঃ)।

৩২৬। **মিত**—মিত্র। ১।৬।৩২৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "মুঞি"-স্থলে "যেন"-পাঠান্তর।

৩২৭। **গুরু-আজ্ঞা**—গুরুর (পিতার) আদেশ। **সুরকার্য্য**—দেবতাদের রক্ষণরূপ কার্য। "সুর"-স্থলে "গুরু" এবং "নিজ"-পাঠান্তর।

৩২৮। **বালি মারি**—সুগ্রীবের ভ্রাতা বালিকে হত্যা করিয়া। ২।২৪।১৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **তানে**—সুগ্রীবকে।

৩২৯। **অহল্যার বিমোচন**—অহল্যা ছিলেন গৌতম-ঋষির পত্নী। দেবরাজ ইন্দ্র এক সময়ে গৌতমের আশ্রমে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তখন তিনি অহল্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন। গৌতম তাহা জানিতে পারিয়া উভয়কেই অভিসম্পাত করিলেন। গৌতমের শাপে ইন্দ্রের দেহে সহস্র ভগের উৎপত্তি হইল এবং অহল্যা পাষাণে পরিণত হইলেন। দেবতাদের অনুরোধে গৌতম ইন্দ্রের সহস্র ভগকে সহস্র চক্ষু করিয়া দিলেন। তদবধি ইন্দ্রের একটি নাম হইল সহস্রচক্ষু। আর, শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-স্পর্শে অহল্যার পাষাণ-দেহ তাঁহার পূর্ববর্তী সজীব দেহে পরিণত হইয়াছিল।

৩৩০। **দুস্তর-তরঙ্গ-সিন্ধু**—দুর্লঙ্ঘনীয় তরঙ্গবিশিষ্ট সমুদ্র। **কপিদ্বারে**—বানরগণের দ্বারা। **লক্ষ্মণ-সহায়**—লক্ষ্মণ যাঁহার সহায়। শ্রীরামচন্দ্রের বানবাসকালে রাবণ পঞ্চবটী বন হইতে সীতাকে হরণ করিয়া লইলে, সীতার উদ্ধারের নিমিত্ত লঙ্কায় উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার অনুগত বানরদিগের দ্বারা সেতু নির্মাণ করাইয়া সমুদ্র বন্ধন করিয়াছিলেন।

ইন্দ্রাদির অজয় রাবণ বংশ-সনে।
যে প্রভু মারিল ভজোঁ তাঁহার চরণে ॥ ৩৩১
যাঁহার কৃপায় বিভীষণ ধর্ম্মপর।
ইচ্ছা নাহি, তথাপি হইলা লঙ্কেশ্বর ॥ ৩৩২
যবনেও যাঁর কীর্ত্তি শ্রদ্ধা করি শুনে।
ভজোঁ হেন রাঘবেন্দ্র-প্রভুর চরণে ॥ ৩৩৩
দুষ্টক্ষয় লাগি নিরন্তর ধনুর্দ্ধর।
পুত্রের সমান প্রজা-পালনে তৎপর ॥ ৩৩৪
যাঁহার কৃপায় সব অযোধ্যানিবাসী।
স-শরীরে হইলেন শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী ॥ ৩৩৫
যাঁর নাম-রসে মহেশ্বর দিগম্বর।
রমা যাঁর পাদপদ্ম সেবে নিরন্তর ॥ ৩৩৬
'পরং ব্রহ্ম জগন্নাথ, বেদে যাঁরে গায়।
ভজোঁ হেন জগদ্গুরু-রাঘবেন্দ্র-পা'য় ॥" ৩৩৭
এইমত অষ্ট শ্লোক আপনার কৃত।
পড়িলা মুরারি রাম-মহিমা-অমৃত ॥ ৩৩৮
শুনি তুষ্ট হই তবে শ্রীগৌরসুন্দর।
পাদপদ্ম দিলা তাঁর মস্তক-উপর ॥ ৩৩৯
"শুন গুপ্ত ! এই তুমি আমার প্রসাদে।
জন্মজন্ম রামদাস হও নির্ব্বিরোধে ॥ ৩৪০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৩১। ইন্দ্রাদির অজয়—ইন্দ্রাদিও যাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিতেন না, সেই রাবণ। বংশসনে—সবংশে। "ইন্দ্রাদির অজয়"-স্থলে "ইন্দ্রাদি-অজয় যে" এবং "ইন্দ্রাদির অজেয়"-পাঠান্তর।

৩৩২। বিভীষণ ধর্ম্মপর—ধর্মপরায়ণ (পরমধার্মিক) বিভীষণ। ইচ্ছা নাহি—লঙ্কেশ্বর হওয়ার নিমিত্ত (বিভীষণের) ইচ্ছা ছিল না। সবংশে রাবণকে বধ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র রাবণের ভ্রাতা বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করিয়াছিলেন। "হইলা"-স্থলে "করিলা"-পাঠান্তর।

৩৩৪। দুষ্টক্ষয় লাগি—দুর্জনদিগের বিনাশের নিমিত্ত।

৩৩৫। স-শরীরে ইত্যাদি—শ্রীরামচন্দ্র যখন অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে সমগ্র অযোধ্যাবাসিগণ স-শরীরে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন।

৩৩৬। "রসে"-স্থলে "যশে"-পাঠান্তর।

৩৩৭। পরং ব্রহ্ম জগন্নাথ—এ-স্থলে শ্রীরামচন্দ্রকেই "পরংব্রহ্ম" বলা হইয়াছে। ইহার হেতু কথিত হইতেছে। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে যে-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, শ্রীরামচন্দ্রও সে-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে এক স্বরূপ। তাঁহারা সকলেই—সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রও—তত্ত্বের বিচারে—অর্থাৎ পর-ব্রহ্মত্বে (বা সর্ব্বব্যাপকত্বে), সচ্চিদানন্দাত্মকত্বে—তাঁহাদের অংশী শ্রীকৃষ্ণের তুল্য, কিন্তু গুণমহিমাদিতে তুল্য নহেন। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত শক্তি এ-সকল ভগবৎ-স্বরূপে প্রকট নাই, ইহাদের মধ্যে শক্তির আংশিক বিকাশ। শক্তির ন্যূন বিকাশ হইলেও সর্ব্বব্যাপকত্বে (অর্থাৎ ব্রহ্মত্বে—ব্রহ্ম-শব্দের অর্থই হইতেছে 'সর্ব্বব্যাপক') পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তুল্য বলিয়াই এ-স্থলে শ্রীরামচন্দ্রকে 'পরংব্রহ্ম' বলা হইয়াছে। "জগদ্গুরু"-স্থলে "সর্ব্বগুরু"-পাঠান্তর।

৩৩৯। "তবে"-স্থলে "তাঁরে"-পাঠান্তর।

৩৪০। নির্ব্বিরোধে—অবাধে, অনায়াসে। মুরারি গুপ্তের কড়চায় লিখিত হইয়াছে—"ইত্থং নিশম্য রঘুনন্দনরাজসিংহ-শ্লোকাষ্টকং স ভগবান্ চরণং মুরারেঃ। বৈদ্যস্য মূর্দ্ধ্নি বিনিধায় লিলেখ ভালে ত্বং 'রামদাস'

ক্ষণেকো যে করিবেক তোমার আশ্রয়।
সেহো রামপদাম্বুজ পাইব নিশ্চয়॥" ৩৪১
মুরারিগুপ্তেরে চৈতন্যের বর শুনি।
সভেই করেন মহা-জয়জয়ধ্বনি॥ ৩৪২
এইমত কৌতুকে আছেন গৌরসিংহ।
চতুর্দ্দিগে শোভে সব চরণের ভৃঙ্গ॥ ৩৪৩
হেনই সময়ে কুষ্ঠরোগী একজন।
প্রভুর সম্মুখে আসি দিল দরশন॥ ৩৪৪
দণ্ডবত হইয়া পড়িল আর্ত্তনাদে।
দুই বাহু তুলি মহা আর্ত্তি করি কান্দে॥ ৩৪৫
"সংসার-উদ্ধার লাগি তুমি মহাশয়!
পৃথিবীর মাঝে আসি হইলা উদয়॥ ৩৪৬
পর-দুঃখ দেখি তুমি স্বভাবে কাতর।
এতেকে আইলুঁ মুঞি তোমার গোচর॥ ৩৪৭
কুষ্ঠরোগে পীড়িত, জ্বালায় মুঞি মরোঁ।
বোলহ উপায় প্রভু! কোন্ মতে তরোঁ॥" ৩৪৮
শুনি মহাপ্রভু কুষ্ঠরোগীর বচন।
বলিতে লাগিলা ক্রোধে তর্জ্জন-বচন॥ ৩৪৯
"ঘুচ ঘুচ মহাপাপি! বিদ্যমান হৈতে।
তোরে দেখিলেও পাপ জন্ময়ে লোকেতে॥ ৩৫০
পরম-ধার্ম্মিক যদি দেখে তোর মুখ।
সে দিবসে তাহার অবশ্য হয় দুঃখ॥ ৩৫১
বৈষ্ণবনিন্দক তুঞি পাপী দুরাচার।
ইহা হৈতে দুঃখ তোর কত আছে আর॥ ৩৫২
এই জ্বালা সহিতে না পার, দুষ্টমতি।
কেমতে করিবা কুম্ভীপাকেতে বসতি॥ ৩৫৩
যে 'বৈষ্ণব'-নামে হয় সংসার পবিত্র।
ব্রহ্মাদি গায়েন যে বৈষ্ণব-চরিত্র॥ ৩৫৪
যে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই।
যে বৈষ্ণবপূজা হৈতে বড় আর নাই॥ ৩৫৫
শেষ রমা অজ ভব নিজদেহ হৈতে।
বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয়, কহে ভাগবতে॥ ৩৫৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ইতি ভো ভব মৎপ্রসাদাৎ॥ কড়চা॥ ২।৭।১৮॥—ভগবান্ শ্রীচৈতন্য রঘুনন্দনরাজ-সিংহ শ্রীরামচন্দ্রের এই শ্লোকাষ্টক শ্রবণ করিয়া, বৈদ্য-মুরারির মস্তকে স্বীয় চরণ অর্পণ করিয়া, তাঁহার ললাটে 'রামদাস' শব্দটি লিখিলেন এবং বলিলেন, 'তুমি আমার প্রসাদে রামদাস হও।"

৩৪৩। "শোভে সব চরণের"-স্থলে "সেবে সব পাদপদ্ম"-পাঠান্তর। **ভৃঙ্গ**—ভ্রমর, গৌরের চরণ-কমলের মধু-পিপাসু ভক্তবৃন্দ।

৩৪৭। **স্বভাবে**—স্বভাবতঃই। "স্বভাবে"-স্থলে "সভারে"-পাঠান্তর।

৩৪৮। "কুষ্ঠরোগে পীড়িত, জ্বালায়"-স্থলে "কুষ্ঠরোগজ্বালায় পীড়িত", "মুঞি"-স্থলে "প্রভু" এবং "প্রভু!"-স্থলে "মোরে"-পাঠান্তর। **তরোঁ**—ত্রাণ পাই।

৩৪৯। "তর্জ্জন বচন"-স্থলে "করিয়া তর্জ্জন"-পাঠান্তর।

৩৫০। **ঘুচ ঘুচ**—দূর হও, দূর হও। **বিদ্যমান হৈতে**—আমার নিকট হইতে।

৩৫২। **ইহা**—কুষ্ঠের জ্বালা।

৩৫৩। **কুম্ভীপাক**—তীব্র যন্ত্রণাময় নরক-বিশেষ।

৩৫৬। **শেষ**—শেষ-নামক অনন্তদেব। **রমা**—লক্ষ্মী। **অজ**—ব্রহ্মা। **ভব**—শঙ্কর। **নিজদেহ**—শ্রীকৃষ্ণের নিজের দেহ। এই পয়ারোক্তির প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি (ভা. ১১।১৪।১৫)—

"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥" ৩

হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে যে জন।
সে-ই পায় দুঃখ—জন্ম জীবন মরণ ॥ ৩৫৭
বিদ্যা কুল তপ—সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণব নিন্দয়ে যে যে পাপী দুরাচার ॥ ৩৫৮
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন ॥ ৩৫৯
যে বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়।
যার দৃষ্টিমাত্র দশ-দিগে পাপ ক্ষয় ॥ ৩৬০
যে বৈষ্ণবজন বাহু তুলিয়া নাচিতে।
স্বর্গেরো সকল বিঘ্ন ঘুচে ভালমতে ॥ ৩৬১
হেন মহাভাগবত শ্রীবাসপণ্ডিত।
তুঞি পাপী নিন্দা কৈলি তাঁহার চরিত ॥ ৩৬২
এতেকে তোহোর কুষ্ঠজ্বালা কোন্ কাজ।
মূল শাস্তা পশ্চাতে আছেন ধর্ম্মরাজ ॥ ৩৬৩
এতেকে আমার দৃশ্যযোগ্য নহ তুমি।
তোমার নিষ্কৃতি করিবারে নারি আমি ॥" ৩৬৪
সেই কুষ্ঠরোগী শুনি প্রভুর উত্তর।
দন্তে তৃণ করি বোলে হইয়া কাতর ॥ ৩৬৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্লো ॥ ৩ ॥ অন্বয় ॥ ভবান্ (হে উদ্ধব ! তুমি) যথা (যেরূপ, আমার যেরূপ) প্রিয়তমঃ (প্রিয়তম) আত্মযোনিঃ (ব্রহ্মা, আমার পুত্র হইলেও) ন তথা (সেইরূপ প্রিয়তম নহেন), ন শঙ্করঃ (শঙ্কর, আমার স্বরূপভূত হইলেও, আমার সেইরূপ প্রিয়তম নহেন), ন চ সঙ্কর্ষণঃ (সঙ্কর্ষণ বলরাম, আমার ভ্রাতা হইলেও সেইরূপ প্রিয়তম নহেন), ন শ্রীঃ (লক্ষ্মীদেবী, আমার কান্তা হইলেও সেইরূপ প্রিয়তমা নহেন, এমন কি) আত্মা চ (আমার নিজের দেহও আমার সেইরূপ প্রিয়তম নহে)। ৩।৪।৩ ॥

অনুবাদ। (শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, হে উদ্ধব !) তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম, আত্মযোনি ব্রহ্মা (আমার পুত্র হইলেও) আমার সেইরূপ প্রিয়তম নহেন, (আমার স্বরূপভূত হইলেও) শঙ্কর সেইরূপ প্রিয়তম নহেন, (আমার ভ্রাতা হইলেও) সঙ্কর্ষণ বলরাম সেইরূপ প্রিয়তম নহেন, (আমার কান্তা হইলেও) লক্ষ্মীও সেইরূপ প্রিয়তমা নহেন, (এমন কি) আমার নিজের দেহও আমার সেইরূপ প্রিয়তম নহে ॥ ৩।৪।৩ ॥

৩৫৭। **হেন বৈষ্ণবের**—যাঁহা অপেক্ষা প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের অপর কেহ নাই, সেই বৈষ্ণবের। **সেই পায় দুঃখ ইত্যাদি**—সেই বৈষ্ণব-নিন্দক জন্ম-জীবন-মরণরূপ দুঃখ পাইয়া থাকে। তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ এবং জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী জীবনেও (জীবিতকালেও) আধিব্যাধি প্রভৃতি অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। সংসার হইতে তাহার উদ্ধার কখনও হয় না। "যে যে"-স্থলে "যেই"-পাঠান্তর।

৩৫৮। "বিদ্যা"-স্থলে "দিব্য"-পাঠান্তর। দিব্য কুল—ব্রাহ্মণাদি সদ্বংশ।

৩৬০। "পাপ"-স্থলে "তাপ"-পাঠান্তর।

৩৬২। পরবর্তী ৩৮২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৬৩-৩৬৪। **কুষ্ঠজ্বালা কোন্ কাজ**—কুষ্ঠরোগের যন্ত্রণা আর বেশী কি ? **মূল শাস্তা**—বৈষ্ণব-নিন্দার মূল শাস্তিদাতা। **পশ্চাতে**—মৃত্যুর পরে। **ধর্ম্মরাজ**—যম। **দৃশ্যযোগ্য**—দর্শনের যোগ্য।

"কিছু না জানিলুঁ মুঞি আপনা' খাইয়া।
বৈষ্ণবের নিন্দা কৈলুঁ প্রমত্ত হইয়া॥ ৩৬৬
অতএব তার শাস্তি পাইলুঁ উচিত।
এখনে ঈশ্বর তুমি—চিন্ত মোর হিত॥ ৩৬৭
সাধুর স্বভাবধর্ম্ম—দুঃখিত উদ্ধারে'।
কৃত-অপরাধেরে সাধু সে দয়া করে॥ ৩৬৮
এতেকে শরণ মুঞি লইলুঁ তোমার।
তুমি উপেক্ষিলে মোর নাহিক নিস্তার॥ ৩৬৯
যাহার যে প্রায়শ্চিত্ত—তুমি সর্ব্ব-জ্ঞাতা।
প্রায়শ্চিত্ত বোল' মোরে—তুমি সর্ব্বপিতা॥ ৩৭০
বৈষ্ণবজনের যেন নিন্দন করিলুঁ।
উচিত তাহার বোল' শাস্তিও পাইলুঁ॥" ৩৭১
প্রভু বোলে "বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠরোগ কোন্ তার শাস্তিয়ে লিখন॥ ৩৭২
আপাতত কিছু দুঃখ পাইয়াছ মাত্র।
আর কে বা আছে যমযাতনার পাত্র॥ ৩৭৩
চৌরাশি-সহস্র যমযাতনা পরলোকে।
পুনঃপুন করি ভুঞ্জে বৈষ্ণবনিন্দকে॥ ৩৭৪
চল কুষ্ঠরোগি! তুমি শ্রীবাসের স্থানে।
সত্বরে পড়হ গিয়া তাঁহার চরণে॥ ৩৭৫
তাঁর ঠাঁই তুমি করিয়াছ অপরাধ।
নিষ্কৃতি তোমার তিঁহো করিলে প্রসাদ॥ ৩৭৬
কাঁটা ফুটে যে মুখে, সে-ই সে মুখে যায়।
পা'য়ে কাঁটা ফুটিলে কি কান্ধে বাহিরায়॥ ৩৭৭
এই কহিলাঙ আমি নিস্তার-উপায়।
শ্রীবাসপণ্ডিত ক্ষমিলে সে দুঃখ যায়॥ ৩৭৮
মহা-শুদ্ধবুদ্ধি তিঁহো তাঁর স্থানে গেলে।
ক্ষমিবেন সর্ব্বদোষ, নিস্তারিবে হেলে॥" ৩৭৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৬৬। "মুঞি"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর। **আপনা খাইয়া**—নিজের সর্বনাশ করিয়া।

৩৬৮। **কৃত-অপরাধেরে**—যে অপরাধ করিয়াছে, তাহাকে।

৩৬৯। "নিস্তার"-স্থলে "উদ্ধার"-পাঠান্তর।

৩৭২। **কুষ্ঠরোগ কোন্ তার ইত্যাদি**—সামান্য কুষ্ঠরোগ কি তাহার উপযুক্ত শাস্তি বলিয়া কোনও শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে?

৩৭৩। **আপাতত**—সম্প্রতি। **আর কে বা ইত্যাদি**—যমালয়ে নরক-যন্ত্রণা ভোগই হইতেছে বৈষ্ণব-নিন্দার উপযুক্ত শাস্তি। তোমাকে সেই যন্ত্রণাই ভোগ করিতে হইবে। তোমার মত বৈষ্ণব-নিন্দক ব্যতীত যম-যাতনার পাত্র আর কে-ই বা আছে? "আপাতত"-স্থলে "অপতিত" এবং "আপতিত", এবং "কিছু দুঃখ পাইয়াছ"-স্থলে "সে হইয়া আছে"-পাঠান্তর।

৩৭৪-৩৭৫। **চৌরাশি-সহস্র**—চৌরাশি হাজার রকমের। "পরলোকে"-স্থলে "যাতনার লোকে" এবং "যাতনা প্রত্যেকে (প্রত্যক্ষে)"-পাঠান্তর। "পড়হ"-স্থলে "ধরহ"-পাঠান্তর।

৩৭৭। **কাঁটা ফুটে ইত্যাদি**—যে-মুখে কাঁটা ফুটে, সেই মুখ হইতেই কাঁটা বাহির হইয়া যাইতে পারে। **পায়ে কাঁটা ইত্যাদি**—পায়ে কাঁটা ফুটিলে সেই কাঁটা কি কখনও কাঁধ দিয়া বাহির হইয়া যায়? এই পয়ারোক্তিতে প্রভু জানাইলেন, যাঁহার নিকটে অপরাধ করা হয়, একমাত্র তিনিই সেই অপরাধের ক্ষমা করিতে পারেন, অন্য কেহ পারে না। "ফুটে যে"-স্থলে "ফুটে যেই"-পাঠান্তর।

৩৭৯। **মহা-শুদ্ধবুদ্ধি তিঁহো**—তিঁহো (সেই শ্রীবাসপণ্ডিত হইতেছেন) মহাশুদ্ধবুদ্ধি (অর্থাৎ তাঁহার

শুনিঞা প্রভুর অতি সুসত্য বচন।
মহাজয়জয়ধ্বনি কৈলা ভক্তগণ ॥ ৩৮০
সেই কুষ্ঠ-রোগী শুনি প্রভুর বচন।
দণ্ডবত হইয়া চলিলা সেইক্ষণ ॥ ৩৮১
সেই কুষ্ঠরোগী পাই শ্রীবাসপ্রসাদ।
মুক্ত হৈল—খণ্ডিল সকল অপরাধ ॥ ৩৮২
যতেক অনর্থ হয় বৈষ্ণবনিন্দায়।
আপনে কহিলা এই শ্রীবৈকুণ্ঠরায় ॥ ৩৮৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বুদ্ধি এবং মনোবৃত্তি পরম নির্মল, সম্পূর্ণরূপে মায়াস্পর্শহীন, মায়াধীন জীবের ন্যায় প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি তাঁহার মধ্যে নাই, তাঁহার প্রতি কাহারও অন্যায় কর্মের প্রতিশোধ-গ্রহণের প্রবৃত্তিও তাঁহার মধ্যে নাই। তাঁহার মধ্যে সর্বজীবের—এমন কি তাঁহার প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়নকারীরও—হিতকামনাই তিনি সর্বদা পোষণ করিয়া থাকেন। সুতরাং তুমি তাঁর স্থানে গেলে—যদি তুমি তাঁহার (সেই মহাশুদ্ধবুদ্ধি শ্রীবাসপণ্ডিতের নিকটে) যাও এবং তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাহা হইলে তিনি **ক্ষমিবেন সর্ব্বদোষ**—তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিবেন, তাহাতে তুমিও **নিস্তারিবে হেলে**—অনায়াসে ভববন্ধন হইতে নিস্তার (উদ্ধার) লাভ করিতে পারিবে। "মহাশুদ্ধবুদ্ধি"-স্থলে "মহান্ সুবুদ্ধি" এবং "সর্ব্বদোষ"-স্থলে "সব তোরে"-পাঠান্তর। মহান্ সুবুদ্ধি—তিনি অতি মহৎ, তাঁহার মধ্যে কোনওরূপ সঙ্কীর্ণতা নাই এবং তিনি অত্যন্ত সুবুদ্ধি (পূর্বকথিত "শুদ্ধবুদ্ধি"-শব্দের তাৎপর্য দ্রষ্টব্য)।

৩৮১। "সেই কুষ্ঠ"-স্থলে "প্রফুল্লিত" এবং "চলিলা"-স্থলে "পড়িলা"-পাঠান্তর।

৩৮৩। ৩৪৪-৮২-পয়ারসমূহে যে-কুষ্ঠরোগীর প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে, শ্রীবাস-পণ্ডিতের নামোল্লেখ থাকাতে মনে হয়, তিনি হইতেছেন গোপাল-চাপাল-নামক এক ব্রাহ্মণ। কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে এবং সন্ন্যাসের পূর্বে প্রভু যখন দ্বার বন্ধ করিয়া আপ্ত ভক্তবর্গের সহিত শ্রীবাসের গৃহে রাত্রিতে কীর্তন করিতেন, তখন একদিন গোপাল-চাপাল-নামক এক ব্রাহ্মণ কীর্তন দেখিতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু দ্বার বন্ধ বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, লোকের নিকটে শ্রীবাস-পণ্ডিতকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে, শ্রীবাসের গৃহের সম্মুখভাগে বেদবিরুদ্ধ-তান্ত্রিকী পূজার সজ্জ করিয়া রাখিয়া ঘরে চলিয়া গিয়াছিলেন। "একদিন বিপ্র—নাম গোপাল-চাপাল। পাষণ্ডী-প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল ॥ ভবানীপূজার সব সামগ্রী লইয়া। রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া ॥ কলার পাত উপর থুইল ওড়কুল। হরিদ্রা সিন্দূর আর রক্তচন্দন তণ্ডুল ॥ মদ্যভাণ্ড পাশে রাখি নিজ ঘর গেলা ॥ চৈ. চ. ॥ ১।১৭।৩৩-৩৬ ॥" প্রাতঃকালে শ্রীবাসপণ্ডিত এ-সমস্ত দেখিয়া ভব্য-সভ্য-লোকদের ডাকিয়া আনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানীপূজন। আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥ চৈ. চ. ॥ ১।১৭।৩৮ ॥" শুনিয়া শিষ্ট লোকগণ হাহাকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ঐছে কর্ম্ম এথা কৈল কোন্ দুরাচার ॥" পরে "'হাড়ি' আনাইয়া সব দূর করাইল। জল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল ॥ চৈ. চ. ॥ ১।১৭।৩৯-৪০ ॥" ইহার পরে "তিন দিন বই সেই গোপাল-চাপাল। সর্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ—বহে রক্ত-ধার ॥ সর্ব্বাঙ্গে বেড়িল কীটে—কাটে নিরন্তর। অসহ্য বেদনা, দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর ॥ গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহে ত বসিয়া। চৈ. চ. ॥ ১।১৭।৪১-৪৩ ॥" একদিন প্রভু যখন গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন—তখন

তথাপিহ বৈষ্ণবেরে নিন্দে' যেই জন।
তার শাস্তা আছেন চৈতন্য-নারায়ণ ॥ ৩৮৪
বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে যে দেখহ গালাগালী।
পরমার্থে নহে ; ইথে কৃষ্ণ কুতূহলী ॥ ৩৮৫
সত্যভামা-রুক্মিণীয়ে গালাগালী যেন।
পরমার্থে এক তানা, দেখি ভিন্ন হেন ॥ ৩৮৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

গোপাল-চাপাল আর্তি প্রকাশ করিয়া তাঁহার রোগ হইতে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য অত্যন্ত বিনীতভাবে প্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিলেন। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"আরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু। কোটি-জন্ম এই মত কীড়ায় খাওয়াইমু॥ শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন। কোটিজন্ম হইবে তোর রৌরবে পতন॥ পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার। পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার॥ চৈ. চ.॥ ১।১৭।৪৭-৪৯।।"

সন্ন্যাসের পরে, গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবন-গমনের কথা বলিয়া প্রভু যখন নীলাচল হইতে গৌড়দেশে কুলিয়া-গ্রামে আসিয়াছিলেন, তখন আবার গোপাল-চাপাল প্রভুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তখন প্রভু তাঁহাকে হিতোপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—"শ্রীবাসপণ্ডিত-স্থানে হইয়াছে অপরাধ। তাঁহা যাহ, তিঁহো যদি করেন প্রসাদ॥ তবে তোর হবে এই পাপ-বিমোচন। যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ॥ তবে গিয়া লৈল আসি শ্রীবাস-শরণ। তাঁর কৃপায় পাপ তার হৈল বিমোচন॥ চৈ. চ.॥ ১।১৭।৫১-৫৫॥" কবিরাজ-গোস্বামী বলেন, কুলিয়াতেই এই ঘটনা হইয়াছিল, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বলেন—শান্তিপুরে। যাহা হউক, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যে-কুষ্ঠরোগীর কথা বলিয়াছেন, তিনি গোপাল-চাপাল বলিয়াই মনে হয়।

৩৮৪। "তথাপিহ বৈষ্ণবেরে নিন্দে যেই"-স্থলে "তথাপি বৈষ্ণব-নিন্দা করে যেই"-পাঠান্তর।

৩৮৫। পূর্ব পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ বৈষ্ণব-নিন্দককে শাস্তি দিয়া থাকেন। তাহাতে কেহ প্রশ্ন তুলিতে পারেন যে—কখনও কখনও দেখা যায়, দুই জন বৈষ্ণবও পরস্পরকে গালাগালি করেন এবং গালাগালি করার সময়ে পরস্পরের নিন্দাও করিয়া থাকেন। এতাদৃশ বৈষ্ণবকেও কি শ্রীচৈতন্য শাস্তি দিয়া থাকেন ? ৩৮৫-৮৭-পয়ারদ্বয়ে উল্লিখিত প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হইয়াছে। **পরমার্থে**—তত্ত্বের বিচারে, বাস্তবিক। **পরমার্থে নহে**—তাঁহাদের এই গালাগালি বা কলহ বাস্তবিক কলহ নহে, ইহা তাঁহাদের প্রীতি-কলহ। **ইথে কৃষ্ণ কুতূহলী**—ভক্তদের এইরূপ প্রীতি-কোন্দল দেখিয়া কৃষ্ণও আনন্দ অনুভব করেন (ইহা বাস্তবিক কলহ নয় বলিয়া, একজনের কার্যে বা বাক্যে অপরজনের ক্ষতিবোধ বা মর্যাদাহানি-বোধ হইতে এই কলহের উদ্ভব নয় বলিয়া; পরন্তু কলহকারীদের পরস্পরের প্রতি অকপট প্রীতিই কলহের রূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া এবং তাহাতে কলহকারীরাও আনন্দ অনুভব করেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে আনন্দই অনুভব করেন, কখনও রুষ্ট হয়েন না ; রুষ্ট হয়েন না বলিয়া কলহকারীদিগকে শাস্তি দেওয়ার কথাও শ্রীকৃষ্ণের মনে জাগে না)।

৩৮৬। **সত্যভামা-রুক্মিণীয়ে ইত্যাদি**—"ইনি কৃষ্ণসেবা জানেন না" ইত্যাদি বলিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সী সত্যভামা ও রুক্মিণী যে পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করেন, তাহাও কেবল কৃষ্ণের প্রীতিবিধানের নিমিত্তই ; পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যাবশতঃ নহে। এইরূপ ঈর্ষ্যা তাঁহাদের মধ্যে থাকিতেও পারে না ; যেহেতু, **পরমার্থে এক তানা**—তত্ত্বের বিচারে তাঁহারা একই, উভয়েই স্বরূপ-শক্তির মূর্তবিগ্রহ—সুতরাং উভয়ের কাম্যবস্তুই হইতেছে

এইমত বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে ভিন্ন নাঞি।
ভিন্ন করায়েন রঙ্গ চৈতন্যগোসাঞি ॥ ৩৮৭
ইথে যেই এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয়।
আর বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সে-ই যায় ক্ষয় ॥ ৩৮৮
এক হস্ত ঈশ্বরের সেবয়ে কেবল।
আর হস্তে দুঃখ দিলে তার কি কুশল ॥ ৩৮৯
এইমত সর্ব্বভক্ত—কৃষ্ণের শরীর।
ইহা বুঝে, যে হয় পরম-মহাধীর ॥ ৩৯০
অভেদদৃষ্টিয়ে সর্ব্ব-বৈষ্ণব পূজিয়া।
যে কৃষ্ণ-চরণ ভজে, সে যায় তরিয়া ॥ ৩৯১
যে গায় যে শুনে এ সকল পুণ্য-কথা।
বৈষ্ণবাপরাধ তার না জন্মে সর্ব্বথা ॥ ৩৯২

হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে।
আছেন পরমানন্দে অদ্বৈত-মন্দিরে ॥ ৩৯৩
মাধবপুরীর আরাধনা পুণ্যতিথি।
দৈবযোগে উপসন্ন হৈল আসি তথি ॥ ৩৯৪
মাধবেন্দ্র-অদ্বৈতে যদ্যপি ভেদ নাঞি।
তথাপি তাহান শিষ্য—আচার্য্যগোসাঞি ॥ ৩৯৫
মাধবপুরীর দেহে শ্রীগৌরসুন্দর।
সত্য সত্য সত্য বিহরয়ে নিরন্তর ॥ ৩৯৬
মাধবেন্দ্রপুরীর অকথ্য বিষ্ণুভক্তি।
কৃষ্ণের প্রসাদে সর্ব্বকাল পূর্ণ-শক্তি ॥ ৩৯৭
যেমতে অদ্বৈত শিষ্য হইলেন তান।
চিত্ত দিয়া শুন সেই মঙ্গল-আখ্যান ॥ ৩৯৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কৃষ্ণপ্রীতি; সুতরাং পরমার্থভূত বস্তু কৃষ্ণপ্রাতি-বিষয়েও তাঁহারা এক—তাঁহাদের মধ্যে ভেদ নাই। দেখি ভিন্ন হেন—বহির্দৃষ্টিতেই কেবল ভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

৩৮৭। ভিন্ন নাঞি—ভেদ নাই, কৃষ্ণপ্রীতির বাসনা-বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। ভিন্ন করায়েন ইত্যাদি—চৈতন্যগোসাঞি রঙ্গ (কৌতুক) আস্বাদন করিবার নিমিত্তই তাঁহাদের ভগবৎ-প্রীতিমূলক আচরণাদির ভেদ জন্মাইয়া থাকেন।

৩৯০। কৃষ্ণের শরীর—দেহী (জীবাত্মা) যেমন দেহের মধ্যে অবস্থান করে, সুতরাং জীবের দেহ যেমন জীবাত্মারই শরীর, তদ্রূপ, ভক্তের প্রীতির বশীভূত হইয়া ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণও প্রিয়ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করেন, সুতরাং তাদৃশ সমস্ত ভক্তই শ্রীকৃষ্ণের শরীরের তুল্য।

৩৯১। অভেদ দৃষ্টিয়ে—ভক্তদের সম্বন্ধে ভেদদৃষ্টি পোষণ না করিয়া, সকল ভক্তের হৃদয়েই শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত, সকল ভক্তই শ্রীকৃষ্ণের এবং কৃষ্ণভক্তের প্রীতি-বিধানের জন্য এবং জীব মাত্রের পারমার্থিক কল্যাণের নিমিত্ত তৎপর—এইরূপ মনে করিয়া। "পূজিয়া"-স্থলে "ভজিয়া"-পাঠান্তর।

৩৯৪। মাধব পুরীর—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর। তথি—সেই সময়ে, মহাপ্রভুর শান্তিপুরে অবস্থান-কালে।

৩৯৫। মাধবেন্দ্র-অদ্বৈতে ইত্যাদি—ভক্তি-সম্পত্তির অধিকারিত্ব-বিষয়ে যদিও মাধবেন্দ্রপুরী ও অদ্বৈতাচার্যের মধ্যে কোনও ভেদ বা পার্থক্য নাই, তথাপি তাহান্ শিষ্য—তথাপি (লৌকিকী লীলায়, ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ) অদ্বৈতাচার্য পুরীগোস্বামীর নিকটে দীক্ষা-গ্রহণপূর্বক তাঁহার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন।

৩৯৭। অকথ্য—অনির্বচনীয়। পূর্ণশক্তি—পূর্ণশক্তিবিশিষ্টা (কৃষ্ণভক্তি) তাঁহাতে বিরাজিত।

যে সময়ে না ছিল চৈতন্য-অবতার।
বিষ্ণুভক্তিশূন্য সব-আছিল সংসার ॥ ৩৯৯
তখনেও মাধবেন্দ্র চৈতন্যকৃপায়।
প্রেমসুখসিন্ধু-মাঝে ভাসেন সদায়॥ ৪০০
নিরবধি দেহে রোমহর্ষ, অশ্রু, কম্প।
হুঙ্কার, গর্জ্জন, মহাহাস্য, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম ॥ ৪০১
নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহ্য।
আপনেও না জানেন—কি করেন কার্য্য ॥ ৪০২
পথে চলি যাইতেও আপনা' আপনি।
নাচেন পরমানন্দে করি হরি-ধ্বনি ॥ ৪০৩
কখনো বা হেন সে আনন্দমূর্চ্ছা হয়।
দুই তিন-প্রহরেও দেহে বাহ্য নয় ॥ ৪০৪
কখনো বা বিরহে যে করেন রোদন।
গঙ্গাধারা বহে যেন—অদ্ভুত কথন ॥ ৪০৫
কখনো হাসেন অতি অট্ট অট্ট হাস।
পরানন্দরসে ক্ষণে হয় দিগ্‌বাস ॥ ৪০৬
এইমত কৃষ্ণসুখে মাধবেন্দ্র সুখী।
সবে ভক্তিশূন্য লোক দেখি বড় দুঃখী ॥ ৪০৭
কৃষ্ণযাত্রা, অহোরাত্রি কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
ইহার উদ্দেশো নাহি জানে কোন জন ॥ ৪০৮
'ধর্ম্ম কর্ম্ম' লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥ ৪০৯
দেবতা জানেন সবে 'ষষ্ঠী বিষহরি'।
তাও যে পূজেন সেহো মহাদম্ভ করি ॥ ৪১০
'ধন বংশ বাড়ুক' করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য-মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে ॥ ৪১১
যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত।
ইহাই শুনিতে সর্ব্বলোক আনন্দিত ॥ ৪১২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৯৯। যে সময়ে ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে যখন।

৪০২। **ধ্যানে নাহি বাহ্য**—ধ্যান-নিবিষ্টতাবশতঃ বাহ্যজ্ঞানহীন।

৪০৩। "পরমানন্দে করি হরি"-স্থলে "পরম রঙ্গে করি মহা"-পাঠান্তর।

৪০৫। **বিরহে**—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের ভাবে আবিষ্ট হইয়া।

৪০৬। **পরানন্দ রসে**—পরমানন্দের আস্বাদনে, অথবা পরমানন্দের আবেশে। **ক্ষণে**—কখনও। **দিগ্‌বাস**—দিগম্বর, উলঙ্গ। "পরানন্দরসে"-স্থলে "পরানন্দাবেশে" এবং "হয়"-স্থলে "হই"-পাঠান্তর।

৪০৭-৪০৮। "দেখি"-স্থলে "দেখি মনে"-পাঠান্তর। ৪০৭-পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন, "ইহার পরে মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—'তার হিত চিন্তিতে ভাবেন নিতি নিতি। কৃষ্ণ প্রকট হয়েন এই তাঁর মতি ॥'' **কৃষ্ণযাত্রা**—বিশেষ তিথিতে কৃষ্ণলীলা-কীর্তনাদি। **উদ্দেশো**—খোঁজ-খবরও। ৪০৮-২০-পয়ার-সমূহে তৎকালীন লোকসমূহের পারমার্থিক ধর্ম-কর্মাভাব কথিত হইয়াছে।

৪০৯। "লোক সব এই মাত্র"-স্থলে "সবে মাত্র লোক সব" এবং "সবে লোক এই মাত্র"-পাঠান্তর। **মঙ্গলচণ্ডী**—গ্রাম্য দেবতা-বিশেষ। বৈষয়িক মঙ্গলের নিমিত্ত মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করা হইত।

৪১০। **ষষ্ঠী**—গ্রাম্য দেবতা-বিশেষ। সন্তানের মঙ্গলের নিমিত্ত ষষ্ঠী-পূজা করা হয়। **বিষহরি**—সর্পদেবতা মনসা। **মহাদম্ভ**—অত্যন্ত গর্ব। "ষষ্ঠী"-স্থলে "চণ্ডী"-পাঠান্তর।

৪১২। যোগিপাল ভোগিপাল ইত্যাদি—"ধর্ম্মঠাকুরের গান। কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত গান। অ. প্র.।" অন্য রকম তাৎপর্যও হইতে পারে। যোগিপাল ইত্যাদি—যোগিপালের গীত,

অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়। গোবিন্দ-পুণ্ডরীকাক্ষ-নাম উচ্চারয় ॥ ৪১৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ভোগীপালের গীত এবং মহীপালের গীত। যোগিপাল—যোগিসমূহ। বেদবিরুদ্ধাচরণকারী এক রকম শৈবযোগি-সম্প্রদায়। "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥ ২।২।৩৭ ॥ ব্রহ্মসূত্রে" এতাদৃশ শৈবমতের বেদবিরুদ্ধতার কথা বলা হইয়াছে। ইঁহারা বলেন, জগতের নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণের ভেদ আছে এবং পশুপতি শিবই নিমিত্ত-কারণ। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, পাশুপত-মতানুসরণকারীরা চারি রকমের—কাপালিক, কালামুখ, পাশুপত ও শৈব। ইঁহারা সকলেই বেদবিরুদ্ধ তত্ত্ব-প্রক্রিয়া এবং ঐহিক মঙ্গল এবং পারলৌকিক মোক্ষসাধন কল্পনা করিয়া থাকেন। "তন্মতানুসারিণশ্চতুর্বিধাঃ—কাপালাঃ, কালামুখাঃ, পাশুপতাঃ, শৈবাশ্চ ইতি। সর্বে চৈতে বেদবিরুদ্ধাং তত্ত্বপ্রক্রিয়াম্ ঐহিকামুষ্মিক-নিঃশ্রেয়স-সাধনকল্পনাশ্চ কল্পয়ন্তি ॥ রামানুজ-ভাষ্য।" ইঁহাদের বেদবিরুদ্ধ ক্রিয়া-মুদ্রাদির ও আচরণাদির কথাও উক্ত ভাষ্যে বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যাদি অন্যান্য ভাষ্যকারগণও ইঁহাদের এইরূপ বেদবিরুদ্ধতার কথা বলিয়া গিয়াছেন। বিস্তৃত আলোচনা মশ্রী ॥ ১৫।৮খ-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। ঐহিক ব্যাপারে ইঁহারা কতকগুলি অলৌকিকী শক্তি লাভ করেন বলিয়া সাধারণ লোক তাঁহাদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহাদের গুণকীর্তন করিয়া থাকে। অথবা, যোগিপাল—যোগিরাজ, কোনও প্রসিদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ যোগী। যোগিপালের গীত—তাদৃশ কোনও যোগীর রচিত, বা তাদৃশ কোনও যোগীর সম্বন্ধে রচিত গীত বা গান। ভোগিপাল—যথেচ্ছভাবে ঐহিক-ভোগসুখ-পরায়ণ লোকসকল। অথবা, তাদৃশ ভোগীদিগের পালন-কর্তা। ভগবদ্‌বহির্মুখ দেহসুখ-সর্বস্ব সাধারণ লোকগণ ঐহিক দেহসুখকেই তাঁহাদের পরম-কাম্য বলিয়া মনে করেন। যাঁহারা যথেচ্ছভাবে তাদৃশ সুখ ভোগ করেন এবং তাদৃশ-সুখভোগকামীদের আনুকূল্য করেন, সাধারণ লোক তাঁহাদিগকেই পরম-ভাগ্যবান্ মনে করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের মহিমা-কীর্তনে পঞ্চমুখও হইয়া থাকেন। মহীপাল—রাজা। রাজারা যথেচ্ছভাবে ঐহিক সুখভোগে সমর্থ এবং রাজাদের কৃপাদৃষ্টি যাঁহাদের উপরে আছে, তাঁহারাও তাদৃশ সুখভোগে সমর্থ। এজন্য রাজাদের কৃপাদৃষ্টির লোভে সাধারণ দেহসুখসর্বস্ব লোকগণও রাজাদের মহিমাদি কীর্তন করিয়া থাকেন, এবং রাজাদের মহিমাদি সম্বন্ধে গীতাদি রচনা করিয়াও সর্বত্র প্রচার-প্রয়াসী হইয়া থাকেন। অথবা, "মহীপাল"-শব্দ এ-স্থলে বেদবিরুদ্ধ শৈবমতাবলম্বী রাজা গোপীচন্দ্রকেও বুঝাইতে পারে। অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্গত কুমিল্লার নিকটে তাঁহার রাজধানী ছিল। রাজা গোপীচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক গীতও রচিত হইয়াছিল। রাজা গোপীচন্দ্রের মাতার নাম ছিল ময়নামতী। তাঁহার নামে প্রসিদ্ধ ময়নামতী-নামক স্থান এখনও কুমিল্লার নিকটে বর্তমান। গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যে-সময়ের কথা লিখিয়াছেন, সেই সময়ে দেহসুখ-সর্বস্ব ভগবদ্‌বহির্মুখ লোকগণ যোগিপাল, ভোগিপাল ও মহীপালদের গুণ-মহিমাদির কীর্তনকেই তাহাদের একমাত্র ধর্ম বলিয়া মনে করিত; যেহেতু, যোগিপালাদির কৃপা লাভ করিতে পারিলে ঐহিক সুখ-ভোগের বিশেষ আনুকূল্যের সম্ভাবনা থাকে।

৪১৩। "সে"-স্থলে "যে"-পাঠান্তর। উচ্চারয়—উচ্চারণ করে। জিহ্বায় উচ্চারণ মাত্র করে, মনের যোগ থাকে না।

কারে বা 'বৈষ্ণব' বলি, কিবা সঙ্কীর্ত্তন।
কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেনে বা ক্রন্দন ॥ ৪১৪
বিষ্ণুমায়াবশে লোক কিছুই না জানে।
সকল জগত বদ্ধ মহাতমোগুণে ॥ ৪১৫
লোক দেখি দুঃখ ভাবে' শ্রীমাধবপুরী।
হেন নাহি তিলার্দ্ধ সম্ভাষা যারে করি ॥ ৪১৬
সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ।
সেহো আপনারে মাত্র বোলে 'নারায়ণ' ॥ ৪১৭
এ দুঃখে সন্ন্যাসিসঙ্গে না কহেন কথা।
হেন স্থান নাহি, কৃষ্ণভক্তি শুনি যথা ॥ ৪১৮
'জ্ঞানী যোগী তপস্বী বিরক্ত' খ্যাতি যার।
কারো মুখে নাহি দাস্য-মহিমা-প্রচার ॥ ৪১৯
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে'।
তারা বোল কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে' ॥ ৪২০
দেখিতে শুনিতে দুঃখী শ্রীমাধবপুরী।
মনেমনে চিন্তে'—"বনবাস গিয়া করি ॥ ৪২১
লোকমধ্যে ভ্রমি কেনে বৈষ্ণব দেখিতে।
সে বৈষ্ণব-নাম বোল না শুনি জগতে ॥ ৪২২
অতএব এ সকল লোক-মধ্য হৈতে।
বনে যাই, যথা লোক না পাই দেখিতে ॥ ৪২৩
এতেকে সে বন ভাল এ সব হইতে।
বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে ॥" ৪২৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪১৪। "কিবা সঙ্কীর্ত্তন"-স্থলে "কেনে বা কীর্ত্তন"-পাঠান্তর।

৪১৫। "বশে"-স্থলে "মোহে"-পাঠান্তর।

৪১৬। **হেন নাহি**—এমন একজন লোকও নাই। **তিলার্দ্ধ ইত্যাদি**—যাহার সহিত তিলার্ধ-কালও একটু আলাপ করা যায়। "তিলার্দ্ধ সম্ভাষা যারে"-স্থলে "তিলার্দ্ধেকে সম্ভাষা যে" এবং "তিলার্দ্ধো সম্ভাষা কারে"-পাঠান্তর।

৪১৭। **সন্ন্যাসীর সনে বা**—যদি বা কোনও সন্ন্যাসীর সহিত। **সেহো আপনারে ইত্যাদি**—সেই সন্ন্যাসীও কেবল নিজেকে নারায়ণ বলেন। শঙ্করানুগত মায়াবাদী সন্ন্যাসীরাই জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানে নিজেদিগকে ব্রহ্ম (নারায়ণ) বলিয়া থাকেন। শ্রীপাদ শঙ্করের এইরূপ অভিমত বেদবিরুদ্ধ। বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রমতাবলম্বীদেরও তদ্রূপ ভাব।

৪১৯। **দাস্য**—কৃষ্ণদাস্য, ভক্তি।

৪২০। **তর্ক সে বাখানে**—তর্কশাস্ত্রের অনুসরণে নানা প্রকার ব্যাখ্যা করে, কিন্তু ভক্তিতাৎপর্যমূলক অর্থ বলে না। **তারা বোল**—তাহাদের কথা যদি বল, তাহা হইলে বলি শুন। **তাহারা কৃষ্ণের বিগ্রহ ইত্যাদি**—শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহই স্বীকার করে না। "সব"-স্থলে "সেহো", "বোল"-স্থলে "সব" এবং "বিগ্রহ"-স্থলে "মহিমা"-পাঠান্তর। মায়াবাদাচার্য শ্রীপাদ শঙ্কর শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিতেন, শ্রীকৃষ্ণাদি ভগবৎ-স্বরূপগণের বিগ্রহ মায়াময়। বেদবিরুদ্ধতন্ত্র-মতাবলম্বীরাও শ্রীকৃষ্ণাদি ভগবৎ-স্বরূপগণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বীকার করেন না, পঞ্চভূতাত্মক বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন—"পঞ্চভূতের (বা মহামায়ার) ফান্দে, ব্রহ্ম পড়ি কান্দে।"

৪২৪। **বনে কথা নহে ইত্যাদি**—বনে কোনও অবৈষ্ণব লোক থাকে না বলিয়া কোনও অবৈষ্ণবের সহিত কথা বলিবার আশঙ্কাও থাকে না।

এইমত মনোদুঃখ ভাবিতে চিন্তিতে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় দেখা অদ্বৈত-সহিতে ॥ ৪২৫
বিষ্ণুভক্তিশূন্য দেখি সকল সংসার।
অদ্বৈত-আচার্য্য দুঃখ ভাবেন অপার ॥ ৪২৬
তথাপি অদ্বৈতসিংহ কৃষ্ণের কৃপায়।
প্রৌঢ় করি বিষ্ণুভক্তি বাখানে' সদায় ॥ ৪২৭
নিরন্তর পঢ়ায়েন গীতা ভাগবত।
ভক্তি বাখানেন মাত্র—গ্রন্থের যে মত ॥ ৪২৮
হেনই সময়ে মাধবেন্দ্র মহাশয়।
অদ্বৈতের গৃহে আসি হইলা উদয় ॥ ৪২৯
দেখিয়া অদ্বৈত তান বৈষ্ণবলক্ষণ।
প্রণাম হইয়া পড়িলেন সেইক্ষণ ॥ ৪৩০
মাধবেন্দ্রপুরীও অদ্বৈত করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দজলে ॥ ৪৩১
অন্যোঽন্যে কৃষ্ণকথারসে দুইজন।
আপনার দেহ কারো নাহিক স্মরণ ॥ ৪৩২
মাধবপুরীর প্রেম—অকথ্যকথন।
মেঘ-দরশনে মূর্চ্ছা হয় সেইক্ষণ ॥ ৪৩৩
কৃষ্ণনাম শুনিলেই করেন হুঙ্কার।
দণ্ডেকে সহস্র হয় কৃষ্ণের বিকার ॥ ৪৩৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪২৫। **ঈশ্বর-ইচ্ছায় ইত্যাদি**—এই পয়ারোক্তি হইতে বুঝা যায়, মাধবেন্দ্র যখন সংসার-ত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছেন, অথচ যখন পর্যন্ত সংসার-ত্যাগ করেন নাই, তখনই দৈবাৎ অদ্বৈতের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মুখে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের যে-বিবরণ মহাপ্রভু শুনিয়াছিলেন, পরে নীলাচলের পথে রেমুণায় উপস্থিত হইলে প্রভু যাহা বলিয়াছিলেন, কবিরাজ-গোস্বামী তাহা বর্ণন করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, গৃহত্যাগের পরে মাধবেন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেন। একবার ব্রজমণ্ডলে আগমন করিলে গোবর্ধনপতি শ্রীগোপালের আদেশে তিনি গোপালের সেবা প্রকটিত করিয়া কিছুকাল সেবা করেন। পরে সেই গোপালেরই আদেশে মলয়জ চন্দন আনয়নের নিমিত্ত নীলাচলে গমনের পথে যখন গৌড়দেশে শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, তখনই অদ্বৈতের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তখনই অদ্বৈতাচার্য তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন (মাধবেন্দ্রপুরী-গোস্বামি-সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ চৈ. চ. ॥ ২।৪-পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। ইহাতে মনে হয়, শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের এই পয়ারোক্তি কিম্বদন্তীমূলক।

৪২৭। **তথাপি**—জগৎ বিষ্ণুভক্তিশূন্য হইলেও এবং তদ্দর্শনে মনে অত্যন্ত দুঃখ হইলেও। **প্রৌঢ় করি**—ভক্তির মহিমা সম্যক্‌রূপে এবং দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়া।

৪২৮। **গ্রন্থের যে মত**—গীতা-ভাগবত-গ্রন্থের অভিমত যেরূপ। গীতা-ভাগবত-বাক্যের তাৎপর্যও ভক্তি।

৪২৯। পূর্ববর্তী ৪২৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৩৩। **মেঘ-দরশনে ইত্যাদি**—শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের সহিত মেঘের বর্ণের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বলিয়া, মেঘের দর্শনমাত্রেই কৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপনে, প্রেমাবেশে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যাইতেন।

৪৩৪। **কৃষ্ণের বিকার**—কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিকার, অশ্রু-কম্পাদি প্রেমবিকার।

দেখিয়া তাঁহার বিষ্ণুভক্তির উদয়।
বড় সুখী হইলা অদ্বৈত মহাশয় ॥ ৪৩৫
তাঁর ঠাঞি উপদেশ করিলা গ্রহণ।
হেনমতে মাধবেন্দ্র-অদ্বৈত-মিলন ॥ ৪৩৬
মাধবপুরীর আরাধনার দিবসে।
সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করে অদ্বৈত হরিষে ॥ ৪৩৭
দৈবে সেই পুণ্য-তিথি আসিয়া মিলিলা।
সন্তোষে অদ্বৈত সজ্জ করিতে লাগিলা ॥ ৪৩৮
শ্রীগৌরসুন্দরো সব-পারিষদ-সনে।
বড় সুখী হইলেন সেই পুণ্যদিনে ॥ ৪৩৯
সেই তিথি পূজিবারে আচার্য্যগোসাঞি।
যত সজ্জ করিলেন, তার অন্ত নাঞি ॥ ৪৪০
নানা দিগ হৈতে সজ্জ লাগিল আসিতে।
হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন্ ভিতে ॥ ৪৪১
মাধবেন্দ্রপুরীপ্রতি প্রীতি সভাকার।
সভেই লইলেন যথাযোগ্য অধিকার ॥ ৪৪২
আই লইলেন যত রন্ধনের ভার।
আই বেঢ়ি সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পরিবার ॥ ৪৪৩
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু সন্তোষ অপার।
বৈষ্ণব পূজিতে লইলেন অধিকার ॥ ৪৪৪
কেহো বোলে "আমি-সব ঘষিব চন্দন।"
কেহো বোলে "মালা আমি করিব গ্রন্থন।" ৪৪৫
কেহো বোলে "জল আনিবার মোর ভার।"
কেহো বোলে "মোর দায় স্থান-উপস্কার।" ৪৪৬
কেহো বোলে "মুঞি যত বৈষ্ণবচরণ।
মোর ভার সকল করিব প্রক্ষালন।" ৪৪৭
কেহো বান্ধে পতাকা, চান্দোয়া কেহো টানি।
কেহো বা ভাণ্ডারী কেহো দ্রব্য দেয় আনি ॥ ৪৪৮
কথোজনে লাগিলা করিতে সঙ্কীর্ত্তন।
আনন্দে করেন নৃত্য আরো কথোজন ॥ ৪৪৯
কথোজন আরো 'হরি' বোলয়ে কীর্ত্তনে।
শঙ্খ-ঘণ্টা বাজায়েন আরো কথোজনে ॥ ৪৫০
কথোজন করে তিথি পূজিবার কার্য্য।
কেহো বা হইলা তিথিপূজার আচার্য্য ॥ ৪৫১
এইমত পরানন্দরসে ভক্তগণ।
সভেই করেন কার্য্য—যার যেন মন ॥ ৪৫২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৩৬। উপদেশ—মন্ত্রদীক্ষা।

৪৩৭। মাধবপুরীর আরাধনার দিবসে—মাধবপুরীর তিরোভাব তিথিতে। ভক্তদের তিরোভাবোৎসব এবং ভগবৎ-স্বরূপের আবির্ভাবোৎসব পালনের রীতিই ভক্তসমাজে দৃষ্ট হয়। নিক্ষেপ—ব্যয়। "অদ্বৈত"-স্থলে "মনের"-পাঠান্তর।

৪৩৮। সজ্জ—উৎসবের আয়োজন।

৪৪১। সজ্জ—উৎসবের দ্রব্যাদির সংগ্রহ।

৪৪২। অধিকার—সেবার ভার।

৪৪৬। উপস্কার—পরিষ্কার। দায়—ভার।

৪৪৭। "মুঞি যত"-স্থলে "যত যত" এবং "মোর ভার"-স্থলে "সভার"-পাঠান্তর।

৪৪৮। "টানি"-স্থলে "টানে" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "কেহো বা ভাণ্ডারী কেহো কেহো দ্রব্য আনে"-পাঠান্তর।

৪৫০। "বোলয়ে কীর্ত্তনে"-স্থলে "বোলায় কীর্ত্তনে" এবং "বোলে সঙ্কীর্ত্তনে"-পাঠান্তর।

খাও পিও আনো নেহ দেহ' হরিধ্বনি।
ইহা বই চতুর্দ্দিগে আর নাহি শুনি ॥ ৪৫৩
শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, করতাল।
সঙ্কীর্ত্তনসঙ্গে ধ্বনি বাজয়ে বিশাল ॥ ৪৫৪
পরানন্দে কাহারো নাহিক বাহ্যজ্ঞান।
অদ্বৈতভবন হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ॥ ৪৫৫
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র পরমসন্তোষে।
সম্ভারের সজ্জ দেখি বুলেন হরিষে ॥ ৪৫৬
তণ্ডুল দেখেন প্রভু ঘর-দুই-চারি।
পর্ব্বতপ্রমাণ দেখে কাষ্ঠ সারি সারি ॥ ৪৫৭
ঘর-পাঁচ দেখে ঘট রন্ধনের স্থালী।
ঘর-দুই-চারি দেখে মুগের বিয়লি ॥ ৪৫৮
নানাবিধ বস্ত্র দেখে ঘর-পাঁচ সাত।
ঘর-দশ-বার প্রভু দেখে খোলা পাত ॥ ৪৫৯
ঘর-দুই-চারি প্রভু দেখে চিপীটক।
সহস্র সহস্র কান্দী দেখে কদলক ॥ ৪৬০
না জানি কতেক নারিকেল গুয়া পান।
কোথা হৈতে আসিয়া হইল বিদ্যমান ॥ ৪৬১
পটোল বাস্তুক শাক থোড় আলু মান।
কত ঘর ভরিয়াছে—নাহিক প্রমাণ ॥ ৪৬২
সহস্র সহস্র ঘড়া দেখে দধি দুগ্ধ।
ক্ষীর ইক্ষুদণ্ড অঙ্কুরের সনে মুদ্গ ॥ ৪৬৩
তৈল বা লবণ গুড় দেখে প্রভু যত।
সকলি অনন্ত—লিখিবারে পারি কত ॥ ৪৬৪
অতি-অমানুষি দেখি সকল সম্ভার।
চিত্তে যেন প্রভু হইলেন চমৎকার ॥ ৪৬৫
প্রভু বোলে "এ সম্পত্তি মনুষ্যের নয়।
'আচার্য্য মহেশ' হেন মোর চিত্তে লয় ॥ ৪৬৬
মনুষ্যেরো এমত কি সম্পত্তি সম্ভবে'।
এ সম্পত্তি সকলে সম্ভবে' মহাদেবে ॥ ৪৬৭
বুঝিলাঙ—আচার্য্য মহেশ-অবতার।"
এইমত হাসি প্রভু বোলে বারবার ॥ ৪৬৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৫৩। পিও—পান কর। নেহ—লও, গ্রহণ কর। দেহ—দাও। আনো—আনয়ন কর। "খাও পিও আনো নেহ দেহ"-স্থলে "খায় পিয়ে আসে নেয় সেহ" এবং "খায় পিয়ে আনন্দেহ দেয়"-পাঠান্তর।

৪৫৬। সম্ভারের সজ্জ—উৎসব-দ্রব্যরাশির আয়োজন। দেখি—দেখিয়া-দেখিয়া।

৪৫৮। মুগের বিয়লি—খোসাশূন্য মুগ।

৪৫৯। খোলা—কলাগাছের খোলা। পাত—কলাপাতা।

৪৬০। চিপীটক—চিড়া। কদলক—কলা।

৪৬১। গুয়া—সুপারী।

৪৬২। "বাস্তুক"-স্থলে "বার্ত্তাকু"-পাঠান্তর। বার্ত্তাকু—বেগুন। মান—মানকচু।

৪৬৩। অঙ্কুরের সনে মুদ্গ—অঙ্কুরিত মুগ।

৪৬৪। "গুড়"-স্থলে "ঘৃত" এবং পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "তৈল বা লবণ বা দেখেন প্রভু যত (কত)"-পাঠান্তর।

৪৬৫। অতি অমানুষি—অত্যন্ত অলৌকিক।

৪৬৬। মহেশ—মহাদেব।

ছলে অদ্বৈতের তত্ত্ব মহাপ্রভু কয়'।
যে হয় সুকৃতি সে পরমানন্দে লয় ॥ ৪৬৯

তান বাক্যে অনাদর অনাস্থা যাহার।
তারে শ্রীঅদ্বৈত হয় অগ্নি-অবতার ॥ ৪৭০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৬৯। **ছলে**—পূর্ববর্তী ৪৬৭-৬৮-পয়ারদ্বয়ের উক্তির ছলে। **অদ্বৈতের তত্ত্ব**—শ্রীঅদ্বৈত যে মহেশ (শিব), এই তত্ত্ব। **লয়**—মহাপ্রভু-কথিত অদ্বৈত-তত্ত্ব গ্রহণ বা স্বীকার করেন। "তত্ত্ব মহাপ্রভু"-স্থলে "মহিমা সে প্রভু" এবং "সে পরানন্দে"-স্থলে "সেই পরমান্ন"-পাঠান্তর।

পূর্বে ১।২।৮৮ পয়ারের টীকায়, কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তির উল্লেখপূর্বক প্রদর্শিত হইয়াছে—শ্রীঅদ্বৈত হইতেছেন কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অবতার, সুতরাং ঈশ্বর-তত্ত্ব; কিন্তু তথাপি তিনি ভক্তভাবময়। কিন্তু পূর্ববর্তী ৪৬৭-৬৮-পয়ারদ্বয়ে মহাপ্রভু বলিলেন—শ্রীঅদ্বৈত হইতেছেন মহেশ-অবতার, শিব, সুতরাং ঈশ্বর-তত্ত্ব। এইরূপে, শ্রীঅদ্বৈতের তত্ত্ব-সম্বন্ধে দুইটি কথা জানা গেল—তিনি মহাবিষ্ণু এবং শিব। এই দুই উক্তির মধ্যে বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই। একথা বলার হেতু এই। শিব হইতেছেন কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর (সুতরাং শ্রীঅদ্বৈতের) এক অংশস্বরূপ এবং কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু (সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত) হইতেছেন শিবের অংশী। অংশীর মধ্যে অংশ বিদ্যমান্ থাকেন বলিয়া (সে-জন্য অংশ ও অংশীর অভেদ-মননে) শ্রীঅদ্বৈতকে শিব বলা যায়। তাৎপর্য হইতেছে এই যে, মহাবিষ্ণু-স্বরূপ শ্রীঅদ্বৈতের মধ্যে তাঁহার অংশ শিব-স্বরূপও বিরাজিত।

৪৭০। **তান বাক্যে**—মহাপ্রভুর বাক্যে (অর্থাৎ বাক্যের প্রতি), **অনাদর ইত্যাদি**—যাহার অনাদর এবং অনাস্থা (অবিশ্বাস), **তারে**—তাহার সম্বন্ধে বা পক্ষে, **শ্রীঅদ্বৈত হয় ইত্যাদি**—শ্রীঅদ্বৈত অগ্নি-অবতারতুল্য (অতি বিশাল জ্বলদগ্নিতুল্য) হয়েন। তাৎপর্য—অতি বিস্তীর্ণ জ্বলদগ্নিরাশির মহিমার (দাহিকাশক্তির) প্রতি উপেক্ষা বা অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক যদি কোনও অজ্ঞ বা দাম্ভিক ব্যক্তি সেই জ্বলদগ্নিরাশিতে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহার যেমন সর্বনাশ হয়, তাহাকে যেমন ভস্মীভূত হইতে হয়, তদ্রূপ যে-লোক মহাপ্রভুর বাক্যের বা শিক্ষার প্রতি অনাদর বা অনাস্থা প্রদর্শন করে, শ্রীঅদ্বৈতের প্রভাবে সেই লোকেরও সর্বনাশ হয়, পরমার্থভূত বস্তু-প্রাপ্তির সম্ভাবনা তাহার পক্ষে সম্যক্‌রূপে বিনষ্ট হইয়া যায়।

মহাপ্রভু বলিয়াছেন—শ্রীঅদ্বৈত হইতেছেন মহেশের অবতার; ইহাও মহাপ্রভুর বাক্য; এই বাক্যের প্রতি যাহার অনাদর বা অনাস্থা থাকিবে, অদ্বৈতের প্রভাবে তাহারও পূর্বকথিতরূপ সর্বনাশ হইবে। শ্রীঅদ্বৈত তাহাতে রুষ্ট হইয়া যে তাহার সর্বনাশ করিবেন, তাহা এই পয়ারের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। কেন না, এইরূপ মনে করিলে ইহাও মনে করিতে হয় যে, শ্রীঅদ্বৈতকে মহেশের অবতার বলিয়া কেহ স্বীকার না করিলে অদ্বৈত অত্যন্ত রুষ্ট হইবেন। কিন্তু ইহা স্বীকার করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কেন না, শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বর-তত্ত্ব হইলেও ভক্তভাবময় বলিয়া নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া অভিমান পোষণ করেন না, তিনি নিজেকে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের দাস বলিয়াই মনে করেন। সুতরাং তাঁহার মহেশ-স্বরূপত্ব (অর্থাৎ ঈশ্বর-স্বরূপত্ব) কোনও লোক স্বীকার না করিলে তাঁহার রুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। তথাপি যে বলা হইয়াছে—মহাপ্রভু-কথিত অদ্বৈত-তত্ত্ব যে লোক স্বীকার করে না, তাহার পক্ষে "শ্রীঅদ্বৈত অগ্নি-অবতার" হয়েন, তাহার

যদ্যপি অদ্বৈত কোটি-চন্দ্র-সুশীতল।
তথাপি চৈতন্যবিমুখের কালানল ॥ ৪৭১
সকৃত যে জন বোলে 'শিব' হেন নাম।
সেহো কোনো প্রসঙ্গে, না জানে তত্ত্ব তান ॥ ৪৭২
সেইক্ষণে সর্ব্বপাপ হৈতে শুদ্ধ হয়।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কয়' ॥ ৪৭৩
হেন শিব-নাম শুনি যার দুঃখ হয়।
সেই জন অমঙ্গলসমুদ্রে ভাসয় ॥ ৪৭৪

তথাহি (ভা. ৪।৪।১৪)—
"যদ্দ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং
সকৃৎ প্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি তৎ।
পবিত্রকীর্ত্তিং তমলঙ্ঘ্যশাসনং
ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ ॥" ৪ ॥

শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বোলেন আপনে।
"শিব যে না পূজে, সে বা মোরে পূজে কেনে ? ৪৭৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাৎপর্য হইতেছে এই যে—শ্রীঅদ্বৈতের স্বরূপগত তত্ত্বের প্রভাবেই অদ্বৈত-তত্ত্বের অবমাননাকারীর পূর্বোল্লিখিতরূপ সর্বনাশ হইয়া থাকে, তাহাকে ঈশ্বর-তত্ত্বের অবমাননার ফল ভোগ করিতে হয়। পরবর্তী ৪৭২-৭৯-পয়ারসমূহের উক্তি হইতেও তাহাই বুঝা যায়।

৪৭১। যদ্যপি অদ্বৈত ইত্যাদি—যদিও শ্রীঅদ্বৈত হইতেছেন কোটিচন্দ্রসুশীতল (কোটিচন্দ্রের শীতলত্ব বা স্নিগ্ধত্ব একত্রিত করিলে যে শীতলত্ব বা স্নিগ্ধত্ব পুঞ্জীভূত হয়, শ্রীঅদ্বৈতের শীতলত্ব বা স্নিগ্ধত্বও তদ্রূপ। চন্দ্রের মধ্যে যেমন কোনও রূপ উত্তাপ নাই, আছে কেবল শীতলত্ব, তদ্রূপ শ্রীঅদ্বৈতের মধ্যেও ক্রোধের আভাষও নাই, আছে কেবল স্নিগ্ধত্ব, করুণা), তথাপি—শ্রীঅদ্বৈত কোটিচন্দ্রসুশীতল হইলেও তিনি চৈতন্যবিমুখের কালানল—যাহারা শ্রীচৈতন্যবিমুখ, শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা স্বীকার করে না, সুতরাং শ্রীচৈতন্যের ভজনও করে না, তাহাদের পক্ষে শ্রীঅদ্বৈত হইতেছেন কালানলতুল্য—কালাগ্নি বা সৃষ্টিধ্বংসকারী অগ্নির তুল্য সর্বনাশকারী। এই পয়ারেও শ্রীঅদ্বৈতের ভক্তভাব—শ্রীচৈতন্যের দাস-অভিমান—সূচিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ইহার পরে পরবর্তী ৪৭২-৭৯-পয়ারসমূহে শিবের মহিমা এবং শিবের প্রতি অনাদরের কুফলের কথা বলা হইতেছে।

৪৭২। অন্বয়। যে জন (লোক) সকৃত (একবারও) শিব হেন (শিব এই) নাম লয় (গ্রহণ করে), সেহো কোন প্রসঙ্গে (তাহাও কোনও প্রসঙ্গে, প্রসঙ্গক্রমেও যদি একবার শিব-নাম গ্রহণ করে) না জানে তত্ত্ব তান (অথচ শিবের তত্ত্ব জানে না, শিবের তত্ত্ব-মহিমাদি সম্বন্ধে কিছুমাত্র না জানিয়াও কথাবার্তা-প্রসঙ্গেও যদি কেহ শিব-নাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সে-ব্যক্তি—পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য)। "নাম"-স্থলে "বাণী" এবং "না জানে তত্ত্ব তান"-স্থলে "তান তত্ত্ব নাহি জানি"-পাঠান্তর। ৪৭২-৭৪-পয়ারোক্তির সমর্থনে নিম্নে একটি ভাগবত-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো ॥ ৪ ॥ অন্বয় ॥ যৎ (যাঁহার) দ্ব্যক্ষরং (অক্ষরদ্বয়াত্মক) তৎ (সেই সুপ্রসিদ্ধ) নাম (শিব-এইনাম) সকৃৎ (একবারও) প্রসঙ্গাৎ (কথা-বার্তার প্রসঙ্গেও) গিরা এব (কেবল বাক্যদ্বারাই, কেবলমাত্র জিহ্বায়, মনের সহিত নয়) ঈরিতং (উচ্চারিত হইলে) নৃণাং (মনুষ্যদিগের) অঘং (পাপ) আশু (শীঘ্র তৎক্ষণাৎ, নামোচ্চারণমাত্রেই) হন্তি (বিনষ্ট করে,) ভবান্ (আপনি) তং (সেই) পবিত্রকীর্ত্তিং (পূতযশা)

মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যার।
কেমতে বা মোরে ভক্তি হইব তাহার ॥ ৪৭৬

"অতএব সর্ব্বাদ্য শ্রীকৃষ্ণ পূজি তবে।
প্রীতে শিব পূজি পূজিবেক সর্ব্ব-দেবে ॥" ৪৭৭

তথাহি—

"কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভতাং পাপপুরুষঃ।
যে মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সম্পূজয়েন্ন হি ॥" ৫।

তথাহি স্কন্দপুরাণে—

"প্রথমং কেশবং পূজাং কৃত্বা দেবমহেশ্বরম্।
পূজনীয়া মহাভক্ত্যা যে চান্যে সন্তি দেবতাঃ ॥" ৬ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অলঙ্ঘ্যশাসনং (অপ্রতিহতাজ্ঞ) শিবং (শিবের প্রতি) দ্বেষ্টি (দ্বেষ করিতেছেন)। অহো (অহো)! শিবেতরঃ (আপনি সাক্ষাৎ অমঙ্গলস্বরূপ)। ৩।৪।১৪ ॥

অনুবাদ। (দক্ষ-যজ্ঞে উপস্থিত পার্বতীর সম্মুখে দক্ষ যখন শিবের নিন্দা করিতেছিলেন, তখন দেবী স্বীয় পিতা দক্ষকে বলিয়াছিলেন) যাঁহার অক্ষরদ্বয়াত্মক "শিব"-এই সুপ্রসিদ্ধ নামটি, কথাবার্তার প্রসঙ্গেও, একবার মাত্র কেবল বাক্যদ্বারা (কেবল জিহ্বায়, মনের সহিত নহে) উচ্চারিত হইলেও লোকসমূহের সমস্ত পাপকে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করে, আপনি সেই পূতযশা (যাঁহার কীর্তিকলাপ অত্যন্ত পবিত্র) এবং অপ্রতিহতাজ্ঞ (যাঁহার আদেশ অলঙ্ঘনীয়) শিবের প্রতি দ্বেষ করিতেছেন। অহো! আপনি সাক্ষাৎ অমঙ্গলস্বরূপ ॥ ৩।৪।১৪ ॥

৪৭৬। "মোরে ভক্তি হইব তাঁহার"-স্থলে "মোর পূজা ভক্তি হবে তার"-পাঠান্তর। ৪৭৫-৭৬ পয়ারোক্তির সমর্থনে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো ॥ ৫ ॥ অন্বয় ॥ যঃ (যে ব্যক্তি) মদীয়ং (আমার) পরং (পরম) ভক্তং (ভক্ত) শিবং (শিবকে) ন হি সম্পূজয়েৎ (সম্যক্‌রূপে পূজা করেই না), সঃ (সেই) পাপপুরুষঃ (পাপস্বরূপ পুরুষ) কথং বা (কিরূপেই বা) ময়ি (আমাতে) ভক্তিং (ভক্তি) লভতাং (লাভ করিবে)। ৩।৪।১৫ ॥

অনুবাদ। (শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) যে ব্যক্তি আমার পরমভক্ত শিবের সম্যক্ পূজা করেই না, সেই পাপস্বরূপ পুরুষ কিরূপেই বা আমাতে ভক্তি লাভ করিবে? ৩।৪।১৫ ॥

"সম্পূজয়েন্নহি"-স্থলে "শম্ভুং যজেন্নহি"-পাঠান্তর।

৪৭৭। **সর্ব্বাদ্য**—সকলের আগে, সর্বপ্রথমে। **তবে**—তাহার পরে। **প্রীতে**—প্রীতির সহিত। **পূজি**—পূজা করিয়া তাহার পরে **পূজিবেক সর্ব্বদেবে**—অন্য সকল দেবতার পূজা করিবে। "সর্ব্বাদ্য শ্রীকৃষ্ণ পূজি তবে"-স্থলে "সর্ব্ব আগে শ্রীকৃষ্ণ পূজিবে"-পাঠান্তর। এই পয়ারোক্তির প্রমাণ-রূপে নিম্নে স্কন্দপুরাণের একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো ॥ ৬ ॥ অন্বয় ॥ প্রথমং (সর্বপ্রথমে) কেশবং (কেশবকে) পূজাং কৃত্বা (পূজা করিয়া তৎপরে) দেবমহেশ্বরং (মহেশ্বরদেবের পূজা করিবে। তাহার পরে) যে চ অন্যে (অন্য যে সকল) দেবতাঃ (দেবতা) সন্তি (আছেন, তাঁহারা) মহাভক্ত্যা (অত্যন্ত ভক্তির সহিত) পূজনীয়াঃ (পূজ্য—তাঁহাদের পূজা কর্তব্য)। ৩।৪।১৬ ॥

অনুবাদ। সর্বপ্রথমে কেশবের পূজা করিবে। তৎপর মহেশ্বরদেবের পূজা করিবে। তাহার পর, অন্য যে সকল দেবতা আছেন, অত্যন্ত ভক্তির সহিত তাঁহাদের পূজা করা কর্তব্য ॥ ৩।৪।১৬ ॥

হেন 'শিব' অদ্বৈতেরে বোলে সাধুগণে।
সেহো শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-ইঙ্গিত-কারণে ॥ ৪৭৮
ইহাতে অবুধগণ মহা কলি করে।
অদ্বৈতের মায়া না বুঝিয়া ভালে মরে ॥ ৪৭৯
সম্ভার দেখিয়া প্রভু মহাহর্ষ মন।
আচার্য্যের প্রশংসা করেন অনুক্ষণ ॥ ৪৮০
একে একে দেখি প্রভু সকল সম্ভার।
কীর্ত্তনস্থলীতে আইলেন পুনর্ব্বার ॥ ৪৮১
প্রভু মাত্র আইলেন সঙ্কীর্ত্তনস্থানে।
পরানন্দ পাইলেন সর্ব্বভক্তগণে ॥ ৪৮২
না জানি কে কোন্ দিগে নাচে গায় বা'য়।
না জানি কে কোন্ দিগে মহানন্দে ধায় ॥ ৪৮৩
(নব নব বস্তু সব দেখে প্রভু যত।
সকল অনন্ত—লেখিবারে পারি কত ॥) ৪৮৪
সভে করে জয়জয়-মহাহরিধ্বনি।
'বোল বোল হরি-বোল' আর নাহি শুনি ॥ ৪৮৫
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের অঙ্গ চন্দনে ভূষিত।
সভার সুন্দর বক্ষ—মালায় পূর্ণিত ॥ ৪৮৬
সভেই প্রভুর পারিষদের প্রধান।
সভে নৃত্য গীত করে প্রভুবিদ্যমান ॥ ৪৮৭
মহানন্দে উঠিল শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন।
যে শুনি পবিত্র করে অনন্ত ভুবন ॥ ৪৮৮
নিত্যানন্দ মহামল্ল প্রেমসুখময়।
বাল্যভাবে নৃত্য করিলেন অতিশয় ॥ ৪৮৯
বিহ্বল হইয়া অতি আচার্য্যগোসাঞি।
যত নৃত্য করিলেন—তার অন্ত নাঞি ॥ ৪৯০
নাচিলেন অনেক ঠাকুর-হরিদাস।
সভেই নাচেন অতি পাইয়া উল্লাস ॥ ৪৯১
মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরো সর্ব্বশেষে।
নৃত্য করিলেন অতি অশেষবিশেষে ॥ ৪৯২
সর্ব্বপারিষদ প্রভু আগে নাচাইয়া।
শেষে নৃত্য করেন আপনে সভা' লৈয়া ॥ ৪৯৩
মণ্ডলী করিয়া নৃত্য করে ভক্তগণ।
মধ্যে নাচে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ৪৯৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৭৮। হেন শিব—পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৭২-৭৭ পয়ারসমূহে এবং তৎপ্রসঙ্গে উদ্ধৃত শ্লোকত্রয়ে যে শিবের মহিমা কথিত হইয়াছে, সেই শিব। অদ্বৈতেরে ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈত যে তত্ত্বতঃ সেই শিব, তাহা সাধুগণ বলেন (স্বীকার করেন)। সেহো ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যের ইঙ্গিতেই (প্রেরণাতেই) সাধুগণ তাহা স্বীকার করেন। তাৎপর্য—শ্রীঅদ্বৈত যে তত্ত্বতঃ শিব, শ্রীচৈতন্যের কৃপাতেই সাধুগণ তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন।

৪৭৯। অবুধগণ—অবোধগণ, সুবুদ্ধিহীন লোকগণ। কলি—কলহ। ভালে—কপালদোষে। "কলি"-স্থলে "কোপ"-পাঠান্তর।

৪৮০। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৬৮-পয়ারের সহিত এই পয়ারের অন্বয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৫৬-৬৮-পয়ারসমূহে বলা হইয়াছে—মহাপ্রভু মহোৎসবের সম্ভার বা আয়োজন দেখিয়া দেখিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে মধ্যবর্ত্তী ৪৬৯-৭৯-পয়ারসমূহে শ্রীঅদ্বৈতের এবং শ্রীশিবের মহিমার কথা বলিয়া গ্রন্থকার ৪৮০ পয়ারে পুনরায় প্রভুর উৎসব-সম্ভার-দর্শনের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

৪৮৪। "বস্তু"-স্থলে "বস্ত্র"-পাঠান্তর।

৪৮৯। "মহামল্ল"-স্থলে "মহামত্ত", "মহানন্দ" এবং "মহাপ্রভু"-পাঠান্তর।

এইমত সর্ব্বদিন নাচিয়া গাইয়া।
রহিলেন মহাপ্রভু সভারে লইয়া ॥ ৪৯৫
তবে শেষে আজ্ঞা মাগি অদ্বৈত-আচার্য্য।
ভোজনের করিতে লাগিলা সর্ব্ব কার্য্য ॥ ৪৯৬
বসিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
মধ্যে প্রভু—চতুর্দ্দিগে সর্ব্বভক্তগণ ॥ ৪৯৭
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ যেন তারাময়।
মধ্যে কোটি-চন্দ্র যেন প্রভুর উদয় ॥ ৪৯৮
দিব্য অন্ন বহুবিধ পিষ্টক ব্যঞ্জন।
মাধবেন্দ্র-আরাধনা—আইর রন্ধন ॥ ৪৯৯
মাধবপুরীর কথা কহিয়া কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু সর্ব্ব-গণ লৈয়া ॥ ৫০০
প্রভু বোলে "মাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিথি।
ভক্তি হয় গোবিন্দে, ভোজন কৈলে ইথি ॥" ৫০১
এইমত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি আচমন ॥ ৫০২
তবে দিব্য সুগন্ধি চন্দন দিব্য মালা।
প্রভুর সম্মুখে আনি অদ্বৈত থুইলা ॥ ৫০৩
তবে প্রভু নিত্যানন্দস্বরূপেরে আগে।
দিলেন চন্দন মালা মহা-অনুরাগে ॥ ৫০৪
তবে প্রভু সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে জনে জনে।
শ্রীহস্তে চন্দন মালা দিলেন আপনে ॥ ৫০৫
শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়া ভক্তগণ।
সভার হইল পরানন্দময় মন ॥ ৫০৬
উচ্চ করি সভেই করেন হরিধ্বনি।
কিবা সে আনন্দ হৈল কহিতে না জানি ॥ ৫০৭
অদ্বৈতের যে আনন্দ—অন্ত নাহি তার।
আপনে বৈকুণ্ঠপুরনাথ গৃহে যার ॥ ৫০৮
এ সকল রঙ্গ প্রভু করিলেন যত।
মনুষ্যের শক্তি ইহা বর্ণিবেক কত ॥ ৫০৯
একোদিবসের যত চৈতন্যবিহার।
কোটি-বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার ॥ ৫১০
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যত দূর শক্তি তত দূর উড়ি যায় ॥ ৫১১
এইমত চৈতন্যযশের অন্ত নাই।
তিঁহো যত শক্তি দেন সভে তত গাই' ॥ ৫১২
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায় ॥ ৫১৩
এ সব কথার অনুক্রম নাহি জানি।
যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥ ৫১৪
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ ৫১৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৯৫। রহিলেন—নৃত্যকীর্তন বন্ধ করিলেন। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "সভার কীর্তন-শ্রম অন্তরে জানিয়া"-পাঠান্তর।

৫০৩। "অদ্বৈত থুইলা"-স্থলে "আচার্য্য বরিলা"-পাঠান্তর।

৫০৯। "শক্তি"-স্থলে "শক্ত্যে"-পাঠান্তর।

৫১০। "তাহা নারি"-স্থলে "কেহো নারে"-পাঠান্তর।

৫১২। গাই—গান করেন। "সভে তত"-স্থলে "তাই সভে" এবং "ততমাত্র"-পাঠান্তর।

৫১৪। অনুক্রম—পূর্বপর-পর্যায়। কোন কথা আগের এবং কোন কথা পরের, তাহা।

৫১৫। ১।১।৬৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। অনুক্রম রক্ষা করিতে পারিতেছি না বলিয়া কোনও বৈষ্ণব যেন আমার অপরাধ গ্রহণ না করেন।

এ সকল পুণ্যকথা যে করে শ্রবণ।
অবশ্য মিলয়ে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ৫১৬

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৫১৭

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে অদ্বৈতগৃহবিলাসবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫১৬। "অবশ্য মিলয়ে তারে"-স্থলে "যে বা পড়ে তারে মিলে"-পাঠান্তর।

৫১৭। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি অন্ত্যখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(৮. ১২. ১৯৬৩—১২. ১২. ১৯৬৩)

অন্ত্যখণ্ড

পঞ্চম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব-গুরু ।
জয় জয় ভক্তজনবাঞ্ছাকল্পতরু ॥ ১

জয় জয় ন্যাসিমণি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ।
জীব প্রতি কর' প্রভু ! শুভদৃষ্টিপাত ॥ ২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। শান্তিপুর হইতে প্রভুর কুমারহট্টে শ্রীবাস-গৃহে গমন ; পুরন্দর আচার্য, শিবানন্দসেন ও বাসুদেবদত্তাদি ভক্তগণের সহিত মিলন। বাসুদেবদত্তের প্রতি প্রভুর প্রীতি। শ্রীবাসের গৃহে কখনও দারিদ্র্য থাকিবে না—এইরূপ এবং অদ্বৈত ও শ্রীবাসের দেহে বার্ধক্য প্রবেশ করিবে না—এইরূপ বর প্রভু-কর্তৃক প্রদান। রামাইপণ্ডিতের প্রতি শ্রীবাস-সেবার উপদেশ। কুমারহট্ট হইতে প্রভুর পানিহাটিতে রাঘবপণ্ডিতের গৃহে আগমন ও আনন্দ-ভোজন। ভক্তসম্মিলন। প্রভুকর্তৃক রাঘবের নিকটে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-কথন। বরাহ-নগরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে প্রভুর আগমন এবং তাঁহার মুখে ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহাকে ভাগবতাচার্য পদবীদান। প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন। প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত সার্বভৌমাদির নিকটে রাজা প্রতাপরুদ্রের আর্তি, তাঁহাদের পরামর্শে, প্রভুর দৃষ্টির অগোচরে প্রতাপরুদ্রের প্রভুদর্শন, প্রভুর অঙ্গে লালা-ধূলাদি-দর্শনে রাজার দ্বিধা ও ঘৃণা, স্বপ্নযোগে জগন্নাথ ও প্রভুকে দেখিয়া প্রভুর তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ এবং পরে একদিন সাক্ষাদ্‌ভাবে প্রভুর কৃপালাভ। প্রভু কর্তৃক নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে প্রেরণ, নিত্যানন্দের পানিহাটীতে আগমন ও অদ্ভুত ঐশ্বর্য প্রকাশ—জম্বীরবৃক্ষে কদম্বফুল। দমনক-মালা-গলায় গৌরের পানিহাটীতে আবির্ভাব। রাঘবগৃহে নিত্যানন্দের প্রেমবৃষ্টি। নিত্যানন্দের ও তাঁহার পার্ষদগণের অলঙ্কার ধারণ। গঙ্গার উভয়তীরে গ্রামে গ্রামে সপার্ষদ নিত্যানন্দের ভ্রমণ, কীর্তন এবং শিশুদেরও প্রেমবিহ্বলতা উৎপাদন। গদাধরদাসের গৃহে নিত্যানন্দের আগমন, দানখণ্ড-শ্রবণে প্রেমাবেশে নৃত্য। গদাধরদাসের কাজিগৃহে গমন, কাজির মুখে হরিনাম উচ্চারণ। খড়দহে পুরন্দরপণ্ডিতের দেবালয়ে নিত্যানন্দের আগমন। তৎপর সপ্তগ্রামে আগমন, উদ্ধারণ-দত্তের প্রতি কৃপা। তৎপর শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে নিত্যানন্দের আগমন, অদ্বৈতের নিত্যানন্দ-স্তুতি। তৎপর নবদ্বীপে শচীমাতার নিকটে নিত্যানন্দের আগমন এবং শচীমাতার সহিত কথোপকথন। নিত্যানন্দের বেশ-ভূষা। নিত্যানন্দকর্তৃক চোর-দস্যুদের উদ্ধার।

ভক্তগোষ্ঠীসহিতে গৌরাঙ্গ জয়জয়।
জয়জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু দয়াময় ॥ ৩
শেষখণ্ডকথা ভাই ! শুন একমনে।
শ্রীগৌরসুন্দর বিহরিলেন যেমনে ॥ ৪
কথোদিন থাকি প্রভু অদ্বৈতের ঘরে।
আইলা কুমারহট্ট—শ্রীবাসমন্দিরে ॥ ৫
কৃষ্ণধ্যানানন্দে বসি আছেন শ্রীবাস।
আচম্বিতে ধ্যানফল সম্মুখে প্রকাশ ॥ ৬
নিজ প্রাণনাথ দেখি শ্রীবাসপণ্ডিত।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পৃথিবীত ॥ ৭
শ্রীচরণ বক্ষে করি পণ্ডিত-ঠাকুর।
উচ্চস্বরে দীর্ঘশ্বাসে কান্দেন প্রচুর ॥ ৮
গৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীবাসেরে করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নিজ-প্রেমজলে ॥ ৯
সুকৃতি শ্রীবাসগোষ্ঠী প্রভুর প্রসাদে।
সভে প্রভু দেখি ঊর্দ্ধবাহু করি কান্দে ॥ ১০
বৈকুণ্ঠনায়ক গৃহে পাইয়া শ্রীবাস।
হেন নাহি জানেন কি জন্মিল উল্লাস ॥ ১১
আপনে মাথায় করি উত্তম আসন।
দিলেন, বসিলা তথি কমললোচন ॥ ১২
চতুর্দ্দিগে বসিলেন পারিষদগণ।
সভেই গায়েন কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ ॥ ১৩
গৃহে জয়কার করে পতিব্রতাগণ।
আনন্দস্বরূপ হৈল শ্রীবাসভবন ॥ ১৪
প্রভু আইলেন মাত্র পণ্ডিতের ঘর।
বার্ত্তা পাই আইলেন আচার্য্য-পুরন্দর ॥ ১৫
তাহানে দেখিয়া প্রভু 'পিতা' করি বোলে।
মহাপ্রেমে প্রভু তানে করিলেন কোলে ॥ ১৬
পরম সুকৃতি সে আচার্য্য-পুরন্দর।
প্রভু দেখি কান্দে অতি হই অসম্বর ॥ ১৭
বাসুদেবদত্ত আইলেন সেইক্ষণে।
শিবানন্দসেন-আদি আপ্তবর্গসনে ॥ ১৮
প্রভুর পরম প্রিয়—বাসুদেবদত্ত।
প্রভুর কৃপায় সে জানেন সর্ব্ব তত্ত্ব ॥ ১৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩। "দয়াময়"-স্থলে "মহাশয়"-পাঠান্তর।

৪। "বিহরিলেন যেমনে"-স্থলে "বিহরেন যেন-মনে"-পাঠান্তর।

৫। কুমারহট্ট—"বর্ত্তমান 'হালিসহর।' কোনা ও বাগ, এ দুইটি স্থান নহে। অ. প্র।" ২৪-পরগণা জেলায় অবস্থিত। শ্রীবাসমন্দিরে—শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে। "মহাপ্রভু নবদ্বীপ ছাড়িয়া সন্ন্যাস লইলে ইনিও (শ্রীবাসপণ্ডিতও-) নবদ্বীপে না থাকিয়া কুমারহট্টে গিয়া বাস করেন। গৌ. বৈ. অ. ॥"

৬। কৃষ্ণধ্যানানন্দে—শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানজনিত আনন্দে নিমগ্ন হইয়া। আচম্বিতে—হঠাৎ। ধ্যানফল—তাঁহার ধ্যানের ফল শ্রীগৌর।

১০। সুকৃতি ইত্যাদি—প্রভুর প্রসাদে (কৃপায়) শ্রীবাসগোষ্ঠী (শ্রীবাসের পরিজনবর্গ, দাসদাসী পর্যন্ত) সুকৃতি (মহাভাগ্যবান)। "প্রভুর"-স্থলে "চৈতন্য"-পাঠান্তর।

১৫। আচার্য্যপুরন্দর—পুরন্দর আচার্য।

১৬। "মহাপ্রেমে প্রভু"-স্থলে "প্রেমাবেশে মত্ত"-পাঠান্তর।

১৭। অসম্বর—আত্ম-সম্বরণে অসমর্থ।

১৮। "আপ্তবর্গসনে"-স্থলে "ভক্তগণসনে" এবং "যত আপ্তগণে"-পাঠান্তর।

জগতের হিতকারী—বাসুদেবদত্ত।
সর্ব্বভূতে কৃপালু—চৈতন্যরসে মত্ত॥ ২০
গুণগ্রাহী আদোষদরশী সভা' প্রতি।
ঈশ্বরে বৈষ্ণবে যথাযোগ্য রতি মতি॥ ২১
বাসুদেবদত্ত দেখি শ্রীগৌরসুন্দর।
কোলে করি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥ ২২
বাসুদেবদত্ত ধরি প্রভুর চরণ।
উচ্চস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥ ২৩
বাসুদেব কান্দিতে কে আছে হেন জন।
শুষ্ক-কাষ্ঠ পাষাণ যে না করে ক্রন্দন॥ ২৪
বাসুদেবদত্তের যতেক গুণসীমা।
বাসুদেবদত্ত বিনু নাহিক উপমা॥ ২৫
হেন সে প্রভুর প্রীতি দত্তের বিষয়।
প্রভু বোলে "আমি বাসুদেবের নিশ্চয়॥" ২৬
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র বোলে বারবার।
"এ শরীর বাসুদেবদত্তের আমার॥ ২৭
দত্ত আমা' যথা বেচে তথাই বিকাই।
সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই॥ ২৮
বাসুদেবদত্তের বাতাস যার গা'য়।
লাগিয়েছে, তারে কৃষ্ণ রক্ষিব সদায়॥ ২৯
সত্য আমি কহি—শুন বৈষ্ণবমণ্ডল।
এ দেহ আমার—বাসুদেবের কেবল॥" ৩০
বাসুদেবদত্তেরে প্রভুর কৃপা শুনি।
আনন্দে বৈষ্ণবগণ করে জয়ধ্বনি॥ ৩১
ভক্ত বাঢ়াইতে গৌরসুন্দর সে জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করেন আপনে॥ ৩২
এইমত রঙ্গে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরে।
কথোদিন রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে॥ ৩৩
শ্রীবাস রামাই—দুই ভাই গুণ গায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে শ্রীবৈকুণ্ঠরায়॥ ৩৪
চৈতন্যের অতিপ্রিয়—শ্রীবাস রামাঞি।
দুই চৈতন্যের দেহ, দ্বিধা কিছু নাঞি॥ ৩৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২০। জগতের হিতকারী—বাসুদেব দত্ত একবার নীলাচলে প্রভুর চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন—"প্রভু, জগতের সমস্ত জীবের পাপরাশি মস্তকে বহন করিয়া আমি নরক-ভোগ করিব, তুমি কৃপা করিয়া তাহাদের সকলকে উদ্ধার কর।" তিনি যে জগতের হিতকারী ছিলেন, ইহাতেই তাহা জানা যায়। তাঁহার প্রার্থনায় প্রভু বলিয়াছিলেন—"বাসুদেব! তুমি যাহার হিতকামনা কর, সে-ই বৈষ্ণব হইয়া যায়। তোমাকে নরক ভোগ করিতে হইবে না, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণ, তোমার বাসনা জানিয়াই, সকল জীবকে উদ্ধার করিবেন।" চৈ. চ. ২।১৫ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২২। "কান্দিতে লাগিলা বহুতর"-স্থলে "লাগিলেন কান্দিতে নির্ভর"-পাঠান্তর। নির্ভর—অত্যধিকরূপে।

২৬। দত্তের বিষয়—বাসুদেব দত্তের বিষয়ে (সম্বন্ধে)।

২৯। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "লাগয়ে, তাহাকে কৃষ্ণ রাখে সর্ব্বথায় (সর্ব্ব-দায়)"-পাঠান্তর। সর্ব্বথায়—সর্বপ্রকারে। সর্ব্ব-দায়—সমস্ত দায় (আপদ-বিপদাদি) হইতে; অথবা, সকল সময়ে।

৩১। "গণ করে জয়ধ্বনি"-স্থলে "সব করে হরিধ্বনি"-পাঠান্তর।

৩৪। গুণ গায়—শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্তন করেন।

সঙ্কীর্ত্তন-ভাগবতপাঠ-ব্যবহারে।
বিদূষক-লীলায় কি অশেষ-প্রকারে॥ ৩৬
জন্মায়েন প্রভুর সন্তোষ শ্রীনিবাস।
যার ঘরে প্রভুর সর্ব্বাদ্য-পরকাশ॥ ৩৭
একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিতে।
ব্যবহার-কথা কিছু কহেন নিভৃতে॥ ৩৮
প্রভু বোলে "তুমি দেখি কোথাও না যাও।
কেমতে বা কুলাইবা, কেমতে কুলাও॥" ৩৯
শ্রীবাস বোলেন "প্রভু! কোথাও যাইতে।
নাহি লয় মোর চিত্ত, বলিলুঁ তোমাতে॥" ৪০
প্রভু বোলে "পরিবার অনেক তোমার।
নির্ব্বাহ কেমতে তবে হইব সভার॥" ৪১
শ্রীবাস বোলেন "যার অদৃষ্টে যে থাকে।
সে-ই হইবেক, মিলিবেক যে-তে পাকে॥" ৪২
প্রভু বোলে "তুমি তবে করহ সন্ন্যাস।"
"ইহা না পারিমু মুঞি" বোলে শ্রীনিবাস॥ ৪৩
প্রভু বোলে "সন্ন্যাসগ্রহণ না করিবা।
ভিক্ষা করিতেও কারো দ্বারে না যাইবা॥ ৪৪
কেমতে করিবা পরিবারের পোষণ।
কিছুই ত না বুঝোঁ মুঞি তোমার বচন॥ ৪৫
এ কালে ত কোথাও না গেলে না আইলে।
বটমাত্র দ্বারে আসি কাহুকে না মিলে॥ ৪৬
না মিলিল যদি আসি তোমার দুয়ারে।
তবে তুমি কি করিবা? বোল দেখি মোরে॥" ৪৭
শ্রীবাস বোলেন হাথে তিন তালি দিয়া।
"এক দুই তিন এই কহিলুঁ ভাঙ্গিয়া॥" ৪৮
প্রভু বোলে "এক দুই তিন যে করিলা।
কি অর্থ ইহার কহ কেনে তালি দিলা॥" ৪৯
শ্রীবাস বোলেন "এই দঢ়ান আমার।
তিন-উপাসেও যদি না মিলে আহার॥ ৫০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৬। সঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদি—সঙ্কীর্তন করিয়া, ভাগবত পাঠ করিয়া, প্রীতিময় ব্যবহার (আচরণ) করিয়া, বিদূষকলীলায় ইত্যাদি—কি বা বিদূষকের ন্যায় আচরণ করিয়া, ইত্যাদি অশেষ প্রকারে—অসংখ্য প্রকারে। বিদূষক—হাস্যোদ্দীপক পোষাক-পরিচ্ছদ, অঙ্গভঙ্গী, বাক্যভঙ্গী এবং আচরণাদি দ্বারা, কিম্বা অদ্ভুত বাক্যভঙ্গী প্রভৃতি দ্বারা, অপরের অবোধ্যভাবে অতি রহস্যময়ী লীলাদির কথা প্রকাশ করিয়া, যিনি সকলের মনোরঞ্জন করেন, তাঁহাকে বিদূষক বলে। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্মসখা মধুমঙ্গল কখনও কখনও বিদূষকের ন্যায় আচরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিতেন। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "সঙ্কীর্ত্তনে ভাগবত পঢ়ে বারে বারে"-পাঠান্তর।

৩৭। সর্ব্বাদ্য পরকাশ—সর্বাগ্রে আত্ম-প্রকাশ হইয়াছিল। ২।২।২৪৩-৬৪ এবং ২।২।৩০২-২৩ পয়ার দ্রষ্টব্য। "প্রভুর সর্ব্বাদ্য পরকাশ"-স্থলে "মহাপ্রভুর সর্ব্বাদ্য প্রকাশ"-পাঠান্তর।

৩৮। ব্যবহার কথা—শ্রীবাসের সাংসারিক বিষয়-সম্বন্ধে কথা।

৩৯। কুলাইবা—সংসারের খরচ চালাইবা।

৪১। পরিবার—পরিবারের লোকসংখ্যা। "পরিবার"-স্থলে "পরিকর"-পাঠান্তর।

৪২। যে-তে পাকে—অদৃষ্টে থাকিলে, যে-কোনও প্রকারে।

৪৬-৫০। বটমাত্র—কিঞ্চিন্মাত্রও, এক কাণাকড়িও। কাহুকে—কাহারও। "দ্বারে আসি কাহুকে না"-স্থলে "দুয়ারে আসিয়া কারে"-পাঠান্তর। দঢ়ান—দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

তবে সত্য কহোঁ—ঘট বান্ধিয়া গলায়।
প্রবেশ করিমু মুঞি সর্ব্বথা গঙ্গায়॥"।
এইমাত্র শ্রীবাসের শুনিঞা বচন।
উঠিলা হুঙ্কার করি শ্রীশচীনন্দন॥ ৫২
প্রভু বোলে "কি বলিলি পণ্ডিত-শ্রীবাস
তোর কি অন্নের দুঃখে হইব উপাস॥ ৫৩
যদি কদাচিত বা লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে।
তথাপিহ দারিদ্র নহিব তোর ঘরে॥ ৫৪
আপনে যে গীতাশাস্ত্রে বলিয়াছোঁ মুঞি।
তাহো কি শ্রীবাস! এবে পাসরিলি তুঞি॥ ৫৫

তথাহি (শ্রীগীতায়াম্ ৯।২২)—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ-ক্ষেমং বহাম্যহম্॥" ১॥

যে যে জনে চিন্তে' মোরে অনন্য হইয়া।
তারে ভক্ষ্য দেঙ মুঞি মাথায় বহিয়া॥ ৫৬

নিতাই কল্লোলিনী টীকা

৫১। "মুঞি"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর

৫৪। দারিদ্র—দারিদ্র্য, দরিদ্রতা।

৫৫। মুঞি—আমি, শ্রীকৃষ্ণরূপে অর্জু ট। পাসরিলি—ভুলিয়া গেলি। "এবে পাসরিলি"-স্থলে "পাসরিলি দেখি"-পাঠান্তর। এই পয়া প্রমাণরূপে নিম্নে গীতাশ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্লো॥ ১॥ অন্বয়॥ যে জনাঃ (যে াক) অনন্যাঃ (অনন্যচিত্ত হইয়া, একমাত্র আমার প্রাপ্তি কামনা করিয়া, অন্য কোনও কামনা হৃদয়ে পোষণ না করিয়া) মাং (আমাকে) চিন্তয়ন্তঃ (হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে) পরি (সর্বতোভাবে, আমাকে অশেষ-কল্যাণগুণরত্নালয়, বিচিত্র এবং অদ্ভুত লীলামৃতের আশ্রয় এবং অশেষ-দিব্যবিভূতির আশ্রয় মনে করিয়া) উপাসতে (আমার উপাসনা বা ভজন করেন), নিত্যাভিযুক্তানাং (দেহ-দৈহিক বস্তু ভুলিয়া সর্বদা এবং সকল প্রকারে আমাতেই অনুরক্ত) তেষাং (সে-সকল লোকের) যোগক্ষেমং (যোগ—অন্নাদির আহরণ এবং ক্ষেম—অন্নাদির সংরক্ষণও) অহং (আমি) বহামি (বহন করিয়া থাকি)। ৩৫।১॥

অনুবাদ। যে সকল লোক, অনন্যচিত্ত হইয়া (একমাত্র আমার প্রাপ্তি কামনা করিয়া, অন্য কোনও কামনা হৃদয়ে পোষণ না করিয়া) আমারই ধ্যান করিতে করিতে সর্বতোভাবে—(আমাকে অশেষ-কল্যাণগুণ-রত্নাকর, বিচিত্র এবং অদ্ভুত লীলামৃতের আলয় এবং অশেষ-দিব্যবিভূতির আকর মনে করিয়া) আমার উপাসনা (ভজন) করেন, (দেহ-দৈহিক বস্তু ভুলিয়া) সর্বদা এবং সর্বপ্রকারে আমাতেই অনুরক্ত সে-সকল লোকের যোগ (অন্নাদির আহরণ) এবং ক্ষেম (অন্নাদির সংরক্ষণ) আমিই বহন করিয়া থাকি॥ ৩৫।১॥

ব্যাখ্যা। বহামি—বহন করিয়া থাকি। "করোমি" না বলিয়া "বহামি" বলার তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—শ্লোক-কথিত গৃহস্থ অনন্য-ভক্তদের ভরণ-পোষণের এবং তাঁহাদের কুটুম্বাদির পোষণের ভারও শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বহন করিয়া থাকেন। পরবর্তী পয়ারসমূহে এই শ্লোকের তাৎপর্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

৫৬। ভক্ষ্য—আহার্য বস্তু। "ভক্ষ্য"-স্থলে "ভিক্ষা"-পাঠান্তর।

যেই মোরে চিন্তে', নাহি যায় কারো দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্ব্বসিদ্ধি মিলে তারে ॥ ৫৭
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ—আপনে আইসে।
তথাপিহ না চায় না লয় মোর দাসে ॥ ৫৮
মোর সুদর্শনচক্রে রাখে মোর দাস।
মহাপ্রলয়েও যার নাহিক বিনাশ ॥ ৫৯
যে মোহোর দাসেরেও করয়ে স্মরণ।
তাহারেও করোঁ মুঞি পোষণ পালন ॥ ৬০
সেবকের দাস সে মোহোর প্রিয় বড়।
অনায়াসে সে-ই সে মোহোরে পায় দঢ় ॥ ৬১
কোন্ চিন্তা মোর সেবকের 'ভক্ষ্য' করি।
মুঞি যার পোষ্টা আছোঁ সকল উপরি ॥ ৬২
সুখে শ্রীনিবাস ! তুমি বসি থাক ঘরে।
আপনি আসিব সব তোমার দুয়ারে ॥ ৬৩
অদ্বৈতেরে তোমারে আমার এই বর।
" 'জরাগ্রস্ত নহিব দোঁহার কলেবর' ॥" ৬৪
রামপণ্ডিতেরে ডাকি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রভু বোলে "শুন রাম ! আমার উত্তর ॥ ৬৫
জ্যেষ্ঠভাই-শ্রীবাসের তুমি সর্ব্বথায়।
সেবিবে ঈশ্বরবুদ্ধ্যে আমার আজ্ঞায় ॥ ৬৬
প্রাণসম তুমি মোর, শ্রীরাম পণ্ডিত !
শ্রীবাসের সেবা না ছাড়িবা কদাচিত ॥" ৬৭
শুনিঞা প্রভুর বাক্য শ্রীবাস শ্রীরাম।
অন্ত নাহি আনন্দে, হইলা পূর্ণকাম ॥ ৬৮
অদ্যাপিহ শ্রীবাসেরে চৈতন্যকৃপায়।
দ্বারে সব উপসন্ন হৈতেছে লীলায় ॥ ৬৯
কি কহিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র।
ত্রিভুবন হয় যার স্মরণে পবিত্র ॥ ৭০
সত্য সেবিলেন চৈতন্যেরে শ্রীনিবাস।
যার ঘরে চৈতন্যের সকল বিলাস ॥ ৭১
হেন রঙ্গে শ্রীবাসমন্দিরে গৌররায়।
রহিলেন কথোদিন শ্রীবাস-ইচ্ছায় ॥ ৭২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৮। এই পয়ারোক্তির প্রমাণ—"সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ভগবদ্ভক্তি ॥ ভা. ৩।২৯।১৩ ॥"

৬০। দাসেরে—ভক্তকে। "যে মোহোর দাসেরেও"-স্থলে "যে মোর দাসের দাস"-পাঠান্তর।

৬১। "দাস সে মোহোর প্রিয়"-স্থলে "দাসী দাস আমা হৈতে" এবং "সে-ই সে মোহোরে পায়"-স্থলে "মোরে সে-ই পাইবেক"-পাঠান্তর। মোহোর—মোর, আমার। দঢ়—দৃঢ়নিশ্চয়।

৬২। ভক্ষ্য করি—আহার্যের নিমিত্ত।

৬৩। "আসিব সব"-স্থলে "মিলিব আসি" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "আপনে আসিয়া সব মিলিব তোমারে"-পাঠান্তর।

৬৪। জরাগ্রস্ত—বার্দ্ধক্যগ্রস্ত, বৃদ্ধ। বার্দ্ধক্যের গ্লানিযুক্ত।

৬৭। "প্রাণসম তুমি"-স্থলে "প্রাণের সমান", "শ্রীরাম"-স্থলে "শ্রীবাস" এবং "শ্রীবাসের সেবা"-স্থলে "শ্রীবাসেরে তুমি"-পাঠান্তর।

৬৯। লীলায়—অনায়াসে, কোনও চেষ্টাব্যতীত। এই পয়ারোক্তির দুইটি তাৎপর্য হইতে পারে—শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ততঃ অন্ত্যখণ্ড, লেখার সময়ে শ্রীবাসপণ্ডিত প্রকট ছিলেন। অথবা, প্রভুর কৃপার প্রভাবে, শ্রীবাসপণ্ডিতের অন্তর্ধানের পরেও তাঁহার গৃহে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আসিয়া উপস্থিত হয়।

ঠাকুর পণ্ডিত সর্ব্বগোষ্ঠীর সহিতে।
আনন্দে ভাসেন প্রভু দেখিতে দেখিতে ॥ ৭৩
কথোদিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পানীহাটী—রাঘবমন্দিরে ॥ ৭৪
কৃষ্ণকার্য্যে আছেন শ্রীরাঘবপণ্ডিত।
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইলা বিদিত ॥ ৭৫
প্রাণনাথ দেখিয়া শ্রীরাঘবপণ্ডিত।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পৃথিবীত ॥ ৭৬
দৃঢ় করি ধরি রমাবল্লভ-চরণ।
আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন ॥ ৭৭
প্রভুও রাঘবপণ্ডিতেরে করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নয়নের জলে ॥ ৭৮
হেন সে আনন্দ হৈল রাঘবশরীরে।
কোন্ বিধি করিবেন তাহা নাহি স্ফুরে ॥ ৭৯
রাঘবের ভক্তি দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
রাঘবেরে করিলেন শুভদৃষ্টিপাত ॥ ৮০
প্রভু বোলে "রাঘবের আলয়ে আসিয়া।
পাসরিলুঁ সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া ॥ ৮১
গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাঙ রাঘব-আলয় ॥" ৮২
হাসি বোলে প্রভু "শুন রাঘবপণ্ডিত।
কৃষ্ণের রন্ধন গিয়া করহ ত্বরিত ॥" ৮৩
আজ্ঞা পাই শ্রীরাঘব পরমসন্তোষে।
চলিলেন রন্ধন করিতে প্রেমরসে ॥ ৮৪
চিত্তবৃত্তি যতেক মানস আপনার।
সেইরূপে পাক বিপ্র করিলা অপার ॥ ৮৫
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
নিত্যানন্দ সঙ্গে আর যত আপ্তগণ ॥ ৮৬
ভোজন করেন গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীকান্ত।
সকল ব্যঞ্জন প্রভু প্রশংসে' একান্ত ॥ ৮৭
প্রভু বোলে "রাঘবের কি সুন্দর পাক।
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক ॥" ৮৮
রাঘবো প্রভুর প্রীত শাকেতে জানিঞা।
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিঞা ॥ ৮৯
এইমত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন আসি প্রভু করি আচমন ॥ ৯০
রাঘবমন্দিরে শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
গদাধরদাস ধাই আইলা সত্বর ॥ ৯১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭৪। **পানিহাটী**—"কলিকাতার উত্তর—৪।৷. ক্রোশ দূরে গঙ্গাতীরে। অ. প্র."।

৭৫। **কৃষ্ণকার্য্যে**—শ্রীকৃষ্ণসেবার কার্যে। **বিদিত**—উপনীত। "আছেন"-স্থলে "আছিলা"-পঠান্তর।

৭৭। **রমাবল্লভ-চরণ**—লক্ষ্মীর প্রাণবল্লভ প্রভুর চরণ।

৭৮। "নয়নের"-স্থলে "প্রেমানন্দ"-পাঠান্তর।

৮৩। **কৃষ্ণের রন্ধন**—শ্রীকৃষ্ণের ভোগের জন্য রান্না।

৮৫। **চিত্তবৃত্তি যতেক ইত্যাদি**—ভোজন করাইয়া প্রভুর পরিতুষ্টি-সাধনের নিমিত্ত রাঘবের চিত্তে যত রকম বৃত্তির উদয় হইয়াছিল, তাঁহার মনে যত রকম অভিলাষ জাগিয়াছিল, **সেইরূপে ইত্যাদি**—বিপ্র রাঘব-পণ্ডিত, তদনুসারেই অপার (অশেষ রকমের) ব্যঞ্জনাদি রান্না করিলেন।

৮৭। **একান্ত**—বিশেষরূপে, ঐকান্তিকভাবে। "একান্ত"-স্থলে "নিতান্ত"-পাঠান্তর।

৯১। **গদাধর দাস**—"শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-পারিষদ। ইহার শ্রীপাট—কলিকাতার চারিক্রোশ উত্তরে ভাগীরথীতীরে এড়িয়াদহ গ্রামে। গৌ. বৈ. অ.।"

প্রভুর পরম প্রিয়—গদাধরদাস।
ভক্তিসুখে পূর্ণ যার বিগ্রহ প্রকাশ ॥ ৯২
প্রভুও দেখিয়া গদাধর সুকৃতিরে।
শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন তান শিরে ॥ ৯৩
পুরন্দরপণ্ডিত পরমেশ্বরদাস।
যাহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥ ৯৪
সত্বরে ধাইয়া আইলেন সেইক্ষণে।
প্রভু দেখি প্রেমযোগে কান্দে দুইজনে ॥ ৯৫
রঘুনাথবৈদ্য আইলেন ততক্ষণে।
পরম বৈষ্ণব, অন্ত নাহি যার গুণে ॥ ৯৬
এইমত যথা যত বৈষ্ণব আছিলা।
সভেই প্রভুর স্থানে আসিয়া মিলিলা ॥ ৯৭
পানীহাটীগ্রামে হৈল পরম-আনন্দ।
আপনে সাক্ষাতে যথা প্রভু গৌরচন্দ্র ॥ ৯৮
রাঘবপণ্ডিত প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর।
নিভৃতে করিলা কিছু রহস্য-উত্তর ॥ ৯৯
"রাঘব! তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বই ॥ ১০০
এই নিত্যানন্দ যেই করায়েন্ আমারে।
সে-ই করি আমি, এই বলিল তোমারে ॥ ১০১
আমার সকল কর্ম্ম—নিত্যানন্দ-দ্বারে।
এই আমি অকপটে কহিল তোমারে ॥ ১০২
যেই আমি, সে-ই নিত্যানন্দ, ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই ॥ ১০৩
মহাযোগেন্দ্রেরো যাহা পাইতে দুর্ল্লভ।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা হইব সুলভ ॥ ১০৪
এতেকে হইয়া তুমি মহা সাবধান।
নিত্যানন্দ সেবিহ—যেহেন ভগবান্ ॥" ১০৫
মকরধ্বজকর প্রতি শ্রীগৌরচন্দ্র।
বলিলেন "সেবিহ রাঘবপদদ্বন্দ্ব ॥ ১০৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯২। **ভক্তিসুখে ইত্যাদি**—যাঁহার বিগ্রহ (দেহ) যে ভক্তিসুখে পরিপূর্ণ, তাহা প্রকাশ্যেই দৃষ্ট হয়।

৯৩। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "প্রভু দেখি দণ্ডবত গদাধর করে।" এবং "শ্রীচরণ তুলিয়া"-স্থলে "প্রভু শ্রীচরণ তুলি"-পাঠান্তর।

৯৪-৯৫। **পুরন্দর পণ্ডিত**—"২৪ পরগণার শ্রীপাট খড়দহ-নিবাসী। গৌ. বৈ. অ.।" **পরমেশ্বর দাস**—"দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। শ্রীপাট—কেতুগ্রাম বা কাণ্ডগ্রামে ছিল। তথা হইতে খড়দহে বাস করেন। গৌ. বৈ. অ.।" "কান্দে দুই জনে"-স্থলে "করেন ক্রন্দনে"-পাঠান্তর।

৯৬। **রঘুনাথ বৈদ্য**—ইনিও প্রভুর লীলাসঙ্গী ছিলেন। "বৈষ্ণব"-স্থলে "ধার্ম্মিক"-পাঠান্তর।

৯৯। "শ্রীগৌরসুন্দর"-স্থলে "প্রভু গৌরচন্দ্র" এবং "উত্তর"-স্থলে "প্রবন্ধ"-পাঠান্তর।

১০০। **আমার দ্বিতীয় ইত্যাদি**—প্রভু স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া এবং নিত্যানন্দ স্বরূপতঃ বলরাম বলিয়াই একথা বলা হইয়াছে। ২।১২।২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১০৩। "সব"-স্থলে "শেষে"-পাঠান্তর। **এথাই**—এই পানীহাটীতেই।

১০৫। **যে হেন ভগবান্**—ভগবান্‌কে যে ভাবে সেবা করিতে হয়, সেই ভাবে। "যে-হেন"-স্থলে "যেন সাক্ষাৎ"-পাঠান্তর।

১০৬। **মকরধ্বজ কর**—রাঘব পণ্ডিতের অনুগত ভক্ত। শ্রীপাট—পানীহাটী। রাঘবপণ্ডিত প্রভুর জন্য যে "ঝালি" পাঠাইতেন, ইনি তাহার তত্ত্বাবধায়ক থাকিতেন।

রাঘবপণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার।
সে কেবল সুনিশ্চয় জানিহ আমার॥" ১০৭
হেনমতে পানীহাটী-গ্রাম ধন্য করি।
আছিলেন কথোদিন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ ১০৮
তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥ ১০৯
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পঢ়িতে॥ ১১০
শুনিঞা তাহান ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥ ১১১
'বোল বোল' বোলে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করেন সদায়॥ ১১২
সেহো বিপ্র পঢ়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া।
প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া॥ ১১৩
ভক্তির মহিমা-শ্লোক শুনিতে শুনিতে।
পুনঃপুন আছাড় পড়েন পৃথিবীতে॥ ১১৪
হেন সে করেন প্রভু প্রেমার প্রকাশ।
আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোকে পায় ত্রাস॥ ১১৫
এইমত রাত্রি তিনপ্রহর-অবধি।
ভাগবত শুনিঞা নাচিলা গুণনিধি॥ ১১৬
বাহ্য পাই বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
সন্তোষে বিপ্রেরে করিলেন আলিঙ্গন॥ ১১৭
প্রভু বোলে "ভাগবত এমত পঢ়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে॥ ১১৮
এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য্য'।
ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য্য॥" ১১৯
বিপ্র প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি।
সভে করিলেন মহা-জয়-হরি-ধ্বনি॥ ১২০
এইমত প্রতি-গ্রামে গ্রামে গঙ্গাতীরে।
রহিয়া রহিয়া প্রভু ভক্তের মন্দিরে॥ ১২১
সভারি করিয়া মনোরথ পূর্ণ কাম।
পুন আইলেন প্রভু নীলাচল-ধাম॥ ১২২
গৌড়দেশে পুনর্ব্বার প্রভুর বিহার।
ইহা যে শুনয়ে তার দুঃখ নহে আর॥ ১২৩
সর্ব্ব নীলাচল-দেশে উপজিল ধ্বনি।
'পুন আইলেন প্রভু ন্যাসি চূড়ামণি'॥ ১২৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০৭। **আমার**—আমারও সেই রকম প্রীতি। অথবা, আমার প্রতি।

১০৯। **বরাহনগর**—২৪ পরগণা জেলায়, "কলিকাতার ২।৩ মাইল উত্তরে। বরাহনগরের 'মালিপাড়া'-নামক স্থানে 'ভাগবতাচার্য্যের' পাটবাটী অদ্যাপি বর্তমান। স্থানটি গঙ্গাতীরে। অ. প্র.।" **এক ব্রাহ্মণের ঘরে**—এই ব্রাহ্মণের নাম ছিল শ্রীরঘুনাথ পণ্ডিত। শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল।

১১১। **ভক্তিযোগের পঠন**—ভক্তিতাৎপর্যময় অর্থ।

১১৩। **বাহ্য পাসরিয়া**—প্রেমাবেশে বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া। "বাহ্য পাসরিয়া"-স্থলে "বাহু পসারিয়া"-পাঠান্তর।

১১৫। "পায়"-স্থলে "লাগে"-পাঠান্তর। **ত্রাস**—ভয়।

১১৬। **গুণ-নিধি**—অশেষ গুণের আকর শ্রীচৈতন্য। "গুণ"-স্থলে "দয়া"-পাঠান্তর।

১১৯-১২০। **ইহা বই**—ভাগবত-ব্যাখ্যাব্যতীত। **পদবী যোগ্য**—যোগ্য পদবী (উপাধি)।

১২৪। "আইলেন প্রভু ন্যাসি"-স্থলে "আইলেন সর্ব্ব সন্ন্যাসীর" এবং "আইলেন জগন্নাথে ন্যাসি"-পাঠান্তর।

মহানন্দে সর্ব্বলোক 'জয়জয়' বোলে।
"আইলা সচল-জগন্নাথ নীলাচলে॥" ১২৫
শুনি সব উৎকলের পারিষদগণ।
সার্ব্বভৌম-আদি আইলেন সেইক্ষণ॥ ১২৬
চিরদিন প্রভুর বিরহে ভক্তগণ।
আনন্দে প্রভুরে দেখি করেন ক্রন্দন॥ ১২৭
প্রভুও সভারে মহাপ্রেমে করি কোলে।
সিঞ্চিলা সভার অঙ্গ নয়নের জলে॥ ১২৮
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
রহিলেন কাশীমিশ্র-গৃহে কুতূহলে॥ ১২৯
নিরন্তর নৃত্য গীত আনন্দ-আবেশ।
প্রকাশেন গৌরচন্দ্র, দেখে সর্ব্বদেশ॥ ১৩০
কখনো নাচেন জগন্নাথের সম্মুখে।
তিলার্দ্ধেকো বাহ্য নাহি নিজানন্দসুখে॥ ১৩১

চন কাশীমিশ্রেরমন্দিরে।
চন মহাপ্রভু সিন্ধুতীরে॥ ১৩২
ন্তর প্রেমের বিলাস।
অন্য কর্ম্ম নাহিক প্রকাশ॥ ১৩৩
জিলে উঠেন সেইক্ষণে।
ল জগন্নাথ-দরশনে॥ ১৩৪
য়তে যে প্রকাশেন প্রেম।
!—গঙ্গাধারা বহে যেন॥ ১৩৫
ত সব উৎকলের লোক।
আর নাহি রহে দুঃখ শোক॥ ১৩৬
তন্য মহাপ্রভু চলি যায়।
সর্ব্বলোক 'হরিহরি' গায়॥ ১৩৭
পরুদ্রের স্থানে হইল গোচর।
আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর॥" ১৩৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী

১২৬। উৎকলের পারিষদগণ—উৎকলবাসী গৌর-পার্ষদ

১২৭। চিরদিন—বহুদিন, অনেক কাল।

১২৯। কাশীমিশ্র—নীলাচলবাসী পরমভক্ত, রাজা প্র　দ্রর গুরু। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি অনুসারে জানা যায়, প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাব　পরেই তাঁহার গৃহে, গম্ভীরায়, প্রভুর বাসস্থান রাজা প্রতাপরুদ্রকর্তৃক নির্ধারিত হইয়াছিল।

১৩৪। পানিশঙ্খ বাজিলে—শেষরাত্রিতে জগন্নাথের শ　কালে পাণিশঙ্খ বাজিয়া উঠিলে। পাণিশঙ্খ—পাণিদ্বারা (হাতে ধরিয়া) যে শঙ্খ বাজান হয়,　ফেটিলে—স্ফুটিত (বা খোলা) হইলে। "ফেটিলে"-স্থলে "পেটিলে" এবং "ফিটিলে"-পাঠান্তর।

১৩৫। অকথ্য—অনির্বচনীয়, ভাষায় প্রকাশের অযোগ্য। অদ্ভুত—বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক। গঙ্গাধারা—গঙ্গাধারার ন্যায় প্রেমাশ্রুধারা।

১৩৮। এক্ষণে ১৩৮-২০৪-পয়ার-সমূহে রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতি প্রভুর কৃপার কথা বলা হইয়াছে। ৩।৩।২৬০-পয়ারে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, সেই সময়ে প্রতাপরুদ্র উৎকলে ছিলেন না বলিয়া প্রভুর দর্শন পায়েন নাই। গ্রন্থকারের এই পয়ারোক্তি হইতে বুঝা যায়, গৌড়দেশ হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরেই রাজা সর্বপ্রথম প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত নীলাচলে আসিয়াছিলেন। পরবর্তী ২০৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সেইক্ষণে শুনি মাত্র নৃপতি প্রতাপ।
কটক ছাড়িয়া আইলেন জগন্নাথ ॥ ১৩৯
প্রভুরে দেখিতে সে রাজার বড় প্রীত।
প্রভু সে না দেন দরশন কদাচিত ॥ ১৪০
সার্ব্বভৌম-আদি সভা' স্থানে রাজা কহে।
তথাপি প্রভুরে কেহো না জানায় ভয়ে ॥ ১৪১
রাজা বোলে "তুমি সব! যদি কর' ভয়।
অগোচরে আমারে দেখাহ মহাশয় ॥" ১৪২
দেখিয়া রাজার আর্ত্তি সর্ব্বভক্তগণে।
সভে মেলি এই যুক্তি ভাবিলেন মনে ॥ ১৪৩
"যে-সময়ে প্রভু নৃত্য করেন আপনে।
বাহ্যজ্ঞান দৈবে নাহি থাকয়ে তখনে ॥ ১৪৪
রাজাও পরম ভক্ত—সেই অবসরে।
দেখিবেন প্রভুরে, থাকিয়া অগোচরে ॥" ১৪৫
এই যুক্তি সভে কহিলেন রাজাস্থানে।
রাজা বোলে "যে-তে-মতে দেখোঁ মাত্র তানে ॥" ১৪৬
দৈবে একদিন নৃত্য করেন ঈশ্বর।
শুনি রাজা একেশ্বর আইলা সত্বর ॥ ১৪৭
আড়ে থাকি দেখে রাজা নৃত্য করে প্রভু।
পরম-অদ্ভুত!—যাহা নাহি দেখি কভু ॥ ১৪৮
অবিচ্ছিন্ন কত ধারা বহে শ্রীনয়নে।
কম্প স্বেদ বৈবর্ণ্য পুলক ক্ষণে ক্ষণে ॥ ১৪৯
হেন সে আছাড় প্রভু পড়েন ভূমিতে।
হেন নাহি যে বা ত্রাস না পায় দেখিতে ॥ ১৫০
হেন সে করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
শুনিঞা প্রতাপরুদ্র ধরেন শ্রবণ ॥ ১৫১
কখনো করেন হেন রোদন বিরহে।
রাজা দেখে পৃথিবীতে যেন নদী বহে ॥ ১৫২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৩৯। **কটক**—প্রতাপরুদ্রের রাজধানী।

১৪০। **প্রভু সে ইত্যাদি**—প্রভুও কখনও রাজাকে দর্শন দেন না।

১৪১। **ভয়ে**—প্রভু কখনও রাজ-দর্শনে সম্মত হইবেন না; প্রতাপরুদ্রকে দর্শন-দানের কথা প্রভুর নিকটে বলিলে, প্রভু রুষ্ট হইবেন বলিয়া ভয়ে।

১৪২। **যদি কর ভয়**—প্রভুর সাক্ষাতে আমাকে নিয়া, আমাকে প্রভুর দর্শন পাওয়াইতে, যদি তোমাদের ভয় হয়, তাহা হইলে **অগোচরে**—প্রভুর দৃষ্টির অগোচরে, প্রভু যাহাতে আমাকে দেখিতে না পায়েন, এমন ভাবে। **মহাশয়**—প্রভুকে।

১৪৩। **দেখিয়া রাজার আর্ত্তি**—প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত রাজার আর্তি (ব্যাকুলতা) দেখিয়া। "গণে"-স্থলে "গণ" এবং "ভাবিলেন মনে"-স্থলে "ভাবে মনে মন"-পাঠান্তর।

১৪৪। "আপনে"-স্থলে "কীর্ত্তনে"-পাঠান্তর।

১৪৮। **আড়ে**—আড়ালে। প্রভু যাহাতে দেখিতে না পায়েন, এমন স্থানে। "দেখি"-স্থলে "দেখে"-পাঠান্তর।

১৫১। **ধরেন শ্রবণ**—হাত দিয়া কান চাপিয়া ধরেন।

১৫২। **বিরহে**—কৃষ্ণ-বিরহে। ১৪৯-৫২ পয়ারসমূহে প্রভুর যে প্রেম-বিকারের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বিকার বলিয়াই মনে হয়, যাহা একমাত্র কৃষ্ণবিরহার্ত্তা শ্রীরাধার মধ্যেই প্রকাশ পাইতে পারে। ২।১।৪২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এইমত কত হয় অনন্ত বিকার।
কত যায় কত হয় লেখা কত তার॥ ১৫৩
নিরবধি দুই মহাবাহুদণ্ড তুলি।
'হরিবোল' বলিয়া নাচেন কুতূহলী॥ ১৫৪
এইমত নৃত্য প্রভু করি কথোক্ষণে।
বাহ্য প্রকাশিয়া বসিলেন সর্ব্ব-গণে॥ ১৫৫
রাজাও চলিলা অলক্ষিতে সেইক্ষণে।
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য মহানন্দমনে॥ ১৫৬
দেখিয়া অদ্ভুত নৃত্য অদ্ভুত বিকার।
রাজার মনেতে হৈল সন্তোষ অপার॥ ১৫৭
সবে একখানি মাত্র ধরিলেক মনে।
সেহ তান অনুগ্রহ হইবার কারণে॥ ১৫৮
প্রভুর নাসায় যত দিব্য-ধারা বহে।
নিরবধি নাচিতে শ্রীমুখে লালা হয়ে॥ ১৫৯
ধূলায় লালায় নাসিকার প্রেমধারে।
সকল শ্রীঅঙ্গ ব্যাপ্ত কীর্ত্তনবিকারে॥ ১৬০
এ সকল কৃষ্ণভাব না বুঝি নৃপতি।
ঈষত সন্দেহ তান ধরিলেক মতি॥ ১৬১
কারো স্থানে ইহা রাজা না করি প্রকাশ।
পরমসন্তোষে রাজা গেলা নিজ-বাস॥ ১৬২
প্রভুরে দেখিয়া রাজা মহাসুখী হৈয়া।
থাকিলেন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া॥ ১৬৩
'আপনে শ্রীজগন্নাথ ন্যাসিরূপ ধরি।
নিজে সঙ্কীর্ত্তনক্রীড়া করে অবতরি॥' ১৬৪
ঈশ্বর-মায়ায় রাজা মর্ম্ম নাহি জানে।
সেই প্রভু জানাইতে লাগিলা আপনে॥ ১৬৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫৩। বিকার—প্রেম-বিকার। **কত যায় কত হয়**—কত কত প্রেম-বিকারই বা উদিত হইয়া আবার বিলীন হইয়া যায়, আবার কত কত প্রেম-বিকারই বা নূতনভাবে উদিত হয়। **লেখা কত তার**—তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। "কত যায় কত হয়"-স্থলে "কত উপজয়ে ভাব" এবং সর্বশেষ "কত"-স্থলে "নাহি"-পাঠান্তর।

১৫৫। **সর্ব্বগণে**—সমস্ত পার্ষদভক্তগণের সহিত বা মধ্যে।

১৫৭। প্রথম "অদ্ভুত"-স্থলে "প্রভুর"-পাঠান্তর।

১৫৮। **সবে একখানি**—কেবলমাত্র একটি বিষয়ে, **ধরিলেক মনে**—রাজার মনকে ধরিল (রাজার সন্তোষে একটু বিঘ্ন জন্মাইল; অর্থাৎ রাজার মনে একটু দ্বিধা উপস্থিত হইল)। **সেহ তান ইত্যাদি**—সেই দ্বিধাও জন্মিয়াছিল, প্রভুর অনুগ্রহ পাওয়ার নিমিত্ত। অর্থাৎ সেই দ্বিধাই প্রভুর অনুগ্রহ-লাভের হেতু হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী ১৫৯-৬১-পয়ারে রাজার দ্বিধা এবং তাহার পরবর্তী পয়ার-সমূহে প্রভুর অনুগ্রহ কথিত হইয়াছে।

১৫৯। **নাসায়**—নাসিকায়। **দিব্যধারা**—নাসা-জলের পবিত্র স্রোত। **লালা**—লালা-স্রাব। "নাসায়"-স্থলে "নয়নে"-পাঠান্তর।

১৬০। **কীর্ত্তন বিকারে**—কীর্তনকালে প্রেম-বিকারে।

১৬১। প্রভুর এ-সমস্ত **কৃষ্ণভাব** (শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় ভাব বা প্রেম-বিকার—প্রেম-বিকারের মর্ম) বুঝিতে না পারিয়া রাজার মনে **ঈষত** (সামান্য একটু) সন্দেহ জন্মিয়াছিল। **মতি**—বুদ্ধি, মন।

১৬৪-১৬৫। অন্বয়। শ্রীজগন্নাথ নিজেই যে সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করিয়া, জগতে অবতীর্ণ হইয়া,

সুকৃতি প্রতাপরুদ্র রাত্রে স্বপ্ন দেখে।
স্বপ্নে গিয়াছেন জগন্নাথের সম্মুখে ॥ ১৬৬
রাজা দেখে জগন্নাথ-অঙ্গ ধূলাময়।
দুই শ্রীনয়নে যেন গঙ্গাধারা বয় ॥ ১৬৭
দুই নাসিকায় জল পড়ে নিরন্তর।
শ্রীমুখের লালা পড়ে, তিতে কলেবর ॥ ১৬৮
স্বপ্নে রাজা মনে চিন্তে' "এ কিরূপ লীলা।
বুঝিতে না পারি জগন্নাথের কি খেলা ॥" ১৬৯
জগন্নাথ-চরণ স্পর্শিতে রাজা চায়।
জগন্নাথ বোলে "রাজা! এ ত না জুয়ায় ॥ ১৭০
কর্পূর কস্তূরী গন্ধ চন্দন কুঙ্কুমে।
লেপিত তোমার অঙ্গ সকল উত্তমে ॥ ১৭১
আমার শরীর দেখ—ধূলা-লালা-ময়।
আমা' পরশিতে কি তোমার যোগ্য হয় ॥ ১৭২
আমি যে নাচিতে আজি তুমি গিয়াছিলা।
ঘৃণা কৈলে মোর অঙ্গে দেখি ধুলা লালা ॥ ১৭৩
সেই ধূলা লালা দেখ সর্ব্বাঙ্গে আমার।
তুমি মহারাজা—মহারাজার কুমার ॥ ১৭৪
আমারে স্পর্শিতে কি তোমার যোগ্য হয়?"
এত বলি ভৃত্য চা'হি হাসে' দয়াময় ॥ ১৭৫
সেইক্ষণে দেখে রাজা সেই সিংহাসনে।
চৈতন্যগোসাঞি বসি আছেন আপনে ॥ ১৭৬
সেইমত সকল শ্রীঅঙ্গ ধূলাময়।
রাজারে বোলেন হাসি "এ ত যোগ্য নয় ॥ ১৭৭
তুমি যে আমারে ঘৃণা করি গেলা মনে।
আর তুমি আমা' পরশিবা কি কারণে ॥" ১৭৮
এইমত প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা করি।
হাসেন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নরহরি ॥ ১৭৯
রাজার হইল কথোক্ষণে জাগরণ।
জাগিয়া লাগিলা রাজা করিতে ক্রন্দন ॥ ১৮০
"মহা-অপরাধী মুঞি পাপী দুরাচার।
না জানিলুঁ চৈতন্য—ঈশ্বর-অবতার ॥ ১৮১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নিজেই সঙ্কীর্তন-ক্রীড়া করিতেছেন, ঈশ্বরের মায়ায় রাজা সেই মর্ম (রহস্য) জানিতেন না (সে-জন্যই রাজার মনে একটু সন্দেহ জাগিয়াছিল)। সেই প্রভু জগন্নাথই রাজাকে তাহা জানাইতে লাগিলেন। কিরূপে জানাইলেন, পরবর্তী পয়ার-সমূহে তাহা বলা হইয়াছে। "মর্ম্ম নাহি"-স্থলে "এ মর্ম্ম না"-পাঠান্তর।

১৬৬-১৬৭। "রুদ্র"-স্থলে "সেই"-পাঠান্তর। জগন্নাথ-অঙ্গ—জগন্নাথের অঙ্গ।

১৬৮। "নাসিকায়"-স্থলে "শ্রীনাসার"-পাঠান্তর। তিতে—ভিজিয়া যায়। "তিতে"-স্থলে "তিতি"-পাঠান্তর।

১৭০। "চায়"-স্থলে "যায়"-পাঠান্তর। এ ত না জুয়ায়—ইহা (আমার চরণ স্পর্শ করা) তো তোমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে। যুক্তিযুক্ত না হওয়ার হেতু পরবর্তী ১৭১-৭৫ পয়ারে বলা হইয়াছে।

১৭১। গন্ধ—অন্যান্য গন্ধদ্রব্যে। উত্তমে—উত্তম প্রকারে।

১৭২। "আমা"-স্থলে "ইহা"-পাঠান্তর।

১৭৫। তোমার যোগ্য হয়—তোমার পক্ষে কি যুক্তিযুক্ত (সঙ্গত) হয়? এ-সমস্ত হইতেছে রাজার প্রতি জগন্নাথের পরিহাস-কটাক্ষোক্তি।

১৭৯। কৃপা—শ্রীজগন্নাথই যে শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই তথ্য জ্ঞাপনরূপ কৃপা।

১৮১। "না জানিলুঁ চৈতন্য—ঈশ্বর"-স্থলে "না চিনিলুঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"-পাঠান্তর।

জীবের বা কোন্ শক্তি তাহানে জানিতে।
ব্রহ্মাদির মোহ হয় যাঁহার মায়াতে।। ১৮২
এতেকে ক্ষমহ প্রভু! মোর অপরাধ।
নিজ দাস করি মোরে করহ প্রসাদ।।" ১৮৩
আপনে শ্রীজগন্নাথ—চৈতন্যগোসাঞি।
রাজা জানিলেন, ইথে কিছু ভেদ নাঞি।। ১৮৪
বিশেষ উৎকণ্ঠা হৈল প্রভুরে দেখিতে।
তথাপি না পারে কেহো দেখা করাইতে।। ১৮৫
দৈবে একদিন প্রভু পুষ্পের উদ্যানে।
বসিয়া আছেন কথো পারিষদ-সনে।। ১৮৬
একাকী প্রতাপরুদ্র গিয়া সেই স্থানে।
দীর্ঘ হই পড়িলেন প্রভুর চরণে।। ১৮৭
অশ্রু কম্প পুলকে রাজার অন্ত নাঞি।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন সেই-ঠাঞি।। ১৮৮
বিষ্ণুভক্তিচিহ্ন প্রভু দেখিয়া রাজার।
"উঠ' বলি শ্রীহস্ত দিলেন অঙ্গে তাঁর।। ১৮৯
শ্রীহস্তপরশে রাজা পাইয়া চেতন।
প্রভুর চরণ ধরি করেন ক্রন্দন।। ১৯০
"ত্রাহি ত্রাহি কৃপাসিন্ধু সর্ব্বজীবনাথ।
মুঞি-পাতকীরে কর' শুভদৃষ্টিপাত।। ১৯১
ত্রাহি ত্রাহি স্বতন্ত্রবিহারি কৃপাসিন্ধু।
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দীনবন্ধু।। ১৯২
ত্রাহি ত্রাহি সর্ব্ববেদগোপ্য রমাকান্ত!
ত্রাহি ত্রাহি ভক্তজনবল্লভ একান্ত! ১৯৩
ত্রাহি ত্রাহি মহাশুদ্ধসত্ত্বরূপধারি।
ত্রাহি ত্রাহি সঙ্কীর্ত্তনলম্পট মুরারি! ১৯৪
ত্রাহি ত্রাহি অবিজ্ঞাততত্ত্ব-গুণ-নাম!
ত্রাহি ত্রাহি পরমকোমল গুণধাম! ১৯৫
ত্রাহি ত্রাহি অজ-ভব-বন্দ্য-শ্রীচরণ!
ত্রাহি ত্রাহি সন্ন্যাসধর্ম্মের বিভূষণ! ১৯৬
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রভু।
এই কৃপা কর' নাথ না ছাড়িবা কভু।।" ১৯৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৮২। "তাহানে"-স্থলে "আছয়ে"-পাঠান্তর।

১৮৪। "ভেদ"-স্থলে "দ্বিধা"-পাঠান্তর।

১৮৮। "পুলকে রাজার"-স্থলে "পুলক যাহার"-পাঠান্তর।

১৮৯। **বিষ্ণুভক্তি চিহ্ন**—অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক-বিকারই কৃষ্ণভক্তির পরিচায়ক চিহ্ন।

১৯১। "শুভ"-স্থলে "কৃপা"-পাঠান্তর।

১৯২। **স্বতন্ত্রবিহারি**—স্বতন্ত্রবিহারী, সম্বোধনে "স্বতন্ত্রবিহারি।" যিনি স্বাধীনভাবে, আপন ইচ্ছাতে এবং আপন শক্তিতেই বিহার (লীলা, আচরণ) করিয়া থাকেন, তিনি স্বতন্ত্রবিহারী। "স্বতন্ত্রবিহারি"-স্থলে "ভক্তজনে কর"-পাঠান্তর।

১৯৩। **সর্ব্ববেদগোপ্য**—১।৬।১৪৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯৪। **মহাশুদ্ধসত্ত্বরূপধারি**—পরম-পবিত্র শুদ্ধসত্ত্বরূপধারী। ৩।৪।২৪২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। **সঙ্কীর্ত্তনলম্পট**—সঙ্কীর্তন-লোলুপ, সঙ্কীর্তনের আনন্দ আস্বাদনের নিমিত্ত অত্যন্ত লালায়িত।

১৯৫-৯৬। **অবিজ্ঞাততত্ত্ব-গুণ-নাম**—যাঁহার তত্ত্ব, গুণ-মহিমা এবং নাম-মহিমা কেহ জানে না। **বিভূষণ**—অলঙ্কার। **অজ-ভব-বন্দ্য-শ্রীচরণ**—যাঁহার শ্রীচরণ ব্রহ্মা এবং শিবের বন্দনীয় (পূজ্য)।

১৯৭। "নাথ"-স্থলে "মোরে প্রভু"-পাঠান্তর।

শুনি প্রভু প্রতাপরুদ্রের কাকুর্ব্বাদ।
তুষ্ট হই প্রভু তানে করিলা প্রসাদ ॥ ১৯৮
প্রভু বোলে "কৃষ্ণভক্তি হউক তোমার।
কৃষ্ণকার্য্য বিনে তুমি না করিহ আর ॥ ১৯৯
নিরন্তর গিয়া কর' কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
তোমার রক্ষিতা—বিষ্ণুচক্র-সুদর্শন ॥ ২০০
তুমি, সার্ব্বভৌম, আর রামানন্দরায়।
তিনের নিমিত্ত মুঞি আইলুঁ এথায় ॥ ২০১
সবে একখানি বাক্য করিবা আমার।
মোরে না করিবা তুমি কোথাও প্রচার ॥ ২০২
এ সে নহে, আমারে প্রচার কর' তুমি।
তবে এথা ছাড়ি সত্য চলিবাঙ আমি ॥" ২০৩
এত বলি আপন গলার মালা দিয়া।
বিদায় দিলেন তানে সন্তোষ হইয়া ॥ ২০৪
চলিলা প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা করি শিরে।
দণ্ডবত পুনঃপুন করিয়া প্রভুরে ॥ ২০৫
প্রভু দেখি নৃপতি হইলা পূর্ণকাম।
নিরবধি করেন চৈতন্যপদ-ধ্যান ॥ ২০৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৯৮। কাকুর্ব্বাদ—দৈন্য-বিনয়সূচক বাক্য।

২০০। রক্ষিতা—রক্ষাকর্তা।

২০২। বাক্য করিবা—বাক্য পালন করিবা। প্রচার—প্রকাশ।

২০৩। এ সে নহে—ইহা যদি না হয়, অর্থাৎ আমাকে যদি গোপন না কর। "এ সে নহে"-স্থলে "নহে যদি" এবং "এবে যদি"-পাঠান্তর।

২০৫। "দণ্ডবত"-স্থলে "প্রদক্ষিণ"-পাঠান্তর।

২০৬। "পদ"-স্থলে "চন্দ্র"-পাঠান্তর।

১৩৮-২০৬-পয়ার-সমূহে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। স্বপ্নযোগে প্রভু রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতি যে কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হয়তো গ্রন্থকারের জ্ঞাত একটি নূতন তথ্য। কিন্তু এই বর্ণনার কয়েকটি বিষয়ের সহিত কবিরাজগোস্বামীর উক্তির যে সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না, তাহাই বলা হইতেছে।

ক। শ্রীল বৃন্দাবনদাস বলেন, গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবনে যাওয়ার কথা বলিয়া প্রভু যেবার গৌড়দেশে গিয়াছিলেন, সেইবার গৌড়দেশ হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরেই রাজা প্রতাপরুদ্র সর্বপ্রথম গৌর-দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া, তাঁহাকে গৌর-দর্শন করাইবার নিমিত্ত সার্বভৌমাদিকে সাধাসাধি করিয়াছিলেন (পূর্ববর্তী ১৩৮ পয়ার ও তাহার টীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু কবিরাজগোস্বামী বলেন, দক্ষিণদেশ হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের "অল্পকাল" পূর্বে, রাজা সর্বপ্রথমে গৌর-দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া, তাঁহাকে গৌর-দর্শন করাইবার নিমিত্ত সার্বভৌমকে অনুরোধ করিয়াছিলেন (চৈ. চ. ২।১০।২-১৭)। কবিরাজের কথিত সময়টি হইতেছে, প্রভুর সর্বপ্রথম নীলাচলে উপস্থিতির প্রায় সোয়া দুই বৎসর পরে, ১৪৩৪ শকের বৈশাখে এবং বৃন্দাবনদাসের কথিত সময়টি হইতেছে প্রভুর সর্বপ্রথম নীলাচলে উপস্থিতির প্রায় সোয়া পাঁচ বৎসর পরে ১৪৩৭ শাকের বৈশাখে।

খ। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের উক্তি অনুসারে, গৌড়দেশ হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রতাপরুদ্র প্রভুর দর্শন পায়েন নাই। প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরেই তিনি প্রভুর দর্শন এবং কৃপা লাভ করিয়াছিলেন (পূর্ববর্তী ১৪২-২০৬ পয়ার)। কিন্তু কবিরাজগোস্বামী বলেন, প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে এবং নীলাচল হইতে গৌড়দেশ গমনের অনেক পূর্বেই প্রতাপরুদ্র প্রভুর দর্শন এবং কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। কবিরাজ লিখিয়াছেন, দক্ষিণদেশ হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের "অল্পকাল" পূর্বে সার্বভৌমের নিকটে রাজা যখন প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত আর্তি জানাইলেন, তখন সার্বভৌম রাজাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার পক্ষে প্রভুর দর্শন সম্ভব নয়। কেন না, প্রভু বিরক্তসন্ন্যাসী, নির্জনে থাকেন। স্বপ্নেও তিনি রাজ-দর্শন করেন না। তথাপি প্রভু এখানে থাকিলে, কোনওপ্রকারে (অর্থাৎ তোমাকে প্রভুর অগোচরে রাখিয়া) দর্শন করাইতে পারিতাম ; কিন্তু তিনি এখন এখানে নাই, দক্ষিণদেশে গিয়াছেন, অল্পকাল মধ্যেই ফিরিয়া আসিবেন। চৈ. চ. ২।১০।২-৮ এবং ২।১০।১৬-১৭ ॥" প্রতাপরুদ্র সার্বভৌমকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, প্রভু যখন ফিরিয়া আসিবেন, তখন যেন সার্বভৌম প্রভুর চরণে তাঁহার দর্শনোৎকণ্ঠা নিবেদিত করেন। সার্বভৌম প্রভুর নিকটে রাজার উৎকণ্ঠার কথা জানাইয়াছিলেন। প্রভু সার্বভৌমের কথা শুনিয়া কর্ণে হস্ত দিয়া "নারায়ণ" স্মরণ করিলেন এবং সার্বভৌমকে বলিলেন— "তুমি অযোগ্য কথা বলিতেছ। আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী। আমার পক্ষে রাজ-দর্শন এবং স্ত্রীলোকের দর্শন বিষ-ভক্ষণের তুল্য। পুনরায় যদি এ-কথা মুখে আন, তাহা হইলে আমাকে আর নীলাচলে দেখিবে না।" সার্বভৌম ভয় পাইয়া আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন (চৈ. চ. ২।১১।২-১০)। সার্বভৌম পত্র লিখিয়া এই সংবাদ রাজাকে জানাইলেন। রাজা মর্মাহত হইয়া সার্বভৌমকে চিঠি লিখিয়া জানাইলেন, সার্বভৌম যেন প্রভুর পার্ষদভক্তদিগের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের কৃপা হইলে প্রভুর চরণ দর্শন সম্ভব হইবে। রাজা আরও লিখিলেন—"প্রভুর কৃপা যদি না পাই, তাহা হইলে আমি রাজত্ব ছাড়িব, ভিখারী হইব, প্রাণত্যাগ করিব।" রাজার পত্র পাইয়া সার্বভৌম অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দাদির নিকটে গিয়া রাজার বিবরণ সমস্ত বলিলেন এবং রাজার পত্রও দেখাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দাদিও চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা সকলে গিয়া প্রভুর নিকটে রাজার আর্তি জ্ঞাপন করিলেন। প্রভু রুষ্ট হইলেন। তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট হইতে কৌশলে প্রভুর একখানি বহির্বাস আদায় করিয়া সার্বভৌমের নিকটে দিলেন। সার্বভৌম সেই বহির্বাস রাজাকে পাঠাইলেন। বহির্বাস পাইয়াই রাজা প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং প্রভুজ্ঞানে বহির্বাসের সেবা-পূজা করিতে লাগিলেন (চৈ. চ. ২।১২।৩-৩৫)। এমন সময় রায়রামানন্দ, প্রভুর ইচ্ছানুসারে, রাজকার্য ছাড়িয়া নীলাচলে প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে অবস্থানের উদ্দেশ্যে, রাজার নিকটে তাঁহার কার্যভার বুঝাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত রাজার নিকটে কটকে আসিলেন। রাজা সানন্দে রামানন্দকে প্রভুর চরণসেবার আদেশ দিয়া, প্রভুর চরণে তাঁহার উৎকণ্ঠা জানাইবার জন্য রামানন্দকে অনুরোধ করিলেন এবং রামানন্দের সঙ্গেই নীলাচলে আসিলেন। রামানন্দও প্রভুর নিকটে, প্রভুর প্রতি রাজার প্রীতির কথা বলিয়া প্রভুর মন দ্রবীভূত করিলেন। পরে এক দিন রাজাকে দর্শন দেওয়ার জন্য রামানন্দ প্রার্থনা জানাইলেন এবং বলিলেন, প্রভুর কৃপা না পাইলে রাজা প্রাণত্যাগ করিতেও প্রস্তুত। প্রভু কিছুতেই সম্মত হইলেন না। রামানন্দের আগ্রহাতিশয্যে শেষে

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলিলেন—"রাজার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার অসম্ভব। তবে এক রাজাপুত্রকে আমার নিকটে আনিতে পার। 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।'" রামানন্দ রাজপুত্রকে প্রভুর নিকটে আনিলেন, প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করামাত্রই প্রেমাবেশে রাজপুত্র অস্থির হইয়া পড়িলেন। রামানন্দ কোনও রকমে রাজপুত্রকে রাজার নিকটে আনিলেন। পুত্রের দর্শনেই রাজা বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া মহা-প্রেমাবিষ্ট হইলেন (চৈ. চ. ২।১২।৩৬-৬৪)।

তাহার পরে জগন্নাথের রথযাত্রা আসিয়া উপস্থিত হইল। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া প্রভু পার্ষদবৃন্দের সহিত প্রাতঃকৃত্য করিয়া জগন্নাথের মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন, রাজা প্রতাপরুদ্র স্বর্ণ-সম্মার্জনী-দ্বারা জগন্নাথের রথের পথ সম্মার্জিত করিতেছেন এবং চন্দন-জলে পথের সিঞ্চন করিতেছেন। রাজার এই তুচ্ছসেবা দেখিয়া প্রভু অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন (চৈ. চ. ২।১৩।১৪-১৭)। রথের অগ্রভাগে প্রভু কীর্তনের ব্যবস্থা করিয়া প্রেমাবেশে বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নাচিতে নাচিতে এক সময় প্রতাপরুদ্রের সম্মুখে যাইয়া ভূ-পতিত হইতেছিলেন, দেখিয়া প্রতাপরুদ্র হাত দিয়া ধরিয়া ভূ-পতন হইতে প্রভুকে রক্ষা করিলেন। রাজার স্পর্শে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল এবং সম্মুখে রাজাকে দেখিয়া "ছি ছি! বিষয়ি-স্পর্শ হইল আমার" বলিয়া প্রভু নিজেকে ধিক্কার দিলেন। নিজের অপরাধ হইয়াছে মনে করিয়া রাজা ভীত হইলেন এবং সার্বভৌমকে তাহা জানাইলেন। সার্বভৌম রাজাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"তোমার ভয় নাই। প্রভু অন্তরে তোমার প্রতি প্রসন্ন। কেবল লোক-শিক্ষার নিমিত্ত ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। অবসর মত আমি তোমাকে বলিব, তুমি প্রভুর নিকটে যাইও। (চৈ. চ. ২।১৩।২৮-১৮০)।" ঐ সময়ের মধ্যে প্রতাপরুদ্র প্রভুর অনেক ঐশ্বর্য দেখিয়াও বিস্মিত হইয়াছেন। রথ চলিতে চলিতে বলগণ্ডী-নামক স্থানে আসিয়া চিরপ্রচলিতপ্রথা-অনুসারে কিছুকাল বিশ্রাম করিল। সেই সময়ে প্রভু নিকটবর্তী এক উদ্যানে যাইয়া, উদ্যানস্থ এক কুটীরের দাওয়ায় প্রেমাবিষ্ট হইয়া শুইয়া রহিলেন। ভক্তগণ বৃক্ষতলে-তলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, সার্বভৌমের উপদেশ অনুসারে, রাজা প্রতাপরুদ্র রাজবেশ পরিত্যাগপূর্বক বৈষ্ণবের বেশে সেই উদ্যানে প্রবেশ করিয়া ভক্তদের চরণে প্রণিপাত করিয়া, তাঁহাদের অনুমতি লইয়া, প্রভুর নিকটে যাইয়া প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের অন্তর্গত "জয়তি তেঽধিকম্"-অধ্যায় আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। যখন তিনি "তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্। শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ভা. ১০।৩১।৯॥"—ভাগবতের এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন, তখন প্রভু উঠিয়া "ভূরিদা ভূরিদা" বলিয়া রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন—"কে তুমি করিলে মোর হিত। আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত ॥" কে এই "তব কথামৃতম্"-শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন, তাহা প্রভু জানিতেন না। "ইহা নাহি জানে—'এহো হয় কোন জন' ॥" যাহা হউক, প্রভুর কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন—"আমি তোমার দাসের অনুদাস। ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে—এই মোর আশ ॥ তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল। কাহাঁ না কহিও ইহা—নিষেধ করিল ॥" পরে "দণ্ডবৎ করি রাজা বাহিরে চলিলা। যোড়হাত করি সব ভক্তেরে বন্দিলা ॥" (চৈ. চ. ২।১৩।১৮৫-

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯৬ ; ২।১৪।৩-২০)। যে বৎসরের রথযাত্রার কথা এ-স্থলে বর্ণিত হইল, সেই বৎসর শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও সে-স্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার স্তবমালায় এই লীলার উল্লেখ করিয়াছেন। কবিরাজ-গোস্বামী তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কবিরাজগোস্বামীর একজন শিক্ষাগুরুও ছিলেন। সাক্ষাদ্‌ভাবেও কবিরাজ তাঁহার মুখে বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়াছেন। যাহা হউক, উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের লিখিত সময়ের প্রায় তিন বৎসর পূর্বেই রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর দর্শন, অসাধারণ কৃপা এবং স্বরূপ-তত্ত্বের অনুভব লাভ করিয়াছিলেন।

গ। কবিরাজগোস্বামী আরও লিখিয়াছেন—নীলাচল হইতে গৌড়দেশে গমনের পথে প্রভু কটকে আসিয়া গোপাল দর্শনপূর্বক গোপালের অঙ্গনে যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন সংবাদ পাইয়া রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর নিকটে আসিয়া প্রেমাবেশে প্রভুর স্তব-স্তুতি করিয়াছিলেন, প্রভুও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। প্রভুর গৌড়-গমনের কথা জানিয়া, গৌড়-গমনের পথে, রাজার নিজের রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রভু যাহাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে এবং নিরাপদে যাইতে পারেন, বিশেষ প্রীতিও যত্নের সহিত রাজা সেই ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন (চৈ. চ. ২।১৬।৯৯-১১৫)। এই যাত্রায় সার্বভৌমও প্রভুর সঙ্গে কটক পর্যন্ত আসিয়াছিলেন (চৈ. চ. ২।১৬।১৪২)।

ঘ। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, সন্ন্যাসের পরে নীলাচলে গিয়া প্রভু সমুদ্রতীরে এমন এক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন, যে-স্থান হইতে সমুদ্রের তরঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইত (৩।৩।১৭৪-৯৯)। ৩।৫।১২৯-পয়ারেই বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, নীলাচল হইতে গৌড়ে গমনের পরে প্রভু যখন নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন, তখনই তিনি কাশীমিশ্রের গৃহে বাস করিতে থাকেন। কিন্তু কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন, সন্ন্যাসের পরে নীলাচলে আসিয়া সার্বভৌমের ব্যবস্থামত প্রভু সার্বভৌমের মাতৃষ্বসা-গৃহে বাস করিতেন (চৈ. চ. ২।৬।৬৪)। দক্ষিণদেশে গমনের সময় পর্যন্ত প্রভু এ-স্থানেই থাকিতেন। যে দিন প্রভু দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তাহার পরের দিন হইতেই, সার্বভৌমের অনুরোধে রাজা প্রতাপরুদ্রের ব্যবস্থা অনুসারে, কাশীমিশ্রের গৃহে বাস করিতে থাকেন (চৈ. চ. ২।১০।১৭-২৬)।

ঙ। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর লিখিয়াছেন—নীলাচল হইতে গৌড়দেশে যাইয়া গৌড়দেশ হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে, রাজা প্রতাপরুদ্র সার্বভৌমাদি ভক্তগণের নিকটে গৌরের দর্শনের জন্য আর্তি জানাইলেন। ভক্তগণের পরামর্শে, প্রভুর দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া প্রতাপরুদ্র প্রভুর প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্তন ও অদ্ভুত প্রেমবিকার দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন ; কিন্তু প্রভুর অঙ্গে ধূলা, লালা ও নাসাস্রাবাদি দেখিয়া রাজার দ্বিধা এবং একটু ঘৃণার উদয় হইল। রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নযোগে জগন্নাথ ও প্রভুকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার সংশয় দূরীভূত হইল, তিনি প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইলেন। পরে একদিন প্রভু যখন ভক্তবৃন্দের সহিত এক নিভৃত উদ্যানে বসিয়াছিলেন, তখন রাজা তাঁহার নিকটে যাইয়া ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিলেন এবং আনন্দাবেশে মূর্ছিত হইলেন। প্রভুর হস্তস্পর্শে চেতনা লাভ করিয়া প্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন এবং প্রভুও তাঁহার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিলেন (পূর্ববর্তী ১৪২-২০৩ পয়ার)। কিন্তু কবিরাজগোস্বামীর বিবরণে ইহার নাম-গন্ধও নাই। কবিরাজের প্রদত্ত

প্রতাপরুদ্রের প্রভু-সহ দরশন।
ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে প্রেমধন ॥ ২০৭
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
রহিলেন কীর্ত্তনবিহারকুতূহলে ॥ ২০৮
উৎকলে জন্মিয়াছিলা যত অনুচর।
সভে চিনিলেন নিজ প্রাণের ঈশ্বর ॥ ২০৯
শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র—কৃষ্ণসুখের সাগর।
আত্মপদ যারে দিলা শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ২১০
শ্রীপরমানন্দ-মহাপাত্র মহাশয়।
যার তনু শ্রীচৈতন্যভক্তিরসময় ॥ ২১১
কাশীমিশ্র প্রেম-বিহ্বল কৃষ্ণরসে।
আপনে রহিলা প্রভু যাহার আবাসে ॥ ২১২
এইমত প্রভু সর্ব্ব ভৃত্য করি সঙ্গে।
নিরবধি গোঙায়েন সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ ২১৩
যতযত উদাসীন শ্রীচৈতন্যদাস।
সভে করিলেন আসি নীলাচলে বাস ॥ ২১৪
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু—পরম উদ্দাম।
সর্ব্বনীলাচলে ভ্রমে' মহাজ্যোতির্ধাম ॥ ২১৫
নিরবধি পরানন্দরসে উনমত্ত।
লখিতে না পারে কেহো—অবিজ্ঞাততত্ত্ব ॥ ২১৬
সদাই জপেন নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
স্বপ্নেও নাহিক নিত্যানন্দমুখে অন্য ॥ ২১৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিবরণের কোনও স্থলেই, বৃন্দাবনদাসের উল্লিখিত বিবরণের সংযোগও সম্ভব নয়। কবিরাজের বর্ণনা অনুসারে, প্রতাপরুদ্র যখন সার্বভৌমের নিকটে প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত আর্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার পূর্বে, বৃন্দাবনদাসের কথিত এই ঘটনা হওয়া সম্ভব নয়; কেননা, তাহা হইয়া থাকিলে, সার্বভৌমের নিকটে প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত রাজার আর্তি-প্রকাশের কোনও হেতুই থাকিতে পারে না। দক্ষিণদেশ হইতে প্রভুর প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী রথযাত্রা-কালে তো রাজা প্রভুর দর্শন, কৃপা এবং স্বরূপানুভব লাভ করিয়াছেন। তাহার পরেও বৃন্দাবনদাস-কথিত বিবরণের যোজনা করা যায় না।

এ-পর্যন্ত কবিরাজগোস্বামীর বিবরণ হইতে, প্রভু ও প্রতাপরুদ্র সম্বন্ধে যে সকল ঘটনার উল্লেখ করা হইল, তাহাদের প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গেই সার্বভৌম সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সার্বভৌমের নিকটে স্বরূপ-দামোদর সমস্তই শুনিয়াছেন এবং তাঁহার কড়চায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবিরাজগোস্বামী সেই কড়চা অনুসারেই তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণ লিখিয়াছেন। কোনও কোনও ঘটনার বিবরণ যে তিনি রূপগোস্বামীর নিকটে শুনিয়াছেন, তাহাও পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং কবিরাজগোস্বামীর প্রদত্ত বিবরণ উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। পূর্ব্ববর্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে, ১৩৮-২০৬-পয়ারসমূহে কথিত বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের বিবরণের সহিত কবিরাজগোস্বামীর বিবরণের সঙ্গতি নাই, বরং বিরোধ আছে। সুতরাং বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের প্রদত্ত বিবরণের স্বরূপ সুধীগণের বিবেচ্য।

২১২। "কৃষ্ণ"-স্থলে "প্রেম"-পাঠান্তর।

২১৪-২১৫। **উদাসীন**—সন্ন্যাসী। **পরম উদ্দাম**—অত্যন্ত প্রেমোদ্দাম।

২১৬। **অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব**—যাঁহার স্বরূপতত্ত্ব কেহ অবগত নহেন। ২।৩।১৭১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **উনমত্ত**—উন্মত্ত। প্রেমোন্মত্ত।

২১৭। **সদাই জপেন ইত্যাদি**—শ্রীনিত্যানন্দ সর্বদাই "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"-নাম জপ করিতেন।

যেন রামচন্দ্রে লক্ষ্মণের রতি মতি।
সেইমত নিত্যানন্দো শ্রীচৈতন্য প্রতি ॥ ২১৮
নিত্যানন্দপ্রসাদে সে সকল সংসার।
অদ্যাপিহ গায় শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥ ২১৯
হেনমতে মহাপ্রভু—চৈতন্য নিতাই।
নীলাচলে বসতি করেন দুই ভাই ॥ ২২০
একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি।
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দ সঙ্গে করি ॥ ২২১
প্রভু বোলে "শুন নিত্যানন্দ মহামতি!
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপপ্রতি ॥ ২২২
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজমুখে।
'মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসা'ব প্রেমসুখে ॥' ২২৩
তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম্ম করি।
আপন-উদ্দাম-ভাব সব পরিহরি ॥ ২২৪
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বোল দেখি আর কে বা করিব উদ্ধার ॥ ২২৫
ভক্তিরসদাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে ॥ ২২৬
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও ॥ ২২৭
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর' গিয়া সভার মোচন ॥" ২২৮
আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র সেইক্ষণে।
চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজ-গণে ॥ ২২৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২১৮। "রামচন্দ্রে লক্ষ্মণের"-স্থলে "রামচন্দ্রলক্ষ্মণে" এবং "প্রতি"-স্থলে "গতি" এবং "প্রীতি"-পাঠান্তর।

২২২। "সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ"-স্থলে "অবিলম্বে চল তুমি গৌড়দেশ"-পাঠান্তর।

২২৭-২২৮। যদি সত্য চাও—যদি তোমার অবতরণকে, অথবা আমার প্রতিজ্ঞাকে (২২৩ পয়ার), সত্য (সার্থক) করিতে চাও। "পতিত"-স্থলে "দরিদ্র"-পাঠান্তর।

২২৯। আজ্ঞা পাই—গৌরের আদেশ পাইয়া। ২২১-পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া কতিপয় পয়ার হইতে জানা যায়, গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরেই মহাপ্রভু নিত্যানন্দের সহিত নিভৃতে কথাবার্তা বলিয়া, মূর্খ-নীচ-পতিতাদিকেও প্রেমভক্তি বিতরণের নিমিত্ত, নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে পাঠাইয়াছিলেন এবং রামদাসাদি আপ্তগণের সহিত নিত্যানন্দও গৌড়ে আসিলেন (পরবর্তী ২৩০-৩৩ পয়ার)। কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামী বলেন, প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রথম রথ-যাত্রা উপলক্ষ্যে, তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে গিয়াছিলেন। চাতুর্মাস্যের পরে তাঁহাদের দেশে প্রত্যাবর্তনের সময়ে, "এক দিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লৈয়া। দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥ চৈ. চ. ২।১৫।৩৮ ॥ তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বোলাইল। 'গৌড়দেশে যাহ সভে' বিদায় করিল ॥ চৈ. চ. ২।১৫।৪০ ॥ নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল—যাহ গৌড়দেশে। অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥ রামদাস-গদাধর আদি কথোজনে। তোমার সহায় লাগি দিল তোমাসনে ॥ চৈ. চ. ২।১৫।৪৩-৪৪ ॥" বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বোধ হয় এ-স্থলে ঘটনার ঐতিহাসিক ক্রম রক্ষা করেন নাই। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন— "এ-সব কথার অনুক্রম নাহি জানি। যে-তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥ ৩।৪।৫১৪ ॥" (৩।৭।৩-শ্লোকব্যাখ্যাদ্রষ্টব্য)।

রামদাস গদাধরদাস মহাশয়।
রঘুনাথ-বেজ-ওঝা—ভক্তিরসময় ।। ২৩০
কৃষ্ণদাসপণ্ডিত পরমেশ্বরদাস।
পুরন্দরপণ্ডিতের পরম উল্লাস ।। ২৩১
নিত্যানন্দস্বরূপের যত আপ্তগণ।
নিত্যানন্দসঙ্গে সভে করিলা গমন ।। ২৩২
চলিলেন নিত্যানন্দ গৌড়দেশ-প্রতি।
সর্ব্বপারিষদগণ করিয়া সংহতি ।। ২৩৩
পথে চলিতেই নিত্যানন্দ-মহাশয়।
সর্ব্ব-পারিষদ করিলেন প্রেমময় ।। ২৩৪
সভার হইল আত্মবিস্মৃতি অত্যন্ত।
কার দেহে কত ভাব নাহি হয় অন্ত ।। ২৩৫
প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাস।
তান দেহে হইলেন গোপাল-প্রকাশ ।। ২৩৬
মধ্যপথে রামদাস ত্রিভঙ্গ হইয়া।
আছিলা প্রহর-তিন বাহ্য পাসরিয়া ।। ২৩৭
হইলা রাধিকাভাব—গদাধরদাসে।
'দধি কে কিনিব ?' বলি মহা অট্ট হাসে' ।। ২৩৮
রঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায় মহামতি।
হইলেন মূর্ত্তিমতী যেহেন রেবতী ।। ২৩৯
কৃষ্ণদাস পরমেশ্বরদাস—দুইজন।
গোপাল-ভাবে হৈ হৈ করে সর্ব্বক্ষণ ।। ২৪০
পুরন্দরপণ্ডিত গাছেতে গিয়া চঢে।
'মুঞি রে অঙ্গদ' বলি লাফ দিয়া পড়ে ।। ২৪১
এইমত নিত্যানন্দ—শ্রীঅনন্তধাম।
সভারে দিলেন ভাব পরম-উদ্দাম ।। ২৪২
দণ্ড-পথ ছাড়ি সভে ক্রোশ দুই চারি।
যায়েন দক্ষিণ-বামে আপনা' পাসরি ।। ২৪৩
কথোক্ষণে পথ জিজ্ঞাসেন লোকস্থানে।
"বোল ভাই ! গঙ্গাতীরে যাইব কেমনে ।।" ২৪৪
লোক বোলে "হায় হায় পথ পাসরিলা।
দুই-প্রহরের পথ ফিরিয়া আইলা ।।" ২৪৫
লোকবাক্যে ফিরিয়া যায়েন যথা পথ।
পুন পথ ছাড়িয়া যায়েন সেইমত ।। ২৪৬
পুন পথ জিজ্ঞাসা করেন লোক-স্থানে।
লোক বোলে "পথ রৈল দশক্রোশ বামে ।।" ২৪৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৩০। বেজ—বৈদ্য। ওঝা—উপাধ্যায়।

২৩৬। গোপাল-প্রকাশ—গোপাল-শ্রীকৃষ্ণের আবেশ।

২৩৯। রেবতী—বলরাম-কান্তা।

২৪০। গোপাল-ভাবে—ব্রজরাখালের ভাবে আবিষ্ট হইয়া। হৈ হৈ—গাভীদিগের প্রতি ব্রজরাখালদের উক্তি। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "গোপভাবে হৈ হৈ করেন অনুক্ষণ"-পাঠান্তর।

২৪১। অঙ্গদ—কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি-বালির পুত্র, শ্রীরামচন্দ্রের অনুচর।

২৪২। ভাব—প্রেম।

২৪৩। দণ্ডপথ—"সোজা পথ বা সদর পথ। উৎকলদেশে সচরাচর 'দাণ্ড' বলিতে পথ বা রাস্তা বুঝায়। অ. প্র.।" "দণ্ড-পথ ছাড়ি"-স্থলে "রাজপথ ছাড়ি" এবং "দণ্ডে পথ চলে"-পাঠান্তর।

২৪৫। ফিরিয়া—উল্টা বা বিপরীত দিকে। "হায় হায়"-স্থলে "মহাশয়"-পাঠান্তর।

২৪৬। "ফিরিয়া"-স্থলে "হাসিয়া"-পাঠান্তর। তাঁহারা প্রেমাবেশে মত্ত; তাই দুঃখ হইল না, কৌতুকের অনুভবে হাসিতে লাগিলেন।

পুন হাসি সভেই চলেন পথ যথা।
নিজ দেহ না জানেন, পথের কা কথা ॥ ২৪৮
যত দেহধর্ম্ম—ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় দুঃখ।
কাহারো নাহিক—পাই পরানন্দসুখ ॥ ২৪৯
পথে যত লীলা করিলেন নিত্যানন্দ।
কে বর্ণিব—কে বা জানে—সকলি অনন্ত ॥ ২৫০
হেনমতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্তধাম।
আইলেন গঙ্গাতীরে পানীহাটীগ্রাম ॥ ২৫১
রাঘবপণ্ডিতগৃহে সর্ব্বাদ্য আসিয়া।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ লৈয়া ॥ ২৫২
পরম আনন্দ হৈলা রাঘবপণ্ডিত।
শ্রীমকরধ্বজ-কর গোষ্ঠীর সহিত ॥ ২৫৩
হেনমতে নিত্যানন্দ পানীহাটী গ্রামে।
রহিলেন সকল-পার্ষদগণ-সনে ॥ ২৫৪
নিরন্তর পরানন্দে করেন হুঙ্কার।
বিহ্বলতা বই দেহে বাহ্য নাহি আর ॥ ২৫৫
নৃত্য করিবারে ইচ্ছা হইল অন্তরে।
গায়ক সকল আসি মিলিল সত্বরে ॥ ২৫৬
সুকৃতি মাধবঘোষ—কীর্ত্তনে তৎপর।
তেন কীর্ত্তনিয়া নাহি পৃথিবীভিতর ॥ ২৫৭
যাহারে কহেন—বৃন্দাবনের গায়ন।
নিত্যানন্দস্বরূপের মহাপ্রিয়তম ॥ ২৫৮
মাধব গোবিন্দ বাসুদেব—তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা, নাচে ঈশ্বর-নিতাই ॥ ২৫৯
হেন সে নাচেন অবধূত মহাবল।
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল ॥ ২৬০
নিরবধি 'হরি' বলি করেন হুঙ্কার।
আছাড় দেখিতে লোকে লাগে চমৎকার ॥ ২৬১
যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে।
সে-ই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে ॥ ২৬২
পরিপূর্ণ প্রেমরসময় নিত্যানন্দ।
সংসার তারিতে করিলেন শুভারম্ভ ॥ ২৬৩
যতেক আছয়ে প্রেমভক্তির বিকার।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করেন অপার ॥ ২৬৪
কথোক্ষণে বসিলেন খট্টার উপরে।
আজ্ঞা হৈল অভিষেক করিবার তরে ॥ ২৬৫
রাঘবপণ্ডিত-আদি পারিষদগণে।
অভিষেক করিতে লাগিলা সেইক্ষণে ॥ ২৬৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৪৮। "হাসি"-স্থলে "আসি" এবং "কা"-স্থলে "কি"-পাঠান্তর।

২৪৯। পাই—পাইয়া।

২৫০। সকলি অনন্ত—শ্রীনিত্যানন্দের সমস্ত লীলাই অনন্ত। অথবা নিত্যানন্দের সকল লীলাই সহস্রবদন অনন্তদেব জানেন এবং বর্ণিতে পারেন। অথবা, শ্রীনিত্যানন্দ নিজেই অনন্ত (অন্তহীন), তাঁহার লীলাসকলও অন্তহীন—সুতরাং তাহা কেহ জানেও না, বর্ণনা করিতেও পারে না।

২৫২। সর্ব্বাদ্য—সর্বাগ্রে।

২৫৩। "শ্রীমকরধ্বজকর"-স্থলে "মকরধ্বজকর সব"-পাঠান্তর।

২৫৭। তেন—সেইরূপ, মাধব ঘোষের মত।

২৫৮। গায়ন—গানকর্তা। গায়ক।

২৬০। অবধূত—নিত্যানন্দ। ১।৬।৩৩৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৬৪। "সব প্রকাশিয়া"-স্থলে "সকল প্রকাশে"-পাঠান্তর।

সহস্র সহস্র ঘট আনি গঙ্গাজল ।
নানাগন্ধে সুবাসিত করিয়া সকল ॥ ২৬৭
সন্তোষে সভেই দেন শ্রীমস্তকোপরি ।
চতুর্দ্দিগে সভেই বোলেন 'হরি হরি' ॥ ২৬৮
সভেই পড়েন অভিষেকমন্ত্র-গীত ।
পরানন্দে সভেই হইলা আনন্দিত ॥ ২৬৯
অভিষেক করাইয়া নূতন বসন ।
পরাইয়া লেপিলেন শ্রীঅঙ্গে চন্দন ॥ ২৭০
দিব্য দিব্য বনমালা তুলসী-সহিতে ।
পীন-বক্ষ পূর্ণ করিলেন নানামতে ॥ ২৭১
তবে দিব্য-খট্টা স্বর্ণে করিয়া ভূষিত ।
সম্মুখে আনিঞা করিলেন উপনীত ॥ ২৭২
খট্টায় বসিলা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ।
ছত্র ধরিলেন শিরে শ্রীরাঘবানন্দ ॥ ২৭৩
জয়ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ ।
চতুর্দ্দিগে হৈল মহা-আনন্দ-ক্রন্দন ॥ ২৭৪

'ত্রাহি ত্রাহি' সভেই বোলেন বাহু তুলি ।
কারো বাহ্য নাহি, সভে মহাকুতূহলী ॥ ২৭৫
স্বানুভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দরায় ।
প্রেমদৃষ্টি-বৃষ্টি করি সর্ব্বদিগে চা'য় ॥ ২৭৬
আজ্ঞা করিলেন "শুন রাঘবপণ্ডিত !
কদম্বের মালা গাঁথি আনহ ত্বরিত ॥ ২৭৭
বড় প্রীত আমার কদম্বপুষ্প প্রতি ।
কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি ॥" ২৭৮
করজোড় করিয়া রাঘবানন্দ কহে ।
"কদম্বপুষ্পের যোগ এ সময়ে নহে ।।" ২৭৯
প্রভু বোলে "বাড়ী গিয়া চাহ ভাল-মনে ।
কদাচিত ফুটিয়া বা থাকে কোনস্থানে ।।" ২৮০
বাড়ীর ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব ।
বিস্মিত হইলা দেখি মহা-অনুভব ॥ ২৮১
জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল ।
ফুটিয়া আছয়ে অতি-পরম-অতুল ॥ ২৮২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৬৯। **অভিষেক-মন্ত্রগীত**—অভিষেকের শাস্ত্রবিহিত মন্ত্র এবং তদুপযোগী গীত। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ স্থলে "প্রেমানন্দে সভেই হইলা আনন্দিত" এবং "পরম সন্তোষে সভে হৈলা পুলকিত"-পাঠান্তর।

২৭৩। **রাঘবানন্দ**—রাখব পণ্ডিত। পরবর্তী ২৭৭ এবং ২৭৯ পয়ারদ্বয় দ্রষ্টব্য।

২৭৬। **স্বানুভাবানন্দে**—১।৬।১১৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ২৭৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৭৭। **কদম্বের**—কদম্বফুলের। "গাঁথি"-স্থলে "ঝাট"-পাঠান্তর।

২৭৮। **কদম্বের বনে নিত্য ইত্যাদি**—আমি সর্বদা কদম্বের বনেই বাস করি। এ-স্থলে, ব্রজের বলরাম-ভাবের আবেশে শ্রীনিত্যানন্দ বৃন্দাবনস্থ কদম্ববনের কথা বলিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। এ-স্থলে, বলরাম-ভাবের আবেশময়ী লীলার আনন্দই হইতেছে শ্রীনিত্যানন্দের স্বানুভাবানন্দ (পূর্ববর্তী ২৭৬-পয়ার দ্রষ্টব্য)।

২৭৯। **কদম্বপুষ্পের যোগ ইত্যাদি**—এই সময়ে গাছের সহিত কদম্বপুষ্পের যোগ হয় না। এ-সময়ে কদম-ফুল ফুটে না, পাওয়া যায় না।

২৮১। **মহা অনুভব**—নিত্যানন্দের মহা প্রভাব।

২৮২। **জম্বীরের বৃক্ষে**—জামির-লেবুর গাছে। **অতুল**—অতুলনীয়।

কি অপূর্ব্ব বর্ণ সে বা কি অপূর্ব্ব গন্ধ ।
সে পুষ্প দেখিলে ক্ষয় যায় সর্ব্ব বন্ধ ॥ ২৮৩
দেখিয়া কদম্বপুষ্প রাঘবপণ্ডিত ।
বাহ্য দূর গেল, হৈলা মহা আনন্দিত ॥ ২৮৪
আপনা' সম্বরি মালা গাঁথিয়া সত্বরে ।
আনিলেন নিত্যানন্দপ্রভুর গোচরে ॥ ২৮৫
কদম্বের মালা দেখি নিত্যানন্দরায় ।
পরমসন্তোষে মালা দিলেন গলায় ॥ ২৮৬
কদম্বমালার গন্ধে সকল বৈষ্ণব ।
বিহ্বল হইলা দেখি মহা-অনুভব ॥ ২৮৭
আর মহা-আশ্চর্য্য হইল কথোক্ষণে ।
অপূর্ব্ব দনার গন্ধ পায় সর্ব্বজনে ॥ ২৮৮
দমনকপুষ্পের সুগন্ধে মনো হরে' ।
দশদিগ ব্যাপ্ত হৈল সকল মন্দিরে ॥ ২৮৯
হাসি নিত্যানন্দ বোলে "আরে ভাইসব !
বোল দেখি কি গন্ধের পাও অনুভব ॥" ২৯০
করজোড় করি সভে লাগিলা কহিতে ।
"অপূর্ব্ব দনার গন্ধ পাই চারিভিতে ॥" ২৯১
সভার বচন শুনি নিত্যানন্দরায়।
কহিতে লাগিলা গোপ্য পরমকৃপায় ॥ ২৯২
প্রভু বোলে "শুন সভে পরম রহস্য ।
তোমরা সকল ইহা জানিবা অবশ্য ॥ ২৯৩
চৈতন্যগোসাঞি আজি শুনিতে কীর্ত্তন ।
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন ॥ ২৯৪
সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক-মালা ।
একবৃক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিলা ॥ ২৯৫
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য-দমনক-গন্ধে ।
চতুর্দ্দিগে পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে ॥ ২৯৬
তোমা'সভাকার নৃত্য কীর্ত্তন দেখিতে ।
আপনে আইসে প্রভু নীলাচল হৈতে ॥ ২৯৭
এতেকে তোমরা সর্ব্ব কার্য্য পরিহরি ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' গাও আপনা' পাসরি ॥ ২৯৮
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-যশে ।
সভার শরীর পূর্ণ হউ প্রেমরসে ॥" ২৯৯
এত বলি 'হরি' বলি করয়ে হুঙ্কার ।
সর্ব্বদিগে কৃষ্ণপ্রেম করিলা বিস্তার ॥ ৩০০
নিত্যানন্দস্বরূপের প্রেমদৃষ্টিপাতে ।
সভার হইল আত্মবিস্মৃতি দেহেতে ॥ ৩০১
শুন শুন আরে ভাই ! নিত্যানন্দশক্তি ।
যেরূপে দিলেন সর্ব্বজগতেরে ভক্তি ॥ ৩০২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৮৩। "সর্ব্ব"-স্থলে "ভব"-পাঠান্তর ।

২৮৫। গোচরে—সাক্ষাতে ।

২৮৬। "মালা"-স্থলে "তুলি"-পাঠান্তর ।

২৮৮। দনার—দমনক ফুলের। পুরীতে শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে দমনক পুষ্পের বৃক্ষ বিরাজিত।

২৮৯। দশদিগ ব্যাপ্ত ইত্যাদি—দমনক পুষ্পের মনোহর সুগন্ধে দশ দিক্ আমোদিত হইল এবং সে-স্থানে নানাদিকে যত গৃহ ছিল, সে-সকল গৃহও সেই গন্ধে ব্যাপ্ত হইল, সেই সকল গৃহেও সেই গন্ধ অনুভূত হইতে লাগিল। মন্দিরে—গৃহে।

২৯৭। "আইসে"-স্থলে "আইলা"-পাঠান্তর ।

২৯৯। "প্রেম"-স্থলে "কৃষ্ণ"-পাঠান্তর ।

৩০০। "কৃষ্ণপ্রেম"-স্থলে "প্রেমদৃষ্টি"-পাঠান্তর ।

যে ভক্তি গোপিকাগণের কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে ॥ ৩০৩

নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন সিংহাসনে।
সম্মুখে করয়ে নৃত্য পারিষদগণে ॥ ৩০৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩০৩। যে ভক্তি—যে-শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেম (প্রেমের কথা)। যে ভক্তি গোপিকাগণের ইত্যাদি—ব্রজগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক যে প্রেমের কথা ভাগবতে বলা হইয়াছে, নিত্যানন্দ হৈতে ইত্যাদি—জগতের লোক নিত্যানন্দ হইতে (নিত্যানন্দের কৃপায়) তাহা পাইয়াছে।

প্রেমের বিকাশ অনুসারে ব্রজগোপীদের মধ্যে স্তরভেদ আছে। শ্রীরাধার মাদনাখ্য-প্রেম, জীবের কথা দূরে, ললিতা-বিশাখাদির মধ্যেও নাই, তাঁহারাও তাহা পাইতে পারেন না। "সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা ॥ উ. নী. ম.। স্থায়ী ॥ ১৫৫ ॥" ললিতা-বিশাখাদির রাগাত্মিকা-প্রেমও জীবের পক্ষে সুদুর্ল্লভ। তাহার হেতু এই। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন "স্বরাট্—স্ব-স্বরূপশক্ত্যেক-সহায়।" স্বীয় স্বরূপশক্তি ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ অন্য কোনও শক্তির অপেক্ষা রাখেন না। ব্রজগোপীগণ হইতেছেন তাঁহার স্বরূপশক্তির মূর্ত বিগ্রহ। তাঁহাদের সহায়তাতেই তিনি কান্তারসময়ী লীলা আস্বাদন করেন। জীব স্বরূপশক্তি নহে, জীবে স্বরূপশক্তি নাইও (বি. পু. ১।১২।৯ ও স্বামিটীকা)। সুতরাং জীবের কোনও সেবার অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ রাখেন না। তবে রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা রাগানুগাভক্তি—যে-ভক্তিতে ব্রজগোপীদিগের আনুগত্যে এবং শ্রীরাধার কিঙ্করীরূপে, শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সহিত লীলাতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায়, সেই রাগানুগা-ভক্তি—জীব পাইতে পারে। শ্রীরাধার কিঙ্করীরূপে স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ শ্রীরূপাদি মঞ্জরীগণও রাগানুগা ভক্তিতে রাধাকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। সুতরাং রাগানুগাভক্তির সেবার নিমিত্তও শ্রীকৃষ্ণকে জীবের অপেক্ষা করিতে হয় না। ব্রজগোপীগণ কৃপা করিয়া ভাগ্যবান্ জীবকে রাগানুগার সেবা দিলেই জীব সেই সেবা পাইতে পারে। গোপীগণ কৃপা করিয়া এই ভক্তি দেন বলিয়া তাঁহাদের আনুগত্য অপরিহার্য। (বিস্তৃত আলোচনা মশ্রী ॥ ১২।৫ক অনুচ্ছেদে এবং চৈ. চ. ॥ ২।২২।৮৫-৯১-গৌ. কৃ. ত. টীকাতে দ্রষ্টব্য)।

ব্রজে চারিভাবের সেবা আছে—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব (বা কান্তাভাব)। এই চারিভাবের পরিকরগণের মধ্যে নিত্যসিদ্ধপরিকরগণ হইতেছেন স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ এবং তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও রাগাত্মিকা এবং কাহারও কাহারও রাগানুগা ভক্তি। সাধকজীব তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে, যে-কোনও ভাবের আনুগত্যেই রাগানুগা-ভক্তি-প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধন করিতে পারেন।

আলোচ্য পয়ারে গ্রন্থকার কেবল ব্রজগোপীদের আনুগত্যময়ী রাগানুগা ভক্তির কথাই বলিয়াছেন এবং শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় জগতের জীব যে তাহা পাইয়াছে, তাহাও বলা হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ—"কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা ॥ ১।২।৩৬।"

শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন মূল সঙ্কর্ষণ। বলরাম পাঁচরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন—একরূপে তিনি কৃষ্ণলীলার সহায় এবং চারিরূপে তিনি সৃষ্টি-আদি-লীলায়, শ্রীকৃষ্ণের আদেশ-পালনরূপ সেবা, করিয়া থাকেন (চৈ. চ. ॥ ১।৫।৩৯)। বলরাম শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ বলিয়া এবং শিশুকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একসঙ্গে

কেহো গিয়া বৃক্ষের উপর-ডালে চঢ়ে।
পাতেপাতে বেড়ায়, তথাপি নাহি পড়ে॥ ৩০৫
কেহোকেহো প্রেমসুখে হুঙ্কার করিয়া।
বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লাফ দিয়া॥ ৩০৬
কেহো বা হুঙ্কার করি বৃক্ষমূল ধরি।
উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ বলি 'হরি হরি'॥ ৩০৭
কেহ বা গুবাক-বনে যায় রড় দিয়া।
গাছ-পাঁচ-সাত গুয়া একত্র করিয়া॥ ৩০৮
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেম-বল।
তৃণপ্রায় উপাড়িয়া ফেলায় সকল॥ ৩০৯
অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম, পুলক, হুঙ্কার।
স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ্য, গর্জ্জন সিংহসার॥ ৩১০
শ্রীআনন্দ মূর্চ্ছা-আদি যত প্রেমভাব।
ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণ-অনুরাগ॥ ৩১১
সভার শরীরে পূর্ণ হইল সকল।
হেন নিত্যানন্দস্বরূপের প্রেম-বল॥ ৩১২
যেদিগে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয়।
সেই-দিগে মহাপ্রেমভক্তিবৃষ্টি হয়॥ ৩১৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

খেলা-ধূলা করিয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহার বাৎসল্যমিশ্রিত শুদ্ধসখ্য-ভাব। "বলদেব মহাশয়। যাঁর ভাব—শুদ্ধসখ্য বাৎসল্যাদিময়॥ চৈ. চ.॥ ১।৬।৬৩॥" সেই বলরামই যখন নিত্যানন্দ, তখন নিত্যানন্দের স্বরূপগতভাবও হইবে বাৎসল্যমিশ্রিত শুদ্ধসখ্য। এজন্যই বলা হইয়াছে—"নিত্যানন্দের গণ যত—সব ব্রজের সখা। শৃঙ্গবেত গোপবেশ—শিরে শিখিপাখা॥ চৈ. চ.॥ ১।১১।১৮॥" বলরামের কৃষ্ণপ্রেম যে গোপীদের মহাভাব, তাহা কোনও বৈষ্ণবাচার্য বলেন নাই, তাঁহার লীলাতেও তাহা দৃষ্ট হয় না। নিত্যানন্দরূপ বলরামেও তাহা দৃষ্ট হয় না। তাহা হইলে, প্রশ্ন হইতে পারে—নিত্যানন্দ হইতে জগৎ কিরূপে গোপীভাব পাইল?

এই প্রশ্ন-সম্বন্ধে নিবেদন এই। "চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন"—এই সঙ্কল্প লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন (চৈ. চ.॥ ১।৩।১৭)। এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী ২২৩-পয়ারেও মহাপ্রভু নিত্যানন্দের নিকটে তাহা বলিয়াছেন এবং তাঁহার অভীষ্ট প্রেমভক্তি বিতরণের নিমিত্তই তিনি নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে পাঠাইয়াছেন (পূর্ববর্তী ২২২, ২২৪-২৮ পয়ার দ্রষ্টব্য)। তদনুসারেই নিত্যানন্দ গৌড়দেশে আসিয়া গোপীভাবময়ী ভক্তি বিতরণ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, প্রভুর অচিন্ত্য-শক্তিতেই নিত্যানন্দ গোপীভাবময়ী ভক্তি বিতরণ করিয়াছেন। অথবা, শ্রীনিত্যানন্দে ব্রজের অনঙ্গমঞ্জরীও আছেন। শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর ভাবে আবিষ্ট হইয়াই নিত্যানন্দ গোপীভাবময়ী ভক্তি বিতরণ করিয়াছেন।

৩০৫। পাতে পাতে—গাছের পাতায় পাতায়।

৩০৬। "কেহো কেহো প্রেম"-স্থলে "কেহো ত পরম"-পাঠান্তর।

৩০৮। গুবাক বনে—সুপারি বাগানে। "গুবাক"-স্থলে "গুয়ার"-পাঠান্তর।

৩১০। সিংহসার—সর্বশ্রেষ্ঠ সিংহের গর্জনের তুল্য গর্জন।

৩১১। "শ্রীআনন্দ"-স্থলে "মহানন্দ" এবং "মহানন্দে" এবং "প্রেম"-স্থলে "আছে"-পাঠান্তর। প্রেমভাব—প্রেম-বিকার।

৩১৩। "মহাপ্রেমভক্তিবৃষ্টি"-স্থলে "মহাপ্রেমবৃষ্টিময়" এবং "দেখে প্রেমধারাবৃষ্টি"-পাঠান্তর।

যাহারে চা'হেন, সে-ই প্রেমে মূর্চ্ছা পায়।
বস্ত্র না সম্বরে', ভূমি পড়ি গড়ি যায় ॥ ৩১৪
নিত্যানন্দস্বরূপেরে ধরিবারে যায়।
হাসে' নিত্যানন্দপ্রভু বসিয়া খট্টায় ॥ ৩১৫
যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান।
সভারে হইল সর্ব্ব-শক্তি-অধিষ্ঠান ॥ ৩১৬
সর্ব্বজ্ঞতা বাক্যসিদ্ধ হইল সভার।
সভে হইলেন যেন কন্দর্প-আকার ॥ ৩১৭
সভে যারে পরশ করেন হস্ত দিয়া।
সে-ই হয় বিহ্বল সকল পাসরিয়া ॥ ৩১৮
এইমত পানীহাটীগ্রামে তিন-মাস।
করে নিত্যানন্দপ্রভু ভক্তির বিলাস ॥ ৩১৯
তিন-মাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহ-ধর্ম্ম তিলার্দ্ধেকো কাহারো না স্ফুরে ॥ ৩২০
তিন-মাস কেহো নাহি করিল আহার।
সবে প্রেমসুখে নৃত্য বই নাহি আর ॥ ৩২১
পানীহাটীগ্রামে যত হৈল প্রেমসুখ।
চারিবেদে বর্ণিবেন সে সব কৌতুক ॥ ৩২২
একোদণ্ডে নিত্যানন্দ করিলেন যত।
তাহা বর্ণিবার শক্তি আছে কার্ কত ॥ ৩২৩
ক্ষণেক্ষণে আপনে করেন নৃত্যরঙ্গ।
চতুর্দ্দিগে লই সব পারিষদসঙ্গ ॥ ৩২৪
কখনো বা আপনে বসিয়া বীরাসনে।
নাচায়েন সকল সেবক জনেজনে ॥ ৩২৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩১৪। "ভূমি পড়ি"-স্থলে "ভূমে গড়া"-পাঠান্তর।

৩১৫। **নিত্যানন্দ স্বরূপেরে ইত্যাদি**—কেহ কেহ শ্রীনিত্যানন্দকে ধরিবার নিমিত্ত ছুটিয়া যায়েন। "ধরিবারে যায়"-স্থলে "ধরিয়া বেড়ায়"-পাঠান্তর।

৩০৫-১৫-পয়ারসমূহে নিত্যানন্দের পারিষদগণের যে-আচরণ কথিত হইয়াছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণসখা ব্রজরাখালদের আচরণেরই অনুরূপ। মনে হয়, নিত্যানন্দ-পার্ষদগণ ব্রজরাখালদের ভাবে আবিষ্ট হইয়াই এইরূপ আচরণ করিয়াছেন। স্বরূপতঃ তাঁহারা ব্রজের সখাই। "নিত্যানন্দের গণ যত—সব ব্রজের সখা ॥ চৈ. চ. ১।১১।১৮ ॥"

৩১৬-৩১৭। **সভারে**—সকলের মধ্যে। **সর্ব্বজ্ঞতা ইত্যাদি**—নিত্যানন্দের পার্ষদগণ সকলেই সর্বজ্ঞ এবং বাক্যসিদ্ধ হইলেন। **বাক্যসিদ্ধ**—বাক্যসিদ্ধি ; যখন যে-কথা বলেন, তাহাই সত্য হয়। **সভে হইলেন ইত্যাদি**—তাঁহাদের সকলেই কন্দর্পের ন্যায় পরমসুন্দর হইলেন।

৩১৮। **সভে**—নিত্যানন্দের পার্ষদগণের সকলেই, অর্থাৎ প্রত্যেকেই, এমন অদ্ভুত প্রভাব প্রাপ্ত হইলেন যে, **যারে পরশ ইত্যাদি**—তিনি যে-ব্যক্তিকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করেন, তৎক্ষণাৎ **সে-ই হয় বিহ্বল ইত্যাদি**—সেইব্যক্তিই প্রেমাবেশে দেহ-গেহাদি সমস্ত ভুলিয়া যায়েন এবং বিহ্বল (হতবুদ্ধি) হইয়া পড়েন। নিত্যানন্দের যে-কোনও পার্ষদের হস্ত-স্পর্শমাত্রেই যে-কোনও লোক প্রেম প্রাপ্ত হয়েন। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "যেই সভে সভারে পরশে মত্ত হইয়া"-পাঠান্তর।

৩১৯। **ভক্তির বিলাস**—ভক্তিপ্রকাশিকা লীলা। অথবা, ভক্তির প্রকাশ। "ভক্তির বিলাস"-স্থলে "প্রেমের প্রকাশ"-পাঠান্তর।

৩২৫। **বীরাসন**—১।৭।১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

একো সেবকের নৃত্যে হেন রঙ্গ হয়।
চতুর্দ্দিগে দেখি যেন প্রেমবন্যাময় ॥ ৩২৬
মহাঝড়ে পড়ে যেন কদলক-বন।
এইমত প্রেমসুখে পড়ে সর্ব্বজন ॥ ৩২৭
আপনে যেহেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
সেইমত করিলেন সর্ব্বভক্তবৃন্দ ॥ ৩২৮
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন।
করায়েন করেন লইয়া সর্ব্ব-গণ ॥ ৩২৯
হেন সে লাগিলা প্রেম প্রকাশ করিতে।
সে-ই হয় বিহ্বল যে আইসে দেখিতে ॥ ৩৩০
যে সেবক যখন যে ইচ্ছা করে মনে।
সে-ই আসি উপসন্ন হয় সেইক্ষণে ॥ ৩৩১
এইমত পরানন্দ প্রেমসুখরসে।
ক্ষণ হেন কেহো না জানিল তিন-মাসে ॥ ৩৩২
তবে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ কথোদিনে।
অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে ॥ ৩৩৩
ইচ্ছামাত্র সর্ব্ব-অলঙ্কার সেইক্ষণে।
উপসন্ন আসিয়া হইল বিদ্যমানে ॥ ৩৩৪
সুবর্ণ রজত মরকত মনোহর।
নানাবিধ বহুমূল্য কতেক প্রস্তর ॥ ৩৩৫
মণি সুপ্রবাল পট্টবাস মুক্তাহার।
সুকৃতিসকলে দিয়া করে নমস্কার ॥ ৩৩৬
কথো বা নির্ম্মিত কথো করিয়া নির্ম্মাণ।
পরিলেন অলঙ্কার—যেন ইচ্ছা তান ॥ ৩৩৭
দুই হস্তে সুবর্ণের অঙ্গদ বলয়।
পুষ্ট করি পরিলেন আত্ম-ইচ্ছাময় ॥ ৩৩৮
সুবর্ণমুদ্রিকা রত্নে করিয়া খিচন।
দশ-শ্রীঅঙ্গুলে শোভা করে বিভূষণ ॥ ৩৩৯
কণ্ঠে শোভা করে বহুবিধ দিব্য হার।
মণি-মুক্তা প্রবালাদি—যত সর্ব্বসার ॥ ৩৪০
রুদ্রাক্ষ বিরাল-অক্ষ সুবর্ণ রজতে।
বান্ধিয়া ধরিলা কণ্ঠে মহেশের প্রীতে ॥ ৩৪১
মুক্তা-কসা-সুবর্ণ করিয়া সুরচন।
দুই শ্রুতিমূলে শোভে পরম শোভন ॥ ৩৪২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩২৮। "আপনে যে হেন"-স্থলে "আপনেই যেন" এবং "সেই"-স্থলে "এই"-পাঠান্তর। সকলকেই নিজের ন্যায় প্রেমোন্মত্ত করিলেন।

৩৩১। উপসন্ন—উপস্থিত। "সেই"-স্থলে "সর্ব্ব"-পাঠান্তর।

৩৩৫। "মরকত"-স্থলে "কসা যত" এবং "সব কত" এবং "প্রস্তর"-স্থলে "বস্তর"-পাঠান্তর। কসা—কস, কষ্টিপাথর। "কসঃ—কষঃ। কষ্টিপাতর ইতি ভাষা। ইত্যমরটীকায়াং ভরতঃ॥ শব্দ-কল্পদ্রুম-অভিধান॥" বস্তর—বস্ত্র, কাপড়।

৩৩৭। নির্ম্মিত—পূর্বে নির্মিত। "নির্ম্মিত"-স্থলে "নির্ম্মাণ"-পাঠান্তর।

৩৩৮। পুষ্ট করি—"মোটা মোটা করিয়া গড়ানো অর্থাৎ খুব ভারি ভারি। অ. প্র.।"

৩৩৯। সুবর্ণ মুদ্রিকা—স্বর্ণনির্মিত অঙ্গুরীয়ক। রত্নে করিয়া খিচন—রত্ন-খচিত করিয়া। বিভূষণ—অলঙ্কার।

৩৪১। বিরাল-অক্ষ—বিড়ালাক্ষ নামক রত্নবিশেষ। মহেশের প্রীতে—শিবের প্রতি প্রীতিবশতঃ। শিবও রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন।

৩৪২। কসা—কষ্টিপাথর (পূর্ববর্তী ৩৩৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। মুক্তা-কসা-সুবর্ণ ইত্যাদি—

পাদপদ্মে রজত-নূপুর বিলক্ষণ।
তদুপরি মল্ল শোভে জগতমোহন ॥ ৩৪৩
শুক্ল পট্ট নীল পীত—বহুবিধ বাস।
অপূর্ব্ব শোভয়ে পরিধানের বিলাস ॥ ৩৪৪
মালতী মল্লিকা জূথী চম্পকের মালা।
শ্রীবক্ষে করয়ে দোল-আন্দোলন-খেলা ॥ ৩৪৫
গোরোচনা-সহিত চন্দন দিব্যগন্ধে।
বিচিত্র করিয়া লেপিয়াছেন শ্রীঅঙ্গে ॥ ৩৪৬
শ্রীমস্তকে শোভিত বিবিধ পট্টবাস।
তদুপরি নানাবর্ণ-মাল্যের বিলাস ॥ ৩৪৭
প্রসন্ন শ্রীমুখ—কোটি শশধর জিনি।
হাসিয়া করেন নিরবধি হরিধ্বনি ॥ ৩৪৮
যে-দিগে চা'হেন দুই কমল-নয়নে।
সেই-দিগ প্রেমরসে ভাসে সেইক্ষণে ॥ ৩৪৯
রজতের প্রায় লৌহদণ্ড সুশোভন।
দুই দিগে করি তথি সুবর্ণ বন্ধন ॥ ৩৫০
নিরবধি সেই লৌহদণ্ড শোভে করে।
মুষল ধরিলা যেন প্রভু হলধরে ॥ ৩৫১
পারিষদো সব ধরিলেন অলঙ্কার।
অঙ্গদ, বলয়, মল্ল, নূপুর, সু-হার ॥ ৩৫২
শিঙ্গা, বেত্র, বংশী, ছাঁদডোড়ি, গুঞ্জামালা।
সভে ধরিলেন, গোপালের অংশ-কলা ॥ ৩৫৩
এইমত নিত্যানন্দ স্বানুভাবরঙ্গে।
বিহরেন সকল পার্ষদ করি সঙ্গে ॥ ৩৫৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মুক্তা, কসা (কষ্টিপাথর) ও সুবর্ণ (স্বর্ণ) দ্বারা সুনির্মিত কর্ণভূষণ। **সুরচন**—যাহা অতি উত্তমভাবে রচিত (নির্মিত)। **শ্রুতিমূলে**—কর্ণমূলে।

৩৪৩। **মল্ল**—"মল"-নামক অলঙ্কার। "শোভে"-স্থলে "বঙ্ক"-পাঠান্তর। অর্থ—মল্লবঙ্ক—"বাঁকমল"-নামক চরণের অলঙ্কার।

৩৪৪। **বাস**—বসন, কাপড়। **বিলাস**—বৈচিত্র্য।

৩৪৫। **করয়ে দোল-আন্দোলন-খেলা**—কণ্ঠে দুলিয়া এবং নড়া-চড়া করিয়া যেন খেলা করিতেছে।

৩৪৬। **গোরোচনা**—গোমস্তকস্থিত পীতবর্ণ শুষ্ক পিত্ত।

৩৪৭। **পট্টবাস**—পট্টনির্মিত বস্ত্র।

৩৪৯। "সেই ক্ষণে"-স্থলে "সর্ব্বজনে"-পাঠান্তর।

৩৫০। **রজতের প্রায়**—রৌপ্যের মত শুভ্র ও উজ্জ্বল। **দুই দিকে ইত্যাদি**—সেই লৌহদণ্ডের দুই প্রান্ত স্বর্ণদ্বারা বাঁধানো।

৩৫১। **প্রভু হলধরে**—প্রভু বলরাম।

৩৫২। **সু-হার**—উত্তম হার।

৩৫৩। **ছাঁদডোড়ি**—ছাঁদদুরি, ছাঁদন-দড়ি। গোদোহন-কালে গাভীর পশ্চাদ্দিকের পদদ্বয়কে বাঁধিবার জন্য দড়িকে "ছাঁদন-দড়ি" বলে। **সভে ধরিলেন**—নিত্যানন্দের পার্ষদগণের সকলেই শিঙ্গা-বেত্রাদি ধারণ করিলেন। **গোপালের অংশ-কলা**—নিত্যানন্দের পার্ষদগণ ছিলেন গোপাল-শ্রীকৃষ্ণের অংশ-কলা। ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ-কলা। **কলা**—অংশাংশ।

৩৫৪। **স্বানুভাব-রঙ্গে**—স্বানুভাব-সুখে। ১।৬।১১৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তবে প্রভু সকল পার্ষদগণ মেলি।
ভক্ত-গৃহে গৃহে করে পর্য্যটনকেলি ॥ ৩৫৫
জাহ্নবীর তুই কূলে যত আছে গ্রাম।
সর্ব্বত্র ফিরেন নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম ॥ ৩৫৬
দরশন-মাত্র সর্ব্বজীব মুগ্ধ হয়।
নাম তনু তুই—নিত্যানন্দরসময় ॥ ৩৫৭
পাষণ্ডীও দেখিলেই মাত্র করে স্তুতি।
সর্ব্বস্ব দিবারে সেইক্ষণে লয় মতি ॥ ৩৫৮
নিত্যানন্দস্বরূপের শরীর মধুর।
সভারেই কৃপাদৃষ্টি করেন প্রচুর ॥ ৩৫৯
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
ক্ষণেকো না যায় ব্যর্থ সঙ্কীর্ত্তন বিনে ॥ ৩৬০
যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
তথায় বিহ্বল হয় শত শত জন ॥ ৩৬১
গৃহস্থের শিশু সব কিছুই না জানে।
তাহারাও মহা-মহা-বৃক্ষ ধরি টানে ॥ ৩৬২
হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া।
"মুঞি রে গোপাল" বলি বেড়ায় ধাইয়া ॥ ৩৬৩
হেন সে সামর্থ্য একো শিশুর শরীরে।
শতজনে মিলিয়াও ধরিতে না পারে ॥ ৩৬৪
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ" বলি।
সিংহনাদ করে শিশু হই কুতূহলী ॥ ৩৬৫
এইমত নিত্যানন্দ—বালকজীবন।
বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ ॥ ৩৬৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৩৩-৫১-পয়ার-সমূহে নিত্যানন্দের এবং ৩৫২-৫৩-পয়ারদ্বয়ে তাঁহার পার্ষদগণের অলঙ্কার-ধারণের কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়—নিত্যানন্দের পার্ষদগণ ব্রজরাখালের ভাবে আবিষ্ট **হইয়াই** তদনুরূপ বেশ-ভূষা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ছিলেন বাস্তবিকই ব্রজের রাখাল, "গোপালের অংশ-কলা"-বাক্যে গ্রন্থকারও তাহা বলিয়া গিয়াছেন (৩৫৩-পয়ারে)। কবিরাজ-গোস্বামীও বলিয়াছেন—"নিত্যানন্দের গণ যত—সব ব্রজের সখা। শিঙ্গা বেত্র গোপবেশ—শিরে শিখিপাখা॥ চৈ. চ. ১।১১।১৮ ॥" আর, নিত্যানন্দ তো ব্রজের বলরামই। তাঁহার পার্ষদগণের বেশ-ভূষার বিবরণ দেখিয়া মনে হয়, নিত্যানন্দও ব্রজের বলরামের ভাবে আবিষ্ট হইয়াই রত্নালঙ্কারাদি ধারণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থকারের ৩৫১-পয়ারোক্ত "যেন প্রভু হলধরে"-বাক্য হইতেও তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। শ্রীনিত্যানন্দ "সখ" করিয়া অলঙ্কারাদি ধারণ করেন নাই, ব্রজভাবের আবেশেই ধারণ করিয়াছেন।

৩৫৫। "গৃহে গৃহে করে"-স্থলে "গৃহে করে প্রভু"-পাঠান্তর। **পর্য্যটন-কেলি**—ভ্রমণরূপ লীলা।

৩৫৬। "তুই"-স্থলে "কূলে"-পাঠান্তর। **জ্যোতির্ধাম**—জ্যোতির বসতিস্থল। অপূর্ব জ্যোতির্ময়—আনন্দজ্যোতির্ময়।

৩৫৭। **নাম তনু তুই ইত্যাদি**—নিত্যানন্দের নাম এবং দেহ, উভয়ই নিত্যানন্দরসময়—নিত্য এবং চিদানন্দরসময়। "মুগ্ধ"-স্থলে "মগ্ন" এবং "তনু"-স্থলে "তত্ত্ব"-পাঠান্তর।

৩৫৯। "শরীর"-স্থলে "সর্ব্বত্র"-পাঠান্তর।

৩৬৩। **গোপাল**—গরুর রক্ষক (রাখাল)।

৩৬৬। **বালক জীবন**—বালক বা শিশুদিগের জীবনসদৃশ। অথবা বাল্যভাবাবিষ্ট। **বিহ্বল**—প্রেম-বিহ্বল।

মাসেকেও একো শিশু না করে আহার।
দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার ॥ ৩৬৭
হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ।
সভার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ ॥ ৩৬৮
পুত্রপ্রায় করি প্রভু সভারে ধরিয়া।
করায়েন ভোজন আপনে হস্ত দিয়া ॥ ৩৬৯
কারেও বা বান্ধিয়া রাখেন নিজ পাশে।
মারেন বান্ধেন—তভু অট্ট অট্ট হাসে' ॥ ৩৭০
একদিন গদাধরদাসের মন্দিরে।
আইলেন, তান প্রীতি করিবার তরে ॥ ৩৭১
গোপীভাবে গদাধরদাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরানন্দময় ॥ ৩৭২
মস্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস।
নিরবধি ডাকেন "কে কিনিবে গো-রস ॥" ৩৭৩
শ্রীবালগোপালমূর্ত্তি তান দেবালয়।
আছেন পরমলাবণ্যের সমুচ্চয় ॥ ৩৭৪
দেখি বালগোপালের মূর্ত্তি মনোহর।
প্রীতে নিত্যানন্দ লৈলা বক্ষের উপর ॥ ৩৭৫
অনন্তহৃদয়ে দেখি শ্রীবালগেপোল।
সর্ব্বজনে হরিধ্বনি করেন বিশাল ॥ ৩৭৬
হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দ-মল্ল-রায়।
করিতে লাগিলা নৃত্য গোপাল-লীলায় ॥ ৩৭৭
দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দঘোষ।
শুনি অবধূতসিংহ পরমসন্তোষ ॥ ৩৭৮
ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন দিব্য-ধ্বনি।
শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূতমণি ॥ ৩৭৯
সুকৃতি শ্রীগদাধরদাস করি সঙ্গে।
দানখণ্ড-নৃত্য প্রভু করে নিজ রঙ্গে ॥ ৩৮০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৬৮। **সভার রক্ষক ইত্যাদি**—ভক্তগণ প্রেমবিহ্বল হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের দেহস্মৃতি ছিল না, সুতরাং আহারাদির চেষ্টাও ছিল না। নিত্যানন্দই ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেন। পরবর্ত্তী পয়ার দ্রষ্টব্য।

৩৬৯। "সভারে ধরিয়া"-স্থলে "নিজ হস্ত দিয়া" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "করান ভোজন পান আপনে ধরিয়া"-পাঠান্তর।

৩৭০। **নিজ পাশে**—নিজের নিকটে। "কারেও বা"-স্থলে "কাহুকে বা" এবং "মারেন বান্ধেন-তভু"-স্থলে "মারণে বন্ধনে মহা"-পাঠান্তর।

৩৭৩। **গো-রস**—দুগ্ধ। "কে কিনিবে"-স্থলে "কে নিবেক"-পাঠান্তর।

৩৭৪। **দেবালয়**—দেবালয়ে।

৩৭৫। **বক্ষের**—বুকের।

৩৭৬। **অনন্তহৃদয়ে**—যিনি অনন্তদেবরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতেছেন, সেই নিত্যানন্দের হৃদয়ে (বক্ষোদেশে)। **বিশাল**—তুমুল।

৩৭৭। **গোপাল-লীলায়**—ব্রজের গোপভাবের আবেশময়ী লীলায়। যেন তিনি শিশু গোপাল-কৃষ্ণকেই বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

৩৭৮। **দানখণ্ড গায়েন**—শ্রীকৃষ্ণের দানলীলা কীর্তন করিতেছিলেন।

৩৮০। "নিজ"-স্থলে "নানা"-পাঠান্তর।

গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদাধরদাসে।
নিরবধি আপনারে 'গোপী' হেন বাসে' ॥ ৩৮১
দানখণ্ডলীলা শুনি নিত্যানন্দরায়।
যেনৃত্য করেন, তাহা বর্ণন না যায় ।। ৩৮২
প্রেমভক্তিবিকারের যত আছে নাম।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করে অনুপাম ॥ ৩৮৩
বিদ্যুতের প্রায় নৃত্যগতির ভঙ্গিমা।
কিবা সে অদ্ভুত ভুজ-চালন মহিমা ॥ ৩৮৪
কিবা সে নয়নভঙ্গী, কি সুন্দর হাস।
কিবা সে অদ্ভুত শির-কম্পন-বিলাস ॥ ৩৮৫
একত্র করিয়া দুই চরণ সুন্দর।
কিবা জোড়েজোড়ে লাফ দেন মনোহর ॥ ৩৮৬
যে-দিগে চা'হেন নিত্যানন্দ প্রেমরসে।
সেই-দিগে স্ত্রী-পুরুষে কৃষ্ণসুখে ভাসে ॥ ৩৮৭
হেন সে করেন কৃপা দৃষ্টি অতিশয়।
পরানন্দে দেহ-স্মৃতি কারো না থাকয় ॥ ৩৮৮
যে ভক্তি বাঞ্ছেন যোগীন্দ্রাদি-মুনিগণে।
নিত্যানন্দপ্রসাদে তা' ভুঞ্জে যে-তে-জনে ॥ ৩৮৯
হস্তিসম জন না খাইলে তিন দিন।
চলিতে না পারে, দেহ হয় অতি ক্ষীণ ॥ ৩৯০
একমাস একো শিশু না করে আহার।
তথাপিহ সিংহপ্রায় সর্ব্ব ব্যবহার ॥ ৩৯১
হেন শক্তি প্রকাশেন নিত্যানন্দরায়।
তথাপি না বুঝে কেহো চৈতন্যমায়ায় ॥ ৩৯২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

দানখণ্ড-নৃত্য ইত্যাদি—দানখণ্ড-লীলা শুনিয়া ভক্তভাবের আবেশে পরমানন্দে শ্রীনিত্যানন্দ নৃত্য করিয়াছিলেন। অথবা, অনঙ্গমঞ্জরীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দে অনঙ্গমঞ্জরীও বিরাজিত।

৩৮১-৩৮২। "শুনি"-স্থলে "রসে" এবং "বর্ণন"-স্থলে "বর্ণিল"-পাঠান্তর। **বাসে**—মনে করেন।

৩৮৩। যত আছে নাম—সাত্ত্বিক ভাব ও ব্যাভিচারি-ভাবের যত প্রকারভেদ আছে। **অনুপাম**—অতুলনীয় (নৃত্য)।

৩৮৪। বিদ্যুতের প্রায় ইত্যাদি—নৃত্যসময়ে শ্রীনিত্যানন্দের গতির ভঙ্গিমা বিদ্যুতের মতন। বিদ্যুৎ যেমন এক স্থানে অতি অল্পক্ষণ থাকে, অতি দ্রুতগতিতে সম্মুখের দিকে চলিয়া যায়, নৃত্যকালে নিত্যানন্দও তেমনি বিদ্যুৎ-গতিতে একস্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যায়েন। **ভুজ-চালন মহিমা**—বাহুদ্বয়কে অদ্ভুতভাবে পরিচালনের মনোহারিতা।

৩৮৫। হাস—হাসি। **শির-কম্পন-বিলাস**—মস্তককে কম্পিত করার ভঙ্গী। "শির-কম্পন-বিলাস"-স্থলে "সব কম্পের প্রকাশ"-পাঠান্তর।

৩৮৮-৩৮৯। "অতিশয়"-স্থলে "মহাশয়"-পাঠান্তর। **বাঞ্ছেন**—বাঞ্ছা (কামনা) করেন। **ভুঞ্জে**—ভোগ করে, ভক্তিরস উপভোগ করে। **যে-তে জনে**—যে-সে লোক, সর্বসাধারণ।

৩৯০। **হস্তিসম জন ইত্যাদি**—হাতীর ন্যায় স্থূলকায় এবং বলবান্ লোকও যদি তিন দিন আহার না করেন।

৩৯২। "শক্তি"-স্থলে "ভক্তি"-পাঠান্তর। **না বুঝে কেহো**—নিত্যানন্দের প্রভাব কেহ বুঝিতে পারে না।

এইমত কথোদিন প্রেমানন্দ রসে।
গদাধরদাসের মন্দিরে প্রভু বসে ॥ ৩৯৩
বাহ্য নাহি গদাধরদাসের শরীরে।
নিরবধি 'হরিবোল' বোলায় সভারে ॥ ৩৯৪
সেই গ্রামে কাজী আছে পরম দুর্ব্বার।
কীর্ত্তনের প্রতি দ্বেষ করয়ে অপার ॥ ৩৯৫
পরানন্দে মত্ত গদাধর মহাশয়।
নিশাভাগে গেলা সেই কাজীর আলয় ॥ ৩৯৬
যে কাজীর ভয়ে লোক পলায় অন্তরে।
নির্ভয়ে চলিলা নিশাভাগে তার ঘরে ॥ ৩৯৭
নিরবধি হরি-ধ্বনি করিতে করিতে।
প্রবিষ্ট হইলা গিয়া কাজীর বাড়ীতে ॥ ৩৯৮
দেখে মাত্র রহিয়া কাজীর সর্ব্ব-গণে।
কাহারো বলিতে কিছু না আইসে বদনে ॥ ৩৯৯
গদাধর বোলে "অরে! কাজী বেটা কোথা।
ঝাট 'কৃষ্ণ' বোল, নহে ছিণ্ডোঁ এই মাথা ॥" ৪০০
অগ্নি-হেন ক্রোধে কাজী হইল বাহির।
গদাধরদাস দেখি মাত্র হৈল স্থির ॥ ৪০১
কাজী বোলে "গদাধর! তুমি কেনে এথা?"
গদাধর বোলেন "আছয়ে কিছু কথা ॥ ৪০২
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু অবতরি।
জগতের মুখে বোলাইলা 'হরি হরি' ॥ ৪০৩
সবে তুমি মাত্র নাহি বোল হরিনাম।
তাহা বোলাইতে আইলাঙ তোমা'স্থান ॥ ৪০৪
পরম-মঙ্গল হরি-নাম বোল তুমি।
তোমার সকল পাপ উদ্ধারিব আমি ॥" ৪০৫
যদ্যপিহ কাজী মহা-হিসংক-চরিত।
তথাপি না বোলে কিছু, হইল স্তম্ভিত ॥ ৪০৬
হাসি বোলে কাজী "শুন দাস-গদাধর!
কালি বলিবাঙ 'হরি' আজি যাহ ঘর ॥" ৪০৭
হরিনাম মাত্র শুনিলেন তার মুখে।
গদাধরদাস পূর্ণ হৈলা প্রেমসুখে ॥ ৪০৮
গদাধরদাস বোলে "আর কালি কেনে।
এই ত বলিলা 'হরি' আপন বদনে ॥ ৪০৯
আর তোর অমঙ্গল নাহি কোন ক্ষণে।
যখনে করিলা হরিনামের গ্রহণে ॥" ৪১০
এত বলি পরম-উন্মাদি-গদাধর।
হাথে তালি দিয়া নৃত্য করে বহুতর ॥ ৪১১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৯৩। "প্রেমানন্দ"-স্থলে "পরমানন্দ"-পাঠান্তর।

৩৯৭। অন্তরে—দূরে।

৩৯৯। রহিয়া—দাঁড়াইয়া থাকিয়া। অথবা, যে যে-স্থানে আছে, সে-স্থানে থাকিয়া। **সর্ব্ব-গণে**—সমস্ত অনুচর।

৪০০। ঝাট—শীঘ্র, এই ক্ষণেই। **ছিণ্ডো এই মাথা**—এই ক্ষণেই তোমার মাথা ছিঁড়িয়া ফেলিব। "এই"-স্থলে "তার" এবং "তোর"-পাঠান্তর।

৪০৬। **মহা-হিংসক-চরিত**—যাহার চরিত্র বা আচরণ অত্যন্ত হিংসুকের মতন। **স্তম্ভিত**—জড়প্রায়।

৪০৮। **হরিনাম মাত্র ইত্যাদি**—কাজীর মুখে হরিনাম শ্রবণমাত্রেই। কাজী যে বলিয়াছিলেন—"কালি বলিবাঙ হরি"-এই বাক্যে যে-"হরি"-শব্দ ছিল, গদাধরদাস সেই "হরি"-শব্দ শুনিয়াই প্রেমসুখে পূর্ণ হইলেন।

৪১১। **পরম-উন্মাদি-গদাধর**—মহা-প্রেমোন্মত্ত গদাধরদাস।

কথোক্ষণে আইলেন আপন মন্দিরে।
নিত্যানন্দ-অধিষ্ঠান যাহার শরীরে ॥ ৪১২
এইমত গদাধরদাসের মহিমা।
চৈতন্য-পার্ষদ-মধ্যে যাঁহার গণনা ॥ ৪১৩
যে কাজীর বাতাস না লয় সাধুজনে।
পাইলেই মাত্র জাতি লয় সেইক্ষণে ॥ ৪১৪
হেন জন পাসরিল সর্ব্ব হিংসাধর্ম্ম।
ইহারে সে বলি—কৃষ্ণ-আবেশের কর্ম্ম ॥ ৪১৫
সত্য কৃষ্ণভাব হয় যাহার শরীরে।
অগ্নি-সর্প-ব্যাঘ্রেও লঙ্ঘিতে নারে তারে ॥ ৪১৬
ব্রহ্মাদিরো অভীষ্ট যে সব কৃষ্ণভাব।
গোপীগণে ব্যক্ত যে সকল অনুরাগ ॥ ৪১৭
ইঙ্গিতে সে সব ভাব নিত্যানন্দরায়।
দিলেন সকল প্রিয়গণেরে কৃপায় ॥ ৪১৮
ভজ ভাই! হেন নিত্যানন্দের চরণ।
যাহার প্রসাদে হয় চৈতন্য-শরণ ॥ ৪১৯
তবে নিত্যানন্দমহাপ্রভু কথোদিনে।
শচী-আই দেখিবারে ইচ্ছা হৈল মনে ॥ ৪২০
শুভযাত্রা করিলেন নবদ্বীপ-প্রতি।
পারিষদগণ সব চলিলা সংহতি ॥ ৪২১
তবে আইলেন প্রভু খড়দহগ্রামে।
পুরন্দরপণ্ডিতের দেবালয়স্থানে ॥ ৪২২
খড়দহগ্রামে প্রভু নিত্যানন্দ-রায়।
যত নৃত্য করিলেন—কথন না যায় ॥ ৪২৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪১২। "আইলেন আপন"-স্থলে "গদাধর আইলা"-পাঠান্তর। **নিত্যানন্দ-অধিষ্ঠান** ইত্যাদি—গদাধরদাসের শরীরে শ্রীনিত্যানন্দ অধিষ্ঠিত, শ্রীনিত্যানন্দের শক্তিতেই গদাধরদাস শক্তিমান্।

৪১৩। "পার্ষদমধ্যে"-স্থলে "পার্ষদমুখ্য"-পাঠান্তর।

৪১৪। "এই পয়ারের পরে মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—'হেন কাজি দুর্ব্বার দেখিলে জাতি লয়। হেন জনে কৃপাদৃষ্টি কৈলা মহাশয় ॥' অ. প্র.।"

৪১৬। **সত্য কৃষ্ণভাব**—বাস্তবিক (অকপট) কৃষ্ণপ্রেম। **লঙ্ঘিতে**—লঙ্ঘন (হিংসা) করিতে। "ব্যাঘ্রেও"-স্থলে "ব্যাঘ্রাদি"-পাঠান্তর।

৪১৭। "যে সব কৃষ্ণভাব"-স্থলে "যে কৃষ্ণ-অনুভব" এবং "যে সকল অনুরাগ"-স্থলে "যেই অনুরাগ সব"-পাঠান্তর। **গোপীগণে ব্যক্ত** ইত্যাদি—পূর্ববর্তী ৩।৫।৩০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **অনুরাগ**—প্রেম।

৪২০। "মহাপ্রভু"-স্থলে "প্রভু আর"-পাঠান্তর।

৪২১। "চলিলা"-স্থলে "হইলা"-পাঠান্তর। **সংহতি**—সঙ্গে।

৪২২। **খড়দহগ্রাম**—বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলায়, ইষ্টার্ণ রেলওয়ে খড়দহ ষ্টেশন হইতে দুই মাইল পশ্চিমে, গঙ্গার নিকটে অবস্থিত। পরবর্তী কালে, শ্রীনিত্যানন্দ বিবাহ করিয়া এই খড়দহেই বাস করিতেন। তাঁহার কন্যা শ্রীগঙ্গামাতাদেবী এবং পুত্র প্রভুপাদ শ্রীলবীরভদ্র (বীরচন্দ্র) গোস্বামী খড়দহেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এ-স্থলে শ্রীলবীরভদ্র প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত; বীরভদ্রপ্রভুর বংশধরগণ সেবা করেন।

৪২৩। "কথন"-স্থলে "কহনে"-পাঠান্তর।

পুরন্দরপণ্ডিতের পরম উন্মাদ।
বৃক্ষের উপরে চড়ি করে সিংহনাদ ॥ ৪২৪
বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্যদাসের শরীরে।
ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে ॥ ৪২৫
কখনো চড়েন সেই ব্যাঘ্রের উপরে।
কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে ॥ ৪২৬
মহা অজগরসর্প লই নিজ কোলে।
নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতূহলে ॥ ৪২৭
ব্যাঘ্রের সহিত খেলা খেলেন নির্ভয়।
হেন কৃপা করে অবধূত মহাশয় ॥ ৪২৮
সেবকবৎসল প্রভু নিত্যানন্দ-রায়।
ব্রহ্মার দুর্লভ রস ইঙ্গিতে ভুঞ্জায় ॥ ৪২৯
চৈতন্যদাসের আত্মবিস্মৃতি সর্ব্বথা।
নিরন্তর কহেন আনন্দ-মনঃকথা ॥ ৪৩০
দুই তিন দিন মজ্জি জলের ভিতরে।
থাকেন, কোথাও দুঃখ না হয় শরীরে ॥ ৪৩১
জড়প্রায় অলক্ষিত-বেশ-ব্যবহার।
পরম উদ্দাম সিংহবিক্রম অপার ॥ ৪৩২
চৈতন্যদাসের যত ভক্তির বিকার।
কত বা কহিতে পারি—সকল অপার ॥ ৪৩৩
যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস মুরারিপণ্ডিত।
যার বাতাসেও কৃষ্ণ পাইয়ে নিশ্চিত ॥ ৪৩৪
এবে কেহো বোলায় 'চৈতন্যদাস' নাম।
স্বপ্নেহো না বোলে শ্রীচৈতন্যগুণগ্রাম ॥ ৪৩৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪২৪। উন্মাদ—প্রেমোন্মত্ততা।

৪২৫। শ্রীচৈতন্যদাসের—শ্রীচৈতন্যদাস-নামক ভক্তের।

৪২৮। অবধূত—নিত্যানন্দ। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাতেই শ্রীচৈতন্যদাসের ৪২৫-২৮-পয়ার-সমূহোক্ত প্রভাব।

৪২৯। ইঙ্গিতে ভুঞ্জায়—ইঙ্গিতমাত্রে (অনায়াসে, নয়নভঙ্গী বা অঙ্গভঙ্গীদ্বারা) ভোগ করায়েন।

৪৩০। আনন্দ-মনঃকথা—পরমানন্দের অনুভবে মনে যে-সকল কথা জাগে, আপনা-আপনি সে-সকল কথা।

৪৩১। মজ্জি—নিমজ্জিত হইয়া।

৪৩২। অলক্ষিত-বেশ-ব্যবহার—যাহা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না, এতাদৃশ বেশ (পোষাক-পরিচ্ছদ) এবং ব্যবহার (আচরণ)।

৪৩৩। "সকল অপার"-স্থলে "অন্ত নাহি যার"-পাঠান্তর।

৪৩৪। যোগ্য ইত্যাদি—মুরারি পণ্ডিত হইতেছেন শ্রীচৈতন্যের যোগ্য দাস। ৪২২-৩৪-পয়ার-সমূহে—খড়দহের পুরন্দর পণ্ডিত (৪২২-২৪ পয়ারে), শ্রীচৈতন্যদাস (৪২৫-৩৩ পয়ারে) এবং শ্রীমুরারি পণ্ডিত (৪৩৪ পয়ারে)—এই তিন জন ভক্তের মহিমা কথিত হইয়াছে। যাহার বাতাসেও—যাঁহার (যে মুরারি পণ্ডিতের) গাত্রস্পর্শী বাতাস গায়ে লাগিলেও। "যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস"-স্থলে "মহাযোগ্য মহাশয়" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "যাহার বাতাসে কৃষ্ণ পাই সুনিশ্চিত"-পাঠান্তর।

৪৩৫। এবে কেহো বোলায় ইত্যাদি—এবে (এখন, আজকাল) কেহ (কোনও লোক) চৈতন্যদাস (শ্রীচৈতন্যের ভক্ত) বলিয়া নিজেকে প্রচার করে; কিন্তু সেই লোক স্বপ্নেহো ইত্যাদি—

অদ্বৈতের প্রাণনাথ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যাঁর ভক্তিপ্রসাদে অদ্বৈত সত্য ধন্য ॥ ৪৩৬
জয় খড়গ অদ্বৈতের যে চৈতন্যভক্তি।
যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব্বশক্তি ॥ ৪৩৭
সাধুলোকে অদ্বৈতের এ মহিমা ঘোষে'।
কেহো ইহা অদ্বৈতের নিন্দা-হেন বাসে' ॥ ৪৩৮
সেহো ছার বোলায় 'চৈতন্যদাস' নাম।
সে পাপী কেমনে যায় অদ্বৈতের স্থান ॥ ৪৩৯
এ পাপীরে 'অদ্বৈতের লোক' বোলে যে।
অদ্বৈতের হৃদয় না জানে কভু সে ॥ ৪৪০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

স্বপ্নেও কখনও শ্রীচৈতন্যের গুণ-মহিমাদির কথা বলে না। এই উক্তিতে বস্তুতঃ তাহার শ্রীচৈতন্যবিমুখতাই সূচিত হইতেছে। "বোলে শ্রী"-স্থলে "বোলে যে"-পাঠান্তর।

৪৩৬। যাঁর ভক্তিপ্রসাদে—যে-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রতি ভক্তির প্রভাবে।

৪৩৭। জয় খড়গ ইত্যাদি—অদ্বৈতের যে-চৈতন্যভক্তি পাষণ্ডীদের পাষণ্ডিত্ব-বিনাশ-বিষয়ে খড়্গ তুল্য, অদ্বৈতের সেই চৈতন্যভক্তির জয় হউক। "চৈতন্য"-স্থলে "চৈতন্যের"-পাঠান্তর। যাহার—যে চৈতন্যভক্তির।

৪৩৮। এ মহিমা—অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের ভক্ত—এই মহিমা। ঘোষে—ঘোষণা (প্রচার) করেন। কেহো ইহা ইত্যাদি—কেহ কেহ অদ্বৈতের এই মহিমাকে, অদ্বৈতের নিন্দা বলিয়া মনে করেন। কতকগুলি লোক নিজেদিগকে শ্রীঅদ্বৈতের ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতেন; কিন্তু তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা স্বীকার করিতেন না, শ্রীচৈতন্যের নিন্দা করিতেন (২।১০।১৪২-৫২ পয়ার)। তাঁহারা মনে করিতেন, অদ্বৈতকে শ্রীচৈতন্যের ভক্ত বলিলে অদ্বৈতের নিন্দা করা হয় এবং যাঁহারা অদ্বৈতকে চৈতন্যভক্ত বলিতেন, তাঁহাদের প্রতি ইঁহারা রুষ্ট হইতেন (২।১০।১৫১ পয়ার)।

৪৩৯। সেহো ছার—সাধুলোকগণ অদ্বৈতের চৈতন্যভক্তি ঘোষণা করিলে, যে-ব্যক্তি তাহাকে অদ্বৈতের নিন্দা বলিয়া মনে করে, সেই ছার (অধম) ব্যক্তিও, বোলায় 'চৈতন্যদাস' নাম—নিজের 'চৈতন্যদাস' নাম (আমি চৈতন্যদাস—এইরূপ খ্যাতি) বোলায় (কহায়—লোকের নিকটে নিজে বলে, 'আমি শ্রীচৈতন্যের দাস বা ভক্ত' এবং তদনুসারে লোকেও বলে, 'চৈতন্যদাস' বলিয়া এই লোকটির খ্যাতি আছে। 'সুনাম', 'দুর্নাম'-ইত্যাদি-স্থলে 'নাম'-শব্দের ন্যায়, 'চৈতন্যদাস-নাম" স্থলেও 'নাম'-শব্দের অর্থ—খ্যাতি)। সে পাপী ইত্যাদি—এতাদৃশ পাপীব্যক্তি কিরূপে (কোন্ মুখে) অদ্বৈতের নিকটে যায়? অদ্বৈত যে তাহাকে দেখিলেই ক্রোধে অগ্নিতুল্য হইবেন, তাহাও কি সে বুঝিতে পারে না?

৪৪০। এ পাপীরে ইত্যাদি—এতাদৃশ (পূর্ববর্তী পয়ারদ্বয়ে কথিত) পাপী লোককে যিনি 'অদ্বৈতের লোক' (অদ্বৈতের প্রতি প্রীতিমান্ বা শ্রদ্ধাবান্ লোক) বলিয়া মনে করেন, অদ্বৈতের হৃদয় ইত্যাদি—অদ্বৈতের হৃদয় (মনের ভাব) তিনি কখনও জানেন না। একথা বলার হেতু এই যে—শ্রীঅদ্বৈত সর্বদা নিজেকে শ্রীচৈতন্যের দাস এবং দাসানুদাস বলিয়াই মনে করেন; সুতরাং যে-লোক অদ্বৈতের চৈতন্যভক্তির ঘোষণাকে অদ্বৈতের নিন্দা বলিয়া মনে করে, শ্রীঅদ্বৈত কখনও তাহাকে তাঁহার নিজের লোক বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

রাক্ষসের নাম যেন কহে 'পুণ্যজন'।
এইমত এ সব চৈতন্যদাসগণ ॥ ৪৪১

কথোদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্ব-গণ-সহে ॥ ৪৪২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৪১। **রাক্ষসের নাম** ইত্যাদি—রাক্ষসের একটি নাম যেমন 'পুণ্যজন', **এইমত**—তেমনি, **এ সব চৈতন্যদাসগণ**—এই সকল—অর্থাৎ যাহারা নিজেদিগকে 'চৈতন্যদাস' বলিয়া পরিচিত করে, অথচ স্বপ্নেও কখনও শ্রীচৈতন্যের গুণমহিমাদির কথা বলে না (পূর্ববর্তী ৪৩৫ পয়ার দ্রষ্টব্য), অথবা যাহারা শ্রীঅদ্বৈতের চৈতন্যভক্তির ঘোষণাকে অদ্বৈতের নিন্দা বলিয়া মনে করে (পূর্ববর্তী ৪৩৮-৩৯ পয়ার দ্রষ্টব্য), সেই সকল—লোকও তদ্রূপ 'চৈতন্যদাসই'। "এ-সব"-স্থলে "তাহারা"-পাঠান্তর।

রাক্ষসের একটি নাম হইতেছে—'পুণ্যজন'। "পুণ্যজনঃ রাক্ষসঃ। ইত্যমরঃ॥ শব্দকল্পদ্রুম অভিধান॥" সাধারণতঃ পবিত্র-চরিত লোককেই 'পুণ্যজন' বলা হয়। কিন্তু রাক্ষস হিংসাবৃত্তি-পরায়ণ, সুতরাং পবিত্র-চরিত নহে। তথাপি রাক্ষসের একটি নাম 'পুণ্যজন'। রাক্ষস এই 'পুণ্যজন'-নামের যোগ্য নহে। তদ্রূপ উল্লিখিত লোকগণ নিজেদিগকে 'চৈতন্যদাস' বলিয়া পরিচিত করিলেও তাহারা বাস্তবিক 'চৈতন্যদাস' বলিয়া পরিচিত হওয়ার যোগ্য নহে। কাণালোকের 'পদ্মপলাশলোচন'-নামের ন্যায়ই তাহাদের 'চৈতন্যদাস'-পরিচয় নিতান্ত অসার্থক, নিতান্ত অযোগ্য।

পূর্ববর্তী ৪৩৪-পয়ারোক্ত শ্রীমুরারিপণ্ডিতের প্রসঙ্গেই ৪৩৫-৪১ পয়ারোক্ত কথাগুলি বলা হইয়াছে। তাৎপর্য এই যে—৪৩৫-৪১-পয়ারোক্ত লোকগণ 'চৈতন্যদাস'-রূপে নিজেদের পরিচয় দিলেও তাহারা এই পরিচয়ের অযোগ্য ; কিন্তু মুরারিপণ্ডিত তাহাদের ন্যায় 'চৈতন্যদাস' নহেন, তিনি যোগ্য চৈতন্যদাস।

৪৪২। **সপ্তগ্রাম**—প্রাচীনকালের মহাসমৃদ্ধিশালী মহানগরী। ইষ্টার্নরেলের ত্রিশবিঘা বর্তমান 'আদি সপ্তগ্রাম' ষ্টেশন হইতে ৫।৭ মিনিট। সপ্তগ্রাম বলিতে সাতটি গ্রামকে বুঝাইত—সপ্তগ্রাম, বংশবাটি, শিবপুর, বাসুদেবপুর, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর ও শঙ্খনগর। মতান্তরে—সপ্তগ্রামের পরিবর্তে শব্দকারা এবং শঙ্খনগরের পরিবর্তে বলদঘাটি। ত্রিবেণী সপ্তগ্রামেরই অঙ্গীভূত ছিল। কেহ কেহ বলেন, চাঁদপুরের নামান্তরই কৃষ্ণপুর। ১৫৯২ খৃঃ পাঠানগণ সপ্তগ্রাম লুণ্ঠন করে। ১৬৩২ খৃঃ সরস্বতীনদীর স্রোত বন্ধ হইয়া যায় ও প্রসিদ্ধ বন্দর ধ্বংস হয়। রূপনারায়ণনদ যেখানে গঙ্গার সহিত মিলিত, তাহার কিছু উত্তর দিয়া সরস্বতী প্রবাহিত হইত। সপ্তগ্রামে হিন্দুরাজত্বকালে শত্রুজিৎ নামে রাজা ছিলেন। জাফর খাঁ ১২৯৮-১৩১৩ খৃঃ পর্যন্ত সপ্তগ্রামে রাজত্ব করেন। মহাপ্রভুর সময়ে ১৪৮৭ খৃঃ সপ্তগ্রামে মজলিস নুর নামে একজন শাসনকর্তা ছিলেন। সপ্তগ্রামের কৃষ্ণপুরে শ্রীলরঘুনাথদাস গোস্বামী, শঙ্খনগরে কালিদাস, চাঁদপুরে বলরাম আচার্য (রঘুনাথের কুলপুরোহিত) ও যদুনন্দন আচার্যের (রঘুনাথের গুরুর) বাস ছিল। ১৪৯৭ খৃঃ হোসেন সাহ বঙ্গদেশে একাধিপত্য লাভ করেন। হিরণ্যদাস ও গোবর্ধনদাস (রঘুনাথ-দাসের পিতা) এই দুই ভ্রাতা সপ্তগ্রাম হইতে মুসলমান শাসনকর্তাকে বিদায় করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। তখন সপ্তগ্রামের সীমা যশোহর ভৈরবনদ হইতে প্রায় রূপনারায়ণনদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (গৌ. বৈ. অ.)।

সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত-ঋষি-স্থান।
জগতে বিদিত সে 'ত্রিবেণীঘাট' নাম ॥ ৪৪৩
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে সপ্ত-ঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দচরণ ॥ ৪৪৪
তিন দেবী সেই-স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম ॥ ৪৪৫
প্রসিদ্ধ 'ত্রিবেণীঘাট' সকল-ভুবনে।
সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয় যার দরশনে ॥ ৪৪৬
নিত্যানন্দমহাপ্রভু পরম-আনন্দে।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সর্ব্ব-বৃন্দে ॥ ৪৪৭
উদ্ধারণদত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে ॥ ৪৪৮
কায়-মনো-বাক্যে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ ॥ ৪৪৯
নিত্যানন্দস্বরূপের সেবা-অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ, কিবা ভাগ্য আর ॥ ৪৫০
জন্মজন্ম নিত্যানন্দস্বরূপ ঈশ্বর।
জন্মজন্ম উদ্ধারণো তাঁহার কিঙ্কর ॥ ৪৫১
যতেক বণিক্-কুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল, দ্বিধা নাহিক ইহাতে ॥ ৪৫২
বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ-অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি-অধিকার ॥ ৪৫৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৪৩। **সপ্তঋষি**—ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—এই সাতজন মহর্ষিকে সপ্ত-ঋষি বা সপ্তর্ষি বলা হয় (গীতা॥ ১০।৬-শ্লোকের মধুসূদন-টীকায় ধৃত পুরাণবচন)। অমরকোষ অভিধানের মতে—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—এই সাতজন ঋষিকে সপ্তর্ষি বলে। "সপ্তগ্রাম"-প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে লিখিত হইয়াছে—"সপ্তগ্রামে কান্যকুব্জের প্রিয়বন্ত রাজার সপ্তপুত্রই সপ্তমহর্ষি। —(১) অগ্নিহোত্র, (২) রমণক, (৩) ভূপিসণ্ড, (৪) স্বয়ংবান্, (৫) বরাট, (৬) সবন এবং (৭) দ্যুতিমন্ত। ইঁহারা সরস্বতীতীরে তপস্যা করিয়া শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ লাভ করেন।"

ত্রিবেণীঘাট—"হুগলীর উত্তরে অতি নিকটে সুপ্রসিদ্ধ স্থান। এই ত্রিবেণীর অপর নাম—দক্ষিণ প্রয়াগ। অ. প্র.।" "সপ্তগ্রাম হইতে ৫।৬ মাইল। গৌ. বৈ. অ.॥" এই ত্রিবেণীতে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর মিলন হইয়াছে (পরবর্তী ৪৪৫-পয়ার দ্রষ্টব্য)।

৪৪৫। **তিন দেবী**—তিনটি পুণ্যসলিলা নদী।

৪৪৭। **সর্ব্ববৃন্দে**—স্বীয় সমস্ত পরিকরগণের সহিত।

৪৪৮। **উদ্ধারণদত্ত**—দ্বাদশ গোপালের একজন।

৪৪৯। **অকৈতবে**—অকপটচিত্তে ; ইহকালের বা পরকালের কোনও সুখের বাসনা, এমন কি মোক্ষবাসনাপর্য্যন্ত, পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র শ্রীনিত্যানন্দের প্রীতির উদ্দেশ্যে।

৪৫১। এই পয়ারের উক্তি হইতে জানা যায়—শ্রীলউদ্ধারণদত্ত ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দের অনাদিসিদ্ধ নিত্যপার্ষদ। যখনই শ্রীনিত্যানন্দ জগতে অবতীর্ণ হয়েন, শ্রীউদ্ধারণদত্তও তখনই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

৪৫২। **যতেক বণিক্কুল**—বণিক্কুলের সকলেই। সুবর্ণবণিক বংশে শ্রীউদ্ধারণদত্তের আবির্ভাব হইয়াছিল। শ্রীউদ্ধারণদত্তের নিত্যানন্দ-ভক্তির প্রভাবেই বণিক্কুল পবিত্র হইয়াছে।

সপ্তগ্রামে প্রতি-বণিকের ঘরে ঘরে ।
আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্ত্তন বিহরে ॥ ৪৫৪
বণিক্‌সকল নিত্যানন্দের চরণ ।
সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ ॥ ৪৫৫
বণিক্-সভের কৃষ্ণভজন দেখিতে ।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে ॥ ৪৫৬
নিত্যানন্দমহাপ্রভুর মহিমা অপার ।
বণিক্ অধম মূর্খ যে কৈল উদ্ধার ॥ ৪৫৭
সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দরায় ।
গণ-সহ সঙ্কীর্ত্তন করেন লীলায় ॥ ৪৫৮
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তনবিহার ।
শতবৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার ॥ ৪৫৯
পূর্ব্ব যেন সুখ হৈল নদীয়া নগরে ।
সেইমত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম-পুরে ॥ ৪৬০
রাত্রিদিনে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা ভয় ।
সর্ব্বদিগ হৈল হরিসঙ্কীর্ত্তনময় ॥ ৪৬১
প্রতি-ঘরে ঘরে প্রতি-নগরে-চত্বরে ।
নিত্যানন্দমহাপ্রভু কীর্ত্তন বিহরে ॥ ৪৬২
নিত্যনন্দস্বরূপের আবেশ দেখিতে ।
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে ॥ ৪৬৩
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন ।
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ ॥ ৪৬৪
যবনের নয়নে দেখিতে প্রেমধার ।
ব্রাহ্মণের আপনারে জন্ময়ে ধিক্কার ॥ ৪৬৫
জয় জয় অবধূতচন্দ্র মহাশয় ।
যাঁহার কৃপায় হেন সব রঙ্গ হয় ॥ ৪৬৬
এইমতে সপ্তগ্রামে, আম্বুয়া-মুলুকে ।
বিহরেন নিত্যানন্দস্বরূপ কৌতুকে ॥ ৪৬৭
তবে কথোদিনে আইলেন শান্তিপুরে ।
আচার্য্যগোসাঞি প্রিয়বিগ্রহের ঘরে ॥ ৪৬৮
দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ ।
হেন নাহি জানেন জন্মিল কোন্ সুখ ॥ ৪৬৯
'হরি' বলি লাগিলেন করিতে হুঙ্কার ।
প্রদক্ষিণ দণ্ডবত করেন অপার ॥ ৪৭০
নিত্যানন্দস্বরূপো অদ্বৈত করি কোলে ।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দজলে ॥ ৪৭১
দোঁহে দোঁহা দেখি বড় হইলা বিবশ ।
জন্মিল অত্যন্ত অনির্ব্বচনীয় রস ॥ ৪৭২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৫৭। "মূর্খ"-স্থলে "মূঢ়"-পাঠান্তর ।

৪৬০। পূর্ব্বে—মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পূর্বে। "নদীয়া"-স্থলে "গোকুল"-পাঠান্তর। "গোকুল"-পাঠান্তর-স্থলে "পূর্বে—পূর্ববর্তী দ্বাপরে।"

৪৬২। চত্বরে—চৌতারায়, উন্মুক্ত স্থানে। "চত্বরে"-স্থলে "নগরে"-পাঠান্তর ।

৪৬৩। আবেশ—প্রেমাবেশ। "না হয়"-স্থলে "নহে ত্রি"-পাঠান্তর ।

৪৬৪। অন্যের কি দায়—অন্যের কথা দূরে ।

৪৬৭-৪৬৮। আম্বুয়া-মুলুক—"বর্তমান অম্বিকা-নগর। স্থানটি কাল্‌নার সংলগ্ন ও বর্ধমানজেলায় অবস্থিত। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট। অ. প্র.।" আচার্য্যগোসাঞি ইত্যাদি—নিজের প্রিয় বিগ্রহ, বা শরীরের তুল্য (প্রিয়), অদ্বৈতাচার্য গোস্বামীর গৃহে।

৪৭২। বিবশ—বিহ্বল, আত্মস্মৃতি-হারা। রস—সুখ। "বিবশ"-স্থলে "উল্লাসে" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "বিবশ হইলা দুহুঁ দোঁহার পরশে"-পাঠান্তর।

দোঁহে দোঁহা ধরি গড়ি যায়েন অঙ্গনে।
দোঁহে চাহে ধরিবারে দোঁহার চরণে ॥ ৪৭৩
কোটি সিংহ জিনি দোঁহে করে সিংহনাদ।
সম্বরণ নহে দুই-প্রভুর উন্মাদ ॥ ৪৭৪
তবে কথোক্ষণে দুই-প্রভু হৈলা স্থির।
বসিলেন একস্থানে হই মহাধীর ॥ ৪৭৫
করজোড় করিয়া অদ্বৈত মহামতি।
সন্তোষে করেন নিত্যানন্দপ্রতি স্তুতি ॥ ৪৭৬
"তুমি নিত্যানন্দ-মূর্ত্তি নিত্যানন্দ-নাম।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণগ্রাম ॥ ৪৭৭
সর্ব্ব-জীব-পরিত্রাণ তুমি মহাহেতু।
মহাপ্রলয়েতে তুমি সত্য-ধর্ম্মসেতু ॥ ৪৭৮
তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি।
তুমি সে চৈতন্য বক্ষে ধর পূর্ণ শক্তি ॥ ৪৭৯
ব্রহ্মা-শিব-নারদাদি 'ভক্ত' নাম যার।
তুমি সে পরম উপদেষ্টা সভাকার ॥ ৪৮০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৭৫। "হই"-স্থলে "দুই"-পাঠান্তর।

৪৭৭। **নিত্যানন্দ-মূর্ত্তি**—নিত্য (ত্রিকালসত্য) আনন্দের (অপ্রাকৃত চিন্ময় পরমানন্দের) মূর্ত্তি (মূর্তবিগ্রহ)। **নিত্যানন্দ-নাম**—নামটিও নিত্যানন্দ (নিত্য-পরমানন্দ-বাচক)। **মূর্ত্তিমন্ত ইত্যাদি**—তুমি শ্রীচৈতন্যের গুণ-সমূহের মূর্তরূপ।

৪৭৮। **পরিত্রাণ**—পরিত্রাণে বা পরিত্রাণের। **মহাহেতু**—সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ। **মহাপ্রলয়েতে ইত্যাদি**—মহাপ্রলয়-কালেও, (যখন ব্রহ্মাণ্ডের কোনও অস্তিত্বই থাকে না, তখনও), সত্য-ধর্মের (বাস্তব সত্যের এবং বাস্তব ধর্মের" অথবা জীবের পরমার্থভূত বাস্তব ধর্মের) সেতুরূপে (রক্ষাকর্তারূপে, তুমি বিদ্যমান থাক)। নদীর দুই তীরে যে-দুইটি স্থলভাগ থাকে, সেতুদ্বারা তাহাদের সংযোগ স্থাপন করা যায়। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে মহাপ্রলয় হয়। মহাপ্রলয়কে যদি একটি বহু বিস্তীর্ণ নদী বা সমুদ্র মনে করা হয়, তাহা হইলে মহাপ্রলয়ের পূর্ববর্তী-ব্রহ্মাণ্ডকে এবং পরবর্তীকালে সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডকে তাহার দুই তীরে অবস্থিত দুই স্থলভাগ মনে করা যায় এবং নিত্যানন্দকে এই দুই তীরে অবস্থিত সংযোজক সেতু মনে করা যায়। এইভাবে পয়ারোক্তির তাৎপর্য হইবে—মহাপ্রলয়ের পূর্বে স্থলভাগদ্বয়ের সৃষ্টব্রহ্মাণ্ডে যে-সত্য-ধর্ম বর্তমান ছিল, মহাপ্রলয়ের পরবর্তীকালে সৃষ্টব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত নিত্যানন্দ সেই সত্যধর্ম রক্ষা করেন। নিত্যানন্দ হইতেছেন ত্রিকালসত্য, মহাপ্রলয়েও তিনি স্ব-স্বরূপে বিদ্যমান থাকেন।

৪৭৯। **বুঝাও**—জগতের জীবকে জানাও। **চৈতন্যের প্রেমভক্তি**—শ্রীচৈতন্যকর্তৃক প্রচারিত প্রেমভক্তি। অথবা, শ্রীচৈতন্যবিষয়া প্রেমভক্তি। **চৈতন্য বক্ষে**—শ্রীচৈতন্যের হৃদয়ে। **ধর পূর্ণ শক্তি**—প্রেম-প্রচারের পূর্ণশক্তিকে ধারণ (রক্ষা) কর (যে-হেতু তুমি হইতেছ "কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা ॥" ১।২।৩৬ পয়ার ॥ এবং "জগতের হিতকর্তা"। জগতের হিতের নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যের হৃদয়ে প্রেম-প্রচারের পূর্ণশক্তিকে রক্ষা কর, কখনও স্তিমিত হইতে দাও না)। অথবা, তুমি মূলভক্ত-অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ-বলরাম বলিয়া, এবং বলরাম "কৃপাসিন্ধু ভক্তগণ-প্রাণ (১।২।১২৭-পয়ার)" বলিয়া, প্রেমভক্তি প্রচারের ব্যাপারে, তুমিই শ্রীচৈতন্যের পূর্ণশক্তি এবং তুমি সেই শ্রীচৈতন্যকে তোমার স্বীয় হৃদয়েও সর্বদা ধারণ করিয়া রহিয়াছ। "বক্ষে"-স্থলে "বলে" এবং

বিষ্ণুভক্তি সভেই লয়েন তোমা' হৈতে।
তথাপিহ অভিমান না স্পর্শে' তোমাতে ॥ ৪৮১
পতিতপাবন তুমি দোষদৃষ্টিশূন্য।
তোমারে সে জানে যার আছে বহু পুণ্য ॥ ৪৮২
সর্ব্বযজ্ঞময় এই বিগ্রহ তোমার।
অবিদ্যাবন্ধন খণ্ডে' স্মরণে যাহার ॥ ৪৮৩
যদি তুমি প্রকাশ না কর' আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে জানিতে তোমারে ॥ ৪৮৪
অক্রোধ পরমানন্দ তুমি মহেশ্বর।
সহস্রবদন আদিদেব মহীধর ॥ ৪৮৫
রক্ষ-কুল-হন্তা তুমি শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র।
তুমি গোপপুত্র হলধর মূর্ত্তিমন্ত ॥ ৪৮৬
মূর্খ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে।
তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে ॥ ৪৮৭
যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে যোগেশ্বর-সব মনে।
তোমা' হৈতে তাহা পাইবেক যে-তে-জনে ॥" ৪৮৮
কহিতে অদ্বৈত নিত্যানন্দের মহিমা।
আনন্দ-আবেশে পাসরিলেন আপনা' ॥ ৪৮৯
অদ্বৈত সে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের প্রভাব।
এ মর্ম্ম জানয়ে কোন কোন মহাভাগ ॥ ৪৯০
তবে যে কলহ হের অন্যোহন্যে বাজে।
সে কেবল পরানন্দ, যদি জন বুঝে ॥ ৪৯১
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি যার।
জানিহ—ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি তার ॥ ৪৯২
হেনমতে দুই মহাপ্রভু নিজরঙ্গে।
বিহরেন কৃষ্ণকথা-মঙ্গল-প্রসঙ্গে ॥ ৪৯৩
অনেক রহস্য করি অদ্বৈত-সহিত।
অশেষপ্রকারে তান জন্মাইয়া প্রীত ॥ ৪৯৪
তবে অদ্বৈতের স্থানে লই অনুমতি।
নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ-প্রতি ॥ ৪৯৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"চৈতন্য বক্ষে ধর"-স্থলে "চৈতন্যের ধরহ"-পাঠান্তর। পূর্ব পাঠান্তর-স্থলে অর্থ—শ্রীচৈতন্যের বলে (শক্তিতে) তুমিই (প্রেমভক্তি-বিতরণের) পূর্ণশক্তি ধারণ কর। দ্বিতীয় পাঠান্তর স্থলে অর্থ—তুমিই শ্রীচৈতন্যের পূর্ণশক্তি ধারণ কর।

৪৮১। তথাপি ইত্যাদি—তুমি ব্রহ্মা-শিবাদি ভক্তগণের উপদেষ্টা হইলেও এবং তোমার নিকট হইতে সকলে বিষ্ণুভক্তি পাইলেও উপদেষ্টারূপে এবং ভক্তিদাতারূপে তোমার কোনও অভিমানই নাই, "আমি ব্রহ্মা-শিব-নারদাদিরও উপদেষ্টা এবং সকলের ভক্তিদাতা"—এইরূপ কোনও অভিমানই তোমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করে না। পদকর্তাও বলিয়া গিয়াছেন—"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দরায়। অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥"

৪৮৩। সর্ব্বযজ্ঞময়—২।১০।২২১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। গৌর-নিত্যানন্দের অভেদ-বিবক্ষায় এই উক্তি।

৪৮৫-৪৮৬। সহস্রবদন—তুমিই সহস্রবদন অনন্তদেবরূপে বিরাজিত। ২।৫।১১৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। আদিদেব—১।১।৩৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **মহীধর**—১।১।১৪-শ্লোকব্যাখ্যা, ১।১।৬-পয়ারের এবং ১।১।১৬৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **হলধর**—বলরাম।

৪৯১। বাজে—লাগে। **অন্যোহন্যে**—পরস্পর। "হের"-স্থলে "দেখহ"-পাঠান্তর।

৪৯৩। "বিহরেন"-স্থলে "রহিলেন"-পাঠান্তর।

সেইমত সর্ব্বাগ্রে আইলা আই-স্থানে।
আসি নমস্করিলেন আইর চরণে ॥ ৪৯৬
নিত্যানন্দস্বরূপেরে দেখি শচী আই।
কি আনন্দ পাইলেন—তার অন্ত নাই ॥ ৪৯৭
আই বোলে "বাপ! তুমি সত্য অন্তর্য্যামী।
তোমারে দেখিতে ইচ্ছা করিলাঙ আমি ॥ ৪৯৮
মোর চিত্ত জানি তুমি আইলা সত্বর।
কে তোমা' চিনিতে পারে সংসারভিতর ॥ ৪৯৯
কথোদিন থাক বাপ! এই নবদ্বীপে।
যেন তোমা' দেখোঁ মুঞি দশে পক্ষে মাসে ॥ ৫০০
মুঞি-দুঃখিতের ইচ্ছা তোমারে দেখিতে।
দৈবে তুমি আসিয়াছ দুঃখিত তারিতে ॥" ৫০১
শুনিঞা আইর বাক্য হাসে' নিত্যানন্দ।
যে জানে আইর প্রভাবের আদি অন্ত ॥ ৫০২
নিত্যানন্দ বোলে "শুন আই সর্ব্বমাতা।
তোমারে দেখিতে মুঞি আসিয়াছোঁ এথা ॥ ৫০৩
মোর ইচ্ছা তোমা' দেখি থাকিব এথায়।
রহিলাঙ নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞায় ॥" ৫০৪
হেনমতে নিত্যানন্দ আই সম্ভাষিয়া।
নবদ্বীপে ভ্রমেন আনন্দযুক্ত হৈয়া ॥ ৫০৫
নবদ্বীপে নিত্যানন্দ প্রতি-ঘরে-ঘরে।
সব-পারিষদ-সঙ্গে কীর্ত্তন বিহরে ॥ ৫০৬
নবদ্বীপে আসি মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ।
হইলেন কীর্ত্তনে আনন্দ মূর্ত্তিমন্ত ॥ ৫০৭
প্রতি-ঘয়ে-ঘরে সব-পারিষদ-সঙ্গে।
নিরবধি বিহরেন সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে ॥ ৫০৮
পরম মোহন সঙ্কীর্ত্তনমল্ল-বেশ।
দেখিতে সুকৃতি পায় আনন্দ বিশেষ ॥ ৫০৯
শ্রীমস্তকে শোভে বহুবিধ পট্টবাস।
তদুপরি বহুবিধ মাল্যের বিলাস ॥ ৫১০
কণ্ঠে বহুবিধ মণি-মুক্তা-স্বর্ণহার।
শ্রুতিমূলে শোভে মুক্তা কাঞ্চন অপার ॥ ৫১১
সুবর্ণের অঙ্গদ বলয় শোভে করে।
না জানি কতেক মালা শোভে কলেবরে ॥ ৫১২
গোরোচনা-চন্দনে লেপিত সর্ব্ব অঙ্গ।
নিরবধি বালগোপালের প্রায় রঙ্গ ॥ ৪১৩
কি অপূর্ব্ব লৌহদণ্ড ধরেন লীলায়।
পূর্ণ দশ-অঙ্গুলি সুবর্ণমুদ্রিকায় ॥ ৫১৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৯৬। সর্ব্বাগ্রে—সর্বাগ্রে।

৫০০। দশে পক্ষে মাসে—দশ দিন, পনর দিন, বা এক মাস পর পরও।

৫০১। তারিতে—দুঃখ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত।

৫০২। যে জানে—যে-নিত্যানন্দ জানেন।

৫০৩। "সর্ব্বমাতা"-স্থলে "জগন্মাতা"-পাঠান্তর।

৫০৬। কীর্ত্তন বিহরে—সঙ্কীর্তনে বিহার করেন।

৫০৯। সঙ্কীর্ত্তনমল্ল-বেশ—সঙ্কীর্তনে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন এবং তদনুকূল বেশে।

৫১০। বহুবিধ পট্টবাস—নানা রকমের পট্টবস্ত্র। মাল্যের বিলাস—নানাবিধ বৈচিত্রীময়ী পুষ্পমালা।

৫১৩। গোরোচনা—পূর্ববর্তী ৩৪৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫১৪। অপূর্ব্ব লৌহদণ্ড—পূর্ববর্তী ৩৫০-৫১-পয়ার দ্রষ্টব্য। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "পূর্ণ দশাঙ্গুল শোভে স্বর্ণমুদ্রিকায়"-পাঠান্তর। মুদ্রিকা—অঙ্গুরীয়ক।

শুক্ল নীল পীত—বহুবিধ পট্টবাস।
পরম বিচিত্র পরিধানের বিলাস ॥ ৫১৫
বেত্র বংশী ছরিকা জঠরপটে শোভে।
যার দরশনে ধ্যানে জগ-মন লোভে' ॥ ৫১৬
রজত-নূপুর-মল্ল শোভে শ্রীচরণে।
পরম মধুর ধ্বনি, গজেন্দ্রগমনে ॥ ৫১৭
যে-দিগে চা'হেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
সেই-দিগে হয় কৃষ্ণ-রস মূর্ত্তিমন্ত ॥ ৫১৮
হেনমতে নিত্যানন্দ পরম-কৌতুকে।
আছেন চৈতন্য-জন্মভূমি-নবদ্বীপে ॥ ৫১৯
নবদ্বীপ—যেহেন মথুরা-রাজধানী।
কত-মত লোক আছে, অন্ত নাহি জানি ॥ ৫২০
হেন সব সুজন আছেন, যাহা দেখি।
সর্ব্ব মহাপাপ হৈতে মুক্ত হয় পাপী ॥ ৫২১
তার মধ্যে দুর্জ্জনো যে কথোকথো বসে।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম ঘুচে তার ছায়ার পরশে ॥ ৫২২
তাহারাও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায়।
কৃষ্ণ-পথে রত হৈল অতি অমায়ায় ॥ ৫২৩
আপনে চৈতন্য কথো করিলা মোচন।
নিত্যানন্দ-দ্বারে উদ্ধারিলা ত্রিভুবন ॥ ৫২৪
চোর-দস্যু-পতিত-অধম-নাম যার।
নানামতে নিত্যানন্দ করিলা উদ্ধার ॥ ৫২৫
শুন শুন নিত্যানন্দ প্রভুর আখ্যান।
চোর দস্যু যেমতে করিলা পরিত্রাণ ॥ ৫২৬
নবদ্বীপে বৈসে এক ব্রাহ্মণকুমার।
তাহার সমান চোর দস্যু নাহি আর ॥ ৫২৭
যত চোর দস্যু—তার মহাসেনাপতি।
নাম সে ব্রাহ্মণ, অতি পরম কুমতি ॥ ৫২৮
পর-বধে দয়ামাত্র নাহিক শরীরে।
নিরন্তর দস্যুগণ-সংহতি বিহরে ॥ ৫২৯
নিত্যানন্দস্বরূপের অঙ্গে অলঙ্কার।
সুবর্ণ প্রবাল মণি মুক্তা দিব্য হার ॥ ৫৩০
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি বহুবিধ ধন।
হরিতে' হইল দস্যুব্রাহ্মণের মন ॥ ৫৩১
মায়া করি নিরবধি নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
ভ্রময়ে তাহান ধন হরিবারে রঙ্গে ॥ ৫৩২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫১৬। ছরিকা—"ছড়ি, ছোট লাঠি। অ. প্র.।" জঠর-পটে—উদরের বস্ত্রে। দরশনে ধ্যানে—দর্শনে এবং ধ্যানে (চিন্তনে)। জগ-মন—জগতের (জগদ্‌বাসীর) মন। লোভে—লুব্ধ হয়। "ছরিকা"-স্থলে "ছবিকা" এবং "ছুরিকা"-পাঠান্তর। "ছবিকা" বোধ হয় লিপিকর-প্রমাদ।

৫১৭। মল্ল—"মল"-নামক অলঙ্কার। ধ্বনি—নূপুরাদির ধ্বনি (শব্দ)।

৫২১। অন্বয়। হেন সব (এমন সকল) সুজন (সজ্জন) আছেন, যাহা দেখি (যাঁহাদের দর্শন করিলে) পাপীও সর্বমহাপাপ হইতে মুক্ত হয়। "হয়"-স্থলে "যায়"-পাঠান্তর।

৫২৩। অতি অমায়ায়—অত্যন্ত অকপটভাবে।

৫২৮। তার মহাসেনাপতি—চোর-দস্যুদের খুব বড় দলপতি। তাহার অনুগত বহু চোর এবং দস্যু ছিল।

৫৩০। "অঙ্গে"-স্থলে "দেখি" এবং "দিব্য"-পাঠান্তর।

৫৩১। হরিতে—হরণ করিতে, চুরি করিতে।

৫৩২। মায়া করি—ছল করিয়া, সাধু সাজিয়া।

অন্তরে পরম দুষ্ট বিপ্র ভাল নয়।
জানিলেন নিত্যানন্দ অন্তর হৃদয় ॥ ৫৩৩
হিরণ্যপণ্ডিত-নামে এক সুব্রাহ্মণ।
সেই নবদ্বীপে বৈসে—মহা-অকিঞ্চন ॥ ৫৩৪
সেই ভাগ্যবন্তের মন্দিরে নিত্যানন্দ।
থাকিলা বিরলে প্রভু হইয়া অসঙ্গ ॥ ৫৩৫
সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ—পরমদুষ্টমতি।
লইয়া সকল দস্যু করয়ে যুগতি ॥ ৫৩৬
"আরে ভাই! সভে আর কেনে দুঃখ পাই।
চণ্ডী-মা'য়ে নিধি মিলাইলা একঠাঁই ৫৩৭ ॥
এই অবধূতের দেহেতে অলঙ্কার।
সোণা মুক্তা হীরা কসা বই নাই আর ॥ ৫৩৮
কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি।
চণ্ডী-মা'য়ে একঠাঞি মিলাইলা আনি ॥ ৫৩৯
শূন্য-বাড়ী-খানে থাকে হিরণ্যের ঘরে।
কাঢ়িয়া আনিব এক দণ্ডের ভিতরে ॥ ৫৪০
ঢাল খাঁড়া লই সভে হও সমবায়।
আজি গিয়া হানা দিব কথোক নিশায় ॥" ৫৪১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৩৩। অন্তর হৃদয়—চোর-ব্রাহ্মণের গূঢ় অভিপ্রায়। অথবা, (নিত্যানন্দের বিশেষণ। অর্থ—) হৃদয়ের অন্তরে (মধ্যে) বিরাজিত যিনি, অন্তর্যামী। "অন্তর"-স্থলে "অনন্ত"-পাঠান্তর। অর্থ—অনন্ত হৃদয়—অনন্তদেবের হৃদয় যিনি, বলরাম।

৫৩৪। অকিঞ্চন—"শ্রীকৃষ্ণ-চরণব্যতীত আমার আপন বলিতে আর কিছুই নাই"-এইরূপ ভাব যাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে নিত্য বিরাজিত, তাঁহাকে অকিঞ্চন বলে। অথবা, দরিদ্র।

৫৩৫। বিরলে—নির্জনে। অসঙ্গ—'অসঙ্গ"-শব্দের অর্থ "সঙ্গিহীন বা একেলা"ও হইতে পারে; কিন্তু এ-স্থলে সেই অর্থ অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। যে-হেতু, পরবর্তী ৫৪৫-৪৮-পয়ারসমূহ হইতে জানা যায়, শ্রীনিত্যানন্দ সে-স্থানে একাকী থাকিতেন না। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পারিষদবর্গও ছিলেন। সুতরাং এ-স্থলে "অসঙ্গ"-শব্দের অর্থ—"আসক্তিহীন' বলিয়াই মনে হয়, শ্রীনিত্যানন্দ ছিলেন নিজের রত্নালঙ্কারাদিতে অনাসক্ত, রত্নালঙ্কারাদি চোরে লইয়া গেলেও তাঁহার চিত্তক্ষোভ জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। স্থলবিশেষে "সঙ্গ"-শব্দের অর্থ যে "আসক্তি" হইতে পারে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। "আসক্তিঃ—আ+সন্জ+ক্তি, ভাবে। সঙ্গঃ—সন্জ্+ঘঞ, ভাবে। শব্দকল্পদ্রুম অভিধান॥" উভয়-শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ একই (আসক্তি-শব্দের অন্তর্গত আ-উপসর্গের অর্থ—সম্যক্; তাহাতে বিরুদ্ধার্থ বুঝায় না)। "এতাবানেব যোগেন" ইত্যাদি ভা. ৩।৩২।২৭-শ্লোকের অন্তর্গত "অসঙ্গস্তু কৃৎস্নশঃ"-অংশের অর্থে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও লিখিয়াছেন "কৃৎস্নশঃ অসঙ্গঃ ইন্দ্রিয়ার্থেষু অনাসক্তিঃ।" এ-স্থলে "অসঙ্গ"-শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—"ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে অনাসক্তি।" শ্রীধরস্বামীর এবং ক্রমসন্দর্ভের অর্থের তাৎপর্যও তদ্রূপই—"প্রপঞ্চ-সঙ্গব্যুদাসঃ," "প্রপঞ্চব্যুদাসমাত্রম্।" "থাকিলা বিরলে প্রভু"-স্থলে "থাকিলেন বিরলেতে" এবং "থাকিলা বিরলে কথো" এবং "অসঙ্গ"-স্থলে "নিঃশঙ্ক"-পাঠান্তর। নিঃশঙ্ক—নির্ভয়।

৫৩৬। যুগতি—যুক্তি। "দস্যু"-স্থলে "দুষ্ট"-পাঠান্তর।

৫৪০। হিরণ্যের—হিরণ্য পণ্ডিতের। "কাঢ়িয়া"-স্থলে "কাটিয়া"-পাঠান্তর।

৫৪১। সমবায়—একত্রিত। কথোক নিশায়—কিছু রাত্রি হইলে।

এইমত যুক্তি করি সব দস্যুগণ ।
সভে নিশাভাগ করি করিল গমন ॥ ৫৪২
খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল লইয়া জনে জনে ।
আসিয়া বেঢ়িল নিত্যানন্দ যেই স্থানে ॥ ৫৪৩
একস্থানে রহিয়া সকল দস্যুগণ ।
আগে চর পাঠাইয়া দিল এক জন ॥ ৫৪৪
নিত্যানন্দমহাপ্রভু করেন ভোজন ।
চতুর্দ্দিগে হরিনাম লয় ভক্তগণ ॥ ৫৪৫
কৃষ্ণানন্দে মত্ত নিত্যানন্দভৃত্যগণ ।
কেহো করে সিংহনাদ, কেহো বা গর্জ্জন ॥ ৫৪৬
ক্রন্দন করয়ে কেহো পরানন্দরসে ।
কেহো করতালি দিয়া অট্ট অট্ট হাসে' ॥ ৫৪৭
'হৈ হৈ হায় হায়' করে কোনজন ।
কৃষ্ণানন্দে নিদ্রা নাহি, সভেই চেতন ॥ ৫৪৮
চর আসি কহিলেক দস্যুগণস্থানে ।
"ভাত খায় অবধূত, জাগে সর্ব্বজনে ॥" ৫৪৯
দস্যুগণ বোলে "সভে শুউক খাইয়া ।
আমরাও বসি সভে হানা দিব গিয়া ॥" ৫৫০
বসিল সকল দস্যু এক-বৃক্ষতলে ।
পরধন পাইবেক—এই কুতূহলে ॥ ৫৫১
কেহো বোলে "মোহোর সোণার তাড় বালা ।"
কেহো বোলে "মুঞি নিমু মুকুতার মালা ॥" ৫৫২
কেহো বোলে "মুঞি নিমু কর্ণ-অভরণ" ।
"ছরি সব নিমু মুঞি" বোলে কোন জন ॥ ৫৫৩
কেহো বোলে "মুঞি নিমু রূপার নূপুর ।"
সভে এই মনকলা খায়ে ত প্রচুর ॥ ৫৫৪
হেনই সময়ে নিত্যানন্দের ইচ্ছায় ।
নিদ্রা ভগবতী আসি চাপিলা সভায় ॥ ৫৫৫
সেই ক্ষণে মহা ঘুমাইয়া দস্যুগণ ।
সভেই হইল অতি মহা অচেতন ॥ ৫৫৬
নিদ্রায় সকল দস্যু হইল মোহিত ।
রাত্রি পোহাইল, তভু নাহিক সম্বিত ॥ ৫৫৭
কাকরবে জাগিলেক সব দস্যুগণ ।
রাত্রি নাহি দেখি সভে হৈল দুঃখি-মন ॥ ৫৫৮
আথেব্যথে ঢাল খাঁড়া ফেলাইয়া বনে ।
সত্বরে চলিল সব দস্যু গঙ্গা স্নানে ॥ ৫৫৯
শেষে সব দস্যুগণ নিজস্থানে গেল ।
সভেই সভারে গালি পাড়িতে লাগিল ॥ ৫৬০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৪৩। আসিয়া বেঢ়িল ইত্যাদি—নিত্যানন্দ যে-স্থানে ছিলেন, সেই স্থানটি চারিদিকে বেষ্টন করিল। "বেঢ়িল"-স্থলে "মিলিলা"-পাঠান্তর।

৫৪৫। "ভক্তগণ"-স্থলে "সর্ব্বজন"-পাঠান্তর।

৫৪৬। "মত্ত নিত্যানন্দভৃত্যগণ"-স্থলে "মহামত্ত নিত্যানন্দগণ" এবং পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "কৃষ্ণনামানন্দে মত্ত নিত্যানন্দ-গণ"-পাঠান্তর।

৫৪৮। চেতন—জাগ্রত। "সভেই চেতন"-স্থলে "সভে সচেতন"-পাঠান্তর।

৫৫০। শুউক—শয়ন করুক। হানা দিব—আক্রমণ করিব।

৫৫৩। কর্ণ-অভরণ—কাণের আভরণ (অলঙ্কার)। "ছরি"-স্থলে "ছবি" এবং "হার"-পাঠান্তর।

৫৫৬-৫৫৭। "ক্ষণে মহা"-স্থলে "খানে মাথা"-পাঠান্তর। সম্বিত—জ্ঞান, চেতনা।

৫৫৮। কাকরবে—কাকের ডাকে। "হৈল দুঃখি-মন"-স্থলে "হইল বিমন"-পাঠান্তর।

৫৫৯। "দস্যু গঙ্গা"-স্থলে "দস্যুগণ"-পাঠান্তর।

কেহো বোলে "তুই আগে পড়িলি শুইয়া।"
কেহো বোলে "তুই বড় আছিলি জাগিয়া ॥" ৫৬১
দস্যুসেনাপতি যে ব্রাহ্মণ দুরাচার।
সে বোলয়ে "কলহ করহ কেনে আর ॥ ৫৬২
যে হইল সে হইল চণ্ডীর ইচ্ছায়।
এক দিন গেলে কি সকল দিন যায় ॥ ৫৬৩
বুঝিলাঙ চণ্ডী আসি মোহিলা আপনে।
বিনি-চণ্ডী-পূজিয়া গেলাঙ যে-কারণে ॥ ৫৬৪
ভাল করি আজি সভে মদ্য মাংস দিয়া।
চল সভে একঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া ॥" ৫৬৫
এতেক করিয়া যুক্তি সব দস্যুগণ।
মদ্য মাংস দিয়া সভে করিল পূজন ॥ ৫৬৬
আরদিন দস্যুগণ কাচি নানা অস্ত্র।
আইলেক বীর-ছাঁদে পরি নীলবস্ত্র ॥ ৫৬৭
মহানিশা—সর্ব্বলোক অছয়ে শয়নে।
হেনই সময়ে বেঢ়িলেক দস্যুগণে ॥ ৫৬৮
বাড়ীর নিকটে থাকি দস্যুগণ দেখে।
চতুর্দ্দিগে অনেক পাইকে বাড়ী রাখে ॥ ৫৬৯
চতুর্দ্দিগে অস্ত্রধারী পদাতিকগণ।
নিরবধি হরিনাম করেন গ্রহণ। ৫৭০
পরম প্রকাণ্ড মূর্ত্তি—সভেই উদ্দণ্ড।
নানা-অস্ত্রধারী সভে—পরম প্রচণ্ড ॥ ৫৭১
সর্ব্বদস্যুগণ দেখে, তার একোজনে।
শতজনো মারিতে পারয়ে সেইক্ষণে ॥ ৫৭২
সভার গলায় মালা, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
সভারি বদনে নিরবধি সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৫৭৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৬১। এই পয়ারের "পরে মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—'কেহো বোলে কলহ করহ কেনে আর। লজ্জা ধর্ম্ম চণ্ডী আজি রাখিল সভার ॥' অ. প্র.।"

৫৬৪। "আসি"-স্থলে "আজি" এবং "বিনি চণ্ডী পূজিয়া গেলাঙ"-স্থলে "চণ্ডিয়া না পূজিয়া সভে গেনু"-পাঠান্তর।

৫৬৬। "সব দস্যুগণ"-স্থলে "পাপী দস্যুগণ" এবং "সব পাপিগণ"-পাঠান্তর। পূর্ববর্তী ৫৩৭ এবং ৫৩৯ পয়ারে দস্যুপতি ব্রাহ্মণের উক্তিতে এবং ৫৬৪ এবং ৫৬৫ পয়ারে অন্য এক দস্যুর উক্তিতে, চণ্ডীর কথা বলা হইয়াছে। ৫৬৫ এবং ৫৬৬ পয়ারে দস্যুগণকর্তৃক মদ্যমাংসের দ্বারা চণ্ডীপূজার কথাও বলা হইয়াছে। মার্কণ্ডেয়-পুরাণ-কথিত চণ্ডীদেবী হইতেছেন বৈদিকী দেবতা; মদ্যমাংসদ্বারা তাঁহার পূজার বিধি নাই। বেদবিরুদ্ধ-তন্ত্রমতাবলম্বীরা বৈদিকী চণ্ডীদেবীকেই তান্ত্রিকী দেবতা মনে করিয়া বেদবিরুদ্ধ-তন্ত্রানুসারে মদ্যমাংসদ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তি অনুসারে বুঝা যায়, এই দস্যুদলপতি এবং তাঁহার অনুগত দস্যুগণ বেদবিরোধী তান্ত্রিক ছিলেন। ৫৬৩-৬৫-পয়ারোক্তি হইতে জানা যায়, দস্যুগণ মনে করিত, চণ্ডীপূজা করিয়া দস্যুবৃত্তিতে বাহির হইলে তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে। কিন্তু চণ্ডীদেবী দস্যুদিগকে সংহারই করেন, কখনও তাহাদের আনুকূল্য করেন না।

৫৬৭-৫৬৮। কাচি—কাচিয়া, সাজাইয়া। বীর-ছাঁদে—বীরের মত। নীলবস্ত্র—নীলবর্ণের কাপড়, রাত্রিকালে নীলবস্ত্র পরিয়া বাহির হইলে লোকে সহসা দেখিতে পায় না। মহানিশা—অধিক রাত্রি।

৫৬৯-৫৭০। পাইক—প্রহরী, পদাতিক। রাখে—রক্ষা করে। "চতুর্দ্দিগে"-স্থলে "কত কত"-পাঠান্তর।

৫৭৩। "নিরবধি"-স্থলে "সদা হরি"-পাঠান্তর।

নিত্যানন্দমহাপ্রভু আছেন শয়নে ।
চতুর্দ্দিগে 'কৃষ্ণ' গায় সেই-সব-জনে ॥ ৫৭৪
দস্যুগণ দেখি বড় হইল বিস্মিত ।
বাড়ী ছাড়ি লড়ি বসিলেন এক-ভিত ॥ ৫৭৫
সর্ব্বদস্যুগণে যুক্তি লাগিল করিতে ।
"কোথাকার পদাতিক আইল এথাতে ॥" ৫৭৬
কেহো বোলে "অবধূত কেমতে জানিয়া ।
কাহার পাইক আনিঞাছয়ে মাগিয়া ॥" ৫৭৭
কেহো বোলে "ভাই ! অবধূত বড় 'জ্ঞানী' ।
মাঝে মাঝে অনেক লোকের মুখে শুনি ॥ ৫৭৮
জ্ঞানবান্ বড় অবধূত মহাশয় ।
আপনার রক্ষা কিবা আপনে করয় ॥ ৫৭৯
অন্যথা যে সব দেখি পদাতিকগণ !
মনুষ্যের প্রায় ত না দেখি এক জন ॥ ৫৮০
হেন বুঝি—এই সব শক্তির কারণে ।
'গোসাঞি' করিয়া সভে বোলয়ে উহানে ॥" ৫৮১
আর কেহো বোলে "তুমি অবুধ যে ভাই !
যে খায় যে পরে সে বা কেমত গোসাঞি ॥" ৫৮২
সকল দস্যুর সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ ।
সে বোলয়ে "জানিলাঙ সকল কারণ ॥ ৫৮৩
যত বড় বড় লোক চারিদিগ হৈতে ।
সভেই আইসে অবধূতেরে দেখিতে ॥ ৫৮৪
কোন দিগ হৈতে কোন বিশ্বাস নস্কর ।
আসিয়াছে, তার পদাতিক বহুতর ॥ ৫৮৫
অতএব পদাতিকসকল ভাবক ।
এই সে কারণে 'হরি হরি' করে জপ ॥ ৫৮৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৭৫। **বড়**—অত্যন্ত। **লড়ি**—লড়িয়া, সরিয়া। **এক-ভিত**—এক পাশে। "দেখি বড়"-স্থলে "তাহা দেখি" এবং "লড়ি"-স্থলে "নড়ি" এবং "সভে"-পাঠান্তর।

৫৭৭-৫৭৮। **কেমতে জানিয়া**—চোর-দস্যুদের আক্রমণ হইবে, কোনও প্রকারে তাহা জানিতে পরিয়া। **আনিঞাছয়ে**—আনিয়াছে। **মাগিয়া**—চাহিয়া, যাচ্ঞা করিয়া। "কাহার পাইক আনিঞাছয়ে"-স্থলে "কাহারো বা পাইক কি আনিল"-পাঠান্তর। **বড় জ্ঞানী**—অনেক কিছু জানেন।

৫৭৯-৫৮০। **আপনে করয়**—নিজেই সশস্ত্র পদাতিকরূপে নিজেকে রক্ষা করিতেছেন। "বড়"-স্থলে "কিবা" এবং "রক্ষা"-স্থলে "কক্ষা"-পাঠান্তর। **অন্যথা**—তাহা না হইলে, পদাতিকরূপে নিজেই যদি নিজেকে রক্ষা না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে। **মনুষ্যের প্রায় ইত্যাদি**—এই পদাতিকদের এক জনকেও তো সাধারণ মানুষের মত দেখিতেছি না। "অন্যথা যে"-স্থলে "এ কারনে"-পাঠান্তর।

৫৮২। **অবুধ**—অবোধ, বুদ্ধিহীন। **খায়**—আহার করে। **পরে**—বস্ত্র পরিধান করে। "তুমি অবুধ যে"-স্থলে "তুই অবুধিয়া" এবং "পরে"-স্থলে "পত্রে" এবং "কেমত"-স্থলে "কিসের" এবং "কেমতে"-পাঠান্তর। **পত্রে**—পরে, পরিধান করে।

৫৮৫। **বিশ্বাস**—রাজকর্মচারি-বিশেষ। **নস্কর**—ভৃত্য।

৫৮৬। **অতএব**—সেই হেতু। যে-বিশ্বাস নস্কর অবধূতকে দেখিতে আসিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই ভক্ত বা ধার্মিক হইবেন ; নচেৎ তিনি অবধূতের নিকটে আসিবেন কেন? তিনি ভক্ত বা ধার্মিক বলিয়া তাঁহার পদাতিকগণও ভক্ত বা ধার্মিক ; সেই হেতু **পদাতিকসকল ভাবক**—এই পদাতিকগণও ভাবক (ভাব-প্রবণ ভক্ত)। "হরি হরি"-স্থলে "হরিনাম"-পাঠান্তর।

এবা নহে—তোলা-পদাতিক আনি থাকে।
তবে কত দিন এড়াইব এই পাকে ॥ ৫৮৭
অতএব চল সভে আজি ঘরে যাই।
চাপে চুপে দিন দশ থাকি গিয়া ভাই!" ৫৮৮
এত বলি সব দস্যুগণ গেল ঘরে।
অবধূতচন্দ্র প্রভু স্বচ্ছন্দে বিহরে ॥ ৫৮৯
নিত্যানন্দচরণ ভজয়ে যে যে জনে।
সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে' তাহাসভার স্মরণে ॥ ৫৯০
হেন নিত্যানন্দপ্রভু বিহরে আপনে।
তাহানে করিতে বিঘ্ন পারে কোন্ জনে ॥ ৫৯১
অবিদ্যা খণ্ডয়ে যাঁর দাসের স্মরণে।
সে প্রভুর বিঘ্ন করিবেক কোন্ জনে ॥ ৫৯২
সর্ব্ব-গণ-সহ বিঘ্ননাথ যাঁর দাস।
যাঁর অংশ রুদ্র করে জগতবিনাশ ॥ ৫৯৩
যাঁর অংশ চলিতে ভুবনকম্প হয়।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ; কারে তান ভয় ॥ ৫৯৪
সর্ব্ব নবদ্বীপে করে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন ক্রীড়া ভোজন শয়ন ॥ ৫৯৫
সর্ব্ব-অঙ্গে সকল অমূল্য অলঙ্কার।
যেন দেখি বলদেব—নন্দের কুমার ॥ ৫৯৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৮৭। এবা নহে—ইহা যদি না হয়, কোনও বিশ্বাস নশ্বরের সঙ্গে যদি পদাতিকগণ না আসিয়া থাকে। তোলা পদাতিক—ভাড়া করা, বা কাহারও নিকট হইতে চাহিয়া-আনা পদাতিক যদি আনি থাকে— আনিয়া থাকেন। **এড়াইব**—আমাদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবেন। **এই পাকে—**এই প্রকারে, তোলাপদাতিকের সাহায্যে।

৫৮৮। **চাপেচুপে**—চুপচাপ করিয়া; এ-স্থলে, চুরি করার চেষ্টা না করিয়া। "থাকি গিয়া"-স্থলে "বিশ থাক" এবং "বসি থাক"-পাঠান্তর।

৫৯০। "দুঃখ"-স্থলে "বিঘ্ন"-পাঠান্তর।

৫৯২। "করিবেক"-স্থলে "করে হেন"-পাঠান্তর।

৫৯৩-৫৯৪। **বিঘ্ননাথ**—বিঘ্নের প্রভু বা নিয়ন্তা "গণপতি"। তিনি ইচ্ছা করিলে কাহারও দিকে বিঘ্নসমূহকে চালাইতে পারেন এবং কাহাকেও বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিতেও পারেন। **সর্ব্বগণসহ** ইত্যাদি বিঘ্ননাথ গণপতি সপরিকরে যাঁহার (যে-নিত্যানন্দের) দাস। "বিঘ্ননাথ"-স্থলে "বিঘ্ন নাশে"-পাঠান্তর। অর্থ, যে-নিত্যানন্দের যে-কোনও দাস, তাঁহার অনুগত লোকজন সহ, সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট করিতে পারেন। **যাঁর অংশ রুদ্র**—যে-নিত্যানন্দের অংশ গুণাবতার রুদ্র, **করে জগত বিনাশ**—প্রলয়-কালে জগৎকে ধ্বংস করেন। ২।১৫।১-শ্লোক দ্রষ্টব্য। গুণাবতার রুদ্র (শিব) হইতেছেন গর্ভোদকশায়ীর অংশ। গর্ভোদকশায়ী হইতেছেন সঙ্কর্ষণ-বলরামের অংশ। সুতরাং গুণাবতার রুদ্রও হইতেছেন বলরামের অংশ। সেই বলরামই নিত্যানন্দ বলিয়া রুদ্রকে নিত্যানন্দের অংশ বলা হইয়াছে। **যাঁর অংশ**—যে-নিত্যানন্দের (নিত্যানন্দরূপ বলরামের) অংশ মহীধর অনন্ত নাগ, **চলিতে**—নড়িতে, **ভুবনকম্প হয়**—সমস্ত ভুবন কাঁপিয়া উঠে। "চলিতে"-স্থলে "কলাতে" এবং "নড়িতে"-পাঠান্তর। কলাতে—যাঁহার অংশ-কলা মহীধর অনন্ত নাগ।

৫৯৬। "সর্ব্ব-অঙ্গে"-স্থলে "নানা রত্নে"-পাঠান্তর। **নন্দের কুমার**—নন্দ-মহারাজার কুমার (পুত্র)-তুল্য, নন্দ মহারাজ যাঁহাকে নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন।

কর্পূর তাম্বূল প্রভু করেন ভোজন।
ঈষত হাসিয়া মোহে' ত্রিজগত-মন ॥ ৫৯৭
অভয়-পরমানন্দ বুলে সর্ব্বস্থানে।
অভয়-পরমানন্দ ভক্তগোষ্ঠীসনে ॥ ৫৯৮
আরবার যুক্তি করি পাপী দস্যুগণে।
আইলেক নিত্যানন্দপ্রভুর ভবনে ॥ ৫৯৯
দৈবে সেইদিনে মহা-মেঘে অন্ধকার।
মহা-ঘোর-নিশা—নাহি লোকের সঞ্চার ॥ ৬০০
মহাভয়ঙ্কর নিশা চোর দস্যুগণ।
দশ পাঁচ অস্ত্র একোজনের কাচন ॥ ৬০১
প্রবিষ্ট হইল মাত্র বাড়ীর ভিতরে।
সভে হৈল অন্ধ, কেহো দেখিতে না পারে ॥ ৬০২
কিছু নাহি দেখে, অন্ধ হৈল দস্যুগণ।
সভেই হইল হত প্রাণ-বুদ্ধি-মন ॥ ৬০৩
কেহো গিয়া পড়ে গড়খাইর ভিতরে।
জোঁকে পোকে ডাঁসে তারে কামড়াই মারে ॥ ৬০৪
উচ্ছিষ্টগর্ত্তেতে কেহো কেহো গিয়া পড়ে।
তথাও মরয়ে বিছা-পোকের কামড়ে ॥ ৬০৫
কেহো কেহো পড়ে গিয়া কাঁটার ভিতরে।
গা'য়ে পা'য়ে কাঁটা ফুটে, নড়িতে না পারে ।। ৬০৬
খালের ভিতরে গিয়া পড়ে কোন জন।
হাথ পা'ও ভাঙ্গি পড়ে, করয়ে ক্রন্দন ।। ৬০৭
সেইখানে কারোকারো গা'য়ে হৈল জ্বর।
সব দস্যুগণ চিন্তা পাইল অন্তর ।। ৬০৮
হেনই সময়ে ইন্দ্র পরম-কৌতুকী।
করিতে লাগিলা মহা ঝড় বৃষ্টি তথি ।। ৬০৯
একে মরে দস্যু জোঁক-পোকের কামড়ে।
বিশেষে মরয়ে আরো মহাবৃষ্টি-ঝড়ে ॥ ৬১০
শিলাবৃষ্টি পড়ে সব অঙ্গের উপরে।
প্রাণো নাহি যায়, ভাসে দুঃখের সাগরে ॥ ৬১১
হেন সে পড়য়ে একো মহাঝন্‌ঝনা।
ত্রাসে মূর্চ্ছা যায় সবে পাসরি আপনা' ॥ ৬১২
মহাবৃষ্ট্যে দস্যুগণ তিতে নিরন্তর।
মহাশীতে সভার কম্পিত কলেবর ॥ ৬১৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৯৭। "মন"-স্থলে "জন"-পাঠান্তর।

৫৯৮। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "আনন্দে বিহরে প্রভু ভক্তগণ সনে"-পাঠান্তর।

৬০০। "দিনে"-স্থলে "রাত্রে"-পাঠান্তর। **সঞ্চার**—গতাগতি।

৬০১। **কাচন**—সজ্জা। "মহা ভয়ঙ্কর"-স্থলে "ঘোর ভয়ঙ্কর", "কাচন"-স্থলে "কাছন" এবং "নিশা"-স্থলে "রাত্রে"-পাঠান্তর।

৬০৩। **সভেই হইল হত ইত্যাদি**—দস্যুগণ অন্ধ হইয়া যাওয়াতে তাহাদের সকলেরই প্রাণ, বুদ্ধি এবং মন যেন হত হইয়া গেল—পূর্বের ন্যায় তাহাদের মনেও কোনওরূপ উৎসাহ ছিল না, তাহাদের বুদ্ধিও পূর্বের ন্যায় কোনও বিষয়-সম্বন্ধে—বিশেষতঃ বর্তমান অবস্থায় তাহাদের কি কর্তব্য, সে সম্বন্ধে—বিচার করিয়া কোনও উপায় নির্ধারণ করিতে অসমর্থ ; এই অবস্থায় তাহারা যেন প্রাণহীনের মত (জীবন্মৃতের মত) হইয়া পড়িল।

৬০৭। "খালের"-স্থলে "খানের", এবং "পড়ে"-স্থলে "কেহো"-পাঠান্তর। **খানের**—খানার।

৬০৯। **তথি**—সেই স্থানে। "ঝড় বৃষ্টি তথি"-স্থলে "শিলা ঝড় বৃষ্টি"-পাঠান্তর।

৬১২। **মহা ঝন্‌ঝনা**—ঘোর মেঘগর্জন।

অন্ধ হইয়াছে—কিছু না পায় দেখিতে।
মরে দস্যুগণ মহা-ঝড়-বৃষ্টি-শীতে ॥ ৬১৪
নিত্যানন্দদ্রোহে আসিয়াছে এ লাগিয়া।
ক্রোধে ইন্দ্র বিশেষে মারেন দুঃখ দিয়া ॥ ৬১৫
কথোক্ষণে দস্যুসেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
অকস্মাত ভাগ্যে তার হইল স্মরণ ॥ ৬১৬
মনে ভাবে' বিপ্র "নিত্যানন্দ নর নহে।
সত্য এহো ঈশ্বর,—মনুষ্যে সত্য কহে ॥ ৬১৭
একদিন মোহিলেন সভারে নিদ্রায়।
তথাপিহ না বুঝিলুঁ ঈশ্বরমায়ায় ॥ ৬১৮
আরদিন মহাদ্ভুত পদাতিকগণ।
দেখাইল, তভো মোর নহিল চেতন ॥ ৬১৯
যোগ্য মুঞি-পাপিষ্ঠের এ সব দুর্গতি।
হরিতে' প্রভুর ধন যেন কৈলুঁ মতি ॥ ৬২০
এ মহাসঙ্কটে মোরে কে করিব পার।
নিত্যানন্দ বই মোর গতি নাই আর ॥" ৬২১
এত ভাবি বিপ্র নিত্যানন্দের চরণ।
চিন্তিয়া একান্তভাবে লইল শরণ ॥ ৬২২
সে চরণ চিন্তিলে আপদ নাহি আর।
সেইক্ষণে কোটি অপরাধীরো নিস্তার ॥ ৬২৩

কারুণ্যশারদা রাগেণ গীয়তে।

"রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবালগোপাল!
রক্ষা কর' প্রভু! তুমি সর্ব্বজীবপাল ॥ ৬২৪
যে জন আছাড় প্রভু! পৃথিবীতে খায়।
পুনশ্চ পৃথিবী তারে হয়েন সহায় ॥ ৬২৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬১৪। "শীতে"-স্থলে "পাতে"-পাঠান্তর।

৬১৫। নিত্যানন্দদ্রোহে—নিত্যানন্দের প্রতি শত্রুতাচরণের উদ্দেশ্যে। এ লাগিয়া—এজন্য।

৬১৭। মনুষ্যে সত্য কহে—"নিত্যানন্দ মানুষ নহেন, পরন্তু ঈশ্বর"—একথা যে-লোকেরা বলে, সত্য কথাই। "এহো"-স্থলে "ঞিহ" এবং "সত্য"-পাঠান্তর।

৬২২। চিন্তিয়া ইত্যাদি—শ্রীনিত্যানন্দের চরণ চিন্তা করিয়া একান্তভাবে নিত্যানন্দের শরণ গ্রহণ করিলেন। দস্যুদলপতি ব্রাহ্মণ মনে মনেই নিত্যানন্দের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং পরবর্তী ৬২৪-৩২-পয়ার-সমূহে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও শ্রীনিত্যানন্দের উদ্দেশে মনে মনেই (অথবা স্পষ্ট কথাতেই) বলিয়াছেন, নিত্যানন্দের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া তিনি এ-সকল কথা তখন বলেন নাই। পরের দিন প্রাতঃকালেই তিনি নিত্যানন্দের চরণ-সান্নিধ্যে উপনীত হইয়াছিলেন (পরবর্তী অধ্যায়ের ৫-৮ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

৬২৪। এই পয়ারের পূর্ব্ববর্তী "কারুণ্য শারদারাগেণ গীয়তে"-বাক্যে, "কারুণ্যশারদা"-স্থলে "করুণা-ভাটিয়ারি"-পাঠান্তর। "একখানি পুঁথিতে 'কারুণ্যশারদারাগেণ গীয়তে, এই অংশটুকুর পরিবর্তে এইরূপ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত পাঠ আছে—'কারুণ্য-শরণ শ্রীপদারবিন্দ জানি। এত চিন্তি স্তুতি করে সর্ব্ব-সার মানি ॥ কর্ণাটরাগঃ ॥' অ. প্র.।" সর্ব্বজীবপাল—সকল জীবের পালনকর্তা।

৬২৫। অন্বয়। যে-জন (যে-ব্যক্তি) পৃথিবীতে আছাড় খায় (আছাড় খাইয়া পৃথিবীর উপরে পতিত হয় এবং তদ্দ্বারা পৃথিবীকেও আঘাত করে—সুতরং পৃথিবীর নিকটে অপরাধী হয়), পুনশ্চ (আবার) পৃথিবী তারে ইত্যাদি—সেই পৃথিবীই (যে পৃথিবীকে আঘাত করিয়া সে-ব্যক্তি যে-পৃথিবীর নিকটে অপরাধ করিয়াছে, সেই পৃথিবীই, তাহার প্রতি রুষ্ট না হইয়া তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া) তারে হয়েন সহায়

এইমত যে তোমাতে অপরাধ করে।
শেষে সেহো তোমার স্মরণে দুঃখ তরে' ॥ ৬২৬
তুমি সে জীবের ক্ষম' সর্ব্ব অপরাধ।
পতিতজনেরো তুমি করহ প্রসাদ ॥ ৬২৭
তথাপি যদ্যপি মুঞি ব্রহ্মঘ্ন, গোবধী।
মোরে বড় আর প্রভু ! নাহি অপরাধী ॥ ৬২৮
সর্ব্বমহাপাতকীও তোমার শরণ।
লইলে, খণ্ডয়ে তার সকল বন্ধন ॥ ৬২৯
জন্মাবধি তুমি সে জীবের রাখ প্রাণ।
অন্তেও তুমি সে প্রভু ! কর' পরিত্রাণ ॥ ৬৩০
এ সঙ্কট হৈতে প্রভু ! কর' আজি রক্ষা।
যদি জীঙ প্রভু ! তবে হৈল এই শিক্ষা ॥ ৬৩১
জন্মজন্ম প্রভু তুমি, মুঞি তোর দাস।
কিবা জীঙ মরোঁ। এই হউ মোর আশ ॥" ৬৩২
কৃপাময় নিত্যানন্দচন্দ্র অবতার।
শুনি করিলেন দস্যুগণের উদ্ধার ॥ ৬৩৩
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৬৩৪

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দবিলাস-বর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(তাহার সহায় হয়েন, তাহাকে দূরে নিক্ষেপ না করিয়া নিজের কোলেই স্থান দিয়া থাকেন)। "পুনশ্চ পৃথিবী"-স্থলে "পুন সে পৃথিবী" "পুন পৃথিবীও"-পাঠান্তর।

৬২৬। অন্বয়। এইমত (পৃথিবীর নিকটে অপরাধ করিয়াও সর্বংসহা পৃথিবীর কৃপায় লোক যেমন তাহার অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া পৃথিবীর কোলেই স্থান লাভ করে, তদ্রূপ) যে তোমাতে অপরাধ করে (তোমার দ্রোহাচরণ করিয়া যে-ব্যক্তি তোমার চরণে অপরাধী হয়), সেহো (সেই ব্যক্তিও) তোমার স্মরণে (তোমার শ্রীচরণ স্মরণ করিলে, তোমার চরণে শরণ গ্রহণ করিলে) শেষে (শেষকালে, অক্রোধ-পরমানন্দ-তোমার কৃপায়) দুঃখ তরে (তোমার নিকটে অপরাধ-জনিত দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে)।

৬২৭। **ক্ষম**—ক্ষমা কর। **পতিত জনেরো**—পতিত জনকেও।

৬২৮। **মোরে বড়**—আমা হইতে অধিক।

৬৩২। **জীঙ**—জীবিত থাকি। **মরোঁ**—মরিয়া যাই। **এই হউ মোর আশ**— ইহাই (আমার জন্মে জন্মে তুমি আমার প্রভু হও এবং আমি তোমার দাস হই –ইহাই) আমার আশ (সাধ)।

৬৩৩। **শুনি করিলেন ইত্যাদি**—অন্তর্যামী শ্রীনিত্যানন্দ দস্যুপতির কাতর নিবেদন শুনিয়া (জানিতে পারিয়া) দস্যুগণের উদ্ধার করিলেন (তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত উন্মুখ হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রকটভাবে কখন এবং কিভাবে দস্যুদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে)।

৬৩৪। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"মুদ্রিত পুস্তকে এই স্থানে অধ্যায় সমাপ্ত হয় নাই।"

ইতি অন্ত্যখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(১৩. ১২. ১৯৬৩—১৮. ১২. ১৯৬৩)

অন্ত্যখণ্ড

ষষ্ঠ অধ্যায়

এইমত চিন্তিতে সকল দস্যুগণ।
সভার হইল দুইচক্ষু-বিমোচন ॥ ১
নিত্যানন্দস্বরূপের স্মরণ প্রভাবে।
ঝড় বৃষ্টি আর কারো দেহে নাহি লাগে ॥ ২
কথোক্ষণে পথ দেখি সব দস্যুগণ।
মৃতপ্রায় হই সভে করিল গমন ॥ ৩
সভে ঘর গিয়া সেইমতে দস্যুগণ।
গঙ্গাস্নান করিলেক গিয়া সেইক্ষণ ॥ ৪
দস্যুসেনাপতি বিপ্র কান্দিতে কান্দিতে।
নিত্যানন্দচরণে আইল সেইমতে ॥ ৫
বসিয়া আছেন নিত্যানন্দ বিশ্বনাথ।
পতিতজনেরে করি শুভদৃষ্টিপাত ॥ ৬
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ করে হরিধ্বনি।
আনন্দে হুঙ্কার করে অবধূতমণি ॥ ৭
সেই মহাদস্যু-বিপ্র হেনই সময়ে।
'ত্রাহি' বলি বাহু তুলি দণ্ডবত হয়ে ॥ ৮
আপাদমস্তক পুলকিত সর্ব্ব অঙ্গ।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে, মহাকম্প ॥ ৯
হুঙ্কার গর্জ্জন নিরবধি বিপ্র করে।
বাহ্য নাহি জানে ডুবি আনন্দসাগরে ॥ ১০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। নিত্যানন্দকর্তৃক চোর-দস্যুদের উদ্ধারের বিস্তৃত বিবরণ। নিত্যানন্দের পার্ষদদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাসই নিত্যানন্দের সর্বশেষ শিষ্য।

১। **এইমত**—পূর্ব অধ্যায়ের ৬১৬-৩২ পয়ারোক্তরূপে, **চিন্তিতে**—শ্রীনিত্যানন্দ-সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে। **দুই চক্ষু-বিমোচন**—দুই চক্ষুর অন্ধতার বিমোচন। পূর্বে (৩।৫।৬০২ পয়ারে) বলা হইয়াছে, দস্যুগণের সকলেই অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে নিত্যানন্দ-মহিমা চিন্তা করিতে করিতে তাহারা দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল, তাহাদের অন্ধতা ঘুচিয়া গেল।

পূর্ব অধ্যায়ে সাধারণভাবে বলা হইয়াছে,—নিত্যানন্দ দস্যুদের উদ্ধার করিলেন (৩।৫।৬৩৩ পয়ার)। কিরূপে উদ্ধার করিলেন, তাহা এই অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বলা হইতেছে।

২। "স্মরণ"-স্থলে "শরণ"-পাঠান্তর।

৩। **মৃতপ্রায়**—মৃতলোকের তুল্য, ঝড়-বৃষ্টি-শিলাপাতাদির যন্ত্রণায় অত্যন্ত ক্ষীণবল।

৪। "সেই ক্ষণ"-স্থলে "সর্ব্বজন"-পাঠান্তর।

৯। **পুলকিত**—পুলকযুক্ত, রোমাঞ্চিত।

নিত্যানন্দস্বরূপের প্রভাব দেখিয়া।
আপনা' আপনি নাচে হরষিত হৈয়া॥ ১১
"ত্রাহি বাপ নিত্যানন্দ পতিতপাবন!"
বাহু তুলি এইমত ডাকে ঘনে ঘন॥ ১২
দেখি হইলেন সভে পরম-বিস্মিত।
"এমত দস্যুর কেনে এমত চরিত॥" ১৩
কেহো বোলে "মায়া বা করিয়া আসিয়াছে।
কোনো পাক করিয়া বা হানা দেই পাছে॥" ১৪
কেহো বোলে "নিত্যানন্দ পতিতপাবন।
কৃপায় বা ইহার করিলা ভাল মন॥" ১৫
বিপ্রের অত্যন্ত প্রেমবিকার দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিলা নিত্যানন্দ ঈষত হাসিয়া॥ ১৬
প্রভু বোলে "কহ বিপ্র! কি তোমার রীত।
বড় ত তোমার দেখি অদ্ভুত-চরিত॥ ১৭
কি শুনিলা কি দেখিলা কৃষ্ণ-অনুভব।
কিছু চিন্তা নাহি, অকপটে কহ সব॥" ১৮
শুনিঞা প্রভুর বাক্য সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
কহিতে না পারে কিছু, করয়ে ক্রন্দন॥ ১৯
গড়াগড়ি যায় পড়ি সকল-অঙ্গনে।
হাসে কান্দে নাচে গায় আপনাআপনে॥ ২০
সুস্থির হইয়া বিপ্র তবে কথোক্ষণে।
কহিতে লাগিল সব প্রভুবিদ্যমানে॥ ২১
"এই নবদ্বীপে প্রভু! বসতি আমার।
নাম সে ব্রাহ্মণ—ব্যাধ-চণ্ডাল-আচার॥ ২২
নিরন্তর দুষ্টসঙ্গে করি ডাকা চুরি।
পরহিংসা বই জন্মে আর নাহি করি॥ ২৩
মোরে দেখি সর্ব্ব নবদ্বীপ কাঁপে ডরে।
কিবা পাপ নাহি হয় আমার শরীরে॥ ২৪
দেখিয়া তোমার অঙ্গে দিব্য অলঙ্কার।
তাহা হরিবারে চিত্ত হইল আমার॥ ২৫
একদিন সাজি বহু পদাতিকগণ।
হরিতে, আইলুঁ মুঞি শ্রীঅঙ্গের ধন॥ ২৬
সেদিন নিদ্রায় প্রভু! মোহিলা সভারে।
তোমার মায়ায় নাহি জানিলুঁ তোমারে॥ ২৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪। **মায়া**—ছলনা, ভণ্ডামি। **পাক**—প্রকার, কৌশল। **হানা**—চুরির উদ্দেশ্যে আক্রমণ।

১৬। "ঈষত হাসিয়া"-স্থলে "হরষিত হৈয়া"-পাঠান্তর।

১৮। **কৃষ্ণ-অনুভব**—শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব বা ঐশ্বর্য। ছন্দ মিলাইবার জন্য বোধ হয় "অনুভাব"-স্থলে "অনুভব" লিখিত হইয়াছে। "অকপটে"-স্থলে "নিঃসন্দেহ"-পাঠান্তর।

২২। "সে ব্রাহ্মণ"-স্থলে "মাত্র বিপ্র"-পাঠান্তর। **ব্যাধ-চণ্ডাল-আচার**—আমার আচরণ কিন্তু ব্যাধের এবং চণ্ডালের আচরণের তুল্য।

২৩। **ডাকা চুরি**—চুরি ডাকাতি। "নিরন্তর"-স্থলে "নিত্য দস্যু" এবং "পরহিংসা বই জন্মে"-স্থলে "আজন্ম পরহিংসা বই"-পাঠান্তর।

২৪। **কিবা পাপ নাহি হয়**—কি পাপ না আছে, অর্থাৎ সমস্ত পাপই আছে। "হয়"-স্থলে "এই"-পাঠান্তর।

২৬। **পদাতিকগণ**—আমার অনুচর দস্যুগণের সহিত। **ধন**—মণিরত্নাদি। "শ্রীঅঙ্গের ধন"-স্থলে "অঙ্গ-আভরণ" এবং "শ্রীঅঙ্গ-ভূষণ"-পাঠান্তর।

২৭। **জানিলুঁ**—চিনিতে পারি নাই।

আর দিন নানামতে চণ্ডিকা পূজিয়া।
আইলাঙ খাণ্ডা ছুরি ত্রিশূল কাচিয়া॥ ২৮
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাঙ সেইদিনে।
সব বাড়ী বেড়িয়াছে পদাতিকগণে॥ ২৯
একো পদাতিক যেন মত্তহস্তিপ্রায়।
আজানুলম্বিত মালা সভারি গলায়॥ ৩০
নিরবধি হরিধ্বনি সভার বদনে।
তুমি আছ এই গৃহে আনন্দে শয়নে॥ ৩১
হেন সে পাপিষ্ঠ চিত্ত আমা'সভাকার।
তভু নাহি বুঝিলাঙ মহিমা তোমার॥ ৩২
'কার পদাতিক আসিয়াছে কোথা হৈতে'।
এত ভাবি সেদিন গেলাঙ সেইমতে॥ ৩৩
তবে আর কথোদিনে কালি আইলাঙ।
আসিয়াই মাত্র দুই চক্ষু খাইলাঙ॥ ৩৪
বাড়ীতে প্রবিষ্ট হই সব দস্যুগণে।
অন্ধ হই সভে পড়িলাঙ নানাস্থানে॥ ৩৫
কাঁটা জোঁক পোক ঝড় বৃষ্টি শিলাপাতে।
সভে মরি, কারো শক্তি নাহিক যাইতে॥ ৩৬
মহা-যমযাতনা হইল যদি ভোগ।
তবে শেষে সভার হইল ভক্তিযোগ॥ ৩৭
তোমার কৃপায় সভে তোমার চরণ।
করিল একান্তভাবে সভেই স্মরণ॥ ৩৮
তবে হৈল সভার লোচন-বিমোচন।
হেন মহাপ্রভু তুমি পতিতপাবন॥ ৩৯
আমি-সব এড়াইলুঁ এ সব যাতনা।
এ তোমার স্মরণের কোন্ বা মহিমা॥ ৪০
যাঁহার স্মরণে খণ্ডে, অবিদ্যাবন্ধন।
অনায়াসে চলি যায় বৈকুণ্ঠভুবন॥" ৪১
কহিতে কহিতে বিপ্র কান্দে উভ-রা'য়।
হেন কৃপা করে প্রভু অবধূতরায়॥ ৪২
শুনিঞা সভার হৈল মহাশ্চর্য্য-জ্ঞান।
ব্রাহ্মণের প্রতি সভে করেন প্রণাম॥ ৪৩
বিপ্র বোলে "প্রভু! মুঞি করিলুঁ বিদায়।
এ দেহ রাখিতে মোরে আর না জুয়ায়॥ ৪৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৮। খাণ্ডা—খাঁড়া, খড়্গ। কাচিয়া—খাণ্ডা-ত্রিশূলাদিতে সজ্জিত হইয়া। "কাচিয়া"-স্থলে "কাছিয়া"-পাঠান্তর।

২৯। "দেখিলাঙ"-স্থলে "প্রভু দেখি"-পাঠান্তর।

৩১। "তুমি আছ এই গৃহে"-স্থলে "তুমি সে আছহ গৃহে" এবং "তুমি আছ গৃহমাঝে"-পাঠান্তর।

৩৪। কথোদিনে—কয়েকদিন পরে। কালি—গত রাত্রে। চক্ষু খাইলাম—অন্ধ হইয়া গেলাম। চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হারাইলাম।

৩৭। "হইল যদি"-স্থলে "যদি বা হৈল"-পাঠান্তর। হইল ভক্তিযোগ—মনে ভক্তির ভাব উদিত হইল।

৩৯। লোচন-বিমোচন—পূর্ববর্তী ১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪০। "এড়াইলুঁ এসব"-স্থলে "এড়াইব এ ভব"-পাঠান্তর।

৪২। উভ-রা'য়—উচ্চ রবে (স্বরে)।

৪৪। করিলুঁ বিদায়—তোমার চরণ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

যেন মোর চিত্ত হৈল তোমার হিংসায়।
এই মোর প্রায়শ্চিত্ত—মরিমু গঙ্গায় ॥" ৪৫
শুনি অতি অকৈতব বিপ্রের বচন।
তুষ্ট হইলেন প্রভু, সর্ব্বভক্তগণ ॥ ৪৬
প্রভু বোলে "বিপ্র! তুমি ভাগ্যবন্ত বড়।
জন্ম জন্ম কৃষ্ণের সেবক তুমি দঢ় ॥ ৪৭
নহিলে এমত কৃপা করিবেন কেনে।
এ প্রকাশ অন্যে কি দেখয়ে ভৃত্য বিনে ॥ ৪৮
পতিত-পাবন-হেতু চৈতন্যগোসাঞি।
অবতরি আছেন, ইহাতে অন্য নাঞি ॥ ৪৯
শুন বিপ্র! যতেক পাতক কৈলা তুমি।
আর যদি না কর সে সব নিলুঁ আমি ॥ ৫০
পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া সব তুমি, না করিহ আর ॥ ৫১
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লহ হরিনাম।
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ ॥ ৫২
যত চোর দস্যু সব ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথ সভারে লওয়াও তুমি গিয়া ॥" ৫৩
এত বলি আপন গলার মালা আনি।
তুষ্ট হই ব্রাহ্মণেরে দিলেন আপনি ॥ ৫৪
মহা-জয়-জয়-ধ্বনি হইল তখন।
বিপ্রের হইল সর্ব্ববন্ধবিমোচন ॥ ৫৫
কাকু করে বিপ্র প্রভুচরণে ধরিয়া।
ক্রন্দন করয়ে অতি ডাকিয়া ডাকিয়া ॥ ৫৬
"অরে প্রভু নিত্যানন্দ পাতকিপাবন!
মুঞি-পাতকীরে দেও চরণে শরণ ॥ ৫৭
তোমার হিংসায় সে হইল মোর মতি।
মুঞি-পাপিষ্ঠের কোন্ লোকে হৈব গতি ॥" ৫৮
নিত্যানন্দমহাপ্রভু—করুণাসাগর।
পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক-উপর ॥ ৫৯
চরণারবিন্দ পাই মস্তকে প্রসাদ।
ব্রাহ্মণের খণ্ডিল সকল অপরাধ ॥ ৬০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৭। **দঢ়**—নিশ্চিত।

৪৮। **নহিলে**—তুমি জন্ম জন্ম কৃষ্ণের সেবক না হইলে। **করিবেন কেনে**—শ্রীকৃষ্ণ করিবেন কেন? **এ প্রকাশ**—কৃষ্ণ-কৃপার এতাদৃশ প্রকাশ (অভিব্যক্তি)। **ভৃত্য**—কৃষ্ণের ভৃত্য (সেবক)।

৪৯। **অন্য**—অন্যথা।

৫০। "কর সে"-স্থলে "করহ" এবং "করিস্"-পাঠান্তর।

৫১। "সব"-স্থলে "ইহা"-পাঠান্তর।

৫২। "অন্যেরে"-স্থলে "আপনা"-পাঠান্তর। ৭-৫২ পয়ার-সমূহে দস্যুদলপতি ব্রাহ্মণের উদ্ধার কথিত হইয়াছে।

৫৩। "লওয়াও"-স্থলে "বুঝাও"-পাঠান্তর। এই পয়ারে প্রভু নিত্যানন্দ সেই ব্রাহ্মণের অনুগত দস্যুদের উদ্ধারের উপায়ের কথা বলিয়াছেন।

৫৬। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "প্রণতি করেন বিপ্র চরণে ধরিয়া" এবং "কাকু করে বিপ্রবর চরণে পড়িয়া" এবং "ক্রন্দন করয়ে"-স্থলে "নানা স্তুতি করে"-পাঠান্তর। **কাকু**—দৈন্য-বিনয়।

৫৮। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "তোমার দেহে দ্রোহ মোর মহত দুর্গতি" এবং "গতি"-স্থলে "স্থিতি"-পাঠান্তর।

সেই বিপ্র-দ্বারে যত চোর-দস্যুগণ।
ধর্ম্মপথ লইলেন চৈতন্যশরণ॥ ৬১
ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি অনাচার।
সভেই হইল অতি সাধু ব্যবহার॥ ৬২
সভেই লয়েন হরিনাম লক্ষ লক্ষ।
সভে হইলেন বিষ্ণুভক্তিযোগদক্ষ॥ ৬৩
অন্য অবতারে কেহো ঝাট নাহি পায়।
নিরবধি নিত্যানন্দ 'চৈতন্য' লওয়ায়॥ ৬৪
যে ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দস্বরূপ না মানে'।
তাহারে লওয়ায় সেই চোর-দস্যুগণে॥ ৬৫
যোগেশ্বর-সভে বাঞ্ছে যে প্রেমবিকার।
যে অশ্রু যে কম্প যে বা পুলক হুঙ্কার॥ ৬৬
চোর ডাকাইতের হৈল সেই ভক্তি।
হেন প্রভু-নিত্যানন্দস্বরূপের শক্তি॥ ৬৭
ভজ ভজ ভাই! হেন প্রভু-নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রসাদে পাই প্রভু-গৌরচন্দ্র॥ ৬৮
যে শুনয়ে নিত্যানন্দপ্রভুর আখ্যান।
তাহারে মিলিব গৌরচন্দ্র ভগবান্॥ ৬৯
দস্যুগণমোচন যে চিত্ত দিয়া শুনে।
নিত্যানন্দ চৈতন্য, দেখিব সেই জনে॥ ৭০
হেনমতে নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে।
বিহরেন অভয়-পরমানন্দ-সুখে॥ ৭১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬১। "শরণ"-স্থলে "চরণ"-পাঠান্তর। **ধর্ম্মপথ ইত্যাদি**– শ্রীচৈতন্যচরণে শরণ-গ্রহণরূপ ধর্মপথ অবলম্বন করিলেন।

৬২। "সভেই হইল"-স্থলে "সভেই লইলা"-পাঠান্তর।

৬৩। **বিষ্ণুভক্তিযোগদক্ষ**—কৃষ্ণভক্তির অনুকূল সাধনে দক্ষ (নিপুণ)। এই পয়ারের "পরে মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—'কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত কৃষ্ণগান নিরন্তর। নিত্যানন্দপ্রভু হেন করুণাসাগর॥' অ. প্র.।"

৬৪। **অন্য অবতারে**—শ্রীচৈতন্যের অবতারব্যতীত অন্য কোনও ভগবৎস্বরূপের অবতারে। **ঝাট**—শীঘ্র, যথাবিহিত সাবনভজনের পূর্ব্বে। **নিরবধি ইত্যাদি**—শ্রীনিত্যানন্দ সর্বদা সকলকে শ্রীচৈতন্যের নাম, শ্রীচৈতন্যের গুণ-মহিমাদির কীর্তন এবং সর্বতোভাবে শ্রীচৈতন্যের শরণাদি গ্রহণ করাইয়া থাকেন। তাহাতেই জীব শীঘ্র উদ্ধার পাইতে এবং পরমার্থভূত বস্তু লাভ করিতে পারে।

৬৬। "যে অশ্রু যে কম্প যে বা"-স্থলে "অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা"-পাঠান্তর।

৬৭। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "চোর-ডাকাত্যের হৈল সেই প্রেমভক্তি"-পাঠান্তর। পূর্ববর্তী ৩।৫।৫০৯-৬৩৩ পয়ার-সমূহে এবং ৩।৫।১-৬৭ পয়ার-সমুহে, শ্রীনিত্যানন্দের অলঙ্কার-ধারণ-প্রসঙ্গ এবং চোর-দস্যুর উদ্ধার-প্রসঙ্গের উল্লেখ পর্যন্ত কবিরাজ-গোস্বামীর গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না।

৬৮। "একখানি পুঁথিতে ইহার (এই পয়ারের) পরবর্তী ৬ পংক্তি এইরূপ পরিবর্তিত ও বিপর্য্যস্ত-ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে—'দস্যুগণ-মোচন যে চিত্ত দিয়া শুনে। নিত্যানন্দ চৈতন্য দেখিব সেই জনে॥ যেই জন শুনে নিত্যানন্দের আখ্যান। তাহারে অবশ্য মিলে গৌর ভগবান্॥ যেই গায় নিত্যানন্দস্বরূপ কৌতুকে। সে বিহরে অভয়-পরমানন্দ সুখে॥' অ.প্র.।"

৭১। "পরম"-স্থলে "স্বরূপ"-পাঠান্তর। স্বরূপ কৌতুকে—স্বরূপগত আনন্দে।

তবে নিত্যানন্দ সব পারিষদ-সঙ্গে।
প্রতি-গ্রামে গ্রামে ভ্রমে, সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে ॥ ৭২
খানাযোড়া আর বড়্গাছি দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া ॥ ৭৩
বিশেষে সুকৃতি অতি বড়গাছিগ্রাম।
নিত্যানন্দস্বরূপের বিহারের স্থান ॥ ৭৪
বড়গাছিগ্রামের যতেক ভাগ্যোদয়।
তাহা কভু কহিতে না পারি সমুচ্চয় ॥ ৭৫
নিত্যানন্দস্বরূপের পারিষদগণ।
নিরবধি সভেই পরমানন্দ-মন ॥ ৭৬
কারো কোনো কর্ম্ম নাহি সঙ্কীর্ত্তন-বিনে।
সভার গোপালভাব বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৭৭
বেত্র বংশী শিঙ্গা ছাঁদদড়ি গুঞ্জাহার।
তাড় খাড়ু হাথে, পায়ে নূপুর সভার ॥ ৭৮
নিরবধি সভার শরীরে কৃষ্ণভাব।
অশ্রু কম্প পুলক—যতেক অনুরাগ ॥ ৭৯
সভার সৌন্দর্য্য যেন অভিন্ন-মদন।
নিরবধি সভেই করেন সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮০
পাইয়া অভয় স্বামী প্রভু নিত্যানন্দ।
নিরবধি কৌতুকে থাকেন ভক্তবৃন্দ ॥ ৮১
নিত্যানন্দস্বরূপের দাসের মহিমা।
শত বর্ষ যদি কহি তভু নহে সীমা ॥ ৮২
তথাপিহ নাম কহি—জানি যাঁর যাঁর।
নাম মাত্র স্মরণেও তরিয়ে সংসার ॥ ৮৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭২। "নিত্যানন্দ সব পারিষদসঙ্গে"-স্থলে "নিজানন্দে সকল পার্যদগণ সঙ্গে"-পাঠান্তর।

৭৩। **খানাযোড়া**—নবদ্বীপের নিকটবর্তী একটি গ্রাম (গৌ. বৈ. অ.)। **বড়গাছি**—নবদ্বীপের ৫ ক্রোশ দূরে (অ. প্র.)। **দোগাছিয়া**—নবদ্বীপের নিকট (অ. প্র.)। নদীয়া জেলা, রাণাঘাট হইতে ৮ ক্রোশ (গৌ. বৈ. অ.)। "খানাযোড়া আর"-স্থলে "খানচোরা একডালা', "খানাচৌড়া (চৌতা) একডালা", "খানা (খালা ?) চৌতালা" এবং "খানাচোড়া নালা" পাঠান্তর। **একডালা**—নবদ্বীপে—পূর্বস্থলীর সমীপে। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত (অ. প্র.)।

৭৫। **সমুচ্চয়**—ইয়ত্তা, সীমা।

৭৭। **গোপাল ভাব**—গো-পালক ব্রজরাখালদের ভাব।

৭৮। **ছাঁদদড়ি**—ছাঁদন দড়ি। "বেত্রবংশী শিঙ্গা ছাঁদদড়ি"-স্থলে "বেত্র বংশী ছাঁদডুরি নড়ি" এবং "হাথে"-স্থলে "গা'য়ে"-পাঠান্তর।

৭৯। **কৃষ্ণভাব**—কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম। **যতেক অনুরাগ**—কৃষ্ণবিষয়ক অনুরাগের (প্রীতির) অশ্রু-কম্প-পুলকাদি যত যত বিকার। "অনুরাগ"-স্থলে "অনুভাব''—চিত্তস্থিত কৃষ্ণপ্রেমের বহির্লক্ষণ নৃত্যাদি।

৮১। **অভয় স্বামী**—যাঁহার চরণ আশ্রয় করিলে কোনও-ভয়ই থাকে না, তাদৃশ প্রভু। "প্রভু"-স্থলে "রাম" এবং "কৌতুকে"-স্থলে "আনন্দে"-পাঠান্তর। রাম—বলরাম।

৮২। "শত"-স্থলে "লক্ষ"-পাঠান্তর।

৮৩। **নাম**—নিত্যানন্দের দাসদিগের নাম। "স্মরণেও তরিয়ে সংসার"-স্থলে "শ্রবণে তরিয়ে যা'সভার" এবং "স্মরণে তরি এ ভব-সংসার"-পাঠান্তর।

যাঁর যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দের বিহার।
সভে নন্দগোষ্ঠী-গোপ-গোপী-অবতার ॥ ৮৪
নিত্যানন্দস্বরূপের নিষেধ লাগিয়া।
পূর্ব্ব-নাম না লিখিল বিদিত করিয়া ॥ ৮৫
পরম পার্ষদ—রামদাস মহাশয়।
নিরবধি ঈশ্বরভাবে সে কথা কয়' ॥ ৮৬
যাঁর বাক্য কেহো ঝাট না পারে বুঝিতে।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁর হৃদয়েতে ॥ ৮৭
সভার অধিক ভাবগ্রস্ত রামদাস।
তান দেহে কৃষ্ণ আছিলেন তিন মাস ॥ ৮৮

প্রসিদ্ধ চৈতন্যদাস মুরারিপণ্ডিত।
যাঁর খেলা মহাসর্প-ব্যাঘ্রের সহিত ॥ ৮৯
রঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায় মহামতি।
যাঁর দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণে হয় রতি মতি ॥ ৯০
প্রেমভক্তি-রসময় গদাধরদাস।
যাঁর দরশন-মাত্র সর্ব্ব-পাপ-নাশ ॥ ৯১
প্রেমরস-সমুদ্র—সুন্দরানন্দ নাম।
নিত্যানন্দস্বরূপের পার্ষদপ্রধান ॥ ৯২
পণ্ডিত-কমলাকান্ত—পরম-উদ্দাম।
যাঁহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম ॥ ৯৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৮৪। নন্দগোষ্ঠী-গোপ-গোপী-অবতার—গোপরাজ শ্রীনন্দের গোষ্ঠী (পরিকর, বা গোষ্ঠস্থিত) গোপ এবং গোপীগণের অবতার। তাঁহারাই নিত্যানন্দের পরিকররূপে বিরাজিত এবং অবতীর্ণ।

৮৫। নিত্যানন্দ স্বরূপের ইত্যাতি—নিত্যানন্দ নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া। পূর্ব্বনাম—ব্রজলীলার নাম। বিদিত করিয়া—খুলিয়া।

৮৬। "ভাবে সে"-স্থলে "আবেশে"-পাঠান্তর।

৮৭। "না পারে বুঝিতে"-স্থলে "বুঝিতে না পায়", "নিত্যানন্দ"-স্থলে "গৌরচন্দ্র" এবং "যাঁর হৃদয়েতে"-স্থলে "যাঁহার হিয়ায়"-পাঠান্তর। হিয়া—চিত্ত, হৃদয়।

৮৮। তান দেহে ইত্যাদি—নিরবচ্ছিন্নভাবে তিন মাস পর্যন্ত তিনি শ্রীকৃষ্ণভাবে আবিষ্ট ছিলেন। এই পয়ারের "পরে একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ 'শ্রীদাম করিয়া যারে, ভাগবতে কহে। রামদাস সেই ভাব জানিহ নিশ্চয়ে ॥' অ. প্র.।"

৮৯। যাঁর খেলা ইত্যাদি—৩।৫।৪২৫-২৮ পয়ার দ্রষ্টব্য। এই পয়ারের পরে "একখানি পুঁথিতে ১৪টি পংক্তি এইরূপ পরিবর্ত্তিত ও বিপর্য্যস্ত ভাবে আছে—'গদাধর দাস অতি পরম উদার। যার বাতাসেও হয় জগত উদ্ধার ॥ রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি। যাঁহার শরীরে নিত্যানন্দের বসতি॥ গৌরীদাস পণ্ডিত পরম ভাগ্যবান্। কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যাঁর প্রাণ ॥ বড়গাছি নিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস। যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥ পুরন্দর পণ্ডিত পরম শান্ত দান্ত। নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবক একান্ত ॥ নিত্যানন্দজীবন পরমেশ্বর দাস। যাহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস ॥ পণ্ডিত কমলাকর পরম-উদ্দাম। নিরবধি যাঁর মুখে নিত্যানন্দরাম ॥' অ.প্র.।"

৯০। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "যাঁহার শরীরে নিত্যানন্দের বসতি"-পাঠান্তর।

৯৩। যাহারে দিলেন ইত্যাদি—যে-কমলাকান্ত পণ্ডিতকে শ্রীনিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম দিলেন (সপ্তগ্রামে বাস করার আদেশ দিলেন, অথবা সপ্তগ্রামে সঙ্কীর্তন-প্রচারের অধিকার দিলেন)।

গৌরীদাসপণ্ডিত—পরমভাগ্যবান্ ।
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যাঁর প্রাণ ॥ ৯৪
বড়গাছিনিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস ।
যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥ ৯৫
পুরন্দরপণ্ডিত—পরম শান্ত দান্ত ।
নিত্যানন্দস্বরূপের বল্লভ একান্ত ॥ ৯৬
নিত্যানন্দজীবন পরমেশ্বরদাস ।
যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস ॥ ৯৭
ধনঞ্জয়পণ্ডিত—মহান্ত বিলক্ষণ ।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ অনুক্ষণ ॥ ৯৮
প্রেমরসে মহামত্ত—বলরামদাস ।
যাহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ ॥ ৯৯
যদুনাথ কবিচন্দ্র—প্রেমরসময় ।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহার হৃদয় ॥ ১০০
জগদীশপণ্ডিত—পরমজ্যোতির্ধাম ।
সপার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁর ধন প্রাণ ॥ ১০১
পণ্ডিত-পুরুষোত্তম—নবদ্বীপে জন্ম ।
নিত্যানন্দস্বরূপের মহা ভৃত্য মর্ম্ম ॥ ১০২
পূর্ব্ব যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি ।
যাঁহার প্রসাদে হয় নিত্যানন্দে মতি ॥ ১০৩
রাঢ়ে জন্ম মহাশয় বিপ্র-কৃষ্ণদাস ।
নিত্যানন্দপারিষদে যাঁহার বিলাস ॥ ১০৪
প্রসিদ্ধ কালিয়া-কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে ।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে ॥ ১০৫
সদাশিবকবিরাজ—মহাভাগ্যবান্ ।
যাঁর পুত্র—শ্রীপুরুষোত্তমদাস-নাম ॥ ১০৬
বাহ্য নাহি পুরুষোত্তমদাসের শরীরে ।
নিত্যানন্দচন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে ॥ ১০৭
উদ্ধারণদত্ত—মহাবৈষ্ণব উদার ।
নিত্যানন্দসেবায় যাহার অধিকার ॥ ১০৮
মহেশপণ্ডিত—অতি পরম মহান্ত ।
পরমানন্দ-উপাধ্যায়—বৈষ্ণব একান্ত ॥ ১০৯
চতুর্ভুজপণ্ডিত নন্দন গঙ্গাদাস ।
পূর্ব্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥ ১১০
আচার্য্য-বৈষ্ণবানন্দ—পরম-উদার ।
পূর্ব্ব রঘুনাথপুরী নাম খ্যাতি যার ॥ ১১১
প্রসিদ্ধ পরমানন্দগুপ্ত মহাশয় ।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের আলয় ॥ ১১২
কৃষ্ণদাস দেবানন্দ—দুই শুদ্ধমতি ।
মহান্ত আচার্য্য-চন্দ্র—নিত্যানন্দগতি ॥ ১১৩
গায়ন মাধবানন্দঘোষ মহাশয় ।
বাসুদেবঘোষ—অতি প্রেমরসময় ॥ ১১৪
মহাভাগ্যবন্ত জীবপণ্ডিত উদার ।
যাঁর ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বিহার ॥ ১১৫
নিত্যানন্দপ্রিয়—মনোহর, নারায়ণ ।
কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ—এই চারিজন ॥ ১১৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯৪। "যাঁর"-স্থলে "ধন"-পাঠান্তর।

১০২-১০৩। ভৃত্যমর্ম্ম—অন্তরঙ্গ দাস (সেবক)। "মতি"-স্থলে "রতি"-পাঠান্তর।

১০৫। "গৌরচন্দ্র"-স্থলে "নিত্যানন্দ"-পাঠান্তর।

১১০-১১২। এই পয়ারের স্থলে "গঙ্গাদাস পণ্ডিত পরম শুদ্ধমতি। যাঁর ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বসতি ॥"-পাঠান্তর। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "নিত্যানন্দ মহাপ্রভু যাঁহার হৃদয়"-পাঠান্তর।

১১৬। এই পয়ারের "পরে দুইখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—'হিরণ্যপণ্ডিত আর দ্বিজ কৃষ্ণদাস। যাঁর ঘরে নিরবধি প্রভুর বিলাস ॥' অ.প্র.।"

যত ভৃত্য নিত্যানন্দচন্দ্রের সহিতে।
শত-বৎসরেও তাহা না পারি লিখিতে॥ ১১৭
সহস্র সহস্র একো সেবকের গণ।
নিত্যানন্দপ্রসাদে তাঁরাও গুরু-সম॥ ১১৮
শ্রীচৈতন্যরসে সভে পরম উদ্দাম।
সভার চৈতন্য নিত্যানন্দ—ধনপ্রাণ॥ ১১৯
কিছুমাত্র আমি লিখিলাঙ জানি যাঁরে।
সকল বিদিত হৈব বেদব্যাস-দ্বারে॥ ১২০
সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান—বৃন্দাবনদাস।
অবশেষপাত্র-নারায়ণী-গর্ব্ভজাত॥ ১২১
অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
'চৈতন্যের অবশেষপাত্র নারায়ণী॥' ১২২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ ১২৩

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীমন্নিত্যানন্দচরিত্রবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১৭। "ভৃত্য নিত্যানন্দচন্দ্রের"-স্থলে "ভক্তগণ নিত্যানন্দের"-পাঠান্তর।

১২০। "জানি যাঁরে"-স্থলে "জানিবারে"-পাঠান্তর।

১২১। "জাত"-স্থলে "বাস" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "অবশেষ নারায়ণীগর্ভে পরকাশ"-পাঠান্তর।

১২৩। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি অন্ত্যখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা।

(১৯. ১২. ১৯৬৩)

অন্ত্যখণ্ড

সপ্তম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয় হউ যত তোমার চরণের ভৃঙ্গ ॥ ১
হেনমতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দচন্দ্র।
সর্ব্ব-দাস-সঙ্গে করে কীর্ত্তন-আনন্দ ॥ ২

বৃন্দাবনমধ্যে যেন করিলেন লীলা।
সেইমত নিত্যানন্দস্বরূপের খেলা ॥ ৩
অকৈতবরূপে সর্ব্বজগতের প্রতি।
লওয়ায়েন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতি মতি ॥ ৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। নিত্যানন্দের অলঙ্কার-ধারণাদি-সন্ন্যাসাশ্রমবিরোধী-আচরণ-দর্শনে প্রভুর সহাধ্যায়ী জনৈক ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক প্রভুর নিকটে অভিযোগ এবং প্রভুকর্ত্তৃক সদুত্তর-দান। মহান্তের অসাধারণ মহিমার কথা না জানিয়া তাঁহার আচরণে দোষদৃষ্টিতে কিরূপ কুফল হয়, ভাগবত-কথিত মরীচিপুত্রদের বিবরণ বলিয়া প্রভুকর্ত্তৃক তাহার কথন। প্রভুর কৃপায় নিত্যানন্দের মহিমা অবগত হইয়া সেই বিপ্রের নিত্যানন্দ-চরণে স্বীয় অপরাধ স্বীকার ও ক্ষমাপ্রার্থনা এবং নিত্যানন্দের কৃপা।

১। "এই পয়ারটি সকল পুঁথিতে নাই। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার এইরূপ পরিবর্ত্তিত পাঠ আছে—'জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয় জয় প্রভুর যতেক ভক্তবৃন্দ॥' অ. প্র.।"

৩। যেন করিলেন লীলা—বলরাম-স্বরূপে যেমন লীলা করিয়াছিলেন। "করিলেন"-স্থলে "করে নানা"-পাঠান্তর।

৪। এই পয়ারের "পরে কতগুলি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—'পতিতপাবন-বাণা নিত্যানন্দপ্রভু ('নিত্যানন্দপ্রভু'-স্থলে 'নিত্যানন্দ মহাপ্রভু'-পাঠান্তর)। তাঁহার চরণ বিনু না সেবিহ কভু॥ অতিশয় মূর্খ-জন না জানে মহিমা। বোলে অন্য বোল সেই পাপীষ্ঠের সীমা॥ জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রিয়তম ("জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের"-স্থলে "প্রভু নিত্যানন্দ চৈতন্য"-পাঠান্তর)। ত্রিজগতে আর কেহো নাহি তোমা' সম ॥ আনন্দকন্দ মহাপ্রভু প্রেমভক্তিদাতা। যে সেবয়ে সে-ই ভক্তি পায়ে ত সর্ব্বথা॥ সকল জীবেরে প্রভু! করিলা প্রসাদ। ক্ষমিলা সকল মহা মহা অপরাধ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নিত্যানন্দ-নাম। পৃথিবীর ভাগ্য অবতারি অনুপাম ("ভাগ্য অবতারি"-স্থলে "ভাগ্যে অবতার"-পাঠান্তর)॥ আর কি কহিব কথা ভাগ্যের অবধি। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ মহাগুণনিধি॥ অভিমান তুরন্ত তথি না পাই কৃষ্ণে রতি। ইহা জানি

সঙ্গে পারিষদগণ—পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে' মহাজ্যোতির্ধাম ॥ ৫
অলঙ্কার মালায় পূর্ণিত কলেবর।
কর্পূর-তাম্বূল শোভে সুরঙ্গ অধর ॥ ৬
দেখি নিত্যানন্দমহাপ্রভুর বিলাস।
কেহো সুখ পায়, কারো না জন্মে বিশ্বাস ॥ ৭
সেই নবদ্বীপে এক আছেন ব্রাহ্মণ।
চৈতন্যের সঙ্গে তান পূর্ব্ব অধ্যয়ন ॥ ৮
নিত্যানন্দস্বরূপের দেখিয়া বিলাস।
চিত্তে কিছু তান জন্মিয়াছে অবিশ্বাস ॥ ৯
চৈতন্যচন্দ্রেতে তান বড় দৃঢ়-ভক্তি।
নিত্যানন্দস্বরূপের না জানেন শক্তি ॥ ১০
দৈবে সেই ব্রাহ্মণ গেলেন নীলাচলে।
তথাই আছেন কথোদিন কুতূহলে ॥ ১১
প্রতিদিন যায় বিপ্র চৈতন্যের স্থানে।
পরম বিশ্বাস তান প্রভুর চরণে ॥ ১২
দৈবে একদিন সেই ব্রাহ্মণ নিভৃতে।
চিত্তে ইচ্ছা করিলেন কিছু জিজ্ঞাসিতে ॥ ১৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নিত্যানন্দে করহ ভকতি ॥ যাহার প্রসাদে পামর পাইল নিস্তার। হেন প্রভু-নাম-হার হউক গলার ॥ জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেমময় (রূপ) ধাম। স্বভাবে পরমশুদ্ধ নিত্যানন্দ নাম ॥ জগত-তারণ-হেতু যাঁর অবতার। যে জন না ভজে সেই পাপের আকর ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ এক দেহ। ইহাতে নিশ্চয় করি কর এক নেহ ॥ পরানন্দময় দুঁহু মূরতি রসাল। নিতাই চৈতন্যপ্রভু শ্রীরাম গোপাল ॥ ইহাতে করএ ভিন্ন অতি বুদ্ধিহীন। আর না দেখিয়ে তার বিষ্ণুভক্তিচিহ্ন ॥ জয় জয় শচীসুত আনন্দ-বিহার। পতিত-পাবন নাম বিদিত যাঁহার ॥ নিজ নাম দিয়া জীব নিস্তার করিল। হেন দয়াময় প্রভু ভজিতে নারিল ॥ কায়-বাক্য-মনে মোর প্রভুর শরণ। মোর বড় পতিত নাহিক ত্রিভুবন ("নাহিক ত্রিভুবন"-স্থলে "নাহি কমললোচন"-পাঠান্তর)॥ জয় জয় গৌরচন্দ্র ভুবনসুন্দর। প্রকাশহ পদ মোর হৃদয়-ভিতর ॥ যত যত বিহার করিলা গৌড়দেশে। সকল প্রকাশ মোর হউক বিশেষে ॥ জয় জয় লক্ষ্মীকান্ত ত্রিভুবন-নাথ। চরণে শরণ মোর হউক একান্ত ॥ আর অবতার কহি নানাবিধ ধর্ম্ম ("কহি নানাবিধ"-স্থলে "কহিল মহা বিধি"-পাঠান্তর)। কেবল কহিল এবে প্রেমভক্তিমর্ম্ম ॥ ইহাতে যাহার মতি নহিল আনন্দ ("নহিল"-স্থলে "না হয়"-পাঠান্তর)। তাহারেই জানিহ পাপিষ্ঠ মহা অন্ধ ("জানিহ পাপিষ্ঠ মহা"-স্থলে "জানিহ নিশ্চয় ভাই! সে পাপিষ্ঠ"-পাঠান্তর ।।' অ. প্র. ॥"

৬। **কর্পূর-তাম্বূল শোভে** ইত্যাদি—কর্পূর-মিশ্রিত তাম্বূল-(পান-)-সেবনে (স্বভাবতঃ) সুরঙ্গ (সুরক্ত) অধর শোভা পাইতেছে। "শোভে"-স্থলে "খায়"-পাঠান্তর।

৭। **বিলাস**—বিহার, লীলা। **কারো** ইত্যাদি—যাহাদের চিত্ত অত্যন্ত মায়াকলুষিত, তাহারা বিশ্বাস করে না। "নিত্যানন্দ-মহাপ্রভুর"-স্থলে "রাম নিত্যানন্দপ্রভুর"-পাঠান্তর। রাম—বলরাম।

৮। **পূর্ব্ব**—পূর্বে। প্রভুর পাঠ্যাবস্থায়।

৯। **বিলাস**—অলঙ্কারাদির ধারণরূপ বিলাসিতা। **অবিশ্বাস**—নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে অবিশ্বাস (অশ্রদ্ধা)। "চিত্তে কিছু তান জন্মিয়াছে"-স্থলে "তাঁহার জন্মিল কিছু চিত্তে"-পাঠান্তর।

১০। **শক্তি**—মহিমা, প্রভাব।

বিপ্র বোলে "প্রভু ! মোর এক নিবেদন ।
করিমু তোমার স্থানে, যদি দেহ' মন ॥ ১৪
নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ-অবধূত ।
কিছু ত না বুঝোঁ মুক্রি করেন কি-রূপ ॥ ১৫
সন্ন্যাস-আশ্রম তান বোলে সর্ব্বজন ।
কর্পূর তাম্বূল সে ভক্ষণ অনুক্ষণ ॥ ১৬
ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে ।
সোণা রূপা মুক্তা সে সকল কলেবরে ॥ ১৭
কাষায়-কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস ।
ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস ॥ ১৮
দণ্ড ছাড়ি লৌহদণ্ড ধরেন বা কেনে ।
শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে ॥ ১৯
শাস্ত্র-মত মুক্রি তান না দেখোঁ আচার ।
এতেকে মোহোর চিত্তে সন্দেহ অপার ॥ ২০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪। এই পয়ারের "পরে মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—'মোরে যদি ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে। ইহার কারণ প্রভু কহ শ্রীবদনে ॥ অ. প্র. ।।"

১৫। "নিত্যানন্দ অবধূত"-স্থলে "অবধূত নিত্যানন্দ" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "কত কত করে সেই নানা ছন্দ বন্ধ"-পাঠান্তর ।

১৬। **কর্পূর তাম্বূল ইত্যাদি**—সন্ন্যাসীদের পক্ষে তাম্বূল-ভোজন নিষিদ্ধ। পরবর্তী ২০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

১৭। **ধাতুদ্রব্য ইত্যাদি**—সন্ন্যাসীদের পক্ষে ধাতুনির্মিত দ্রব্যের স্পর্শও নিষিদ্ধ (পরবর্তী ২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। "দ্রব্য"-স্থলে "মাত্র", এবং "সে"-স্থলে "কসা"-পাঠান্তর। কসা—কষ্টিপাথর ।

১৮। **কাষায় কৌপীন**—গৈরিকবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্রের কৌপীন (পরবর্তী ২০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **বিলাস**—বিলাসিতা ।

১৯। পরবর্তী ২০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

২০। **আচার**—সন্ন্যাসীর পক্ষে শাস্ত্রসম্মত আচার বা আচরণ। সন্ন্যাসীর পক্ষে তাম্বূল-সেবন নিষিদ্ধ, অথচ নিত্যানন্দ সর্বদা কর্পূরমিশ্রিত তাম্বূল সেবন করেন । সন্ন্যাসীর পক্ষে ধাতুনির্মিত দ্রব্যের স্পর্শও নিষিদ্ধ, অথচ তিনি সমস্ত অঙ্গে স্বর্ণ-রৌপ্য-নির্মিত অলঙ্কার ধারণ করেন এবং সন্ন্যাসীর পক্ষে বিহিত বেণুনির্মিত দণ্ডের পরিবর্তে লৌহদণ্ডও ধারণ করেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে গৈরিকবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্রের কৌপীনই বিহিত, অথচ তিনি দিব্যপট্টবস্ত্র পরিধান করেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে শূদ্রের সঙ্গ নিষিদ্ধ, অথচ তিনি সর্বদা শূদ্রের গৃহেই থাকেন। এ-সমস্তই হইতেছে সন্ন্যাসীর পক্ষে শাস্ত্রবিহিত আচারের বিপরীত, কেবল বিলাসিতা মাত্র। এ-সমস্তই ছিল, নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে প্রভুর নিকটে, সেই ব্রাহ্মণের অভিযোগ ।

সন্ন্যাসীর আচরণ-সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। সন্ন্যাসোপনিষদের প্রমাণ। "ত্রিষুবর্ণেষু ভিক্ষাচর্যং চরেৎ। পাণিপাত্রেণাশনং কুর্যাৎ। বিশীর্ণবস্ত্রং বল্কলং বা প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ নান্যৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ। জলতীরে নিকেতনম্ ॥ ১।১ ॥ দণ্ডং তু বৈণবং সৌম্যম্ ॥ ২।৮ ॥ ন দণ্ডেন বিনা গচ্ছেৎ ॥ ২।১১ ॥ কমণ্ডলুং পরিগৃহ্য যোগপট্টাভিষিক্তো ভূত্বা যথাসুখং বিহরেৎ ॥ ২।১২ ॥ অবধূতস্ত্বনিয়মঃ ॥ ২।১৪ ॥ মধুকর-বৃত্ত্যা আহারমাহরন্ কৃশীভূত্বা মেদোবৃদ্ধিমকুর্বন্ বিহরেৎ ॥ ২।৫৯ ॥ স্থাবরং জঙ্গমং বীজং তৈজসং বিষমায়ুধম্ ।

'বড় লোক' বলি তাঁরে বোলে সর্ব্বজনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে॥ ২১
যদি মোরে 'ভৃত্য' হেন জ্ঞান থাকে মনে।
কি মর্ম্ম ইহার ? প্রভু ! কহ শ্রীবদনে॥" ২২
সুকৃতি ব্রাহ্মণ প্রশ্ন কৈল শুভক্ষণে।
অমায়ায় প্রভু তত্ত্ব কহিলেন তানে॥ ২৩
শুনিঞা বিপ্রের বাক্য গৌরাঙ্গসুন্দর।
হাসিয়া বিপ্রের প্রতি করিলা উত্তর॥ ২৪
"শুন বিপ্র ! যদি মহা-অধিকারী হয়।
তবে তান গুণ দোষ কিছু না জন্ময়॥ ২৫

তথাপি (ভা. ১১।২০।৩৬)—
"ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাঃ বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥" ১॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যড়েতানি ন গৃহ্নীয়াৎ যতির্মূত্রপুরীষবৎ ।। ২।৯১ ।। পরার্থং ন পরিগ্রাহ্যং ন দদ্যাচ্চ কথঞ্চন ॥ ২।৯৩ ॥ অন্নপানপরো ভিক্ষুর্বস্ত্রাদীনাং প্রতিগ্রহী। আবিকং বাহ্নাবিকং বা তথা পট্টপটানপি ।। ২।৯৫ ॥ প্রতিগৃহ্য যতিশ্চৈতান্ পতত্যেব ন সংশয়ঃ ।। ২।৯৬ ।।" পরমহংসোনিষৎ-প্রমাণ ॥ "অনিকেতস্থিতিরেব ভিক্ষুঃ সৌবর্ণাদীনাং নৈব পরিগ্রহেৎ ॥ যস্মাৎ ভিক্ষুঃ হিরণ্যং রসেন স্পৃষ্টং চ স ব্রহ্মহা ভবেৎ। যস্মাৎ ভিক্ষুঃ হিরণ্যং রসেন স্পৃষ্টং চেৎ য পৌল্কসোভবেৎ। যস্মাৎ ভিক্ষুঃ হিরণ্যং রসেন গ্রাহ্যং চ স আত্মহা ভবেৎ॥ কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনং চ স্বশরীরোপভোগার্থায় চ লোকস্য উপকারার্থায় চ পরিগ্রহেৎ॥" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ প্রমাণ ॥ "তাম্বূলং বিধবাস্ত্রীণাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্। সন্ন্যাসিনাঞ্চ গোমাংস-সুরাতুল্যং শ্রুতৌ শ্রুতম্॥ কৃষ্ণজন্ম-খণ্ড ॥ ৮৩ অধ্যায় ॥ দণ্ডং কমণ্ডলুং রক্তবস্ত্রমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ। নিত্যং প্রবাসী নৈকত্র স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ ॥ শুদ্ধাচারদ্বিজান্নঞ্চ ভুংক্তে লোভাদিবর্জ্জিতম্ ॥ প্রকৃতিখণ্ড ॥ ৩৩ অধ্যায় ॥"

২১। বড়লোক—উত্তম এবং সর্বমান্য লোক। আশ্রমাচার—সন্ন্যাসাশ্রমোচিত আচার।

২২। কি মর্ম্ম ইহার—নিত্যানন্দের আচরণের তাৎপর্য কি ?

২৩। অমায়ায়—অকপটে। তানে—তাঁহাকে, সেই ব্রাহ্মণকে। "কহিলেন তানে"-স্থলে "তারে কহেন আপনে"-পাঠান্তর।

২৫। মহা অধিকারী—রাগাদি-দোষ-বর্জিত, সর্বত্র সমদর্শী এবং গুণাতীত ভগবানের প্রত্যক্ষ অনুভূতি-সম্পন্ন অতি উচ্চ অধিকারী। গুণদোষ ইত্যাদি—শাস্ত্রবিধির পালন-জনিত গুণ এবং লঙ্ঘন-জনিত দোষ—এ-সমস্তের কিছুই তাঁহার জন্মে না। এই পয়ারোক্তির প্রমাণস্বরূপ নিম্নে একটি ভাগবত-শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্লো ॥ ১ ॥ অন্বয় ॥ সাধূনাং (রাগদ্বেষাদি-বর্জিত) সমচিত্তানাং (সর্বত্র সমদর্শী) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির, প্রকৃতির) পরং (প্রকৃতির অতীত ঈশ্বরকে) উপেয়ুষাং (প্রাপ্ত) ময়ি (আমাতে, ভগবানে) একান্ত-ভক্তানাং (ঐকান্তিক ভক্তদিগের) গুণদোষোদ্ভবাঃ (শাস্ত্রবিহিত আচরণরূপ গুণ হইতে এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ-রূপ দোষ হইতে উদ্ভূত) গুণাঃ (ফল—পাপপুণ্যাদি) ন (জন্মে না)। ৩।৭।১ ॥

অনুবাদ। যাঁহাদের চিত্ত রাগ-দ্বেষাদি-বিবর্জিত, যাঁহারা সর্বত্র সমদর্শী, যাঁহারা প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমার (ভগবানের) সেই ঐকান্তিক ভক্তগণের, বিধি-নিষেধের পালন ও অপালন হইতে উদ্ভূত ফল—পাপ-পুণ্যাদি—ভোগ করিতে হয় না ॥ ৩।৭।১ ॥

পদ্মপত্রে কভু যেন না লাগয়ে জল ।
এইমত নিত্যানন্দস্বরূপ নির্ম্মল ॥ ২৬
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে ।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র ! সর্ব্বদা বিহরে ॥ ২৭
অধিকারী বই করে তাহান আচার ।
দুঃখ পায় সেই জন, পাপ জন্মে' তার ॥ ২৮
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষ-পান ।
সর্ব্বথায় মরে সর্ব্বপুরাণ প্রমাণ ॥ ২৯

তথাপি (ভা. ১০।৩৩।৩০)—
"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্ ।।" ২ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৬। **পদ্মপত্রে ইত্যাদি**—পদ্মপত্রের উপরে, নির্মল কি পঙ্কিল, যে-রকম জলই থাকুক, তাহা যেমন কখনও পদ্মপত্রে লাগে না, পদ্মপত্রে প্রবেশ করে না, **এইমত ইত্যাদি**—তেমনি, শাস্ত্রবিহিত আচরণই করুন, কিংবা শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণই করুন, শ্রীনিত্যানন্দ পরম নির্মলই থাকেন, কোনও আচরণের গুণ বা দোষ তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। "কভু যেন"-স্থলে "যেন দেখ"-পাঠান্তর। গুণাতীত সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব বলিয়া, এবং স্বরূপতঃ মূল-ভক্ত-অবতার সঙ্কর্ষণ-বলরাম বলিয়া, তাঁহার কোনও আচরণের ফলই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

২৭। **অন্বয়।** হে বিপ্র ! তুমি নিশ্চয় জানিহ (নিশ্চিত রূপে জানিবে যে), পরমার্থে (তত্ত্বের বিচারে, বাস্তবিক) কৃষ্ণচন্দ্র সর্বদা তাহান (শ্রীনিত্যানন্দের) শরীরে বিহরে (বিহার করেন, বিরাজিত আছেন। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন ভাগবত-শ্লোক-কথিত পরম অধিকারী)।

২৮। **অধিকারী বই**—অধিকারী ব্যতীত অন্যজন। যাঁহার উল্লিখিত ভাগবত-শ্লোকানুরূপ অধিকার জন্মে নাই, তিনি যদি **করে তাহান আচার**—নিত্যানন্দের আচরণের ন্যায় আচরণ করেন, তাহা হইলে **"দুঃখ পায়"** ইত্যাদি।

২৯। **রুদ্র**—শিব। **করে বিষ পান**—সমুদ্র-মন্থন-কালে দেবতাদের প্রার্থনায় শিব সমুদ্রমন্থনোত্থ বিষপান করিয়াছিলেন (৩।১।২৫৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। "সর্ব্বথায় মরে"-স্থলে "সর্ব্বদা মরয়ে"-পাঠান্তর। এই পয়রোক্তির প্রমাণ-শ্লোক নিম্নে উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্লো ॥ ২ ॥ অন্বয় ॥ অনীশ্বরঃ (অনীশ্বর, যিনি ঈশ্বর নহেন, দেহেন্দ্রিয়াদির ঈশ্বর বা নিয়ন্তা নহেন, অর্থাৎ যিনি দেহেন্দ্রিয়াদির বশীভূত, দেহেন্দ্রিয়-পরতন্ত্র, তিনি) জাতু (কখনও) এতৎ (ইহা, ধর্মব্যতিক্রমাদি-রূপ ঈশ্বরের আচরণ) মনসা অপি (মনের দ্বারাও, বাক্য ও কর্মের কথা দূরে) ন সমাচরেৎ (সম্যক্, অর্থাৎ কিঞ্চিন্মাত্রও আচরণ বা অনুষ্ঠান—অনুকরণ—করিবেন না)। মৌঢ্যাৎ (অজ্ঞতাবশতঃ, ঈশ্বরদিগের ঐশ্বর্য আছে, নিজে সর্ববিষয়ে অসমর্থ—এই বিষয়ে অজ্ঞতাবশতঃ) আচরন্ (ধর্মব্যতিক্রমাদিরূপ ঈশ্বর-কার্যের অনুকরণ করিয়া লোক) বিনশ্যতি (বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ইহলোকে এবং পরলোকে অশেষ দুঃখ ভোগ করে), যথা (যেমন) অরুদ্রঃ (রুদ্রব্যতীত অন্য কোনও লোক) অব্ধিজং (সমুদ্রোত্থ) বিষং (বিষ পান করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ)। ৩।৭।২ ॥

অনুবাদ। যিনি অনীশ্বর (ঈশ্বর নহেন, দেহেন্দ্রিয়াদির ঈশ্বর বা নিয়ন্তা নহেন, পরন্তু দেহেন্দ্রিয়ের

তথাহি (ভা. ১০।৩৩।২৯)— "ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥" ৩॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বশীভূত, দেহেন্দ্রিয়-পরতন্ত্র, তিনি) কখনও ইহার (ধর্মব্যতিক্রমরূপ ঈশ্বরদিগের আচরণের) মনের দ্বারাও (বাক্য ও কর্মের কথা দূরে, মনে মনেও) সম্যক্ (কিঞ্চিন্মাত্রও) অনুষ্ঠান (অনুকরণ) করিবেন না। অজ্ঞতাবশতঃ (ঈশ্বরদিগের ঐশ্বর্য আছে, যাহার প্রভাবে ধর্মব্যতিক্রমরূপ কার্যের ফল তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, নিজের কিন্তু কোনও সামর্থ্যই নাই—এইরূপ জ্ঞানের অভাববশতঃ কেহ) ঈশ্বরদিগের আচরণের অনুকরণ করিলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় (ইহকালে এবং পরকালেও অশেষ দুঃখ তাহাকে ভোগ করিতে হয়)। যিনি রুদ্র নহেন, এমন কোনও লোক সমুদ্রোত্থ বিষ পান করিলে যেমন সদ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ॥ ৩।৭।২ ॥

শ্লো ॥ ৩ ॥ অন্বয় ॥ ঈশ্বরাণাং (কর্মাদি-পারতন্ত্র্য-রহিত ব্রহ্মাদি সমর্থ লোকদিগের) ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ (ধর্মব্যতিক্রম অর্থাৎ ধর্ম-মর্যাদা-লঙ্ঘন) দৃষ্টঃ (দৃষ্ট হয়, যেমন ব্রহ্মার কন্যাসঙ্গমেচ্ছাদি), সাহসং চ (এবং সাহস বা নির্ভয়তাও দৃষ্ট হয়, (যেমন বৃহস্পতির উতথ্য-পত্নীগমনাদি)। [তত্তচ্চ —সে-সমস্ত] তেজীয়সাং (তেজস্বী অর্থাৎ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মাদির পক্ষে) ন দোষায় (দোষের বা প্রত্যবায়ের হেতু হয় না), যথা (যেমন) সর্ব্বভুজঃ (সর্বভুক্) বহ্নেঃ (অগ্নির। অগ্নি সমস্ত বস্তুকেই ভোজন বা দগ্ধ করে, মল-মূত্রাদি অপবিত্র বস্তুকেও, তথাপি অগ্নির একটি বিশেষ শক্তি—পাবনীশক্তি—আছে বলিয়া, যেমন মল-মূত্রাদির অপবিত্রতা অগ্নিতে সঞ্চারিত হয় না, তদ্রূপ)। ৩।৭।৩ ॥

অনুবাদ। ঈশ্বরদিগের (অর্থাৎ কর্মাদি-পারতন্ত্র্য-রহিত ব্রহ্মাদি সমর্থ ব্যক্তিদিগের) ধর্মব্যতিক্রম (অর্থাৎ ধর্ম-মর্যাদা-লঙ্ঘন) দৃষ্ট হয় (যেমন, ব্রহ্মার কন্যাসঙ্গমেচ্ছা) এবং সাহস বা নির্ভয়তাও দৃষ্ট হয় (যেমন, বৃহস্পতির উতথ্য-পত্নীগমনাদি)। সে-সমস্ত কিন্তু তেজস্বীদিগের (অর্থাৎ বিশেষ-শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মাদির) পক্ষে দোষের বা প্রত্যবায়ের হেতু হয় না। যেমন সর্বভুক্ অগ্নির (অগ্নি সমস্ত বস্তুকেই, এমন কি মল-মূত্রাদি অপবিত্র বস্তুকেও, ভোজন বা দগ্ধ করিয়া থাকে। তথাপি অগ্নির একটি বিশেষ শক্তি—পাবনী শক্তি—আছে বলিয়া, যেমন মলমূত্রাদির অপবিত্রতা অগ্নিতে সঞ্চারিত হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মা-বৃহস্পতি প্রভৃতি বিশেষ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের ধর্মব্যতিক্রমাদিও তাঁহাদের দোষের বা প্রত্যবায়ের হেতু হয় না)॥ ৩।৭।৩॥

ব্যাখ্যা। শ্রীনিত্যানন্দের পক্ষে সন্ন্যাসীদের আচরণের ব্যতিক্রম যে তাঁহার দোষের হেতু হয় না, কৈমুত্য-ন্যায়ে তাহা প্রদর্শনের নিমিত্তই উল্লিখিত ভাগবত-শ্লোকদ্বয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্মা-বৃহস্পতি প্রভৃতি তেজস্বী বা বিশেষ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ হইতেছেন জীবতত্ত্ব (বর্তমান কল্পের ব্রহ্মাও জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব নহেন)। ভগবানের অনুগ্রহেই তাঁহাদের পূর্বোল্লিখিত তেজ বা শক্তি, যাহার প্রভাবে ধর্মব্যতিক্রম-জনিত দোষ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। যাঁহার কৃপায় তাঁহাদের এই অসাধারণ শক্তি, সেই ভগবান্‌কে যে ধর্মব্যতিক্রম-জনিত দোষ স্পর্শ করিতে পারে না, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? (ইহাই

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কৈমুত্য-ন্যায়)। কেন না, ভগবান্ হইতেছেন সমস্ত বিধি-নিষেধের অতীত ; মায়াবদ্ধ জীবের জন্যই বিধি-নিষেধ, মায়াতীত ভগবানের জন্য নহে। শ্রীনিত্যানন্দ জীবতত্ত্ব নহেন। তিনি হইতেছেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এক স্বরূপ—বলরাম। সুতরাং নিত্যানন্দও ভগবত্তত্ত্ব ; সে-জন্য তিনিও বিধি-নিষেধের অতীত। লৌকিকী লীলায় তিনি যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সন্ন্যাসের আচরণ-লঙ্ঘন-জনিত দোষ তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। বিশেষতঃ, লৌকিকী সন্ন্যাস-লীলাতেও তিনি ছিলেন অবধূত-সন্ন্যাসী। অবধূত-সন্ন্যাসী সর্বদা কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল থাকেন বলিয়া তাঁহার বাহ্যানুসন্ধান থাকে না, সন্ন্যাসের আচার-পালনের দিকেও তাঁহার অনুসন্ধান থাকে না (১৬৩৩৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এ-জন্য সন্ন্যাসোপনিষদও বলিয়াছেন— "অবধূতস্ত্বনিয়মঃ ॥ ২।১৪ ॥" মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ, নিত্যানন্দসম্বন্ধে অলঙ্কার-পট্টবস্ত্র-মাল্যচন্দনাদি-ধারণ এবং কর্পূর-তাম্বূল-সেবনাদিরূপ সন্ন্যাস-বিরুদ্ধ আচরণের অভিযোগ, মহাপ্রভুর নিকটে উত্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিবরণ হইতেই জানা যায়, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজ-রাখালের ভাবে কৃষ্ণ-প্রেমাবিষ্ট হইয়াই অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমাবধূত নিত্যানন্দের তখন বাহ্যস্মৃতিও ছিল না। এতাদৃশী অবধূত-অবস্থায় জীবেরও যে সন্ন্যাসাচরণ-লঙ্ঘনের প্রত্যবায় জন্মে না; পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতি-প্রমাণ হইতেই জানা যায়। ভগবত্তত্ত্ব নিত্যানন্দের কথা আর কি বলা যাইবে ?

নিত্যানন্দের গার্হস্থ্যলীলা ॥ সন্ন্যাসাশ্রম ত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দ গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিলেও, পূর্বোক্ত কারণে তাহা তাঁহার পক্ষে দোষের কিছু হইত না। বস্তুতঃ তিনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেনও এবং গৌরীদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা এবং জাহ্নবাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের সম-সাময়িক এবং ৪।৫ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ কবিকর্ণপূর লিখিয়া গিয়াছেন, বসুধা এবং জাহ্নবা ছিলেন বলদেব-কান্তা বারুণী ও রেবতী (গৌ. গ. দী. ॥ ৬৫)। নিত্যানন্দের এক আত্মজার কথাও কর্ণপূর লিখিয়াছেন—গঙ্গাদেবী (গৌ. গ. দী. ॥ ৬৯)। নিত্যানন্দ স্বয়ং বলদেব বলিয়া, বলদেব-কান্তা বসুধা ও জাহ্নবার সহিত তাঁহার বিবাহ সমীচীনই। এই বিবাহের একটা প্রয়োজনও যে ছিল, তাহা কথিত হইতেছে। কর্ণপূর, লিখিয়াছেন, প্রভু বীরচন্দ্র (বীরভদ্র) ছিলেন—সঙ্কর্ষণ-ব্যূহ পয়োব্ধিশায়ী (গৌ. গ. দী. ॥ ৬৭)। কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি হইতে জানা যায়, পয়োব্ধিশায়ী বীরচন্দ্র-প্রভুর অবতরণের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যেহেতু, নিত্যানন্দ-শাখা-বর্ণন-প্রসঙ্গে কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন, "শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি স্কন্ধ-মহাশাখা। তাঁর উপশাখা যত—অসংখ্য তার লেখা॥ ঈশ্বর হইয়া কহায় 'মহাভাগবত'। বেদধর্ম্মাতীত হৈয়া বেদধর্ম্মে রত ॥ অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা বাহিরে নির্দ্দম্ভ। চৈতন্যভক্তি-মণ্ডপে তেঁহো মূলস্তম্ভ॥ অদ্যাপি যাঁহার কৃপা-মহিমা হইতে। চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে॥ সেই বীরভদ্র গোসাঞির লইনু শরণ। যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ ॥ চৈ. চ. ॥ ১।১১।৫-৯ ॥ সর্ব্বশাখা-শ্রেষ্ঠ শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি। তাঁর উপশাখা যত—তার অন্ত নাই ॥ চৈ. চ. ॥ ১।১১।৫৩ ॥" গৌর-নিত্যানন্দের অন্তর্ধানের পরে তাঁহাদের প্রচারিত ভক্তিধর্মের রক্ষণের নিমিত্ত বীরভদ্র (বীরচন্দ্র) গোস্বামীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। "চৈতন্যভক্তি-মণ্ডপে তেঁহো মূলস্তম্ভ"-বাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। প্রভু বীরচন্দ্র যে ঈশ্বর-তত্ত্ব ছিলেন, কর্ণপূরের ন্যায়, কবিরাজ-গোস্বামীও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। কর্ণপূর বলিয়াছেন—

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বীরচন্দ্র (বা বীরভদ্র) ছিলেন সঙ্কর্ষণ-ব্যূহ পয়োব্ধিশায়ী (ক্ষীরাব্ধিশায়ী নারায়ণ)। নরলীলায় কাহারও পুত্ররূপে অবতীর্ণ না হইলে নরলীলার সারস্য থাকে না। সঙ্কর্ষণব্যূহ পয়োব্ধিশায়ীকে অবতীর্ণ হইতে হইলে মূলসঙ্কর্ষণ নিত্যানন্দের পুত্ররূপেই অবতীর্ণ হইতে হইবে। সুতরাং নিত্যানন্দেরও বিবাহের প্রয়োজন। তাঁহার নিত্যকান্তাব্যতীত অপর কাহারও সহিত তাঁহার বিবাহও হইবে তাঁহার স্বরূপ-বিরোধী ব্যাপার। অভিন্ন-বলরাম নিত্যানন্দের নিত্যকান্তা বারুণী এবং রেবতীও বসুধা এবং জাহ্নবা রূপে সে-জন্যই অবতারিত হইয়াছেন। বীরভদ্রের আবির্ভাবের নিমিত্তই নিত্যানন্দের বিবাহের একান্ত প্রয়োজন ছিল।

নির্বিচারে জগতের মূর্খ-নীচ-পতিতাদিকেও প্রেমভক্তি বিতরণের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে অবতীর্ণ হয়েন, তাহাই ছিল পরম-করুণ শ্রীঅদ্বৈতের কাম্য এবং সে-জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাও করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রীতির আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে, সপার্ষদে, অবতীর্ণ হইয়া নির্বিচারে প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়াছেন এবং ভক্তিধর্ম প্রচার করিয়াছেন। গৌর-নিত্যানন্দের অন্তর্ধানের পরেও, তাঁহাদের প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের প্রচার এবং স্থিতি ছিল স্বভাবতঃই শ্রীঅদ্বৈতের একান্ত অভীষ্ট। তিনি বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন—জগতের পালনকর্তা পয়োব্ধিশায়ী নারায়ণ যদি অবতীর্ণ হয়েন, তাহা হইলেই তাঁহার এই অভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারে। পূর্বোক্ত কারণে নিত্যানন্দের পুত্ররূপেই পয়োব্ধিশায়ীকে অবতীর্ণ হইতে হইবে মনে করিয়া শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং কবিরাজ-গোস্বামীর কয়েকটি উক্তি হইতে অনুমান করা যায় যে, নিত্যানন্দকে বিবাহে সম্মত করাইবার নিমিত্ত তিনি মহাপ্রভুর নিকটেও তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গীতে আবেদন জানাইয়াছিলেন এবং তদনুসারে মহাপ্রভু নিভৃতে বসিয়া নিত্যানন্দকে সম্মত করাইয়াছিলেন, এবং তাহাতে শ্রীঅদ্বৈতও অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। "চাতুর্ম্মাস্য অন্তে পুন নিত্যানন্দ লঞা। কিবা যুক্তি করে নিত্য নিভৃতে বসিয়া॥ আচার্য্যগোসাঞিকে প্রভু কহে ঠারেঠোরে। আচার্য্য তর্জ্জা পঢ়ে কেহো বুঝিতে না পারে॥ তাঁর মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন। অঙ্গীকার জানি আচার্য্য করেন নর্ত্তন॥ কিবা প্রার্থনা, কিবা আজ্ঞা, কেহো না বুঝিল। আলিঙ্গন করি প্রভু তাঁরে বিদায় দিল॥ চৈ. চ. ২।১৬।৫৮-৬১॥" (২।১৬।৬১-পয়ারের গৌ. কৃ. ত. টীকা দ্রষ্টব্য।

ইহা যে প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রথম রথযাত্রার পরবর্তী চাতুর্মাস্যান্তের বিবরণ নহে, চৈ. চ. ২।১৬।৪৫-৪৯ পয়ারোক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। "পূর্ব্ববৎসরে যাঁর যেই বাসাস্থান। তাহা সভা পাঠাইয়া করাইল বিশ্রাম॥", "পূর্ব্ববৎ রথযাত্রাকাল যবে আইলা।", "পূর্ব্ববৎ রথ অগ্রে নর্ত্তন করিল॥"—ইত্যাদি উক্তি হইতেই জানা যায়—উল্লিখিত ২।১৬।৫৮-৬১ পয়ারোক্ত ঘটনা ছিল প্রথম রথযাত্রার পরবর্তী কালের ঘটনা। চৈ. চ. ২।১৬।২-পয়ার হইতে জানা যায়, যে-বৎসর প্রভু প্রথমবার বৃন্দাবন-গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, ইহা হইতেছে সেই বৎসরের (১৪৩৫-শকের) ঘটনা, দক্ষিণদেশ হইতে প্রভুর প্রত্যাবর্তনের দেড় বৎসর পরের এবং প্রভুর আদেশে প্রেমভক্তিপ্রচারার্থ, রামদাসাদি আপ্তগণের সহিত, নিত্যানন্দের গৌড়-গমনের এক বৎসর পরের এবং নীলাচল হইতে প্রভুর গৌড়গমনের দুই বৎসর আগের ঘটনা।

বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর ৩।৫।২২১-৩৩ পয়ারে, নিত্যানন্দের গৌড়ে আগমনের যে-বৃত্তান্ত দিয়াছেন, তাহা যে প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী প্রথম রথ-যাত্রার অব্যবহিত পরবর্তী বিবরণ, তাহা ৩।৫।২২৯-

"এতেকে যে না জানিঞা নিন্দে' তান কর্ম্ম।
নিজ দোষে সে-ই দুঃখ পায় জন্মজন্ম ॥ ৩০
গর্হিতো করয়ে যদি মহা-অধিকারী।
নিন্দার কি দায়, তাঁরে হাসিলেই মরি ॥ ৩১
ভাগবত হইতে এ সব তত্ত্ব জানি।
তাহো যদি বৈষ্ণব-গুরুর মুখে শুনি ॥ ৩২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পয়ারের টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সেইবার নিত্যানন্দ গৌড়দেশে আসিয়া যে-সমস্ত লীলা করিয়াছিলেন, ৩।৫।২৩৩ পয়ারের পর হইতে ৩।৭।২২ পয়ার-পর্যন্ত বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর সে-সমস্ত লীলার কথাই বলিয়াছেন। এই সময়ে নিত্যানন্দ যে সন্ন্যাসী ছিলেন, প্রভুর সহাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের অভিযোগ হইতে তাহা পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়। সুতরাং নিত্যানন্দের এ-সমস্ত লীলা হইতেছে তাঁহার গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের পূর্বসময়ের লীলা। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া নিত্যানন্দ যে বিবাহ করিয়াছিলেন, কর্ণপূরের উক্তির উল্লেখপূর্বক তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং নিত্যানন্দ যে সন্ন্যাসাশ্রম পরিত্যাগপূর্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য কোন্ সময়ে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না এবং গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের পরেও তিনি অলঙ্কারাদি ধারণ করিতেন কিনা, তাহাও জানিবার উপায় নাই।

বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর নিত্যানন্দের বিবাহ-সম্বন্ধে কোনও কথা বলেন নাই। ওড়ন-ষষ্ঠী-উপলক্ষ্যে জগন্নাথের মাড়ুয়াবসন-সম্বন্ধে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির মন্তব্যের ফলে জগন্নাথ-বলরামের নিকটে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শাস্তি-প্রাপ্তির বিবরণ দিয়াই বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবত সমাপ্ত করিয়াছেন। কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি হইতে জানা যায়, পূর্বোল্লিখিত ২।১৬।৫৮-৬১ পয়ারোক্তি অনুসারে অনুমিত, নিত্যানন্দের বিবাহ-বিষয়ে, প্রভুর উপদেশ-দানের পরে গৌড়ীয় ভক্তগণ এবং নিত্যানন্দও গৌড়দেশে আসিলেন; কিন্তু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নীলাচলে রহিলেন। সেই সময়েই পূর্বকথিত মাড়ুয়া-বসন সম্পর্কিত ব্যাপার ঘটিয়াছিল (চৈ. চ. ২।১৬।৭৫-৮০)। এইরূপে দেখা গেল, শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত সর্বশেষ লীলার সময়ে, বিবাহের জন্য নিত্যানন্দ গৌরের অনুমিত উপদেশ মাত্র পাইয়াছিলেন, তখনও তিনি বিবাহ করেন নাই। তাহার পরবর্তী কালের ঘটনা বৃন্দাবনদাস বর্ণন করেন নাই বলিয়াই সম্ভবতঃ নিত্যানন্দের বিবাহ-সম্বন্ধেও কিছু বলেন নাই।

৩০। **এতেকে**—পূর্বোক্ত শাস্ত্র-প্রমাণাদি অনুসারে। **না জানিঞা**—নিত্যানন্দের স্বরূপগত প্রভাব না জানিয়া। **ভাবকর্ম্ম**—নিত্যানন্দের আচরণ। "এতেকে যে না জানিঞা নিন্দে"-স্থলে "এতেক জানিঞা যে নিন্দয়ে"-পাঠান্তর।

৩১। **হাসিলেই**—উপহাস, ঠাট্টাবিদ্রূপ, করিলেও। "হাসিলেই"-স্থলে "হাঁসিলে সে" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "নিন্দা করিলেও তানে হাসিলেও মরি"-পাঠান্তর।

৩২। **ভাগবত**—শ্রীমদ্‌ভাগবত-গ্রন্থ। **তাহো যদি ইত্যাদি**—বৈষ্ণবই ভাগবত-শ্লোকের গূঢ়তাৎপর্য বুঝিতে পারেন; ভক্তিহীন অবৈষ্ণব তাহা বুঝিতে পারেন না। এজন্যই বলা হইয়াছে—"তাহো যদি" ইত্যাদি। **গুরু**—এ-স্থলে গুরু-শব্দে শ্রবণগুরু বুঝায়; যাঁহার মুখে ভাগবত শ্রবণ করা হয়, তিনিই **শ্রবণগুরু**।

মহান্তের আচরণে হাসিলে যে হয়।
চিত্ত দিয়া শুন ভাগবতে যেই কয়'॥ ৩৩
এককালে রাম-কৃষ্ণ গেলেন পঢ়িতে।
বিদ্যা পূর্ণ করি চিত্ত করিলা আসিতে॥ ৩৪
'কি দক্ষিণা দিব ?' বলিলেন গুরু প্রতি।
তবে পত্নীসঙ্গে গুরু করিলা যুগতি॥ ৩৫
মৃত পুত্র মাগিলেন রাম-কৃষ্ণ-স্থানে।
তবে রাম-কৃষ্ণ গেলা যমের সদনে॥ ৩৬
আজ্ঞায় শিশুর সর্ব্বকর্ম্ম ঘুচাইয়া।
যমালয় হৈতে পুত্র দিলেন আনিয়া॥ ৩৭
পরম অদ্ভুত শুনি এ সব আখ্যান।
দেবকীও মাগিলেন মৃত-পুত্র-দান॥ ৩৮
দৈবে একদিন রাম-কৃষ্ণ সম্বোধিয়া।
কহেন দেবকী অতি কাতর হইয়া॥ ৩৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৩। যে হয়—যে-অবস্থা হয়।

৩৪। **রামকৃষ্ণ**—বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ। **বিদ্যা পূর্ণ করি**—অধ্যয়ন শেষ করিয়া। **চিত্ত করিলা**—ইচ্ছা করিলেন। আসিতে—গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে।

৩৫। গুরু—সান্দীপনি মুনি। "গুরু"-স্থলে "তিঁহ"-পাঠান্তর। যুগতি—যুক্তি, পরামর্শ।

৩৬। যমের সদনে—যমরাজের গৃহে, যমালয়ে। "যমের সদনে"-স্থলে "যম-বিদ্যমানে"-পাঠান্তর। এই পয়ারের স্থলে "মৃতপুত্র মাগি দেহ আনিঞা আমারে। তবে রাম-কৃষ্ণ গেলা যমের মন্দিরে,"-পাঠান্তর।

৩৭। "শিশুর"-স্থলে "ঈশ্বর"-পাঠান্তর। ২।১১।৪৭-পয়ারের টীকায় কৃষ্ণ-বলরামকর্তৃক মৃত গুরুপুত্র-আনয়নের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৩৮। এ সব আখ্যান—যমালয় হইতে মৃত গুরুপুত্র-আনয়নের বিবরণ। **মৃতপুত্র দান**—বলরাম ও কৃষ্ণের জন্মের পূর্বে দেবকীদেবীর ছয়টি পুত্র জন্মিয়াছিল। জন্মমাত্রই কংস তাহাদের প্রত্যেককে হত্যা করিয়াছিলেন। দেবকীদেবী রাম-কৃষ্ণের নিকটে তাঁহার সেই মৃত পুত্রদিগকে আনিয়া দেওয়ার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন।

৩৯। সম্বোধিয়া—সম্বোধন করিয়া। "অতি"-স্থলে "দেবী"-পাঠান্তর। শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।৮৫-অধ্যায়ে, কৃষ্ণ-বলরামকর্তৃক দেবকীদেবীর ছয় জন মৃতপুত্র-আনয়নের বিবরণ কথিত হইয়াছে। সেই বিবরণ অতি সংক্ষেপে এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

স্বীয়পুত্র রাম-কৃষ্ণকর্তৃক মৃত গুরুপুত্র আনয়নের কথা শুনিয়া এক সময়ে দেবকীদেবী কংসকর্তৃক স্বীয় ছয়টি পুত্রের প্রাণসংহারের কথা রাম-কৃষ্ণকে জানাইয়া, মৃতপুত্রদের স্মরণে শোকবিহ্বলচিত্তে এবং অশ্রুপূর্ণ-নয়নে অতি কাতরভাবে রাম-কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে রাম! হে অপ্রমেয়াত্মন! হে কৃষ্ণ! হে যোগেশ্বরেশ্বর! আমি জানিলাম, তোমরা বিশ্বস্রষ্টাদিগেরও ঈশ্বর এবং আদি পুরুষ। হে আদ্যপুরুষদ্বয়! কালবশতঃ দুর্বল, অথচ শাস্ত্রমার্গ-পরিত্যাগী রাজাদিগের বধের নিমিত্ত এবং ভূ-ভার-হরণের নিমিত্তই তোমরা আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছ। হে বিশ্বাত্মন্! যাঁহার অংশের অংশদ্বারা এই বিশ্বের উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, অদ্য আমরা সেই তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তোমরা গুরুকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, বহু পূর্বে

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মৃত গুরুপুত্রকে যমালয় হইতে আনিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়াছ। তোমরা উভয়েই যোগেশ্বর। তোমরা আমার বাসনা পূর্ণ কর। ভোজরাজ কংসকর্তৃক নিহত আমার পুত্রগণকে আমি দেখিতে ইচ্ছা করি।”

জননীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া রামকৃষ্ণ যোগমায়ার সহায়তায় সুতলে প্রবেশ করিলেন। বামনদেবের আদেশে মহারাজ বলি তখন সুতলে ছিলেন। বিশ্বাত্মদেবদ্বয়কে সুতলে উপনীত দেখিয়া বলি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন এবং পরমানন্দে উত্তম আসনে তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া পাদপ্রক্ষালন এবং পরে যথাযোগ্যভাবে অর্চনা করিয়া, স্বীয় দৈন্য-জ্ঞাপনপূর্বক রামকৃষ্ণের স্তব-স্তুতি করিলেন। তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণ বলিমহারাজের নিকটে বলিলেন—“পূর্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ঊর্ণার গর্ভে, ব্রহ্মার পুত্র মরীচির ছয়টি পুত্র জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম ছিল স্মর, উদগীথ, পরিষ্বঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভুক্ ও ঘৃণি। ব্রহ্মকে স্বীয় কন্যার (ব্রহ্মার সৃষ্ট তিলোত্তমানাম্নী অপ্‌সরার রূপ-দর্শনে কামমোহিত হইয়া তাহার) প্রতি ধাবিত হইতে দেখিয়া তাঁহারা ব্রহ্মাকে উপহাস করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রহ্মার শাপে তাঁহারা অসুর-যোনিতে হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীহরিবংশাদির উক্তির সমন্বয় করিয়া ১০।২।৩-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলা হইয়াছে—হিরণ্যকশিপুর পুত্র কালনেমির ক্ষেত্রে হিরণ্যকশিপুর দ্বারা এই ছয় পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। অথবা কল্পভেদে বিবরণভেদ। যাহা হউক), শাপমুক্তির জন্য তাঁহারা ব্রহ্মার চরণে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—“বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশচতুর্যুগীয় দ্বাপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলে, তাঁহার উচ্ছিষ্ট-ভোজনে তোমরা শাপমুক্ত হইবে।” তদনন্তর মরীচির সেই ছয় পুত্র কালনেমীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ভগবদ্বেষী অসুর বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও পূর্বসংস্কারবশতঃ তাঁহারা ভগবদুপাসনা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইহাতে হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে শাপ দিলেন যে—“তোমরা পিতৃকুলের মর্যাদা লঙ্ঘনপূর্বক পিতৃশত্রুর উপাসনা করিতেছ। অতএব পিতৃহস্তে তোমাদের মৃত্যু হইবে।” দেবাসুরের যুদ্ধে ভগবানের সুদর্শন-চক্রে কালনেমি নিহত হইলে, তাহার পুত্রগণ সুতলে যাইয়া বলিমহারাজের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। কালনেমির এই ছয় পুত্রকে হিরণ্যকশিপুর শাপ হইতে মুক্ত করাইবার নিমিত্ত, ভগবান্ যোগমায়াদ্বারা তাহাদিগকে একে একে সুতল হইতে আনাইয়া দেবকীর গর্ভে স্থাপন এবং কংসদ্বারা নিহত করাইলেন। কালনেমীই কংসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবকীর এই ছয় পুত্র কংসকর্তৃক নিহত হইয়া পুনরায় সুতলে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ বলিকে বলিলেন, মরীচির ছয় পুত্র হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে (বস্তুতঃ হিরণ্যকশিপুর বীর্যপুত্ররূপে এবং কালনেমীর ক্ষেত্রজপুত্ররূপে) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণ বলিকে বলিলেন, যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহারা দেবকীর উদরে আনীত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়েন এবং কংস তাঁহাদিগকে নিহত করেন। কিন্তু দেবকী তাঁহাদিগকে আত্মজ মনে করিয়া শোকাতুর হইয়াছেন। তাঁহারা এখন তোমারই নিকটে আছেন। আমি তাঁহাদিগকে লইয়া যাইয়া মাতার শোক দূর করিব এবং তাঁহাদিগকে ব্রহ্মার শাপ হইতে মুক্ত করিয়া পুনরায় দেবলোকে পাঠাইব।” এ-কথার পরে রামকৃষ্ণ সেই ছয়জনকে লইয়া দ্বারকায় আগমন করিয়া দেবকীর নিকটে অর্পণ করিলেন। তাঁহাদিগকে পাইয়া দেবকীদেবীর পুত্রস্নেহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তাঁহার স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল, তিনি তাঁহাদিগকে স্তন্য পান

'শুনশুন রাম কৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর !
তুমি দুই আদি নিত্য শুদ্ধ কলেবর ॥ ৪০
সর্ব্বজগতের পিতা—তুমি-দুই-জন ।
মুঞি জানোঁ তুমি-দুই পরম-কারণ ॥ ৪১
জগতের উতপত্তি স্থিতি বা প্রলয় ।
যাহার অংশের অংশ হৈতে সর্ব্ব হয় ॥ ৪২
তথাপিহ পৃথিবীর খণ্ডাইতে ভার ।
হইয়াছ মোর পুত্ররূপে অবতার ॥ ৪৩
যম-ঘর হৈতে যেন গুরুর নন্দন ।
আনিঞা দক্ষিণা দিলা তুমি-দুইজন ॥ ৪৪
মোর ছয় পুত্র যে মরিল কংস হৈতে ।
বড় চিত্ত মোর তাহা-সভারে দেখিতে ॥ ৪৫
কত কাল গুরুপুত্র আছিল মরিয়া ।
তাহা যেন আনি দিলা শক্তি প্রকাশিয়া ॥ ৪৬
এইমত আমারেও কর' পূর্ণকাম ।
আনি দেহ' মোরে মৃত ছয় পুত্র দান ॥' ৪৭
শুনি জননীর বাক্য কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ ।
সেই ক্ষণে চলি গেলা বলির ভবন ॥ ৪৮
নিজ ইষ্টদেব দেখি বলি-মহারাজ ।
মগ্ন হইলেন প্রেমানন্দসিন্ধুমাঝ ॥ ৪৯
দেহ গেহ পুত্র বিত্ত সকল বান্ধব ।
সেই ক্ষণে পাদপদ্মে আনি দিলা সব ॥ ৫০
লোমহর্ষ অশ্রুপাত পুলক আনন্দে ।
স্তুতি করে পাদপদ্ম ধরি বলি কান্দে ॥ ৫১
'জয়জয় প্রকট অনন্ত সঙ্কর্ষণ ।
জয়জয় কৃষ্ণচন্দ্র গোকুলভূষণ ॥ ৫২
জয় সখ্য গোপাচার্য্য হলধর রাম ।
জয়জয় কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তমনস্কাম ॥ ৫৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করাইতে লাগিলেন। তাঁহারাও গদাধর শ্রীকৃষ্ণের পীতাবশেষ স্তন্য পান করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শ লাভ করিয়া আত্মদর্শন লাভ করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মার শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, দেবকী-বাসুদেব এবং রামকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া বিমানযোগে তাঁহারা স্বীয় লোকে গমন করিলেন।

৪০। "দুই আদি"-স্থলে "আদিদেব" এবং "দুই জানি"-পাঠান্তর। **শুদ্ধ কলেবর**—শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, জীব নহ।

৪৫। **চিত্ত**—বাসনা। "চিত্ত মোর"-স্থলে "ইচ্ছা হয়"-পাঠান্তর।

৪৬। "যেন আনি দিলা শক্তি"-স্থলে "যেন আনিলা স্বশক্তি" এবং "যে আনিলা নিজ (সর্ব্ব) শক্তি"-পাঠান্তর।

৪৭। "মৃত"-স্থলে "সেই" এবং "ছয় পুত্র দান"-স্থলে "পুত্র ছয় জন"-পাঠান্তর।

৪৮। **কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ**—শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম। **বলির ভবন**—বলিমহারাজের গৃহে, সুতলে।

৪৯-৫০। "মহারাজ"-স্থলে "মহাশয়" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "জোড়হস্তে নতি করি করেন বিনয়"-পাঠান্তর। "বিত্ত"-স্থলে "মিত্র"-পাঠান্তর।

৫১। "অশ্রুপাত পুলক আনন্দে"-স্থলে "অশ্রুকম্প আদি প্রেমানন্দে"-পাঠান্তর। পরবর্তী ৫২-৬২ এবং ৬৭-৬৮ পয়ারসমূহে বলির স্তুতির কথা বলা হইয়াছে।

৫২। **অনন্ত সঙ্কর্ষণ**—বলরাম। ১।১।৩৪-৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৩। **সখ্যগোপাচার্য্য**—সখ্যভাবাপন্ন ব্রজগোপদিগের আচার্য বা গুরু-স্থানীয়, শ্রেষ্ঠ। "সখ্য"-স্থলে

যদ্যপিহ শুদ্ধসত্ত্ব দেবঋষিগণ।
তাঁ'সভারো দুর্ল্লভ তোমার দরশন ॥ ৫৪
তথাপি হেন সে প্রভু! করুণা তোমার।
তমোগুণ অসুরেরে হও সাক্ষাৎকার ॥ ৫৫
অতএব শক্র মিত্র নাহিক তোমাতে।
বেদেও কহেন, ইহা দেখি-ও সাক্ষাতে ॥ ৫৬
মারিতে যে আইল লইয়া বিষস্তন।
তাহারেও পাঠাইলা বৈকুণ্ঠভুবন ॥ ৫৭
অবএব তোমার হৃদয় বুঝিবারে।
বেদে শাস্ত্রে যোগেশ্বর-সভেও না পারে ॥ ৫৮
যোগেশ্বর-সব যার মায়া নাহি জানে।
মুঞি পাপী অসুর বা জানিব কেমনে ॥ ৫৯
এই কৃপা কর' মোরে সর্ব্বলোকনাথ!
গৃহ-অন্ধকূপে মোর নহু আত্ম-পাত ॥ ৬০
তোমার দুই পাদপদ্ম হৃদয়ে ভাবিয়া।
শান্ত হই বৃক্ষমূলে পড়ি থাকোঁ গিয়া ॥ ৬১
তোমার দাসের মেলে মোরে কর' দাস।
আর যেন চিত্তে মোর কিছু নহে আশ ॥' ৬২
রাম-কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়।
এইমত স্তুতি করে বলি-মহাশয় ॥ ৬৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"সঙখ্যা (?)" এবং "সাঙখ্য (?)"-পাঠান্তর। **ভক্তমনস্কাম**—ভক্তদিগের একমাত্র কাম্যবস্তু। "মনস্কাম"-স্থলে "ধনপ্রাণ"-পাঠান্তর।

৫৪। **শুদ্ধসত্ত্ব**—বিশুদ্ধ-চিত্ত। অথবা, রজস্তমোহীন সত্ত্বগুণবিশিষ্ট।

৫৫। **তমোগুণ**—তমোগুণ-প্রধান। "তমোগুণ"-স্থলে "তমোময়"-পাঠান্তর।

৫৬। **শক্র মিত্র ইত্যাদি**—কেহ কেহ তোমার শক্র এবং কেহ কেহ তোমার মিত্র—এতাদৃশ্য ভাব বা জ্ঞান তোমার মধ্যে নাই।

৫৭। এই পয়ারে পূতনার কথা বলা হইয়াছে। ১।১।১৫৭ পয়ারের টীকা এবং ২।৭।১-শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫৯। "যোগেশ্বর-সব"-স্থলে "যোগেশ্বরেশ্বর" এবং "অসুর বা জানিব কেমনে"-স্থলে "অসুরে জানিমু কেনমনে"-পাঠান্তর।

৬০। **গৃহ-অন্ধকূপে ইত্যাদি**—গৃহরূপ (সংসারাসক্তিরূপ) অন্ধকূপে যেন আমার আত্মার (জীবাত্মার) পতন না হয়। অথবা, আত্মা শব্দের অর্থ দেহও হইতে পারে। এই অর্থে আত্মপাত—দেহপাত, মৃত্যু। গৃহরূপ অন্ধকূপে (অর্থাৎ সংসারাসক্তি লইয়া) যেন আমার মৃত্যু না হয়। **নহু**—না হউক (হয়)। **আত্মপাত**—আত্মার (জীবাত্মার) পতন। "নহু আত্মপাত"-স্থলে "যেন নহে পাত"-পাঠান্তর।

৬১। **শান্ত**—অচঞ্চল-চিত্ত। অথবা, তোমাতে ভক্তিনিষ্ঠ। "ভাবিয়া"-স্থলে "করিয়া" এবং "ধরিয়া"-পাঠান্তর।

৬২। **তোমার দাসের ইত্যাদি**—তোমার দাসগণের মধ্যে আমাকেও তোমার দাস কর। অথবা, আমাকে তোমার দাসগণের দাস কর। "মেলে"-স্থলে "সঙ্গে"-পাঠান্তর। ভা. ১০।৮৫।৩৯-৪৬ শ্লোক-সমূহে বলিকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণস্তব কথিত হইয়াছে।

৬৩। "ধরিয়া"-স্থলে "করিয়া"-পাঠান্তর। **হৃদয়**—হৃদয়ে, বক্ষে।

ব্রহ্মলোক শিবলোক যে চরণোদকে।
পবিত্র করিতেছেন ভাগীরথীরূপে ॥ ৬৪
হেন পুণ্য-জল বলি গোষ্ঠীর সহিতে।
পান করে শিরে ধরে ভাগ্যোদয় হৈতে ॥ ৬৫
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, অলঙ্কার।
পাদপদ্মে দিয়া বলি করে নমস্কার ॥ ৬৬
'আজ্ঞা কর' প্রভু! মোরে শিখাও আপনে।
যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে ॥ ৬৭
যে করয়ে প্রভু! আজ্ঞাপালন তোমার।
সেই জন হয় বিধি-নিষেধের পার ॥" ৬৮
শুনিঞা বলির বাক্য প্রভু তুষ্ট হৈলা।
যে নিমিত্ত আগমন কহিতে লাগিলা ॥ ৬৯
প্রভু বোলে 'শুনশুন বলি-মহাশয়!
যে নিমিত্তে আইলাঙ তোমার আলয় ॥ ৭০
আমার মা'য়ের ছয় পুত্র পাপী কংসে।
মারিলেক, সেই পাপে সেহো মৈল শেষে ॥ ৭১
নিরবধি সেই পুত্রশোক স্মঙরিয়া।
কান্দেন দেবকী-দেবী দুঃখিতা হইয়া ॥ ৭২
তোমার নিকটে আছে সেই ছয়জন।
তাহা নিব জননীর সন্তোষকারণ ॥ ৭৩
সে সব ব্রহ্মার পৌত্র সিদ্ধ দেবগণ।
তা'সভার এত দুঃখ শুন যে-কারণ ॥ ৭৪
প্রজাপতি মরীচি—যে ব্রহ্মার নন্দন।
পূর্ব্বে তান পুত্র ছিল এই ছয়জন ॥ ৭৫
দৈবে ব্রহ্মা কামশরে হইয়া মোহিত।
লজ্জা ছাড়ি কন্যা প্রতি করিলেন চিত ॥ ৭৬
তাহা দেখি হাসিলেন এই ছয়জন।
সেই দোষে অধঃপাত হৈল সেইক্ষণ ॥ ৭৭
মহান্তের কর্ম্মেতে করিলা উপহাস।
অসুরযোনিতে পাইলেন গর্ব্ভবাস ॥ ৭৮
হিরণ্যকশিপু জগতের দ্রোহ করে।
দেব-দেহ ছাড়িয়া জন্মিলা তার ঘরে ॥ ৭৯
তথাও ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ছয়জন।
নানা দুঃখ যাতনায় পাইল মরণ ॥ ৮০
তবে যোগমায়া ধরি আনি আরবার।
দেবকীর গর্ব্ভে নিঞা করিলা সঞ্চার ॥ ৮১
ব্রহ্মারে যে হাসিলেন, সেই পাপ হৈতে।
সেহো দেহে দুঃখ পাইলেন নানামতে ॥ ৮২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬৪। "যে চরণোদকে"-স্থলে "যত দেবলোকে"-পাঠান্তর।

৬৫। "পুণ্য জল"-স্থলে "পাদজল"-পাঠান্তর।

৭৬। "শরে হইয়া"-স্থলে "বশে হইলা"-পাঠান্তর। চিত—চিত্ত, বাসনা।

৭৮। "কর্ম্মেতে করিলা"-স্থলে "কর্ম্মপ্রতিকার"-পাঠান্তর।

৭৯। জগতের দ্রোহ—জগদবাসীর প্রতি শত্রুতাচরণ। দেবদেহ ছাড়িয়া ইত্যাদি—ব্রহ্মার তনয় মরীচির সেই ছয় পুত্র তাহাদের দেবদেহ ত্যাগ করিয়া তার ঘরে (হিরণ্যকশিপুর গৃহে) জন্মিলা (জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন)।

৮০। তথাও—সে স্থানেও, হিরণ্যকশিপুর গৃহেও। "তথাও ইন্দ্রের"-স্থলে "তথা হৈতে ইন্দ্র" এবং "পাইল মরণ"-স্থলে "ছাড়িল জীবন"-পাঠান্তর।

৮১। "তবে যোগমায়া ধরি"-স্থলে "তবে মায়া যোগেশ্বরী" এবং "তবে যোগমায়া ধরি আনি"-স্থলে "তবে যোগমায়ায় আনিল"-পাঠান্তর।

জন্ম হৈতে অশেষপ্রকার যাতনায়।
ভাগিনা—তথাপি মারিলেন কংস-রায় ॥ ৮৩
দেবকী এ সব গুপ্ত রহস্য না জানি।
তা'সভারে কান্দেন আপন পুত্র মানি ॥ ৮৪
সেই ছয়পুত্র জননীরে দিব দান।
এই কার্য্য লাগি আইলাঙ তোমা'স্থান ॥ ৮৫
দেবকীর স্তনপানে সেই ছয়জন।
শাপ হৈতে মুক্ত হইবেন সেইক্ষণ ॥' ৮৬
প্রভু বোলে 'শুনশুন বলি মহাশয়!
বৈষ্ণবের কর্ম্মেতে হাসিলে হেন হয় ॥ ৮৭
সিদ্ধ-সবো পাইলেন এতেক যাতনা।
অসিদ্ধ-জনের দুঃখ কি কহিব সীমা ॥ ৮৮
যে দুষ্কৃতি জন বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
জন্মজন্ম নিরবধি সে-ই দুঃখে মরে ॥ ৮৯
শুন বলি! এই শিক্ষা করাই তোমারে।
কভু জানি নিন্দা হাস্য কর' বৈষ্ণবেরে ॥ ৯০
মোর পূজা মোর নামগ্রহণ যে করে।
মোর ভক্ত নিন্দে' যদি, তারো বিঘ্ন ধরে ॥ ৯১
মোর ভক্তপ্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় নিঃসংশয় মোরে পায় সে ॥ ৯২

তথাহি (বরাহপুরাণে)—

"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্ ॥" ৪ ॥

'মোর ভক্ত না পূজে, মোহোরে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক, নহে মোর প্রসাদের পাত্র ॥

তথাহি (শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে ১৩।৭৬)—

"অভ্যর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ ॥" ৫ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৮৪। **তা'সভারে কান্দেন ইত্যাদি**—তা'সভারে (তাঁহাদিগকে) আপন পুত্র মনে করিয়া কান্দেন (তাঁহাদের শোকে ক্রন্দন করেন)।

মানি—মনে করিয়া। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "আপনার পুত্র বলি তাহা সভা মানি (গণি)"-পাঠান্তর।

৮৬। "পানে সেই"-স্থলে "পান করি"-পাঠান্তর।

৮৭। **কর্ম্মেতে**—আচরণ দেখিয়া। **হাসিলে**—উপহাস করিলে। **হেন হয়**—এইরূপ দুর্গতি হয়। "বৈষ্ণবের কর্ম্মেতে হাসিলে হেন"-স্থলে "বৈষ্ণবেরে হাসিলেই হেন কর্ম্ম"-পাঠান্তর।

৮৮। "কি কহিব"-স্থলে "কে করিব"-পাঠান্তর।

৯০। **কভু জানি**—"যদি কখনও। অ. প্র.।" **হাস্য**—উপহাস। "হাস্য"-স্থলে "উপহাস"-পাঠান্তর। **কভু জানি নিন্দা ইত্যাদি**—যদি কখনও বৈষ্ণবের নিন্দা কর, বা বৈষ্ণবকে উপহাস কর (তাহা হইলে তোমার সর্বনাশ হইবে)।

৯১। **তারো বিঘ্ন ধরে**—ভক্তিপথে তাহারও বিঘ্ন জন্মে।

৯২। **প্রেমভক্তি**—প্রীতি ও ভক্তি। "ভক্তপ্রতি প্রেমভক্তি"-স্থলে "জনপ্রতি প্রেম"-পাঠান্তর। এই পয়োরোক্তির সমর্থনে নিম্নে দুইটি শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্লো ॥ ৪ ॥ অন্বয়াদি ৩।৩।৯-শ্লোকপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। "নিঃসংশয়স্তু"-স্থলে "নিঃসংশয়ন্তু"-পাঠান্তর।

শ্লো ॥ ৫ ॥ অন্বয় ॥ যে (যাঁহারা) গোবিন্দং (গোবিন্দকে, কৃষ্ণকে) অভ্যর্চ্চয়িত্বা (সর্বতোভাবে পূজা

'তুমি বলি ! মোর প্রিয়সেবক সর্ব্বথা ।
অতএব তোমারে কহিলুঁ গোপ্য-কথা ॥' ৯৩
শুনিঞা প্রভুর শিক্ষা বলি-মহাশয় ।
অত্যন্ত আনন্দযুক্ত হইলা হৃদয় ॥ ৯৪
সেই ক্ষণে ছয় শিশু আজ্ঞা শিরে ধরি ।
সম্মুখে দিলেন আনি পুরস্কার করি ॥ ৯৫
তবে রাম-কৃষ্ণ প্রভু লই ছয়জন ।
জননীরে আনিঞা দিলেন সেই ক্ষণ ॥ ৯৬
মৃত পুত্র দেখিয়া দেবকী সেই ক্ষণে ।
স্নেহে স্তন সভারে দিলেন হর্ষমনে ॥ ৯৭
ঈশ্বরের অবশেষ-স্তন করি পান ।
সেই ক্ষণে সভার হইল দিব্য-জ্ঞান ॥ ৯৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করিয়া) তদীয়ান্ (সেই গোবিন্দের ভক্তদিগকে) ন অর্চ্চয়ন্তি (পূজা করেন না), তে (সে-সকল) দাম্ভিকাঃ (দাম্ভিক, অহঙ্কারী, ছলী) জনাঃ (লোকগণ) বিষ্ণুপ্রিয়াদস্য (শ্রীবিষ্ণুর অনুগ্রহের) ভাজনং (পাত্র) ন (নহেন) ।

অনুবাদ। যাঁহারা সর্বতোভাবে গোবিন্দের পূজা করিয়াও সেই গোবিন্দের ভক্তদিগের অর্চনা করেন না, সে-সকল দাম্ভিক (অহঙ্কারী, ছলী) লোকগণ শ্রীবিষ্ণুর অনুগ্রহের পাত্র নহেন ॥ ৩।৭।৫ ॥ "অর্চ্চয়িত্বা"-স্থলে "অর্চ্চয়িতা-তু"-পাঠান্তর। অর্থ—অর্চনকারী হইয়াও।

ব্যাখ্যা। দাম্ভিকাঃ—অহঙ্কারী, ছলী। "আমি সর্বতোভাবে গোবিন্দের অর্চনা করিয়া থাকি"—এতাদৃশ অভিমান হইতে তাঁহাদের অহঙ্কার জন্মে। আবার, "আমি শ্রীগোবিন্দেরই পূজা করিতেছি, গোবিন্দের ভক্তদের পূজার আর কি প্রয়োজন ?"—ইত্যাদি বুদ্ধিতে তাঁহারা ভক্তের সমাদর করেন না। ইহাও তাঁহাদের অহঙ্কারেরই ফল। তাঁহাদের এতাদৃশ গোবিন্দার্চনও বাস্তবিক ছলনাময়, গোবিন্দ-ভক্তরূপে নিজেদিগকে পরিচিত করার উদ্দেশ্যেই বাস্তবিক তাঁহারা গোবিন্দ-ভজনের অভিনয় করিয়া থাকেন, গোবিন্দের প্রীতি-বিধান তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। কেন না, নিজের পূজা অপেক্ষাও ভক্তের পূজাতেই গোবিন্দ সমধিক আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। গোবিন্দ নিজেই বলিয়াছেন—"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা ।" সুতরাং তাঁহারা পূজার ছল করিয়া গোবিন্দকে তাঁহার আনন্দ হইতে বঞ্চিতই করেন। তাঁহারা ছলী।

৯৩-৯৪। বলি !—হে বলি-মহারাজ। গোপ্য—গোপনীয়, গূঢ়। "অত্যন্ত আনন্দযুক্ত"-স্থলে "অধিক আনন্দময়" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "অন্তরে আনন্দ বড় হইল উদয়"-পাঠান্তর।

৯৫। পুরস্কার—অগ্রবর্তী। "শিশু"-স্থলে "পুত্র" এবং "দিলেন আনি পুরস্কার"-স্থলে "আনিঞা দিল আজ্ঞা শিরে"-পাঠান্তর।

৯৮। ঈশ্বরের অবশেষ ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের পীতাবশিষ্ট স্তন্যপান করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ছয় জন দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। "পীত্বামৃতং পয়স্তস্যাঃ পীতশেষং গদাভৃতঃ। নারায়ণাঙ্গসংস্পর্শপ্রতিলব্ধাত্মদর্শনাঃ॥ ভা. ১০।৮৫।৫৫ ॥—গদাধর শ্রীকৃষ্ণের পীতাবশেষ দেবকীর স্তন্যরূপ অমৃত পান করিয়া এবং নারায়ন-শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শ লাভ করিয়া তাঁহারা (দেবকীর ছয় পুত্র) আত্মজ্ঞান (দিব্যজ্ঞান) লাভ করিলেন।" এই উক্তি হইতে জানা যায়, রামকৃষ্ণকর্তৃক সুতল হইতে আনীত দেবকীর ছয় পুত্র দেবকীর যে-স্তন্য পান করিয়াছিলেন, তাহা ছিল শ্রীকৃষ্ণের পীতাবশেষ স্তন্য, অর্থাৎ ইহাদের স্তন্য-

দণ্ডবত হই সভে ঈশ্বর-চরণে।
পড়িলেন সাক্ষাতে দেখিল সর্ব্বজনে ॥ ৯৯
তবে প্রভু কৃপাদৃষ্টো সভারে চা'হিয়া।
শিখাইতে লাগিলেন সদয় হইয়া ॥ ১০০

'চল চল দেবগণ। যাহ নিজ-বাস।
মহান্তেরে আর পাছে কর' উপহাস ॥ ১০১
ঈশ্বরের শক্তি ব্রহ্মা—ঈশ্বর-সমান।
মন্দ কর্ম্ম করিলেও মন্দ নহে তান ॥ ১০২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পানের পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর স্তন্যপান করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কোন্ সময়ে দেবকীর স্তন্যপান করিয়াছিলেন? শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার উল্লেখ কোনও স্থলে দৃষ্ট হয় না। অথচ ভা. ১০।৮৫।৫৫-শ্লোকে যখন "পীতশেষং" বলা হইয়াছে, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ কোনও এক সময়ে দেবকীর স্তন্যপান করিয়াছিলেন। কিন্তু কখন? উক্ত শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় লিখিত হইয়াছে—"পীতশেষমিতি পূর্বজন্মসময়ে প্রাকৃতরূপদর্শনেন স্নেহভরোদয়েন তদানীং প্রস্নুতস্তনপানাদিতি জ্ঞেয়ম্। —পূর্বে (কংসকারাগারে) জন্ম-সময়ে (শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রাকৃত নরশিশুর ন্যায় দ্বিভুজরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের সেই) প্রাকৃতরূপদর্শনে দেবকীর স্নেহভর উদিত হওয়ায়, স্তন্য ক্ষরিত হইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই ক্ষরিত স্তন্য পান করিয়াছিলেন—ইহাই বুঝিতে হইবে।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—"পীতশেষমিতি। পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ সদ্যোবভূব প্রাকৃত শিশুঃ (ভা. ১০।৩।৪৬) —ইত্যুক্তেঃ দেবক্যাং প্রাদুর্ভূয় নন্দগৃহগমনসময়ে যদা শিশুরভূৎ তদা দূরগমননিবন্ধনোঽস্য কণ্ঠশোষো মাভূদিতি স্নেহেন শ্রীদেবকী তং স্তনং পায়য়ামাসেবেতি তত্রানুক্তমপি অত্রোক্তেরবগম্যতে ॥ —(ভা. ১০।৩।৪৬-শ্লোকে পূর্বে যে বলা হইয়াছে) 'পিতামাতার দৃষ্টির গোচরীভূতভাবে শ্রীকৃষ্ণ সদ্য প্রাকৃত শিশু হইলেন"—এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, দেবকীতে আবির্ভূত হইয়া নন্দগৃহ-গমন-সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যখন শিশু হইয়াছিলেন, তখন, 'এই শিশুকে অনেক দূরের পথ যাইতে হইবে, তাহাতে ইহার কণ্ঠ যেন শুকাইয়া না যায়',—স্নেহবশতঃ দেবকীর এইরূপ মনোভাব জাগ্রত হওয়ায় তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিশ্চয়ই স্তন পান করাইয়াছিলেন। সে-স্থলে (ভা. ১০।৩ অধ্যায়) এ-কথার উল্লেখ না থাকিলেও এ-স্থলের (ভা. ১০।৮৫।৫৫ শ্লোকের) উক্তি হইতে এইরূপই জানা যাইতেছে।" এই সমস্ত টীকোক্তি হইতে জানা যায়, কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রাকৃত নর-শিশুর ন্যায় দ্বিভুজরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন, তখনই দেবকীদেবী তাঁহাকে স্বীয় স্তন্য পান করাইয়াছিলেন। দিব্যজ্ঞান—নিজেদের বিষয়ে সমস্ত জ্ঞান। তাঁহারা যে ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচির পুত্র—সুতরাং দেবতা ছিলেন, ব্রহ্মার সত্যলোকে যে তাঁহাদের বাস ছিল, ব্রহ্মাকে উপহাস করার ফলে যে অসুর-যোনিতে তাঁহাদের জন্ম হইয়াছিল, তাহার পরে দেবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও যে তাঁহাদিগকে কংসকর্তৃক নিহত হইতে হইয়াছিল—ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান।

৯৯। সভে—দেবকীর ছয় পুত্রের সকলেই। ঈশ্বর-চরণে—শ্রীকৃষ্ণের চরণে।

১০১। মহান্তেরে—পরম বৈষ্ণব ব্রহ্মাকে এবং তদনুরূপ অপর কোনও মহানুভবকে। আর পাছে ইত্যাদি—আবার ব্রহ্মাকে বা উপহাস কর, অর্থাৎ কখনও আর উপহাস করিবে না। "আর পাছে কর"-স্থলে "আর না করিহ"-পাঠান্তর। নিজ বাস—তোমাদের নিজের বাসস্থান সত্যলোকে (ব্রহ্মার লোকে)।

১০২। ব্রহ্মা যে মহান্ত, এই পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের শক্তি ব্রহ্মা—ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ

তাহানে হাসিয়া এত পাইলে যাতনা।
হেন বুদ্ধি নহু আর—করিহ কামনা॥ ১০৩
ব্রহ্মাস্থানে যাই মাগি লহ অপরাধ।
তবে সভে চিত্তে পুন পাইবে প্রসাদ॥' ১০৪
ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনি সর্ব্ব দেবগণ।
পরম-আদরে আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ॥ ১০৫
পিতা-মাতা-রাম-কৃষ্ণ-পা'য়ে নমস্করি।
চলিলেন সর্ব্বদেবগণ নিজ-পুরী॥ ১০৬
"কহিলাঙ এই বিপ্র! ভাগবতকথা।
নিত্যানন্দ-প্রতি দ্বিধা ছাড়হ সর্ব্বথা॥ ১০৭
নিত্যানন্দস্বরূপ—পরম-অধিকারী।
অল্পভাগ্যে তাহানে জানিতে নাহি পারি॥ ১০৮
অলৌকিক চেষ্টা যে বা কিছু দেখ তান।
তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ॥ ১০৯
পতিতের ত্রাণ লাগি তাঁর অবতার।
তাঁহা হৈতে সর্ব্বজীব পাইব উদ্ধার॥ ১১০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ব্রহ্মার মধ্যে স্বীয় সৃষ্টি-শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন বলিয়া ব্রহ্মা হইতেছেন ঈশ্বরের শক্তি। **ঈশ্বর-সমান**—শক্তি ও শক্তিমানের সমত্ব-বিবক্ষায় ব্রহ্মাকে ঈশ্বরের সমান বলা হইয়াছে। **মন্দ কর্ম্ম ইত্যাদি**—পূর্ব্ববর্তী শ্লোকদ্বয় এবং তাহাদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৩। "নহু আর"-স্থলে "নহু যেন" ও "নাহি আর" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "ইহা জানি কভু না হাসিয় মহাজনা"-পাঠান্তর।

১০৪। **মাগি লহ অপরাধ**—তোমাদের কৃত অপরাধের নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লও। **প্রসাদ**—প্রসন্নতা, অথবা ব্রহ্মার অনুগ্রহ। "তবে সভে চিত্তে"-স্থলে "তবে ত তোমরা" এবং "তবে সে চিত্তের"-পাঠান্তর।

১০৫। **ঈশ্বরের**—শ্রীকৃষ্ণের। **সর্ব্বদেবগণ**—দেবকীর (বস্তুতঃ মরীচির) ছয় পুত্র। তাঁহারা দেবতা ছিলেন। "আজ্ঞা শুনি"-স্থলে "বাক্য পাই" এবং "সর্ব্ব"-স্থলে "সিদ্ধ"-পাঠান্তর।

১০৬। "গণ"-স্থলে "যথা"-পাঠান্তর। **যথা**—যে-স্থানে।

১০৭। **কহিলাঙ এই বিপ্র ইত্যাদি**—হে বিপ্র! ভাগবত যাহা বলিয়াছেন, তাহা তোমাকে বলিলাম। পূর্ব্ববর্তী ৩৩-পয়ারে, নিত্যানন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী ব্রাহ্মণকে প্রভু বলিয়াছিলেন—"মহান্তের আচরণে হাসিলে যে হয়। চিত্ত দিয়া শুন ভাগবতে যেই কয়॥" তাহার পরে ভাগবত-কথিত মরীচি-পুত্রদের বিবরণ বলিয়া প্রভু সেই ব্রাহ্মণকে জানাইলেন—মরীচির পুত্রগণ দেবতা এবং ব্রহ্মলোকবাসী হইয়াও ব্রহ্মাকে উপহাস করিয়া অশেষ দুর্গতি ভোগ করিয়াছেন। **দ্বিধা**—সংশয়।

১০৮। **নিত্যানন্দ-স্বরূপ**—বলরামের এই নিত্যানন্দ-স্বরূপ (২।৫।১০৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **পরম অধিকারী**—অতি উচ্চ অধিকারী, অতি মহাশক্তিসম্পন্ন। মরীচি-পুত্রগণ ব্রহ্মাকে উপহাস করিয়া অশেষ দুর্গতি লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা জীবতত্ত্ব; কিন্তু নিত্যানন্দ ঈশ্বর-তত্ত্ব। সুতরাং তিনি ব্রহ্মা হইতেও পরম অধিকারী।

১০৯। **পাই ত্রাণ**—ত্রাণ (উদ্ধার) পাওয়া যায়। "যে বা কিছু দেখ"-স্থলে "সব দেখিয়াছ"-পাঠান্তর।

১১০। "উদ্ধার"-স্থলে "নিস্তার"-পাঠান্তর।

তাঁহার আচার—বিধি-নিষেধের পার।
তাঁহারে বুঝিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥ ১১১
না বুঝিয়া নিন্দে' তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি তার হয় বাধ॥ ১১২
চল বিপ্র! তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে যাও।
এই কথা গিয়া তুমি সভারে বুঝাও॥ ১১৩
পাছে তাঁরে কেহো কোনোরূপে নিন্দা করে।
তবে আর রক্ষা তার নাহি যম-ঘরে॥ ১১৪
যে তাঁহারে প্রীত করে, সে করে আমারে।
সত্য সত্য বিপ্র! এই কহিল তোমারে॥ ১১৫
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥" ১১৬

তথাহি শ্রীমুখকৃত-শিক্ষাশ্লোকঃ —
"গৃহ্নীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজম্॥" ৬॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১১। **পার**—অতীত (ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিয়া)। "তাঁহারে বুঝিতে"-স্থলে "তাহানে জানিতে"-পাঠান্তর।

১১২। **তার হয় বাধ**—যিনি পূর্বে বিষ্ণুভক্তি লাভ করিয়াছেন, নিত্যানন্দের নিন্দা, তাঁহার সেই বিষ্ণুভক্তির রক্ষণ-বিষয়েও বাধ (বিঘ্ন) হয়। তিনি তাঁহার পূর্বপ্রাপ্ত বিষ্ণুভক্তিকে রক্ষা করিতে পারেন না, বিষ্ণুভক্তি তাঁহার নিকট হইতে আপনিই পলাইয়া যায়েন। ভক্তি হইতেছে স্বরূপতঃ গৌরের (শ্রীকৃষ্ণের) শক্তি। গৌর হইতেছেন ভক্তির প্রভু, ভক্তি গৌরের সেবিকা, দাসী। যে-স্থলে প্রভুর নিন্দা, সে-স্থলে ভক্তি থাকিতে পারেন না, আপনিই সে-স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যায়েন। নিত্যানন্দ হইতেছেন অভিন্ন-গৌর-স্বরূপ। সুতরাং যে-স্থলে নিত্যানন্দের নিন্দা, ভক্তি সে-স্থান হইতেও আপনিই চলিয়া যায়েন। অথবা, শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন তত্ত্বতঃ মূলভক্ততত্ত্ব শ্রীবলরাম। তাঁহার মধ্যে পূর্ণা ভক্তি বিরাজিত এবং তাঁহার কৃপাতেই অপর লোক ভক্তি লাভ করিতে পারে; যেহেতু তিনি হইতেছেন "কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা জগতের হিতকর্তা" বলরাম। যে-ভক্তি নিত্যানন্দরূপ বলরামে অবস্থিত এবং নিত্যানন্দ হইতেই যে-ভক্তি আসিয়া জীবকে কৃতার্থ করেন, নিত্যানন্দ-নিন্দকের চিত্তে সেই ভক্তি আসিতে পারেন না, পূর্বে আসিয়া থাকিলেও নিত্যানন্দের নিন্দা শুনিলে চলিয়া যায়েন।

১১৩। **সভারে**—নবদ্বীপবাসী, বা গৌড়দেশবাসী সকলকে।

১১৪। **রক্ষা তার নাহি যমঘরে**—অশেষ যন্ত্রণা-ভোগের নিমিত্ত যমালয়ে গমন হইতে তাহার আর রক্ষা (অব্যাহতি, নিষ্কৃতি) নাই। যমালয়ে (নরকে) তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেই হইবে।

১১৫। "বিপ্র! এই"-স্থলে "সত্য বিপ্র!"-পাঠান্তর।

১১৬। **মদিরা**—মদ্য। **যবনী**—যবন-কন্যা। "মদিরা যবনী যদি"-স্থলে "যদি বা যবনি-পানি" এবং "তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য"-স্থলে "তথাপিহ বেদবন্দ্য"-পাঠান্তর।

শ্লো॥৬॥ অন্বয়॥ [নিত্যানন্দঃ— শ্রীনিত্যানন্দ] যবনী-পাণিং (যবনীর কর) গৃহ্নীয়াৎ (যদি গ্রহণ করেন, যদি যবনীকেও বিবাহ করেন) বা (অথবা যদি) শৌণ্ডিকালয়ং (মদ্যবিক্রেতার গৃহে)

শুনিঞা প্রভুর বাক্য সেই সু-ব্রাহ্মণ।
পরম-আনন্দ-যুক্ত হইলেন মন ॥ ১১৭
নিত্যানন্দপ্রতি বড় জন্মিল বিশ্বাস।
তবে আইলেন নবদ্বীপ—নিজ বাস ॥ ১১৮
সেই ভাগ্যবন্ত বিপ্র আসি নবদ্বীপে।
সর্ব্বাদ্যে আইলা নিত্যানন্দের সমীপে ॥ ১১৯
অকৈতবে কহিলেন নিজ অপরাধ।
প্রভুও শুনিঞা তাঁরে করিলা প্রসাদ ॥ ১২০
হেন নিত্যানন্দস্বরূপের ব্যবহার।
বেদগুহ্য লোকবাহ্য যাঁহার আচার ॥ ১২১
পরমার্থে নিত্যানন্দ—পরম যোগেন্দ্র।
যাঁরে কহি—আদিদেব ধরণীধরেন্দ্র ॥ ১২২
সহস্রবদন নিত্য-শুদ্ধ-কলেবর।
চৈতন্যের কৃপা বিনু জানিতে দুষ্কর ॥ ১২৩
কেহো বোলে "নিত্যানন্দ যেন বলরাম।"
কেহো বোলে "চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম।।" ১২৪
কেহো বোলে "মহাতেজী অংশ অধিকারী।"
কেহো বোলে "কোনরূপ বুঝিতে না পারি।।" ১২৫
কিবা জীব নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেন-মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি ॥ ১২৬
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তান পাদপদ্ম মোর রহুক হৃদয়ে ॥ ১২৭
'সে আমার প্রভু, আমি জন্ম জন্ম দাস।'
সভার চরণে মোর এই অভিলাষ ॥ ১২৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিশেৎ (প্রবেশ করেন), তথাপি (তবুও) নিত্যানন্দ পদাম্বুজং (নিত্যানন্দের চরণ-কমল) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) বন্দ্যম্ (বন্দনীয়, পূজ্য)।

অনুবাদ। শ্রীনিত্যানন্দ যদি যবনীর করও গ্রহণ করেন (যবনীকেও বিবাহ করেন), অথবা যদি মদ্যবিক্রেতার গৃহেও প্রবেশ করেন, তথাপি নিত্যানন্দের চরণ-কমল ব্রহ্মার বন্দনীয় (পূজ্য) ॥ ৩।৭।৬ ॥

"গৃহ্ণীয়াৎ"-স্থলে "গৃহীত্বা"-পাঠান্তর।

এই শ্লোকের "পরে দুখখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—'চল বিপ্র! শীঘ্রগতি নবদ্বীপে যাও। এই কথা গিয়া তুমি সভারে বুঝাও ॥' অ. প্র.।"

১১৭। "হইলেন মন"-স্থলে "হইল এখন"-পাঠান্তর।

১১৮। "নবদ্বীপ—নিজ"-স্থলে "বিপ্র নবদ্বীপ"-পাঠান্তর।

১২০। এই অধ্যায়ের ৮-১২০-পয়ার-সমূহে যাহা কথিত হইয়াছে, কবিরাজ-গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ইহার উল্লেখ পর্যন্তও দৃষ্ট হয় না।

১২১। লোকবাহ্য—লোক-বহির্ভূত, অলৌকিক।

১২২। আদিদেব—১।১।৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ধরণীধরেন্দ্র—১।১।১৬৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৩। সহস্রবদন—সহস্রবদন অনন্তদেব-রূপে যিনি বিরাজিত। নিত্য-শুদ্ধ-কলেবর—সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব বলিয়া নিত্য শুদ্ধ (মায়াস্পর্শহীন) কলেবর (দেহ) যাঁহার।

১২৫। মহা তেজী অংশ অধিকারী—শ্রীচৈতন্যের অতিশয় তেজস্বী অংশ সুতরাং পরম অধিকারী। "মহাতেজী অংশ"-স্থলে "মহাতেজীয়াংস"-পাঠান্তর। অর্থ—মহাতেজস্বী অংস (স্কন্ধ)-স্বরূপ।

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে ॥ ১২৯
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর ॥ ১৩০
হেন দিন হৈব কি চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিগে ভক্তবৃন্দ ॥ ১৩১
জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলা-ও নিলা-ও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ১৩২
তথাপিহ এই কৃপা কর' গৌরহরি।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যেন তোমা' না পাসরি ॥ ১৩৩
যথা যথা তুমি-দুই কর' অবতার।
তথা তথা দাস্যে মোর হউ অধিকার ॥ ১৩৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৩৫

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দমাহাত্ম্য-বর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২৯। ১৷৬৷৪২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩১। "বেষ্টিত চতুর্দ্দিগে"-স্থলে "কি বেষ্টিত সকল"-পাঠান্তর।

১৩২। ১৷৬৷৪৩৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩৪। "যথা যথা"-স্থলে "যথা তথা" এবং "দুই কর অবতার"-স্থলে "প্রভু! করহ বিহার"-পাঠান্তর।

১৩৫। ১৷২৷২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি অন্ত্যখণ্ডে সপ্তম অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(১৯. ১২. ১৯৬৩—২৩. ১২. ১৯৬৩)

অন্ত্যখণ্ড

অষ্টম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গৌরচন্দ্র ।
জয় জয় শ্রীসেবাবিগ্রহ নিত্যানন্দ ॥ ১
জয় জয় অদ্বৈত-শ্রীবাস-প্রিয়ধাম ।
জয় গদাধর-শ্রীজগদানন্দ-প্রাণ ॥ ২
জয় শ্রীপরমানন্দপুরীর জীবন ।
জয় দামোদরস্বরূপের প্রাণ-ধন ॥ ৩
জয় বক্রেশ্বরপণ্ডিতের প্রিয়কারী ।
জয় পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি-মনোহারী ॥ ৪
জয় জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ ।
জীব প্রতি কর' প্রভু ! শুভদৃষ্টিপাত ॥ ৫
হেনমতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপপুরে ।
বিহরেন প্রেমভক্তি-আনন্দসাগরে ॥ ৬
নিরবধি ভক্তসঙ্গে করেন কীর্ত্তন ।
কৃষ্ণ-নৃত্য-গীত হৈল সভার ভজন ॥ ৭
গোপশিশুগণ-সঙ্গে প্রতি-ঘরে ঘরে ।
যেন ক্রীড়া করিলেন গোকুলনগরে ॥ ৮
সেইমত গোকুলের আনন্দ প্রকাশি ।
কীর্ত্তন করেন নিত্যানন্দ সুবিলাসী ॥ ৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। শচীমাতার নিকটে বিদায় লইয়া সপার্ষদে নিত্যানন্দের নীলাচল গমনের পথে এক পুষ্পোদ্যানে অবস্থান। একাকী মহাপ্রভুর সেই উদ্যানে আগমন ও প্রভুকর্তৃক নিত্যানন্দের প্রদক্ষিণ ও স্তুতি। নিত্যানন্দের অঙ্গের অলঙ্কার হইতেছে নববিধা ভক্তি—এইরূপ প্রভুর উক্তি। গোকুল-ভক্তির দুর্লভত্ব। নিত্যানন্দের নীলাচল-গমন ও জগন্নাথ-দর্শনে প্রেমাবেশ। নিত্যানন্দ ও গদাধরের পরস্পরের প্রতি প্রীতি। গদাধরের আশ্রমে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের আনন্দ-ভোজন।

১। "শ্রীসেবাবিগ্রহ"-স্থলে "আদিদেব ধন্য"-পাঠান্তর। সেবাবিগ্রহ—২।৫।১১৮-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২। **অদ্বৈত-শ্রীবাস-প্রিয়ধাম**—অদ্বৈত ও শ্রীবাসের প্রিয়ধাম (গৌরচন্দ্র)। **গদাধর-শ্রীজগদানন্দ-প্রাণ**—গদাধরের এবং জগদানন্দের প্রাণ (গৌরচন্দ্র)। "শ্রীবাস"-স্থলে "মুরারি"-পাঠান্তর।

৫। ১।৭।২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৭। "ভজন"-স্থলে "ভোজন" এবং "জীবন"-পাঠান্তর।

৯। **সুবিলাসী**—বিলাসী লোকের ন্যায় নানা রত্নালঙ্কারধারী। অথবা, অত্যুত্তম-লীলাবিলাসী।

ইচ্ছাময় নিত্যানন্দচন্দ্র ভগবান্।
গৌরচন্দ্র দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ॥ ১০
আই-স্থানে করিলেন সন্তোষে বিদায়।
নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য-ইচ্ছায় ॥ ১১
পরম-বিহ্বল পারিষদগণ-সঙ্গে।
আইলেন শ্রীচৈতন্য-নাম-গুণ-রঙ্গে ॥ ১২
হুঙ্কার, গর্জ্জন, নৃত্য, আনন্দ-ক্রন্দন।
নিরবধি করে সব পারিষদগণ ॥ ১৩
এইমত সর্ব্বপথ প্রেমানন্দরসে।
আইলেন নীলাচলে কথোক দিবসে ॥ ১৪
কমলপুরেতে আসি প্রাসাদ দেখিয়া।
পড়িলেন নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া ॥ ১৫
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেম-ধার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলি করেন হুঙ্কার ॥ ১৬
আসিয়া রহিলা এক পুষ্পের উদ্যানে।
কে বুঝে তাঁহার ইচ্ছা শ্রীচৈতন্য বিনে ॥ ১৭
নিত্যানন্দ-বিজয় জানিঞা গৌরচন্দ্র।
একেশ্বর আইলেন ছাড়ি ভক্তবৃন্দ ॥ ১৮
ধ্যানানন্দে যেখানে আছেন নিত্যানন্দ।
সেই স্থানে বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র ॥ ১৯
প্রভু আসি দেখে—নিত্যানন্দ ধ্যানপর।
প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলা বহুতর ॥ ২০
শ্লোকবন্ধে নিত্যানন্দমহিমা বর্ণিয়া।
প্রদক্ষিণ করে প্রভু প্রেমপূর্ণ হৈয়া ॥ ২১
শ্রীমুখের শ্লোক শুন—নিত্যানন্দস্তুতি।
যে শ্লোক পড়িলে হয় নিত্যানন্দে রতি ॥ ২২

তথাহি শ্লোকঃ —

"গৃহ্নীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজম্ ॥" ১ ॥

"মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য" বোলে গৌরচন্দ্র ॥ ২৩
এই শ্লোক পড়ি প্রভু প্রেমবৃষ্টি করি।
নিত্যানন্দ-প্রদক্ষিণ করে গৌরহরি ॥ ২৪
নিত্যানন্দস্বরূপো জানিঞা সেই ক্ষণে।
উঠিলেন 'হরি' বলি পরমসম্ভ্রমে ॥ ২৫
দেখি নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের বদন।
কি আনন্দ হৈল, তাহা না যায় বর্ণন ॥ ২৬
'হরি' বলি সিংহনাদ লাগিলা করিতে।
প্রেমানন্দে আছাড় পড়েন পৃথিবীতে ॥ ২৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২। শ্রীচৈতন্য-নাম-গুণ-রঙ্গে—শ্রীচৈতন্যের নাম-গুণাদির কীর্তনানন্দে।

১৫। কমলপুর—পুরীর নিকটবর্তী একটি স্থান। এই স্থান হইতে জগন্নাথ-মন্দির দৃষ্ট হয়। প্রাসাদ—জগন্নাথের মন্দির। সকল পুঁথিতেই "প্রাসাদ"-স্থলে "প্রসাদ"-পাঠ।

১৭। "রহিলা"-স্থলে "বসিলা"-পাঠান্তর।

১৮। নিত্যানন্দ-বিজয়—নিত্যানন্দের আগমন।

১৯। বিজয় হইলা—আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "জয় শ্রীবৈকুণ্ঠনায়ক গৌরচন্দ্র (?)" এবং "বিজয় হইলা"-স্থলে "শ্রীবিজয় হৈলা"-পাঠান্তর।

২২। "পড়িলে হয় নিত্যানন্দে রতি"-স্থলে "শুনিলে হয় নিত্যানন্দে মতি"-পাঠান্তর।

শ্লো ॥ ১ ॥ অন্বয়াদি ৩।৭।৬-শ্লোক-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

২৪। "প্রেমবৃষ্টি"-স্থলে "প্রেমাবিষ্ট'-পাঠান্তর।

দুইজন প্রদক্ষিণ করেন দুঁহারে।
দুঁহে দণ্ডবত হই পড়েন দুঁহারে॥ ২৮
ক্ষণে দুই প্রভু করে প্রেম-আলিঙ্গন।
ক্ষণে গলা ধরি করে আনন্দ-ক্রন্দন॥ ২৯
পরানন্দে গড়াগড়ি যায় দুইজন।
মহামত্ত সিংহ জিনি দুঁহার গর্জ্জন॥ ৩০
কি অদ্ভুত প্রীতি সে করেন দুইজনে।
পূর্ব্বে যেন শুনিঞাছি শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥ ৩১
দুইজনে শ্লোক পঢ়ি বর্ণেন দুঁহারে।
দুঁহারেই দুঁহে জোড়হস্তে নমস্করে॥ ৩২
অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা, পুলক, বৈবর্ণ্য।
কৃষ্ণ ভক্তিবিকারের যত আছে মর্ম্ম॥ ৩৩
ইহা বই দুই শ্রীবিগ্রহে আর নাঞি।
সব করে করায়েন চৈতন্যগোসাঞি॥ ৩৪
কি অদ্ভুত প্রেমভক্তি হইল প্রকাশ।
নয়ন ভরিয়া দেখে যে একান্ত দাস॥ ৩৫
তবে কথোক্ষণে প্রভু জোড়হস্ত করি।
নিত্যানন্দপ্রতি স্তুতি করে গৌরহরি॥ ৩৬
"নাম রূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
শ্রীবৈষ্ণবধাম তুমি—ঈশ্বর অনন্ত॥ ৩৭
যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ-অবতার॥ ৩৮
স্বর্ণ-মুক্তা-রূপা-কসা-রুদ্রাক্ষাদি-রূপে।
নববিধা ভক্তি ধরি আছ নিজসুখে॥ ৩৯
নীচজাতি পতিত অধম যত জন।
তোমা' হৈতে সভার হইল বিমোচন॥ ৪০
যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক্-সভারে।
তাহা বাঞ্ছে সুর সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে॥ ৪১
'স্বতন্ত্র' করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কহে।
হেন কৃষ্ণ পার' তুমি করিতে বিক্রয়ে॥ ৪২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৮। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "দুই জন দণ্ডবত করে দোঁহাকারে"-পাঠান্তর।

৩১। এই পয়ারের "পরে একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—'ব্রজে যেন রাম-কৃষ্ণ ভাই দুই জনে'-পাঠান্তর। অ. প্র.।'

৩৩। "কৃষ্ণ"-স্থলে "বিষ্ণু"-পাঠান্তর।

৩৭-৩৮। **নাম রূপে**—নামে এবং রূপে। **ভক্তিযোগ-অবতার**—সাধনভক্তির অঙ্গসমূহের অবতার। সাধন-ভক্তির অঙ্গসমূহই তোমার অলঙ্কার-রূপে তোমার দেহে অবতীর্ণ হইয়াছে। "সত্য সত্য সত্য"-স্থলে "সত্য সত্য নবধা (হয়)"-পাঠান্তর। **নবধা**—শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধ ভক্তি-অঙ্গ।

৩৯। **কসা**—কষ্টিপাথর। ৩।৫।৩৩৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "কসা"-স্থলে "কাসা" এবং "নববিধা"-স্থলে "নিরবধি"-পাঠান্তর। **কাসা**—কাঁস। **নববিধা ভক্তি**—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নয় রকমের সাধন-ভক্তির অঙ্গ। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি ভা. ৭।৫।২৩-শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৪০। "হইল"-স্থলে "হইব"-পাঠান্তর।

৪১। **বণিক্-সভারে**—উদ্ধরণদত্ত প্রভৃতি সুবর্ণবণিকগণকে। **সুর**—দেবতা।

৪২। **স্বতন্ত্র**—স্বাধীন। **করিতে বিক্রয়ে**—প্রেমের প্রভাবে বিক্রয় করিতে পার। ২।২।৫২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস-অবতার ॥ ৪৩
বাহ্য নাহি জান' তুমি সঙ্কীর্ত্তনসুখে।
অহর্নিশ কৃষ্ণগুণ তোমার শ্রীমুখে ॥ ৪৪
কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর।
তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণবিলাসের ঘর ॥ ৪৫
অতএব তোমারে যে জনে প্রীতি করে।
সত্য সত্য কভু কৃষ্ণ না ছাড়েন তাঁরে॥" ৪৬
তবে কথোক্ষণে নিত্যানন্দ মহাশয়।
বলিতে লাগিলা অতি করিয়া বিনয় ॥ ৪৭
"প্রভু হই তুমি যে আমারে কর' স্তুতি।
এ তোমার বাৎসল্য ভক্তের প্রতি অতি ॥ ৪৮
প্রদক্ষিণ কর', কিবা কর' নমস্কার।
কিবা মার', কিবা রাখ', যে ইচ্ছা তোমার ॥ ৪৯
কোন্ বা বক্তব্য প্রভু! আছে তোমা'-স্থানে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্যদরশনে ॥ ৫০
মন প্রাণ সভার ঈশ্বর প্রভু! তুমি।
তুমি যে করাও সেইরূপ করি আমি ॥ ৫১
আপনেই মোরে তুমি দণ্ড ধরাইলা।
আপনেই ঘুচাইয়া এরূপ করিলা ॥ ৫২
তাড়, খাড়ু, বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, ছান্দডোড়ি।
ইহা সে ধরিয়ে আমি মুনিধর্ম্ম ছাড়ি ॥ ৫৩
আচার্য্যাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ।
সভারেই দিলা তপ-ভক্তি-আচরণ ॥ ৫৪
মুনিধর্ম্ম ছাড়াইয়া কি কৈলে আমারে।
ব্যবহারি-জন দেখি সভে হাস্য করে ॥ ৫৫
তোমার নর্ত্তক আমি, নাচাও যেরূপে।
সেইরূপে নাচি আমি তোমার কৌতুকে ॥ ৫৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৩। **কৃষ্ণরস-অবতার**—কৃষ্ণপ্রেমের মূর্ত অবতার।

৪৫। **বিগ্রহ**—শরীর। **কৃষ্ণবিলাসের ঘর**—ঘরের মধ্যে যেমন লোক বাস করে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণও তোমার হৃদয়ে বাস করিয়া আনন্দ উপভোগ করেন। "বিগ্রহ"-স্থলে "হৃদয়"-পাঠান্তর।

৪৬। "কভু"-স্থলে "কহি"-পাঠান্তর।

৪৮। **প্রভু হই**—আমার প্রভু হইয়াও।

৫০। "বক্তব্য"-স্থলে "অব্যক্ত" এবং "দেখ"-স্থলে "জান"-পাঠান্তর। **দিব্যদরশনে**—তোমার দিব্য দৃষ্টিতে।

৫২। **দণ্ড ধরাইলা**—সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করাইয়া সন্ন্যাসীর দণ্ড ধারণ করাইয়াছ। **ঘুচাইয়া**—দণ্ড ত্যাগ করাইয়া। **এরূপ**—অলঙ্কারাদি ধারণ। "আপনেই মোরে তুমি"-স্থলে "আপনে যে আমারেও"-পাঠান্তর।

৫৩। **মুনিধর্ম্ম**—সন্ন্যাসীর ধর্ম (আবরণ)।

৫৪। **আচার্য্যাদি**—অদ্বৈতআচার্য প্রভৃতি। "তপ"-স্থলে "শুদ্ধ" এবং "তুমি"-পাঠান্তর।

৫৫। **ব্যবহারি জন**—সাংসারিক লোকগণ। **হাস্য**—উপহাস। "হাস্য"-স্থলে "নিন্দা"-পাঠান্তর।

৫৬। **নর্ত্তক**—নৃত্যকারী। **তোমার নর্ত্তক আমি**—আমি তোমার প্রবর্তিত নর্তক, অর্থাৎ তুমিই আমাকে নৃত্যে প্রবর্তিত করিয়াছ; তুমি যে-ভাবে আমাকে নাচাও (হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া যে-ভাবে কাজ করাও), আমিও সেই ভাবেই নাচি (কাজ করিয়া থাকি), আমার স্বাতন্ত্র্য কিছু নাই। **তোমার কৌতুকে**—

কি নিগ্রহ অনুগ্রহ—তুমি সে প্রমাণ।
বৃক্ষদ্বারে কর' তভু তোমারই সে নাম॥" ৫৭
প্রভু বোলে "তোমার যে দেহে অলঙ্কার।
নববিধা ভক্তি বই কিছু নহে আর॥ ৫৮
শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি নমস্কার।
এই সে তোমার সর্ব্বকাল অলঙ্কার॥ ৫৯
নাগ-বিভূষণ যেন ধরেন শঙ্করে।
তাহা নাহি সর্ব্বজনে বুঝিবারে পারে॥ ৬০
পরমার্থে মহাদেব—অনন্ত-জীবন।
নাগ-ছলে অনন্ত ধরেন সর্ব্বক্ষণ॥ ৬১
না বুঝিয়া নিন্দে' তান চরিত্র অগাধ।
যতেক নিন্দয়ে তার হয় কার্য্যবাধ॥ ৬২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তোমার কৌতুকের কারণে। অর্থাৎ যে-কৌতুক (রঙ্গ) অনুভব করার নিমিত্ত তুমি আমাদ্বারা তোমার ইচ্ছানুরূপ কাজ করাইয়া থাক, আমার পক্ষে সে-কাজ করার কারণও তোমার সেই কৌতুকই; যেহেতু, সেই কৌতুক অনুভব করার নিমিত্ত তোমার ইচ্ছা না জন্মিলে আমাদ্বারা তুমি কাজ করাইতে না, আমিও তদ্রূপ কোনও কাজ করিতাম না।

৫৭। কি নিগ্রহ ইত্যাদি—আমাদ্বারা উল্লিখিতরূপ কার্য করাইয়া, তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতেছ, না কি নিগ্রহ করিতেছ, সেই বিষয়ে তুমিই প্রমাণ (অর্থাৎ তুমি তাহা জান; কেন না, তুমিই আমার প্রবর্তক কর্তা)। বৃক্ষদ্বারে ইত্যাদি—তোমার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তুমি বৃক্ষদ্বারাও কোনও কাজ করাইতে পার। কিন্তু বৃক্ষদ্বারা কোনও কাজ করাইলেও সেই কাজের সম্বন্ধে নাম হয় তোমারই, বৃক্ষের নহে। অর্থাৎ সেই কাজের বাস্তবিক কর্তা তুমিই, বৃক্ষ নহে। কেন না, বৃক্ষের সেই কাজ করার সামর্থ্য নাই, তোমার শক্তিতেই বৃক্ষ সেই কাজ করিয়া থাকে।

৫৯। শ্রবণ-কীর্ত্তন ইত্যাদি—পূর্ববর্তী ৩৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "সর্ব্বকাল"-স্থলে "সর্ব্ব গা'য়" এবং "সর্ব্বময়"-পাঠান্তর। সর্ব্ব গা'য়—সমস্ত দেহে। সর্ব্বময়—শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধাভক্তির সমস্ত ভক্তিময়।

৬০। নাগ-বিভূষণ ইত্যাদি—শঙ্কর (শিব) যেমন নাগ (সর্প)-রূপ বিভূষণ (অলঙ্কার) ধারণ করেন। তাহা নাহি ইত্যাদি—তাহা (শঙ্করের নাগ-বিভূষণ ধারণের মর্ম) সর্ব্বলোক (সকলে) বুঝিতে পারে না (তদ্রূপ তোমার অলঙ্কার ধারণের মর্মও সকলে বুঝিতে পারে না)। "নাহি"-স্থলে "কিবা"-পাঠান্তর।

৬১। পরমার্থে—পরমার্থ (বাস্তব) বিচারে। অনন্ত-জীবন—সহস্রবদন অনন্তনাগ যাঁহার (মহাদেবের) জীবনসদৃশ প্রিয়। অনন্তদেব অনাদিকাল হইতে সহস্রবদনে নিরন্তর ভগবানের গুণকীর্তন করিতেছেন বলিয়া তিনি ভগবদ্‌ভক্তোত্তম-মহাদেবের অত্যন্ত প্রিয়। সে-জন্য মহাদেব নাগ-ছাল ইত্যাদি—স্বীয়দেহে সর্প-ধারণের ছলে অত্যন্ত আদরের সহিত অনন্ত-নাগকেই সর্বদা স্বীয়দেহে ধারণ করেন। (তদ্রূপ নববিধাভক্তিও তোমার জীবনসদৃশ প্রিয়। সে-জন্য অলঙ্কারের ছলে তুমি সেই নববিধা ভক্তিকেই সর্বদা স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিতেছ)।

৬২। তান—মহাদেবের। যতেক নিন্দয়ে ইত্যাদি—যতই (অথবা যে-যে জন) নিন্দা করে,

মুঞি ত তোমার অঙ্গে ভক্তিরস বিনে।
অন্য নাহি দেখোঁ কাহোঁ কায়-বাক্য-মনে॥ ৬৩
নন্দগোষ্ঠে বসি তুমি বৃন্দাবনসুখে।
ধরিয়াছ অলঙ্কার আপন কৌতুকে॥ ৬৪
ইহা দেখি যে সুকৃতি চিত্তে পায় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবেক কৃষ্ণের শ্রীমুখ॥ ৬৫
বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, গুঞ্জাহার, মাল্য, গন্ধ।
সর্ব্বকাল এইরূপ তোমার শ্রীঅঙ্গ॥ ৬৬
যতেক বালক দেখি তোমার সংহতি।
শ্রীদাম-সুদাম-প্রায় লয় মোর মতি॥ ৬৭
বৃন্দাবনক্রীড়ার যতেক শিশুগণ।
সকল তোমার সঙ্গে—লয় মোর মন॥ ৬৮
সেই ভাব সেই কান্তি সেই সর্ব্বশক্তি।
সর্ব্ব দেহে দেখি সেই নন্দগোষ্ঠ-ভক্তি॥ ৬৯
এতেকে যে তোমারে, তোমার সেবকেরে।
প্রীতি করে, সত্য সত্য সে করে আমারে॥" ৭০
স্বানুভাবানন্দে দুই—মুকুন্দ অনন্ত।
কিরূপে কহেন কথা, কে জানয়ে অন্ত॥ ৭১
কথোক্ষণে দুই প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
বসিলেন নিভৃতে পুষ্পের বনে গিয়া॥ ৭২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ততই (অথবা তাহাদের) কার্যসিদ্ধির পথে বাধা প্রাপ্ত হয়। "যতেক নিন্দয়ে"-স্থলে "যে তাঁহারে নিন্দে"-পাঠান্তর।

৬৩। **অন্বয়।** মুঞি (আমি) তো তোমার অঙ্গে (তোমার অঙ্গস্থিত অলঙ্কারসমূহে এবং তোমার) কায়-বাক্য-মনে (তোমার দেহে, বাক্যে এবং মনে) ভক্তিরসব্যতীত অন্য কাহোঁ (কিছুই) নাহি দেখোঁ (দেখিতে পাইতেছি না)। "কাহোঁ"-স্থলে "কভু"-পাঠান্তর।

৬৪। **নন্দগোষ্ঠে**—নন্দমহারাজের গোষ্ঠে, অর্থাৎ ব্রজে। কৌতুকে—আনন্দে। "বসি"-স্থলে "বৈস"-পাঠান্তর। নিত্যানন্দ যে ব্রজের বলরাম, এই পয়ারোক্তিতে প্রভু তাহাই বলিলেন।

৬৬। **সর্ব্বকাল**—সকল সময়ে। যেমন বলরামরূপে ব্রজলীলায়, তেমনি নিত্যানন্দরূপে নবদ্বীপলীলায়।

৬৭। **সংহতি**—সঙ্গে। নিত্যানন্দের পার্ষদগণও যে শ্রীদাম-সুদামাদি ব্রজবালক, তাহাই এই পয়ারোক্তিতে বলা হইল।

৬৯। **সেই**—বৃন্দাবন-ক্রীড়ার ন্যায়। **সর্ব্বদেহে**—তোমার সকল পার্ষদের দেহে।

৭০। **সে করে আমারে**—সে আমাকেই প্রীতি করে। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "এতেকে তোমারে যেই সেবা স্তুতি করে" এবং "এতেকে যে জন সব তোমা সেবা করে"-পাঠান্তর।

৭১। **স্বানুভাবানন্দে**—১।৬।১১৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **মুকুন্দ অনন্ত**—মুকুন্দ (শ্রীকৃষ্ণ) এবং অনন্ত (বলরাম)। বলরামের একটি নাম "অনন্ত"। ১।১।৩৪-৩৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **অন্ত**—শেষ। **স্বানুভাবানন্দে দুই**—দুই জন (অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ) নিজ নিজ অনুভাবের আনন্দে (অর্থাৎ মুকুন্দভাবের আবেশে শ্রীগৌরাঙ্গ এবং বলরাম-ভাবাবেশে শ্রীনিত্যানন্দ, কি রূপে কি কথা বলেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না)। "কিরূপে কহেন কথা কে জানয়ে"-স্থলে "কিবা-রূপে কহে কথা কে বা জানে" এবং "কিরূপে কি কহে কে জানিব তার"-পাঠান্তর।

ঈশ্বরে পরমেশ্বরে হইল কি কথা।
বেদে সে ইহার তত্ত্ব জানেন সর্ব্বথা ॥ ৭৩
নিত্যানন্দে চৈতন্যে যখনে দেখা হয়।
প্রায় আর কেহো নাহি থাকে সে সময় ॥ ৭৪
কি করেন আনন্দবিগ্রহ দুইজনে।
চৈতন্য-ইচ্ছায় কেহো না থাকে তখনে ॥ ৭৫
নিত্যানন্দস্বরূপো প্রভুর ইচ্ছা জানি।
একান্তে সে আসিয়া দেখেন ন্যাসিমণি ॥ ৭৬
আপনারে যেন প্রভু না করেন ব্যক্ত।
এইমত লুকায়েন নিত্যানন্দতত্ত্ব ॥ ৭৭
সুকোমল দুর্ব্বিজ্ঞেয় ঈশ্বর-হৃদয়।
বেদে শাস্ত্রে ব্রহ্মা শিব সব এই কয়' ॥ ৭৮
না জানি না বুঝি মাত্র সবে গায় গাথা।
লক্ষ্মীরো এই সে বাক্য, অন্যের কি কথা ॥ ৭৯
এইমত ভাবরঙ্গে চৈতন্যগোসাঞি।
এক কথা না-কহেন একজন-ঠাঞি ॥ ৮০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭৩। **ঈশ্বরে পরমেশ্বরে**—ঈশ্বর-তত্ত্ব নিত্যানন্দ এবং পরমেশ্বর-তত্ত্ব শ্রীচৈতন্য—এই উভয়ের মধ্যে। "হইল কি"-স্থলে "হৈল যে বা"-পাঠান্তর।

৭৬। একান্তে—একাকী। অথবা সেই পুষ্পোদ্যানের এক প্রান্তে নির্জন স্থানে। "একান্তে সে আসিয়া দেখিল"-স্থলে "একেশ্বর আসিয়া মিলেন"-পাঠান্তর।

৭৭। অন্বয়। প্রভু (শ্রীগৌরচন্দ্র) আপনাকে (নিজেকে, নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব) যেন (যেমন) ব্যক্ত করেন না (সহজ অবস্থায় অন্যের নিকটে প্রকাশ করেন না) এইমত (তেমনি) নিত্যানন্দ-তত্ত্বও লুকায়েন (প্রভু গৌরচন্দ্র অন্যের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখেন, অন্যের নিকটে ব্যক্ত করেন না)। প্রভু কেন এইরূপ করেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। পরবর্তী কতিপয় পয়ার দ্রষ্টব্য।

৭৮। অন্বয়। বেদে, শাস্ত্রে, ব্রহ্মা এবং শিব—ইঁহারা সব (সকলে) এই কথা বলেন যে—ঈশ্বর হৃদয় (ঈশ্বরের চিত্ত হইতেছে) সুকোমল এবং দুর্বিজ্ঞেয় (যে-চিত্তের ভাব অন্যের পক্ষে অবগত হওয়ার সম্ভাবনা নাই)। "সব"-স্থলে "সভে" এবং "তত্ত্ব"-পাঠান্তর।

৭৯। অন্বয়। (বেদ, শাস্ত্র, ব্রহ্মা এবং শিব—ইঁহারা) সবে মাত্র (কেবলমাত্র) গায় গাথা (এই কথাই গান করেন—ঘোষণা করেন যে)—না জানি না বুঝি (ঈশ্বর-হৃদয় দুর্বিজ্ঞেয় বলিয়া আমরা তাহার কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না)। অন্যের কি কথা (অপরের কথা আর কি বলিব ?) লক্ষ্মীরো—ঈশ্বর-প্রেয়সী এবং ঈশ্বর-বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীরও এই যে বাক্য (ইহাই কথা—ঈশ্বর-হৃদয় জানি না, বুঝি না—লক্ষ্মীদেবীও এই কথাই বলেন)। শ্রীমদ্ভাগবতে রমাদেবীর উক্তি, যথা—"ক ঈশ্বরস্তেহিতমূহিতুং বিভুঃ ইতি ॥ ভা. ৫।১৮।২৩ ॥"

৮০। অন্বয়। (দুর্বিজ্ঞেয়-হৃদয় ঈশ্বর-তত্ত্ব) শ্রীচৈতন্য-গোসাঞি এই মত (এই রূপ, পূর্ববর্তী ৭৭-পয়ারে কথিত প্রকারে) ভাবরঙ্গে (স্বীয় ভাবাবেশের আনন্দে মত্ত থাকিয়াও) একজনঠাঞি (একজন লোকের নিকটেও) এক কথা (স্বীয় ভাবরঙ্গ-সম্বন্ধে একটি কথাও) না কহেন (বলেন না। একে তো তিনি দুর্বিজ্ঞেয়-হৃদয় বলিয়া তাঁহার তত্ত্বাদি কেহ জানিতে পারেন না, তিনি জানাইলেই তাহা অন্যে জানিতে

হেন সে তাঁহার রঙ্গ,—সভেই মানেন।
"আমার অধিক প্রীত কারো না বাসেন ॥ ৮১
আমারে সে কহেন সকল গোপ্য-কথা।
'মুনিধর্ম্ম করি কৃষ্ণ ভজিব সর্ব্বথা ॥' ৮২
বেত্র, বংশী, বর্হা, গুঞ্জামালা, ছাঁদডোড়ি।
ইহা ধরিলেন কেনে মুনিধর্ম্ম ছাড়ি ॥" ৮৩
কেহো বোলে "মুনিধর্ম্ম যতেক প্রকার।
বৃন্দাবনে গোপক্রীড়া—অধিক সভার ॥ ৮৪
গোপ-গোপী-ভক্তি—সর্ব্বতপস্যার ফল।
যাহা বাঞ্ছে ব্রহ্মা-আদি ঈশ্বর-সকল ॥ ৮৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পারেন ; কিন্তু তিনিও কাহারও নিকটে কিছু বলেন না)। "ভাবরঙ্গে"-স্থলে "ভাবরঙ্গী" এবং "ভাবে রঙ্গী" এবং পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "এই অবতারের শ্রীচৈতন্যগোসাঞি"-পাঠান্তর।

৮১-৮২। অন্বয়। তাঁহার (শ্রীচৈতন্যগোসাঞির) রঙ্গ হেন সে (এতাদৃশই যে), সভেই মানেন (সকলেই মনে করেন)—আমার অধিক প্রীত (আমার অপেক্ষা অধিক প্রীতি) কারো না বাসেন (অন্য কাহারও প্রতি পোষণ করেন না, অর্থাৎ প্রত্যেকেই মনে করেন—"আমার প্রতি শ্রীচৈতন্যের যত প্রীতি, অন্য কাহারও প্রতি তাঁহার তত প্রীতি নাই")। তিনি সকল গোপ্য কথা (অতি গোপনীয় কথা) আমারে সে (কেবলমাত্র আমার নিকটেই) কহেন। (সেই গোপ্য কথা হইতেছে এই যে) মুনিধর্ম্ম করি (মুনির ধর্ম আচরণ করিয়া, অর্থাৎ মুনিদিগের, বা সন্ন্যাসীদিগের, ন্যায় অন্যবিষয়ে মন না দিয়া) সর্ব্বথা (সর্বতোভাবে—কায়-মনোবাক্যে) কৃষ্ণ ভজিব (কৃষ্ণ-ভজন করিবে)। "আমার অধিক প্রীত কারো"-স্থলে "আমারে অধিক প্রাত কারে"-পাঠান্তর।

৮৩। বর্হা—শিখিপুচ্ছ। ছাঁদডোড়ি—ছাঁদন-দড়ি। মুনিধর্ম্ম ছাড়ি—সন্ন্যাসীর ধর্ম ত্যাগ করিয়া। "বর্হা গুঞ্জামালা"-স্থলে "বর্হিপুচ্ছ গুঞ্জা" এবং "ইহা ধরিলেন"-স্থলে "ইহা বা ধরেন"-পাঠান্তর।

এই পয়ারোক্তি হইতেছে শ্রীনিত্যানন্দ-সম্বন্ধে। তিনিই সন্ন্যাসীর ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বেত্র-বংশী প্রভৃতি ধারণ করিয়াছেন। পূর্ব পয়ারে বলা হইয়াছে—প্রত্যেকেই মনে করেন যে, "মুনির বা সন্ন্যাসীর ধর্ম গ্রহণ করিয়া, সর্বথা শ্রীকৃষ্ণভজন করার গোপ্য উপদেশ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কেবল আমাকেই দিয়াছেন। সুতরাং ইহাই প্রভুর হার্দ।" তথাপি শ্রীনিত্যানন্দ কেন সন্ন্যাসীর ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বেত্র-বংশী প্রভৃতি ধারণ করিলেন? (এইরূপই হইতেছে এই পয়ারের তাৎপর্য)।

৮৪। পূর্ব-পয়ারোক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে ৮৪-৮৬-পয়ারে। অধিক সভার—সমস্ত মুনি-ধর্ম হইতে অধিক বা উৎকর্ষময়। "মুনিধর্ম্ম"-স্থলে "ভক্ত-নাম"-পাঠান্তর। ভক্ত-নাম—ভক্ত বলিয়া নাম (খ্যাতি)। এই পাঠান্তরের তাৎপর্য—যত প্রকার ধর্মের অনুষ্ঠান করিলে ভক্ত বলিয়া খ্যাতি লাভ করা যায়, বৃন্দাবনে গোপক্রীড়া হইতেছে সেই সমস্ত ধর্ম হইতেও অধিক (অধিকতর উৎকর্ষময়)। গোপক্রীড়া—গোপভাবের লীলা (লীলার আনুগত্যে ভজন)।

৮৫। গোপ-গোপী-ভক্তি—ব্রজগোপরূপে এবং ব্রজগোপীরূপে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া ভক্তি (শ্রীকৃষ্ণের সেবা)। ইহা হইতেছে সর্ব্বতপস্যার ফল—সর্বপ্রকারের সাধনের চরম ফল।

অতি কৃপাপাত্র সে গোকুল ভক্তি পায়।
যে ভক্তি বন্দেন প্রভু শ্রীউদ্ধবরায় ॥" ৮৬

তথাহি (ভা. ১০।৪৭।৬৩)—
"বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥" ২ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৮৬। অতি কৃপাপাত্র সে—যিনি শ্রীকৃষ্ণের (বা শ্রীচৈতন্যের) অত্যন্ত কৃপার পাত্র, তিনিই। গোকুল-ভক্তি—গোকুল (ব্রজ)-বাসী গোপ এবং গোপীদিগের কৃষ্ণভক্তি (তাঁহাদের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা)। বন্দেন—বন্দনা করেন। শ্রীউদ্ধবরায়—ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব (যদুরাজদের প্রধান মন্ত্রী এবং শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় দ্বারকা-ভক্ত)। এই উক্তির সমর্থনে নিম্নে উদ্ধব-কথিত একটি ভাগবত-শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে। "বন্দেন প্রভু শ্রীউদ্ধবরায়"-স্থলে "আনন্দ প্রভু উদ্ধব সে চায়" এবং "বাঞ্ছেন সদা শ্রীউদ্ধব রায়"-পাঠান্তর।

শ্লো ॥ ২ ॥ অন্বয় ॥ [অহং—আমি] নন্দব্রজস্ত্রীণাং (নন্দ-ব্রজবাসিনী রমণীদিগের—ব্রজগোপীদিগের) পাদরেণুং (চরণ-রেণু) অভীক্ষ্ণশঃ (বারংবার) বন্দে (বন্দনা করি)। যাসাং (যে-নন্দব্রজগোপীগণের) হরিকথোদ্গীতং (হরিকথার উচ্চগান) ভুবনত্রয়ং (ত্রিভুবনকে—ঊর্ধ্ব, অধঃ ও মধ্যলোককে) পুনাতি (পবিত্র করিয়া থাকে)।

অনুবাদ। (শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন) যাঁহাদের (যাঁহাদিগকর্তৃক গীত, বা যাঁহাদের সম্বন্ধী) হরিকথার উচ্চ গান ত্রিভুবনকে (ঊর্ধ্বলোক, অধোলোক এবং মধ্যলোককে) পবিত্র করে, আমি সেই নন্দ-ব্রজবাসিনী রমণী (গোপী)-গণের চরণ-রেণু বারংবার বন্দনা করি ॥ ৩।৮।২ ॥

ব্যাখ্যা। আনুষঙ্গিক বিবরণ ভা. ১০।৪৭ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। অক্রূরের সহিত কৃষ্ণ-বলরাম মথুরায় গিয়াছেন। যাওয়ার সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিরহার্তা গোপীদিগকে জানাইয়া গিয়াছিলেন—তিনি শীঘ্রই ব্রজে ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু নানা কারণে অনেক দিন অতীত হইয়া গেল, তাঁহার ব্রজে প্রত্যাবর্তন হয় নাই। তাঁহার বিরহে ব্রজবাসিগণ অত্যন্ত মনোদুঃখ পাইতেছেন মনে করিয়া, তাঁহার সংবাদ জানাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের পরম-ভক্ত দহইলেও তিনি ছিলেন ঐশ্বর্যভাবের ভক্ত। ব্রজবাসীদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম এত গাঢ় ছিল যে, তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারিত না; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের মতন একজন—নন্দমহারাজের পুত্র—বলিয়া মনে করিতেন। নন্দ-যশোদাও শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের পুত্রমাত্র মনে করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের অনেক ঐশ্বর্য ব্রজবাসিগণ দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে তাঁহারা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য বলিয়া মনে করিতেন না। এতাদৃশ ব্রজবাসীদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে তাঁহার সংবাদ লইয়া পাঠাইলেন। উদ্ধব আসিয়া প্রথমে নন্দ-মহারাজের গৃহে উপনীত হইলেন। রাত্রিতে তিনি নন্দমহারাজের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। নন্দ-যশোদার পুত্র-বিরহ-সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার কথা বলিয়া উদ্ধব তাঁহাদের সান্ত্বনা-বিধানের চেষ্টা করিলেন। তাঁহার সান্ত্বনা-প্রয়াস ব্যর্থ হইল। শেষকালে শ্রীনন্দ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"উদ্ধব! কৃষ্ণ-নামে তোমার ভগবান্ যদি কেহ থাকেন, তাঁহাতে আমাদের রতি-মতি হউক; কিন্তু যে-কৃষ্ণের বিরহে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, সেই কৃষ্ণ হইতেছেন আমাদের সন্তান।" শুনিয়া

এইমত যে বৈষ্ণব করেন বিচার।
সর্ব্বত্রেই গৌরচন্দ্র করেন স্বীকার॥ ৮৭

অন্যোহন্যে বাজায়েন আনন্দ ইচ্ছায়।
হেন রঙ্গী মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়॥ ৮৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

উদ্ধব বিস্মিত হইলেন—স্বয়ংভগবানের ভগবত্তা ভুলিয়া তাঁহাকে নিজেদের পুত্র মনে করেন!! যাহা হউক, পরের দিন, রাত্রি থাকিতেই কৃষ্ণকান্তা গোপীগণ গাত্রোত্থান করিয়া দধিমন্থনাদি করিয়াছেন। মন্থন-কার্য শেষ করিয়া একটু বাহির হইয়া দেখিলেন—নন্দমহারাজের দ্বারদেশে একখানি রথ—যে-রথ লইয়া অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে নিতে আসিয়াছিলেন, সে-রকম একখানা রথ। তাঁহারা ভাবিলেন—"আবার রথ কেন? কি নিতে এই রথ আবার আসিয়াছে? ব্রজের যাহা নেওয়ার একমাত্র বস্তু, তাহাকে তো অক্রূর নিয়াই গিয়াছে। অহো! বুঝিয়াছি—কংসের প্রেতাত্মার তৃপ্তির জন্য বুঝি আমাদের মাংস নিতে আসিয়াছে!" ইত্যাদিরূপ বলিতে বলিতে সমস্ত গোপীগণ রথের নিকটে উপনীত হইয়া কৃষ্ণবিরহার্তি প্রকাশ করিতেছেন। এমন সময়, উদ্ধব তাঁহার প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া, গোপীদিগের নিমিত্ত প্রেরিত শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানাইবার জন্য সে-স্থানে উপনীত হইলেন। তাঁহার দর্শনমাত্রেই শ্রীরাধা দিব্যোন্মাদ-গ্রস্তা হইলেন, তিনি উদ্ধবের সঙ্গে একটি কথাও বলিতে পারেন নাই; এমন কি উদ্ধব যে সে-স্থানে আছেন, এই জ্ঞানও তাঁহার ছিল না। অন্য গোপীদের নিকটে উদ্ধব সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা-জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের সান্ত্বনা-বিধানের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু উদ্ধবের কথা তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল কি না, সন্দেহ। কৃষ্ণবিরহাকুলা গোপীগণ, তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি-লীলার কথা—যাহা তাঁহারা কাহারও নিকটে কখনও প্রকাশ করেন নাই, এক্ষণে বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া সে-সকল কথা—প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। শুনিয়া উদ্ধব অপূর্ব বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন—"কি অদ্ভুত! স্বয়ংভগবানের ভগবত্তা ভুলিয়া, এই গোপীগণ তাঁহাকে নিজেদের প্রাণবল্লভমাত্র মনে করিতেছেন!! শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে বেদ-ধর্ম-কুলধর্ম-স্বজন-আর্যপথাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছেন!!!" যে-প্রেমের প্রভাবে গোপীদের এতাদৃশী অবস্থা হইয়াছে, সেই প্রেম-লাভের জন্য উদ্ধবের বলবতী লালসা জাগ্রত হইল। তিনি কয়েকমাস ব্রজে থাকিয়া গোপীদিগের মুখে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শুনিলেন। অবশেষে মনে স্থির করিলেন—ইঁহাদের চরণ-রেণুদ্বারা অভিষিক্ত হইতে না পারিলে এতাদৃশ প্রেম লাভ সম্ভব নয়। এ-জন্য তিনি ব্রজে তৃণগুল্ম হইয়া জন্মলাভের জন্যও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। শেষকালে মনে করিলেন, তৃণগুল্মরূপে ব্রজে জন্ম গ্রহণের সৌভাগ্যও তাঁহার নাই। এই অবস্থাতেই উদ্ধব উল্লিখিত শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

৮৭। অন্বয়। যে বৈষ্ণব এইমত (পূর্বোল্লিখিতরূপ, অর্থাৎ যত মুনিধর্ম আছে, বৃন্দাবনে গোপ-গোপীক্রীড়া হইতেছে তাহাদের সকলের অধিক। ৮৪-৮৫ পয়ার। —এইরূপ) বিচার করেন, সর্বত্রেই (সকল স্থলে এবং সকল সময়েই) গৌরচন্দ্র (তাদৃশ ভক্তের তাঁদৃশ বিচার, অতি সঙ্গত বলিয়া) স্বীকার করেন। "করেন"-স্থলে "যে করে"-পাঠান্তর।

৮৮। অন্যোহন্যে—বৈষ্ণবদের পরস্পরের মধ্যে। বাজায়েন—প্রীতি-কলহ বাধাইয়া দেন।

কৃষ্ণের কৃপায় সভে আনন্দে বিহ্বল।
কখনো কখনো বাজে আনন্দ-কন্দল ॥ ৮৯
ইহাতে যে এক ঈশ্বরের পক্ষ হৈয়া।
আর ঈশ্বরেরে নিন্দে' সে-ই অভাগিয়া ॥ ৯০
ঈশ্বরের অভিন্ন—সকল ভক্তগণ।
দেহের যেহেন বাহু অঙ্গুলি চরণ ॥ ৯১

তথাহি (ভা. ৪।৭।৫৩)—
'যথা পুমান্ ন স্বাঙ্গেষু শিরঃপাণ্যাদিষু ক্বচিৎ।
পারক্যবুদ্ধিং কুরুতে এবং ভূতেষু মৎপরঃ ॥" ৩ ॥

তথাপিহ সর্ব্ব-বৈষ্ণবের এই কথা।
'সভার ঈশ্বর—কৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বথা ॥ ৯২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

আনন্দ ইচ্ছায়—কৌতুক-আনন্দ উপভোগের ইচ্ছাবশতঃ। "আনন্দ"-স্থলে "ঈশ্বর"-পাঠান্তর। অর্থ—ঈশ্বর গৌরচন্দ্র স্বীয় ইচ্ছায় (ইচ্ছা করিয়া)।

৮৯-৯০। বাজে—বাধিয়া যায়, লাগে। "হৈয়া"-স্থলে "লৈয়া"-পাঠান্তর। এই পয়ারে যে দুই ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে, পরবর্তী পয়ার হইতে বুঝা যায়, তাঁহাদের মধ্যে এক ঈশ্বর হইতেছেন ভগবান্, অপর ঈশ্বর হইতেছেন "ঈশ্বরের অভিন্ন"-ভক্ত।

৯১। অন্বয়। বাহু, অঙ্গুলি এবং চরণ যেহেন (যেমন) দেহের অভিন্ন (দেহ হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রূপ) সকল ভক্তগণও ঈশ্বরের অভিন্ন (ঈশ্বর হইতে ভিন্ন—পৃথক্, স্বতন্ত্র—নহেন, সকলেই সমভাবে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন। এইরূপ মনে করিয়া, বৈষ্ণব এইরূপ বুদ্ধি পোষণ করেন যে, "আমার বাহু, অঙ্গুলি এবং চরণ যেমন আমার দেহ হইতে ভিন্ন বা পর নহে তদ্রূপ ভক্তগণও আমার পর নহেন, তাঁহাদের সুখ-দুঃখাদিও আমার সুখ-দুঃখ হইতে ভিন্ন নহে)। এই পয়ারোক্তির সমর্থনে নিম্নে একটি শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্লো ॥ ৩ ॥ অন্বয় ॥ যথা (যেমন, যেরূপ) পুমান্ (পুরুষ, কোনও লোক) শিরঃ পাণ্যাদিষু (মস্তক, হস্ত প্রভৃতি) স্বাঙ্গেষু (নিজের অঙ্গসমূহে) ক্বচিৎ (কোনও স্থানেই) পারক্যবুদ্ধিং (পরকীয়ত্ব-বুদ্ধি, অর্থাৎ এই মস্তকাদি আমার নহে, পরের—এইরূপ বুদ্ধি) ন কুরুতে (পোষণ করে না), এবং (এইরূপে, তেমনি) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ—ভগবৎ-পরায়ণ-ব্যক্তি) ভূতেষু (জীবসমূহে, অর্থাৎ জীবসমূহে পরকীয়ত্ব-বুদ্ধি পোষণ করেন না)।

অনুবাদ। (দক্ষের নিকটে ভগবান্ বলিয়াছেন) কোন লোক যেমন তাহার মস্তক এবং হস্তাদি স্বীয় অঙ্গে কোনও স্থলেই পারক্যবুদ্ধি (এই হস্ত-মস্তকাদি আমার নহে, বাস্তবিক পরের—এইরূপ বুদ্ধি) পোষণ করে না, তদ্রূপ মৎপরায়ণ (ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তিও, ভক্তও) জীবসমূহে পারক্যবুদ্ধি পোষণ করেন না (অর্থাৎ এই জীব আমা হইতে ভিন্ন, ইহার সুখ-দুঃখ আমার সুখ-দুঃখ হইতে ভিন্ন—এইরূপ মনে করেন না)। ৩।৮।৩ ॥

৯২। তথাপিহ—যদিও "ঈশ্বরের অভিন্ন—সকল বৈষ্ণব" এবং পূর্ব্বশ্লোকানুসারে, যদিও দেহ হইতে হস্ত-মস্তকাদির যেমন ভেদ নাই, তদ্রূপ ঈশ্বর হইতেও জীবের ভেদ নাই, তথাপিও। **সর্ব্ববৈষ্ণবের** ইত্যাদি—সমস্ত বৈষ্ণবেরই কথা বা বিশ্বাস হইতেছে এই যে, **কৃষ্ণচৈতন্য**—ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতেছেন **সর্ব্বথা**—সর্বতোভাবে, **সভার ঈশ্বর**—সকলের ঈশ্বর বা নিয়ন্তা।

নিয়ন্তা পালক স্রষ্টা অবিজ্ঞাততত্ত্ব ।' সভে মেলি এই মাত্র গায়েন মহত্ত্ব ॥ ৯৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ঈশ্বর ও জীব যদি সর্বতোভাবে অভিন্ন হয়, তাহা হইলে নিয়ন্তা ও নিয়ন্ত্রিত—এইরূপ ভেদ থাকিতে পারে না। যেহেতু, জীব ও ব্রহ্ম সর্বতোভাবে অভিন্ন হইলে ব্রহ্মের ন্যায় জীবও হইবে সর্বব্যাপক এবং পরম-স্বতন্ত্র। ব্রহ্ম যেমন কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, জীবও তদ্রূপ কোন বিষয়েই কাহারও, এমন কি ব্রহ্মেরও অপেক্ষা রাখিবে না। সুতরাং কে কাহার নিয়ন্তা হইবেন ? "অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতাস্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতর থা। অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ সমমনুজানতাং যদমতং মত-দুষ্টতয়া ॥ ভা. ১০৷৮৭৷৩০ ॥ শ্রুত্যভিমানিনী দেবীগণের উক্তি ॥" অথচ জীব হইতেছে ঈশ্বর-পরব্রহ্মের শক্তি (গীতা । ৭৷৫ ॥) এবং শক্তিরূপ অংশ (গীতা । ১৫৷৭ ॥)। শক্তি শক্তিমানের এবং অংশ অংশীর অপেক্ষা রাখে। সুতরাং জীব ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ নহে। ব্রহ্মের অপেক্ষা রাখে বলিয়া জীবের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য কিছু থাকিতে পারে না। ঈশ্বর-ব্রহ্মের শক্তি ও অংশ বলিয়া জীব হইতেছে ব্রহ্ম-পরতন্ত্র। আবার সংসারী জীব মায়ার দাস। ঈশ্বর পরব্রহ্ম কিন্তু মায়ার অধীশ্বর—নিয়ন্তা। মায়া তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। মায়া-কবলিত জীবের অশেষ দুঃখ। কিন্তু আনন্দস্বরূপ ঈশ্বর-পরব্রহ্মকে কোনওরূপ দুঃখ স্পর্শও করিতে পারে না। জীব স্বীয় কর্মফল ভোগ করে ; ব্রহ্ম সেই কর্মফল-দাতা। ঈশ্বর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত দ্রব্যের সৃষ্টিকর্তা, জীব ঈশ্বরের সৃষ্টবস্তু। ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীব অনিত্য ; ব্রহ্ম কিন্তু নিত্য, ধ্রুব। জীবের জন্ম-মৃত্যু এবং পরিবর্তন আছে ; ঈশ্বরের এ-সমস্ত নাই। ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণেই জীবের ও জগতের পরিবর্তন, উৎপত্তি-বিনাশ এবং সুখ-দুঃখ। সুতরাং ঈশ্বর হইতেছেন নিয়ন্তা, ব্রহ্মাণ্ড এবং জীব তাঁহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মুক্তজীবও ব্রহ্মের ন্যায় বিভু হয় না ; এ-কথা ব্যাসদেবই তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে বলিয়া গিয়াছেন। এ-সমস্ত হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, জীব ও ব্রহ্ম সর্বতোভাবে অভিন্ন—সমান—নহে। যাঁহারা সমান বলেন, তাঁহাদের মত যে "মতদুষ্টতা-বশতঃ অমত", তাহা পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতিগণের বাক্য হইতেই জানা যায়। শক্তি ও শক্তিমানের এবং অংশ ও অংশীর অভেদ-বিবক্ষাতেই জীব-ব্রহ্মের অভেদ বলা হইয়া থাকে। কেবল শক্তিত্ব ও অংশত্ব বিষয়েই অভিন্ন, অন্য কোনও বিষয়ে নহে। অন্য বিষয়ে ঈশ্বর-পরব্রহ্ম হইতেছেন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের এবং সর্বজীবের ঈশ্বর—নিয়ন্তা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই পরব্রহ্ম বলিয়াই এই পয়ারে বলা হইয়াছে— "সভার ঈশ্বর—কৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বথা ॥"

৯৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে "সভার ঈশ্বর", এই পয়ারে তাহার হেতু বলা হইয়াছে—তিনি সকলের নিয়ন্তা, পালক, স্রষ্টা এবং অবিজ্ঞাততত্ত্ব। অবিজ্ঞাততত্ত্ব—তাঁহার (পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) তত্ত্ব জীবের পক্ষে অবিজ্ঞাত। জীব যদি সর্ববিষয়ে তাঁহার সমান হইত, তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় জীবও সর্বজ্ঞ হইত, সর্বজ্ঞ হইলে তাঁহার তত্ত্বও জীব জানিতে পারিত। কিন্তু জীব তাহা জানে না। তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার তত্ত্ব যাহাকে যতটুকু জানান, ততটুকুই তিনি জানিতে পারেন। সভে মেলি ইত্যাদি—সকলে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এই মহত্ত্বটুকু মাত্র কীর্তন করেন যে —শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতেছেন সকলের নিয়ন্তা, পালক, সৃষ্টিকর্তা এবং অবিজ্ঞাততত্ত্ব।

আবির্ভাব হৈতেছেন যে সব শরীরে।
তাঁ'সভার অনুগ্রহে ভক্তি-ফল ধরে ॥ ৯৪
সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তি দিয়াও আপনে।
অপরাধে শাস্তিও করেন ভাল মনে ॥ ৯৫
ইতিমধ্যে সকলে বিশেষ দুই প্রতি।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতেরে না ছাড়েন স্তুতি ॥ ৯৬
কোটি অলৌকিকো যদি এ দুই করেন।
তথাপিহ গৌরচন্দ্র কিছু না বোলেন ॥ ৯৭
এইমত কথোক্ষণ পরানন্দ করি।
অবধূতচন্দ্রসঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ৯৮
তবে নিত্যানন্দস্থানে করিয়া বিদায়।
বাসায় আইলা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায় ॥ ৯৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯৪। **আবির্ভাব হৈতেছেন ইত্যাদি**—গৌরচন্দ্র যে-সকল শরীরে (যে-সমস্ত ভক্তের চিত্তে) আবির্ভূত হইতেছেন (প্রীতিরজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হইয়া যাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। "সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ভা. ৯।৪।৬৩ ॥ ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥ চৈ. চ. ১।১।৩০ ॥

তাঁসভার অনুগ্রহে—সে-সকল ভক্তের অনুগ্রহে। **ভক্তিফল ধরে**—সাধন-ভক্তিরূপ লতিকা ভক্তিরূপ ফল ধারণ করে। তাৎপর্য—উল্লিখিত ভক্তদের অনুগ্রহ লাভ হইলেই, সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে শুদ্ধাভক্তি পাওয়া যাইতে পারে।

৯৫। **আপনে**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিজে, ভক্তদিগকে **সর্ব্বজ্ঞতা** এবং **সর্ব্বশক্তি** দিয়াও (দান করেন সত্য ; কিন্তু দান করিলেও) **ভাল মনে** (ভক্তদিগের কল্যাণের নিমিত্ত, ভক্তদিগের ভাল হইবে মনে করিয়া) **অপরাধে** (ভক্তদের কোনওরূপ অপরাধ জন্মিলে) **শাস্তিও করেন** (সংশোধনের উদ্দেশ্যে দণ্ডও দিয়া থাকেন)।

৯৬-৯৭। **ইতিমধ্যে সকলে**—এই সকল ভক্তগণের মধ্যে, **বিশেষ দুই প্রতি**—(নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত) এই দুই জনের প্রতি (শ্রীচৈতন্যের আচরণের) বিশেষ (বিশেষত্ব আছে। কি সেই বিশেষত্ব, তাহা বলা হইতেছে। সভার—সুতরাং অদ্বৈত-নিত্যানন্দেরও—ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত-নিত্যানন্দকে কখনও শাস্তি দেন না, বরং তিনি) **নিত্যানন্দ অদ্বৈতেরে ইত্যাদি**—নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতের স্তুতি হইতে কখনও বিরত হয়েন না, সর্বদা তাঁহাদের স্তুতিই, মহিমা-কীর্তনই, করিয়া থাকেন। **কোটি অলৌকিকো ইত্যাদি**—নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত এই দুইজন যদি কোটী কোটী অলৌকিকও (লৌকিক জগতে সাধারণতঃ যে-সকল অন্যায় কার্য দৃষ্ট হয় না, তাদৃশ অন্যায় কার্যও) কারণ, **তথাপিহ গৌরচন্দ্র ইত্যাদি**—তথাপিও গৌরচন্দ্র তাঁহাদিগকে কিছু বলেন না (শাস্তি দেওয়ার কথা দূরে, মুখেও কিছু বলেন না। পূর্ববর্তী ৯৫ পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রীগৌরচন্দ্র ভক্ত-দিগকে সর্বজ্ঞতা-সর্বশক্তি দিয়াও তাঁহাদের অপরাধ দেখিলে তাঁহাদিগকে তিনি শাস্তিও দিয়া থাকেন। কিন্তু অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দ কোটী কোটী অলৌকিক অন্যায় কার্য করিলেও তিনি তাঁহাদিগকে শাস্তি দেন না। ইহাই হইতেছে অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে গৌরচন্দ্রের বিশেষত্ব। ইঁহারা ঈশ্বরতত্ত্ব বলিয়াই, অথবা ইঁহাদের প্রতি প্রভুর অত্যধিক প্রীতি বলিয়াই, বোধ হয় এই বিশেষত্ব। ৯৬-পয়ারে "অদ্বৈতেরে না ছাড়েন"-স্থলে "অদ্বৈতে না ছাড়ে-ভক্তি" পাঠান্তর। অর্থ—নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন হইতে প্রভু কখনও বিরত হয়েন না, সর্বদাই তাঁহাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন।

৯৯। **বাসায়** নীলাচলস্থ নিজ বাসায়, কাশীমিশ্রের গৃহে।

নিত্যানন্দস্বরূপো পরম-হর্ষ-মনে।
আনন্দে চলিলা জগন্নাথদরশনে ॥ ১০০
নিত্যানন্দ-চৈতন্যে যে হৈল দরশন।
ইহার শ্রবণে সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন ॥ ১০১
জগন্নাথ দেখি মাত্র নিত্যানন্দরায়।
আনন্দে বিহ্বল হই গড়াগড়ি যায় ॥ ১০২
আছাড় পড়েন প্রভু প্রস্তর-উপরে।
শতজনে ধরিলেও ধরিতে না পারে ॥ ১০৩
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শন।
সভা' দেখি নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন ॥ ১০৪
সভার গলার মালা ব্রাহ্মণে আনিঞা।
পুনঃপুন দেন সভে প্রভাব জানিঞা ॥ ১০৫
নিত্যানন্দ দেখি যত জগন্নাথদাস।
সভার জন্মিল অতি-পরম-উল্লাস ॥ ১০৬
যে জন না চিনে, সে জিজ্ঞাসে' কারো ঠাঁই।
সভে কহে "এই কৃষ্ণচৈতন্যের ভাই ॥" ১০৭
নিত্যানন্দস্বরূপো সভারে করি কোলে।
সিঞ্চিলা সভার অঙ্গ প্রেমানন্দ-জলে ॥ ১০৮
তবে জগন্নাথ হেরি হর্ষ সর্ব্ব-গণে।
আনন্দে চলিলা গদাধর-দরশনে ॥ ১০৯
নিত্যানন্দ-গদাধরে যে প্রীত অন্তরে।
ইহা কহিবারে শক্তি ঈশ্বরে সে ধরে ॥ ১১০
গদাধরভবনে মোহন গোপীনাথ।
আছেন, যেহেন নন্দকুমার সাক্ষাত ॥ ১১১
আপনে চৈতন্য তানে করিয়াছেন কোলে।
অতিপাষণ্ডীও সে বিগ্রহ দেখি ভুলে ॥ ১১২
দেখি শ্রীমুরলীমুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা।
নিত্যানন্দ-আনন্দ-অশ্রুর নাহি সীমা ॥ ১১৩
নিত্যানন্দ-বিজয় জানিঞা গদাধর।
ভাগবতপাঠ ছাড়ি আইলা সত্বর ॥ ১১৪
দুঁহে মাত্র দেখিয়া দুঁহার শ্রীবদন।
গলা ধরি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ ১১৫
অন্যোঽন্যে দুই প্রভু করে নমস্কার।
অন্যোঽন্যে দুঁহে কহে মহিমা দুঁহার ॥ ১১৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০১। "যে হৈল"-স্থলে "যে হেন" এবং "সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন"-স্থলে "ঘুচে অবিদ্যাবন্ধন" পাঠান্তর।

১০৫। **ব্রাহ্মণে**—জগন্নাথের সেবক ব্রাহ্মণ। **সভে**—জগন্নাথের সকল সেবকে। **প্রভাব জানিঞা**—নিত্যানন্দের প্রভাব বা মহিমা জানিতে পারিয়া।

১০৭। "সে জিজ্ঞাসে কারো"-স্থলে "জানে, জিজ্ঞাসেন অন্য"-পাঠান্তর। **অর্থ**—যে জন চিনে না, জানে না, সে জন অন্যের নিকট জিজ্ঞাসা করে।

১০৮। "প্রেমানন্দ"-স্থলে "নয়নের"-পাঠান্তর।

১০৯। "হেরি হর্ষ সর্ব্বগণে"-স্থলে "দেখি বড় হর্ষ মনে"-পাঠান্তর।

১১১। **মোহন**—সর্বচিত্ত-মোহনকারী।

১১২। **ভুলে**—নিজেকে এবং নিজের সম্বন্ধীয় জাগতিক বস্তুকে ভুলিয়া যায়। ইহা শ্রীগোপীনাথের "মোহনত্বের" পরিচায়ক।

১১৪। **বিজয়**—আগমন।

১১৫। "গলা ধরি"-স্থলে "গলাগলি"-পাঠান্তর।

কেহো বোলে "আজি হৈল লোচন নির্ম্মল।"
কেহো বোলে "আজি হৈল জনম সফল॥" ১১৭
বাহ্যজ্ঞান নাহি দুইপ্রভুর শরীরে।
দুইপ্রভু ভাসে ভক্তি-আনন্দ-সাগরে॥ ১১৮
হেন সে হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ।
দেখি চতুর্দ্দিগে পড়ি কান্দে সর্ব্বদাস॥ ১১৯
কি অদ্ভুত প্রীতি নিত্যানন্দ-গদাধরে।
একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে॥ ১২০
গদাধরদেবের সঙ্কল্প এইরূপ।
নিত্যানন্দনিন্দকের না দেখেন মুখ॥ ১২১
নিত্যানন্দস্বরূপেরে প্রীতি যার নাঞি।
দেখাও না দেন তারে পণ্ডিতগোসাঞি॥ ১২২
তবে দুই-প্রভু স্থির হই একস্থানে।
বসিলেন চৈতন্যমঙ্গল-সঙ্কীর্ত্তনে॥ ১২৩
তবে গদাধরদেব নিত্যানন্দপ্রতি।
নিমন্ত্রণ করিলেন "আজি ভিক্ষা ইথি॥" ১২৪
নিত্যানন্দ গদাধর ভিক্ষার কারণে।
এক-মান চাউল আনিঞাছেন যতনে॥ ১২৫
অতি সূক্ষ্ম শুক্ল দেবযোগ্য সর্ব্বমতে।
গদাধর লাগি আনিঞাছেন গৌড় হৈতে॥ ১২৬
আর একখানি বস্ত্র—রঙ্গিম সুন্দর।
দুই আনি দিলা গদাধরের গোচর॥ ১২৭
"গদাধর! এ তণ্ডুল করিয়া রন্ধন।
শ্রীগোপীনাথেরে দিয়া করিবা ভোজন॥" ১২৮
তণ্ডুল দেখিয়া হাসে' পণ্ডিতগোসাঞি।
"নয়নে ত এমত তণ্ডুল দেখি নাঞি॥ ১২৯
এ তণ্ডুল গোসাঞি! কি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া।
আনিঞা আছেন গোপীনাথের লাগিয়া॥ ১৩০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১৭। কেহো—নিত্যানন্দ ও গদাধর—এই দুই জনের এক জন। "কেহো"-স্থলে "দোঁহো"-পাঠান্তর।

১১৮। "ভক্তি"-স্থলে "প্রেম" এবং "নিজ"-পাঠান্তর।

১২২। "স্বরূপেরে প্রীতি যার"-স্থলে "স্বরূপের প্রীতি যারে" এবং "দেখাও না দেন"-স্থলে "দেখিয়া না দেখি"-পাঠান্তর।

১২৩। চৈতন্যমঙ্গল সঙ্কীর্ত্তনে—মঙ্গলময় শ্রীচৈতন্যের (গুণ-মহিমাদির) কীর্তনে। অথবা, শ্রীচৈতন্যের মঙ্গলময় গুণমহিমাদির কীর্তনে। অথবা, শ্রীচৈতন্যের (শ্রীচৈতন্যের গুণমহিমাদির) মঙ্গলপ্রদ কীর্ত্তনে।

১২৪। ভিক্ষা—তোমার আহার। ইথি—এই স্থানে।

১২৫। একমান—আশী তোলায় এক সের, চারি সেরে এক মান। আনিঞাছেন—নিত্যানন্দ আনিয়াছেন। "চাউল"-স্থলে "চালু" এবং "তণ্ডুল"-পাঠান্তর।

১২৬। শুক্ল—শুভ্র। দেবভোগ্য—দেবতার ভোগের যোগ্য। "শুক্ল"-স্থলে "সুগন্ধি" এবং "গদাধর"-স্থলে "গোপীনাথ"-পাঠান্তর।

১২৭। আর একখানি বস্ত্র—শ্রীনিত্যানন্দ একখানি বস্ত্রও (কাপড়ও) আনিয়াছেন (গোপীনাথের নিমিত্ত। পরবর্তী ১৩২-৩৩ পয়ার দ্রষ্টব্য)। রঙ্গিম—রংকরা। অথবা, রক্তবর্ণ। দুই—চাউল এবং বস্ত্র।

১৩০। বৈকুণ্ঠে থাকিয়া—বৈকুণ্ঠ হইতে। "আনিঞা আছেন গোপীনাথের"-স্থলে "আনিঞাছে গোপীনাথদেবের"-পাঠান্তর।

লক্ষ্মীমাত্র এ তণ্ডুল করেন রন্ধন ।
কৃষ্ণ সে ইহার ভোক্তা, তবে ভক্তগণ ॥" ১৩১
আনন্দে তণ্ডুল প্রশংসেন গদাধর ।
বস্ত্র লই গেলা গোপীনাথের গোচর ॥ ১৩২
দিব্য-রঙ্গ-বস্ত্র গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে ।
দিলেন দেখিয়া শোভা ভাসেন আনন্দে ॥ ১৩৩
তবে রন্ধনের কার্য্য করিতে লাগিলা ।
আপনে টোটায় শাক তুলিতে লাগিলা ॥ ১৩৪
কেহো বোনে' নাহি—দৈবে হইয়াছে শাক ।
তাহা তুলি আনিঞা করিলা এক পাক ॥ ১৩৫
তেঁতলিবৃক্ষের যত পত্র সুকোমল ।
তাহা আনি বাটি' তথি দিলা লোণ জল ॥ ১৩৬
তার এক ব্যঞ্জন করিলা অম্ল-নাম ।
রন্ধন করিয়া গদাধর ভাগ্যবান্ ॥ ১৩৭
গোপীনাথ-অগ্রে নিঞা ভোগ লাগাইলা ।
হেনকালে গৌরচন্দ্র আসিয়া মিলিলা ॥ ১৩৮
প্রসন্ন শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি ।
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতূহলী ॥ ১৩৯
"গদাধর ! গদাধর !" ডাকে গৌরচন্দ্র ।
সম্ভ্রমে বন্দেন গদাধর পদদ্বন্দ্ব ॥ ১৪০
হাসিয়া বোলেন প্রভু "কেন গদাধর !
আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর ? ১৪১
আমি ত তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নাহি ।
না দিলেও তোমরা, বলেতে আমি খাই ॥ ১৪২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৩১। তবে—তাহার (কৃষ্ণের ভোজনের) পরে।

১৩২। গোচর—নিকটে।

১৩৪। টোটায়—উদ্যানে।

১৩৫। বোনে নাই—বুনে (বপন) করে নাই। "বোনে"-স্থলে "রোপে" এবং "করে"-পাঠান্তর। শাক আপনা-আপনিই জন্মিয়াছে।

১৩৬। বাটি—বাটিয়া। লোণ জল—লবণের জল। "লোণ জল"-স্থলে "লোণ গঙ্গা"-পাঠান্তর।

১৩৭। অম্ল-নাম—অম্ল (অম্বল)-নামক এক ব্যঞ্জন।

১৩৮। "লাগাইলা"-স্থলে "তোলাইলা" এবং "সরাইলা"-পাঠান্তর।

১৪০। পদদ্বন্দ্ব—গৌরচন্দ্রের পদদ্বয়।

১৪২। নাহি—নহি। ছন্দমিলের জন্য বোধ হয় "নহি"-স্থলে "নাহি"-পাঠ। "তোমরা দুই হৈতে"-স্থলে "তোমরা হৈতে কভু"-পাঠান্তর। বলেতে—বলপূর্ব্বক। "না দিলেও তোমরা, বলেতে আমি"-স্থলে "নাহি দিলে তোমরা যে বলে কাঢ়ি"-পাঠান্তর।

এ-স্থলে প্রভু বলিলেন, তিনি নিত্যানন্দ ও গদাধর হইতে ভিন্ন নহেন। এ-কথার তাৎপর্য এই। প্রভু হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ, আর নিত্যানন্দ—বলরাম। বলরাম হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণেরই এক স্বরূপ—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম তত্ত্বতঃ অভিন্ন। তদনুসারে শ্রীচৈতন্য এবং নিত্যানন্দও তত্ত্বতঃ অভিন্ন। আর, গদাধর-সম্বন্ধে গ্রন্থকার পূর্বে বলিয়াছেন—"সত্য সত্য গদাধর কৃষ্ণের প্রকৃতি (প্রকৃতি—শক্তি)। ২।১৮।১১৪ ॥ আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বারে বার। 'গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার ॥' ২।১৮।১১৫ ॥" গদাধর-তত্ত্ব-সম্বন্ধে কবি

নিত্যানন্দদ্রব্য—গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন—মোর ইথে আছে ভাগ ॥" ১৪৩
কৃপাবাক্য শুনি নিত্যানন্দ গদাধর।
মগ্ন হইলেন সুখ-সাগর-ভিতর ॥ ১৪৪
সন্তোষে প্রসাদ আনি দেব-গদাধর।
থুইলেন গৌরচন্দ্রপ্রভুর গোচর ॥ ১৪৫
সর্ব্ব টোটা ব্যাপিলেক অন্নের সুগন্ধে।
ভক্তি করি প্রভু পুনঃপুন অন্ন বন্দে ॥ ১৪৬
প্রভু বোলে "তিন ভাগ সমান করিয়া।
অন্ন লই তিনে ভুঞ্জি একত্র বসিয়া ॥" ১৪৭
নিত্যানন্দস্বরূপের তণ্ডুলের প্রীতে।
বসিলেন মহাপ্রভু ভোজন করিতে ॥ ১৪৮
দুইপ্রভু ভোজন করেন দুইপাশে।
সন্তোষে ঈশ্বর অন্ন-ব্যঞ্জন প্রশংসে' ॥ ১৪৯
প্রভু বোলে "এ অন্নের গন্ধেও সর্ব্বথা।
কৃষ্ণভক্তি হয়, ইথে নাহিক অন্যথা ॥ ১৫০
গদাধর! কি তোমার মনোহর পাক।
আমি ত এমত কভু নাহি খাই শাক ॥ ১৫১
গদাধর! কি তোমার বিচিত্র রন্ধন।
তেঁতলিপাতের কর' এমত ব্যঞ্জন ॥ ১৫২
বুঝিলাঙ—বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর' তুমি।
তবে আর আপনারে লুকাও বা কেনি ॥" ১৫৩
এইমত মহানন্দে হাস্য-পরিহাসে।
ভোজন করেন তিন প্রভু প্রেমরসে ॥ ১৫৪
এ-তিন-জনার প্রীতি এ-তিনে সে জানে।
গৌরচন্দ্র ঝাট না কহেন কারো স্থানে ॥ ১৫৫
কথোক্ষণে প্রভু সব করিয়া ভোজন।
চলিলেন, পত্র লুট কৈল ভক্তগণ ॥ ১৫৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কর্ণপূরও বলিয়াছেন—"শ্রীরাধা প্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী। সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ ॥ গৌ. গ. দী. ॥ ১৪৭-৪৯ ॥" কর্ণপূর ১৫০-৫৩ শ্লোকে গদাধরকে ললিতা এবং শক্তিও বলিয়াছেন। এইরূপে জানা গেল, গদাধর হইতেছেন গৌরকৃষ্ণের কান্তাশক্তি—স্বরূপশক্তির মূর্ত বিগ্রহ। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় গৌরচন্দ্রে এবং গদাধরেও তত্ত্বতঃ ভেদ নাই। এ-স্থলে প্রীত্যধিক্যবশতঃ অভিন্নতাও অভিপ্রেত হইতে পারে।

১৪৩। ভাগ—অংশ। "আছে ভাগ"-স্থলে "বড় সাধ"-পাঠান্তর।

১৪৫। "থুইলেন গৌরচন্দ্র প্রভুর"-স্থলে "থুইলা লইয়া মহাপ্রভুর"-পাঠান্তর।

১৪৬। টোটা—গোপীনাথের টোটা (উদ্যান)। ব্যাপিলেক—ব্যস্ত হইল, ভরিয়া গেল। বন্দে—বন্দনা (নমস্কার) করেন। "টোটা"-স্থলে "দিগ"-পাঠান্তর।

১৪৭। "ভাগ"-স্থলে "ভোগ" এবং "লই তিনে"-স্থলে "লও সভে"-পাঠান্তর।

১৫৩। পূর্ববর্তী ১৪২-পয়ারে গদাধরের তত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

১৫৪। "মহানন্দে"-স্থলে "নানারূপে" এবং "প্রেমরসে"-স্থলে "সে আবেশে"-পাঠান্তর। আবেশে—প্রেমাবেশে।

১৫৫। "ঝাট"-স্থলে "আপনে"-পাঠান্তর।

১৫৬। পত্র—প্রভুর ভোজন-পত্র। "লুট কৈল"-স্থলে "লুটিতে লাগিলা" এবং "পত্র-লুটিলেন"-পাঠান্তর। **পত্র**—কলার পাতা, যাহাতে প্রভু ভোজন করিয়াছেন।

এ আনন্দ-ভোজন যে পড়ে যে বা শুনে।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ পায় সেই সব জনে॥ ১৫৭
গদাধর শুভদৃষ্টি করেন যাহারে।
সে-ই সে জানয়ে নিত্যানন্দস্বরূপেরে॥ ১৫৮
নিত্যানন্দস্বরূপো যাহারে প্রীত মনে।
লওয়ায়েন গদাধর, জানে সে-ই জনে॥ ১৫৯
হেনমতে নিত্যানন্দপ্রভু নীলাচলে।
রহিলেন গৌরচন্দ্রসঙ্গে কুতূহলে॥ ১৬০
তিনজন একত্র থাকেন নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ গদাধর॥ ১৬১
জগন্নাথো একত্র দেখেন তিনজনে।
আনন্দে বিহ্বল সভে মাত্র সঙ্কীর্ত্তনে॥ ১৬২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ ১৬৩

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে গদাধর-গৃহ-বিলাস-বর্ণনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫৭। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "এ ভোজনানন্দ-সুখ যেবা পড়ে শুনে"-পাঠান্তর।

১৬২। "সভে"-স্থলে "সবে"-পাঠান্তর।

এই অধ্যায়ে কথিত বিবরণ হইতে জানা যায়, অদ্বৈত শিবানন্দাদি গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গ-ব্যতীত, নিত্যানন্দ কেবল স্বীয় পার্ষদবৃন্দের সহিতই, একবার নীলাচলে আসিয়াছিলেন। পরবর্তী অধ্যায় হইতে জানা যায়, শ্রীনিত্যানন্দের নীলাচলে উপস্থিতির পরেই, অদ্বৈতাদি গৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে আসিয়াছিলেন (৩।৯।১-৪৪) এবং তাঁহাদের আগমন-বার্তা জানিয়া প্রভুও নিত্যানন্দাদি ভক্তবৃন্দের সহিত, তাঁহাদিগকে "আগুবাড়িয়া" লইতে আসিয়াছিলেন (৩।৯।৫২-৫৩)। ইহাতে বুঝা যায়, রথযাত্রার পূর্বেই শ্রীনিত্যানন্দ সপার্ষদ নীলাচলে উপনীত হইয়া বাস করিতেছিলেন। কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামীর বিবরণ হইতে জানা যায় প্রভুকর্তৃক গৌড়দেশে প্রেরিত হওয়ার পরে, নিত্যানন্দ যখনই নীলাচলে গিয়াছেন, তখনই শিবানন্দাদি গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিতই এবং কেবল রথযাত্রা উপলক্ষ্যেই, তিনি নীলাচলে গিয়াছেন, অন্য কোনও সময়ে গিয়াছেন বলিয়া কবিরাজ-গোস্বামী কোনও স্থলে ইঙ্গিত পর্যন্ত দেন নাই। সুতরাং এই অধ্যায়ে কথিত নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ কিম্বদন্তীমূলক কিনা, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

১৬৩। ১।২।২৮৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি অন্ত্যখণ্ডে অষ্টম অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(২৪. ১২. ১৯৬৩—২৬. ১২. ১৯৬৩)

অন্ত্যখণ্ড

নবম অধ্যায়

এবে শুন বৈষ্ণবসভার আগমন।
আচার্য্যগোসাঞি-আদি যত প্রিয়-গণ ॥ ১
শ্রীরথযাত্রার আসি হইল সময়।
নীলাচলে ভক্তগোষ্ঠীর হইল বিজয় ॥ ২
ঈশ্বরের আজ্ঞা—'প্রতি-বৎসরে বৎসরে।
সভেই আসিবা রথযাত্রা দেখিবারে ॥' ৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। রথযাত্রা-দর্শনার্থ গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলে গমন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। অদ্বৈতাচার্যের জন্য প্রভুকর্তৃক কটকে প্রসাদ প্রেরণ। তাঁহাদের সহিত মিলনার্থ সপরিকরে প্রভুর আঠারনালায় গমন। রাম, কৃষ্ণ ও গোবিন্দের নরেন্দ্র-সরোবরে জলকেলি, তদ্দর্শনে প্রভুর আনন্দ এবং ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুরও জলকেলি। বৈষ্ণব ও তুলসীর প্রতি প্রভুর ভক্তি। পার্ষদ-বৈষ্ণবদের যে কর্মবন্ধন-জন্ম নাই, তদ্‌বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ।

১। এই পয়ারের পূর্বে, অর্থাৎ নবম অধ্যায়ের আরম্ভে, "মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—'জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জয় জয় নিত্যানন্দ ত্রিভুবন ধন্য ॥ ভক্তগোষ্ঠীসহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়। শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥" এইস্থানে দুইখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণনিধি। জয় জয় নিত্যানন্দ দয়ার অবধি ॥ জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত-আদি-ভক্তগণ। জয় হউ তোমার লীলার শ্রোতাগণ ॥ "তোমার লীলার"-স্থলে "যত তোমার লীলা"-পাঠান্তর। অ. প্র.।"

২। বিজয়—গমন।

৩। ঈশ্বরের—মহাপ্রভুর। ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের শেষ তারিখে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, প্রভু ফাল্গুনের শেষভাগে নীলাচলে আসিয়াছিলেন এবং পরবর্তী বৈশাখের (১৪৩২ শকের বৈশাখের) প্রথমভাগে দক্ষিণদেশ ভ্রমণে বহির্গত হয়েন। দক্ষিণদেশে দুই বৎসর থাকিয়া ১৪৩৪-শকের বৈশাখে তিনি নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত গৌড়দেশের ভক্তগণ নীলাচলে আসিয়াছিলেন। এই ১৪৩৪ শকের রথযাত্রাই ছিল নীলাচলে প্রভুর উপস্থিতিকালে সর্বপ্রথম রথযাত্রা। এই রথযাত্রার অল্প কিছুকাল পূর্বেই গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত প্রথমবার নীলাচলে গিয়াছিলেন এবং চাতুর্মাস্যের অন্তে দেশে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্‌কালে, প্রতি বৎসর রথযাত্রা দেখার নিমিত্ত নীলাচলে যাওয়ার জন্য প্রভু তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন। "প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ। প্রভুকে দেখিতে

আচার্য্যগোসাঞি অগ্রে করি ভক্তগণ।
সভে নীলা-চল প্রতি করিলা গমন ॥ ৪
চলিলেন ঠাকুরপণ্ডিত শ্রীনিবাস।
যাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতন্যবিলাস ॥ ৫
চলিলা আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর।
দেবীভাবে যাঁর গৃহে নাচিলা ঈশ্বর ॥ ৬
চলিলেন হরিষে পণ্ডিত-গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে হয় কর্ম্মবন্ধ-নাশ ॥ ৭
পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি চলিলা আনন্দে।
উচ্চস্বরে যাঁরে স্মরি গৌরচন্দ্র কান্দে ॥ ৮
চলিলা আনন্দে পণ্ডিত-বক্রেশ্বর।
যে নাচিতে কীর্ত্তনীয়া শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ৯
চলিলা প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী মহাশয়।
সাক্ষাত নৃসিংহ যাঁর সনে কথা কয়' ॥ ১০
চলিলেন আনন্দে ঠাকুর হরিদাস।
আর হরিদাস—যাঁর সিন্ধুকূলে বাস ॥ ১১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কৈল নীলাদ্রি-গমন ॥ রথযাত্রা দেখি তাঁহা রহিলা চারিমাস। প্রভুসঙ্গে নৃত্যগীত পরম-উল্লাস ॥ বিদায়-সময়ে প্রভু কহিলা সভারে—। প্রত্যব্দ আসিবে সভে গুণ্ডিচা-দেখিবারে ॥ প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া। গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া ॥ চৈ. চ. ২।১।৪১-৪৪ ॥" কবিরাজ-গোস্বামীর এই উক্তি হইতে এবং বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের আলোচ্য-পয়ারোক্তি হইতে জানা যায়, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর এস্থলে যে-রথযাত্রার কথা বলিয়াছেন, তাহা ছিল ১৪৩৪ শকের পরবর্তী কোনও বৎসরের রথযাত্রা।

৪। **আচার্য্যগোসাঞি**—অদ্বৈতাচার্যগোস্বামীকে অগ্রে করি—অগ্রবর্তী করিয়া। "অগ্রে করি"-স্থলে "আদি যত"-পাঠান্তর।

৫। **চৈতন্যবিলাস**—শ্রীচৈতন্যের কীর্তন-লীলা।

৬। দেবীভাবে ইত্যাদি—২।১৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৮। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ইত্যাদি—২।৭ অধ্যায়, বিশেষতঃ ২।৭।১২-১৩ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৯। যে নাচিতে ইত্যাদি—যাঁহার নৃত্যকালে গৌরসুন্দর কীর্তন করেন।

১০। ৩।৩।১১৭ পয়ার ও টীকা দ্রষ্টব্য।

১১। এই পয়ারে বোধ হয় দুই জন হরিদাসের কথা বলা হইয়াছে—"ঠাকুর হরিদাস" এবং "আর হরিদাস যাঁর সিন্ধুকূলে বাস।" "আর হরিদাস"—অন্য এক হরিদাস। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন, "আর হরিদাস—অর্থাৎ ছোট হরিদাস।" ছোট হরিদাস ছিলেন নীলাচলে মহাপ্রভুর কীর্তনীয়া, তিনি নিত্য প্রভুকে কীর্তন শুনাইতেন। "হরিদাসঠাকুর" হইতেছেন সেই হরিদাস, ১।১১ অধ্যায়ে যাঁহার কথা বলা হইয়াছে, যবন মুলুকপতির অনুচরগণ যাঁহার উপর অত্যাচার করিয়াছিল।

কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন, সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন নীলাচলে চলিতেছিলেন, হরিদাস ঠাকুর কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুকে বলিয়াছিলেন—"নীলাচলে চলিলে তুমি মোর কোন্ গতি। নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি ॥ মুঞি অধম তোমার না পাব দরশন। কেমনে ধরিমু এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥ চৈ. চ. ২।৩।১৯১-৯২ ॥ তাঁহার দৈন্যোক্তি শুনিয়া---"প্রভু কহে—কর তুমি দৈন্য সংবরণ। তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন ॥ তোমা লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন। তোমা লৈয়া যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম ॥ চৈ. চ. ২।৩।১৯৩-৯৪

চলিলেন বাসুদেবদত্ত মহাশয়।
যাঁর স্থানে কৃষ্ণ হয় আপনে বিক্রয় ॥ ১২
চলিলা মুকুন্দদত্ত—কৃষ্ণের গায়ন।
শিবানন্দসেন-আদি লই আপ্তগণ ॥ ১৩
চলিলা গোবিন্দানন্দ আনন্দে বিহ্বল।
দশ-দিগ হয় যাঁর স্মরণে নির্ম্মল ॥ ১৪
চলিলা গোবিন্দদত্ত মহাহর্ষমনে।
মূল হৈয়া যে কীর্ত্তন করে প্রভুসনে ॥ ১৫
চলিলেন আখরিয়া—শ্রীবিজয়দাস।
'রত্নবাহু' যাঁরে প্রভু করিলা প্রকাশ ॥ ১৬
সদাশিবপণ্ডিত চলিলা শুদ্ধমতি।
যাঁর ঘরে পূর্ব্বে নিত্যানন্দের বসতি ॥ ১৭
পুরুষোত্তমসঞ্জয় চলিলা হর্ষমনে।
যে প্রভুর মুখ্য শিষ্য পূর্ব্ব অধ্যয়নে ॥ ১৮
'হরি' বলি চলিলেন পণ্ডিত-শ্রীমান্।
প্রভু-নৃত্যে যে দেউটি ধরে সাবধান ॥ ১৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রভুর এই আশ্বাস পাইয়া হরিদাস রহিয়া গেলেন, প্রভু নীলাচলের পথে চলিয়া গেলেন। তাহার পরে, দক্ষিণদেশ হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ যখন প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত সর্বপ্রথম (১৪৩৪ শকে) নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখনই তাঁহাদের সঙ্গে হরিদাস নীলাচলে গিয়াছিলেন (চৈ. চ. ২।১১।১৪৬-৮০)। ইহার পরে, প্রভু যখন নীলাচল হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন তখন, প্রভুর সঙ্গে হরিদাসও আসিয়াছিলেন (এবং প্রভুর সঙ্গে আবার নীলাচলে ফিরিয়াও গিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আর কখনও তিনি নীলাচল ত্যাগ করেন নাই। সুতরাং বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর এ-স্থলে যে-রথযাত্রার কথা বলিয়াছেন (পূর্ববর্তী এ-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), সেই রথযাত্রার সময় হরিদাস ঠাকুরের নীলাচল-গমনের সম্ভাবনা ছিল না। হরিদাসঠাকুর তখন নীলাচলেই ছিলেন।

১৩। **কৃষ্ণের গায়ন**—কৃষ্ণলীলা-কীর্তনকারী। "আপ্ত"-স্থলে "ভক্ত"-পাঠান্তর। প্রভুর আদেশে শিবানন্দসেনই প্রতিবৎসর ভক্তগণকে লইয়া নীলাচলে যাইতেন এবং পথিমধ্যে ভক্তদিগের প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু তিনি নিজেই যোগাড় করিয়া দিতেন।

১৫। **মূল হৈয়া**—মূল গায়ন হইয়া।

১৬। আখরিয়া বিজয়দাসের প্রসঙ্গ ২।৫।১২৮-৫০ পয়ারে দ্রষ্টব্য। **রত্নবাহু যাঁরে প্রভু ইত্যাদি**—যাঁহার নিকটে প্রভু তাঁহার রত্নবাহু (রত্নাভরণ-ভূষিত হেমস্তম্ভপ্রায় দীর্ঘ বাহু) প্রকাশ করিয়াছিলেন (২।২৫।১৩১-৩৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)। "প্রভু করিলা"-স্থলে "বলি প্রভুর"-পাঠান্তর। অর্থ—যাঁহাকে "রত্নবাহু" বলিয়া প্রভু প্রকাশ (সর্ব্বত্র পরিচিত) করিয়াছিলেন। "শ্রীবিজয়দাস নাম প্রভুর আখরিয়া। প্রভুরে অনেক পুঁথি দিয়াছেন লিখিয়া ॥ 'রত্নবাহু' বলি প্রভু থুইল তাঁর নাম। চৈ. চ. ১।১০।৬৩-৬৪ ॥"

১৮। **পুরুষোত্তম সঞ্জয়**—মুকুন্দ সঞ্জয়ের পুত্র।

১৯। **শ্রীমান্**—শ্রীমান্‌পণ্ডিত, শ্রীবাসপণ্ডিতের সহোদর। **প্রভু-নৃত্যে ইত্যাদি**—২।১৮।১১ পয়ার দ্রষ্টব্য। পণ্ডিত "শ্রীমান্-স্থলে" "শ্রীমান্ পণ্ডিত" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "প্রভুর নৃত্যকালে যে দিয়টি ধরে নিত্য"-পাঠান্তর।

নন্দন-আচার্য্য চলিলেন প্রীতমনে।
নিত্যানন্দ যাঁর গৃহে আইলা প্রথমে ॥ ২০
হরিষে চলিলা শুক্লাম্বরব্রহ্মচারী।
যাঁর অন্ন মাগি খাইলেন গৌরহরি ॥ ২১
অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস চলিলা শ্রীধর।
যাঁর জল পান কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ ২২
চলিলেন লেখক—পণ্ডিত ভগবান্।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ হৈয়াছিলা অধিষ্ঠান ॥ ২৩
গোপীনাথপণ্ডিত আর শ্রীগর্ভপণ্ডিত।
চলিলেন দুই কৃষ্ণবিগ্রহ নিশ্চিত ॥ ২৪
চলিলেন বনমালীপণ্ডিত মঙ্গল।
যে দেখিল সুবর্ণের শ্রীহল মুষল ॥ ২৫
জগদীশপণ্ডিত হিরণ্যভাগবত।
আনন্দে চলিলা দুই কৃষ্ণরসে মত্ত ॥ ২৬
পূর্ব্ব শিশুরূপে প্রভু যে-দুইর ঘরে।
নৈবেদ্য খাইলা আনি শ্রীহরিবাসরে ॥ ২৭
চলিলেন বুদ্ধিমন্তখান মহাশয়।
আজন্ম চৈতন্য-আজ্ঞা যাঁহার বিষয় ॥ ২৮
হরিষে চলিলা শ্রীআচার্য্য-পুরন্দর।
'বাপ !' বলি যাঁরে ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ২৯
চলিলেন শ্রীরাঘবপণ্ডিত উদার।
গুপ্তে যাঁর ঘরে হৈল চৈতন্যবিহার ॥ ৩০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২০। **নিত্যানন্দ যাঁর ঘরে ইত্যাদি**—২।৩।১২৩ পয়ার দ্রষ্টব্য।

২১। ২।২৫।৯২-১১৮ পয়ার দ্রষ্টব্য।

২২। "অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস"—শ্রীধরের বিশেষণ। **যাঁর জল ইত্যাদি**—২।২৩।৪৩৭-৪২ পয়ার দ্রষ্টব্য। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "তাঁর ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পিলা জল" এবং "যাঁর লৌহপাত্রে জল পিলা বিশ্বম্ভর"-পাঠান্তর।

২৩। **পণ্ডিত ভগবান্**—"প্রভুর অতি প্রিয় দাস ভগবান্ পণ্ডিত। যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্বে হৈলা অধিষ্ঠিত। চৈ. চ. ১।১০।৬৭॥"

২৫। **যে দেখিল ইত্যাদি**—ইনি প্রভুর হস্তে সুবর্ণের হল-মুষল দেখিয়াছিলেন। বনমালী পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে। সোনার মুষল হল দেখিল প্রভুর হাতে॥ চৈ. চ. ১।১০।৭১ ॥"

২৬-২৭। ১।৪।১৬-৪০ পয়ার দ্রষ্টব্য। "নৈবেদ্য খাইলা আনি"-স্থলে "বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইলা"-পাঠান্তর।

২৮। **বিষয়**—একমাত্র অবধানের বস্তু। ২।১৮।৭-৮, ১৩-১৭ পয়ার দ্রষ্টব্য।

২৯। ৩।৫।১৫-১৭ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৩০। ৩।৫।৭৪-১০৭-পয়ার দ্রষ্টব্য। **গুপ্তে যাঁর ঘরে ইত্যাদি**—পানিহাটীতে রাঘবপণ্ডিতের গৃহে শ্রীচৈতন্য গোপনে অপরের দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া, বিহার করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ যখন রাঘবের গৃহে সঙ্কীর্তন করিতেছিলেন তখন শ্রীচৈতন্য দমনক পুষ্পের মালা গলায় ধারণ করিয়া সকলের অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিয়া সঙ্কীর্তন দর্শন করিয়াছিলেন (৩।৫।২৮৮-৯৭ পয়ার দ্রষ্টব্য)। এতদ্ব্যতীত, মহাপ্রভু প্রতিদিনই নীলাচল হইতে আবির্ভাবে আসিয়া রাঘবের নিবেদিত দ্রব্য ভোজন করিতেন, কোনও কোনও দিন রাঘবপণ্ডিত তাহা স্বচক্ষে দেখিতেন (চৈ. চ. ৩।৬।১১০-১২)।

ভবরোগ বৈদ্যসিংহ চলিলা মুরারি।
গুপ্তে যার দেহে বৈসে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ৩১
চলিলেন শ্রীগরুড়পণ্ডিত হরিষে।
নাম-বলে যাঁরে না লঙ্ঘিল সর্পবিষে ॥ ৩২
চলিলেন গোপীনাথসিংহ মহাশয়।
'অক্রূর' করিয়া যাঁরে গৌরচন্দ্র কয়' ॥ ৩৩
প্রভুর পরমপ্রিয় শ্রীরামপণ্ডিত।
চলিলেন নারায়ণপণ্ডিত-সহিত ॥ ৩৪
আই-দরশনে শ্রীপণ্ডিত-দামোদর।
আসিছিলা আই দেখি চলিলা সত্বর ॥ ৩৫
অনন্ত চৈতন্য-ভক্ত—কত জানি নাম।
সভে চলিলেন হই আনন্দের ধাম ॥ ৩৬
আই-স্থানে ভক্তি করি বিদায় করিয়া।
চলিলা অদ্বৈতসিংহ ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া ॥ ৩৭
যে যে দ্রব্যে জানেন প্রভুর পূর্ব্ব প্রীত।
সব লৈলা সভে প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত ॥ ৩৮
সর্ব্বপথে সঙ্কীর্ত্তন-আনন্দ করিতে।
আইলেন পবিত্র করিয়া সর্ব্বপথে ॥ ৩৯
উল্লাসে যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ।
শুনিঞা পবিত্র হয়ে ত্রিভুবন-জন ॥ ৪০
পত্নী-পুত্র-দাস দাসীগণের সহিতে।
আইলেন পরানন্দে চৈতন্য দেখিতে ॥ ৪১
যে-স্থানে রহেন আসি সভে বাসা করি।
সেই স্থান হয় যেন শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ॥ ৪২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩১। **ভবরোগ-বৈদ্যসিংহ**—ভবরোগের (সংসার-ব্যাধির, মায়াবন্ধন-রূপ রোগের) চিকিৎসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীমুরারিগুপ্ত। "শ্রীমুরারিগুপ্ত শাখা প্রেমের ভাণ্ডার। প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যাঁর ॥ প্রতিগ্রহ না করে, না লয় কার ধন আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্বভরণ ॥ চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়। দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয় ॥ চৈ. চ. ১।১০।৪৭-৪৯ ॥" **গুপ্তে**—গোপনে, কাহারও দৃষ্টির অগোচরে। **যাঁর দেহে ইত্যাদি**—২।১০।৩০ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৩২। **নাম-বলে**—শ্রীহরিনামের প্রভাবে। **না লঙ্ঘিল**—ক্ষতি (প্রাণ-নাশ) করিতে পারিলাম না। "গরুড়পণ্ডিত লয়ে শ্রীনামমঙ্গল। নামবলে বিষ যাঁরে না করিল বল ॥ চৈ. চ. ১।১০।৭৩ ॥"

৩৩। **অক্রূর ইত্যাদি**—"গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস। 'অক্রূর' বলি প্রভু যাঁরে করে পরিহাস ॥ চৈ. চ. ১।১০।৭৪ ॥"

৩৪। **শ্রীরামপণ্ডিত**—শ্রীবাসপণ্ডিতের সহোদর। "চৈতন্যের অতি প্রিয়—শ্রীবাস রামাঞ্জি ॥ ৩।৫।৩৫ ॥"

৩৫। **শ্রীপণ্ডিত-দামোদর**—ইনি প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে গিয়াছিলেন এবং প্রভুর সঙ্গেই থাকিতেন। শচীমাতার নিকটে প্রভু তাঁহাকে মাঝে মাঝে পাঠাইতেন। **আসিছিলা**—আসিয়াছিলেন। "আসিছিলা আই দেখি"-স্থলে "আছিলা আইর স্থানে"-পাঠান্তর।

৩৮। **পূর্ব্ব প্রীতি**—পূর্বে (সন্ন্যাসের পূর্বে নবদ্বীপে অবস্থান-কালে) প্রীতি ছিল। "পূর্ব"-স্থলে "আছে" এবং "বড়"-পাঠান্তর।

৪১। "আইলেন পরানন্দে চৈতন্য"-স্থলে "আইলেন প্রেমানন্দে চৈতন্য" এবং "আইলা পরমানন্দে প্রভুরে"-পাঠান্তর।

শুন শুন আরে ভাই ! মঙ্গল-আখ্যান ।
যাহা গায় মহাপ্রভু শেষ ভগবান্ ।। ৪৩
এইমত রঙ্গে মহাপুরুষসকল ।
সকল-মঙ্গলে আইলেন নীলাচল ।। ৪৪
কমলপুরেতে ধ্বজ-প্রাসাদ দেখিয়া ।
পড়িলেন কান্দি সভে দণ্ডবত হৈয়া ।। ৪৫
প্রভুও জানিঞা ভক্তগোষ্ঠীর বিজয় ।
আগু বাঢ়িবারে চিত্ত কৈলা ইচ্ছাময় ।। ৪৬
অদ্বৈতের প্রতি অতি প্রীতিযুক্ত হৈয়া ।
অগ্রে মহাপ্রসাদ দিলেন পাঠাইয়া ।। ৪৭
কি অদ্ভুত প্রীতি সে তাহার নাহি অন্ত ।
প্রসাদ চলয়ে যাঁরে কটক পর্য্যন্ত ।। ৪৮
"শয়নে আছিলুঁ ক্ষীরসাগরভিতরে ।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর নাঢ়ার হুঙ্কারে ।। ৪৯
অদ্বৈতনিমিত্ত মোর এই অবতার ।"
এইমত মহাপ্রভু বোলে বারবার ।। ৫০
এতেকে ঈশ্বরতুল্য যতেক মহান্ত ।
অদ্বৈতসিংহেরে ভক্তি করেন একান্ত ।। ৫১
"আইলা অদ্বৈত" শুনি শ্রীবৈকুণ্ঠপতি ।
আগু বাঢ়িলেন প্রিয়গোষ্ঠীর সংহতি ।। ৫২
নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীপুরীগোসাঞি ।
চলিলেন আনন্দে কাহারো বাহ্য নাঞি ।। ৫৩
সার্ব্বভৌম জগদানন্দ কাশীমিশ্রবর ।
দামোদরস্বরূপ শ্রীপণ্ডিত-শঙ্কর ।। ৫৪
কাশীশ্বরপণ্ডিত আচার্য্য-ভগবান্ ।
শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র—প্রেমভক্তির প্রধান ।। ৫৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৩। **মঙ্গল-আখ্যান**—মঙ্গলময় বিবরণ। **যাহা গায়**—যে-মঙ্গল-আখ্যান ভগবান্ শেষ গান করেন। **শেষ**—শেষ-নামক সহস্রবদন অনন্তদেব। "মহাপ্রভু"-স্থলে "আদিদেব"-পাঠান্তর।

৪৪। **সকল মঙ্গলে**—সর্ববিষয়ে মঙ্গলমতে।

৪৫। **ধ্বজা প্রাসাদ**—জগন্নাথের প্রাসাদ (মন্দির) এবং মন্দিরের ধ্বজা।

৪৬। **বিজয়**—আগমন।

৪৭। **অগ্রে**—অদ্বৈতের নীলাচলে উপস্থিতির আগেই, অদ্বৈত কটকে থাকিতেই (পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য)। "মহা"-স্থলে "মালা"-পাঠান্তর।

৪৮। **যাঁরে**—যাঁহার নিমিত্ত। "চলয়ে যাঁরে"-স্থলে "পাঠায় তাঁরে"-পাঠান্তর। কোনও সময়ে যে শ্রীঅদ্বৈতের নিমিত্ত প্রভু কটক পর্যন্ত প্রসাদ পাঠাইয়াছিলেন, কবিরাজ-গোস্বামীর প্রদত্ত বিবরণে তাহা দৃষ্ট হয় না।

৪৯। ২।৬।৯৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫২। **প্রিয়গোষ্ঠীর**—প্রিয় পার্ষদগণের। **সংহতি**—সহিত।

৫৩। **শ্রীপুরীগোসাঞি**—শ্রীপরমানন্দপুরীগোস্বামী। শ্রীনিত্যানন্দ-সম্বন্ধে ৩।৮।১৬০ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৫৫। **কাশীশ্বরপণ্ডিত**—ইনি ছিলেন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবক। পুরীগোস্বামী নির্যান-কালে অদেশ করিয়াছিলেন, কাশীশ্বরপণ্ডিত যেন নীলাচলে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা করেন। তদনুসারে প্রভুর দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে তিনি, নীলাচলে আসিয়াছিলেন।

পাত্র-শ্রীপরমানন্দ রায়-রামানন্দ।
চৈতন্যের দ্বারপাল—সুকৃতি গোবিন্দ ॥ ৫৬
ব্রহ্মানন্দভারতী শ্রীরূপ সনাতন।
রঘুনাথ বৈদ্য শিবানন্দ নারায়ণ ॥ ৫৭
অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র—শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
বাণীনাথ শ্রীশিখিমাহাতি যত বৃন্দ ॥ ৫৮
অনন্ত চৈতন্যভৃত্য, কত জানি নাম।
কি ছোট কি বড় সভে করিলা পয়ান ॥ ৫৯
পরানন্দে সভে চলিলেন প্রভু-সঙ্গে।
বাহ্যদৃষ্টি বাহ্যজ্ঞান নাহি কারো অঙ্গে ॥ ৬০
শ্রীঅদ্বৈতসিংহো সর্ব্ব-বৈষ্ণব-সহিতে।
আসিয়া মিলিলা প্রভু আঠারোনালাতে ॥ ৬১
প্রভুও আইলা নরেন্দ্রেরে আগুয়ান।
দুই গোষ্ঠী দেখাদেখি হৈল বিদ্যমান ॥ ৬২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৬। গোবিন্দ—ইনিও ছিলেন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবক। কাশীশ্বরপণ্ডিতের ন্যায় ইনিও পুরী-গোস্বামীর আদেশ নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সেবা করিতেছিলেন।

৫৭। ব্রহ্মানন্দভারতী—ইনি ছিলেন প্রভুর সন্ন্যাসের গুরু শ্রীপাদ কেশব ভারতীর গুরুভ্রাতা। প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত নীলাচলে আসিয়া প্রভুর দর্শনে শঙ্করানুগত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রভুর পন্থায় প্রবেশ করিয়া নীলাচলেই বাস করিতেন। শ্রীরূপ সনাতন—বৃন্দাবন হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরবর্তী রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী নীলাচলে আসিয়া দোলযাত্রা পর্যন্ত দশ মাস ছিলেন। তাহার পরে প্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে চলিয়া যায়েন, আর নীলাচলে আসেন নাই। তাঁহার নীলাচল ত্যাগের দিন দশেক পরে শ্রীপাদ সনাতনও নীলাচলে আসিয়া পরবর্তী দোলযাত্রা পর্যন্ত থকিয়া, প্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে চলিয়া যায়েন। তিনিও আর কখনও নীলাচলে আসেন নাই। কবিরাজ-গোস্বামী-প্রদত্ত বিবরণ হইতে এইরূপই জানা যায়। কিন্তু বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের এই পয়ারোক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন প্রভুর সঙ্গে নীলাচলেই বাস করিতেন। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের এই উক্তি কিম্বদন্তীমূলক বলিয়াই মনে হয়। রঘুনাথ ইত্যাদি—রঘুনাথ বৈদ্য, শিবানন্দ ও নারায়ণ। এই শিবানন্দ, শিবানন্দ সেন নহেন। যেহেতু কবিরাজ-গোস্বামীর এবং কর্ণপুরের বিবরণ হইতে জানা যায়, শিবানন্দ সেনই প্রতি বৎসর গৌড়ীয় ভক্তদের লইয়া নীলাচলে যাইতেন এবং চাতুর্মাস্যের অন্তে তাঁহাদের লইয়া আবার গৌড়দেশে আসিতেন। তিনি স্থায়ীভাবে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে থাকিতেন না। এস্থলে কথিত শিবানন্দ কিন্তু নীলাচলেই থাকিতেন; তাই তিনি প্রভুর সঙ্গে আসিয়াছিলেন।

এই পয়ারে উল্লিখিত শিবানন্দ যে শিবানন্দ সেন নহেন, পূর্ববর্তী ১৩-পয়ারোক্তি হইতেও তাহা জানা যায়; ১৩-পয়ারে বলা হইয়াছে—মুকুন্দদত্তের সহিত শিবানন্দ সেন প্রভৃতিও প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত গৌড়দেশ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন।

৫৮। বাণীনাথ—ভবানন্দ রায়ের পুত্র এবং রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা। যত বৃন্দ—যত ভক্তগণ। "শ্রীশিখিমাহাতি যত"-স্থলে "শিখিমাহাতি-আদি ভক্ত"-পাঠান্তর।

৫৯। পয়ান—প্রয়াণ, গমন।

৬২। প্রভুও—মহাপ্রভুও। নরেন্দ্রেরে আগুয়ান—নরেন্দ্রসরোবরের দিকে অগ্রসর হইলেন (যাইতে

দূরে দেখি দুই গোষ্ঠী অন্যোঽন্যে সব।
দণ্ডবত হই সব পড়িলা বৈষ্ণব ॥ ৬৩
দূরে অদ্বৈতেরে দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
অশ্রুমুখে করিতে লাগিলা দণ্ডপাত ॥ ৬৪
শ্রীঅদ্বৈতো দূরে দেখি নিজ প্রাণনাথ।
পুনঃপুন করিতে লাগিলা দণ্ডপাত ॥ ৬৫
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
দণ্ডবত বই কিছু নাহি দেখি আর ॥ ৬৬
দুই গোষ্ঠী দণ্ডপাত কে বা কারে করে।
সভেই চৈতন্যরসে বিহ্বল অন্তরে ॥ ৬৭
কিবা ছোট, কিবা বড়, জ্ঞানী বা অজ্ঞানী।
দণ্ডবত করি সভে করে হরিধ্বনি ॥ ৬৮
ঈশ্বরো করেন ভক্তসঙ্গে দণ্ডবত।
অদ্বৈতাদি-প্রভুও করেন সেইমত ॥ ৬৯
এইমত দণ্ডবত করিতে করিতে।
দুই গোষ্ঠী একত্র মিলিলা ভালমতে ॥ ৭০
এখানে যে হইল আনন্দ-দরশন!
উচ্চ হরিধ্বনি, উচ্চ আনন্দ-ক্রন্দন ॥ ৭১
মনুষ্যে কি পারে ইহা করিতে বর্ণন।
সবে বেদব্যাস, আর সহস্রবদন ॥ ৭২
অদ্বৈত দেখিয়া প্রভু করিলেন কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে ॥ ৭৩
শ্লোক পড়ি অদ্বৈত করেন নমস্কার।
হইলেন অদ্বৈত আনন্দ-অবতার ॥ ৭৪
যত সজ্জা করিছিলা প্রভু পূজিবারে।
সব পাসরিলেন, কিছুই নাহি স্ফুরে ॥ ৭৫
আনন্দে অদ্বৈতসিংহ করেন হুঙ্কার।
"আনিলুঁ আনিলুঁ" বলি ডাকে বারবার ॥ ৭৬
হেন সে হইল অতি-উচ্চ-হরিধ্বনি।
কোন্ লোক পূর্ণ নহে, হেন ত না জানি ॥ ৭৭
বৈষ্ণবের কি দায়, অজ্ঞান যত জন।
তারাও বোলয়ে 'হরি,' করয়ে ক্রন্দন্ ॥ ৭৮
সর্ব্বভক্তগোষ্ঠী অন্যোঽন্যে গলা ধরি।
আনন্দে ক্রন্দন করে বোলে 'হরি হরি' ॥ ৭৯
অদ্বৈতেরে সভে করিলেন নমস্কার।
যাঁহার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥ ৮০
মহা-উচ্চধ্বনি করি হরিসঙ্কীর্ত্তন।
দুই গোষ্ঠী করিতে লাগিলা ততক্ষণ ॥ ৮১
কোথা কে বা নাচে কোন্ দিকে কে বা গায়।
কে বা কোন্ দিগে পড়ি গড়াগড়ি যায় ॥ ৮২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

লাগিলেন)। **দুই গোষ্ঠী**—শ্রীঅদ্বৈতের গোষ্ঠী (অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত ও তাঁহার সঙ্গী গৌড়ীয় ভক্তগণ এবং মহাপ্রভু ও তাঁহার সঙ্গী নীলাচলবাসী ভক্তগণ) দেখাদেখি ইত্যাদি—সাক্ষাদ্ভাবে দেখাদেখি হইল ; দুই গোষ্ঠীর মিলন হইল। পরবর্তী ৯৯ পয়ার হইতে বুঝা যায় আঠারনালাতেই প্রভুর সহিত অদ্বৈতের মিলন হইয়াছিল। প্রভু গম্ভীরা হইতে বাহির হইয়া নরেন্দ্রসরোবরের নিকট দিয়া আঠারনালা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন এবং আঠারনালা হইতে শ্রীঅদ্বৈতাদিকে লইয়া পুনরায় নরেন্দ্রসরোবরে আসিয়াছিলেন।

৬৪। **দণ্ডপাত**—দণ্ডবৎ প্রণিপাত।

৭০। "মিলিলা"-স্থলে "হইল"-পাঠান্তর।

৭৫। **সজ্জা**—দ্রব্যাদি সংগ্রহ, আয়োজন।

৭৮। **কি দায়**—কি কথা। **অজ্ঞান**—ভক্তি-সম্বন্ধে জ্ঞানহীন, বহির্মুখ। "অজ্ঞান"-স্থলে "অজ্ঞাত"-পাঠান্তর।

প্রভু দেখি সভে হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
প্রভুও নাচেন মাঝে সকল মঙ্গল ॥ ৮৩
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে করিয়া কোলাকোলি।
নাচে দুই মত্ত সিংহ হই কুতূহলী ॥ ৮৪
সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে প্রভু ধরি জনে জনে।
আলিঙ্গন করেন পরম-প্রীত-মনে ॥ ৮৫
ভক্ত-নাথ ভক্ত-বশ ভক্তের জীবন।
ভক্ত-গলা ধরি প্রভু করেন ক্রন্দন ॥ ৮৬
জগন্নাথদেবের আজ্ঞায় সেই ক্ষণ।
সহস্র সহস্র মালা আইল চন্দন ॥ ৮৭
আজ্ঞামালা দেখি হর্ষে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
অগ্রে দিলা শ্রীঅদ্বৈতসিংহের গলায় ॥ ৮৮
সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে প্রভু শ্রীহস্তে আপনে।
পরিপূর্ণ করিলেন মালায় চন্দনে ॥ ৮৯
দেখিয়া প্রভুর কৃপা সর্ব্বভক্তগণ।
বাহু তুলি উচ্চস্বরে করেন ক্রন্দন ॥ ৯০
সভেই মাগেন বর শ্রীচরণ ধরি।
"জন্মে জন্মে যেন প্রভু! তোমা' না পাসরি ॥ ৯১
কি মনুষ্য পশু পক্ষী ঘরে জন্মি যথা।
তোমার চরণ যেন দেখিয়ে সর্ব্বথা ॥ ৯২
এই বর দেহ' প্রভু করুণাসাগর!"
পাদপদ্ম ধরি কান্দে সর্ব্ব অনুচর ॥ ৯৩
বৈষ্ণবগৃহিণী যত পতিব্রতাগণ।
দূরে থাকি প্রভু দেখি করেন ক্রন্দন ॥ ৯৪
তাঁ'সভার প্রেমধারে অন্ত নাহি পাই।
সভেই বৈষ্ণবীশক্তি, ভেদ কিছু নাই ॥ ৯৫
'জ্ঞানভক্তিযোগে সভে পতির সমান।'
কহিয়া আছেন শ্রীচৈতন্য ভগবান্ ॥ ৯৬
এইমত নৃত্য গীত বাদ্য সঙ্কীর্ত্তনে।
আইসেন চলিয়া সভেই প্রভু-সনে ॥ ৯৭
হেন সে হইল প্রেম ভক্তির প্রকাশ।
হেন নাহি, যার দেখি না হয় উল্লাস ॥ ৯৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৮৩। সকল মঙ্গল—সর্বমঙ্গল-স্বরূপ (প্রভু)। "সকল"-স্থলে "পরম"-পাঠান্তর।

৮৬। "ভক্ত-নাথ"-স্থলে "ভক্তি-নাথ"-পাঠান্তর।

৯২। "জন্মি"-স্থলে "যাই"-পাঠান্তর।

৯৪। দূরে থাকি—প্রভু স্ত্রীলোক দর্শন করিবেন না বলিয়া বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ দূরে থাকিয়া প্রভুকে দর্শন করিতেন।

৯৫। প্রেমধারে—প্রেমাশ্রুর। বৈষ্ণবীশক্তি—শ্রীবিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি, স্বরূপ-শক্তির মূর্ত-বিগ্রহ। তাঁহারা যে প্রভুর নিত্যপার্ষদ, তাঁহারা যে জীব-তত্ত্ব নহেন, তাহাই সূচিত হইল। "শক্তি"-স্থলে "সতী" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "সভেই বৈষ্ণবী-সতী ভেদ নাহি ভাই"-পাঠান্তর। বৈষ্ণবী—বিষ্ণুতে ভক্তি-পরায়ণা।

৯৬। অন্বয়। ভগবান্ শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন, (বৈষ্ণব-গৃহিণীগণের) সভেই (সকলেই) জ্ঞান-ভক্তিযোগে (ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানে এবং ভক্তিযোগে, অর্থাৎ সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে, অথবা ভক্তিতে, তাঁহাদের) পতির সমান (পতির তুল্য)। "কহিয়া আছেন"-স্থলে "কহিয়াছেন পূর্ব্ব"-পাঠান্তর।

৯৭। "চলিয়া সভেই"-স্থলে "চলি চলি সভে"-পাঠান্তর।

৯৮। "প্রেম"-স্থলে "বিষ্ণু"-পাঠান্তর।

আঠারোনালায় হৈতে দশদণ্ড হৈলে।
মহাপ্রভু আইলেন নরেন্দ্রের কূলে ॥ ৯৯
হেনকালে রাম কৃষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিন্দ।
জলকেলি করিবারে আইলা নরেন্দ্র ॥ ১০০
হরিধ্বনি নৃত্য গীত মৃদঙ্গ কাহাল।
শঙ্খ ভেরী জয়ঢাক বাজায়ে বিশাল ॥ ১০১
সহস্র সহস্র ছত্র পতাকা চামর।
চতুর্দ্দিগে শোভা করে পরমসুন্দর ॥ ১০২
মহাজয়জয়শব্দ মহা-হরিধ্বনি।
ইহা বই আর কোন শব্দ নাহি শুনি ॥ ১০৩
রাম কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ মহাকুতূহলে।
উত্তরিলা আসি সভে নরেন্দ্রের জলে ॥ ১০৪
জগন্নাথগোষ্ঠী শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠীসনে।
মিশাইলা তানাও ভুলিলা সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ১০৫
দুই গোষ্ঠী এক হই কি হৈল আনন্দ।
কি বৈকুণ্ঠসুখ আসি হৈল মূর্ত্তিমন্ত ॥ ১০৬
চতুর্দ্দিগে লোকের আনন্দে অন্ত নাঞি।
সব করেন করায়েন চৈতন্যগোসাঞি ॥ ১০৭
রাম কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ উঠিলা নৌকায়।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ চামর ঢুলায় ॥ ১০৮
রাম কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নৌকায় বিজয়।
দেখিয়া সন্তোষ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয় ॥ ১০৯
প্রভুও সকল ভক্ত লই কুতূহলে।
ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন নরেন্দ্রের জলে ॥ ১১০
শুন ভাই! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অবতার।
যেরূপে নরেন্দ্রজলে করিলা বিহার ॥ ১১১
পূর্ব্ব যমুনায় যেন শিশুগণ মেলি।
মণ্ডলী হইয়া করিলেন জলকেলি ॥ ১১২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯৯। **দশ দণ্ড হৈলে**—বেলা যখন দশ দণ্ড, তখন। অথবা আঠারনালা হইতে আসিতে দশ দণ্ড অতিবাহিত হইলে। **নরেন্দ্রের কূলে**—নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে।

১০০। **হেনকালে**—ভক্তবৃন্দের সহিত সঙ্কীর্তন-রঙ্গে মহাপ্রভু যে-সময়ে নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে উপনীত হইলেন, সেই সময়ে, **রাম কৃষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিন্দ**—শ্রীযাত্রা (জগন্নাথের চন্দনযাত্রা উপলক্ষ্যে) রাম, কৃষ্ণ এবং গোবিন্দও, **জলকেলি ইত্যাদি**—জলকেলি করিবার নিমিত্ত, **নরেন্দ্র-সরোবরে আইলেন**—নরেন্দ্র-সরোবরে আসিয়া উপনীত হইলেন। "শ্রীযাত্রা গোবিন্দ"-স্থলে "যাত্রা শ্রীগোবিন্দ"-পাঠান্তর। **আইলা নরেন্দ্র**—রাম, কৃষ্ণ ও গোবিন্দ নরেন্দ্র-সরোবরে আসিলেন। **যাত্রা**—চন্দনযাত্রা। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে অক্ষয়তৃতীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া একুশ দিন এই চন্দনযাত্রা চলিতে থাকে। এই সময়ে জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহকে সুগন্ধি-চন্দন-লিপ্ত করা হয় বলিয়া ইহাকে চন্দনযাত্রা বলে। উল্লিখিত একুশ দিনের মধ্যে প্রতিদিনই শ্রীজগন্নাথের বিজয়-বিগ্রহ রাম, কৃষ্ণ ও গোবিন্দ মহাসমারোহে শ্রীমন্দির হইতে নরেন্দ্র-সরোবরে আগমন করেন এবং নৌকারোহণে নরেন্দ্র-সরোবরের মধ্যে চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া জলকেলি করেন।

১০৫-১০৬। **জগন্নাথ-গোষ্ঠী**—জগন্নাথের সেবকবৃন্দ। **তানাও**—জগন্নাথের সেবকগণও। "ভুলিলা"-স্থলে "করিলা"-পাঠান্তর। "এক হই কি হৈল"-স্থলে "একত্র কি হইল"-পাঠান্তর।

১০৯। **বিজয়**—গমন বা বিহার।

১১২। **পূর্ব্বে**—পূর্বে, দ্বাপরে। **শিশুগণ**—গোপবালকগণ। "করিলেন"-স্থলে "হেন করে"-পাঠান্তর।

সেই রূপে সকল বৈষ্ণবগণ মেলি।
পরস্পর করে ধরি হইলা মণ্ডলী ॥ ১১৩
গৌড়দেশে জলকেলি আছে 'কয়া' নামে।
সেই জলক্রীড়া আরম্ভিলেন প্রথমে ॥ ১১৪
'কয়া কয়া' বলি করতালি দেন জলে।
জলে বাদ্য বাজায়েন বৈষ্ণবমণ্ডলে ॥ ১১৫
গোকুলের শিশুভাব হইল সভার।
প্রভুও হইলা গোকুলেন্দ্র-অবতার ॥ ১১৬
বাহ্য নাহি কারো, সভে আনন্দে বিহ্বল।
নির্ভয়ে ঈশ্বরদেহে সভে দেন জল ॥ ১১৭
অদ্বৈত চৈতন্য দুঁহে জল-ফেলাফেলি।
প্রথমে লাগিলা দুঁহে মহা কুতূহলী ॥ ১১৮
অদ্বৈত হারেন ক্ষণে, ক্ষণে বা ঈশ্বর।
নির্ঘাত নয়নে জল দেন পরস্পর ॥ ১১৯
নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীপুরীগোসাঞি।
তিন প্রভু জলযুদ্ধ লাগে বারবার। ১২০
দত্তে গুপ্তে জলযুদ্ধ লাগে বারবার।
পরম-আনন্দে দুঁহে করেন হুঙ্কার ॥ ১২১
দুই সখা—বিদ্যানিধি স্বরূপদামোদর।
হাসিয়া আনন্দে জল দেন পরস্পর ॥ ১২২
শ্রীবাস শ্রীরাম হরিদাস বক্রেশ্বর।
গঙ্গাদাস গোপীনাথ শ্রীচন্দ্রশেখর ॥ ১২৩
এইমত অন্যোঽন্যে সভে দেন জল।
চৈতন্য-আনন্দে সভে হইলা বিহ্বল ॥ ১২৪
শ্রীগোবিন্দ-রাম-কৃষ্ণ-বিজয় নৌকায়।
লক্ষলক্ষ লোক জলে আনন্দে বেড়ায় ॥ ১২৫
সেই জলে বিষয়ী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী।
সভেই আনন্দে ভাসে জলক্রীড়া করি ॥ ১২৬
হেন সে চৈতন্যমায়া, সে স্থানে আসিতে।
কারো শক্তি নাহি, কেহো না পায় দেখিতে ॥ ১২৭
অল্পভাগ্যে শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠী নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্যগোসাঞি ॥ ১২৮
ভক্তি বিনা কেবল বিদ্যায় তপস্যায়।
কিছুই না হয়, সবে দুঃখমাত্র পায় ॥ ১২৯
সাক্ষাতে দেখহ এই সেই নীলাচলে।
এতেক চৈতন্যসঙ্কীর্ত্তনকুতূহলে ॥ ১৩০
যত মহা-মহা-নাম সন্ন্যাসি-সকল।
দেখিতেও ভাগ্য কারো নহিল কেবল ॥ ১৩১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১৩। করে—হাতে। "ধরি হইলা"-স্থলে "ধ্বনি হইয়া"-পাঠান্তর। করে ধ্বনি—ধ্বনি (শব্দ—"কয়া কয়া"-ধ্বনি) করেন। পরবর্তী ১১৫-পয়ার দ্রষ্টব্য।

১১৪। কয়া—বঙ্গদেশের এক রকম জলকেলিকে "কয়া" বলে। এই জলকেলিতে প্রত্যেকে দুই হাতে জলের উপর বাদ্য করেন এবং মুখে "কয়া কয়া"-শব্দ উচ্চারণ করেন।

১১৫। "বৈষ্ণবমণ্ডলে"-স্থলে "সভে করতলে"-পাঠান্তর।

১১৯। নির্ঘাত—খুব জোরে। ঈশ্বর—শ্রীচৈতন্য।

১২১-১২২। দত্তে—মুকুন্দ দত্তে। গুপ্তে—মুরারি গুপ্তে। "পরম আনন্দে দুঁহে"-স্থলে "পরানন্দে দুই জনে"-পাঠান্তর। বিদ্যানিধি—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।

১২৫। বিজয়—বিহার।

১২৯। "বিদ্যায়"-স্থলে "বিদ্যাদি"-পাঠান্তর। ২।২৪।৭৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩১। যত মহা-মহা-নাম ইত্যাদি—যাঁহাদের মহা-মহা নাম (খ্যাতি। অত্যন্ত প্রভাবশালী

আরো বোলে "চৈতন্য বেদান্তপাঠ ছাড়ি।
কি কার্য্যে বা করেন কীর্ত্তন-হুড়াহুড়ি ॥ ১৩২
সর্ব্বদাই প্রাণায়াম—এই সে যতিধর্ম্ম।
নাচিব কাঁদিব—একি সন্ন্যাসীর কর্ম্ম ॥ ১৩৩
তাহাতেই যে সব উত্তম ন্যাসিগণ।
তারা বোলে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাজন ॥" ১৩৪
কেহো বোলে "জ্ঞানী", কেহো বোলে "বড় ভক্ত"।
প্রশংসেন সভে, কেহো না জানেন তত্ত্ব ॥ ১৩৫
হেনমত জলক্রীড়ারঙ্গ কুতূহলে।
করেন ঈশ্বরসঙ্গে বৈষ্ণবসকলে ॥ ১৩৬
পূর্ব্ব যেন জলকেলি হৈল দ্বারকায়।
সেই সব ভক্ত লই শ্রীচৈতন্যরায় ॥ ১৩৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলিয়া যাঁহাদের অত্যন্ত খ্যাতি আছে সেই) **সন্ন্যাসী-সকল**—সে-সমস্ত সন্ন্যাসীরও, **দেখিতেও ইত্যাদি**—(ভক্তদের সহিত নরেন্দ্র-সরোবরে শ্রীচৈতন্যের জলকেলিতে যোগ দেওয়ার কথা তো দূরে, সেই জলকেলি) কেবল দেখিতেও (কেবলমাত্র দর্শন করিতেও তাঁহাদের মধ্যে) কাহারও সৌভাগ্য হয় নাই। (এ-স্থলে ভক্তিহীন সন্ন্যাসীদের কথাই বলা হইয়াছে)। "যত মহা"-স্থলে "যত যত"-পাঠান্তর।

১৩২-১৩৩। এই দুই পয়ারে, শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে, ১৩১-পয়ারে কথিত ভক্তিহীন সন্ন্যাসীদের মন্তব্য কথিত হইয়াছে। **আরো বোলে**—সেই ভক্তিহীন সন্ন্যাসিগণ আরও বলেন, **চৈতন্য ইত্যাদি**—এই চৈতন্যদেব সন্ন্যাসী হইয়াছেন। বেদান্তপাঠই (শ্রীপাদ শঙ্করের মায়াবাদভাষ্য-সমন্বিত বেদান্তপাঠই হইতেছে সন্ন্যাসীর ধর্ম; কিন্তু তিনি) **বেদান্তপাঠ ছাড়ি** (বেদান্তপাঠ পরিত্যাগ করিয়া, **কি কার্য্যে ইত্যাদি**—কোন্ উদ্দেশ্যে কীর্তন এবং কীর্তনে হুড়াহুড়ি করিয়া থাকেন? ইহাতে তাঁহার কোন্ কার্যই বা সিদ্ধ হইবে? ইহাতো সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে। **সর্বদাই প্রাণায়াম ইত্যাদি**—সর্বদাই প্রাণায়াম (রেচক, পূরক, কুম্ভকাদি) করিবে—ইহাই হইতেছে সন্ন্যাসীর ধর্ম। **নাচিব কাঁদিব ইত্যাদি**—কীর্তনে নৃত্য করা এবং ক্রন্দন করা কি সন্ন্যাসীর কর্ম? (অর্থাৎ কীর্তন-নৃত্য-ক্রন্দন কখনও সন্ন্যাসীর কর্তব্য নহে)।

১৩৪। তাহাতেই—শ্রীচৈতন্য যে কীর্তন এবং কীর্তনকালে প্রেমাবেশে নৃত্য ক্রন্দন-করেন, সে-জন্যই **যে সব ইত্যাদি**—যাঁহারা উত্তম (ভক্তি-র বিষয় জানেন) সন্ন্যাসী, **তারা বোলে ইত্যাদি**—তাঁহারা বলেন—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য হইতেছেন একজন মহাজন (পরমভাগবত)। (এই উত্তম সন্ন্যাসিগণও মহাপ্রভুর তত্ত্ব জানিতে পারেন না। প্রভুর ভক্তভাব দেখিয়া তাঁহারা প্রভুকে মহাজন-মাত্রই মনে করেন)। "তাহাতেই"-স্থলে "তার মধ্যে"-পাঠান্তর। অর্থ—উল্লিখিত সন্ন্যাসিগণের মধ্যে।

১৩৫। কেহো বোলে ইত্যাদি—কেহ কেহ বলেন—শ্রীচৈতন্য হইতেছেন জ্ঞানী (নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানমার্গাবলম্বী), আবার কেহ কেহ বলেন—শ্রীচৈতন্য হইতেছেন একজন 'বড় ভক্ত'। (এইরূপে তাঁহাকে জ্ঞানী বা বড় ভক্ত বলিয়াই) **প্রশংসেন সভে**—সকলে তাঁহার প্রশংসা করেন। **কিন্তু কেহো না জানেন তত্ত্ব**—শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব (তিনি যে স্বয়ংভগবান্—একথা) কেহই জানেন না। (প্রভুকে জীব মনে করিয়াই তাঁহারা জ্ঞানী বা বড় ভক্ত বলিয়া প্রভুর প্রশংসা করেন)।

১৩৭। পূর্ব্ব—পূর্বে, দ্বাপরে। **সেই সব ভক্ত**—পূর্বে দ্বারকা-লীলায় যাঁহাদের সহিত জলকেলি করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রভুর এই লীলাতেও পার্ষদ। "হৈল"-স্থলে "কৈল" এবং "লই শ্রীচৈতন্যরায়"-

যে প্রসাদ পাইলেন জাহ্নবী-যমুনা।
নরেন্দ্রজলেরো হৈল সেই ভাগ্যসীমা॥ ১৩৮
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ॥ ১৩৯
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণে।
কর্ম্মবন্ধ ছিণ্ডে যার স্মরণ পঠনে॥ ১৪০
তবে প্রভু জলক্রীড়া সম্পূর্ণ করিয়া।
জগন্নাথ দেখিতে চলিলা সভা' লৈয়া॥ ১৪১
জগন্নাথ দেখি প্রভু সর্ব্বভক্তগণ।
লাগিলা করিতে সভে আনন্দক্রন্দন॥ ১৪২
জগন্নাথ দেখি প্রভু হয়েন বিহ্বল।
আনন্দধারায় অঙ্গ তিতিল সকল॥ ১৪৩
অদ্বৈতাদি-ভক্তগোষ্ঠী দেখেন সন্তোষে।
কেবল আনন্দসিন্ধুমধ্যে সভে ভাসে॥ ১৪৪
দুইদিগে সচল নিশ্চল জগন্নাথ।
দেখিদেখি ভক্তগোষ্ঠী হয় দণ্ডপাত॥ ১৪৫
কাশীমিশ্র আনি জগন্নাথের গলার।
মালা আনি অঙ্গভূষা করিলা সভার॥ ১৪৬
মালা লয় প্রভু মহা ভয় ভক্তি করি।
শিক্ষাগুরু নারায়ণ ন্যাসিবেশধারী॥ ১৪৭
বৈষ্ণব তুলসী গঙ্গা, প্রসাদের ভক্তি।
তিঁহো সে জানেন, অন্যে না ধরে সে শক্তি॥ ১৪৮
বৈষ্ণবের ভক্তি এই দেখিলা সাক্ষাত।
গৃহাশ্রমি-বৈষ্ণবেরে করে দণ্ডপাত॥ ১৪৯
সন্ন্যাসগ্রহণ কৈলে হেন কর্ম্ম তার।
পিতা আসি পুত্রেরে করয়ে নমস্কার॥ ১৫০
অতএব ন্যাসাশ্রম সভার বন্দিত।
সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নমস্কার সে বিহিত॥ ১৫১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

স্থলে "এই চৈতন্যলীলায়" এবং "সেই শ্রীচৈতন্যরায়"-পাঠান্তর। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের জলকেলির বিবরণ হরিবংশ, ১৪৫ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

১৩৯-১৪০। ১।২।২৮২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "যার স্মরণ"-স্থলে "তার শ্রবণ"-পাঠান্তর।

১৪১। "সভা লৈয়া"-স্থলে "হর্ষ হৈঞা"-পাঠান্তর।

১৪৪। "দেখেন"-স্থলে "দেখিয়া"-পাঠান্তর।

১৪৫। **সচল নিশ্চল জগন্নাথ**—সচল জগন্নাথ—শ্রীচৈতন্য, আর নিশ্চল জগন্নাথ—শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ। **দণ্ডপাত**—দণ্ডবৎ প্রণিপাত। ৩।২।৩৬৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৬। দ্বিতীয় "আনি"-স্থলে "দিয়া"-পাঠান্তর।

১৪৯। **দেখিলা সাক্ষাত**—প্রভুর আচরণে সাক্ষাদ্‌ভাবে দৃষ্ট হইল। **গৃহাশ্রমি ইত্যাদি**—প্রভু সন্ন্যাসী হইয়াও গৃহাশ্রমী বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়াছেন। ইহাই ভক্তের ধর্ম। ২।১০।৩১১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "দেখিলা"-স্থলে "দেখিলুঁ"-পাঠান্তর।

১৫০। "কর্ম্ম"-স্থলে "শক্তি" এবং "ধর্ম্ম"-পাঠান্তর। **পিতা**—গৃহস্থাশ্রমী পিতা। **পুত্রেরে**—সন্ন্যাসী পুত্রকে।

১৫১। **সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী ইত্যাদি**—এক সন্ন্যাসী অপর সন্ন্যাসীকে নমস্কার করিবেন, ইহাই বিধি; কিন্তু সন্ন্যাসী কখনও গৃহস্থাশ্রমীকে নমস্কার করিবে না, নিজের পিতা হইলেও না। "সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী"-স্থলে "সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীর প্রতি"-পাঠান্তর।

তথাপি আশ্রমধর্ম্ম ছাড়ি বৈষ্ণবেরে।
শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ আপনে নমস্করে ॥ ১৫২
তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া।
যেরূপে কৈলেন লীলা তুলসী লইয়া ॥ ১৫৩
এক ক্ষুদ্র-ভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পূরিয়া।
তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়া ॥ ১৫৪
প্রভু বোলে "মুঞি তুলসীরে না দেখিলে।
ভাল নাহি বাসোঁ যেন মৎস্য বিনে জলে ॥" ১৫৫
যবে চলে সঙ্খ্যা-নাম করিয়া গ্রহণ।
তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন ॥ ১৫৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫২। **আশ্রমধর্ম্ম**—সন্ন্যাসাশ্রমের ধর্ম বা আচার। **শিক্ষাগুরু**—নিজে আচরণ করিয়া যিনি জগৎকে শিক্ষা দান করেন।

১৫৩। মহাপ্রভু কি রূপে বৈষ্ণবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, ১৪৯-৫২ পয়ার-সমূহে তাহা বলিয়া, এক্ষণে প্রভুর তুলসীর প্রতি ভক্তির কথা বলা হইতেছে।

১৫৪-৫৫। **আরোপিয়া**—রোপণ করিয়া। **ভাল নাহি বাসোঁ**—আমার ভাল লাগে না, মনে তৃপ্তি জাগে না। **যেন মৎস্য ইত্যাদি**—জল-ব্যতীত (জলে থাকিতে না পারিলে) মৎস্যের যে অবস্থা হয়, তুলসীর দর্শন না পাইলেও আমার সেই অবস্থা হয়। "বাসোঁ"-স্থলে "বাসে"-পাঠান্তর।

১৫৬। **যবে চলে সঙ্খ্যানাম ইত্যাদি**—যখন সংখ্যারক্ষণপূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে প্রভু চলিতে থাকেন, তখন। নামে শরণাপত্তি-সম্পাদনের নিমিত্ত ব্রতরূপে নামকীর্তন আবশ্যক। ব্রতরূপে নামকীর্তনের নিমিত্ত সংখ্যারক্ষণ-পূর্ব্বক প্রতিদিন নির্দিষ্ট-সংখ্যক নামের কীর্তন আবশ্যক। মহাপ্রভু নিজে আচরণ করিয়া জগতের জীবকে তাহা জানাইয়া গিয়াছেন। ব্রতরক্ষার্থ সংখ্যানাম কীর্তনের পূর্ব্বে বা পরে সংখ্যারক্ষণব্যতীতও নামকীর্তন করা যায়। যেহেতু হরিনাম-মহামন্ত্র-জপ-সম্বন্ধে কোনও বিধি-নিষেধ নাই (২।২৩।৭৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। মহাপ্রভুও বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্রসম্বন্ধে তপনমিশ্রের নিকটে বলিয়াছেন—"রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে। তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥ ১।১০।১৩৬ ॥" "খাইতে শুইতে" নাম-গ্রহণ-কালে সংখ্যা-রক্ষণ সম্ভব নয় (১।১০।১৩৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। রায়-রামানন্দ এবং স্বরূপ-দামোদরের নিকটেও প্রভু বলিয়াছেন—"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশ-কাল-নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ চৈ. চ. ৩।২০।১৪ ॥" শাস্ত্র-প্রমাণ হইতেও তাহা জানা যায় ॥ "ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ হরের্নামনি লুব্ধক ॥ হ. ভ. বি. ॥ ১১।২০২-ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন ॥ —হরিনাম-গ্রহণ-বিষয়ে স্থানের নিয়ম নাই, সময়ের নিয়মও নাই। উচ্ছিষ্টাদিতেও নিষেধ নাই।" আরও বলা হইয়াছে—"ন দেশকালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে। কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিতকামদম্ ॥ হ. ভ. বি. ॥ ১১।২০৪ ॥ —নাম স্বতন্ত্র (কোনও বিধি-নিষেধের অধীন নহেন) ; দেশ, কাল ও অবস্থাদিতে শুদ্ধি-আদির অপেক্ষা রাখেন না। নাম সর্বাভীষ্ট-প্রদ।" এতাদৃশ বহু শাস্ত্রবচন আছে। অবশ্য শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে ব্যাসস্মৃতি হইতে এইরূপ একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—"অঙ্গুল্যগ্রেষু যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে। অসংখ্যাতঞ্চ যজ্জপ্তং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ হ. ভ. বি. ॥ ১৭।৬০ ॥ —অঙ্গুলির অগ্রভাগে যে-জপ করা হয়, মেরুলঙ্ঘনপূর্ব্বক যে-জপ করা হয় এবং অসংখ্যাত (সংখ্যা-রক্ষণ না করিয়া)

পথেও চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
বহয়ে আনন্দধারা সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া ॥ ১৫৭
সন্ধ্যা-নাম লইতে যে স্থানে প্রভু বৈসে।
তথাই থোয়েন তুলসীরে প্রভু পাশে ॥ ১৫৮
তুলসীরে দেখেন, লয়েন সন্ধ্যা-নাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন ॥ ১৫৯
পুন সেই সন্ধ্যা-নাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর অগ্রে তুলসী দেখিয়া ॥ ১৬০
শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা।
ইহা যে মানয়ে, সে-ই জন পায় রক্ষা ॥ ১৬১
জগন্নাথ দেখি, জগন্নাথ নমস্করি।
বাসায় চলিলা গোষ্ঠীসঙ্গে গৌরহরি ॥ ১৬২
যে ভক্তের যেন-রূপ চিত্তের বাসনা।
সেইরূপে সিদ্ধ করে সভার কামনা ॥ ১৬৩
পুত্রপ্রায় করি সভা' রাখিলেন কাছে।
নিরবধি ভক্ত-সবো থাকে প্রভু-পাছে ॥ ১৬৪
যতেক বৈষ্ণব—গৌড়দেশে নীলাচলে।
একত্র থাকেন সভে কৃষ্ণ কুতূহলে ॥ ১৬৫
শ্বেতদ্বীপনিবাসীও এ সব বৈষ্ণব।
চৈতন্যপ্রসাদে লোক দেখিলেক সব ॥ ১৬৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যে-জপ করা হয়, তৎসমস্ত নিষ্ফল হয়।" এই প্রমাণ হইতে জানা যায়, অসংখ্যাত জপ নিষ্ফল। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, উল্লিখিত বাক্য হরিনাম-সম্বন্ধে নহে ; ইহা হইতেছে পুরশ্চরণ-প্রসঙ্গে দীক্ষামন্ত্র-সম্বন্ধে। এই প্রসঙ্গে হরিভক্তিবিলাসে অন্যান্য শাস্ত্রপ্রমাণও উদ্ধৃত হইয়াছে। উল্লিখিত ব্যাসস্মৃতি-বচনের অব্যবহিত পরবর্তী বৈশম্পায়ন সংহিতার বচন হইতেছে—"নৈকবাসা জপেন্মন্ত্রং বহু বস্ত্রাকুলো ন চ। উপর্য্যধো বহির্বস্ত্রে পুরশ্চরণকৃৎ ত্যজেৎ ॥—পুরশ্চরণকারী এক বস্ত্রে মন্ত্র জপ করিবেন না, বহু বস্ত্রাকুলও হইবেন না (অর্থাৎ বহু বস্ত্রও ধারণ করিবেন না)। দেহের উপরিভাগের এবং অধোভাগের বহির্বস্ত্র ত্যাগ করিবেন (অর্থাৎ পরিধানের বসন এবং উত্তরীয়-বসনব্যতীত আর সমস্ত বসন ত্যাগ করা কর্তব্য)।" এই প্রমাণ হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা গেল—মন্ত্র-পুরশ্চরণকারীর পক্ষেই অসংখ্যাত মন্ত্রজপ নিষ্ফল হয়, অর্থাৎ তাহাতে পুরশ্চরণ সার্থক হয় না। হরিনাম-গ্রহণ-সম্বন্ধে উল্লিখিত বিধি প্রযোজ্য নহে। তাহার প্রমাণ এই যে, পুরশ্চরণ-প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে—"রাত্রৌ জপপরো ন চ ॥ হ. ভ. বি. ॥ ১৭।৬০ ॥—রাত্রিতে জপ করিবে না।" এই উক্তি হইতেছে নামসম্বন্ধে পূর্বোদ্ধৃত "ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা"-ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের বিরোধী।

১৫৭। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "পড়য়ে আনন্দধারা শ্রীঅঙ্গ বাহিয়া"-পাঠান্তর।

১৫৮-১৫৯। থোয়েন—রাখেন। "লয়েন"-স্থলে "জপেন" এবং "আন"-স্থলে "তান"-পাঠান্তর। কে বুঝিবে আন—অন্য কে বুঝিবে।

১৬৩-১৬৪। যেন-রূপ—যেইরূপ। "প্রভু-পাছে"-স্থলে "তাঁর পাশে"-পাঠান্তর।

১৬৫। কৃষ্ণ-কুতূহলে—কৃষ্ণকথার আনন্দে। "কৃষ্ণ"-স্থলে "কৃষ্ণকথা"-পাঠান্তর।

১৬৬। গ্রন্থকার পূর্বে নবদ্বীপকেই "শ্বেতদ্বীপ" বলিয়াছেন (২।২৩।২৮৯-পয়ার ও তট্টীকা দ্রষ্টব্য)। তদনুসারে, এ-স্থলে শ্বেতদ্বীপ বলিতে নবদ্বীপকেই বুঝায়। শ্বেতদ্বীপনিবাসী—নবদ্বীপবাসী। শ্বেতদ্বীপ-নিবাসীও ইত্যাদি—নবদ্বীপবাসী এ-সকল বৈষ্ণবকেও, শ্রীচৈতন্যের কৃপায়, লোকগণ দেখিতে পাইল। পরবর্তী

শ্রীমুখে অদ্বৈতচন্দ্র বার বার কহে।
"এ সব বৈষ্ণব—দেবতারো দৃশ্য নহে॥" ১৬৭
ক্রন্দন করিয়া কহে চৈতন্য-চরণে।
"বৈষ্ণব দেখিল প্রভু! তোমার কারণে॥" ১৬৮
এ সব বৈষ্ণব-অবতারে অবতারি।
প্রভু অবতরে ইহা-সভা' অগ্রে করি॥ ১৬৯
যেরূপে প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ।
যেরূপে লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘন॥ ১৭০
তাহানা যেরূপে সঙ্গেপ্রভু অবতরে।
বৈষ্ণবেরে সেইরূপে প্রভু আজ্ঞা করে॥ ১৭১
অতএব বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যায়েন তথাই॥ ১৭২
কর্ম্মবন্ধ-জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্মপুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি কহে॥ ১৭৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পয়ারসমূহের উক্তির সহিতও এইরূপ অর্থের সঙ্গতি দৃষ্ট হয়। "শ্বেতদ্বীপনিবাসীও এসব"-স্থলে "শ্বেতদ্বীপবাসী যত এসব" এবং "শ্বেতদ্বাপনিবাসী এসব শ্রী"-পাঠান্তর। অর্থ—শ্বেতদ্বীপ (অর্থাৎ নবদ্বীপ)-বাসী এই সকল বৈষ্ণব (অর্থাৎ বৈষ্ণবকে)। শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখ-পূর্ব্বক ২।২৩।২৮৯ পয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে, শ্বেতদ্বীপ হইতেছে গোলোকেরই নামান্তর এবং সে-স্থলে ইহাও বলা হইয়াছে, শ্রীগৌর গোলোক-শ্বেতদ্বীপবিহারী শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ বলিয়া তাঁহার ধাম নবদ্বীপও শ্বেতদ্বীপেরই আবির্ভাব-বিশেষ। সুতরাং প্রকট লীলায় গৌরের পরিকরভক্তগণও শ্বেতদ্বীপবাসী পরিকরই। তাই তাঁহাদের দর্শন লোকের পক্ষে দুর্লভ। কৃপা করিয়া গৌর সপরিকরে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়াই লোকের পক্ষে তাঁহাদের দর্শন সম্ভব হইয়াছে।

১৬৭। "দেবতারো"-স্থলে "কভু দেব"-পাঠান্তর।

১৬৮। **ক্রন্দন করিয়া**—লোক সকল কাঁদিতে কাঁদিতে।

১৬৯। অন্বয়। বৈষ্ণব-অবতারে (বৈষ্ণব-ভাবময় বা ভক্তভাবময় শ্রীকৃষ্ণের অবতার-কালে) এ-সবকে (এই সমস্ত বৈষ্ণবকে) অবতারি (অবতারিত করিয়া), ইহা-সভা (এই সমস্ত বৈষ্ণবকে) অগ্রে করিয়া (অগ্রবর্তী করিয়া), প্রভু (ভক্তভাবময় শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীগৌরচন্দ্র) অবতার (অবতীর্ণ হয়েন)।

১৭০-১৭১। **শত্রুঘন**—শত্রুঘ্ন। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "যেন মতে শ্রীলক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন"-পাঠান্তর। **তাহানা**—তাঁহারা (পূর্ব্ববর্তী ১৭০-পয়ারে কথিত প্রদ্যুম্নাদি) **আজ্ঞা করে**—অবতীর্ণ হইতে আদেশ করেন।

১৭২। **জন্ম মৃত্যু নাই**—প্রাকৃত লোকের ন্যায় জন্ম ও মৃত্যু নাই। এই বৈষ্ণবদের আবির্ভাবকেই জন্ম এবং তিরোভাবকেই মৃত্যু বলা হয়। বস্তুতঃ প্রাকৃত লোকের ন্যায় পিতা-মাতার শুক্র-শোণিতে ইহাদের জন্ম হয় না এবং প্রারব্ধ-ভোগান্তে প্রাকৃত জীবের যে-মৃত্যু হয়, সেইরূপ মৃত্যুও ইহাদের নাই। **সঙ্গে আইসেন ইত্যাদি**—প্রভুর সঙ্গে ইহারা আসেন (আবির্ভূত হয়েন) এবং প্রভুর সঙ্গেই আবার তথাই (অপ্রকটধামে) যায়েন (চলিয়া যায়েন—তিরোভাবপ্রাপ্ত হয়েন)। এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে এবং পূর্ব্ববর্তী পয়ার হইতেও বুঝা যায়, প্রভুর নিত্যপার্ষদ বৈষ্ণবদের সম্বন্ধেই জন্ম-মৃত্যুর অভাবের কথা বলা হইয়াছে। "যায়েন তথাই"-স্থলে "যান সেই ঠাঁই"-পাঠান্তর।

১৭৩। **কর্ম্মবন্ধ-জন্ম ইত্যাদি**—এ-সমস্ত বৈষ্ণবের কখনও কর্মবন্ধ-জন্ম (কর্ম বন্ধন-জনিত জন্ম, অর্থাৎ প্রারব্ধ-কর্মফল-ভোগের নিমিত্ত জন্ম) নহে (হয় না) যেহেতু, তাঁহারা মায়াতীত বলিয়া মায়ার

তথাহি (পাদ্মোত্তরখণ্ডে ২৫৭।৫৭ ; ৫৮)—
"যথা সৌমিত্রি-ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া ॥ ১ ॥
পুনস্তেনৈব যাস্যন্তি তদ্‌বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদম্।
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ॥" ২ ॥

হেনমতে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তগণ।
প্রেমে পূর্ণ হইয়া থাকেন সর্ব্বক্ষণ ॥ ১৭৪
ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
ভক্তসঙ্গে তারে মিলে কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ ১৭৫
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৭৬

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে জলক্রীড়াদি-বর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রভাবে কৃতকর্মও তাঁহাদের নাই এবং কর্মফল ভোগের নিমিত্ত জন্মও থাকিতে পারে না। পরন্তু প্রকট-লীলায় প্রভুর সেবার নিমিত্ত এবং লীলার সহায়তার নিমিত্ত প্রভুকর্তৃকই তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডে অবতারিত হইয়া থাকেন)।

শ্লো ॥ ১-২। অন্বয় ॥ যথা (যেরূপ) সৌমিত্রি-ভরতৌ (সুমিত্রানন্দন ভরত এবং লক্ষ্মণ), যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ (যেরূপ সঙ্কর্ষণাদি—সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ), তথা (সেইরূপ) (বৈষ্ণবাঃ—ভগবৎপার্ষদ বৈষ্ণব-গণ) তেনৈব (সেই ভগবানের সহিতই) যদৃচ্ছয়া (যদৃচ্ছাক্রমে) মর্ত্ত্যলোকং জায়ন্তে (মর্ত্যলোকে বা ব্রহ্মাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন—জন্মলীলার অনুকরণে আবির্ভূত হয়েন) ॥ ১ ॥ পুনঃ (আবার) তেনৈব (সই ভগবানের সহিতই) বিষ্ণোঃ (বিষ্ণুর, ভগবানের) তৎ (সেই) শাশ্বতং (নিত্য) পদং (স্থান—ধাম) যাস্যন্তি (গমন করেন) বৈষ্ণবানাং চ (ভরত-লক্ষ্মণ এবং সঙ্কর্ষণাদির ন্যায়, এই বৈষ্ণবদিগেরও) কর্ম্মবন্ধনং (কর্মবন্ধনজনিত) জন্ম (জন্ম) ন বিদ্যতে (নাই) ॥ ২ ॥

অনুবাদ। যেরূপ সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ ও ভরত এবং যেরূপ সঙ্কর্ষণাদি (সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ) (যথাক্রমে শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিতই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন এবং তাঁহাদের সহিতই আবার তাঁহাদের নিত্যধামে গমন করেন), সেইরূপ ভগবৎ-পার্ষদ বৈষ্ণবগণও সেই (তাঁহারা যাঁহার পার্ষদ, সেই) ভগবানের সহিতই যদৃচ্ছাক্রমে (অর্থাৎ কর্মফলবশতঃ নহে) মর্ত্যলোকে (ব্রহ্মাণ্ডে) জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন (জন্মলীলার অনুকরণে আবির্ভূত হয়েন) ॥ ১ ॥ এবং আবার, সেই ভগবানের সহিতই বিষ্ণুর (ভগবানের) সেই নিত্য ধামে গমন করিয়া থাকেন। ভরত-লক্ষ্মণ এবং সঙ্কর্ষণাদির ন্যায়, এই ভগবৎ-পার্ষদ বৈষ্ণবদিগেরও কর্মবন্ধন-জনিত জন্ম নাই ॥ ২ ॥ ৩।৯।১-২ ॥

"তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া"-স্থলে "তেঽপি চ জায়ন্তে সত্যলোকাদ্ যথেচ্ছা" এবং "তদ্‌বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদম্"-স্থলে "তৎপদং শাশ্বতং পরম্"-পাঠান্তর।

পূর্ববর্তী ১৬৯-৭৩-পয়ারসমূহে এই শ্লোকদ্বয়ের মর্মই প্রকাশ করা হইয়াছে।

১৭৪। "ঈশ্বরের সঙ্গে"-স্থলে "মহাপ্রভুর সঙ্গে" এবং "প্রভুসঙ্গে যত"-পাঠান্তর।

১৭৬। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি অন্ত্যখণ্ডে নবম অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(২৭. ১২. ১৯৬৩—২৯. ১২. ১৯৬৩)

অন্ত্যখণ্ড

দশম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রমাকান্ত।
জয় সর্ব্ব-বৈষ্ণবের বল্লভ একান্ত ॥ ১
জয় জয় কৃপাময় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
জীব প্রতি কর' প্রভু! শুভদৃষ্টিপাত ॥ ২.

হেনমতে ভক্তগোষ্ঠী ঈশ্বরের সঙ্গে।
থাকিলা পরমানন্দে সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে ॥ ৩
যে দ্রব্যে প্রভুর প্রীত পূর্ব্ব শিশুকালে।
সকল জানেন তাহা বৈষ্ণবমণ্ডলে ॥ ৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। নীলাচলে অদ্বৈত-গৃহে ভিক্ষার্থে প্রভুকর্তৃক নিমন্ত্রণ-অঙ্গীকার। "প্রভু যেন একাকীই আসেন, তাঁহার সঙ্গের সন্ন্যাসিগণ কেহ যেন না আসেন, তাহা হইলে আয়োজিত সমস্ত দ্রব্যই একা প্রভুকে ভোজন করাইয়া মনের সাধ পূর্ণ করা যাইবে"—অদ্বৈতের এইরূপ ইচ্ছার ফলে ইন্দ্রকর্তৃক ভয়ঙ্কর ঝড়-বৃষ্টি-শিলাপাতের সৃষ্টি। প্রভুর একাকী অদ্বৈত-ভবনে আগমন ও অদ্বৈতের বাসনা-পূরণ। অদ্বৈতকর্তৃক ইন্দ্রের স্তব। প্রভু-কর্তৃক অদ্বৈত-মহিমা-খ্যাপন। ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি—এ-সম্বন্ধে কেশব ভারতীর নিকট প্রভুর প্রশ্ন এবং শাস্ত্র-প্রমাণের উল্লেখপূর্বক ভারতী-কর্তৃক ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন। শ্রীঅদ্বৈতের প্ররোচনায় ভক্তবৃন্দ-কর্তৃক শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা-গুণ-মহিমাদির কীর্তন। কীর্তনধ্বনি শুনিয়া প্রভুর কীর্তন-স্থলে আগমন এবং আত্মস্তুতি শুনিয়া সে-স্থান পরিত্যাগ এবং রুষ্ট হইয়া বাসায় গিয়া শয়ন। ভক্তগণ প্রভুর নিকটে আসিলে প্রভু-কর্তৃক তিরস্কার। শ্রীবাসকর্তৃক হস্তদ্বারা সূর্যের আচ্ছাদনদ্বারা প্রভুর আত্মগোপনের অসম্ভবতা জ্ঞাপন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কীর্তন করিতে করিতে অসংখ্য লোকের সে-স্থানে আগমন এবং প্রভুর ভগবত্তা-খ্যাপন। নীলা-চলে প্রভুর সহিত রূপসনাতনের মিলন এবং প্রভুর আদেশে শ্রীঅদ্বৈতকর্তৃক তাঁহাদিগকে প্রেমভক্তি দান। প্রভুকর্তৃক তাঁহাদিগকে বৃন্দাবনে প্রেরণ। শ্রীবাসের নিকটে প্রভুর অদ্বৈত-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা, শ্রীবাসের উত্তরে প্রভুর ক্রোধ এবং অদ্বৈত-মহিমা-খ্যাপন। সিদ্ধবৈষ্ণবের আচরণের দুর্জ্ঞেয়ত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে, শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত ভৃগুকর্তৃক নারায়ণের বক্ষোদেশে পদাঘাতের বিবরণ।

৪। **যে দ্রব্যে ইত্যাদি**—পূর্বে শিশুকালে যে-দ্রব্যের প্রতি প্রভুর প্রীতি ছিল (যে-দ্রব্য প্রভু ভাল-বাসিতেন)। **বৈষ্ণবমণ্ডলে**—নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "জানিঞা আনিলা তাহা বৈষ্ণব-সকলে"-পাঠান্তর।

সেই সব দ্রব্য সভে প্রেমযুক্ত হৈয়া।
আনিঞা আছেন প্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া॥ ৫
সেই সব দ্রব্য প্রীতে করিয়া রন্ধন।
ঈশ্বরেরে আসিয়া করেন নিমন্ত্রণ॥ ৬
যে দিনে যে ভক্তগৃহে হয় নিমন্ত্রণ।
তথাই পরমপ্রীতে করেন ভোজন॥ ৭
শ্রীলক্ষ্মীর অংশ—যত বৈষ্ণবগৃহিণী।
কি বিচিত্র রন্ধন করেন, নাহি জানি॥ ৮
নিরবধি সভার নয়নে প্রেমধার।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ শ্রীমুখ সভার॥ ৯
পূর্ব্ব ঈশ্বরের প্রীতি যে সব ব্যঞ্জনে।
নবদ্বীপে শ্রীবৈষ্ণবী সভে তাহা জানে॥ ১০
প্রেমযোগে সেইমত করেন রন্ধন।
প্রভুও পরম প্রেমে করেন ভোজন॥ ১১
একদিন শ্রীঅদ্বৈতসিংহ মহামতি।
প্রভুরে বলিলা "আজি ভিক্ষা মোর ইথি॥ ১২
মুষ্ঠ্যেক তণ্ডুল প্রভু! রান্ধিব আপনে।
হস্ত মোর সত্য হউ তোমার ভক্ষণে॥" ১৩
প্রভু বোলে "যে জন তোমার অন্ন খায়।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সে-ই পায় সর্ব্বথায়॥ ১৪
আচার্য্য! তোমার অন্ন আমার জীবন।
তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন॥ ১৫
তুমি যে নৈবেদ্য কর' করিয়া রন্ধন।
মাগিয়াও খাইতে আমার তথি মন॥" ১৬
শুনিঞা প্রভুর ভক্তবৎসলতা-বাণী।
কি আনন্দে অদ্বৈত ভাসেন নাহি জানি॥ ১৭
পরমসন্তোষে তবে বাসায় আইলা।
প্রভুর ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা॥ ১৮
লক্ষ্মী-অংশে জন্ম—অদ্বৈতের পতিব্রতা।
লাগিলা করিতে কার্য্য হই হরষিতা॥ ১৯
প্রভুর প্রীতের দ্রব্য গৌড়দেশ হৈতে।
যত আনিঞাছেন সব লাগিলেন দিতে॥ ২০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫। ভিক্ষার—আহারের। "প্রভুর"-স্থলে "সভে"-পাঠান্তর।

৭। "তথাই"-স্থলে "তাহাই"-পাঠান্তর।

৮। শ্রীলক্ষ্মীর অংশ—স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহারূপা লক্ষ্মীদেবীর অংশ বৈষ্ণবগৃহিণীগণ। সুতরাং তাঁহারা জীবতত্ত্ব নহেন, পরন্তু স্বরূপশক্তিরই মূর্ত্তরূপ, প্রভুর নিত্যপরিকর)।

১০। শ্রীবৈষ্ণবী—বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ।

১১। প্রেমযোগে—প্রীতির সহিত। প্রেমে—প্রীতির সহিত। "প্রেমে"-স্থলে "প্রীতে"-পাঠান্তর।

১২। মোর ইথি—আমার এখানে, আমার গৃহে। "ইথি"-স্থলে "তথি"-পাঠান্তর। তথি—সেখানে।

১৩। সত্য—সার্থক, ধন্য। "সত্য"-স্থলে "ধন্য" এবং "ভক্ষণে"-স্থলে "রন্ধনে"-পাঠান্তর। রন্ধনে—তোমার রন্ধনে—তোমার আহারের নিমিত্ত রন্ধনে (আমার হস্ত সার্থক বা ধন্য হউক)।

১৪। কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ—কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণ।

১৬। তথি—তাহাতে, শ্রীকৃষ্ণনৈবেদ্যে।

১৮। "তবে"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর। সজ্জ—আয়োজন।

১৯। পতিব্রতা—পতিব্রতা গৃহিণী। লক্ষ্মী-অংশে জন্ম—পূর্ববর্তী ৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২০। "আনিঞাছেন"-স্থলে "নিঞাছিলা" এবং "নিঞাছেন"-পাঠান্তর।

রন্ধনে বসিলা শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
চৈতন্যচন্দ্রেরে করি হৃদয়ে বিজয় ॥ ২১
পতিব্রতা ব্যঞ্জনের পরিপাটি করে।
যতেক প্রকার করে, যেন চিত্তে স্ফুরে ॥ ২২
'শাকে ঈশ্বরের বড় প্রীতি' ইহা জানি।
নানা শাক দিলেন—প্রকার দশ আনি ॥ ২৩
আচার্য্য রান্ধেন, পতিব্রতা কর্ম্ম করে।
দুইজন ভাসে যেন আনন্দসাগরে ॥ ২৪
অদ্বৈত বোলেন "শুন কৃষ্ণদাসের মাতা!
তোমারে কহিয়ে আমি এক মনঃকথা ॥ ২৫
যত কিছু করিয়াছি এ সব সম্ভার।
কোন্ রূপে ইহা প্রভু করেন স্বীকার ॥ ২৬
যদি আসিবেন সন্ন্যাসীর গোষ্ঠী লৈয়া।
কিছু না খাইব তবে, জানি আমি ইহা ॥ ২৭
অপেক্ষিত যত যত মহান্ত সন্ন্যাসী।
সভেই প্রভুর সঙ্গে ভিক্ষা করেন আসি ॥ ২৮
সভেই প্রভুরে করেন পরম অপেক্ষা।
প্রভুসঙ্গে সভে আসি প্রীতে করেন ভিক্ষা ॥" ২৯
অদ্বৈত চিন্তেন মনে "হেন পাক হয়।
একেশ্বর প্রভু আসি করেন বিজয় ॥ ৩০
তবে ইহা সব মুঞি পারোঁ খাওয়াইতে।
এ কামনা মোর সিদ্ধ হয় কোন্ মতে ॥" ৩১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২১। **বিজয়**—আগমনের নিমিত্ত আহ্বান, স্মরণ। "চন্দ্রেরে"-স্থলে "চরণ"-পাঠান্তর।

২২। **যেন**—যেরূপ। **চিত্তে স্ফুরে**—চিত্তে স্ফুরিত হয়, ইচ্ছা জাগে। "ব্যঞ্জনের"-স্থলে "রন্ধনের" এবং "যতেক"-স্থলে "কতেক"-পাঠান্তর।

২৪। "যেন"-স্থলে "মহা"-পাঠান্তর।

২৫। **কৃষ্ণদাস**—শ্রীঅদ্বৈতের পুত্র কৃষ্ণ মিশ্র (সম্ভবতঃ কৃষ্ণদাস মিশ্র)।

২৬। **সম্ভার**—প্রভুর ভোগের আয়োজন। **কোন্ রূপে ইত্যাদি**—প্রভু কিরূপে এ-সমস্ত অঙ্গীকার করিলে আমার মনের তৃপ্তি হয়, তাহা তোমার নিকটে বলিতেছি। পরবর্তী ২৭-৩১ পয়ার দ্রষ্টব্য। "করিয়াছি এ"-স্থলে "এই করিয়াছিয়ে" এবং "ইহা প্রভু"-স্থলে "প্রভু (ইহা) সব"-পাঠান্তর। **প্রভু (ইহা) সব**—একাকী প্রভুই এ-সমস্ত।

২৮। **অপেক্ষিত**—প্রভুর অপেক্ষিত। প্রীতিবশতঃ ভোজন-সময়ে প্রভু যাঁহাদের অপেক্ষা করেন, অর্থাৎ প্রভুর সঙ্গে যাঁহারা ভোজন করিলে প্রভু সুখী হয়েন, সে-সকল মহান্ত সন্ন্যাসী। "সভেই প্রভুর সঙ্গে ভিক্ষা করেন"-স্থলে "সভে প্রভু-সঙ্গে ভিক্ষা করিবেন"-পাঠান্তর।

২৯। **সভেই প্রভুরে ইত্যাদি**—সেই সন্ন্যাসিগণের সকলেই প্রভুর অত্যন্ত অপেক্ষা করেন, অর্থাৎ প্রভুর প্রতি অত্যন্ত প্রীতিবশতঃ তাঁহারা যে-স্থলে ভোজন করেন, প্রভুও সে-স্থলে ভোজন করিলে তাঁহারা অত্যন্ত সুখী হয়েন। অথবা প্রভুর প্রতি অত্যন্ত প্রীতিবশতঃ, প্রভু যে-স্থলে ভোজন করেন, তাঁহারাও সে-স্থলে ভোজন করিলে অত্যন্ত সুখ অনুভব করিয়া থাকেন।

৩০-৩১। **হেন পাক হয়**—এই প্রকার যদি হয়, এমন যদি হয়। **পাক**—প্রকার। **করেন বিজয়**—উপনীত হয়েন। **ইহা সব**—ভোগের জন্য যে-সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে, তৎসমস্তই, **মুঞি ইত্যাদি**—একা প্রভুকে আমি খাওয়াইতে পারিব। "এ কামনা মোর"-স্থলে "এই মোর মন"-পাঠান্তর।

এইমত মনে চিন্তে' অদ্বৈত-আচার্য্য ।
রন্ধন করেন মনে ভাবি সেই কার্য্য ॥ ৩২
ঈশ্বরো করিয়া সন্ধ্যা-নামের গ্রহণ ।
মধ্যাহ্নাদিক্রিয়া করিবারে হৈল মন ॥ ৩৩
যে সব সন্ন্যাসী প্রভুসঙ্গে ভিক্ষা করে ।
তাঁরা-সবো চলিলা মধ্যাহ্ন করিবারে ॥ ৩৪
হেনকালে মহা ঝড় বৃষ্টি আচম্বিতে ।
আরম্ভিলা দেবরাজ অদ্বৈতের হিতে ॥ ৩৫
শিলাবৃষ্টি চতুর্দ্দিগে বাজে ঝন্‌ঝনা ।
অসম্ভব বাতাস, বৃষ্টির নাহি সীমা ॥ ৩৬
সর্ব্বদিগ অন্ধকার হইল ধূলায় ।
বাসাতে যাইতে কেহো পথ নাহি পায় ॥ ৩৭
হেন ঝড় বহে, কেহো স্থির হৈতে নারে ।
কেহো নাহি জানে কোথা লৈয়া যায় কারে ॥ ৩৮
সবে যথা শ্রীঅদ্বৈত করেন রন্ধন ।
তথা মাত্র হয় অল্প ঝড় বরিষণ ॥ ৩৯
যত ন্যাসী ভিক্ষা করে প্রভুর সংহতি ।
উদ্দেশো নাহিক কারো কে বা গেলা কতি ॥ ৪০
এথা শ্রীঅদ্বৈতসিংহ করিয়া রন্ধন ।
উপস্করি থুইলেন শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন ॥ ৪১
ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, সর, নবনী, পিষ্টক ।
নানামত শর্করা, সন্দেশ, কদলক ॥ ৪২
সভার উপরে দিয়া তুলসীমঞ্জরী ।
ধ্যানে বসিলেন আনিবারে গৌরহরি ॥ ৪৩
একেশ্বর প্রভু আইসেন যেন-মতে ।
এইমত মনে ধ্যান করেন অদ্বৈতে ॥ ৪৪
সত্য গৌরচন্দ্র অদ্বৈতের ইচ্ছাময় ।
একেশ্বর মহাপ্রভু হইলা বিজয় ॥ ৪৫
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" বলি প্রেমসুখে ।
প্রত্যক্ষ হইলা আসি অদ্বৈত-সম্মুখে ॥ ৪৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩২। "ভাবি সেই"-স্থলে "ভাবে এই"-পাঠান্তর।

৩৩। মধ্যাহ্নাদিক্রিয়া— মধ্যাহ্ন-কৃত্য, মধ্যাহ্ন-স্নানাদি।

৩৫। "কালে"-স্থলে "বেলা" এবং "বেলে"-পাঠান্তর। দেবরাজ— ইন্দ্র। ঝড়-বৃষ্টির নিয়ন্তা বা অধিপতি হইতেছেন ইন্দ্র। অদ্বৈতের হিতে—অদ্বৈতের হিতের (প্রীতির) নিমিত্ত।

৩৬। বাজে ঝন্‌ঝনা— ঝন্‌ঝন্ রবে মেঘের গর্জন অথবা শিলাবৃষ্টির শব্দ উঠিল। 'ঝন্‌ঝনা"-স্থলে "ঝম্‌ঝমা" এবং "অসম্ভব" স্থলে "অসম্ভব্য"-পাঠান্তর।

৩৭। "হইল ধূলায়"-স্থলে "হৈল ধূলাময়"-পাঠান্তর।

৩৮। "কারে"-স্থলে "ঝড়ে"-পাঠান্তর।

৩৯। ঝড় বরিষণ—ঝড় (তুফান) এবং বৃষ্টি।

৪০। কতি—কোন্ স্থানে।

৪১। উপস্করি—উপস্কার বা পরিষ্কার করিয়া, পরিপাটির সহিত সাজাইয়া।

৪৩। ধ্যানে—গৌরহরির ধ্যান করিতে।

৪৪। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "এইরূপে মনে ধ্যান লাগিলা করিতে"-পাঠান্তর।

৪৫। অদ্বৈতের ইচ্ছাময়—অদ্বৈতের ইচ্ছা-পূরণেই তৎপর। ভক্তবৎসল ভগবানের "ভক্তবাঞ্ছাপূর্ত্তি-বিনু নাহি অন্যকৃত্য।" বিজয়—উপনীত।

সম্ভ্রমে অদ্বৈত পাদপদ্মে নমস্করি।
আসন দিলেন, বসিলেন গৌরহরি ॥ ৪৭
ভিন্ন সঙ্গ কেহো নাহি, ঈশ্বর কেবল।
দেখিয়া অদ্বৈত হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥ ৪৮
হরিষে করেন পত্নীসহিতে সেবন।
পাদপ্রক্ষালন দেহে' চন্দন ব্যজন ॥ ৪৯
বসিলেন মহাপ্রভু আনন্দে ভোজনে।
অদ্বৈত করেন পরিবেষণ আপনে ॥ ৫০
যতেক ব্যঞ্জন দেন অদ্বৈত সন্তোষে।
প্রভুও করেন পরিগ্রহ প্রেমরসে ॥ ৫১
যতেক ব্যঞ্জন প্রভু ভোজন করেন।
সভাকার কিছু কিছু অবশ্য এড়েন ॥ ৫২
অদ্বৈতের প্রতি প্রভু বোলেন হাসিয়া।
"কেনে এড়ি ব্যঞ্জন, জানহ তুমি ইহা ? ৫৩
যতেক ব্যঞ্জন খাই, চাহি জানিবার।
অতএব কিছু কিছু এড়িয়ে সভার ॥" ৫৪
হাসিয়া বোলেন প্রভু "শুনহ আচার্য্য !
কোথায় শিখিলা তুমি এ রন্ধন-কার্য্য ? ৫৫
আমি ত এমত কভু নাহি খাই শাক।
সকলি বিচিত্র—যত করিয়াছ পাক ॥" ৫৬
যত দেন শ্রীঅদ্বৈত, প্রভু সব খায়।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গরায় ॥ ৫৭
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, সর, সন্দেশ অপার।
যত দেন, প্রভু সব করেন স্বীকার ॥ ৫৮
ভোজন করেন শ্রীচৈতন্য ভগবান্।
অদ্বৈতসিংহের করি পূর্ণ মনস্কাম ॥ ৫৯
পরিপূর্ণ হৈল যদি প্রভুর ভোজন।
তখনে অদ্বৈত করে ইন্দ্রের স্তবন ॥ ৬০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৯। **পত্নীসহিতে সেবন**—শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার পত্নীর সহিত প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত-গৃহিণী দূর হইতেই সেবার দ্রব্য অদ্বৈতের নিকটে যোগাইতেন, প্রভুর সম্মুখে আসিতেন না। যেহেতু, প্রভু সন্ন্যাসী বলিয়া স্ত্রীলোকের দর্শন করিতেন না। সন্ন্যাসের পরে শচীমাতাব্যতীত অন্য কোনও স্ত্রীলোকের দর্শন প্রভু করেন নাই। কিরূপে প্রভুর সেবা হইয়াছে, পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধে তাহা বলা হইয়াছে—পাদপ্রক্ষালনাদি। **দেহে চন্দন-ব্যজন**—প্রভুর দেহে (শ্রীঅঙ্গে) চন্দন-লেপন এবং চামর-ব্যজন (বাতাস করা)। "চন্দন"-স্থলে "চামর"-পাঠান্তর।

৫১। **সন্তোষে**—আনন্দের সহিত। **করেন পরিগ্রহ**—গ্রহণ (আহার) করেন। **প্রেমরসে**—প্রীতির বা তৃপ্তির সহিত।

৫২। **এড়েন**—রাখিয়া দেন। "সভাকার"-স্থলে "সভারই"-পাঠান্তর।

৫৩। **এড়ি**—কিছু কিছু রাখিয়া দেই। **জানহ**—জান কি ? "জানহ"-স্থলে "জান কি"-পাঠান্তর।

৫৪। **যতেক ব্যঞ্জন ইত্যাদি**—যত রকমের ব্যঞ্জন আমি খাইলাম, তাহা পরে জানিতে ইচ্ছা করি। **অতএব ইত্যাদি**—এজন্য প্রত্যেক ব্যঞ্জনেরই কিছু কিছু রাখিয়া দিলাম (পরে এই অবশিষ্ট ব্যঞ্জন দেখিয়া সংখ্যা নির্ণয় করিব)। "যতেক"-স্থলে "কতেক"-পাঠান্তর।

৫৫। "তুমি এ রন্ধন"-স্থলে "তুমি রন্ধনের"-পাঠান্তর।

৫৮। "সব"-স্থলে "তত"-পাঠান্তর।

"আজি ইন্দ্র ! জানিলুঁ তোমার অনুভব।
আজি জানিলাঙ তুমি নিশ্চয় 'বৈষ্ণব'॥ ৬১
আজি হৈতে তোমারে দিবাঙ পুষ্প জল।
আজি ইন্দ্র ! তুমি মোরে কিনিলা কেবল॥" ৬২
প্রভু বোলে "আজি ত ইন্দ্রেরে বড় স্তুতি।
কি হেতু ইহার ? কহ দেখি মোর প্রতি॥" ৬৩
অদ্বৈত বোলেন "তুমি করহ ভোজন।
কি কার্য্য তোমার ইহা করিয়া শ্রবণ॥" ৬৪
প্রভু বোলে "আর কেনে লুকাও আচার্য্য !
যত ঝড় বৃষ্টি—সব তোমারি সে কার্য্য॥ ৬৫
ঝড়ের সময় নহে, তবে অকস্মাত।
মহাঝড় মহাবৃষ্টি মহাশিলাপাত॥ ৬৬
তুমি ইচ্ছা করিয়া সে এ সব উৎপাত।
করাইয়া আছ' তাহা বুঝিল সাক্ষাত॥ ৬৭
যে লাগি ইন্দ্রের দ্বারে করাইলা ইহা।
তাহো কহি এই আমি বিদিত করিয়া॥ ৬৮
'সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমি করিলে ভোজন।
কিছু না খাইব আমি' এ তোমার মন॥ ৬৯
একেশ্বর আইলে সে আমারে সকল।
খাওয়াইয়া নিজ ইচ্ছা করিবা সফল॥ ৭০
অতএব এ সকল উৎপাত সৃজিয়া।
নিষেধিলা ন্যাসিগণ মনে আজ্ঞা দিয়া॥ ৭১
ইন্দ্র আজ্ঞাকারী, এ তোমার কোন্ শক্তি।
ভাগ্য সে ইন্দ্রের, যে তোমারে করে ভক্তি॥ ৭২
কৃষ্ণ না করেন যার সঙ্কল্প অন্যথা।
যে করিতে পারে কৃষ্ণ-সাক্ষাত সর্ব্বথা॥ ৭৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬১। অনুভব—অনুভাব, প্রভাব।

৬৩। "ত"-স্থলে "যে"-পাঠান্তর।

৬৬। ঝড়ের সময় নহে—এখন ঝড়ের সময় নয়, অর্থাৎ বৎসরের এই সময়টায় ঝড়-বৃষ্টি হয় না। "তবে" স্থলে "কেনে"-পাঠান্তর।

৭০। "ইচ্ছা"-স্থলে "ইষ্ট"-পাঠান্তর। ইষ্ট—অভীষ্ট, ইচ্ছা।

৭১। অন্বয়। অতএব (তোমার আয়োজিত সমস্ত দ্রব্য একাকী আমাকে খাওয়াইবার ইচ্ছা তোমার মনে হইয়াছিল বলিয়া) মনে আজ্ঞা দিয়া (মনে মনে ইন্দ্রকে আদেশ করিয়া) এ-সকল (ঝড়-বৃষ্টি-শিলাপাতাদি) উৎপাত (উপদ্রব) সৃজিয়া (ইন্দ্রদ্বারা সৃষ্টি করিয়া) ন্যাসিগণ (আমার সঙ্গের সন্ন্যাসী-দিগকে) নিষেধিলা (আমার সঙ্গে আসিতে নিষেধ করিয়াছ, অর্থাৎ তোমারই অভীষ্ট উৎপাতের ফলে সন্ন্যাসিগণ আমার সঙ্গে আসিতে পারেন নাই)।

৭২। অন্বয়। ইন্দ্র আজ্ঞাকারী (ইন্দ্র যে তোমার আদেশ পালনকারী, তোমার আদেশ শিরোধার্য করিয়া ইন্দ্র যে ঝড়-বৃষ্টি শিলাপাতাদি উৎপাতের সৃষ্টি করিয়াছেন), এ তোমার কোন্ শক্তি (ইহা তোমার কি-ই বা প্রভাব ? তোমার সমগ্র প্রভাবের তুলনায় ইহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর)। যে তোমারে করে ভক্তি (ইন্দ্র যে তোমাকে ভক্তি করেন, অর্থাৎ তোমার প্রতি ইন্দ্রের শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে বলিয়াই ইন্দ্র তোমার আদেশ পালন করিয়াছেন ; এইরূপে, ইন্দ্র যে তোমার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি পোষণ করেন), ভাগ্য সে ইন্দ্রের (তাহা ইন্দ্রের পরম সৌভাগ্যই)।

৭৩। এই পয়ারের পরবর্তী ৭৪-৭৬ পয়ারসমূহেও "যার" এবং "যে" শব্দদ্বয়ে শ্রীঅদ্বৈতকেই লক্ষ্য

কৃষ্ণচন্দ্র যার বাক্য করেন পালন।
কি অদ্ভুত তারে এই ঝড় বরিষণ ॥ ৭৪
যম কাল মৃত্যু যার আজ্ঞা শিরে।
নারদাদি বাঞ্ছে যোগেশ্বর-মুনীশ্বরে ॥ ৭৫
যে-তোমা'-স্মরণে সর্ব্ব বন্ধবিমোচন।
কি বিচিত্র তারে এই ঝড় বরিষণ ॥ ৭৬
তোমা' জানে হেন জন কে আছে সংসারে।
তুমি কৃপা করিলে সে ভক্তিফল ধরে ।।' ৭৭
অদ্বৈত বোলেন "তুমি সেবকবৎসল।
কায়মনোবাক্যে আমি ধরি এই বল ।। ৭৮
সর্ব্বকাল সিংহ আমি তোর ভক্তিবলে।
এই বর 'মোরে না ছাড়িবা কোনো কালে ।।' ৭৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করা হইয়াছে। যে করিতে পারে ইত্যাদি—যিনি সর্বথা (সকল স্থানেই অর্থাৎ স্বীয় ইচ্ছানুসারে যে-কোনও স্থানেই, স্বীয় ভক্তির প্রভাবে) কৃষ্ণ-সাক্ষাত করিতে (শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাতে আনয়ন করিতে, অর্থাৎ অবতীর্ণ করাইতে) পারেন।

৭৪। অন্বয়।' কৃষ্ণচন্দ্র (স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজে পরম-স্বতন্ত্র হইয়াও) যার বাক্য করেন পালন (ভক্তির বশীভূত হইয়া যাঁহার বাক্য রক্ষা করেন, যাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করেন), কি অদ্ভুত তারে এই ঝড় বরিষণ (তাঁহার সঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি-শিলাপাতাদির সৃষ্টি আর বিচিত্র কি? অর্থাৎ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও যাঁহার বাক্য পালন করেন, ইন্দ্র যে তাঁহার ইচ্ছা-পূরণের নিমিত্ত ঝড়-বৃষ্টি-শিলাপাতাদির সৃষ্টি করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে?)।

৭৫-৭৬। যম কাল মৃত্যু—যম, কাল এবং মৃত্যু। বাঞ্ছে—যাহার আজ্ঞা শিরোধার্য করিতে বাসনা করে। "বাঞ্ছে"-স্থলে "দেবো"-পাঠান্তর। "যে-তোমা-স্মরণে সর্ব্ব"-স্থলে "যে তোমারে স্মঙরে তার"-পাঠান্তর।

৭৭। তোমা' জানে—তোমার মহিমা জানে। "কে"-স্থলে "কি"-পাঠান্তর।

৭৮। পূর্ববর্তী ৭২-৭৭ পয়ারসমূহে মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতের মহিমা খ্যাপন করিয়াছেন। তাহা শুনিয়া অদ্বৈত প্রভুকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ৭৮-৭৯ পয়ারদ্বয়ে কথিত হইয়াছে। শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন—প্রভু, তুমি হইতেছ সেবকবৎসল (তোমার বাৎসল্য—স্নেহ, করুণা হইতে তোমার সেবককে তুমি কখনও বঞ্চিত কর না)। আমি কায়মনোবাক্যে এই (তোমার এতাদৃশ ভক্তবাৎসল্যরূপ) বলই (শক্তিই) ধারণ করিয়া থাকি (তাৎপর্য—প্রভু, তুমি সেবক-বৎসল) আমিও আমার চিত্তে নিজেকে তোমার সেবক বলিয়াই অভিমান পোষণ করি এবং এই অভিমানবশতঃ আমি আমার কায়ে (দেহেতেও) শক্তি পাইতেছি, দেহের দ্বারা আমি যাহা কিছু করি, তাহাতেও শক্তি পাইতেছি, মনে যাহা ভাবি, তাহাতেও শক্তি পাইতেছি এবং বাক্যে যাহা কিছু বলি, তাহতেও শক্তি পাইতেছি। তোমার সেবক-বাৎসল্যের স্মৃতিতে আমি যে-শক্তি অনুভব করি, তাহাই আমার সমস্ত কার্যের, সমস্ত ভাবনার এবং সমস্ত বাক্যের উপজীব্য। আমার এই ভরসা আছে,—তোমার স্নেহ ও করুণা হইতে আমি কখনও বঞ্চিত হইব না)।

৭৯। সিংহ—পূর্বোক্ত কারণে সিংহতুল্য বলীয়ান্। তোর ভক্তিবলে—তোমা-বিষয়ে আমার ভক্তির প্রভাবে (আমি সিংহতুল্য বলীয়ান্)। এইবর ইত্যাদি—প্রভু, তোমার চরণে আমি এই বর (এই কৃপাই) প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আমাকে কখনও পরিত্যাগ করিবে না, তোমার বাৎসল্য-স্নেহ-করুণা হইতে আমাকে

এইমত দুই প্রভু বাকোবাক্য রসে।
ভোজন সম্পূর্ণ হৈল আনন্দবিশেষে ॥ ৮০
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
সত্য সত্য সত্য ইথে নাহিক অন্যথা ॥ ৮১
শুনিতে এ সব কথা যার প্রীত নয়।
সে অধম অদ্বৈতের অদৃশ্য নিশ্চয় ॥ ৮২
হরি-শঙ্করের যেন প্রীত সত্য কথা।
অবুধ প্রাকৃতগণে না বুঝে সর্ব্বথা ॥ ৮৩
একের অপ্রীতে হয় দোঁহার অপ্রীত।
হরি-হরে যেন—তেন চৈতন্য-অদ্বৈত ॥ ৮৪
নিরবধি অদ্বৈত এ সব কথা কয়'।
জগতের ত্রাণ লাগি কৃপালুহৃদয় ॥ ৮৫
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি যার।
জানিহ ঈশ্বরসঙ্গে ভেদ নাহি তার ॥ ৮৬
ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
কৃষ্ণে ভক্তি হয় তার সর্ব্বত্র কল্যাণ ॥ ৮৭
অদ্বৈতসিংহের করি পূর্ণ মনস্কাম।
বাসায় চলিলা শ্রীচৈতন্য ভগবান্ ॥ ৮৮
এইমত শ্রীবাসাদি-ভক্তগণ-ঘরে।
ভিক্ষা করি সভারেই পূর্ণকাম করে ॥ ৮৯
সর্ব্বগোষ্ঠী লই নিরবধি সঙ্কীর্ত্তন।
নাচায়েন নাচেন আপনে অনুক্ষণ ॥ ৯০
দামোদরপণ্ডিত আইরে দেখিবারে।
গিয়াছিলা, আই দেখি আইলা সত্বরে ॥ ৯১
দামোদর দেখি প্রভু আনিঞা নিভৃতে।
আইর বৃত্তান্ত লাগিলেন জিজ্ঞাসিতে ॥ ৯২
প্রভু বোলে "তুমি যে আছিলা তান কাছে।
সত্য কহ, আইর কি বিষ্ণুভক্তি আছে ?" ৯৩
পরম তপস্বী নিরপেক্ষ দামোদর।
শুনি ক্রোধে লাগিলেন করিতে উত্তর ॥ ৯৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কখনও বঞ্চিত করিবে না। তুমি সেবক-বৎসল। আমিও নিজেকে তোমার সেবক বলিয়া অভিমান পোষণ করি। তথাপি কোনও দুর্দৈববশতঃ যদি কখনও আমি সেবকের পক্ষে অনুচিত কোনও কাজ করিয়া থাকি, তথাপি আমি যেন তোমার বাৎসল্য হইতে বঞ্চিত না হই—এই কৃপাই, প্রভু, তোমার চরণে আমি প্রার্থনা করি।

৮০। বাকোবাক্য রসে—পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তির আনন্দ।

৮২। অদৃশ্য—দর্শনের অযোগ্য।

৮৩। হরিশঙ্করের—শ্রীহরির এবং শ্রীশঙ্করের (শিবের)। অবুধপ্রাকৃতগণে—সদ্‌বুদ্ধিহীন মায়াবদ্ধ সংসারী লোকগণ। না বুঝে—হরি ও শঙ্করের মধ্যে যে প্রীতি আছে, তাহা বুঝে না। "অবুধ প্রাকৃত"-স্থলে "অবুধ-প্রকৃতি"-পাঠান্তর। অর্থ—স্বভাবতঃই বুদ্ধিহীন।

৮৪। একের অপ্রীতে ইত্যাদি—হরি ও হর (শিব), অথবা শ্রীচৈতন্য ও অদ্বৈত, ইঁহাদের একজনের প্রতি প্রীতি থাকিলেও যদি আর একজনের প্রতি অপ্রীতি থাকে, তাহা হইলে দুইজনই অপ্রীত হয়েন (দুই জনের কেহই প্রীতিলাভ করিতে পারেন না)।

৮৯। "ভক্তগণ"-স্থলে "সব ভক্ত"-পাঠান্তর।

৯১। আইলা—নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে আসিলেন।

৯৪। নিরপেক্ষ—সত্য কথা বলিতে যিনি কাহারও অপেকা রাখেন না, এমন কি প্রভুর অপেক্ষাও রাখেন না।

"কি বলিলা গোসাঞি ! আইর ভক্তি আছে ?
ইহাও জিজ্ঞাস' প্রভু তুমি কোন কাজে ॥ ৯৫
আইর প্রসাদে সে তোমার বিষ্ণুভক্তি।
যত কিছু তোমার, সকল তাঁর শক্তি ॥ ৯৬
যতেক তোমার বিষ্ণুভক্তির উদয়।
আইর প্রসাদে সব জানিহ নিশ্চয় ॥ ৯৭
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
যতেক আছয়ে বিষ্ণুভক্তির বিকার ॥ ৯৮
ক্ষণেকো আইর দেহে নাহিক বিরাম।
নিরবধি শ্রীবদনে সবে কৃষ্ণনাম ॥ ৯৯
আইরো ভক্তির কথা জিজ্ঞাস' গোসাঞি।
'বিষ্ণুভক্তি' যারে বোলে, সে-ই দেখ আই ॥ ১০০
মূর্তিমতী ভক্তি আই—কহিল তোমারে।
জানিঞাও মায়া করি জিজ্ঞাস' আমারে ॥ ১০১
প্রাকৃতশব্দেও যে বা বলিবেক 'আই'।
আই-শব্দ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই ॥' ১০২
দামোদরমুখে শুনি আইর মহিমা।
গৌরচন্দ্রপ্রভুর আনন্দে নাহি সীমা ॥ ১০৩
দামোদর পণ্ডিতেরে ধরি প্রেমরসে।
পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করেন সন্তোষে ॥ ১০৪
"আজি দামোদর তুমি আমারে কিনিলা।
মনের বৃত্তান্ত সব আমারে কহিলা ॥ ১০৫
যত কিছু বিষ্ণুভক্তি সম্পত্তি আমার।
আইর প্রসাদে সব—দ্বিধা নাহি আর ॥ ১০৬
তাহান ইচ্ছায় মুঞি আছোঁ পৃথিবীতে।
তান ঋণ আমি কভু না পারি শুধিতে ॥ ১০৭
আই-স্থানে বদ্ধ আমি শুন দামোদর !
আইরে দেখিতে আমি আছি নিরন্তর ॥" ১০৮
দামোদর পণ্ডিতেরে প্রভু কৃপা করি।
ভক্তগোষ্ঠীসঙ্গে বসিলেন গৌরহরি ॥ ১০৯
আইরো যে ভক্তি আছে জিজ্ঞাসে' ঈশ্বরে।
সে কেবল শিক্ষা করায়েন জগতেরে ॥ ১১০
বান্ধবের বার্ত্তা যেন জিজ্ঞাসে' বান্ধবে।
'কহ বন্ধু-সব ! কি কুশলে আছে সভে ?' ১১১
কুশল-শব্দের অর্থ ব্যক্ত করিবারে।
'ভক্তি আছে' করি বার্ত্তা লয়েন সভারে ॥ ১১২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯৫। কোন্ কাজে—কি উদ্দেশ্যে। "কাজে"-স্থলে "লাজে"-পাঠান্তর। অর্থ—এ-কথা জিজ্ঞাসা করিতে কি তোমার লজ্জা হয় না ? দামোদর যে প্রভুরও অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহার এই উক্তিই তাহার প্রমাণ।

৯৬। তাঁর শক্তি—শচীমাতার শক্তি, অর্থাৎ শচীমাতার ভক্তি—শক্তির প্রভাবে।

১০২। প্রাকৃত শব্দেও—প্রাকৃত বা ব্যবহারিক বিষয়ে কথাবার্তা-প্রসঙ্গেও।

১০৫-১০৬। মনের বৃত্তান্ত—আমার মনের কথা। দ্বিধা—সন্দেহ।

১০৭। "না পারি"-স্থলে "নারিব"-পাঠান্তর। নারিব—পারিব না।

১১১। এই পয়ারের স্থলে "বান্ধবেরে দেখি বার্ত্তা জিজ্ঞাসে বান্ধবে। কহ বন্ধু! কুশলে কি আছে বন্ধু সভে ॥"-পাঠান্তর।

১১২। 'ভক্তি আছে' ইত্যাদি—"কুশল"-শব্দের বাস্তব অর্থ ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যেই প্রভু "ভক্তি আছে কিনা"-এই সংবাদ জানিতে চাহেন। তাৎপর্য হইতেছে এই যে, যাঁহার কৃষ্ণভক্তি আছে, তাঁহারই বাস্তব কুশল (পারমার্থিক মঙ্গল)। যাঁহার কৃষ্ণভক্তি নাই, দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থাকিলেও তাঁহার বাস্তবিক কুশল (পারমার্থিক মঙ্গল) নাই।

ভক্তিযোগ থাকে, তবে সকল কুশল।
ভক্তি বিনে রাজা হইলেও অমঙ্গল ॥ ১১৩
ধন জন ভোগ যার আছয়ে সকল।
ভক্তি যার নাহি, তার সর্ব্ব অমঙ্গল ॥ ১১৪
অন্ন-খাদ্য নাহি যার—দরিদ্রের অন্ত।
বিষ্ণুভক্তি থাকিলে, সে-ই সে ধনবন্ত ॥ ১১৫
ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ-ছলে প্রভু সভা'স্থানে।
ব্যক্ত করি ইহা কহিয়াছেন আপনে ॥ ১১৬
ভিক্ষানিমন্ত্রণে প্রভু বোলেন হাসিয়া।
"চল তুমি আগে লক্ষেশ্বর হও গিয়া ॥ ১১৭
তথা ভিক্ষা আমার, যে হয় লক্ষেশ্বর।"
শুনিঞা ব্রাহ্মণ সব চিন্তিত-অন্তর ॥ ১১৮
বিপ্রগণ স্তুতি করি বোলেন "গোসাঞি!
লক্ষের কি দায়, সহস্রেকো কারো নাঞি ॥ ১১৯
তুমি না করিলে ভিক্ষা গার্হস্থ্য আমার।
এখনেই পুড়িয়া হউক্ ছারখার ॥" ১২০
প্রভু বোলে "জান' 'লক্ষেশ্বর' বলি কারে?
প্রতিদিন লক্ষ-নাম যে গ্রহণ করে ॥ ১২১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১৩। ভক্তিযোগে থাকে—যদি ভক্তির সহিত অথবা নববিধা (ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের সহিত) যুক্ত থাকে। ভক্তি বিনে ইত্যাদি—যদি ভক্তির সহিত যোগ না থাকে, তাহা হইলে রাজা হইলেও (অর্থাৎ রাজৈশ্বর্য থাকিলেও) অমঙ্গল (পারমার্থিক বা বাস্তব মঙ্গল নাই)। "রাজা"-স্থলে "ভাল"-পাঠান্তর। ভাল —দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিলেও।

১১৫। অন্ন-খাদ্য নাহি যার—আজকার খাদ্যবস্তুও যাহার ঘরে নাই। দরিদ্রের অন্ত—দরিদ্রদের গণনায় সর্বশেষে যাহার স্থান, অর্থাৎ যে-ব্যক্তি যারপর নাই দরিদ্র। ধনবন্ত—ধনবান্। বাস্তব ধনে ধনী। ধনের দ্বারা লোক অভীষ্ট বস্তু সংগ্রহ করে; তাহাতেই ধনের সার্থকতা। জীবের স্বরূপানুবন্ধী বাস্তব অভীষ্ট হইতেছে কৃষ্ণ-সুখৈক তাৎপর্যময়ী সেবা। একমাত্র শুদ্ধাভক্তি হইতেই তাহা পাওয়া যায়। এই জন্যই ভক্তিকে বাস্তব ধন বলা হয়। এই ভক্তি যাঁহার আছে, তিনিই বাস্তব ধনী। এই ভক্তি যাঁহার নাই, কোটি কোটি টাকার অধিপতি হইলেও তিনি বাস্তবিক দরিদ্র।

১১৬। ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ ছলে—ভিক্ষার জন্য প্রভুকে কেহ নিমন্ত্রণ করিলে তদুপলক্ষ্যে।

১১৭। চল তুমি ইত্যাদি—এখন তুমি যাও, যাইয়া আগে লক্ষেশ্বর হও, তাহার পরে আমাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিও। পরবর্তী ১২১-২২ পয়ারে "লক্ষেশ্বর"-শব্দের তাৎপর্য কথিত হইয়াছে।

১১৮। তথা ভিক্ষা ইত্যাদি—যিনি লক্ষেশ্বর, তাঁহার গৃহেই আমি ভিক্ষা (আহার) করিয়া থাকি, অন্যত্র আহার করি না। সন্ন্যাসীদের আহারকে "ভিক্ষা" বলা হয়। চিন্তিত অন্তর—অন্তরে (মনে) অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। "লক্ষেশ্বর"-শব্দে ব্রাহ্মণগণ "এক লক্ষ টাকার অধিপতি" মনে করিয়াছিলেন। এত টাকা কাহারও নাই বলিয়া তাঁহারা চিন্তিত হইলেন (পরবর্তী ১১৯-পয়ার দ্রষ্টব্য)। ব্রাহ্মণব্যতীত অপর কেহ নিজ গৃহে রন্ধন করিয়া সন্ন্যাসী প্রভুকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিতেন না বলিয়াই "ব্রাহ্মণসব" বলা হইয়াছে। "শুনিঞা ব্রাহ্মণ"-স্থলে "শুনি-সুব্রাহ্মণ"-পাঠান্তর।

১১৯। লক্ষের কি দায় ইত্যাদি—লক্ষ টাকার কথা দূরে, আমাদের কাহারও এক হাজার টাকাও নাই।

১২০। "এখানেই"-স্থলে "তখনেই" এবং "অখনেই"-পাঠান্তর।

সে জনের নাম আমি বলি 'লক্ষেশ্বর'।
তথা ভিক্ষা আমার, না যাই অন্য ঘর ॥" ১২২
শুনিঞা প্রভুর কৃপাবাক্য বিপ্রগণে।
চিন্তা ছাড়ি মহানন্দ হৈলা মনে মনে ॥ ১২৩
"লক্ষ নাম লৈব প্রভু! তুমি কর' ভিক্ষা।
মহাভাগ্য!—এমত করাও তুমি শিক্ষা ॥" ১২৪
প্রতিদিন লক্ষ নাম সর্ব্ববিপ্রগণে।
লয়েন চৈতন্যচন্দ্রভিক্ষার কারণে ॥ ১২৫
হেনমতে ভক্তিযোগ লওয়ায় ঈশ্বরে।
বৈকুণ্ঠনায়ক ভক্তিসাগরে বিহরে ॥ ১২৬
ভক্তি লওযাইতে শ্রীচৈতন্য-অবতার।
ভক্তি বিনা জিজ্ঞাসা না করে প্রভু আর ॥ ১২৭
প্রভু বোলে "যে জনের কৃষ্ণভক্তি আছে।"
কুশল মঙ্গল তার নিত্য থাকে কাছে ॥" ১২৮
যার মুখে ভক্তির মহত্ত্ব নাহি কথা।
তার মুখ গৌরচন্দ্র না দেখে সর্ব্বথা ॥ ১২৯
নিজ গুরু শ্রীকেশবভারতীর স্থানে।
'ভক্তি জ্ঞান' দুই জিজ্ঞাসিলা একদিনে ॥ ১৩০
প্রভু বোলে "জ্ঞান ভক্তি দুইতে কে বড়।
বিচারিয়া গোসাঞি! কহ ত করি দঢ় ॥" ১৩১
কথোক্ষণে ভারতী বিচার করি মনে।
কহিতে লাগিলা গৌরসুন্দরের স্থানে ॥ ১৩২
ভারতী বোলেন "মনে বিচারিল তত্ত্ব।
সভা' হৈতে বড় দেখি ভক্তির মহত্ত্ব ॥" ১৩৩
প্রভু বোলে "জ্ঞান হৈতে ভক্তি বড় কেনে?
'জ্ঞান বড়' করিয়া সে কহে ন্যাসিগণে ॥" ১৩৪
ভারতী বোলেন "তাঁরা না বুঝে বিচার।
মহাজনপথে সে গমন সভাকার ॥ ১৩৫
বেদে শাস্ত্রে মহাজনপথ সে লওয়ায়।
তাহা ছাড়ি অবুধ যে অন্য পথে যায় ॥ ১৩৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২৩। "মহানন্দ হৈলা যবে"-স্থলে "সভে মহা আনন্দিত" এবং "সভে মহানন্দ হৈল"-পাঠান্তর।

১২৮। "কুশল"-স্থলে "সকল"-পাঠান্তর।

১৩০। নিজগুরু—নিজের সন্ন্যাসের গুরু।

১৩১। দঢ়—দৃঢ়, নিশ্চিত। এই পয়ারোক্তি হইতে বুঝা যায়, প্রভু নীলাচলেই কেশব-ভারতীকে ভক্তি ও জ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু কেশব-ভারতী যে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে স্থায়ীভাবে বাস করিতেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। সাময়িকভাবে তিনি হয়তো কখনও নীলাচলে গিয়া থাকিবেন এবং তখনই হয়তো প্রভু তাঁহাকে এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কিন্তু এই অধ্যায়ের ১৩০-৪৮ পয়ার-সমূহে কথিত প্রসঙ্গের উল্লেখ পর্যন্ত দৃষ্ট হয় না।

১৩৩। মহত্ত্ব—মহিমা।

১৩৫। মহাজনপথে—মহাজনগণ যে-পথে চলিয়াছেন, সেই পথে। গমন সভাকার—সকলে গমন কর্তব্য।

১৩৬। বেদে শাস্ত্রে—বেদে এবং বেদানুগত শাস্ত্রে। লওয়ায়—গ্রহণের জন্য উপদেশ করে। অবু যে ইত্যাদি—যে অন্য পথে (মহাজনদের পন্থাব্যতীত অন্য পন্থায়) গমন করে, সে ব্যক্তি অবুধ (অজ্ঞ) "যে"-স্থলে "সে"-পাঠান্তর।

ব্রহ্মা শিব নারদ প্রহ্লাদ ব্যাস শুক।
সনকাদি নন্দ যুধিষ্ঠির-পঞ্চ-রূপ ॥ ১৩৭
প্রিয়ব্রত পৃথু ধ্রুব অক্রূর উদ্ধব।
'মহাজন' হেন নাম যত আছে সব ॥ ১৩৮
ভক্তি সে মাগেন সভে ঈশ্বরচরণে।
জ্ঞান বড় হৈলে, ভক্তি মাগে, কি কারণে ? ১৩৯
বিনি বিচারিয়া কি সে সব মহাজন।
মুক্তি ছাড়ি ভক্তি কেনে মাগে অনুক্ষণ ॥ ১৪০
সভার বচন এই পুরাণে প্রমাণ।
কি বর মাগিলা ব্রহ্মা ঈশ্বরের স্থান ॥ ১৪১

তথাহি (ভা. ১০।১৪।৩০)—

"তদস্তু মে নাথ ! স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥" ১ ॥

(শ্লোকার্থ—)

"কিবা ব্রহ্মজন্ম, কিবা হউ যথাতথা
দাস হই যেন তোমা' সেবিয়ে সর্ব্বথা ॥ ১৪২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৩৭। সনকাদি—সনক, সনাতন, সনন্দ ও সনৎকুমার। যুধিষ্ঠির-পঞ্চ-রূপ—যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব।

১৪০। অন্বয়। সে সব (পূর্বোল্লিখিত ব্রহ্মা-শিবাদি সমস্ত) মহাজন কি বিনি বিচারিয়া (বিচার না করিয়াই) মুক্তি ছাড়ি (জ্ঞান-মার্গের লভ্য মুক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া) ভক্তি (ভক্তি মার্গের লভ্যা ভক্তি) কেন অনুক্ষণ (সর্বদা) মাগে (যাচ্‌ঞা করেন)। তাৎপর্য—তাঁহারা বিচার করিয়া দেখিয়াছেন—মুক্তি অপেক্ষা (অর্থাৎ জ্ঞান অপেক্ষা) ভক্তিই শ্রেয়সী।

১৪১। সভার বচন ইত্যাদি—জ্ঞান (জ্ঞানলভ্যা মুক্তি) অপেক্ষা যে ভক্তি বড়—ইহাই সে-সমস্ত মহাজনের বাক্য এবং সেই বিষয়ে পুরাণবাক্যই প্রমাণ। কি বর ইত্যাদি—ঈশ্বরের (শ্রীকৃষ্ণের) স্থানে (নিকটে) ব্রহ্মা কি বর মাগিয়াছিলেন ? (ব্রহ্মা মুক্তি-বর মাগেন নাই, ভক্তি-বরই মাগিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে)। "কি বর মাগিলা"-স্থলে "কিবা মাগিলেন"-পাঠান্তর।

শ্লো ১ ॥ অন্বয় ॥ তৎ (সেই হেতু, অতএব) নাথ ! (হে নাথ !) সঃ (সেই) ভূরিভাগঃ (মহান্ ভাগ্য) এব (ই) মে (আমার) অস্তু (হউক) যেন (যে-সৌভাগ্যের বলে) অহম্ (আমি) অত্র ভবে (এই জন্মে, ব্রহ্মারূপে আমার এই জন্মে), বা (কিংবা) অন্যত্র (অন্য কোনও জন্মে), তু বা (কিবা, এমন কি,) তিরশ্চাম্ (পশু-পক্ষি-প্রভৃতি তির্যক যোনিতে জন্মেও) ভবজ্জনানাং (তোমার অনুগত জনসমূহের, তোমার সেবকদের মধ্যে) একঃ অপি (একজনও, যে-কোনও একজনও) ভূত্বা (হইয়া) তব (তোমার) পাদপল্লবং (পাদপল্লব) নিষেবে (সেবা করিতে পারি)।

অনুবাদ। [ব্রহ্মমোহন-লীলায় (২।২।৩-শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য), শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—"হে ভগবন্! তোমার চরণ-কমলদ্বয়ের প্রসাদ-লেশের দ্বারা অনুগৃহীত ব্যক্তিই তোমার মহিমার তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, অন্যের পক্ষে তাহা কখনও সম্ভব নহে।" এ-কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন] অতএব, হে নাথ ! সেই মহান্ সৌভাগ্যই আমার হউক, যে-সৌভাগ্যের প্রভাবে আমি আমার এই ব্রহ্মারূপ জন্মে, অথবা অন্য কোনও জন্মে, এমন কি পশু-পক্ষী-প্রভৃতি তির্যক যোনিতে জন্মেও

এইমত যত মহাজন-সম্প্রদায়।
সভেই সকল ছাড়ি ভক্তি মাত্র চায়॥ ১৪৩

তথাহি (শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ১।২০।১৮)—
"নাথ ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥" ২॥

"স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহম্।
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ ! ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে॥" ৩॥

(ভা. ১০।৪৭।৬৭)—
"কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥" ৪॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তোমার সেবকদের মধ্যে, যে-কোনও একজন হইয়া, আমি তোমার পাদপল্লব সেবা করিতে পারি ।। ৩।১০।১ ।। পরবর্তী পয়ারে এই শ্লোকের সারমর্ম ব্যক্ত করা হইয়াছে।

১৪৩। মহাজন সম্প্রদায়—মহাজনগণ। অথবা, সম্প্রদায়ী (শিষ্ট-পরম্পরা সদুপদেশপ্রাপ্ত) মহাজন। **সম্প্রদায়**—শিষ্ট-পরম্পরাপ্রাপ্ত সদুপদেশ, এবং তদনুসরণকারী লোকসমূহ। **সকল ছাড়ি**—ভুক্তি-মুক্তি-প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া। পরবর্তী শ্লোকত্রয়ে এই উক্তির সমর্থক প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্লো॥ ২॥ অন্বয়॥ নাথ ! (হে নাথ ! হে প্রভো !), অচ্যুত ! (হে অচ্যুত !) যোনিসহস্রেষু (সহস্র সহস্র যোনির মধ্যে) যেষু যেষু (যে-সমস্ত যোনিতে), অহং (আমি) ব্রজামি (গমন করি, যে-কোনও যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি), তেষু তেষু (সেই সেই যোনিতে) সদা (সর্বদা) ত্বয়ি (তোমাতে) অচ্যুতা (চ্যুতিরহিতা, নিরবচ্ছিন্না) ভক্তিঃ (ভক্তি) অস্তু (থাকুক—যেন থাকে)।

অনুবাদ। (প্রহ্লাদ ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন) হে নাথ ! হে অচ্যুত ! (কর্মফল অনুসারে লোককে সহস্র সহস্র যোনি ভ্রমণ করিতে হয়। সে-সমস্ত) সহস্র সহস্র যোনির মধ্যে যে-যে যোনিতেই আমি গমন করি (আমি গমন করি না কেন, তোমার চরণে আমার এই প্রার্থনা যে) সেই সেই যোনিতেই যেন সর্বদা তোমাতে আমার অচ্যুতা (চ্যুতিরহিতা, নিরবচ্ছিন্না) ভক্তি থাকে। ৩।১০।২ ।।

ব্যাখ্যা। প্রহ্লাদ ভগবানের নিকটে, সহস্র সহস্র যোনি ভ্রমণ হইতে অব্যাহতি (অর্থাৎ মুক্তি) প্রার্থনা করিলেন না, নিরবচ্ছিন্ন ভক্তিই প্রার্থনা করিয়াছেন।

শ্লো॥ ৩॥ অন্বয়॥ হৃষীকেশ (হে হৃষীকেশ !) স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টাং (আমার স্বকীয় কর্মফলের দ্বারা নিরূপিত) যাং যাং (যে-যে) যোনিং (যোনি) অহং (আমি) ব্রজামি (গমন করি—গমন করি না কেন), তস্যাং তস্যাং (সেই সেই যোনিতে) ত্বয়ি (তোমাতে) মে (আমার) দৃঢ়া (দৃঢ়া, অবিচলিতা) ভক্তিঃ (ভক্তি) অস্তু (থাকুক, যেন থাকে)।

অনুবাদ। হে হৃষীকেশ ! আমার স্বকীয় কর্মফলের দ্বারা নিরূপিত যে-যে যোনিতেই আমি গমন করি না কেন, সেই সেই যোনিতেই তোমাতে যেন আমার দৃঢ়া (অবিচলিতা) ভক্তি থাকে ।। ৩।১০।৩ ।।

শ্লো॥ ৪॥ অন্বয়॥ ঈশ্বরেচ্ছয়া (জগদীশ্বরের ইচ্ছায়) কর্ম্মভিঃ (কর্মফলানুসারে) যত্র ক্ব অপি (যে কোনও যোনিতেই) ভ্রাম্যমাণানাং (ভ্রমণকারী) নঃ (আমাদের) মঙ্গলাচরিতৈঃ (মঙ্গল আচরণসমূহদ্বারা) দানৈঃ (এবং দানসমূহদ্বারা) ঈশ্বরে (ঈশ্বর) কৃষ্ণ (শ্রীকৃষ্ণ) রতিঃ (রতি, অনুরাগ) অস্তু (হউক, জন্মুক)।

অনুবাদ! (শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ লইয়া উদ্ধব যখন ব্রজে আসিয়াছিলেন, তখন নন্দ-প্রভৃতি গোপগণ

"অতএব সর্ব্বমতে ভক্তি সে প্রধান।
মহাজনপথ সর্ব্বশাস্ত্রের প্রমাণ ॥" ১৪৪

তথাহি (মহাভারতে। বনপর্ব্বণি ৩১৩।১১৭)—
"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥" ৫ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাঁহার নিকটে বলিয়াছিলেন) জগদীশ্বরের ইচ্ছায়, আমাদের কর্মফল অনুসারে, যে-যে যোনিতেই আমরা ভ্রমণ করি না কেন, মঙ্গল আচরণ এবং দানাদির ফলে ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে আমাদের অনুরাগ হউক (অর্থাৎ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে যেন আমাদের অনুরাগ জন্মে) ॥ ৩।১০।৪ ॥

১৪৪। মহাজনপথ ইত্যাদি—মহাজনদিগের অনুসৃত পথের অনুসরণই যে বিধেয়, সমস্ত শাস্ত্রেই তাহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়। এই পয়ারোক্তির সমর্থনে নিম্নে একটি শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্লো ॥ ৫ ॥ অন্বয় ॥ তর্কঃ (তর্ক) অপ্রতিষ্ঠঃ (অস্থির), শ্রুতয়ঃ (শ্রুতিসমূহও) বিভিন্নাঃ (ভিন্ন ভিন্ন), অসৌ (তিনি) ঋষিঃ (ঋষি) ন (নহেন) যস্য (যাঁহার) মতং (অভিমত) ন ভিন্নম্ (ভিন্ন নহে)। ধর্ম্মস্য (ধর্মের) তত্ত্বং (তত্ত্ব, রহস্য) গুহায়াং (গুহাতে) নিহিতম্ (নিহিত)। মহাজনঃ (মহাজন) যেন (যে-পথে) গতঃ (গিয়াছেন), সঃ (তাহাই) পন্থা (অনুসরণীয় পথ)।

অনুবাদ। তর্ক অস্থির (অর্থাৎ তর্কের সম্যক্ স্থিরতা নাই); শ্রুতিসমূহও ভিন্ন ভিন্ন ; যাঁহার মত ভিন্ন নহে, তিনি ঋষিও নহেন (অর্থাৎ এমন কোনও ঋষি নাই, যাঁহার অভিমত ভিন্ন নহে)। ধর্মের তত্ত্ব বা রহস্যও গিরিগুহায় নিহিত (অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয় ; সুতরাং) মহাজন যে-পথে গমন করিয়াছেন, তাহাই অনুসরণীয় পন্থা ॥ ৩।১০।৫ ॥

ব্যাখ্যা। তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ—তর্কের প্রতিষ্ঠা বা স্থিরতা নাই। অর্থাৎ কেবল তর্কের দ্বারা কোনও বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তর্কের সহায়তায় কোনও পণ্ডিত যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, অধিকতর তর্কবিশারদ অপর পণ্ডিত তাহা হয়তো খণ্ডন করিয়া অন্য এক নূতন সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে পারেন। তাঁহার সিদ্ধান্তও হয়তো অপরে খণ্ডন করিতে পারেন। সুতরাং কেবল তর্কের দ্বারা কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ—শ্রুতিসমূহও ভিন্ন ভিন্ন, অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যে সাধ্যসাধনাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন উক্তি দৃষ্ট হয় ; সুতরাং কোন্ উক্তির অনুসরণ কর্তব্য, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। বস্তুতঃ বেদ বা বেদান্তর্গত শ্রুতি—সমস্তই এক পরব্রহ্মের বাক্য। পরব্রহ্ম হইতেছেন ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনেচ্ছা)-করণাপাটবাদির (ইন্দ্রিয়ের অপটুতাদির) অতীত ; সুতরাং বেদ এবং শ্রুতির বাক্যে পরস্পর বিরোধ বা অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে না। আপাতঃ দৃষ্টিতে বা যথাশ্রুত অর্থে কোনও স্থলে পরস্পর বিরোধ বা অসামঞ্জস্য আছে বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক যে তাহা নাই, ব্যাসদেব তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। তবে জীবের সাধ্য-সাধন-সম্বন্ধে বেদের বা শ্রুতির ভিন্ন ভিন্ন অংশে যে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলা হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাহাতেও কিন্তু পরস্পর বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই। যে-হেতু, বিভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হইয়াছে—অধিকার বিশেষের জন্য কর্মকাণ্ডের, জ্ঞানকাণ্ডের, মোক্ষের এবং প্রিয়রূপে

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ভগবৎ-প্রাপ্তির কথাও বলা হইয়াছে। সুতরাং এ-সমস্ত উক্তিতেও বাস্তবিক বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই। তবে বিভিন্ন অধিকারীর জন্য যে বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা সকলে উপলব্ধি করিতে পারেন না। এজন্য কর্মকাণ্ডই অনুসরণীয়, না কি জ্ঞানকাণ্ডই অনুসরণীয়, তাহা সকলে নির্ণয় করিতে পারেন না। এজন্য এই সকল লোক মনে করেন, শ্রুতি বা বেদ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দিয়াছেন। **ন সো ঋষি র্যস্য মতং ন ভিন্নম্**—যাঁহার মত ভিন্ন নহে, তিনি ঋষি নহেন, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। প্রশ্ন হইতে পারে, যিনি তত্ত্ব-দ্রষ্টা, তাঁহাকেই ঋষি বলা হয়। সকল ঋষিই যদি তত্ত্ব-দ্রষ্টা হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ কিরূপে থাকিতে পারে? এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। "একোঽপি সন্ যো বহুধাবভাতি", "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম অনাদিকাল হইতেই স্বীয় একত্ব রক্ষা করিয়া বহু রূপে (বাসুদেব, নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ প্রভৃতি রূপে) আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। বাসুদেব-নারায়ণাদি ভগবৎস্বরূপ, এবং শ্রুতিকথিত নির্বিশেষ স্বরূপও হইতেছেন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ; তাঁহাদের প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অংশী। (শক্তি-আদির বিকাশের তারতম্য অনুসারেই অংশ-অংশী ভেদ। সর্বব্যাপক পরব্রহ্মের কোনও টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তরখণ্ড-বৎ অংশ হইতে পারে না। পরব্রহ্ম রসস্বরূপ, "রসো বৈ সঃ।" তিনি অনন্ত রসবৈচিত্রির সমবায়, আবার তিনি রস-আস্বাদকও। এই সমস্ত স্বরূপ হইতেছেন তাঁহার বিভিন্ন রসবৈচিত্রীর মূর্তরূপ। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভিন্ন রসবৈচিত্রীর আস্বাদনের নিমিত্তই রসস্বরূপ পরব্রহ্ম অনাদিকাল হইতে এ-সমস্ত স্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। সাধকদের মধ্যে সকলের রুচি ও প্রকৃতি সমান নহে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন সাধকের চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং শাস্ত্রবিধির অনুসরণে সাধন করিয়া তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের তত্ত্ব দর্শন করেন এবং ঋষি হয়েন। এ-সমস্ত ঋষিদের প্রত্যেকের তত্ত্বদর্শন-জনিত জ্ঞানই সত্য, অথচ অন্য হইতে ভিন্ন হইবে। কেন না, সকলে একই স্বরূপের তত্ত্ব দর্শন করেন নাই। যিনি যে-স্বরূপের তত্ত্বদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার অভিমতও হইবে—তাঁহার তত্ত্বদর্শন-জনিত জ্ঞানের অনুরূপ। এজন্য তত্ত্বদর্শনকারী ঋষিদিগের মধ্যেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের মত হইতেও লোকের অনুসরণীয় পন্থার নির্ণয় দুষ্কর। আবার, **ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্**—ধর্মের তত্ত্ব বা রহস্যও যেন পর্বতগুহায় নিহিত। অর্থাৎ কোনও বস্তু যদি অন্ধকারময় নিভৃত পর্বত-গুহায় রক্ষিত হয়, তাহা যেমন সাধারণ লোক বাহির করিতে পারে না, তদ্রূপ বিভিন্ন শাস্ত্র এবং বিভিন্ন ঋষিদিগের উক্তি হইতেও ধর্মের গূঢ় রহস্য নির্ণয় করা সহজ নহে। এই অবস্থায় সাধন-প্রয়াসীর কর্তব্য কি? কর্তব্য হইতেছে—মহাজনের পথের অনুসরণ। মহাজন হইতেছেন তিনি—যিনি ভক্তির প্রভাবে পরব্রহ্মকে অপরোক্ষভাবে জানিতে পারিয়াছেন এবং কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবাই যে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য, তৎসম্বন্ধে যাঁহার অবিচল জ্ঞান জন্মিয়াছে। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ॥ গীতা॥ আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত॥ বৃহদারণ্যক॥ তৎ পুমানাত্মহিতায় প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ॥ শতপথশ্রুতি॥ **মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ**—তাদৃশ মহাজন (ভক্ত) ব্যক্তি যে-পথে গমন করিয়াছেন, তাহাই হইতেছে সাধন-প্রয়াসীর অনুসরণীয়। তাঁহার পন্থার অনুসরণীয়ত্বের হেতু এই যে, এই পথে গমন করিয়াই তিনি অপরোক্ষভাবে ভগবান্‌কে জানিয়া মহাজনঃ-পদবাচ্য হইয়াছেন।

'ভক্তি বড়' শুনি প্রভু ভারতীর মুখে।
'হরি' বলি গর্জ্জিতে লাগিলা প্রেম সুখে॥ ১৪৫
প্রভু বোলে "আমি কথোদিন পৃথিবীতে।
থাকিলাঙ, এই সত্য কহিল তোমাতে॥ ১৪৬
যদি তুমি 'জ্ঞান বড়' বলিতে আমারে।
প্রবেশিতোঁ আজি তবে সমুদ্রভিতরে॥" ১৪৭
সন্তোষে ধরেন প্রভু গুরুর চরণে।
গুরুও প্রভুরে নমস্করে প্রীতমনে॥ ১৪৮
প্রভু বোলে "যার মুখে নাহি ভক্তিকথা।
তপ শিখা-সূত্র-ত্যাগ তার সব বৃথা॥" ১৪৯
ভক্তি বিনা প্রভুর জিজ্ঞাসা নাহি আর।
ভক্তিরসময় শ্রীচৈতন্য-অবতার॥ ১৫০
রাত্রি দিন একো না জানেন ভক্তগণ।
সর্ব্বদা করেন নৃত্য কীর্ত্তন গর্জ্জন॥ ১৫১

একদিন অদ্বৈত সকল ভক্ত প্রতি।
বলিলেন পরানন্দে মত্ত হই অতি॥ ১৫২
"শুন ভাই-সব! এক কর' সমবায়।
মুখ ভরি গাই, আজি শ্রীচৈতন্যরায়॥ ১৫৩
আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাঞি।
সর্ব্ব-অবতারময়—চৈতন্যগোসাঞি॥ ১৫৪
যে প্রভু করিল সর্ব্বজগত-উদ্ধার।
আমা'সভা' লাগি যে প্রভুর অবতার॥ ১৫৫
সর্ব্বত্র আমরা যাঁর প্রসাদে পূজিত।
সঙ্কীর্ত্তন হেন ধন যে কৈল বিদিত॥ ১৫৬
নাচি আমি, তোমরা চৈতন্যযশ গাও।
সিংহ হই বোল, পাছে মনে ভয় পাও॥" ১৫৭
প্রভু সে আপনা' লুকায়েন নিরন্তর।
'ক্রুদ্ধ পাছে হয়েন' সভার এই ডর॥ ১৫৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"-স্থলে "নৈকোমুনির্যস্য মতং প্রমাণম্"-পাঠান্তর। অর্থ—একজন মুনিও নাই, যাঁহার মতকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মুনির ভিন্ন ভিন্ন মত বলিয়া পরমার্থ-তত্ত্ব-নির্ণয়ে কাহার মত অনুসরণীয়, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর।

১৪৫। "প্রেম"-স্থলে "নিজ" এবং "পূর্ণ"-পাঠান্তর।

১৪৭। "তবে"-স্থলে "মুঞি"-পাঠান্তর।

১৪৯-১৫০। শিখা-সূত্র-ত্যাগ—সন্ন্যাস। "জিজ্ঞাসা"-স্থলে "জিহ্বায়"-পাঠান্তর।

১৫১। রাত্রিদিন ইত্যাদি—প্রেমরসে বাহ্যস্মৃতিহারা হইয়া থাকেন বলিয়া, ইহা কি দিন, না রাত্রি, ইহাও ভক্তগণ জানিতে পারেন না।

১৫৩। সমবায়—সম্মেলন, কীর্তনের সম্প্রদায় বা দল। শ্রীচৈতন্যরায়—শ্রীচৈতন্যের নাম-মহিমাদি।

১৫৪। সর্ব্ব-অবতারময়—সমস্ত অবতার (ভগবৎস্বরূপ) যাঁহার মধ্যে অবস্থিত, তাদৃশ। ১।৮।৯৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫৫। আমা' সভা' লাগি—আমাদের সকলের উদ্ধারের নিমিত্ত।

১৫৭। সিংহ হই বোল—সিংহবিক্রমে, নির্ভয়ে, চৈতন্যযশঃ বল (গাও)।

১৫৮। ক্রুদ্ধ পাছে হয়েন—প্রভু সকল সময়েই আত্মগোপন করিয়া থাকেন। নিজের তত্ত্ব বা গুণ-মহিমার প্রচার তিনি পছন্দ করেন না। এক্ষণে শ্রীঅদ্বৈতের পরামর্শে ভক্তগণ যদি প্রভুর গুণ-মহিমাদি কীর্তন করেন, তাহা হইলে প্রভু রুষ্ট হইবেন মনে করিয়া সকলের ভয় জন্মিল।

তথাপি অদ্বৈতবাক্য অলঙ্ঘ্য সভার।
গাইতে লাগিলা শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥ ১৫৯
নাচেন অদ্বৈতসিংহ আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দ্দিগে গায় সভে চৈতন্যমঙ্গল ॥ ১৬০
নব-অবতারের শুনিঞা নাম যশ।
সকল বৈষ্ণব হৈল আনন্দে বিবশ ॥ ১৬১
আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি।
বোলাইয়া নাচে প্রভু জগত নিস্তারি ॥ ১৬২
"শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণাসাগর!
দীন-দুঃখিতের বন্ধু! মোরে দয়া কর' ॥" ১৬৩
অদ্বৈতসিংহের শ্রীমুখের এই পদ।
ইহার কীর্ত্তনে বাঢ়ে সকল সম্পদ ॥ ১৬৪
কেহো বোলে "জয় জয় শ্রীশচীনন্দন।"
কেহো বোলে "জয় গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥ ১৬৫
জয় সঙ্কীর্ত্তনপ্রিয় শ্রীগৌরগোপাল।
জয় ভক্তজনপ্রিয় পাষণ্ডীর কাল ॥" ১৬৬
নাচেন অদ্বৈতসিংহ—পরম-উদ্দাম।
সবে এক শ্রীচৈতন্য-গুণ-কর্ম্ম-নাম ॥ ১৬৭

শ্রীরাগ

"পুলকে রচিত গা'য়, সুখে গড়াগড়ি যায়,
দেখ রে চৈতন্য-অবতারা।
বৈকুণ্ঠনায়ক হরি, দ্বিজরূপে অবতরি,
সঙ্কীর্ত্তনে করেন বিহারা ॥ ১৬৮
কনক জিনিঞা কান্তি, শ্রীবিগ্রহ শোভে রে
আজানুলম্বিত মালা সাজে রে।
সন্ন্যাসীর রূপে, আপন রসে বিহ্বল
না জানি কেমন সুখে নাচে রে। ১৬৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৬০। "আনন্দে"-স্থলে "পরম"-পাঠান্তর। চৈতন্যমঙ্গল—শ্রীচৈতন্যের মঙ্গলময় গুণ-মহিমা।

১৬১। নব-অবতারের—অভিনব অবতার শ্রীচৈতন্যের। নব বা অভিনব বলার তাৎপর্য এই যে—শ্রীগৌরচন্দ্রব্যতীত স্বয়ংভগবানের ভক্তভাবময় এবং আত্মগোপন-তৎপর অন্য কোনও অবতার নাই।

১৬২। চৈতন্যের গীত করি—শ্রীচৈতন্যের গুণ-মহিমাদি কীর্তন করিয়া, অথবা, শ্রীচৈতন্যের গুণ-মহিমাদি-সম্বন্ধে গীত রচনা করিয়া। অদ্বৈতের কীর্তিত বা রচিত গীত পরবর্তী পয়ারে উল্লিখিত হইয়াছে। বোলাইয়া—অপরের দ্বারাও কীর্তন করাইয়া। প্রভু—অদ্বৈত প্রভু। জগত নিস্তারি—গৌরকীর্তনের ধ্বনি-প্রয়োগপূর্বক জগদ্‌বাসীর উদ্ধারসাধন করিয়া।

১৬৬। কাল—যম।

১৬৭। সবে এক ইত্যাদি—একমাত্র চৈতন্যের গুণ, কর্ম ও নাম কীর্তন করেন। "সবে এক শ্রীচৈতন্য"-স্থলে "গায় সভে চৈতন্যের"-পাঠান্তর। পরবর্তী ১৬৮-৭০ ত্রিপদীসমূহ ভক্তদের কীর্তনের পদ কথিত হইয়াছে।

১৬৮। পুলকে—রোমাঞ্চে। রচিত—শোভিত। গা'য়—দেহ। "অবতার"-স্থলে "অবতারা" এবং "বিহার"-স্থলে "বিহারা" হইতেছে প্রীতিময়ী উক্তি।

১৬৯। "শোভে রে"-স্থলে "শোভে অতি", "মালা"-স্থলে "ভুজ" এবং "সন্ন্যাসীর রূপে আপন রসে"-স্থলে "ন্যাসিবর রূপে আপন যশে"-পাঠান্তর।

জয় জয় শ্রীগৌর— সুন্দর করুণাসিন্ধু,
জয় জয় বৃন্দাবনরায়া রে।
জয় জয় সম্প্রতি, নবদ্বীপ-পুরন্দর,
চরণকমল দেহ' ছায়া রে॥" ১৭০
এইসব কীর্ত্তন করেন ভক্তগণ।
নাচেন অদ্বৈত ভাবি চৈতন্যচরণ॥ ১৭১
নব-অবতারের নূতন যশ শুনি।
উল্লাসে বৈষ্ণব সব করে জয় ধ্বনি॥ ১৭২
কি অদ্ভুত হইল সে কীর্ত্তন-আনন্দ।
সবে তাহা বর্ণিতে জানেন নিত্যানন্দ॥ ১৭৩
পরম-উদ্দাম শুনি কীর্ত্তনের ধ্বনি।
শ্রীবিজয় আসিয়া হইলা ন্যাসিমনি॥ ১৭৪
প্রভু দেখি ভক্ত সব অধিক হরিষে।
গায়েন, অদ্বৈতো নৃত্য করেন হরিষে॥ ১৭৫
আনন্দে প্রভুরে কেহো নাহি করে ভয়।
সাক্ষাতে গায়েন সভে চৈতন্যবিজয়॥ ১৭৬
নিরবধি দাস্যভাবে প্রভুর বিহার।
'মুঞি কৃষ্ণদাস' বই না বোলয়ে আর॥ ১৭৭
হেন কারো শক্তি নাহি সম্মুখে তাহানে।
'ঈশ্বর' করিয়া বলিবেক 'দাস'-বিনে॥ ১৭৮
তথাপিহ সভে অদ্বৈতের বল ধরি।
গায়েন নির্ভয় হৈয়া চৈতন্য শ্রীহরি॥ ১৭৯
ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু আত্মস্তুতি শুনি।
লজ্জা যেন পাইতে লাগিলা ন্যাসিমণি॥ ১৮০
সভা' শিক্ষাইতে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
বাসায় চলিলা শুনি আপন কীর্ত্তন॥ ১৮১
তথাপি কাহারো চিত্তে না জন্মিল ভয়।
বিশেষে গায়েন আরো চৈতন্যবিজয়॥ ১৮২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৭০-১৭১। "জয় জয় শ্রীগৌর"-স্থলে "জয় জয়, গৌর (ইন্দু)"-পাঠান্তর। বৃন্দাবনরায়া—বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ। "বৃন্দাবনরায়"-স্থলে "বৃন্দাবনরায়া" হইতেছে প্রীতিময়ী উক্তি। **সম্প্রতি—বর্তমানে, এই কলিযুগে।** ভাবি—ভাবিয়া, মনে চিন্তা করিয়া।

১৭২। নব-অবতার—পূর্ববর্তী ১৬১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। নূতন যশ—যে-যশ অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপে নাই (১৬১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "জয়"-স্থলে "হরি"-পাঠান্তর।

১৭৩। "জানেন"-স্থলে "পারেন"-পাঠান্তর।

১৭৪-১৭৫। অন্বয়। কীর্তনের পরম-উদ্দাম ধ্বনি শুনিয়া, ন্যাসিমণি (সন্ন্যাসী-চূড়ামণি শ্রীচৈতন্য) আসিয়া শ্রীবিজয় হইলা (সে-স্থানে উপস্থিত হইলেন)। "হরিষে"-স্থলে "উল্লাসে"-পাঠান্তর।

১৭৬। চৈতন্যবিজয়—শ্রীচৈতন্যের নাম-গুণ-মহিমা।

১৭৭। এই পয়ারে প্রভুর স্বাভাবিক বা স্বরূপগত দাস্যভাবের কথা বলা হইয়াছে।

১৭৮। অন্বয়। হেন (এমন) কাহারও শক্তি নাই যে, "দাস" বিনু ("কৃষ্ণদাস"-ব্যতীত) তাঁহার (প্রভুর) সম্মুখে তাঁহাকে "ঈশ্বর" করিয়া বলিবেন।

১৭৯। **অদ্বৈতের বল ধরি—অদ্বৈতের নিকটে অভয় পাইয়া (পূর্ববর্তী ১৫৭ পয়ার দ্রষ্টব্য)। চৈতন্য শ্রীহরি—শ্রীচৈতন্য হইতেছেন শ্রীহরিই—এইরূপ গান করেন।**

১৮১। "ভগবান্"-স্থলে "নারায়ণ"-পাঠান্তর। **বাসায় চলিলা—প্রভু রুষ্ট হইয়াই বাসায় চলিয়া গেলেন।**

আনন্দে কাহারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
সভে দেখে—প্রভু আছে কীর্ত্তনভিতরে ॥ ১৮৩
মত্তপ্রায় সভেই চৈতন্য-যশ গায়।
সুখে শুনে সুকৃতি, দুষ্কৃতি দুঃখ পায় ॥ ১৮৪
শ্রীচৈতন্য-যশে প্রীত না হয় যাহার।
ব্রহ্মচর্য্য-সন্ন্যাসে বা কি কার্য্য তাহার ॥ ১৮৫
এইমত পরানন্দসুখে ভক্তগণ।
সর্ব্বকাল করেন শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন ॥ ১৮৬
এ সব আনন্দক্রীড়া পঢ়িলে শুনিলে।
এ সব গোষ্ঠীতে আসিয়াও সেহো মিলে ॥ ১৮৭
নৃত্য গীত করি সভে মহাভক্তগণ।
আইলেন প্রভুরে করিতে দরশন ॥ ১৮৮
শ্রীচৈতন্যপ্রভু নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া।
সভারে দেখাই ভয় আছেন শুইয়া ॥ ১৮৯
সুকৃতি গোবিন্দ জানাইলেন প্রভুরে।
"বৈষ্ণব-সকল আসিয়াছেন দুয়ারে ॥" ১৯০
গোবিন্দেরে আজ্ঞা হৈল সভারে আনিতে।
শয়নে আছেন, না চা'হেন কারো ভিতে ॥ ১৯১
ভয়যুক্ত হইয়া সকল ভক্তগণ।
চিন্তিতে লাগিলা গৌরচন্দ্রের চরণ ॥ ১৯২
ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু শ্রীভক্তবৎসল।
বলিতে লাগিলা "অয়ে বৈষ্ণব-সকল! ১৯৩
অয়ে অয়ে শ্রীনিবাসপণ্ডিত উদার!
আজি তুমিসব কি করিলা অবতার ॥ ১৯৪
ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
কি গাইলা আমারে ত বুঝাহ এখন ॥" ১৯৫
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বোলেন "গোসাঞি!
জীবের স্বতন্ত্র শক্তি মূলে কিছু নাঞি ॥ ১৯৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৮৩। **সভে দেখে ইত্যাদি**—ভক্তগণের সকলেই দেখিতে পাইলেন, কীর্তনের মধ্যেই প্রভু বিরাজিত। লীলাশক্তি কীর্তনের মধ্যে প্রভুর এক অবির্ভাবরূপ প্রকটিত করিয়া ভক্তদের নয়ন-গোচর করাইয়াছেন।

১৮৯। **সভারে দেখাই ইত্যাদি**—সকলকে ভয় দেখাইবার (সকলের চিত্তে ভয় জাগাইবার) উদ্দেশ্যে প্রভু শুইয়া আছেন। ভক্তগণকর্তৃক নিজের গুণ-মহিমা-কীর্তন শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াই, কীর্তন-স্থলে যাইয়াও সে-স্থলে কীর্তনকারী ভক্তগণকে কিছু না বলিয়া, সে-স্থান হইতে বাসায় চলিয়া আসিয়াছেন এবং শুইয়া রহিয়াছেন। ইহা বুঝিতে পারিলে ভক্তগণের সকলেই ভয় পাইবেন এবং আর কখনও প্রভুর গুণমহিমা কীর্তন করিবেন না; ইহাই ছিল প্রভুর অভিপ্রায়। "সভারে দেখাই ভয় আছেন"-স্থলে "বাসায়ে কপাট দিয়া রহিলা"-পাঠান্তর।

১৯০। **গোবিন্দ**—প্রভুর অঙ্গসেবক গোবিন্দ।

১৯১। **কারো ভিতে**—কাহারো দিকে।

১৯৪। **কি করিলা অবতার**—কি এক অদ্ভুত ব্যাপারের অবতারণা করিলে?

১৯৫। "গাইলা"-স্থলে "পাইলা"-পাঠান্তর।

১৯৬। **জীবের স্বতন্ত্র ইত্যাদি**—বস্তুতঃ জীবের কিছুমাত্রও (কিঞ্চিন্মাত্রও) স্বতন্ত্র (নিজের ইচ্ছা-নুরূপ কার্য করার উপযোগিনী) শক্তি নাই। জীব যাহা কিছু করে, কিংবা যাহা কিছু বলে, একমাত্র ঈশ্বরের শক্তিতেই তাহা করিতে বা বলিতে পারে। কিছু করিবার বা বলিবার শক্তি জীবের নিজের নাই। মূলে—বস্তুতঃ। "মূলে"-স্থলে "কভু" এবং "কারো"-পাঠান্তর।

যেন করায়েন যেন বোলায়েন ঈশ্বরে।
সে-ই আজি বলিলাঙ, কহিল তোমারে॥" ১৯৭
প্রভু বোলে "তুমি সব হইয়া পণ্ডিত।
লুকায় যে, তারে কেনে করহ বিদিত॥" ১৯৮
শুনিঞা প্রভুর বাক্য পণ্ডিত শ্রীবাসে।
হস্তে সূর্য্য আচ্ছাদিয়া মনে মনে হাসে'॥ ১৯৯
প্রভু বোলে "কি সঙ্কেত কৈলা হস্ত দিয়া।
তোমার সঙ্কেত তুমি কহ ত ভাঙ্গিয়া॥" ২০০
শ্রীবাস বোলেন "হস্তে সূর্য্য ঢাকিলাঙ।
তোমারে বিদিত করি এই কহিলাঙ॥ ২০১
হস্তে কি কখন পারি সূর্য্য আচ্ছাদিতে।
সেইমত অসম্ভব তোমা' লুকাইতে॥ ২০২
সূর্য্য যদি হস্তে বা হয়েন আচ্ছাদিত।
তভু তুমি লুকাইতে নার' কদাচিত॥ ২০৩
তুমিও কি লুকাইবা পৃথিবীভিতরে।
যে নারিল লুকাইতে ক্ষীরোদসাগরে॥ ২০৪
হেম গিরি সেতুবন্ধ পৃথিবী পর্য্যন্ত।
তোমার নির্ম্মল যশে পূরিল দিগন্ত॥ ২০৫
আব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইল তোমার কীর্ত্তনে।
কত জন দণ্ড তুমি করিবা কেমনে॥" ২০৬
সর্ব্বকাল ভক্তজয় বাঢ়ায় ঈশ্বরে।
হেনকালে অদ্ভুত হইল আসি দ্বারে॥ ২০৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৯৮। লুকায় যে ইত্যাদি—যে-ব্যক্তি লুকাইয়া থাকিতে (নিজেকে গোপন করিতে) চেষ্টা করে, তাহাকে তোমরা লোকসমাজে প্রকাশ করিতেছ কেন? প্রভুর যে-তত্ত্ব এবং যে-মহিমা ভক্তগণ কীর্তন করিয়াছেন, তাহা যে বাস্তব সত্য, প্রভু তাহা অস্বীকার করিলেন না; তবে জনসমাজে তাহা প্রকাশ করা যে প্রভুর অভিপ্রেত নহে, ইহাই প্রভু জানাইলেন।

১৯৯। হস্তে সূর্য্য আচ্ছাদিয়া—যেন সূর্যকে ঢাকিয়া রাখিতেছেন, এইভাবে হাত তুলিয়া।

২০৫। হেম গিরি—সুমেরু পর্বত। সুমেরু পর্বতের শৃঙ্গদেশে হেম (স্বর্ণ—সোনা) আছে বলিয়া হেমগিরি বলা হইয়াছে। হেম গিরি সেতুবন্ধ ইত্যাদি—স্বর্ণশৃঙ্গ সুমেরু হইতে সেতুবন্ধ পর্যন্ত পৃথিবী। "হেম"-স্থলে "হিম"-পাঠান্তর। হিম—ঠাণ্ডা, তুষারাবৃত বলিয়া অত্যন্ত শীতল। হেমগিরি—হিমালয় পর্বত। হিমালয় হইতে সেতুবন্ধ পর্যন্ত পৃথিবী।

২০৬-২০৭। আব্রহ্মাণ্ড—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত। "আব্রহ্মাণ্ড"-স্থলে "আব্রহ্মাদি"-পাঠান্তর। আব্রহ্মাদি—সাধারণ জীব হইতে ব্রহ্মাদি পর্যন্ত। কতজন ইত্যাদি—কয়জনকেই বা শাস্তি করিবে এবং কিরূপেই বা শাস্তি করিবে? ভক্তজয়—ভক্তের উৎকর্ষ, ভক্তের মহিমা। "ভক্তজয়"-স্থলে "ভক্তযশ"-পাঠান্তর।

পূর্ববর্তী পয়ার-সমূহোক্তি হইতেও ভক্ত শ্রীবাস-পণ্ডিতের জয় সূচিত হয়। যেহেতু, প্রভু আত্মগোপন করিতে প্রয়াসী; শ্রীবাস দেখাইয়াছেন, প্রভুর আত্মগোপন অসম্ভব। আত্মগোপন যে প্রভুর পক্ষে অসম্ভব নয়, প্রভু তাহা দেখাইতে পারেন নাই। সুতরাং এই ব্যাপারে প্রভুরই পরাজয় এবং ভক্ত শ্রীবাসেরই জয়। "হেনকালে অদ্ভুত হইল আসি দ্বারে"—এই বাক্যেও ভক্ত শ্রীবাসের জয় প্রদর্শনেরই সূচনা করা হইয়াছে এবং পরবর্তী পয়ার-সমূহে শ্রীবাসেরই জয় প্রদর্শিত হইয়াছে। হেনকালে ইত্যাদি—শ্রীবাস-পণ্ডিত যখন তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন, তখনই প্রভুর দ্বারদেশে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা দিল। পরবর্তী পয়ারসমূহে এই অদ্ভুত ব্যাপার কথিত হইয়াছে।

সহস্র সহস্র জন—না জানি কোথার।
জগন্নাথ দেখি আইল প্রভু দেখিবার ॥ ২০৮
কেহো বা ত্রিপুরা কেহো চাটিগ্রামবাসী।
শ্রীহট্টিয়া লোক কেহো, কেহো বঙ্গদেশী ॥ ২০৯
সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্ত্তন।
শ্রীচৈতন্য-অবতার করিয়া বর্ণন ॥ ২১০
"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনমালী।
জয় জয় নিজভক্তিরসকুতূহলী ॥ ২১১
জয় জয় পরমসন্ন্যাসিরূপধারী।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তনরসিক মুরারি ॥ ২১২
জয় জয় দ্বিজরাজ বৈকুণ্ঠবিহারী।
জয় জয় জয় জগতের উপকারী ॥ ২১৩
জয় কৃষ্ণচৈতন্য শ্রীশচীর নন্দন।"
এইমত গায় নাচে শত-সঙ্খ্য জন ॥ ২১৪
শ্রীবাস বোলেন "প্রভু! এবে কি করিবা।
সকল সংসার গায়, কোথা লুকাইবা ॥ ২১৫
মুঞি নি শিখাইয়াছোঁ এ সব লোকেরে।
এইমত গায় প্রভু! সকল সংসারে ॥ ২১৬
অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি হইয়াও নাথ!
করুণায়ে হইয়াছ জীবের সাক্ষাত ॥ ২১৭
লুকাও আপনে তুমি, প্রকাশ' আপনে।
যারে অনুগ্রহ কর' জানে সে-ই জনে॥" ২১৮
প্রভু বোলে তুমি "নিজশক্তি প্রকাশিয়া।
বোলাহ লোকের মুখে, জানিলাঙ ইহা ॥ ২১৯
তোমারে হারিল মুঞি শুনহ পণ্ডিত!
জানিলাঙ—তুমি সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ॥" ২২০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২০৮। **কোথার**—কোথাকার, কোন্ স্থানের।

২০৯। **বঙ্গদেশী**—বঙ্গদেশবাসী। এ-স্থলে নবদ্বীপ প্রভৃতি বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশবাসীদিগকেই বোধ হয় "বঙ্গদেশী" বলা হইয়াছে। কেন না, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম এবং শ্রীহট্ট তখন বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২১০-২১১। **শ্রীচৈতন্য-অবতার**—শ্রীচৈতন্যরূপ স্বয়ংভগবানের অবতার-কথা। পরবর্তী ২১১-১৪ পয়ারসমূহে শ্রীচৈতন্য-অবতারের বর্ণনা লিখিত হইয়াছে। **বনমালী**—শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাহাই এ-স্থলে বলা হইল। **নিজ ভক্তিরসকুতূহলী**—স্ববিষয়কভক্তিরসের আস্বাদনে আনন্দ অনুভবকারী। এ-স্থলে প্রভুর ভক্তভাবময়ত্ব কথিত হইয়াছে।

২১৩। "জয় জয় জয়"-স্থলে "জয় জয় সর্ব্ব"-পাঠান্তর। **উপকারী**—সংসার-বন্ধন ঘুচাইয়া এবং ব্রজপ্রেম দান করিয়া জগদ্‌বাসী জীবের পারমার্থিক উপকার-সাধনকারী।

২১৬। **মুঞি নি**—আমি কি।

২১৭। **অদৃশ্য**—লোক-নয়নের অগোচর। **অব্যক্ত**—লোকসমূহের নিকটে অপ্রকাশিত।

২১৮। **প্রকাশ আপনে**—নিজেই নিজেকে প্রকাশ বা ব্যক্ত কর। **যারে অনুগ্রহ ইত্যাদি**—যাঁহার প্রতি তোমার অনুগ্রহ হয়, একমাত্র তিনিই তোমাকে জানিতে পারেন, অপর কেহ পারেন না। যেহেতু, তুমি স্বপ্রকাশ বস্তু। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতপ্রভুম্ ॥ নারায়ণাধ্যাত্ম-বচন ॥"

২২০। **তোমারে হারিল**—তোমার নিকটে আমি "হার" মানিলাম, পরাজয় স্বীকার করিলাম। পূর্ববর্তী ২০৭ পয়ার ও তট্টীকা দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বকাল প্রভু বাড়ায়েন ভক্তজয়।
এ তান স্বভাব—বেদে ভাগবতে কয়' ॥ ২২১
হাস্যমুখে সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে গৌররায়।
বিদায় দিলেন, সভে চলিলা বাসায় ॥ ২২২
হেন সে চৈতন্যদেব শ্রীভক্তবৎসল।
ইহানে সে 'কৃষ্ণ' করি গায়েন সকল ॥ ২২৩
নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি যতেক প্রধান।
সভে বোলে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্ ॥" ২২৪
এ সকল ঈশ্বরের বচন লঙ্ঘিয়া।
অন্যেরে যে বোলে 'কৃষ্ণ' সে-ই অভাগিয়া ॥ ২২৫
শেষশায়ী লক্ষ্মীকান্ত শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
কৌস্তুভভূষণ আর গরুড়বাহন ॥ ২২৬
এ সব কৃষ্ণের চিহ্ন জানিহ নিশ্চয়।
গঙ্গা আর কারো পাদপদ্মে না জন্ম লয় ॥ ২২৭
শ্রীচৈতন্য বিনে ইহা অন্যে না সম্ভবে'।
এই কহে বেদে শাস্ত্রে সকল বৈষ্ণবে ॥ ২২৮
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের বাক্য যে আদরে লয়।
সেই সব জনে পায় সর্ব্বত্র বিজয় ॥ ২২৯
হেনমতে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
ভক্তগোষ্ঠী-সঙ্গে বিহরেন নিরন্তর ॥ ২৩০
প্রভু বেঢ়ি ভক্তগণ বৈসেন সকল।
চৌদিগে শোভয়ে যেন চন্দ্রের মণ্ডল ॥ ২৩১
মধ্যে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যাসিচূড়ামনি।
নিরবধি কৃষ্ণকথা করি হরিধ্বনি ॥ ২৩২
হেনই সময়ে দুই মহাভাগ্যবান্।
হইলেন আসিয়া প্রভুর বিদ্যমান ॥ ২৩৩
শাকর-মল্লিক আর রূপ—দুই ভাই।
দুই প্রতি কৃপাদৃষ্টে চা'হিলা গোসাঞি ॥ ২৩৪
দূরে থাকি দুই ভাই দণ্ডবত করি।
কাকুর্ব্বাদ করেন দশনে তৃণ ধরি ॥ ২৩৫
"জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যাঁহার কৃপায় হৈল সর্ব্বলোক ধন্য ॥ ২৩৬
জয় দীনবৎসল জগতহিতকারী।
জয় জয় পরম-সন্ন্যাসি-রূপধারী ॥ ২৩৭
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তনবিনোদ অনন্ত।
জয় জয় জয় সর্ব্ব-আদি-মধ্য-অন্ত ॥ ২৩৮
আপনে হইয়া শ্রীবৈষ্ণব-অবতার।
ভক্তি দিয়া উদ্ধারিলা সকল সংসার ॥ ২৩৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২২১। পূর্ববর্তী ২০৭ পয়ার দ্রষ্টব্য।

২২৫। এ-সকল ঈশ্বরের—নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাদির।

২২৬-২২৭। শেষশায়ী—অনন্তশয্যায় শয়নকারী। লক্ষ্মীকান্ত—লক্ষ্মীদেবীর পতি। **শ্রীবৎসলাঞ্ছন**—শ্রীবৎস-ভূষিত। গঙ্গা আর ইত্যাদি—উল্লিখিত চিহ্নে (লক্ষণে) চিহ্নিত (লক্ষিত) যিনি, তাঁহার পাদপদ্ম-ব্যতীত অন্য কাহারও পাদপদ্মে গঙ্গার জন্ম (উদ্ভব) হয় না। "চিহ্ন"-স্থলে "ছত্র"-পাঠান্তর।

২২৯। বিজয়—বিশেষ জয় (উৎকর্ষ)।

২৩২। "করি"-স্থলে "করে"-পাঠান্তর।

২৩৪। শাকর-মল্লিক—গৌড়েশ্বর হুসেনসাহের প্রধানমন্ত্রী শ্রীসনাতন। পরবর্তী ২৫৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৩৮-২৩৯। অনন্ত—অসীম, পরব্রহ্ম। শ্রীবৈষ্ণব-অবতার—ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্বক অবতীর্ণ। "হইয়া"-স্থলে "হইলা"-পাঠান্তর। সকল সংসার—জগতের সমস্ত সংসারাসক্ত লোকদিগকে।

তবে প্রভু ! মোরে না উদ্ধার' কোন্ কাজে।
মুঞি কি না হঙ প্রভু ! সংসারের মাঝে ॥ ২৪০
আজন্ম বিষয়ভোগে হইয়া মোহিত।
না ভজিলুঁ তোমার চরণ—নিজ-হিত ॥ ২৪১
তোমার ভক্তের সঙ্গে গোষ্ঠী না করিলুঁ।
তোমার কীর্ত্তন না করিলুঁ না শুনিলুঁ ॥ ২৪২
রাজপাত্র করি মোরে বঞ্চনা করিলা।
তবে মোরে মনুষ্যজনম কেনে দিলা ॥ ২৪৩
যে মনুষ্যজন্ম লাগি দেবে কাম্য করে।
হেন জন্ম দিয়াও বঞ্চিলা প্রভু ! মোরে ॥ ২৪৪
এবে এই কৃপা কর' অমায়া হইয়া।
বৃক্ষমূলে পড়ি থাকোঁ তোর নাম লৈয়া ॥ ২৪৫
যে তোমার প্রিয়ভক্ত লওয়ায় তোমারে।
অবশেষ পাত্র যেন হঙ তার ঘরে ॥" ২৪৬
এইমত রূপ সনাতন—দুই ভাই।
স্তুতি করে, শুনে প্রভু চৈতন্যগোসাঞি ॥ ২৪৭
কৃপাদৃষ্টে প্রভু দুই-ভাইরে চা'হিয়া।
বলিতে লাগিলা অতি সদয় হইয়া ॥ ২৪৮
প্রভু বোলে "ভাগ্যবন্ত তুমি-দুইজন।
বাহির হইলা ছিণ্ডি সংসার বন্ধন ॥ ২৪৯
বিষয়বন্ধনে বদ্ধ সকল সংসার।
সে বন্ধন হইতে তুমি-দুই হৈলা পার ॥ ২৫০
প্রেমভক্তি-বাঞ্ছা যদি করহ এখনে।
তবে ধরি পড় এই অদ্বৈতচরণে ॥ ২৫১
ভক্তির ভাণ্ডারী—শ্রীঅদ্বৈতমহাশয়।
অদ্বৈতের কৃপায়ে সে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥" ২৫২
শুনিঞা প্রভুর আজ্ঞা দুই মহাজনে।
দণ্ডবত পড়িলেন অদ্বৈতচরণে ॥ ২৫৩
"জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত পতিতপাবন।
মুই-দুই-পতিতেরে করহ মোচন ॥ ২৫৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৪০। কোন্ কাজে—কি কারণে। মুঞি কি ইত্যাদি—সংসারের (অর্থাৎ জগতের) সকল লোককেই তুমি ভক্তি দান করিয়া উদ্ধার করিয়াছ এবং সেই উদ্দেশ্যেই তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। আমি কি প্রভু সংসারের (জগতের) মধ্যে বাস করি না ? আমিও এই সংসারে বাস করি ; সুতরাং কেন তুমি আমাকে উদ্ধার করিবে না ?

২৪১। নিজ হিত—তোমার চরণ-ভজনই আমার পক্ষে পারমার্থিক হিতজনক (মঙ্গল-জনক)।

২৪২। গোষ্ঠী—সঙ্গ।

২৪৩। রাজপাত্র—রাজকর্মচারী।

২৪৫। অমায়া—অকপট।

২৪৬। যে তোমার ইত্যাদি—তোমার যে প্রিয়ভক্ত আমাকে তোমারে (তোমার নাম এবং ভজনাদি) লওয়ায় (উপদেশ করেন) অবশেষপাত্র ইত্যাদি—আমি যেন তাঁহার ঘরে থাকিয়া তাঁহার অবশেষপাত্র (ভুক্তাবশেষ-ভোজী) হইতে পারি।

২৪৯। ছিণ্ডি—ছিঁড়িয়া। "সংসার"-স্থলে "অশেষ" এবং "বিষয়"-পাঠান্তর।

২৫২। ভক্তির ভাণ্ডারী—যিনি ভক্তির ভাণ্ডার রক্ষা করেন, এবং ভাণ্ডারের অধিপতির আদেশে ভক্তি বিতরণ করিতে পারেন, তিনি হইতেছেন ভক্তির ভাণ্ডারী।

২৫৩। "পড়িলেন"-স্থলে "হইলেন"-পাঠান্তর।

প্রভু বোলে "শুন শুন আচার্য্যগোসাঞি !
কলিযুগে এমত বিরক্ত ঝাট নাঞি ॥ ২৫৫
রাজ্যসুখ ছাড়ি, কাঁথা করঙ্গ লইয়া।
মথুরায় থাকেন কৃষ্ণের নাম লৈয়া ॥ ২৫৬
অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি দেহ' এ-দুইরে।
জন্ম জন্ম আর যেন কৃষ্ণ না পাসরে ॥ ২৫৭
ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি, বিনে তুমি দিলে।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ কারে মিলে ?" ২৫৮
অদ্বৈত বোলেন "প্রভু ! সর্ব্বদাতা তুমি।
তুমি আজ্ঞা দিলে সে দিবারে পারি আমি ।। ২৫৯
প্রভু আজ্ঞা দিলে সে ভাণ্ডারী দিতে পারে।
এইমত যারে কৃপা কর' যার দ্বারে ।। ২৬০
কায়-মন-বচনে মোহোর এই কথা।
এ-দুইর প্রেমভক্তি হউক সর্ব্বথা ।।" ২৬১
শুনি প্রভু অদ্বৈতের কৃপাযুক্ত-বাণী।
উচ্চ করি বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি ॥ ২৬২
দবীরখাসেরে প্রভু বলিতে লাগিলা।
"এখনে তোমার কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হৈলা ।। ২৬৩
অদ্বৈতের প্রসাদে সে হয় প্রেমভক্তি।
জানিহ অদ্বৈত— শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি ।। ২৬৪
কথোদিন জগন্নাথ-শ্রীমুখ দেখিয়া।
তবে দুই ভাই মথুরায় থাক গিয়া ।। ২৬৫
তোমা'সভা' হৈতে যত রাজস তামস।
পশ্চিমা-সভারে গিয়া দেহ' ভক্তিরস ।। ২৬৬
আমিহ দেখিব গিয়া মথুরামণ্ডল।
আমি থাকিবারে স্থল করিহ বিরল ।।" ২৬৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৫৫। বিরক্ত—বিষয়ে বা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে স্পৃহাহীন। ঝাট—নিশ্চয়ই। অথবা, শীঘ্র। তাৎপর্য বহুকাল পরে হয়তো মিলিতে পারে, কিন্তু সকল সময়ে মিলে না।

২৫৬। এই পয়ারোক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীরূপ-সনাতন বৃন্দাবন হইতেই একসঙ্গে নীলাচলে প্রভুর নিকটে আসিয়াছিলেন। কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—রামকেলিতেই রূপ ও সনাতন একসঙ্গে প্রভুর চরণ দর্শন করিয়াছিলেন (৩।৪।১৩৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। প্রভুর দর্শনের পরেই তাঁহারা রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনের দিকে বাহির হইয়াছিলেন। প্রয়াগে প্রভুর সহিত শ্রীরূপের মিলন হয়। তাঁহাকে শিক্ষা দিয়া প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। তাহার পরে বারাণসীতে প্রভুর সঙ্গে সনাতনের মিলন হয়। প্রভু শিক্ষা দিয়া তাহাকেও বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। তাহার পরে শ্রীরূপ একবার নীলাচলে আসিয়া প্রভুব চরণ দর্শন করেন এবং তাঁহার নীলাচল-ত্যাগের পরে সনাতন নীলাচলে আসিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করেন। তাঁহারা দুই ভাই একসঙ্গে কখনও নীলাচলে ছিলেন বলিয়া কবিরাজ-গোস্বামী বলেন নাই। নীলাচল হইতে বৃন্দাবন গমনের পরে তাঁহারা আর কখনও নীলাচলে আসেন নাই। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের এ-স্থলে কথিত প্রসঙ্গটি কিম্বদন্তীমূলক বলিয়াই মনে হয়।

২৬৩। দবীরখাস—একান্ত সচিব, প্রাইভেট সেক্রেটারী। শ্রীরূপ। শ্রীরূপ ছিলেন গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের দবীরখাস।

২৬৪। "প্রেম"-স্থলে "বিষ্ণু"-পাঠান্তর।

২৬৬। রাজস তামস পশ্চিমা-সভারে—রজোগুণপ্রধান এবং তমোগুণপ্রধান পশ্চিমদেশবাসী-দিগকে।

শাকরমল্লিক-নাম ঘুচাইয়া তান।
সনাতন অবধূত থুইলেন নাম ॥ ২৬৮
অদ্যাপিহ দুই ভাই—রূপ সনাতন।
চৈতন্যকৃপায় হৈলা বিখ্যাত-ভুবন ॥ ২৬৯
যার যত কীৰ্ত্তি ভক্তিমহিমা উদার।
চৈতন্যচন্দ্র সে সব করেন প্রচার ॥ ২৭০
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কিবা অদ্বৈতের তত্ত্ব।
যত মহাপ্রিয়-ভক্তগোষ্ঠীর মহত্ত্ব ॥ ২৭১
চৈতন্যপ্রভু সে সব করিলা প্রকাশে।
সেই প্রভু সব ইহা কহেন সন্তোষে ॥ ২৭২
যে ভক্ত যে বস্তু—যার যেন অবতার।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবী—যার অংশে জন্ম যার ॥ ২৭৩
যার যেন-মত পূজা, যার যে মহত্ত্ব।
চৈতন্যপ্রভু সে সব করিলেন ব্যক্ত ॥ ২৭৪
একদিন প্রভু বসি আছে সুপ্রকাশে।
অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি ভক্ত চারি-পাশে ॥ ২৭৫
শ্রীনিবাসপণ্ডিতেরে ঈশ্বর আপনে।
আচার্য্যের বার্ত্তা জিজ্ঞাসেন তান স্থানে ॥ ২৭৬
প্রভু কহে "শ্রীনিবাস! কহ ত আমারে।
কিরূপ বৈষ্ণব তুমি বাস' অদ্বৈতেরে ॥" ২৭৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৬৮। শাকর মল্লিক ইত্যাদি—প্রভু সনাতনের "শাকর মল্লিক" নাম বা পদবী ঘুচাইলেন এবং সেই সময় হইতে প্রভু তাহার নাম রাখিলেন সনাতন অবধূত—অবধূত (অবধূতের ন্যায়, কৃষ্ণপ্রেম-বিহ্বলতাবশতঃ বাহ্যজ্ঞানহারা) সনাতন। অর্থাৎ এই অবধূতপ্রায় ব্যক্তির নাম প্রভু রাখিলেন সনাতন। তাৎপর্য এই যে, তখন হইতে তিনি আর শাকর মল্লিক বলিয়া পরিচিত হইতেছিলেন না, কেবল সনাতন নামেই পরিচিত হইতে লাগিলেন। ১।৯।১৯২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এইরূপ অর্থ করার হেতু এই যে, শ্রীপাদ সমাতন গোস্বামী কখনও "সনাতন অবধূত" বলিয়া পরিচিত ছিলেন না, "সনাতন"-নামেই পরিচিত ছিলেন। সমস্ত চরিতকারই তাঁহাকে "সনাতন" নামেই অভিহিত করিয়াছেন, কেহই তাঁহাকে "সনাতন অবধূত" বলেন নাই। এমন কি বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও এই গ্রন্থেরই অন্যত্র তাঁহাকে সনাতনই বলিয়াছেন, "সনাতন অবধূত" বলেন নাই। তবে কৃষ্ণপ্রেম-বিহ্বলতাবশতঃ শ্রীপাদ সনাতন যে অবধূতের ন্যায় অধিকাংশ সময়ই বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া থাকিতেন, তাহা সত্য। এ-সমস্ত কারণেই "সনাতন অবধূত"-বাক্যের তাৎপর্য উল্লিখিতরূপ বলা হইয়াছে—এই অবধূততুল্য ব্যক্তির নাম প্রভু "সনাতন" রাখিলেন।

২৬৯। বিখ্যাত-ভুবন—ভুবনে (জগতে) বিখ্যাত।

২৭০। যার—যে-ভক্তের। "করেন"-স্থলে "করিলা"-পাঠান্তর।

২৭২-২৭৩। সেই প্রভু—সেই শ্রীচৈতন্য প্রভু। সব ইহা—ইহা সব, এ-সমস্ত অর্থাৎ পূর্বপয়ারোক্ত তত্ত্ব ও মহত্ত্ব। যে বস্তু—স্বরূপতঃ যাহা। যার যেন অবতার—যিনি যে-রূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বৈষ্ণব বৈষ্ণবী—ভক্ত এবং ভক্তগৃহিণী (অথবা মহিলাভক্ত)।

২৭৪। যেন-মত—যেরূপ, যে-বিধানে। "যে মহত্ত্ব"-স্থলে "যেন তত্ত্ব"-পাঠান্তর।

২৭৫। সুপ্রকাশে—উত্তমভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া। "সুপ্রকাশে"-স্থলে "স্বপ্রকাশে"-পাঠান্তর। স্বপ্রকাশে—নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া।

২৭৭। বাস—মনে কর।

মনে ভাবি বলিলা শ্রীবাসমহাশয়।
"শুক বা প্রহ্লাদ যেন মোর চিত্তে লয়॥" ২৭৮
অদ্বৈতের উপমা প্রহ্লাদ-শুক যেন।
শুনি প্রভু ক্রোধে শ্রীবাসেরে মারিলেন॥ ২৭৯
পিতা যেন পুত্রে শিখাইতে স্নেহে মারে।
এইমত এক চড় হৈল শ্রীবাসেরে॥ ২৮০
"কি বলিলি কি বলিলি পণ্ডিত-শ্রীবাস!
মোহোর নাঢ়ারে কহ শুক বা প্রহ্লাদ॥ ২৮১
যে শুকেরে 'মুক্ত' তুমি বোল সর্ব্বমতে।
কালির বালক শুক নাঢ়ার আগেতে॥ ২৮২
এত বড় বাক্য মোর নাঢ়ারে বলিলি।
আজি বড় শ্রীবাসিয়া! মোরে দুঃখ দিলি॥" ২৮৩
এত বলি ক্রোধে হস্তে দীপযষ্টি লৈয়া।
শ্রীবাসেরে মারিবারে যান খেদাড়িয়া॥ ২৮৪
সম্ভ্রমে উঠিয়া শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
ধরিলা প্রভুর হস্তে করিয়া বিনয়॥ ২৮৫
"বালকেরে বাপ! শিখাইবা কৃপা-মনে।
কে আছে তোমার ক্রোধপাত্র ত্রিভুবনে॥" ২৮৬
আচার্য্যের বাক্যে প্রভু ক্রোধ করি দূর।
আবেশে কহেন তান মহিমা প্রচুর॥ ২৮৭
প্রভু বোলে "তোহোর বালক শিশু তোর।
এতেকে সকল ক্রোধ দূরে গেল মোর॥ ২৮৮
মোর নাঢ়া জানিবারে আছে হেন জন।
যে মোহোরে আনিলেক ভাঙ্গিয়া শয়ন॥ ২৮৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৭৮। "শ্রীবাস"-স্থলে "অদ্বৈত"-পাঠান্তর। এই পাঠান্তর অনুসারে পয়ারের অর্থ—মনে চিন্তা করিয়া শ্রীবাস বলিলেন—"আমার মনে হয়, অদ্বৈত-মহাশয় যেন শুক বা প্রহ্লাদ।"

২৭৯। মারিলেন—হস্তদ্বারা আঘাত করিলেন, চাপড় দিলেন।

২৮২। কালির—কালিকার, কাল্‌কার, গতকল্যের। কালির বালক শুক ইত্যাদি—অদ্বৈতের সহিত তুলনা করিলে, ভক্তিমহিমায় অদ্বৈত পরম-প্রবীণ এবং শুকদেব কাল্‌কার বালকমাত্র, যে মাত্র গতকল্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই শিশুর তুল্য।

২৮৩। এত বড়বাক্য—এত বড় অসঙ্গত কথা।

২৮৪। দীপযষ্টি—দীপ (মশাল) জ্বালাইবার লাঠি। খেদাড়িয়া—তাড়া করিয়া।

২৮৬। এই পয়ার হইতেছে প্রভুর প্রতি অদ্বৈতের উক্তি। কৃপা মনে—কৃপাযুক্ত চিত্তে।

২৮৭। আবেশে—ভক্তবাৎসল্যের আবেশে। তান—তাঁহার, অদ্বৈতের।

২৮৮। তোহোর বালক ইত্যাদি—শ্রীবাস হইতেছেন তোমার বালক, তোমার শিশু, অর্থাৎ শিশু যেমন পিতার স্নেহের পাত্র তদ্রূপ শ্রীবাসও তোমার স্নেহের পাত্র (এজন্যই আমি শ্রীবাসকে মারিবার জন্য ধাবিত হইলে, তুমি আমার হাত ধরিয়া আমাকে নিরস্ত করিয়াছ। শিশুপুত্রকে কেহ মারিতে উদ্যত হইলে স্নেহময় পিতা যেমন করেন, তুমিও ঠিক তদ্রূপই করিয়াছ)। এতেকে—এজন্য, শ্রীবাসের প্রতি তোমার স্নেহ দেখিয়া।

২৮৯। শয়ন—নিদ্রা। যে মোহোরে ইত্যাদি—আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যিনি আমাকে এই ব্রহ্মাণ্ডে আনিয়াছেন (অবতীর্ণ করাইয়াছেন), মোর নাঢ়া ইত্যাদি—আমার সেই নাঢ়াকে (অদ্বৈতাচার্য্যকে) জানিবার (নাঢ়ার তত্ত্ব অবগত হইবার) যোগ্য—হেন (এরূপ) লোক কি আছে? অর্থাৎ কেহই নাই।

প্রভু বোলে "অয়ে শ্রীনিবাস মহাশয় !
মোহোর নাঢ়ারে এই তোমার বি-নয় ।। ২৯০

শুক-আদি করি সব বালক উহার ।
নাঢ়ার পাছে সে জন্ম জানিহ সভার ।। ২৯১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ভাঙ্গিয়া শয়ন—২।৬।৯৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "ভাঙ্গিয়া শয়ন"-স্থলে "ভাঙ্গিয়া ধেয়ান" এবং "মোহোর ধেয়ান"-পাঠান্তর।

২৯০। **মোহোর** (আমার) **নাঢ়ারে** (নাঢ়ার প্রতি, নাঢ়া বা অদ্বৈতাচার্য-সম্বন্ধে) **এই** (তোমার এই উক্তি, নাঢ়া হইতেছেন শুক বা প্রহ্লাদের তুল্য—তোমার এই উক্তি, হইতেছে) **তোমার বিনয়**। "বিনয়"-শব্দের সর্বজনবিদিত সাধারণ অর্থ (অর্থাৎ দৈন্য অর্থ) গ্রহণ করিলে উল্লিখিত উক্তির কোনও সার্থকতা থাকে না। যেহেতু, যাহার সম্বন্ধে বা যাহার প্রতি নিজের বিনয় বা দৈন্য প্রকাশ করিয়া কিছু বলা হয়, তাঁহার মহিমার আধিক্যই খ্যাপন করা হয়, কখনও ন্যূনতা খ্যাপন করা হয় না। ইহাই বিনয়ের ধর্ম। কিন্তু প্রভু বলিয়াছেন—শ্রীবাস অদ্বৈতকে শুক বা প্রহ্লাদ বলিয়া অদ্বৈতের মহিমা সম্যক্‌রূপে খর্ব করিয়াছেন। তাহাতে প্রভু মনে অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছেন, শ্রীবাসকে মারিতেও গিয়াছেন, (পূর্ববর্তী ২৮১-৮৪-পয়ার দ্রষ্টব্য)। সুতরাং "বিনয়"-শব্দের সর্বজনবিদিত সাধারণ অর্থ এ-স্থলে গ্রন্থকারের বা প্রভুর অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থকারের বা প্রভুর অভিপ্রেত অর্থ কি হইতে পারে, তাহা বিবেচিত হইতেছে। এই পয়ারের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী পয়ারসমূহের উক্তি হইতে বুঝা যায়, প্রভুর বিবেচনায়, অদ্বৈত-সম্বন্ধে শ্রীবাসের উল্লিখিতরূপ উক্তি নিতান্ত অসঙ্গত—অন্যায়—হইয়াছে। "বিনয়"-শব্দের তদনুকূল অর্থই এ-স্থলে অভিপ্রেত। "বিনয়"-শব্দের তদনুরূপ অর্থও পাওয়া যায়। বিনয়=বি+নয়। "নয়ঃ—নী+অন্, ধে। নীতিঃ। ইত্যমরঃ ॥ ন্যায়ে নেতরি চ ত্রি। ইতি শব্দরত্নাবলী ॥" ইহা হইতে জানা গেল, "নয়"-শব্দের একটি অর্থ হইতে পারে—নীতি, ন্যায়। কোনও কোনও সম্প্রদায়ের দর্শন-শাস্ত্রে এই অর্থে "নয়"-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ; যেমন, জৈন-দর্শনের "সপ্ত-ভঙ্গী নয়।" আর "বি" হইতেছে একটি উপসর্গ। "বি। উপসর্গবিশেষঃ। অস্যার্থাঃ ।। বি বিশেষ বৈরূপ্যানঞর্থগতিদানেষু। ইতি মুগ্ধবোধটীকায়াং দুর্গাদাসঃ ॥ শব্দকল্পদ্রুম ॥" ইহা হইতে জানা গেল—বি-উপসর্গের একটি অর্থ হয়—বৈরূপ্য (বিরূপতা), নঞর্থও (না-অর্থও) হয়। বিপক্ষ, বিরাগ-প্রভৃতি শব্দে এইরূপ অর্থেই "বি"-উপসর্গ প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপে জানা গেল, বিনয় শব্দের অর্থ হইতেছে—ন্যায়ের বা নীতির বৈরূপ্য, ন্যায়বিরোধী বা নীতিবিরোধী, যাহাতে ন্যায় বা নীতি নাই, নীতি বহির্ভূত বা ন্যায়বহির্ভূত। বিনয়-শব্দের এইরূপ অর্থে প্রভুর উক্তির তাৎপর্য হইতেছে এইরূপ। **মোহোর নাঢ়ারে এই তোমার বিনয়**—আমার নাঢ়া-সম্বন্ধে তোমার এই উক্তি (অদ্বৈত শুক বা প্রহ্লাদ—এইরূপ উক্তি হইতেছে) তোমার বিনয় (ন্যায়-বহির্ভূত, বা নীতি-বহির্ভূত বা অন্যায় উক্তি)।

২৯১। **শুক-আদি ইত্যাদি**—শুক-প্রহ্লাদ প্রভৃতি যত জন ভক্ত আছেন, তাঁহারা উহার (নাঢ়ার, অদ্বৈতের) বালক (অদ্বৈতের নিকটে বা অদ্বৈতের তুলনায় বালকের তুল্য। যেহেতু), **নাঢ়ার পাছে সে ইত্যাদি**—একথা জানিয়া রাখ যে নাঢ়ার পাছেই (পরেই) শুক-প্রহ্লাদাদি সকলের জন্ম।

"নাঢ়ার পাছেই শুক-প্রহ্লাদাদির জন্ম"—এই উক্তির তাৎপর্য দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের

অদ্বৈতের লাগি মোর এই অবতার।
মোর কর্ণে বাজে আসি নাঢ়ার হুঙ্কার ॥ ২৯২

শয়নে আছিলুঁ মুঞি ক্ষীরোদসাগরে।
জাগাই আনিল মোরে নাঢ়ার হুঙ্কারে ॥" ২৯৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সামান্য বুদ্ধিতে যেরূপ তাৎপর্য হইতে পারে বলিয়া মনে হয়, সুধীবৃন্দের বিবেচনার জন্য তাহা লিখিত হইতেছে। শ্রীঅদ্বৈত হইতেছেন—ঈশ্বর-তত্ত্ব, সুতরাং তত্ত্বতঃ অনাদি, জন্মরহিত। গৌরের প্রতি অবতারেই তিনি, অনাদি-কাল হইতেই, জন্মলীলার অনুকরণে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার অবতরণরূপ জন্মও অনাদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। শুক-প্রহ্লাদাদি হইতেছেন ভক্ততত্ত্ব; ঈশ্বর-তত্ত্ব অদ্বৈতের অনাদি-জন্মের পরেই তাঁহাদের জন্ম। অথবা, সাধন-ভজনের আরম্ভে গুরুদেবের কৃপায় সাধকের যে ভাগবত-জন্ম লাভ হয়, এ-স্থলে "জন্ম"-শব্দে সেই ভাগবত-জন্ম মনে করিলে অন্যরূপ তাৎপর্যও হইতে পারে। যথা—শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বর-তত্ত্ব হইলেও ভক্তভাবময়; তাঁহার এই ভক্তভাবও অনাদি; যেহেতু, তিনি নিজে অনাদি। সুতরাং তাঁহার ভাগবত জন্মও অনাদি। শুক-প্রহ্লাদাদির ভাগবত-জন্ম—ব্যাসদেবের কৃপায় শুকদেবের এবং নারদের কৃপায় প্রহ্লাদের, ভাগবত-জন্ম—শ্রীঅদ্বৈতের অনাদি ভাগবত-জন্মের পরেই হইয়াছে। আলোচ্য ২৯১-পয়ারের প্রকৃত তাৎপর্য যাহাই হউক না কেন, ইহাতে যে শুক-প্রহ্লাদাদি হইতে শ্রীঅদ্বৈতের মহিমার অত্যুৎকর্ষ খ্যাপিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরবর্তী ২৯২-৯৩ পয়ারদ্বয়েও তাহাই করা হইয়াছে।

২৯২। **অদ্বৈতের লাগি**—অদ্বৈতের কারণে, আপামর সাধারণকে নির্বিচারে প্রেমভক্তি বিতরণের নিমিত্ত অদ্বৈতের প্রেমহুঙ্কারময় আহ্বানেই, **মোর এই অবতার**—আমি এই কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছি। **মোর কর্ণে বাজে ইত্যাদি**—নাঢ়ার (অদ্বৈতের) সেই প্রেমহুঙ্কার এখন পর্যন্তও যেন আমার কানে ধ্বনিত হইতেছে। পরবর্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৯৩। **শয়নে আছিলুঁ ইত্যাদি**—২।৬।৯৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এ-স্থলে ২৯২-৯৩-পয়ারদ্বয়ের উক্তিসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে। শ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীঅদ্বৈতকে শুক বা প্রহ্লাদের তুল্য বলিয়াছিলেন (পূর্ববর্তী ২৭৮-পয়ার); তাহাতেও মহাপ্রভু শ্রীবাসের প্রতি রুষ্ট হইয়া প্রথমে শ্রীবাসকে এক চাপড় মারিয়াছিলেন (২৮০-পয়ার) এবং পরে দীপষষ্টি লইয়া তাঁহাকে মারিবার জন্য খেদাড়িয়া গিয়াছিলেন (২৮৪-পয়ার)। প্রভু বলিয়াছিলেন—"কালির বালক শুক নাঢ়ার আগেতে। ২৮২-পয়ার।" তাহার পরে, ২৮৯-৯১-পয়ারত্রয়ে মহাপ্রভু "শুক-আদি" হইতে অদ্বৈতের মহিমার অত্যুৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন এবং সেই প্রসঙ্গেই ২৯২-৯৩-পয়ারের কথাগুলি প্রভু বলিয়াছেন। সুতরাং ২৮৯-৯১-পয়ারত্রয়ের সহিতই ২৯২-৯৩-পয়ারদ্বয়ের অন্বয়, অর্থাৎ ২৮৯-৯১-পয়ারত্রয়ে শুক-প্রহ্লাদ হইতে যেমন অদ্বৈতের মহিমার অত্যুৎকর্ষ খ্যাপিত হইয়াছে, ২৯২-৯৩-পয়ারদ্বয়েও তাহাই করা হইয়াছে। ২৯২-৯৩-পয়ারদ্বয়ে মহাপ্রভু যাহা বলিয়াছেন, পূর্বেও একাধিক-স্থলে অদ্বৈত-সম্বন্ধে মহাপ্রভু তাহা বলিয়াছেন; কিন্তু সে-সকল স্থলে অন্য কাহারও মহিমার সহিত তুলনা করিয়া অদ্বৈতের মহিমার কথা বলা হয় নাই, অদ্বৈতের প্রেমহুঙ্কারে স্বীয় অবতরণের কথামাত্র প্রভু বলিয়াছেন। কিন্তু এ-স্থলে, অর্থাৎ ২৯২-৯৩-পয়ারদ্বয়ে, "শুক-আদির" মহিমার সহিত তুলনা করিয়াই অদ্বৈতের মহিমার অত্যুৎকর্ষের কথা বলা হইয়াছে।

শ্রীবাসের অদ্বৈতের প্রতি বড় প্রীত। প্রভুবাক্য শুনি হৈলা অতি হরষিত ॥ ২৯৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

উল্লিখিত কারণবশতঃ ২৯২-৯৩-পয়ারদ্বয়ের উক্তির ব্যঞ্জনা এইরূপ বলিয়া মনে হয় ঃ—জগতের জীবের বহির্মুখতা এবং তজ্জনিত নিবিড় সংসারাসক্তি দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈতের মনে অত্যন্ত দুঃখ জন্মিয়াছিল ; এ-সমস্ত বহির্মুখ লোকদের পারমার্থিক কল্যাণের নিমিত্ত তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন—কেবলমাত্র উপদেশে এ-সমস্ত বহির্মুখ লোকদিগের কোনও উপকার হইবে না, তাহারা উপদেশ গ্রাহ্য করিবে না। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে-স্বরূপে নির্বিচারে যাহাকে-তাহাকে প্রেমভক্তি বিতরণ করেন, সেই স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া যদি তিনি এ-সমস্ত লোককে প্রেমভক্তি বিলাইয়া দেন, তাহা হইলেই ইঁহাদের মানবজন্ম সার্থক হইতে পারে। সেই স্বরূপে অবতরণের নিমিত্তই, পরম-করুণ অদ্বৈতাচার্য গঙ্গাজল-তুলসী-সহযোগে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া, প্রেমহুঙ্কারে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং এই প্রেমহুঙ্কারময় আহ্বানেই যে স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন নির্বিচারে যত্রতত্র প্রেমদাতা শ্রীগৌরাঙ্গরূপে—ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা স্বয়ং মহাপ্রভু আলোচ্য পয়ারদ্বয়েও বলিয়াছেন, পূর্বেও একাধিকবার বলিয়াছেন। শুক বা প্রহ্লাদ-সম্বন্ধে এতাদৃশ বিবরণ—অর্থাৎ জগতের বহির্মুখ জীবসমূহের পারমার্থিক কল্যাণের নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈতের ন্যায় শুক-প্রহ্লাদের ব্যাকুলতার কথা, কিংবা নির্বিচারে আপামর সাধারণকে প্রেম বিতরণের নিমিত্ত প্রেমহুঙ্কারে স্বয়ংভগবানের আগমনের কথা—জানা যায় না। এই বিষয়ে শুক-প্রহ্লাদ হইতে যে অদ্বৈতের অত্যুৎকর্ষ দৃষ্ট হয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

আর একটি বিষয়েও শ্রীঅদ্বৈতের মহিমার অত্যুৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আলোচ্য পয়ারদ্বয়ে বলা হইয়াছে—শ্রীঅদ্বৈতের প্রেমহুঙ্কারে মহাপ্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই উক্তির ধ্বনি এই হইতে পারে যে—শ্রীঅদ্বৈত-ব্যতীত অপর কাহারও হুঙ্কার মহাপ্রভুকে ব্রহ্মাণ্ডে অবতারিত করিতে পারিত না, বা পারে না। একথা বলার হেতু কথিত হইতেছে। যিনি মূলভক্ত-তত্ত্ব, যাঁহাব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় কেহ আর নাই, এবং যিনি হইতেছেন "কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা জগতের হিতকর্তা", মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত হইতেছেন—সেই বলরামের এক মুখ্য অংশ। মূল ভক্ত-তত্ত্ব বলরামের এক মুখ্য অংশ বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতের অনাদিসিদ্ধা ভক্তিরও একটা অসাধারণ মহিমা আছে, যে-মহিমা শ্রীবলরাম বা শ্রীনিত্যানন্দরূপ বলরাম-ব্যতীত অপর কাহারও থাকিতে পারে না। এইরূপ অসাধারণ মহিমাবিশিষ্টা ভক্তি হইতে উদ্ভূত প্রেম-হুঙ্কারই গৌর-কৃষ্ণকে অবতারিত করাইতে সমর্থ। শুক-প্রহ্লাদ বা অপর কাহারও তদ্রূপ সামর্থ্য নাই ; যেহেতু, শুক-প্রহ্লাদ বা অপর কেহই মূলভক্ত-তত্ত্ব শ্রীবলরামের মুখ্য অংশ নহেন, এবং সে-জন্য তাহাদের ভক্তির মহিমাও শ্রীঅদ্বৈতের ভক্তির মহিমার তুল্য হইতে পারে না। ইহাদ্বারাও শুক-প্রহ্লাদাদি হইতে শ্রীঅদ্বৈতের মহিমার অত্যুৎকর্ষ সূচিত হইতেছে। এ-স্থলে যাহা বলা হইল, তাহা বিচারসহ কিনা, তাহা সুধীবৃন্দের বিচার্য।

২৯৪। অন্বয়। অদ্বৈতের প্রতি শ্রীবাসের বড় প্রীতি (অত্যন্ত প্রীতি বিরাজিত। এজন্য তিনি) প্রভুবাক্য (অদ্বৈতের মহিমার অত্যুৎকর্ষ-সম্বন্ধে পূর্ববর্তী পয়ারসমূহে মহাপ্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহা) শুনিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত অতি হরষিত (অত্যন্ত আনন্দিত) হইলেন। (প্রিয় ব্যক্তির মহিমার অত্যুৎকর্ষ-শ্রবণে আনন্দের উচ্ছ্বাস স্বাভাবিক)।

মহাভয়ে কম্প হই বোলে শ্রীনিবাস।
"অপরাধ করিলুঁ, ক্ষমহ মোরে নাথ! ২৯৫
তোমার অদ্বৈততত্ত্ব জানহ তুমি সে।
তুমি জানাইলে সে জানয়ে অন্যদাসে॥ ২৯৬
আজি মোর মহাভাগ্য সকল মঙ্গল।
শিখাইয়া আমারে আপনে কৈলা ফল॥ ২৯৭
এখনে সে ঠাকুরালী বলিয়ে তোমার।
আজি বড় মনে বল বাঢ়িল আমার॥ ২৯৮
এই মোর মনে সঙ্কল্প আজি হৈতে।
মদিরা যবনী যদি ধরয়ে অদ্বৈতে॥ ২৯৯
তথাপি করিব ভক্তি অদ্বৈতের প্রতি।
কহিলুঁ তোমারে প্রভু! সত্য করি অতি॥" ৩০০
তুষ্ট হইলেন প্রভু শ্রীবাস-বচনে।
পূর্ব্বপ্রায় আনন্দে বসিলা তিন জনে॥ ৩০১
পরম-রহস্য এ সকল পুণ্যকথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথা॥ ৩০২
যার যেন প্রভাব, যাহার যেন ভক্তি।
যে বা আগে, যে বা পাছে, যার যেন শক্তি॥ ৩০৩
সভার সর্ব্বজ্ঞ এক প্রভু গৌররায়।
আর জানে—যে তাহানে ভজে অমায়ায়॥ ৩০৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৯৫। মহাভয়ে কম্প হই ইত্যাদি—শ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীঅদ্বৈতকে শুক বা প্রহ্লাদের তুল্য বলিয়াছিলেন। এক্ষণে মহাপ্রভুর উক্তি হইতে বুঝিতে পারিলেন—শ্রীঅদ্বৈতের সহিত শুক বা প্রহ্লাদের কোনও তুলনাই হইতে পারে না। ইহা বুঝিতে পারিয়া শ্রীবাস অনুভব করিলেন—তিনি শ্রীঅদ্বৈতের মহিমাকে খর্বই করিয়াছেন এবং তাহাতেই তাঁহার অপরাধই হইয়াছে। এই অপরাধ-বোধে শ্রীবাসের মহা ভয় (অত্যন্ত ভয়) জন্মিল এবং মহাভয়ে তাঁহার দেহেও কম্পের উদয় হইল। কম্পিত কলেবরে তিনি প্রভুর নিকটে বলিলেন—অপরাধ করিলুঁ ইত্যাদি—প্রভু, শ্রীঅদ্বৈতের অসাধারণ মহিমাকে খর্ব করিয়া আমি মহা অপরাধ করিয়াছি, হে নাথ (প্রভু)! কৃপা করিয়া তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। "মোরে"-স্থলে "মোর"-পাঠান্তর।

২৯৬। শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুর চরণে আরও জানাইলেন, তোমার অদ্বৈত-তত্ত্ব ইত্যাদি—প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত তোমারই, তোমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব এবং মহিমাদি তুমিই জান। তুমি জানাইলে সে ইত্যাদি—তুমি কৃপা করিয়া জানাইলেই শ্রীঅদ্বৈতের তত্ত্ব-মহিমাদি তোমার অন্য কোনও দাস জানিতে পারে (ব্যঞ্জনা এই যে, তুমি জানাইলেও তোমার দাস বা সেবকব্যতীত অন্য কেহ তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না)। ব্যঞ্জনা এই যে—প্রভু, তুমি কৃপা করিয়া পূর্বে আমাকে অদ্বৈত-তত্ত্ব-মহিমাদি জানাও নাই বলিয়াই আমি তাহা জানিতে পারি নাই।

২৯৭। শ্রীবাস আরও বলিলেন—আজি মোর ইত্যাদি—আজ আমার মহাভাগ্যের এবং সমস্ত মঙ্গলের উদয় হইয়াছে; যেহেতু, প্রভু তুমি শিখাইয়া আমারে ইত্যাদি—অদ্বৈত-তত্ত্বসম্বন্ধে আজ আমাকে শিক্ষা দিয়াছ এবং তোমার কৃপায় আমি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি—আপনে কৈলা ফল—তুমি নিজেই কৃপা করিয়া অদ্বৈত-তত্ত্বসম্বন্ধে আমার প্রতি তোমার শিক্ষার ফল আমার চিত্তে অনুভব কৈলা (করিলা—জন্মাইয়াছ)।

৩০১। তিন জনে—মহাপ্রভু, অদ্বৈত ও শ্রীবাস—এই তিন জন।

৩০৩-৩০৪। যার যেন প্রভাব—যাঁহার যেরূপ প্রভাব বা মহিমা। যাঁহার যেন ভক্তি—যাঁহার যেরূপ ভক্তি। এ-স্থলে "যাহার যেন"-স্থলে "তাহার তেন"-পাঠান্তর"। তাৎপর্য—যাঁহার যেরূপ প্রভাব, তাঁহার

বিষ্ণুতত্ত্ব যেন অবিজ্ঞাত বেদবাণী।
এইমত বৈষ্ণবেরো তত্ত্ব নাহি জানি॥ ৩০৫
সিদ্ধবৈষ্ণবের অতি বিষম ব্যভার।
না বুঝি নিন্দিয়া মরে সকল সংসার॥ ৩০৬
সিদ্ধবৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যভার।
সাক্ষাতে দেখহ ভাগবত-কথা-সার॥ ৩০৭
বৈষ্ণবপ্রধান ভৃগু—ব্রহ্মার নন্দন।
অহর্নিশ মনে ভাবে' যাঁর শ্রীচরণ॥ ৩০৮
সে প্রভুর বক্ষে করিলেন পদাঘাত।
তথাপি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ দেখহ সাক্ষাত॥ ৩০৯
প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান।
যে নিমিত্ত ভৃগু করিলেন হেন কাম॥ ৩১০
পূর্ব্ব সরস্বতী তীরে মহা-ঋষিগণ।
আরম্ভিলা মহাযজ্ঞ পুরাণশ্রবণ॥ ৩১১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ভক্তিও সেইরূপ। অর্থাৎ প্রত্যেকেরই প্রভাব হইতেছে তাঁহার ভক্তির অনুরূপ। **কেবা আগে ইত্যাদি**—ভক্তি ও প্রভাবাদি বিষয়ে কে অগ্রবর্তী এবং কে পশ্চাদ্‌বর্তী, এবং **যার যেন শক্তি**—যাঁহার যেরূপ শক্তি (সামর্থ্য) **সভার সর্বজ্ঞ ইত্যাদি**—৩০৩-পয়ারে কথিত লোকদিগের সকলের সর্বজ্ঞ (সকল বিষয়ে জ্ঞানবান, সকলের সকল বিষয় জানেন) একমাত্র প্রভু গৌরচন্দ্র। **আর জানে**—অন্য সেই লোকও প্রভু গৌরচন্দ্রের কৃপায় তাহা জানিতে পারেন। **যে তাহানে ইত্যাদি**—যে-লোক তাহানে (সেই গৌরচন্দ্রকে) অমায়ায় (অকপটে—ভুক্তিমুক্তি-বাসনারূপ কপটতা ত্যাগ করিয়া) ভজন করেন।

৩০৫। **বেদবাণী**—বেদের বাক্য, বেদের বাক্য অনুসারে। **বিষ্ণুতত্ত্ব যেন ইত্যাদি**—বেদবাক্য অনুসারে বিষ্ণুতত্ত্ব যেমন অবিজ্ঞাত (কোনও লোকই নিজের চেষ্টায় বা শক্তিতে জানিতে পারে না, বিষ্ণুভগবান্ কৃপা করিয়া যাঁহাকে যতটুকু জানান তিনি যেমন ততটুকুই জানিতে পারেন), **এই মত**—তদ্রূপ, **বৈষ্ণবেরো ইত্যাদি**—নিজের শক্তিতে বা নিজের বুদ্ধিবিচারে বৈষ্ণবের তত্ত্বও কেহ জানিতে পারে না, ভগবান্ কৃপা করিয়া জানাইলেই তাহা জানা যায়। বিষ্ণুতত্ত্ব যে অবিজ্ঞাত, তদ্‌বিষয়ে বেদপ্রমাণ, যথা—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ॥) তৈত্তিরীয়॥ ব্রহ্মবল্লী॥ ৯॥"

৩০৬। **বিষয়**—দুর্বোধ্য। **ব্যভার**—ব্যবহার, আচরণ। **না বুঝি**—সিদ্ধবৈষ্ণবের আচরণের মর্ম বুঝিতে না পারিয়া।

৩০৭। **অন্বয়।** সিদ্ধ বৈষ্ণবের ব্যভার (আচরণ) যেন (যেরূপ) বিষম (দুর্বোধ্য), ভাগবত-কথার সারমর্ম হইতে তাহা সাক্ষাদ্‌ভাবেই দেখ। পরবর্তী পয়ারসমূহে, শ্রীমদ্‌ভাগবত-কথিত সিদ্ধবৈষ্ণব ভৃগুর দুর্বোধ্য আচরণের কথা বলা হইয়াছে।

৩০৮-৩০৯। **অন্বয়।** ব্রহ্মার নন্দন (পুত্র) ভৃগু ছিলেন বৈষ্ণবপ্রধান; (কিন্তু তিনি) অহর্নিশ (দিবা-রাত্রি-সর্বদা) যাঁহার শ্রীচরণ মনে মনে ভাবনা (চিন্তা) করেন, সেই প্রভুর (তাঁহার সেই উপাস্য শ্রীবিষ্ণুর) বক্ষে (বক্ষঃস্থলে) তিনি পদাঘাত করিয়াছিলেন। তথাপি (বিষ্ণুবক্ষে পদাঘাত করিয়াও) তিনি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত। শ্রীমদ্‌ভাগবতেই যে ভৃগুকর্তৃক বিষ্ণুবক্ষে পদাঘাতের বিবরণ কথিত হইয়াছে, তাহা সাক্ষাদ্‌ভাবে দেখ। ২।১৯।১৪-পয়ারের টীকায় এবং পরবর্তী ৩১১-৬৯-পয়ারসমূহে ভৃগুর বিবরণ দ্রষ্টব্য।

সভে শাস্ত্রকর্ত্তা সভে মহাতপোধন।
অন্যোঽন্যে লাগিল ব্রহ্ম-বিচার-কথন॥ ৩১২
'ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—তিনজন-মাঝে।
কে প্রধান?' বিচারেন মুনির সমাজে॥ ৩১৩
কেহো বোলে 'ব্রহ্মা বড়' কেহো 'মহেশ্বর'।
কেহো বোলে 'বিষ্ণু বড় সভার উপর'॥ ৩১৪
পুরাণেই নানামত করেন কথন।
'শিব বড়' কোথাও, কোথাও 'নারায়ণ'॥ ৩১৫
তবে সব ঋষিগণ মিলিয়া ভৃগুরে।
আদরিলা এ প্রমাণ তত্ত্ব জানিবারে॥ ৩১৬
"ব্রহ্মার মানসপুত্র তুমি মহাশয়!
সর্ব্বমতে তুমি জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ তত্ত্বময়॥ ৩১৭
তুমি ইহা জান' গিয়া করিয়া বিচার।
সন্দেহ খণ্ডাহ আসি আমরা-সভার॥ ৩১৮
তুমি যে কহিবা, সে-ই সভার প্রমাণ।"
শুনি ভৃগু চলিলেন আগে ব্রহ্মা-স্থান॥ ৩১৯
ব্রহ্মার সভায় গিয়া ভৃগু মুনিবর।
দম্ভ করি রহিলেন ব্রহ্মার গোচর॥ ৩২০
পুত্র দেখি ব্রহ্মা বড় সন্তোষ হইলা।
সকল কুশল জিজ্ঞাসিবারে লাগিলা॥ ৩২১
সত্ত্ব পরীক্ষিতে' ভৃগু ব্রহ্মার নন্দন।
শ্রদ্ধা করি না শুনেন বাপের বচন॥ ৩২২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩১২। অন্যোঽন্যে—পরস্পর। **ব্রহ্ম-বিচার-কথন**—ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে বিচারার্থ কথোপকথন (আলাপ-আলোচনা)।

৩১৫। পুরাণেই নানামত ইত্যাদি—অপৌরুষেয় অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে তিন শ্রেণীর পুরাণ আছে—সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। সাত্ত্বিক পুরাণ—মোক্ষদ, রাজসপুরাণ—স্বাদি এবং তামসপুরাণ—নিরয়-প্রাপক। সাত্ত্বিক পুরাণে শ্রীহরির মাহাত্ম্য, রাজসপুরাণে ব্রহ্মা ও অগ্নির (অর্থাৎ তত্তৎ অগ্নিতে সম্পাদ্য যজ্ঞের) মাহাত্ম্য এবং তামসপুরাণে শিবের মাহাত্ম্য সমধিকরূপে কথিত হইয়াছে (প্রমাণ-শ্লোকাদি গৌ. বৈ. দ.। অবতরণিকা। ১০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এইরূপে জানা গেল—সাত্ত্বিকপুরাণে শ্রীহরিকে (নারায়ণ বা বিষ্ণুকে); রাজসপুরাণে ব্রহ্মাকে এবং তামসপুরাণে শিবকে বড় বলা হইয়াছে। এ-জন্যই বলা হইয়াছে—'**পুরাণেই** নানামত' ইত্যাদি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু (নারায়ণ বা হরি) এবং মহেশ্বর (শিব)—এই তিন জনের মধ্যে **বাস্তবিক** কে বড় বা প্রধান, মুনিগণ তৎসম্বন্ধেই বিচার করিতেছিলেন (পূর্ববর্তী ৩১৩-পয়ার দ্রষ্টব্য)।

৩১৬। মেলিয়া ভৃগুরে—ভৃগুর নিকটে যাইয়া। আদরিলা—ভৃগুকে আদর করিলেন এবং **এ প্রমাণ** ইত্যাদি—উল্লিখিত তিন জনের মধ্যে বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ কে, সেই তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত ভৃগুকে বলিলেন। **ভৃগুকে** মুনিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা পরবর্তী ৩১৭-১৮-পয়ারে এবং ৩১৯-পয়ারের প্রথমার্ধে কথিত হইয়াছে।

৩১৭। **তত্ত্বময়**—সর্বতত্ত্বজ্ঞ। "তত্ত্ব"-স্থলে "সর্ব্ব" এবং "সত্ত্ব"-পাঠান্তর। **জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ**—"মহর্ষীণাং ভৃগুরহম্॥ গীতা॥ ১০।২৫॥"-দ্রষ্টব্য।

৩১৯। **সভার প্রমাণ**—সকলের নিকটেই তাহা প্রমাণ (বাস্তবসত্য) বলিয়া স্বীকৃত হইবে। "শুনি"-স্থলে "তবে-"পাঠান্তর। আগে—সর্বাগ্রে, সর্বপ্রথমে।

৩২০। দম্ভ করি—দম্ভের ভাব প্রকাশ করিয়া (পিতা ব্রহ্মাকে নমস্কারও করিলেন না)।

৩২২। সত্ত্ব পরীক্ষিতে ইত্যাদি—ব্রহ্মার নন্দন (পুত্র) ভৃগু পিতা ব্রহ্মার নিকটে আসিয়াও, ব্রহ্মার

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সত্ত্ব পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে, শ্রদ্ধা করি ইত্যাদি—শ্রদ্ধার সহিত পিতার (ব্রহ্মার) বাক্য শুনিলেন না। পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে—পিতার প্রতি পুত্রের যে-রকম ব্যবহার করা সঙ্গত, ভৃগু তাঁহার পিতা ব্রহ্মার নিকটে আসিয়া সে-রকম ব্যবহার কিছুই করেন নাই; তিনি ব্রহ্মার স্তুতিও করেন নাই, ব্রহ্মাকে নমস্কারও করেন নাই, ব্রহ্মার প্রতি বিনয় বা গুরুবুদ্ধিও প্রকাশ করেন নাই। ব্রহ্মার সত্ত্ব পরীক্ষার (ব্রহ্মার মধ্যে সত্ত্ব আছে কি না, তাহা জানিবার) উদ্দেশ্যেই ভৃগু এতাদৃশ অশোভন ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতও সে-কথা বলিয়াছেন—"ন তস্মৈ প্রহ্বণং স্তোত্রং চক্রে সত্ত্বপরীক্ষয়া॥ ভা. ১০।৮৯।৩॥" কিন্তু যে-সত্ত্ব পরীক্ষার নিমিত্ত ভৃগু এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, সেই সত্ত্ব-বস্তুটি কি? তাহা কি প্রাকৃত সত্ত্বগুণ, না কি অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্ব? এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা উল্লিখিত হইতেছে। পূর্বোদ্ধৃত "ন তস্মৈ প্রহ্বণং স্তোত্রং" ইত্যাদি ভা. ১০।৮৯।৩-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলা হইয়াছে—"সত্ত্বং মহত্ত্বাপরপর্য্যায়মুৎকৃষ্টত্বম্—সত্ত্ব হইতেছে—মহত্ত্ব-নামক উৎকৃষ্টত্ব।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও তাহাই বলিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন—"সত্ত্বগুণস্য বা পরীক্ষার্থম্—অথবা, সত্ত্বগুণের (অর্থাৎ প্রাকৃত বা মায়িক সত্ত্বগুণের) পরীক্ষার্থ।" ইহার পরে "স আত্মন্যুত্থিতমন্যুম্" ইত্যাদি ভা. ১১।৮৯।৪-শ্লোকের এবং পরবর্তী "ততঃ কৈলাসমগমৎ স"-ইত্যাদি ভা. ১১।৮৯।৫-শ্লোকের টীকায় চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মার মধ্যে রজোগুণ এবং শিবের মধ্যে তমোগুণ দেখিয়া অর্থাৎ পরীক্ষায় তাঁহাদিগকে অনুত্তীর্ণ দেখিয়া, ভৃগু বৈকুণ্ঠে গেলেন।" ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যে ভৃগু সত্ত্বগুণ (প্রাকৃত সত্ত্বগুণ) দেখিতে পায়েন নাই, প্রাকৃত রজঃ এবং তমোগুণই দেখিয়াছেন। বৈষ্ণবতোষণীও বলিয়াছেন—"তদেবং ব্রহ্মণঃ সত্ত্বাধ্যং রজো দর্শিতং, শিবস্য তমোবাধ্যং সত্ত্বং সত্ত্বাধ্যং তমশ্চ দর্শয়তি তত ইতি সার্দ্ধদ্বাভ্যাম্ (অর্থাৎ ১০।৮৯।৫-৭ শ্লোকে)।" এ-সমস্ত উক্তি হইতে বুঝা যায়—প্রাকৃত বা মায়িক সত্ত্বগুণ আছে কি না, তদ্‌বিষয়েই ভৃগু ব্রহ্মা ও শিবকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—ভৃগু বিষ্ণুর নিকটেও গিয়াছিলেন—প্রাকৃত সত্ত্বগুণসম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই। বিষ্ণুর সত্ত্বগুণ পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই ভৃগু বিষ্ণুর বক্ষস্থলে পদাঘাতরূপ অপরাধ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কিন্তু ভৃগু বিষ্ণুতে শুদ্ধসত্ত্বই দেখিয়াছিলেন, মায়িক সত্ত্বগুণ দেখেন নাই। "বিষ্ণৌ তাবানপরাধঃ সত্ত্বগুণ দিদৃক্ষয়া কৃতঃ। বস্তুতস্তু তত্র বিষ্ণৌ শুদ্ধসত্ত্বমেব দৃষ্টং ন তু সত্ত্বগুণমপি ইত্যাহ তত ইতি চতুর্ভিঃ (অর্থাৎ ভা. ১০।৮৯।৫-৮-শ্লোক চতুষ্টয়ে॥" বৈকুণ্ঠে (প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত বিকুণ্ঠাসুরের ধামে) যাইয়া ভৃগু যে-বিষ্ণুর দর্শন পাইয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন—ভগবান্, শুদ্ধসত্ত্ব-বিগ্রহ। শুদ্ধসত্ত্ব হইতেছে—ভগবানের স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিরই এক রূপ; গুণময়ী মায়া তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। এজন্য শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ ভগবৎ-স্বরূপে মায়িক্ রজস্তম তো দূরে, সত্ত্বগুণও থাকিতে পারে না। এজন্যই চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—বিষ্ণুতে ভৃগু শুদ্ধসত্ত্বই দর্শন করিয়াছেন—"ন তু সত্ত্বগুণমপি—শুদ্ধসত্ত্বের সহিত যে মায়িকসত্ত্বগুণকেও দেখিয়াছেন, তাহা নহে।" যাহা হউক, "সত্ত্ব"-শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য অবধারণের নিমিত্ত আরও কিছু আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। পূর্ববর্তী ৩১২-পয়ার হইতে জানা যায়—সরস্বতী তীরের ঋষিগণ "ব্রহ্ম-বিচার-কথন" করিতেছিলেন। মুখ্য অর্থে ব্রহ্ম-শব্দে ষড়ৈশ্বর্যময় ভগবান্‌কেই বুঝায় (বৃংহতি বৃংহয়তি চ ইতি ব্রহ্ম)। সেই ভগবান্ হইতেছেন—মায়াস্পর্শহীন, গুণাতীত অর্থাৎ মায়িকগুণবর্জিত, কিন্তু অনন্ত অপ্রাকৃত কল্যাণগুণের আকর। তাঁহার

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

উপাসনাতেই মোক্ষাদি মায়াতীত—সুতরাং ধ্বংস-সম্ভাবনাহীন নিত্যবস্তু—পাওয়া যাইতে পারে। মায়িক গুণ-সংযুক্ত কোনও স্বরূপের উপাসনায় ধন-জনাদি এবং পরকালের দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যাদি—অনিত্য বস্তু লাভ হইতে পারে, কিন্তু মোক্ষাদি নিত্যবস্তু পাওয়া যাইতে পারে না। ঋষিগণ যখন ব্রহ্ম-সম্বন্ধে বিচার করিতেছিলেন, তখন ইহাই বুঝা যায় যে—তাঁহারা মোক্ষাদি কোনও নিত্যবস্তু-প্রাপ্তির নিমিত্ত উপাস্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপের অনুসন্ধানই করিতেছিলেন। পরবর্তী ৩৬৭-পয়ার হইতেও তাহাই জানা যায়। কিন্তু তাঁহাদের অভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত কোন্ স্বরূপের উপাসনা বা ভজন কর্তব্য, তাহা তাঁহারা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তাঁহারা পুরাণ-শ্রবণও করিতেছিলেন (৩১১-পয়ার দ্রষ্টব্য)। পুরাণে নানামতের কথা আছে বলিয়া (৩১৫-পয়ার দ্রষ্টব্য), তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ জন্মিল (৩১৩-১৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)। তাঁহাদের সংশয় নিরাকরণের নিমিত্ত তাঁহারা ভৃগুর শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহাদের সংশয় ছিল গুণাতীত ভগবত্তা-সম্বন্ধে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন জনের মধ্যে কে গুণাতীত ভগবান্, তাহা জানিয়া জানাইবার নিমিত্তই তাঁহারা ভৃগুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে ভৃগু "সত্ত্ব"-পরীক্ষার উদ্দেশ্যে যথাক্রমে ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুর নিকটে গেলেন। তিনি ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যে মায়িকগুণাতীত কিছু দেখিতে না পাইয়া বিষ্ণুর নিকটে গেলেন এবং বিষ্ণুর মধ্যে তিনি "শুদ্ধসত্ত্ব-মায়াস্পর্শহীনা স্বরূপশক্তির বৃত্তি—অর্থাৎ গুণাতীত ভগবত্তা—দেখিতে পাইলেন এবং ঋষিদের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"নারায়ণই (বিষ্ণুই) ভজনীয়, তাঁহার চরণই তোমরা ভজন কর (৩৬৭-পয়ার দ্রষ্টব্য)।" এই আলোচনা হইতে জানা গেল—ঋষিগণের অভীষ্ট যে "সত্ত্ব" এবং ভৃগুও বাস্তবিক যে-"সত্ত্ব"-অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, এবং যাহা তিনি নারায়ণেই পাইয়াছিলেন, সেই সত্ত্ব হইতেছে—গুণাতীত ভগবত্তা। সুতরাং এ-স্থলে "সত্ত্ব"-শব্দের "গুণাতীত ভগবত্তাই" ঋষিদের এবং ভৃগুরও বাস্তব অভিপ্রেত অর্থ বলিয়াই মনে হয়। সত্ত্ব-শব্দের অর্থ—ভগবত্ত্ব বা ভগবত্তাও যে হইতে পারে, তাহা এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

"সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে মায়াতীত পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্‌কেই "সৎ" বলা হইয়াছে। গীতার ১৭।২৩-শ্লোক হইতে জানা যায়—"সৎ" তাঁহার একটি নামও। তদনুসারে, সত্ত্ব= সৎ+ত্ব=সৎ+তা=ভগবৎ+তা বা ভগবৎ+ত্ব, অর্থাৎ মায়াতীত ভগবানের মায়াতীত গুণমহিমাদি বা মহত্ত্ব। পূর্বোদ্ধৃত বৈষ্ণবতোষণীর উক্তি হইতেও এইরূপ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়—"সত্ত্বং মহত্ত্বপরপর্য্যায়ম্ উৎকৃষ্টত্বম্"; বৈষ্ণবতোষণী এ-স্থলে "সত্ত্ব"-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—মহত্ত্বের অপর পর্যায় উৎকৃষ্টত্ব। ইহাতে সত্ত্ব-শব্দের অর্থ "মহত্ত্ব", সুতরাং সৎ-শব্দের অর্থ "মহৎ" বলিয়াই জানা যায়। "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্‌বেদো" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক-শ্রুতি-বাক্যেও পরব্রহ্মকে "মহৎ" বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভাগবতও "মহৎ"-শব্দেরই উল্লেখ করিয়াছেন—"সরস্বত্যাস্তটে রাজন্ ঋষয়ঃ সত্রমাসত। বিতর্কঃ সমভূৎ তেষাং ত্রিষধীশেষু কো মহান্॥ ভা. ১০।৮৯।১॥ (কঃ-শব্দ পুংলিঙ্গ বলিয়া মহৎ-স্থলে মহান্ হইয়াছে)।" সেজন্য বৈষ্ণবতোষণীও "মহৎ" বলিয়াছেন। বৈষ্ণবতোষণীতে এই সৎকে "উৎকৃষ্ট" বলার হেতু এই যে—অপকর্ষ-জনিকা জড়রূপা মায়া এবং উৎকর্ষ-জনিকা চিচ্ছক্তির বিরোধিনী মায়া এই সৎ-স্বরূপ ভগবান্‌কে স্পর্শও করিতে পারে না। মায়াসংবৃত বস্তু হইতে মায়াস্পর্শহীন বস্তুর উৎকর্ষ বিদ্যমান বলিয়াই সৎস্বরূপ ভগবান্ হইতেছেন—উৎকৃষ্ট। এইরূপে দেখা গেল—সত্ত্ব-শব্দের ভগবত্তা অর্থ স্মৃতি-

স্তুতি কি বা বিনয় গৌরব নমস্কার।
কিছু না করেন পিতা-পুত্র-ব্যবহার ॥ ৩২৩
দেখিয়া পুত্রের অনাদর অব্যভার।
ক্রোধে ব্রহ্মা হইলেন অগ্নি-অবতার ॥ ৩২৪
ভস্ম করিবেন হেন ক্রোধে মগ্ন হৈলা।
দেখিয়া পিতার মূর্ত্তি ভৃগু পলাইলা ॥ ৩২৫
সভে বুঝাইলেন ব্রহ্মার পা'য়ে ধরি।
"পুত্রেরে কি গোসাঞি! এমত ক্রোধ করি?" ৩২৬
তবে পুত্রস্নেহে ব্রহ্মা ক্রোধ পাসরিলা।
জল পাই যেন অগ্নি সুসাম্য হইলা ॥ ৩২৭
তবে ভৃগু ব্রহ্মারে বুঝিয়া ভালমতে।
কৈলাসে আইলা মহেশ্বর পরীক্ষিতে' ॥ ৩২৮
ভৃগু দেখি মহেশ্বর আনন্দিত হৈয়া।
উঠিলা পার্ব্বতী সঙ্গে আদর করিয়া ॥ ৩২৯
জ্যেষ্ঠ-ভাই,গৌরবে আপনে ত্রিলোচন।
প্রেমযোগে উঠিলা করিতে আলিঙ্গন ॥ ৩৩০
ভৃগু বোলে "মহেশ! পরশ নাহি কর'।
যতেক পাষণ্ডবেশ সব তুমি ধর ॥ ৩৩১
ভূত প্রেত পিশাচ—অস্পৃশ্য যত আছে।
হেন সব পাষণ্ড রাখহ তুমি কাছে ॥ ৩৩২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রুতিসম্মত। পূর্ববর্তী ৩১৩-পয়ারের "প্রধান"-শব্দ এবং ৩১৪-পয়ারের "বড়"-শব্দদ্বয়ও "মহত্ত্ব"-জ্ঞাপক, "উৎকৃষ্টত্ব"-জ্ঞাপক। এই আলোচনা হইতে বুঝা যায়—৩২২-পয়ারের "সত্ত্ব"-শব্দ যে "ভগবত্তা"-বাচক, তাহা গ্রন্থকারেরও অভিপ্রেত।

৩২৩। **পিতা-পুত্র-ব্যবহার**—পিতার সম্বন্ধে পুত্রের সঙ্গত আচরণ।

৩২৪। **অব্যভার**—অপব্যবহার, অন্যায় আচরণ। "অব্যভার"-স্থলে "ব্যবহার"-পাঠান্তর।

৩২৬। **সভে**—ব্রহ্মার পরিকরগণের মধ্যে সকলেই। **পুত্রেরে কি ইত্যাদি**—যে-ক্রোধে লোক ভস্মীভূত হইয়া যাইতে পারে, পুত্রের প্রতি পিতার তদ্রূপ ক্রোধ কি সঙ্গত হয়?

৩৩০। **জ্যেষ্ঠ-ভাই গৌরবে**—বড় ভাইয়ের প্রতি যেরূপ গৌরব (গুরুবুদ্ধি এবং তদনুরূপ আচরণাদি) প্রদর্শন করা সঙ্গত, তাহা প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে। এই উক্তি হইতে বুঝা যায়—ভৃগু ছিলেন শিবের বড় ভাই। পরবর্তী ৩৩৯-পয়ার হইতে জানা যায়—পার্বতীও ভৃগুকে শিবের "জ্যেষ্ঠ ভাই" বলিয়াছেন। কিন্তু ভৃগু হইতেছেন ব্রহ্মার পুত্র; শিব কিন্তু ব্রহ্মার পুত্র নহেন। সুতরাং ভৃগু বাস্তবিক শিবের জ্যেষ্ঠভাই হইতে পারেন না। ভৃগুর ভক্তিমহিমার উৎকর্ষ দেখিয়াই বোধ হয় পরমভাগবত শিব ভৃগুকে বড় ভাইয়ের মর্যাদা দিতেন, বড় ভাইরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতেও ভৃগুকে শিবের ভাই (ভ্রাতরং) বলা হইয়াছে (ভা. ১০।৮৯।৫)। টীকায় বৈষ্ণবতোষণী বলিয়াছেন—"ভ্রাতরং ভ্রাতৃত্বেন অঙ্গীকৃতম্—মহেশ্বর ভৃগুকে ভ্রাতৃরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন।" ইহাতেও বুঝা যায়—একই পিতার পুত্ররূপে ভৃগু শিবের ভাই নহেন।

৩৩১। **পরশ নাহি কর**—আমাকে তুমি স্পর্শ করিও না। ভৃগু এ-কথা কেন বলিলেন, এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে পরবর্তী ৩৩৪-পয়ার পর্যন্ত কতিপয় পয়ারে ভৃগু তাহা বলিয়াছেন। **যতেক পাষণ্ডবেশ ইত্যাদি**—যত রকম পাষণ্ড (বেদবিরোধী) লোক আছে তুমি তাহাদের সমস্ত বেশই (পোষাক-পরিচ্ছদাদি বা পরিবেশই) ধারণ করিয়াছ (পরবর্তী ৩৩২-৩৪-পয়ার দ্রষ্টব্য)।

যতেক উৎপথ সে তোমার ব্যবহার।
ভস্মাস্থিধারণ কোন্ শাস্ত্রের আচার॥ ৩৩৩
তোমার পরশে স্নান করিতে জুয়ায়।
দূরে থাক দূরে থাক অয়ে ভূতরায়!” ৩৩৪
পরীক্ষানিমিত্তে ভৃগু বোলেন কৌতুকে।
কভু শিবনিন্দা নাহি ভৃগুর শ্রীমুখে॥ ৩৩৫
ভৃগুবাক্যে মহাক্রোধ হৈলা ত্রিলোচন।
ত্রিশূল তুলিয়া লইলেন সেইক্ষণ॥ ৩৩৬
জ্যেষ্ঠভাই-ধর্ম্ম পাসরিলেন শঙ্কর।
হইলেন যেহেন সংহারমূর্ত্তিধর॥ ৩৩৭
শূল তুলিলেন শিব ভৃগুরে মারিতে।
আথেব্যথে দেবী আসি ধরিলেন হাথে॥ ৩৩৮
চরণে ধরিয়া বুঝায়েন মহেশ্বরী।
“জ্যেষ্ঠভাইরে কি প্রভু! এত ক্রোধ করি?” ৩৩৯
দেবীবাক্যে লজ্জা পাই রহিলা শঙ্কর।
ভৃগুও চলিলা শ্রীবৈকুণ্ঠ—কৃষ্ণঘর॥ ৩৪০
শ্রীরত্নখট্টায় প্রভু আছেন শয়নে।
লক্ষ্মী সেবা করিতে আছেন শ্রীচরণে॥ ৩৪১
হেনই সময়ে ভৃগু আসি অলক্ষিতে।
পদাঘাত করিলেন প্রভুর বক্ষেতে॥ ৩৪২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৩৩। উৎপথ—উন্মার্গ, শাস্ত্রবহির্ভূত। **ভস্মাস্থি ধারণ**—শ্মশানস্থ ভস্ম ও অস্থির ধারণ।

৩৩৪। ভূতরায়—৩৩২ পয়ারে কথিত অস্পৃশ্য ভূত-প্রেত-পিশাচাদির অধিপতি বা দলপতি।

৩৩১-৩৪-পয়ারসমূহে, শিবের সম্বন্ধে ভৃগু যে-সমস্ত উক্তি করিয়াছেন বলিয়া কথিত হইয়াছে শ্রীমদ্ভাগবতে তন্মধ্যে কেবল “উৎপথগ” কথাটি দৃষ্ট হয় (ভা. ১০।৮৯।৬-শ্লোকে)। “উৎপথগ”-শব্দে যাহা বুঝায়, ৩৩১-৩৪ পয়ারসমূহে তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। বৈষ্ণবতোষণীও বলিয়াছেন—“উৎপথগঃ শ্মশান-ভস্মাদিধারণেন পাষণ্ডমার্গং প্রাপ্তঃ”—শ্মশানস্থ ভস্মাদি ধারণের দ্বারা পাষণ্ডমার্গ প্রাপ্ত—ইহাই হইতেছে উৎপথগ-শব্দের তাৎপর্য।

৩৩৬। “মহাক্রোধ হৈলা”-স্থলে “ক্রোধে পাসরিলা”, “মহাক্রোধ হই” এবং “মহাক্রোধে দেব”-পাঠান্তর।

৩৩৭। জ্যেষ্ঠ-ভাই-ধর্ম্ম—বড়ভাইর প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ।

৩৩৮। দেবী—পার্বতী, মহেশ্বরী।

৩৩৯। এত ক্রোধ করি—এইরূপ ক্রোধ করা কি সঙ্গত?

৩৪০। রহিলা—নিরস্ত হইয়া থাকিলেন। “রহিলা”-স্থলে “বসিলা” এবং “চলিলা শ্রীবৈকুণ্ঠ-কৃষ্ণঘর”-স্থলে “বৈকুণ্ঠে গেলা শ্রীকৃষ্ণের ঘর” এবং “চলিলা শ্রীবৈকুণ্ঠনগর”-পাঠান্তর। **শ্রীবৈকুণ্ঠ—কৃষ্ণঘর**—এ-স্থলে শ্রীবৈকুণ্ঠকে কৃষ্ণঘর (কৃষ্ণের ঘর) বলা হইয়াছে। কিন্তু ভৃগু যে বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলেন, তাহা হইতেছে বিকুণ্ঠা-তনয় নারয়ণের বা বিষ্ণুর ঘর (ধাম); তাহাকে কৃষ্ণঘর (কৃষ্ণ-ধাম) বলা হইয়াছে। ইহার হেতু এই—এই বিষ্ণু বা নারায়ণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণেরই এক অংশ স্বরূপ। তত্ত্বতঃ অংশ ও অংশীর অভেদ-বিবক্ষাতেই অংশ বিষ্ণুর ধামকে অংশী কৃষ্ণের ধাম বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার এক অংশস্বরূপ বিষ্ণুরূপে এই বৈকুণ্ঠে বিরাজিত—ইহাই তাৎপর্য।

ভৃগু দেখি মহাপ্রভু সম্ভ্রমে উঠিয়া।
নমস্করিলেন প্রভু মহাপ্রীত হৈয়া ॥ ৩৪৩
লক্ষ্মীর সাহতে প্রভু ভৃগুর চরণ।
সন্তোষে করিতে লাগিলেন প্রক্ষালন ॥ ৩৪৪
বসিতে দিলেন আনি উত্তম আসন।
শ্রীহস্তে তাহান অঙ্গে লেপেন চন্দন ॥ ৩৪৫
অপরাধিপ্রায় যেন হইয়া আপনে।
অপরাধ মাগিয়া লয়েন তান স্থানে ॥ ৩৪৬
"তোমার শুভ-বিজয় আমি না জানিঞা।
অপরাধ করিয়াছি, ক্ষম' মোরে ইহা ॥ ৩৪৭
এই যে তোমার পাদোদক পুণ্যজল।
তীর্থেরে করয়ে তীর্থ হেন সুনির্ম্মল ॥ ৩৪৮
যতেক ব্রহ্মাণ্ড বৈসে আমার দেহেতে।
যত লোকপাল সব আমার সহিতে ॥ ৩৪৯
পাদোদক দিয়া আজি করিলা পবিত্র।
অক্ষয় হইয়া রহু তোমার চরিত্র ॥ ৩৫০
এই যে তোমার শ্রীচরণচিহ্নধূলি।
বক্ষে রাখিলাঙ আমি হই কুতূহলী ॥ ৩৫১
লক্ষ্মীসঙ্গে নিজবক্ষে দিল আমি স্থান।
বেদে যেন 'শ্রীবৎসলাঞ্ছন' বোলে নাম ॥" ৩৫২
শুনিয়া প্রভুর বাক্য, বিনয়-ব্যভার।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ—সকলের পার ॥ ৩৫৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৪৫। "লেপেন"-স্থলে "লেপিলা"-পাঠান্তর।

৩৪৭। "মোরে"-স্থলে "মোর"-পাঠান্তর। **শুভবিজয়**—শুভাগমন।

৩৫০। **অক্ষয় হইয়া রহু**—স্থায়ী হইয়া থাকুক। কিরূপে স্থায়ী হইয়া থাকিবে, তাহা পরবর্তী পয়ারদ্বয়ে বলা হইয়াছে।

৩৫২। **শ্রীবৎসলাঞ্ছন** ইত্যাদি—"শ্রীবৎসলাঞ্ছন" যেমন আমার একটি নাম বলিয়া বেদ বলেন, তেমনি আমার একটি নাম হইবে "ভৃগুপদচিহ্ন-লাঞ্ছন"।

৩৫৩। **প্রভুর**—বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের। **বিনয়-ব্যভার**—বিনয়-সূচক ব্যবহার (আচরণ)—নমস্কার, পাদ-প্রক্ষালন, উত্তম আসন দান, অঙ্গে চন্দন-লেপন, অপরাধ ক্ষমার জন্য প্রার্থনা—ইত্যাদি। **কাম ক্রোধ ইত্যাদি**—কাম এবং ক্রোধ হইতেছে মায়িক রজোগুণের ধর্ম। মোহ—মায়িক তমোগুণের ধর্ম। সুখের জন্য লোভ—মায়িক সত্ত্বগুণের ধর্ম। নারায়ণের বিনয়-ব্যবহারাদি কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহের পার (অতীত), মায়িক গুণত্রয়ের ধর্মের অতীত। ইহাদ্বারা নারায়ণের মায়াতীতত্ব সূচিত হইতেছে।

বৈকুণ্ঠে আগমনের পূর্বে ভৃগু ব্রহ্মার মধ্যে রজোগুণোদ্ভূত ক্রোধ দেখিয়াছেন। শিবের মধ্যেও রজোগুণোদ্ভূত ক্রোধ দেখিয়াছেন এবং সংহারোদ্যমে তমোগুণের প্রভাবও দেখিয়াছেন। অথচ তাঁহাদের নিকটে ভৃগু অলক্ষিত ভাবেও যায়েন নাই ; তাঁহার গমন মাত্রেই ব্রহ্মা এবং শিব তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছেন। ব্রহ্মা ও শিবের নিকটে ভৃগু অবিনয় বা অসৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও পদাঘাত করেন নাই। তথাপি তাঁহাদের মধ্যে রজ ও তমোগুণ প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু তিনি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকটে, তাহাও আবার নারায়ণের শয়ন-কক্ষে, গিয়াছিলেন—নারায়ণের এবং লক্ষ্মীর অলক্ষিতভাবে। পদাঘাতের পূর্বে ভৃগুর আগমনের কথা নারায়ণ বা লক্ষ্মী জানিতে পারেন নাই। আবার, শয়ন-কক্ষে উল্লিখিতভাবে প্রবেশ করিয়াই ভৃগু, কোনও কথা না বলিয়া, নারায়ণের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়াছেন।

দেখি মহা-ঋষি পাইলেন চমৎকার।
লজ্জিত হইয়া মাথা না তোলেন আর ॥ ৩৫৪
যাহা করিলেন সে তাহান কর্ম্ম নয়।
আবেশের কর্ম্ম ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ ৩৫৫
বাহ্য পাই প্রীতি শ্রদ্ধা দেখিতে দেখিতে।
ভক্তিরসে পূর্ণ হই লাগিলা নাচিতে ॥ ৩৫৬
হাস্য, কম্প, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
ভক্তিরসে মগ্ন হৈলা ব্রহ্মার কুমার ॥ ৩৫৭
"সভার ঈশ্বর কৃষ্ণ, সভার জীবন।"
এই সত্য বলি নাচে ব্রহ্মার নন্দন ॥ ৩৫৮
দেখিয়া কৃষ্ণের শান্ত-বিনয়-ব্যভার।
বিপ্রভক্তি যে কোথাও না সম্ভবে' আর ॥ ৩৫৯
ভক্তিজড় হৈলা, বাক্য না আইসে বদনে।
আনন্দাশ্রুধারা মাত্র বহে শ্রীনয়নে ॥ ৩৬০
সর্ব্বভাবে ঈশ্বরেরে দেহ সমর্পিয়া।
পুন সভামধ্যে ভৃগু মিলিলা আসিয়া ॥ ৩৬১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তথাপি কিন্তু নারায়ণের মধ্যে ক্রোধ বা ভৃগুর সংহারেচ্ছা জাগে নাই !! ভৃগুকে নারায়ণ কোনও রূঢ় কথাও বলেন নাই, কোনওরূপ অভিসম্পাতও দেন নাই !!! নারায়ণ শয়ন-সুখ এবং লক্ষ্মীকর্তৃক পাদসম্বাহনের সুখ অনুভব করিতেছিলেন। ভৃগু তাঁহার সেই সুখ-ভঙ্গ করিয়াছেন; তথাপি নারায়ণের চিত্ত বিচলিত হয় নাই। ইহাতেই বুঝা যায়, নারায়ণের সেই সুখ মায়িক-সত্ত্বগুণজাত সুখ ছিল না। মায়িক সত্ত্বগুণজাত সুখ হইলে, মায়িকগুণের স্বাভাবিক ধর্মবশতঃই, সুখ-ভঙ্গে রজোগুণোদ্ভূত ক্রোধের উদয় হইত। নারায়ণের তাহা হয় নাই। এ-সমস্ত হইতেই জানা যায়—নারায়ণ হইতেছেন মায়িক গুণত্রয়ের অতীত, মায়াতীত ভগবান্—সুতরাং ভজনীয় গুণের অধিকারী।

৩৫৪। **মহাঋষি**—মহর্ষি ভৃগু। **চমৎকার**—বিস্ময়। **লজ্জিত**—নারায়ণের বক্ষে পদাঘাত করিয়াছেন বলিয়া লজ্জিত।

৩৫৫-৩৫৬। **যাহা করিলেন ইত্যাদি**—ভৃগু যাহা করিয়াছেন (অর্থাৎ তিনি যে নারায়ণের বক্ষে পদাঘাত করিয়াছেন), তাহা তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থার কর্ম ছিল না। **আবেশের ইত্যাদি**—মুনিগণের অনুরোধে ভগবত্তার পরীক্ষা করিবার ভাবে আবিষ্ট হইয়াই ভৃগু এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন—ইহাই নিশ্চিতরূপে জানিবে। সেই আবেশের বশে তিনি বাহ্যজ্ঞান-হারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা তখন ছিল না। বাহ্যজ্ঞান বা স্বাভাবিক অবস্থা থাকিলে, পরম-ভাগবত ভৃগু কখনও নারায়ণের বক্ষে পদাঘাত করিতে পারিতেন না। **প্রীতিশ্রদ্ধা**—তাঁহার প্রতি নারায়ণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা।

৩৫৭। **ব্রহ্মার কুমার**—ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু।

৩৫৯। **কৃষ্ণের**—বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণরূপ শ্রীকৃষ্ণের। **বিপ্রভক্তি**—ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি (পূর্ববর্তী ৩৪৩-৫২-পয়ার দ্রষ্টব্য)। **যে**—যাহা। "বিপ্রভক্তি যে কোথাও না সম্ভবে"-স্থলে "প্রেমভক্তি যে কোথাও না শুনেন"-পাঠান্তর।

৩৬০। **ভক্তিজড়**—প্রেমভক্তির প্রভাবে জড়তুল্য। "মাত্র"-স্থলে "তাঁর"-পাঠান্তর। **তাঁর**—ভৃগুর।

৩৬১। **সভামধ্যে**—সরস্বতীতীরে মহর্ষিদিগের সভায় (পূর্ববর্তী ৩১১-পয়ার দ্রষ্টব্য)। "সভামধ্যে ভৃগু"-স্থলে "মুনিসভা-মধ্যে"-পাঠান্তর।

ভৃগু দেখি সভে হৈলা আনন্দ অপার।
"কহ ভৃগু! কার্ কেন দেখিলে ব্যভার ॥ ৩৬২
তুমি যে-ই কহ, সে-ই সভার প্রমাণ।"
তবে সব কহিলেন ভৃগু ভগবান্ ॥ ৩৬৩
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনের ব্যভার।
সকল কহিয়া এই কহিলেন সার ॥ ৩৬৪
"সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ।
সত্য সত্য সত্য এই বলিল বচন ॥ ৩৬৫
সভার ঈশ্বর কৃষ্ণ—জনক সভার।
ব্রহ্মা-শিবো করেন যাঁহার অধিকার ॥ ৩৬৬
কর্ত্তা হর্ত্তা রক্ষিতা সভার নারায়ণ।
নিঃসন্দেহ ভজ গিয়া তাঁহার চরণ ॥ ৩৬৭
ধর্ম্ম জ্ঞান পুণ্য কীর্ত্তি ঐশ্বর্য্য বিরক্তি।
আত্ম-শ্রেষ্ঠ-মধ্যম যাহার যত শক্তি ॥ ৩৬৮
সকল কৃষ্ণের, ইহা জানিহ নিশ্চয়।
অতএব গাও ভজ' কৃষ্ণের বিজয় ॥" ৩৬৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৬২। কার কেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন জনের মধ্যে কাহার কিরূপ। ব্যভার—ব্যবহার, আচরণ। "দেখিলে"-স্থলে "বুঝিলা"-পাঠান্তর।

৩৬৬। ব্রহ্মাশিবো ইত্যাদি—ব্রহ্মা এবং শিবও যাঁহার (যে-শ্রীকৃষ্ণের) অধিকার করেন (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে যে-কার্যের অধিকার দিয়াছেন, তাঁহারা কেবল সেই কার্যই করেন, শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ পালন করেন)। এই উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের (যাঁহার এক অংশমাত্র বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণ, সেই শ্রীকৃষ্ণের) উৎকর্ষই স্থাপিত হইয়াছে।

ভৃগু বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের নিকটেই গিয়াছিলেন, গোলোকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যায়েন নাই। তথাপি যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মহিমার কথা খ্যাপন করিলেন, তাহার হেতু হইতেছে এই যে—নারায়ণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ, শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লোকোত্তরগুণাদি আংশিকভাবেই নারায়ণে বিরাজিত। নারায়ণের অংশী শ্রীকৃষ্ণে সমস্তগুণের পূর্ণতম বিকাশ। যাঁহার অংশ নারায়ণেরই পূর্বোল্লিখিত বিস্ময়কর গুণাবলী, সেই শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বাতিশায়ি-গুণসম্পন্ন, তাহাতে আর বক্তব্য কি থাকিতে পারে? এ-সমস্ত ভাবিয়াই ভৃগু শ্রীকৃষ্ণের মহিমাদির কথা বলিয়াছেন এবং পরবর্তী ৩৬৭-পয়ারের শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-ভজনের কথাও বলিয়াছেন।

৩৬৭। কর্ত্তা—সৃষ্টিকর্তা বা সর্বকর্তা। হর্ত্তা—সংহার-কর্তা। রক্ষিতা—রক্ষাকর্তা। নারায়ণ—মূলনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ।

৩৬৮-৩৬৯। বিরক্তি—সংসারে অনাসক্তি। ধর্ম্মজ্ঞান ইত্যাদি—জগতে বা অন্যত্র দৃষ্ট সমস্ত ধর্ম, জ্ঞান, পুণ্য, কীর্তি, ঐশ্বর্য এবং বিরক্তি (এ-সমস্তই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীকৃষ্ণ হইতে, বা শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় প্রাপ্ত) এবং আত্ম-শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি—(আত্ম-শক্তি বা নিজের শক্তি, শ্রেষ্ঠশক্তি বা নিজের শক্তি হইতে শ্রেষ্ঠশক্তি এবং মধ্যশক্তি বা উল্লিখিত দুই রকম শক্তির মধ্যবর্তিনী শক্তি; অর্থাৎ) কাহারও নিজের যে-শক্তি আছে, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ যে-শক্তি অপর কাহারও মধ্যে আছে, কিংবা, নিজের শক্তি এবং অপরের শ্রেষ্ঠশক্তির মধ্যবর্তিনী যে-রকম শক্তি অপর কাহারও মধ্যে আছে—এই প্রকারে যাহার যত শক্তি আছে, সকল কৃষ্ণের ইত্যাদি—তৎসমস্তই কৃষ্ণের (অর্থাৎ কৃষ্ণ হইতে প্রাপ্ত) ইহা নিশ্চিতরূপে জানিবে।

সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ—চৈতন্য ভগবান্ ।
কীর্ত্তনবিহারে হইয়াছেন বিদ্যমান ॥ ৩৭০
ভৃগুর বচন শুনি সব ঋষিগণ ।
নিঃসন্দেহ হৈলা—'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণ' ॥ ৩৭১
ভৃগুরে পূজিয়া বোলে সব ঋষিগণ ।
"সংশয় ছিণ্ডিয়া তুমি ভাল কৈলা মন ॥" ৩৭২
কৃষ্ণভক্তি সভে লইলেন দৃঢ়-মনে ।
ভক্তরূপে ব্রহ্মা-শিবো পূজেন যতনে ॥ ৩৭৩
সিদ্ধবৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যভার ।
কহিলাঙ, ইহা বুঝিবারে শক্তি কার ॥ ৩৭৪
পরীক্ষিতে' কর্ম্ম কি না ছিল কিছু আর ।
তার লাগি করিলেন চরণপ্রহার ॥ ৩৭৫
সৃষ্টিকর্ত্তা ভৃগুদেব যাঁর অনুগ্রহে ।
কি সাহসে চরণ দিলেন সে হৃদয়ে ॥ ৩৭৬
'অবোধ অগম্য অধিকারীর ব্যভার ।'
ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর ॥ ৩৭৭
মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগুহৃদয়েতে ।
করাইলা, ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে ॥ ৩৭৮
জ্ঞানপূর্ব্ব ভৃগুর এ কর্ম্ম কভু নয় ।
কৃষ্ণ বাঢ়ায়েন অধিকারি-ভক্ত-জয় ॥ ৩৭৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অতএব ইত্যাদি—অতএব শ্রীকৃষ্ণের বিজয় (মহিমাদি) গান কর এবং শ্রীকৃষ্ণের ভজন কর (পূর্ব্ববর্তী ৩৬৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) । "আত্ম"-স্থলে "আত্মা" এবং "ইহা"-স্থলে "ইচ্ছা"-পাঠান্তর । **ইচ্ছা—সকল কৃষ্ণের ইচ্ছা**—কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই এই সমস্ত হয়, অর্থাৎ কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই বিভিন্ন লোকের মধ্যে, অথবা ব্রহ্মা-শিব-নারায়ণাদির মধ্যে, বিভিন্ন পরিমাণে শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

৩৭০ । "প্রভু শ্রীকৃষ্ণ"-স্থলে "কৃষ্ণ সাক্ষাত"-পাঠান্তর ।

৩৭২ । ছিণ্ডিয়া—ছেদন করিয়া । "ছিণ্ডিয়া"-স্থলে "ছিণ্ডিলা"-পাঠান্তর ।

৩৭৩ । ভক্তরূপে ইত্যাদি—তাঁহারা যত্নের সহিত ব্রহ্মা এবং শিবের পূজাও করেন ; কিন্তু ব্রহ্মা ও শিবকে কৃষ্ণভক্তরূপেই পূজা করেন, স্বতন্ত্র ঈশ্বররূপে নহে । "দৃঢ়"-স্থলে "হর্ষ"-পাঠান্তর ।

৩৭৪ । সিদ্ধ বৈষ্ণবের—ভৃগুর, অথবা ভৃগুর ন্যায় সিদ্ধবৈষ্ণবের ।

৩৭৫ । এই পয়ারে ভৃগুর পূর্বপয়ারোক্ত "বিষম ব্যভারের" কথা বলা হইয়াছে । **পরীক্ষিতে**—নারায়ণকে পরীক্ষা করার নিমিত্ত, **কর্ম্ম কি ইত্যাদি**—নারায়ণের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত-ব্যতীত অন্য কোনও কর্ম বা আচরণ কি ছিল না ? অন্য কোন ভাবে কি ভৃগু নারায়ণকে পরীক্ষা করিতে পারিতেন না ? কিন্তু অন্য কোনও ভাবে পরীক্ষা না করিয়া, **তার লাগি**—পরীক্ষার জন্য ভৃগু নারায়ণকে চরণের দ্বারা আঘাত করিলেন ।

৩৭৮ । **মূলে**—বস্তুতঃ । **করাইলা**—নারায়ণের বক্ষে পদাঘাত করাইয়াছেন । কি উদ্দেশ্যে ? **ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে**—ভক্তির (বা ভক্তের) মহিমা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে । ভক্তবৎসল এবং ভক্তপ্রাণ ভগবান্ ভক্তের পদাঘাতকেও স্বহৃদয়ে স্থান দিয়া গৌরব এবং প্রীতি অনুভব করেন—এতাদৃশই হইতেছে ভক্তির বা ভক্তিপ্রভাবে ভক্তের মহিমা । ভক্তের এতাদৃশ মহিমা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ ভৃগুর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া (ভৃগুর হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া) ভৃগুদ্বারা নারায়ণের বক্ষে পদাঘাত করাইয়াছেন ।

৩৭৯ । **জ্ঞানপূর্ব্ব**—জানিয়া শুনিয়া, স্বাভাবিক অবস্থায় । **অধিকারি-ভক্ত-জয়**—ভক্তির উচ্চ অধিকারী ভক্তের উৎকর্ষ ।

বিরিঞ্চি শঙ্কর বাঢ়াইতে কৃষ্ণজয়।
ভৃগুরে হইলা ক্রুদ্ধ দেখাইয়া ভয় ॥ ৩৮০
ভক্ত-সব যেন গায় নিত্য কৃষ্ণজয়।
কৃষ্ণ বাঢ়ায়েন ভক্তজয় অতিশয় ॥ ৩৮১
অধিকারিবৈষ্ণবের না বুঝি ব্যভার।
যে জন নিন্দয়ে, তার নাহিক নিস্তার ॥ ৩৮২
অধমজনের যে আচার যেন ধর্ম্ম।
অধিকারিবৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম ॥ ৩৮৩
কৃষ্ণ-কৃপায়ে সে ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সঙ্কটে কেহো মরে কেহো তরে' ॥ ৩৮৪

সবে ইথে দেখি এক মহাপ্রতিকার।
সভারে করিব স্তুতি বিনয়-ব্যভার ॥ ৩৮৫
অজ্ঞহই লইবেক কৃষ্ণের শরণ।
সাবধানে শুনিবেক মহান্তবচন ॥ ৩৮৬
তবে কৃষ্ণ তারে দেন হেন দিব্য-মতি।
সর্ব্বত্র নিস্তার পায়, না ঠেকয়ে কতি ॥ ৩৮৭
ভক্তি করি যে শুনে চৈতন্য-অবতার।
সেই সব জন সুখে পাইব নিস্তার ॥ ৩৮৮
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৩৮৯

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈতমহিমাদিবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৮০। **বিরিঞ্চি শঙ্কর** ইত্যাদি—কৃষ্ণের জয় (উৎকর্ষ) বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যেই বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা) এবং শঙ্কর (শিব) **ভৃগুরে হইলা** ইত্যাদি—ভৃগুর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং ভয় দেখাইয়াছেন (ব্রহ্মা ক্রোধানলে ভৃগুকে ভস্মীভূত করার ভয় এবং শিব ত্রিশূল তুলিয়া ভৃগুকে সংহার করিবার ভয় দেখাইয়াছেন)।

৩৮১। ভক্তগণ যেমন সর্বদা কৃষ্ণের উৎকর্ষ বা মহিমা কীর্তন করেন, তদ্রূপ কৃষ্ণও সর্বদা ভক্তের মহিমা বা উৎকর্ষ অত্যধিক রূপে বৃদ্ধি করেন।

৩৮৬। **অজ্ঞ হই**—"আমি নিতান্ত অজ্ঞ, কিছু জানি না"—এইরূপ ভাব হৃদয়ের অন্তস্তলে পোষণ করিয়া।

৩৮৭। **কতি**—কোনও স্থানে।

৩৮৯। ১।২।২৮৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি অন্ত্যখণ্ডে দশম অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(৩০. ১২. ১৯৬৩—৩. ১. ১৯৬৪)

অন্ত্যখণ্ড

একাদশ অধ্যায়

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
জয় শচীগর্ব্ভরত্ন ধর্ম্মসনাতন॥ ১
জয় সঙ্কীর্ত্তনপ্রিয় শ্রীগৌরগোপাল।
জয় শিষ্টজনপ্রিয় জয় দুষ্টকাল॥ ২
ভক্তগোষ্ঠীসহিত গৌরাঙ্গ জয়জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়॥ ৩
হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক ন্যাসিরূপে।
বিহরেন ভক্তগোষ্ঠী লইয়া কৌতুকে॥ ৪
একদিন বসিয়া আছেন প্রভু সুখে।
হেনকালে শ্রীঅদ্বৈত আইলা সম্মুখে॥ ৫
বসিলেন অদ্বৈত প্রভুরে নমস্করি।
হাসি অদ্বৈতেরে জিজ্ঞাসেন গৌরহরি॥ ৬
সন্তোষে বোলেন প্রভু "কহ ত আচার্য্য!
কোথা হৈতে আইলা, করিলা কোন কার্য্য?" ৭
অদ্বৈত বোলেন "দেখিলাঙ জগন্নাথ।
তবে আইলাঙ এই তোমার সাক্ষাত॥" ৮
প্রভু বোলে "জগন্নাথশ্রীমুখ দেখিয়া।
তবে আর কি করিলা? কহ দেখি তাহা॥" ৯
অদ্বৈত বোলেন "আগে দেখি জগন্নাথ।
তবে করিলাঙ প্রদক্ষিণ পাঁচ সাত॥" ১০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। জগন্নাথ-প্রদক্ষিণ-প্রসঙ্গে অদ্বৈতের সহিত প্রভুর কথোপকথন। দীক্ষামন্ত্র অপরের নিকটে প্রকাশ পাইলে পুনরায় দীক্ষাগ্রহণ-সম্বন্ধে গদাধরের প্রভুর প্রতি উপদেশ—দীক্ষাগুরু প্রকট থাকিলে তাঁহার নিকটেই পুনর্দীক্ষাগ্রহণ কর্তব্য। গদাধরের মুখে প্রভুর ভাগবত-শ্রবণ এবং স্বরূপদামোদরের মুখে কীর্তন-শ্রবণ। প্রভুর সন্ন্যাসী পরিকরগণের মধ্যে পুরীগোস্বামী ও স্বরূপদামোদরের বৈশিষ্ট্য। স্বরূপদামোদরের পূর্বাশ্রমের পরিচয়। প্রেমাবেশে প্রভুর কূপমধ্যে পতন এবং অদ্বৈতাদিকর্তৃক উত্তোলন। পুণ্ডরীকবিদ্যানিধির নীলাচলে আগমন ও প্রভুর সহিত মিলন। পরস্পরের পদধূলি গ্রহণের নিমিত্ত পুণ্ডরীক ও স্বরূপদামোদরের রঙ্গ। বিদ্যানিধির নিকটে গদাধরের পুনরায় মন্ত্রগ্রহণ। বিদ্যানিধির মহিমা। ওড়নষষ্ঠীযাত্রায় জগন্নাথের সেবকগণ জগন্নাথকে মাড়যুক্ত বসন দিয়াছিলেন বলিয়া বিদ্যানিধিকর্তৃক সেবকদের নিন্দা। তাহার ফলে স্বপ্নযোগে জগন্নাথ-বলরামকর্তৃক শাস্তিস্বরূপে বিদ্যানিধির গালে চপেটাঘাতরূপ কৃপাপ্রদর্শন। বিদ্যানিধির সৌভাগ্য-বর্ণন।

৬। নমস্করি—নমস্কার করিয়া।

৮। "এই"-স্থলে "আজি"-পাঠান্তর।

১০। পাঁচ সাত—পাঁচ সাত বার।

'প্রদক্ষিণ' শুনি প্রভু হাসিতে লাগিলা।
হাসি বোলে প্রভু "তুমি হারিলা হারিলা॥" ১১
আচার্য্য বোলেন "কি সামগ্রী হারিবারে।
লক্ষণ দেখাহ, তবে জিনিহ আমারে॥" ১২
প্রভু বোলে "সামগ্রী শুনহ হারিবার।
তুমি যে করিলা প্রদক্ষিণব্যবহার॥ ১৩
যত-ক্ষণ তুমি পৃষ্ঠদিগেরে চলিলা।
তত-ক্ষণ তোমার যে দর্শন নহিলা॥ ১৪
আমি যত-ক্ষণ ধরি দেখি জগন্নাথ।
আমার লোচন আর না যায় কোথা ত॥ ১৫
কি দক্ষিণে কিবা বামে কিবা প্রদক্ষিণে।
আর নাহি দেখোঁ জগন্নাথ-মুখ বিনে॥" ১৬
করজোড় করি বোলে আচার্য্যগোসাঞি।
"এ-রূপে সকল হারি তোমার সে ঠাঞি॥ ১৭
এ কথার অধিকারী আর ত্রিভুবনে।
সত্য কহিলাঙ এই নাহি তোমা' বিনে॥ ১৮
তুমি সে ইহার প্রভু! এক অধিকারী।
এ কথায় তোমারে সে মাত্র আমি হারি॥" ১৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১। **হারিলা**—আমার নিকটে হারিয়া গেলে, পরাজিত হইলে।

১২। **কি সামগ্রী হরিবারে**—আমার পরাজিত হওয়ার পক্ষে কি সামগ্রী (কারণ) আছে?

১৩। **প্রদক্ষিণব্যবহার**—প্রদক্ষিণরূপ আচরণ বা কার্য।

১৪। **পৃষ্ঠদিগেরে**—জগন্নাথের পৃষ্ঠের দিকে, পশ্চাদ্দিকে। **দর্শন না হৈলা**—জগন্নাথের শ্রীমুখদর্শন তোমার হয় নাই।

১৫-১৬। প্রভু বলিলেন—"আমি যতক্ষণ জগন্নাথ দর্শন করি, ততক্ষণ জগন্নাথের শ্রীমুখব্যতীত অন্য কোনও দিকে আমার চক্ষু যায় না। আমার ডাহিনে কিবা বামে, এমন কি প্রদক্ষিণ করার সময়েও, আমি জগন্নাথের শ্রীবদনব্যতীত আর কিছুই দেখি না।"

১৭। **এরূপে সকল হারি ইত্যাদি**—তুমি যেরূপে সর্বত্রই, এমন কি প্রদক্ষিণ-কালে জগন্নাথের পৃষ্ঠদেশে গেলেও, জগন্নাথের মুখব্যতীত আর কিছুই দেখ না, সেইরূপ দর্শন আর কাহারওই হইতে পারে না। এই ব্যাপারে সকলেই তোমার নিকটে হারিয়া যাইবে। "সকল"-স্থলে "সকলে"-পাঠান্তর।

১৮। **এ-কথার অধিকারী**—এইরূপ কথা (অর্থাৎ, "ডাহিনে বামে সর্বত্রই, এমন কি প্রদক্ষিণ-কালে জগন্নাথের পশ্চাদ্ দেশে গেলেও আমি কেবল জগন্নাথের শ্রীমুখই দেখিতে পাই, অন্য কিছু দেখি না"—এইরূপ কথা) বলিবার অধিকারী, **সত্য কহিলাঙ**—আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, তোমাব্যতীত ত্রিভুবনে আর (অন্য) কেহই নাই। ত্রিভুবনে একমাত্র তুমিই এ-কথা বলিতে পার, আর কেহ পারে না। কেন না, একমাত্র তুমিই সর্বত্র জগন্নাথের শ্রীমুখের দর্শন পাও, আর কেহই পায় না। "অধিকারী আর"-স্থলে "অধিকার প্রভু"-পাঠান্তর।

১৯। **এ কথায়**—তোমার জগন্নাথ-প্রদক্ষিণ-সম্বন্ধে তুমি যে-কথা বলিলে, সেই কথায়, **তোমারে যে মাত্র ইত্যাদি**—একমাত্র তোমার নিকটে হারি (হারিয়া যাই), অন্য কাহারও নিকটে নহে; যেহেতু, **তুমি সে ইহার ইত্যাদি**—ইহার (অর্থাৎ প্রদক্ষিণকালে জগন্নাথের পশ্চাদ্দিকে গেলেও ডাহিনে, বামে এবং সম্মুখেও জগন্নাথ-দর্শনের) তুমিই, প্রভু, একমাত্র অধিকারী, অপর কাহারওই এইরূপ অধিকার নাই।

শুনিঞা হাসেন সর্ব্ব-বৈষ্ণবমণ্ডল ।
'হরি' বলি উঠিল মঙ্গল-কোলাহল ॥ ২০
এইমত প্রভুর বিচিত্র সর্ব্বকথা ।
অদ্বৈতেরে অতি প্রীত করেন সর্ব্বথা ॥ ২১
একদিন গদাধরদেব প্রভুস্থানে ।
কহিলেন পূর্ব্ব-মন্ত্রদীক্ষার কারণে ॥ ২২
"ইষ্টমন্ত্র আমি যে কহিলুঁ কারো প্রতি ।
সেই হৈতে আমার না স্ফুরে ভাল মতি ॥ ২৩
সেই মন্ত্র তুমি মোরে কহ পুনর্ব্বার ।
তবে মন-প্রসন্নতা হইব আমার ॥" ২৪
প্রভু বোলে "তোমার যে উপদেষ্টা আছে ।
সাবধান—তথা অপরাধ হয় পাছে ॥ ২৫
মন্ত্রের কি দায় প্রাণো আমার তোমার ।
উপদেষ্টা থাকিতে না হয় ব্যবহার ॥" ২৬
গদাধর বোলে "তিঁহো না আছেন এথা ।
তান পরিবর্ত্তে তুমি করাহ সর্ব্বথা ॥" ২৭
প্রভু বোলে "তোমার যে গুরু বিদ্যানিধি ।
অনায়াসে তাহানে আনিতেছেন বিধি ॥" ২৮
সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি—জানেন সকল ।
"গদাধর ! বিদ্যানিধি আইলা উৎকল ॥ ২৯
এথাই দেখিবা দিন-দশের ভিতরে ।
আইসেন কেবল আমারে দেখিবারে ॥ ৩০
নিরবধি বিদ্যানিধি হয় মোর মনে ।
বুঝিলাঙ তুমি আকর্ষিয়া আন, তানে ॥" ৩১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২০। "সর্ব্ব"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর। অর্থ—প্রভু এবং বৈষ্ণব-মণ্ডল। **বৈষ্ণবমণ্ডল**—বৈষ্ণবগণ।

২২। **গদাধরদেব**—গদাধরপণ্ডিত গোস্বামী। **পূর্ব্বমন্ত্র-দীক্ষার**—যে-মন্ত্রে তিনি পূর্বে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই মন্ত্রে পুনরায় দীক্ষার, **কারণে**—নিমিত্ত।

২৩। **ইষ্টমন্ত্র**—দীক্ষামন্ত্র। **না স্ফুরে ভালমতি**—ইষ্টদেবের সম্বন্ধে আমার মতি ভালরূপে স্ফুরিত হয় না, আমার চিত্তে ইষ্টদেবের (শ্রীকৃষ্ণের) রূপের ভালরকম স্ফূর্তি হয় না। ইষ্টমন্ত্র বা দীক্ষামন্ত্র কাহারও নিকটে প্রকাশ করিলে এইরূপ হয়। "কারো"-স্থলে "কাহো" এবং "মতি"-স্থলে "অতি"-পাঠান্তর।

২৫। **উপদেষ্টা**—মন্ত্রোপদেষ্টা, দীক্ষাগুরু। গদাধরপণ্ডিতের দীক্ষাগুরু ছিলেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। **তথা**—দীক্ষাগুরুর নিকটে। **অপরাধ হয় পাছে**—দীক্ষাগুরু প্রকট থাকিতে অপরের নিকটে মন্ত্রের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে যে দীক্ষাগুরুর নিকটে অপরাধ হয়, প্রভু তাহাই জানাইলেন।

২৬। **মন্ত্রের কি দায়**—তোমাকে মন্ত্রোপদেশ করার কথা আর কি বলিব। **প্রাণো ইত্যাদি**—আমার প্রাণও তোমারই, অর্থাৎ তোমার জন্য আমি প্রাণও দিতে পারি। **কিন্তু উপদেষ্টা থাকিতে ইত্যাদি**—তোমার মন্ত্রোপদেষ্টা (দীক্ষাগুরু) প্রকট থাকিতে, আমাকর্তৃক তোমার মন্ত্রোপদেশ ব্যবহার হয় না (শিষ্টাচার-সম্মত হয় না অথবা সঙ্গত হয় না)।

২৭। "তান"-স্থলে "তানি" এবং "করাহ"-স্থলে "করিবা"-পাঠান্তর।

২৮। **আনিতেছেন**—এখানে আনিতেছেন। "তাহানে আনিতেছেন"-স্থলে "তোমারে আনিতে আছেন"-পাঠান্তর। তোমারে—তোমার নিমিত্ত।

২৯। এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ৩১-পয়ার পর্যন্ত গদাধরের প্রতি প্রভুর উক্তি। **আইলা**—এই আসিলেন বলিয়া। অর্থাৎ শীঘ্রই আসিতেছেন। **উৎকল**—উড়িষ্যায়, জগন্নাথক্ষেত্রে।

এইমত প্রভু প্রিয়-গদাধর-সঙ্গে।
তান মুখে ভাগবত শুনি থাকে রঙ্গে ॥ ৩২
গদাধর পঢ়েন সম্মুখে ভাগবত।
শুনিঞা প্রকাশে, প্রভু কৃষ্ণ ভাব যত ॥ ৩৩
প্রহ্লাদচরিত্র আর ধ্রুবের চরিত্র।
শতাবৃত্তি করিয়া শুনেন সাবহিত ॥ ৩৪
আর কার্য্যে প্রভুর নাহিক অবসর।
নাম গুণ বোলেন শুনেন নিরন্তর ॥ ৩৫
ভাগবত-পাঠ গদাধরের বিষয়।
দামোদরস্বরূপের কীর্ত্তন বিষয় ॥ ৩৬
একেশ্বর দামোদরস্বরূপ গুণ গায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥ ৩৭
অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
যত কিছু আছে প্রেমভক্তির বিকার ॥ ৩৮
মূর্ত্তিমন্ত সভে থাকে ঈশ্বরের স্থানে।
নাচেন চৈতন্যচন্দ্র ইহা-সভা'-সনে ॥ ৩৯
দামোদরস্বরূপের উচ্চসঙ্কীর্ত্তন।
শুনিলে না থাকে বাহ্য, নাচে সেইক্ষণ ॥ ৪০
সন্ন্যাসি-পার্ষদ যত ঈশ্বরের হয়।
দামোদরস্বরূপ-সমান কেহো নয় ॥ ৪১
যত প্রীত ঈশ্বরের পুরীগোসাঞিরে।
দামোদরস্বরূপেরে তত প্রীত করে ॥ ৪২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩২। **তান মুখে**—গদাধরের মুখে। **শুনি থাকে**—শুনিয়া থাকেন, শ্রবণ করেন। **রঙ্গে**—আনন্দে।

৩৩। **কৃষ্ণ-ভাব যত**—যত রকমের কৃষ্ণভাব (কৃষ্ণসম্বন্ধীভাব—প্রেমোদ্‌ভূত অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাব, হর্ষ-দৈন্যাদি সঞ্চারী ভাব এবং হাস্য-নৃত্য-ক্রন্দনাদি উদ্ভাস্বর অনুভাব) আছে, তৎসমস্ত। "কৃষ্ণ"-স্থলে "প্রেম" এবং "প্রৌঢ়"-পাঠান্তর।

৩৪। **প্রহ্লাদচরিত্র ইত্যাদি**—শ্রীমদ্‌ভাগবত-কথিত প্রহ্লাদ-চরিত্র এবং ধ্রুব-চরিত্র। **শতাবৃত্তি করিয়া**—এক শত বার আবৃত্তি করাইয়া। **সাবহিত**—সাবধানতার সহিত, একাগ্রচিত্তে। ভাগবত-কথিত প্রহ্লাদ-চরিত্রে এবং ধ্রুব-চরিত্রে ভক্তিমহিমা, ভক্তমহিমা এবং ভগবানের ভক্তবাৎসল্য অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া ভক্তভাবময় প্রভুর অত্যন্ত ভাল লাগিত। তিনি গদাধরপণ্ডিতের মুখে তাহা এক শত বারও একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়াছেন।

৩৫। **আর কার্য্য**– অন্য কোনও কার্যের নিমিত্ত।

৩৬। **বিষয়**—প্রভুর সেবার পক্ষে মুখ্য বিষয় বা মুখ্য উপায়। "গদাধরের বিষয়"-স্থলে "পঢ়েন গদাধর মহাশয়" এবং "কীর্ত্তন বিষয়"-স্থলে "কীর্ত্তন আশয়"-পাঠান্তর।

৩৭। **একেশ্বর**—একাকী। **গুণ**—কৃষ্ণ-গুণ। "শ্রীগৌরাঙ্গ"-স্থলে "শ্রীবৈকুণ্ঠ"-পাঠান্তর।

৩৯। **ইঁহা-সভা-সনে**—ইঁহাদের (অর্থাৎ পূর্বপয়ার-কথিত অশ্রুকম্পাদি প্রেমভক্তি-বিকারসমূহের) সহিত। তাৎপর্য—প্রভুর নৃত্যের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত প্রেমবিকারই মূর্তিমন্ত হইয়া (সমুজ্জ্বল-ভাবে) প্রভুর দেহে অবস্থান করিয়া থাকে।

৪১। **সন্ন্যাসি-পার্ষদ-যত**—প্রভুর পার্ষদরূপে যে-সকল সন্ন্যাসী নীলাচলে বাস করিতেন (তাঁহাদের মধ্যে)। **দামোদরস্বরূপ**—স্বরূপদামোদর। তিনিও সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন। "স্বরূপ-সমান"-স্থলে "স্বরূপের অপ্রিয়"-পাঠান্তর।

দামোদরস্বরূপ—সঙ্গীতরসময়।
যাঁর ধ্বনি-শ্রবণে প্রভুর নৃত্য হয় ॥ ৪৩
অলক্ষিতরূপ—কেহো চিনিতে না পারে।
কাপড়ির রূপ যেন বুলেন নগরে ॥ ৪৪
কীর্ত্তন করিতে যেন তুম্বুরু নারদ।
একা প্রভু নাচায়েন—কি আর সম্পদ ॥ ৪৫
সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র।
আর নাহি, এক পুরীগোসাঞি সে মাত্র ॥ ৪৬
দামোদরস্বরূপ পরমানন্দপুরী।
সন্ন্যাসি-পার্ষদে এই দুই অধিকারী ॥ ৪৭
নিরবধি নিকটে থাকেন দুইজন।
প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ ॥ ৪৮
পুরী ধ্যানপর, দামোদরের কীর্ত্তন।
ন্যাসি-রূপে ন্যাসি-দেহে বাহু দুইজন ॥ ৪৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৩। **সঙ্গীতরসময়**—পরম-মধুর সঙ্গীতে অত্যন্ত নিপুণ।

৪৪। **অলক্ষিতরূপ**—যাঁহার বাহিরের রূপ দেখিয়া প্রকৃতরূপ কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না, তিনি হইতেছেন—অলক্ষিতরূপ। **কাপড়ির**—যাহারা নানাবিধ কাপড়ের (কাপড়-নির্মিত পোষাক-পরিচ্ছদের) সহায়তায় আত্মগোপন করে, তাহাদিগকে কাপড়ি (বা কাপড়ী) বলা যায়। যেহেতু, তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কাপড়ই হইতেছে প্রধান সম্বল। এতাদৃশ লোকদের ছদ্মবেশে তাহাদের কপটতাই প্রকাশ পায়। সুতরাং এতাদৃশ লোকগণকে কপট বা কপটি (কপটী) বলা যায়। এইরূপে কাপড়ি-শব্দের অর্থ হইতে পারে—কপটী বা কপটি। "কাপড়ির"-স্থলে "কপটির"-পাঠান্তর। **বুলেন**—ভ্রমণ করেন। **তাৎপর্য**—স্বরূপদামোদরের বাহিরের রূপ বা আচরণ দেখিয়া তাঁহার চিত্তের গূঢ় ভাব কেহ জানিতে পারিত না।

৪৫। **কীর্ত্তন করিতে ইত্যাদি**—তাঁহার কীর্তনের শক্তি ছিল কীর্তন-বিশারদ তুম্বুরু ও নারদের শক্তির তুল্য। **একা প্রভু নারায়ণ**—স্বরূপদামোদর একাকী কীর্তন করিয়াই প্রভুকে প্রেমোন্মত্ত করিয়া নৃত্য করাইয়া থাকেন। **কি আর সম্পদ**—ইহা অপেক্ষা অধিক সম্পদ্ বা সৌভাগ্য (অথবা সামর্থ্য) আর কি থাকিতে পারে ?

৪৬। অন্বয়। সন্ন্যাসীর (প্রভুর সঙ্গে যে-সকল সন্ন্যাসী থাকিতেন, তাঁহাদের) মধ্যে ঈশ্বরের (ঈশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গের) প্রিয়পাত্র (প্রীতিভাজন হইতেছেন) এক পুরীগোসাঞি যে মাত্র (একমাত্র পুরী-গোস্বামীই), আর নাহি (স্বরূপদামোদরব্যতীত অপর কেহ তদ্রূপ প্রীতিপাত্র সন্ন্যাসী নাই। পূর্ববর্তী ৪২-পয়ার দ্রষ্টব্য)। **পুরীগোসাঞি**—শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরীগোস্বামী ; ইনি ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র-পুরীগোস্বামীর শিষ্য।

৪৭। **সন্ন্যাসি-পার্ষদে**—প্রভুর সন্ন্যাসী পার্ষদগণের মধ্যে। **এই দুই**—এই দুই জন। **অধিকারী**—প্রভুর প্রীতিবিধানের মুখ্য অধিকারী, অথবা প্রভুর অত্যন্ত প্রীতির অধিকারী (পাত্র)।

৪৮। **দণ্ডের গ্রহণ**—সন্ন্যাস গ্রহণ। **প্রভুর সন্ন্যাসে ইত্যাদি**—প্রভুর সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া স্বরূপ-দামোদরও বারাণসীতে গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরীগোস্বামী পূর্ব হইতেই সন্ন্যাসী ছিলেন।

৪৯। **পুরীধ্যানপর**—পুরীগোস্বামী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানপরায়ণ, তিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতেন। **দামোদরের কীর্ত্তন**—স্বরূপদামোদরের মুখ্য কার্য ছিল কীর্তন, তিনি ছিলেন কীর্তন-পরায়ণ।

অহর্নিশ গৌরচন্দ্র সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে।
বিহরেন দামোদরস্বরূপের সঙ্গে ॥ ৫০
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে।
দামোদর প্রভু না ছাড়েন কোনক্ষণে ॥ ৫১
পূর্ব্বাশ্রমে পুরুষোত্তমাচার্য্য নাম তান।
প্রিয়সখা পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি-নাম ॥ ৫২
পথে চলিতেও প্রভু দামোদর-গানে।
নাচেন বিহ্বল হৈয়া, পথ নাহি জানে ॥ ৫৩
একেশ্বর দামোদরস্বরূপ-সংহতি।
প্রভু সে আনন্দে পড়ে, না জানেন কতি ॥ ৫৪
কিবা জল, কিবা স্থল, কিবা বন ডাল।
কিছু না জানেন প্রভু, গর্জ্জেন বিশাল ॥ ৫৫
একেশ্বর দামোদর কীর্ত্তন করেন।
প্রভুরেও বনে ডালে পড়িতে ধরেন ॥ ৫৬
দামোদরস্বরূপের ভাগ্যের যে সীমা।
দামোদরস্বরূপ সে তাহার উপমা ॥ ৫৭
একদিন মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া।
পড়িলা কূপের মাঝে আছাড় খাইয়া ॥ ৫৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদির ধ্যান (চিন্তনে) পুরীগোস্বামী যে-আনন্দ অনুভব করিতেন, কৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্তনে স্বরূপদামোদরও সেইরূপ আনন্দ অনুভব করিতেন; অধিকন্তু সেই কীর্তন শুনাইয়া তিনি প্রভুরও আনন্দ বিধান করিতেন। **ন্যাসি-রূপে ইত্যাদি**—সন্ন্যাসিরূপে প্রভুর সন্ন্যাসি-দেহের বাহুতুল্য ছিলেন এই দুইজন। দেহের যে-রকম রূপ থাকে, বাহুরও সেই রকম রূপই থাকে। সন্ন্যাসী প্রভুর দেহের রূপ ছিল সন্ন্যাসিরূপ। তাঁহার বাহুদ্বয়রূপ পুরীগোস্বামী এবং স্বরূপদামোদরেরও ছিল সন্ন্যাসিরূপ। অথবা, প্রভু যেমন ভক্তভাবাপন্ন (অর্থাৎ প্রভুর যেমন ভক্তভাবময় রূপ) তাঁহার বাহুতুল্য পুরীগোস্বামী এবং স্বরূপ-দামোদরও ছিলেন পরম ভক্ত (তাঁহাদেরও ছিল ভক্তভাবময় রূপ)। আবার, বাহু যেমন দেহের প্রীতিকর দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া দেহের প্রীতিবিধান করে, এই দুই জনও ধ্যান ও কীর্তনাদিদ্বারা প্রভুর প্রীতিবিধান করিতেন। পুরীগোস্বামীর কৃষ্ণ-রূপ-গুণ-লীলাদির ধ্যান এবং স্বরূপদামোদরের কৃষ্ণ-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্তন; ভক্তভাবাপন্ন প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ বিধান করিত।

৫১। **পর্য্যটনে**—ভ্রমণে, ভ্রমণ-কালে। **দামোদর**—স্বরূপদামোদরকে।

৫২। **পূর্ব্বাশ্রমে**—গৃহস্থাশ্রমে। **পুরুষোত্তমাচার্য ইত্যাদি**—গৃহস্থাশ্রমে স্বরূপদামোদরের নাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য। তিনি তখন নবদ্বীপেই থাকিতেন এবং তখনও তিনি প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। **প্রিয়সখা ইত্যাদি**—যাঁহার নাম পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, তিনি ছিলেন পুরুষোত্তম আচার্যের প্রিয়সখা।

৫৪-৫৫। **আনন্দে পড়ে**—প্রেমানন্দের আবেশে ভূমিতে পতিত হয়েন। **কতি**—কোন্ স্থানে পতিত হইলেন। **ডাল**—মাটীর উপরে রক্ষিত বা পতিত গাছের ডাল। "ডাল"-স্থলে "টাল"-পাঠান্তর। টাল—"উচ্চভূমি। অ. প্র.।"

৫৬। **প্রভুরেও ইত্যাদি**—দামোদর একাকী কীর্তনও করেন, আবার কীর্তন শুনিয়া প্রভু যখন প্রেমাবেশে বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া বনে-ডালে পড়িতে থাকেন, তখন তিনি প্রভুকে ধরেনও (ধরিয়া রাখেন, যেন ভূপতিত হইতে না পারেন)। "ডালে"-স্থলে "টালে"-পাঠান্তর।

৫৮। **আবিষ্ট**—প্রেমাবিষ্ট।

দেখিয়া অদ্বৈত-আদি সম্মোহ পাইয়া।
ক্রন্দন করেন সভে শিরে হাথ দিয়া॥ ৫৯
কিছু না জানেন প্রভু প্রেমভক্তিরসে।
বালকের প্রায় যেন কূপে পড়ি ভাসে॥ ৬০
সেই ক্ষণে কূপ হৈল নবনীতময়।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কিছু ক্ষত নাহি হয়॥ ৬১
এ কোন্ অদ্ভুত! যাঁর ভক্তির প্রভাবে।
বৈষ্ণব নাচিতে অঙ্গে কণ্টক না লাগে॥ ৬২
তবে অদ্বৈতাদি মেলি সর্ব্বভক্তগণে।
তুলিলেন প্রভুরে ধরিয়া কথোক্ষণে॥ ৬৩
পড়িলা যে কূপে প্রভু তাহো নাহি জানে।
"কি বোল কি কথা" প্রভু জিজ্ঞাসে, আপনে॥ ৬৪
বাহ্য না জানেন প্রভু প্রেমভক্তিরসে।
অসর্ব্বজ্ঞপ্রায় প্রভু সভারে জিজ্ঞাসে'॥ ৬৫
শ্রীমুখের শুনি অতি-অমৃত-বচন।
আনন্দে ভাসেন অদ্বৈতাদিভক্তগণ॥ ৬৬
এইমতে ভক্তিরসে ঈশ্বরে বিহরে।
বিদ্যানিধি আইলেন জানিঞা অন্তরে॥ ৬৭
চিত্তে মাত্র করিতে ঈশ্বর সেই ক্ষণে।
বিদ্যানিধি আসিয়া দিলেন দরশনে॥ ৬৮
বিদ্যানিধি দেখি প্রভু হাসিতে লাগিলা।
"বাপ আইলা বাপ আইলা" বলিতে লাগিলা॥ ৬৯
প্রেমনিধি প্রেমে হৈয়া আনন্দে বিহ্বল।
পূর্ণ হৈল হৃদয়ের সকল মঙ্গল॥ ৭০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৯। **সম্মোহ পাইয়া**—সম্যক্‌রূপে মোহপ্রাপ্ত হইয়া এই অবস্থায় কি করিবেন—তাহার বিচারে হতজ্ঞান হইয়া। "সম্মোহ"-স্থলে "সম্ভ্রম"-পাঠান্তর। সম্ভ্রম—ভয়।

৬১। **সেই ক্ষণে**—কূপমধ্যে প্রভুর পতন-সময়েই, **কূপ হৈল ইত্যাদি**—লীলাশক্তির প্রভাবে কূপের প্রস্তরময় অঙ্গ নবনীতময়—নবনীতের (মাখনের) ন্যায় কোমল হইয়া গেল। সুতরাং কূপের অঙ্গের সহিত প্রভুর অঙ্গের ঘর্ষণ হইয়া থাকিলেও, **প্রভুর শ্রীঅঙ্গে ইত্যাদি**—প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কোনওরূপ ক্ষত হয় নাই।

৬২। **যাঁর ভক্তির**—যাঁহার (যে-প্রভুর) প্রতি ভক্তির। **বৈষ্ণব নাচিতে ইত্যাদি**—কোনও বৈষ্ণব (ভক্ত) কণ্টকময় স্থানে নৃত্য করিলেও তাঁহার অঙ্গে কণ্টক লাগে না (অঙ্গ কণ্টকবিদ্ধ বা কণ্টক-স্পৃষ্টও হয় না), সেই প্রভুর পক্ষে **এ কোন্ অদ্ভুত**—প্রস্তরময় কূপ-অঙ্গে সংঘর্ষণেও যে-দেহে কোনওরূপ ক্ষত হয় না, তাহাতে বিচিত্রতা কি আছে ?

৬৪। **কি বোল কি কথা**—কি ব্যাপার? কি হইয়াছে?

৬৫। **অসর্ব্বজ্ঞপ্রায়**—সর্বজ্ঞ হইয়াও অসর্বজ্ঞের (অজ্ঞের) ন্যায়।

৬৭। **বিদ্যানিধি**—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, গদাধর পণ্ডিতের দীক্ষাগুরু। **আইলেন**—নীলাচলে আসিয়াছেন। **জানিঞা অন্তরে**—প্রভু যে তাঁহার কথা মনে করিবেন, (পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য), প্রভুর ইচ্ছার প্রভাবে বিদ্যানিধি তাহা মনে জানিতে পারিয়া।

৬৮-৬৯। **চিত্তে মাত্র করিতে**—বিদ্যানিধির কথা মনে করা মাত্রে। **বাপ আইলা**—প্রভু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে "বাপ" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ২।৭।৩৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৭০। **প্রেমনিধি**—প্রভুই পুণ্ডরীককে "প্রেমনিধি"-পদবী দিয়াছিলেন। ২।৭।১৩৮-পয়ার দ্রষ্টব্য। "হৈয়া"-স্থলে "হয়ে" এবং "প্রেমে হৈয়া আনন্দে"-স্থলে "প্রেমানন্দে হইলা"-পাঠান্তর।

শ্রীভক্তবৎসল গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
প্রেমনিধি বক্ষে করি করেন ক্রন্দন ॥ ৭১
সকল বৈষ্ণববৃন্দ কান্দে চারিভিতে।
বৈকুণ্ঠস্বরূপ সুখ মিলিলা সাক্ষাতে ॥ ৭২
ঈশ্বরসহিত যত আছে ভক্তগণ।
প্রেমনিধি প্রতি প্রেম বাঢ়ে অনুক্ষণ ॥ ৭৩
দামোদরস্বরূপ তাহান পূর্ব্বসখা।
চৈতন্যের অগ্রে দুইজনে হৈল দেখা ॥ ৭৪
দুইজনে চা'হেন দুঁহার পদধূলি।
দুঁহে ধরাধরি ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি ॥ ৭৫
কেহো কারো না পারেন, দুঁহে মহাবলী।
করায়েন হাসেন গৌরাঙ্গ কুতূহলী ॥ ৭৬
তবে বাহ্য পাই প্রভু বিদ্যানিধি-প্রতি।
"কথোদিন নীলাচলে তুমি কর' স্থিতি।" ৭৭
শুনি প্রেমনিধি মহা সন্তোষ হইলা।
ভাগ্য হেন মানি প্রভু-নিকটে রহিলা ॥ ৭৮
গদাধরদেবো ইষ্টমন্ত্র পুনর্ব্বার।
প্রেমনিধিস্থানে প্রেমে কৈলেন স্বীকার ॥ ৭৯
আর কি কহিব প্রেমনিধির মহিমা।
যাঁর শিষ্য গদাধর এই প্রেমসীমা ॥ ৮০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭২। **বৈকুণ্ঠস্বরূপ সুখ**—বৈকুণ্ঠের সুখের ন্যায় সুখ।

৭৩। "প্রতি"-স্থলে "প্রাতে"-পাঠান্তর।

৭৪। **তাহান**—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির। **পূর্ব্বসখা**—পূর্ববর্তী ৫২-পয়ার দ্রষ্টব্য।

৭৫-৭৬। **দুই জনে ইত্যাদি**—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি এবং স্বরূপদামোদর—এই দুইজনে দুঁহার (পরস্পরের) পদধূলি গ্রহণ করিতে চাহেন (চেষ্টা করেন)। কিন্তু কেহই অপরকে পদধূলি দিতে চাহেন না, একজন পদধূলি লইতে আসিলে অপরজন বাধা দেন। তাহার ফলে পরস্পরের মধ্যে হয় "ধরাধরি ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি।" **করায়েন ইত্যাদি**—শ্রীগৌরাঙ্গই কৌতূহলবশতঃ (চিত্তে প্রেরণা জাগাইয়া) এই দুই জনের দ্বারা এইরূপ করাইতেছেন এবং তাঁহাদের এই রঙ্গ দেখিয়া নিজে আবার হাসিতেছেনও। "করায়েন"-স্থলে "কর চাপি"-পাঠান্তর। অর্থ—উভয়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া।

৭৭। **বাহ্য পাই**—বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া। প্রভু এতক্ষণ পর্যন্ত প্রেমাবেশে বাহ্যজ্ঞানহারা ছিলেন। পূর্ববর্তী ৬৯-পয়ারোক্তি হইতে মনে হয়, প্রভু শ্রীরাধার ভাবেই আবিষ্ট ছিলেন। শ্রীরাধার ভাবেই প্রভু পুণ্ডরীককে "বাপ" বলিয়াছিলেন। ২।৭।৩৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "তবে বাহ্য পাই প্রভু"-স্থলে "বাহ্য পাই প্রভু বোলে"। **বিদ্যানিধি-প্রতি**—বিদ্যানিধির প্রতি বলিলেন। কি বলিলেন, তাহা পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধে দ্রষ্টব্য। **স্থিতি**—অবস্থান, বাস।

৭৮। "ভাগ্য হেন মানি প্রভু"-স্থলে "বড় ভাগ্য মানি তবে"-পাঠান্তর।

৭৯। পূর্ববর্তী ২৩-২৮-পয়ার দ্রষ্টব্য। "প্রেমে"-স্থলে "তবে"-পাঠান্তর। **স্বীকার**—গ্রহণ।

৮০। "মহিমা"-স্থলে "উপমা"-পাঠান্তর। **যাঁর শিষ্য ইত্যাদি**—প্রেমসীমা এই গদাধর যাঁহার শিষ্য। **প্রেমসীমা**—প্রেমের চরম অবধি। কর্ণপূর বলিয়াছেন—গদাধর ছিলেন ব্রজলীলার শ্রীরাধা (গৌ. গ. দী. ॥ ১৪৭-৪৯)। শ্রীরাধা ছিলেন—প্রেমসীমা। যেহেতু, তাঁহার মধ্যে, কৃষ্ণপ্রেমের চরমসীমা—মাদনাখ্যমহাভাব—সর্বদা বিদ্যমান। এ-জন্য গদাধরকে প্রেমসীমা বলা হইয়াছে।

যাঁর কীর্ত্তি বাখানে' অদ্বৈত শ্রীনিবাস।
যাঁর কীর্ত্তি বোলেন মুরারি হরিদাস॥ ৮১
হেন নাহি বৈষ্ণব যে তানে না বাখানে'।
পুণ্ডরীকো সর্ব্বভক্ত কায়-বাক্য-মনে॥ ৮২
অহঙ্কার তান দেহে নাহি তিলমাত্র।
না বুঝি কি অদ্ভুত চৈতন্যকৃপাপাত্র॥ ৮৩
যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি।
গদাধর-শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি॥ ৮৪
বিদ্যানিধি রাখি প্রভু আপন নিকটে।
বাসা দিলা যমেশ্বরে—সমুদ্রের তটে॥ ৮৫
নীলাচলে রহিয়া দেখেন জগন্নাথ।
দামোদরস্বরূপের বড় প্রেমপাত্র॥ ৮৬
দুইজনে জগন্নাথ দেখে একসঙ্গে।
অন্যোহন্যে থাকেন কৃষ্ণরসকথারঙ্গে॥ ৮৭
যাত্রা আসি বাজিল 'ওড়ন-ষষ্ঠী' নাম।
নয়া-বস্ত্র পরে জগন্নাথ ভগবান্॥ ৮৮
সে দিন মাণ্ডুয়া-বস্ত্র পরেন ঈশ্বরে।
তান যেই ইচ্ছা সেইমত দাসে করে॥ ৮৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৮১। মুরারি—মুরারিগুপ্ত।

৮২। তানে—পুণ্ডরীককে। পুণ্ডরীকো ইত্যাদি—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিও কায়বাক্যমনে সকল ভক্তের মহিমা খ্যাপন করেন। "সর্ব্বভক্ত"-স্থলে "যশ ঘোষে"-পাঠান্তর। এই পয়ারের "পরে একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—'গদাধর ইষ্টদেব বোলে কায়মনে। বিদ্যানিধি স্নেহ করে সন্তান-সমানে॥' অ. প্র.।"

৮৩। "কি অদ্ভুত"-স্থলে "যে কিছুই" এবং "কিছু ত" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "চৈতন্যের হয়েন একান্ত প্রেমপাত্র"-পাঠান্তর।

৮৪। অন্বয়। বিদ্যানিধি কৃষ্ণের যেরূপ (অর্থাৎ কি প্রকার) প্রিয় পাত্র (ছিলেন), সে-সম্বন্ধে গদাধর পণ্ডিতের শ্রীমুখের কথা কিছু লিখিতেছি। এ-স্থলে, বিদ্যানিধির প্রতি জগন্নাথরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির ইঙ্গিতই করা হইয়াছে। পরবর্তী বিবরণ দ্রষ্টব্য। গদাধর-শ্রীমুখের ইত্যাদি—গদাধর নিজের মুখে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কিছু (সংক্ষেপে) লিখিতেছি। পরবর্তী ৮৫-১৭৫-পয়ারসমূহে গদাধরের উক্তি কথিত হইয়াছে। "গদাধর-শ্রীমুখের কথা"-স্থলে "গদাধর-মুখে কথা শুনি"-পাঠান্তর।

৮৫। যমেশ্বরে—যমেশ্বর-টোটায়; নীলাচলে টোটা গোপীনাথের নিকটে।

৮৮। যাত্রা আসি বাজিল ইত্যাদি—"ওড়ন-ষষ্ঠী"-নামক জগন্নাথের এক যাত্রা (উৎসব) আসিয়া উপস্থিত হইল। এই ওড়ন-ষষ্ঠীতে জগন্নাথ ভগবান্ নয়াবস্ত্র—নূতন কাপড় পরেন—পরিধান করিয়া থাকেন। ইহা চিরাচরিত রীতি। ওড়ন-ষষ্ঠী—চান্দ্র অগ্রহায়ণমাসের শুক্লাষষ্ঠী হইতে আরম্ভ করিয়া পৌষ-পূর্ণিমা পর্যন্ত এই যাত্রা থাকে। উক্ত ষষ্ঠীতে জগন্নাথ নূতন বস্ত্রে "ওড়েন", অর্থাৎ নূতন বস্ত্র ধারণ করেন। "ভগবান্"-স্থলে "বলরাম"-পাঠান্তর।

৮৯। মাণ্ডুয়া-বস্ত্র—মাড়যুক্ত কাপড়। তান যেই ইচ্ছা ইত্যাদি—মাণ্ডুয়া-বস্ত্র পরিধান করাই জগন্নাথের ইচ্ছা বলিয়া তাঁহার সেবকগণ তাঁহাকে মাণ্ডুয়া-বস্ত্র দিয়া থাকেন (পরবর্তী ১৩৪-পয়ার দ্রষ্টব্য)। এ-স্থলে এ-কথা বলার উদ্দেশ্য হইতেছে এই—মাড়যুক্ত বস্ত্র শ্রীবিগ্রহে দেওয়ার রীতি নাই। মাড় ধুইয়াই মাড়হীন বস্ত্র দেওয়ার বিধি। কিন্তু জগন্নাথের ইচ্ছা জানিয়াই তাঁহার সেবকগণ মাড়যুক্ত বসন দিয়া থাকেন।

শ্রীগৌরসুন্দরো লই সর্ব্বভক্তগণ।
আইলা দেখিতে যাত্রা শ্রীবস্ত্র-ওড়ন ॥ ৯০
মৃদঙ্গ, মুহরী, শঙ্খ, দুন্দুভি, কাহাল।
ঢাক, দগড়, কাড়া বাজয়ে বিশাল ॥ ৯১
সেই দিনে নানা বস্ত্র পরেন অনন্ত।
ষষ্ঠী হৈতে লাগি রহে মকর-পর্য্যন্ত ॥ ৯২
বস্ত্র লাগি হইতে লাগিল রাত্রিশেষে।
ভক্তগোষ্ঠীসহ প্রভু দেখি প্রেমে ভাসে ॥ ৯৩
আপনেই উপাসক, উপাস্য আপনে।
কে বুঝে তাহান মন, তান কৃপা বিনে ॥ ৯৪
রসময় দারুরূপে বসি যোগাসনে।
ন্যাসিরূপে ভক্তিযোগ করে অনুক্ষণে ॥ ৯৫
পট্ট-নেত—শুক্ল পীত নীল নানা বর্ণে।
দিব্য বস্ত্র দেন, মুক্তা রচিত সুবর্ণে ॥ ৯৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯০। **শ্রীবস্ত্র-ওড়ন**—জগন্নাথকর্তৃক শ্রীবস্ত্র-ধারণরূপ যাত্রা (উৎসব)। "আইলা দেখিতে যাত্রা শ্রীবস্ত্র"-স্থলে "আইলেন দেখিবারে যাত্রা শ্রী"-পাঠান্তর।

৯১। "কাড়া"-স্থলে "পড়া"-পাঠান্তর।

৯২। **মকর পর্য্যন্ত**—সূর্য মাঘমাসে মকররাশিতে থাকে বলিয়া মাঘমাসকে মকর-মাসও বলে। "মকর পর্য্যন্ত" বলিতে "মকর আসা" পর্যন্ত বুঝায়। পৌষমাসের পূর্ণিমা তিথির পরেই সূর্য মকর রাশিতে গমন করে। সুতরাং "মকর পর্যন্ত" হইতেছে অগ্রহায়ণের শুক্লা ষষ্ঠী হইতে মকরের আগমন পর্যন্ত, অর্থাৎ পৌষ-পূর্ণিমা পর্যন্ত কাল ব্যাপিয়া। উৎকলদেশে চান্দ্রমাস প্রচলিত। অমা প্রতিপদ হইতে পরবর্তী পূর্ণিমা পর্যন্ত এক চান্দ্রমাস হয়। **ষষ্ঠী হৈতে** ইত্যাদি—অগ্রহায়ণের শুক্লা ষষ্ঠী হইতে আরম্ভ করিয়া পৌষ পূর্ণিমা পর্যন্ত এই ওড়নষষ্ঠী যাত্রা থাকে। "রহে"-স্থলে "হয়"-পাঠান্তর।

৯৩। **লাগি হৈতে**—সংলগ্ন হইতে। **লাগিল**—আরম্ভ করিল। **বস্ত্র লাগি হৈতে** ইত্যাদি—রাত্রিশেষে (অর্থাৎ শেষ রাত্রিতে) জগন্নাথের অঙ্গে বস্ত্র সংলগ্ন হইতে লাগিল, অর্থাৎ সেবকগণ শেষরাত্রিতে জগন্নাথের অঙ্গে নূতন মাণ্ডুয়া-বস্ত্র ধারণ করাইতে আরম্ভ করিলেন। অথবা, বস্ত্র লাগি হইতে (জগন্নাথের অঙ্গে বস্ত্র লাগানের কাজ শেষ হইতে) লাগিল রাত্রিশেষে (রাত্রিশেষ লাগিল অর্থাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। জগন্নাথকে বস্ত্র পরিধান করাইতে করাইতে রাত্রির শেষ ভাগ আসিয়া উপস্থিত হইল। পরবর্তী ১২৫-পয়ার দ্রষ্টব্য)। "বস্ত্র লাগি হৈতে লাগিল"-স্থলে "বস্ত্র পরাইতে লাগিলেন" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "ভক্তগোষ্ঠী সহিতে দেখিয়া প্রভু হাসে"-পাঠান্তর।

৯৪-৯৫। এই পয়ারদ্বয়ে প্রভুর কথা বলা হইয়াছে। **প্রভু উপাস্য** আপনে—নিজেই উপাস্য শ্রীজগন্নাথ (প্রভু যে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ, এ-স্থলে তাহাই বলা হইল)। নিজে লোকগণের উপাস্য হইয়াও আবার, আপনেই উপাসক— নিজেই সেই উপাস্যের (শ্রীকৃষ্ণের বা জগন্নাথরূপ শ্রীকৃষ্ণের) উপাসক (ভক্ত)। (এ-স্থলে প্রভুর ভক্তভাবময়-শ্রীকৃষ্ণত্বের কথা বলা হইয়াছে)। ১।৭।১৭৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

রসময় দারুরূপে —দারুব্রহ্ম রসময় জগন্নাথরূপে (প্রভু উপাস্য)। **ন্যাসিরূপে**—সন্ন্যাসিরূপে সেই জগন্নাথই রসময় দারুব্রহ্মের প্রতি সর্বদা ভক্তিযোগ প্রকাশ করেন।

৯৬। **পট্টনেত**—পট্ট-সূত্র-নির্মিত বস্ত্র। **মুক্তা রচিত সুবর্ণে**—মুক্তা-রচিত (মুক্তা সহযোগে নির্মিত)

বস্ত্র লাগি হৈলে দেন পুষ্প-অলঙ্কার।
পুষ্পের কঙ্কণ শ্রীকিরীট পুষ্পহার॥ ৯৭
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ষোড়শোপচারে।
পূজা করি ভোগ দিলা বিবিধপ্রকারে॥ ৯৮
তবে প্রভু যাত্রা দেখি সর্ব্বগোষ্ঠীসঙ্গে।
আইলা বাসায় প্রেমানন্দসুখরঙ্গে॥ ৯৯
বাসায় বিদায় দিলা বৈষ্ণব-সভেরে।
বিরলে রহিলা নিজানন্দে একেশ্বরে॥ ১০০
যার যে বাসায় সভে করিলা গমন।
বিদ্যানিধি দামোদরসঙ্গে অনুক্ষণ॥ ১০১
অন্যোহন্যে দুঁহার যতেক মনঃকথা।
নিষ্কপটে দুঁহে কহে দুঁহারে সর্ব্বথা॥ ১০২
মাণ্ডুয়া-বসন যে ধরিলা জগন্নাথ।
সন্দেহ জন্মিল বিদ্যানিধির ইহাত॥ ১০৩
জিজ্ঞাসিলা দামোদরস্বরূপের স্থানে।
"মণ্ডের কাপড় ঈশ্বরেরে দেন কেনে॥ ১০৪
এ দেশে ত শ্রুতি স্মৃতি সকল প্রচুরে।
তবে কেনে বিনা ধৌতে মণ্ডবস্ত্র পরে?" ১০৫
দামোদরস্বরূপ্ কহেন "শুন কথা।
দেশাচারে ইথে দোষ না লয়েন এথা॥ ১০৬
শ্রুতিস্মৃতি যে জানে, সে না করে সর্ব্বথা।
এ যাত্রায় এইমত সর্ব্বকাল এথা॥ ১০৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

স্ববর্ণ (স্বর্ণ—স্বর্ণালঙ্কার)। মুক্তাখচিত স্বর্ণালঙ্কার সেবকগণ জগন্নাথকে দেন। অথবা, স্ববর্ণে রচিত মুক্তা অর্থাৎ সু (উত্তম) বর্ণে রচিত (গঠিত) মুক্তা, সুন্দর-বর্ণবিশিষ্ট মুক্তা (সেবকগণ জগন্নাথকে দেন)।

৯৭। বস্ত্র লাগি হৈলে—জগন্নাথের অঙ্গে বস্ত্র লাগান (পরিধান করান) হইয়া গেলে।

৯৮। ষোড়শোপচারে—২।৬।১০৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯৯-১০০। যাত্রা—ওড়নষষ্ঠী-যাত্রা (উৎসব)। "প্রেমানন্দ সুখ-রঙ্গে"-স্থলে "প্রেম-আনন্দ-তরঙ্গে"-পাঠান্তর। বাসায়—বাসায় আসিয়া। বিরলে—নির্জনে। "দিলা"-স্থলে "হৈল"-পাঠান্তর।

১০৩। "ধরিলা"-স্থলে "পরিলা"-পাঠান্তর। সন্দেহ ইত্যাদি—ধৌত করিয়া মাড় না ছাড়াইয়া, মাড়যুক্ত বস্ত্র জগন্নাথকে পরিধান করান হইয়াছে বলিয়া, বিদ্যানিধির সন্দেহ জন্মিল।

১০৪। মণ্ডের কাপড়—মাড়যুক্ত কাপড়। "ঈশ্বরেরে দেন"-স্থলে "ঈশ্বর পরেন বা"-পাঠান্তর।

১০৫। প্রচুরে—প্রচুর পরিমাণে, বহুল রূপে বা ব্যাপকভাবে, প্রচলিত আছে। শ্রুতি-স্মৃতির বিধান অনুসারে মাড়যুক্ত কাপড় ভগবান্‌কে দেওয়া নিষিদ্ধ। বিনা ধৌতে—ধৌত না করিয়া। "প্রচুরে"-স্থলে "আচরে" এবং "প্রচারে"-পাঠান্তর।

১০৬। দেশাচারে—দেশাচারবশতঃ, মণ্ডবস্ত্র ব্যবহারের রীতি এই দেশে প্রচলিত আছে বলিয়া, ইথে জগন্নাথকে মণ্ডবস্ত্র দেওয়াতে, দোষ না ইত্যাদি—এ-স্থলে (এই দেশে) কেহ দোষ গ্রহণ করেন না। (কেহ দোষের ব্যাপার বলিয়া মনে করেন না)।

১০৭। শ্রুতি-স্মৃতি ইত্যাদি—যিনি শ্রুতি-স্মৃতির বিধান জানেন, তিনিও সর্বথা (সকল প্রকারে, বা সকল বিষয়ে, অথবা সম্যক্ প্রকারে শাস্ত্রবিধির অনুরূপ আচরণ করেন না। এ যাত্রায় ইত্যাদি—এই ওড়নষষ্ঠী-যাত্রায় সর্বদা এথা (এই স্থানে) এইমত (এইরূপ মাড়যুক্ত বস্ত্রই দেওয়া হয়)। "এইমত সর্ব্বকাল এথা"-স্থলে "লওয়ায়েন সর্ব্বকাল এইমত কথা"-পাঠান্তর।

ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি না থাকে অন্তরে।
তবে দেখ রাজা কেনে নিষেধ না করে ॥" ১০৮
বিদ্যানিধি বোলে "ভাল, করুক ঈশ্বরে।
ঈশ্বরের যে কর্ম্ম, সেবকে কেনে করে ॥ ১০৯
পূজা-পাণ্ডা পশুপাল পড়িছা বেহারা।
অপবিত্র-বস্ত্র কেনে ধরে বা ইহারা ॥ ১১০
জগন্নাথ—ঈশ্বর ; সম্ভবে' সব তানে।
তান আচরণ কি করিব সর্ব্বজনে ॥ ১১১
মণ্ডবস্ত্র-স্পর্শে হস্ত ধুইলে সে শুদ্ধি।
ইহা বা না করে কেনে হইয়া সুবুদ্ধি ॥ ১১২
রাজপাত্র অবুধ যে ইহা না বিচারে'।
রাজাও মাণ্ডুয়া-বস্ত্র দেন নিজশিরে ॥" ১১৩
দামোদরস্বরূপ বোলেন "শুন ভাই !
হেন বুঝি, ওঢ়ন-যাত্রায় দোষ নাই ॥ ১১৪
পরং ব্রহ্ম—জগন্নাথরূপ-অবতার।
বিধি বা নিষেধ এথা না করে বিচার ॥ ১১৫
বিদ্যানিধি বোলে 'ভাই ! শুন এক কথা।
পরং ব্রহ্ম—জগন্নাথবিগ্রহ সর্ব্বথা ॥ ১১৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০৮। **ঈশ্বরের ইচ্ছা ইত্যাদি**—মাড়ুয়াবস্ত্র পরিধানের নিমিত্ত জগন্নাথের চিত্তে যদি ইচ্ছা না থাকিত **তবে দেখ ইত্যাদি**—তাহা হইলে রাজাই বা নিষেধ করেন না কেন ? ইহা ভাবিয়া দেখ।

১০৯। ঈশ্বরের (জগন্নাথের) যে কর্ম্ম (ইচ্ছা), তাহা ঈশ্বর করুন। ঈশ্বরের সেবক কেন তাহা করিবেন ? (সেবকেরা কেন নিজেরা মাড়ুয়া বস্ত্র পরিধান করিবেন ? তাঁহাদের তো শাস্ত্রবিধির প্রতি মর্যাদা-প্রদর্শন করা কর্তব্য)। "সেবকে"-স্থলে "কর্ম্ম সেবকে"-পাঠান্তর। অর্থ—সে-কর্ম সেবকে কেন করেন ?

১১০। **পূজা-পাণ্ডা**—যে-সকল পাণ্ডা জগন্নাথের পূজা করেন, তাঁহারা। "পাণ্ডা"-স্থলে "পৌণ্ডা" এবং "পোণ্ডা"-পাঠান্তর। অর্থ একই। **পশুপাল**—জগন্নাথের বেশ-রচয়িতা পাণ্ডাবিশেষ। **পড়িছা**—প্রতি-হারী, তত্ত্বাবধায়ক। **বেহারা**—জল-প্রভৃতি বহনকারী। ভারী। **অপবিত্র বস্ত্র**—মাড়যুক্ত বস্ত্র।

১১২। **মণ্ডবস্ত্র-স্পর্শে**—মাড়যুক্ত কাপড় হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে (হস্ত অপবিত্র হয়)। **হস্ত ধুইলে ইত্যাদি**—সে-হাত ধুইয়া ফেলিলেই হাত শুদ্ধ বা পবিত্র হয়। "স্পর্শে"-স্থলে "ছুঁই"-পাঠান্তর।

১১৩। **রাজপাত্র**—রাজকর্মচারী। **অবুধ**—অজ্ঞ। "রাজপাত্র"-স্থলে "রাজা পাত্র" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "রাজা হৈয়া মাণ্ডুয়া-বসন শিরে ধরে"-পাঠান্তর।

১১৫। **পরং ব্রহ্ম ইত্যাদি**—পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ই নীলাচলে জগন্নাথরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৩৷২৷৩৬৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। তিনি পরব্রহ্ম বলিয়া বিধি-নিষেধের অতীত, পরম-স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাময়। তাঁহার যখন যে-ইচ্ছা হয়, তখন সেই ইচ্ছা অনুসারেই তিনি চলেন। সাধক ভক্ত এবং অন্য লোকও, শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ পালন করেন কি না, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন এবং তাহাদের সম্বন্ধে তদনুরূপ ব্যবস্থাও করেন বটে ; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা হইলে, কোনও কোনও স্থলে কাহারও কাহারও বিধি-নিষেধের অপালন বা পালন-সম্বন্ধে উপেক্ষাও প্রদর্শন করেন। **বিধি বা নিষেধ ইত্যাদি**—এই স্থানেও তিনি বিধি বা নিষেধের বিচার করেন না, বিধি-নিষেধের অপালন বা পালনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। "এথা"-স্থলে "তাঁর"-পাঠান্তর।

তানে দোষ নাহি বিধি-নিষেধ লঙ্ঘিলে।
এ-গুলাও ব্রহ্ম হৈল থাকি নীলাচলে ॥ ১১৭
ইহারাও ছাড়িলেক লোকব্যবহার।
সভেই হইল ব্রহ্মরূপ-অবতার॥" ১১৮
এত বলি সর্ব্বপথে হাসিয়া হাসিয়া।
যায়েন যেহেন হাস্যাবেশ যুক্ত হৈয়া ॥ ১১৯
দুই সখা হাথাহাথি করিয়া হাসেন।
জগন্নাথদাসেরেও আচার দোষেন ॥ ১২০
সভে না জানেন সর্ব্বদাসের স্বভাব।
কৃষ্ণ সে জানেন যার যত অনুরাগ ॥ ১২১
ভ্রমো করায়েন কৃষ্ণ আপন-দাসেরে।
ভ্রমচ্ছেদো করে পাছে সদয়-অন্তরে ॥ ১২২
ভ্রম করাইলা বিদ্যানিধিরে আপনে।
ভ্রমচ্ছেদ-কৃপাও শুনিবা এইক্ষণে ॥ ১২৩
এইমত রঙ্গে ঢঙ্গে দুই প্রিয়সখা।
চলিলেন কৃষ্ণকার্য্যে যার যথা বাসা ॥ ১২৪
ভিক্ষা করি আইলেন গৌরাঙ্গের স্থানে।
প্রভুস্থানে আসি সভে থাকিলা শয়নে ॥ ১২৫
সকল জানেন প্রভু চৈতন্যগোসাঞি।
জগন্নাথ-রূপে স্বপ্নে গেলা তান ঠাঞি ॥ ১২৬
স্বপনে দেখেন বিদ্যানিধিমহাশয়।
জগন্নাথ আসি হৈলা সম্মুখে বিজয় ॥ ১২৭
ক্রোধরূপজগন্নাথ—বিদ্যানিধি দেখে।
আপনে ধরিয়া তান চড়ায়েন মুখে ॥ ১২৮
দুই ভাই মেলি চড় মারে দুই গালে।
হেন দৃঢ় চড় যে অঙ্গুলি গালে ফুলে ॥ ১২৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১৭। এ গুলাও—এই লোকগুলিও কি, জগন্নাথের সেবকগণ এবং রাজা ও রাজপাত্রগণও কি, ব্রহ্ম হৈল ইত্যাদি—নীলাচলে বাস করেন বলিয়া ব্রহ্ম হইয়া গেলেন যে, নিজেদিগকে বিধি-নিষেধের অতীত মনে করিয়া, বিধি-নিষেধ পালন করেন না ?

১১৯-১২০। হাস্যাবেশযুক্ত—হাস্যরসে আবিষ্ট। যেহেন—যেন। "যায়েন যেহেন হাস্যাবেশ"-স্থলে "যায় দুইজন বড় হাস্য"-পাঠান্তর। জগন্নাথদাসেরেও—জগন্নাথের সেবকগণেরও। আচার দোষেন—আচরণে দোষ-দৃষ্টি করেন। "দাসেরেও"-স্থলে "সেবকের"-পাঠান্তর।

১২১। স্বভাব—কৃষ্ণসম্বন্ধে অনুরাগ-পোষণরূপ স্বভাব।

১২২। ভ্রমো—ভ্রমও, ভ্রান্তিও। ভ্রমচ্ছেদো—ভ্রমের ছেদও, ভ্রমের দূরীকরণও।

১২৩। ভ্রমচ্ছেদ-কৃপাও—ভ্রম-দূরীকরণরূপ কৃপাও। শুনিবা এইক্ষণে—এখনই বলিতেছি, শুনিতে পাইবে। "কৃপাও শুনিবা এই"-স্থলে "কৃপায়ে শুনিয়া (হইল) সেই"-পাঠান্তর।

১২৫। ভিক্ষা করি—আহার করিয়া। থাকিলা শয়নে—নিজ নিজ বাসায় গিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। "সভে"-স্থলে "দোঁহে" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "প্রভুর স্থানেতে আসি থাকি সভাসনে" এবং "প্রভুস্থান হৈতে আসি থাকি না শয়নে"-পাঠান্তর।

১২৬। তান ঠাঞি—বিদ্যানিধির নিকটে।

১২৭। বিজয়—উপস্থিত। "আসি"-স্থলে "বলাই"-পাঠান্তর। বলাই—বলরাম।

১২৮। তান—তাঁহার, বিদ্যানিধির। চড়ায়েন—চড় (চাপড়) দিতেছেন।

১২৯। দুই ভাই—জগন্নাথ ও বলরাম। অঙ্গুলি গালে ফুলে—অঙ্গুলির আঘাতে গাল ফুলিয়া গেল।

দুঃখ পাই বিদ্যানিধি 'কৃষ্ণ রক্ষ' বোলে।
'অপরাধ ক্ষম' বলি পড়ে পদতলে ।। ১৩০
"কোন্ অপরাধে মোরে মারহ গোসাঞি !"
প্রভু বোলে "তোর অপরাধের অন্ত নাঞি"॥ ১৩১
মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাঞি।
সকল জানিলা তুমি রহি এই ঠাঞি ।। ১৩২
তবে কেনে রহিয়াছ জাতিনাশা-স্থানে।
জাতি রাখি চল তুমি আপন-ভবনে ।। ১৩৩
আমি যে করিয়া আছি যাত্রার নির্ব্বন্ধ।
তাহাতেও ভাব' অনাচারের সম্বন্ধ ।। ১৩৪
আমারে করিয়া ব্রহ্ম' সেবক নিন্দিয়া।
মাণ্ডুয়াকাপড় স্থানে দোষদৃষ্টি দিয়া।।" ১৩৫
স্বপ্নে বিদ্যানিধি মহাভয় পাই মনে।
ক্রন্দন করেন শির ধরি শ্রীচরণে ।। ১৩৬
"সর্ব্ব অপরাধ প্রভু ! ক্ষম' পাপিষ্ঠেরে।
ঘাটিলুঁ ঘাটিলুঁ প্রভু ! বলিলুঁ তোমারে ।। ১৩৭
যে মুখে হাসিলুঁ প্রভু ! তোর সেবকেরে।
সে মুখের শাস্তি প্রভু ! ভাল কৈলা মোরে ।। ১৩৮
ভালদিন হৈল মোর আজি সুপ্রভাত।
মুখ-কপোলের ভাগ্যে বাজিল শ্রীহাথ।" ১৩৯
প্রভু বোলে "তোরে অনুগ্রহের লাগিয়া।
তোমারে করিলুঁ শাস্তি সেবক দেখিয়া ।।" ১৪০
স্বপ্নে প্রেমনিধিপ্রতি প্রেম দৃষ্টি করি।
দেউলে আইলা দুই ভাই—রাম হরি ।। ১৪১
স্বপ্ন দেখি বিদ্যানিধি জাগিয়া উঠিলা।
গালে চড় সব দেখি হাসিতে লাগিলা ।। ১৪২
শ্রীহস্তের চড়ে সব ফুলিয়াছে গাল।
দেখি প্রেমনিধি বোলে "বড় ভাল ভাল ।। ১৪৩
যেন কৈলুঁ অপরাধ, তার শাস্তি পাইলুঁ।
ভালই করিলা প্রভু ! অল্পে এড়াইলুঁ ।। ১৪৪
দেখদেখ এই বিদ্যানিধির মহিমা।
সেবকেরে দয়া যত, তার এই সীমা ।। ১৪৫
পুত্র যে প্রদ্যুম্ন—তাহানেও হেনমতে।
চড় নাহি মারেন না ফেলান শ্রীহাথে ।। ১৪৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৩০। **কৃষ্ণ রক্ষ**—হে কৃষ্ণ ! আমাকে রক্ষা কর।

১৩৪। **নির্ব্বন্ধ**—নিয়ম। **যাত্রার**—ওড়নষষ্ঠী উৎসবের।

১৩৭। **ঘাটিলুঁ**—ঘাট্ মানিলাম, হারি মানিলাম। আমি যে অন্যায় কাজ করিয়াছি, তাহা স্বীকার করিলাম। "প্রভু"-স্থলে "এই"-পাঠান্তর।

১৩৮। **হাসিলুঁ**—উপহাস করিলাম।

১৩৯। **কপোল**—গাল। **বাজিল**—লাগিল, স্পর্শ হইল। "ভাগ্যে"-স্থলে "ভাগ্য"-পাঠান্তর।

১৪১। **দেউলে**—মন্দিরে। **রাম হরি**—বলরাম ও জগন্নাথ। "প্রেম"-স্থলে "কৃপা"-পাঠান্তর।

১৪২। **চড়**—চাপড়ের চিহ্ন। "সব দেখি"-স্থলে "দেখি বড়"-পাঠান্তর।

১৪৪। **এড়াইলুঁ**—রক্ষা পাইলাম।

১৪৬। **প্রদ্যুম্ন**—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। **না ফেলান শ্রীহাথে**—প্রদ্যুম্নের অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শ্রীহস্ত ফেলেন না (শ্রীহস্তদ্বারা আঘাত করেন না)। "হেন"-স্থলে "এন" এবং "এই" এবং "মারেন না ফেলান শ্রীহাথে"-স্থলে "মারিলেন আপনার হাথে" এবং "মারেন না ফোলান শ্রীহাথে"-পাঠান্তর। ফোলান—স্ফীত করেন না।

জানকী-রুক্মিণী-সত্যভামা-আদি যত।
ঈশ্বর-ঈশ্বরী আর আছে কত কত ॥ ১৪৭
সাক্ষাতেই মারে যার অপরাধ হয়।
স্বপ্নের প্রসাদ শাস্তি দৃশ্য কভু নয় ॥ ১৪৮
স্বপ্নে দণ্ড পায়, কিবা অর্থলাভ হয়।
জাগিলে পুরুষ সেই দুই কিছু নয় ॥ ১৪৯
শাস্তি বা প্রসাদ প্রভু স্বপ্ন যারে করে।
সে যদি সাক্ষাত লোকে দেখে ফল ধরে ॥ ১৫০
তারে বড় ভাগ্যবান্ নাহিক সংসারে।
স্বপ্নেহো না কহে কিছু অভক্তজনেরে ॥ ১৫১
সাক্ষাতে সে এই সব বুঝহ বিচারে।
এই যে যবনগণে নিন্দা হিংসা করে ॥ ১৫২
তাহারাও স্বপ্নে অনুভব মাত্র চাহে।
নিন্দা হিংসা করে দেখি স্বপ্ন নাহি পায়ে ॥ ১৫৩
যবনের কি দায়, যে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
তারা যত অপরাধ করে অনুক্ষণ ॥ ১৫৪
অপরাধ হৈলে দুই লোকে দুঃখ পায়।
স্বপ্নেহো অভক্ত পাপিষ্ঠেরে না শিখায় ॥ ১৫৫
স্বপ্নে প্রত্যাদেশ প্রভু করেন যাহারে।
সে-ই মহাভাগ্য হেন মানে' আপনারে ॥ ১৫৬
সাক্ষাতে আপনে স্বপ্নে মারিল তাহারে।
এ প্রসাদ সভে দেখে শ্রীপ্রেমনিধিরে ॥ ১৫৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪৮। "সাক্ষাতেই মারে"-স্থলে "সাক্ষাতে না রহে"-পাঠান্তর। **প্রসাদ শাস্তি**—কৃপারূপ শাস্তি, শাস্তির আকারে কৃপা। অথবা, প্রসাদ (কৃপা) এবং শাস্তি। **দৃশ্য কভু নয়**—জাগ্রত অবস্থায় কখনও কোথাও দেখা যায় না।

১৪৯। স্বপ্নযোগে কেহ কেহ কাহারও নিকটে দণ্ডও (শাস্তিও) পাইয়া থাকেন, কেহ কেহ অর্থ (টাকা-পয়সাও) পাইয়া থাকেন। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে জাগিয়া উঠিলে শাস্তির চিহ্নও দেখেন না, টাকা-পয়সাও দেখেন না। তখন বুঝিতে পারেন—সেই শাস্তি ও সেই অর্থ কিছু নয়, বাস্তব কোনও বস্তু নহে। এইরূপই হইতেছে লৌকিক স্বপ্নের ধর্ম।

১৫০। **সে যদি ইত্যাদি**—সেই শাস্তি বা প্রসাদের চিহ্ন যদি লোকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পায়, তাহা হইলেই সেই শাস্তি বা প্রসাদ ফলদায়ক হইয়া থাকে। বিদ্যানিধির পক্ষে তাহাই হইয়াছিল।

১৫১। **তারে বড়**—তাঁহা অপেক্ষা অধিক। **না কহে**—প্রভু বলেন না। "কিছু"-স্থলে "প্রভু" পাঠান্তর।

১৫২। "সে এই সব"-স্থলে "এ সব তত্ত্ব"-পাঠান্তর। **বিচারে**—বিচার করিয়া।

১৫৩। **দেখি**—বলিয়া।

১৫৪। **কি দায়**—কি কথা।

১৫৫। "হৈলে"-স্থলে "হৈতে"-পাঠান্তর।

১৫৬। "করেন"-স্থলে "করেহ"-পাঠান্তর।

১৫৭। "স্বপ্নে"-স্থলে "হস্তে"-পাঠান্তর। **মারিল তাহারে**—জগন্নাথ-বলরাম তাঁহারে (বিদ্যানিধিকে) মারিলেন (প্রহার করিলেন)। **শ্রীপ্রেমনিধিরে**—শ্রীপ্রেমনিধিকে (পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে)। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ।

তবে পুণ্ডরীকদেব উঠিলা প্রভাতে।
চড়ে গাল ফুলিয়াছে দেখে দুই-হাথে ॥ ১৫৮
প্রতিদিন দামোদরস্বরূপ আসিয়া।
জগন্নাথ দেখে দোঁহে একসঙ্গ হৈয়া ॥ ১৫৯
"সকালে আইস জগন্নাথদরশনে।
আজি শয্যা হৈতে নাহি উঠ কি কারণে ॥" ১৬০
বিদ্যানিধি বোলে "ভাই! এথায় আইস।
কহিব সকল কথা, খানিক বইস ॥" ১৬১
দামোদর আসি দেখে—তান দুই গাল।
ফুলিয়াছে, চড়চিহ্ন দেখেন বিশাল ॥ ১৬২
দামোদরস্বরূপ জিজ্ঞাসে' "একি কথা।
কেনে গাল ফুলিয়াছে, কিবা পাইলা ব্যথা ॥" ১৬৩
হাসিয়া বোলেন বিদ্যানিধিমহাশয়।
"শুন ভাই! কালি গেল যতেক সংশয় ॥ ১৬৪
মাণ্ডুয়াবস্ত্রেরে যে করিলুঁ অবজ্ঞান।
তার শাস্তি গালে এই দেখ বিদ্যমান ॥ ১৬৫
আজি স্বপ্নে আসি জগন্নাথ বলরাম।
দুই-দণ্ড চড়ায়েন—নাহিক বিশ্রাম ॥ ১৬৬
'মোর পরিধানবস্ত্র করিলি নিন্দন।'
এত বলি গালে চড়ায়েন দুইজন ॥ ১৬৭
গালে বাজিয়াছে যত অঙ্গুলের অঙ্গুরি।
ভালমতে উত্তরো করিতে নাহি পারি ॥ ১৬৮
লজ্জায় কাহারেও সম্ভাষা নাহি করি।
গাল ভাল হইলে সে বাহির হৈতে পারি ॥ ১৬৯
এ ত কথা অন্যত্র কহিতে যোগ্য নহে।
বড় ভাগ্য হেন ভাই! মানিলে হৃদয়ে ॥ ১৭০
ভাল শাস্তি পাইলুঁ অপরাধ-অনুরূপে।
এ নহিলে পড়িতাঙ মহা-অন্ধ কূপে ॥" ১৭১
বিদ্যানিধিপ্রতি দেখি স্নেহের উদয়।
আনন্দে ভাসেন দামোদর মহাশয় ॥ ১৭২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫৮। **দুই হাথে**—গালে দুই হাত বুলাইয়া। অথবা, জগন্নাথ-বলরামের দুই হাতের চাপড়ে।

১৫৯। এই পয়ারের "পরে মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—'প্রত্যহ আইসে স্বরূপ সেদিন আইলা। আসিয়া তাহাকে কিছু কহিতে লাগিলা ॥' অ. প্র.।"

১৬০। এই পয়ার হইতেছে বিদ্যানিধির প্রতি স্বরূপদামোদরের উক্তি। **সকালে**—শীঘ্র। "আইস জগন্নাথদরশনে"-স্থলে "আসিয়া তিঁহো ডাকিলে তানে"-পাঠান্তর। এই পাঠান্তর-স্থলে "সকালে"-শব্দের অর্থ হইবে—সকাল বেলায়, প্রত্যূষে।

১৬৪। **কালি**—গতকল্য, গত রাত্রিতে। **যতেক সংশয়**—মাড়ুয়া-বস্ত্র-সম্পর্কে আমার যত সন্দেহ ছিল, তাহা।

১৬৫। **অবজ্ঞান**—অবজ্ঞা, নিন্দা।

১৬৮। **বাজিয়াছে**—লাগিয়াছে। **অঙ্গুরি**—অঙ্গুরীয়ক, আংটি। "আঙ্গুলের অঙ্গুরি"-স্থলে "অঙ্গুলি—অঙ্গুরি"-পাঠান্তর।

১৬৯। **কাহারেও সম্ভাষা**—কাহারও সহিত কথাবার্তা। "লজ্জায় কাহারেও সম্ভাষা নাহি"-স্থলে "লজ্জাতে কাহারে আজি সম্ভাষা না" এবং "বাহির হৈতে"-স্থলে "বাহিরাইতে"-পাঠান্তর।

১৭১-১৭২। **ভাল**—উপযুক্ত। "পাইলুঁ"-স্থলে "পাই" এবং "কৈল" এবং "অন্ধ"-স্থলে "ভব"-পাঠান্তর। **স্নেহের**—জগন্নাথের স্নেহের (প্রীতির-বা কৃপার)।

সখার সম্পদে হয় সখার উল্লাস।
দুইজনে হাসেন পরমানন্দহাস ॥ ১৭৩
দামোদরস্বরূপ বোলেন "শুন ভাই!
এমত অদ্ভুত দণ্ড দেখি শুনি নাই ॥ ১৭৪
স্বপ্নে আসি শাস্তি করে আপনে সাক্ষাতে।
আর শুনি নাহি, সবে দেখিলুঁ তোমাতে ॥" ১৭৫
হেনমতে দুই সখা ভাসেন সন্তোষে।
রাত্রি দিন না জানেন কৃষ্ণকথারসে ॥ ১৭৬
হেন পুণ্ডরীকবিদ্যানিধির প্রভাব।
ইহানে সে গৌরচন্দ্র প্রভু বোলে 'বাপ' ॥ ১৭৭
পাদস্পর্শভয়ে না করেন গঙ্গাস্নান।
সবে গঙ্গা দেখেন, করেন জলপান ॥ ১৭৮
এ ভক্তের নাম লই শ্রীগৌরসুন্দর।
'পুণ্ডরীক' নাম ধরি কান্দেন বিস্তর ॥ ১৭৯
পুণ্ডরীকবিদ্যানিধিচরিত্র শুনিলে।
অবশ্য তাহারে কৃষ্ণপাদপদ্ম মিলে ॥ ১৮০
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৮১

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীপুণ্ডরীকবিদ্যানিধিচরিত্রবর্ণনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

॥ সমাপ্তশ্চায়ম্ অন্ত্যখণ্ডঃ ॥

॥ ইতি শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাসবিরচিতং শ্রীচৈতন্যভাগবতং সম্পূর্ণম্ ॥

॥ ওঁ শ্রীহরিঃ ওঁ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রার্পণমস্তু

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৭৬। "ভাসেন"-স্থলে "ভাবেন" এবং "পরম"-পাঠান্তর।

১৭৮। পাদস্পর্শ ভয়ে ইত্যাদি—গঙ্গায় নামিয়া স্নান করিলে গঙ্গাতে নিজের পাদস্পর্শ হইবে তাহাতে অপরাধ হইবে বলিয়া ভয়বশতঃ বিদ্যানিধি কখনও গঙ্গায় নামিয়া স্নান করিতেন না।

১৭৯। "নাম ধরি"-স্থলে "বাপ বলি"-পাঠান্তর।

১৮১। ১৷২৷২৮৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি অন্ত্যখণ্ডে একাদশ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(৩. ১. ১৯৬৪—৫. ১. ১৯৬৪)

ইতি সমগ্র শ্রীচৈতন্যভাগবতের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(৩০. ১. ১৯৬৩—৫. ১. ১৯৬৪)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু

মূল পয়ারাদির শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পয়ারাদির অঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৬	২৪৩	নবদ্বাপে	নবদ্বীপে
৩১	২৬৫	সত্য জান' ইহা ॥	সত্য জান' ইহা ॥"
৩৫	২২	সভা,	সভা'
৪৪	১২৩	অদ্ভুত	অদ্ভুত
৬৪	৩৪১	'কেনে শিব !	"কেনে শিব !
৭৮	৪৬১	নিবেদন ॥	নিবেদন ॥"
১০১	১০৯	প্রাননাথ	প্রাণনাথ
১২৮	৩৮৪	অর্ব্বদ	অর্ব্বুদ
১৩৯	৫০২	স্ফূর্ত্তি	স্ফূর্ত্তি
১৪০	৫০৮	স্ফুরিল	স্ফুরিল
১৬২	২২১	গিয়া ॥	গিয়া ॥"
১৬৮	শ্লো-১	বয়লক্ষ্ণনাম	বরলক্ষ্ণনাম
১৭৮	৪১১	বাঢ়ুক	বাঢ়ুক
১৯৫	৬৪	" 'জরাগ্রস্ত	'জরাগ্রস্ত
১৯৫	৬৬	শ্রীবাসের	শ্রীবাসেরে
১৯৬	৭৯	স্ফুরে	স্ফুরে
১৯৯	১২৫	নালাচলে	নীলাচলে
২৩১	৫০৮	প্রতি-ঘয়ে-ঘরে	প্রতি-ঘরে-ঘরে
২৬৩	৬৭	'আজ্ঞা কর' প্রভূ	" 'আজ্ঞা কর' প্রভু
২৮৮	১৬১	নিত্যানন্দ	নিত্যানন্দ,
২৮৯	৩	আত্মা	আজ্ঞা
২৯৬	৬৮	জ্ঞনি	জ্ঞানী
৩১১	৭২	ইন্দের	ইন্দ্রের
৩২২	৭৫	শিরে।	শিরে ধরে।
৩১৩	৮২	প্রাত	প্রীত
৩১৩	৮৪	অপ্রাতে	অপ্রীতে
৩১৪	১০২	দুঃখ নাই ॥'	দুঃখ নাই ॥"
৩৪৬	৩৮৬	অজ্ঞহই	অজ্ঞ হই
৩৪৭	৬	জিজ্ঞাসেন	জিজ্ঞাসেন
৩৪৯	২১	প্রাত	প্রীত
৩৫০	৩৩	কৃষ্ণ ভাব	কৃষ্ণ-ভাব
৩৬০	১৩১	"তেরে অপরাধের অন্তনাই"	'তোর অপরাধের অন্তনাই'

টীকার শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১০	করিয়াছি।"	করিয়াছি।'
৮	২২	অচিন্তশক্তির	অচিন্ত্যশক্তির
৮	২৩	প্রণে-রক্ষা	প্রাণ-রক্ষা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	১	কিংবদন্তামূলক	কিংবদন্তীমূলক
১১	৬	(অভিষ্ট্য)	(অভীষ্ট)
২৪	৯	কিরূপ	কিরূপে
২৮	২	উদ্ধারিমুঁ	উদ্ধারিলুঁ
৩৩	৬	জলেস্বরে	জলেশ্বরে
৪০	৩	"ভক্তিরস"	"ভক্তিরস"
৪১	১৭	নালাচলে	নীলাচলে
৬০	৯	বেসে	বৈসে
৬৬	২৩	"গোপ্যপূরী"	"গোপ্যপুরী"
৬৯	১০	অর্ধাংশ	অর্ধাংশ,
৭৪	৬	চতুর্ব্ব্যূহ-রূপ	চতুর্ব্ব্যূহ-রূপে
৭৪	৭	দার্ঢ্য-	"দার্ঢ্য-
৭৭	১১	(সার্মভৌম	(সার্বভৌম
৮২	১৩	অব্যাভরে	অব্যভারে
৮৫	২	আর এক ইত্যাদি	আর ইত্যাদি
৮৮	২৪	পারে	পারে)
৮৮	২৪	মন্ত্র	মন্ত্র—
৯১	২	নারায়ণের	(নারায়ণের
৯১	১৩	ব্রাহ্মণ—শঙ্করাচার্য	ব্রাহ্মণ-শঙ্করাচার্য
১০৩	৯	হিতৎপ্রধানত্বাৎ	হি তৎপ্রধানত্বাৎ
১০৩	১৮	কূলে	কুলে
১১০	১৪	স্বরূপতত্ত্ব,	স্বরূপতত্ত্ব
১১৫	১৫	গুপ্তিচামন্দিরের	গুণ্ডিচামন্দিরের
১১৭	১০	অথ	অর্থ
১২৩	৩	কেহে	কেহো
১২৮	৩	"নৌকা"	"নৌকা"
১৩৫	১৩	থাকে	থাকেন
১৩৭	১৪	ভগবৎ-প্রাতিরূপে	ভগবৎ-প্রীতিরূপে
১৩৮	২৮	বস্তুর, শক্তি	বস্তুর শক্তি
১৩৯	২	শ্রীমদ্ভাবত	শ্রীমদ্ভাগবত
১৪৬	১	গ্রাবা	গ্রীবা
১৫০	১	মুহুর্মুহু	অল্পক্ষণ পর-পরই
১৫১	৩	কহিও কখন	কহিও কথন
১৫৭	৬	সুক্ষ্মরূপে	সূক্ষ্মরূপে
১৬১	৭	অক্রুরের	অক্রূরের
১৬৯	২৩	-নামাক	-নামক
১৭১	১৯	নিব্বারোধে	নির্ব্বিরোধে
১৭৫	৪	সুতরাং তুমি	সুতরাং তুমি)
১৭৫	৪	শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকটে)	শ্রীবাসপণ্ডিতের) নিকটে
১৭৭	১	কৃষ্ণপ্রাতি-বিষয়েও	কৃষ্ণপ্রীতি-বিষয়েও
১৮৫	৭	আভাষও	আভাসও

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯৪	১৮	"করোমি"	"দদামি"
২০৭	১	বণিত	বর্ণিত
২০৭	২৫	অদ্বূত	অদ্ভুত
২১১	৪	বণিতে	বর্ণিতে
২২৯	১৩	স্থলভাগদ্বয়ের	স্থলভাগদ্বয়রূপ
২৪২	সর্বশেষ	জালিলুঁ	নাহি জানিলুঁ
২৪৩	১২	উডরায়	উভরায়
২৪৭	৩	ইত্যাতি	ইত্যাদি
২৪৮	সর্বশেষ	প্রতুর	প্রভুর
২৫৭	১৭	পূন	পুন
২৬০	৯	ব্রহ্মকে	ব্রহ্মাকে
২৬০	১৬, ২৩, ২৫	কালনেমী	কালনেমি
২৬১	সর্বশেষ	সত্যভাবাপন্ন	সখ্যভাবাপন্ন
২৬৫	২	বিষ্ণুপ্রিয়াদস্থ	বিষ্ণুপ্রসাদস্থ
২৬৬	১০	মাতৃদিতি	মাতৃদিতি
২৬৯	৬	দুখখানি	দুইখানি
২৭৪	১১	আবরণ	আচরণ
২৭৫	২০	নাগছাল	নাগছলে
২৭৮	১০	প্রাত	প্রীত
২৭৯	১৭	দহইলেও	হইলেও
২৮১	১৩	স্থানই	স্থলেই
২৮২	৪	ধ্রুবাস্তনুভূতো	ধ্রুবাস্তনুভৃতো
২৮২	৫	নেতর থা	নেতরথা
২৮২	২৭	যাহাকে	যাঁহাকে
২৮৩	১৬	কারণ	করেন
২৮৩	সর্বশেষ	বাসায়	বাসায়—
২৮৫	৪	স্বরূপের প্রীতি যারে	স্বরূপের প্রীত যারে
২৮৫	৫	দেখি	দেখে
২৮৭	৮	ব্যস্ত	ব্যাপ্ত
২৮৮	৯	যায়	যায়,
২৯০	২১	৯২ ॥	৯২ ॥"
২৯০	সর্বশেষ	২।৩।১৯৩-৯৪	২।৩। ৯৩-৯৪ ॥"
২৯১	৫	(এবং	এবং
২৯১	২১	পণ্ডিত "শ্রীমান্-স্থলে"	"পণ্ডিত-শ্রীমান্"-স্থলে
২৯২	৩	বার জন	যাঁর জল
২৯২	৮	বনমালী	"বনমালী
২৯৩	৩	ধন	ধন।
২৯৫	২	আদেশ	আদেশে
২৯৬	৩	বুঝা যায়	বুঝা যায়,
৩০০	৮	করিয়া,	করিয়া),
৩০০	১৪	(ভক্তি-র বিষয় জানেন)	(ভক্তির বিষয় জানেন,তদ্রূপ)

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩০৪	১২	অবতার	অবতরে
৩১২	৬	সঙ্গে	পক্ষে
৩১৩	১৪	অপেকা	অপেক্ষা
৩১৪	৩	ভক্তি—শক্তির	ভক্তি-শক্তির
৩১৫	সর্বশেষ	"এখানেই"	"এখনেই"
৩১৬	১	হৈলা যবে"	হৈলা মনে"
৩১৮	২৪	কৃষ্ণ (শ্রীকৃষ্ণ)	কৃষ্ণে (শ্রীকৃষ্ণে)
৩১৯	সর্বশেষ	অধিকার বিশেষের	অধিকারি-বিশেষের
৩২০	২৬	স্বরূপানুবন্ধী	স্বরূপানুবন্ধী
৩২০	২৮	প্রেম্না	প্রেম্ণা
৩২২	১১	ত্রিপদীসমূহ	ত্রিপদীসমূহে
৩২৩	৫	দ্রষ্টব্য	দ্রষ্টব্য)
৩২৬	১৪	পশ্যেতামিতপ্রভুম্ ॥	পশ্যেতামিতং প্রভুম্ ॥
৩২৯	২	তাৎপর্য বহুকাল পরে হয়তো	তাৎপর্য—বহুকাল পরে হয়তো এমত বিরক্ত ভক্ত
৩২৯	৮	তাহাকেও	তাঁহাকেও
৩৩০	২	তাহার	তাঁহার
৩৩৪	২৩	তাহাদের	তাঁহাদের
৩৩৫	৪	তাহাতেই	তাহাতে
৩৩৬	১৩	বিষয়	বিষম
৩৩৭	৪	স্বাদি	স্বর্গদ
৩৩৭	১১	মেলিয়া	মিলিয়া
৩৩৮	১০	কুষ্টতম্	কুষ্টত্বম্
৩৩৮	২০	বক্ষস্থলে	বক্ষঃস্থলে
৩৩৮	২৩	বিকুণ্ঠাসুরের	বিকুণ্ঠাসুতের
৩৩৮	২৬	বরাস্তম	রজস্তমঃ
৩৩৮	২৯	সরস্বতী তীরের	সরস্বতী-তীরের
৩৩৯	১৩	শুদ্ধসত্ত্ব-মায়াস্পর্শহীনা	শুদ্ধসত্ত্ব—মায়াস্পর্শহীনা
৩৩৯	২২	মহত্ত্বপেরপর্য্যায়ম্	মহত্ত্বাপরপর্য্যায়ম্
৩৪১	৪	হইয়াছে	হইয়াছে,
৩৪৪	১২	৩৬৭-পয়ারের	৩৬৯-পয়ারে
৩৪৮	২	হরিবারে	হারিবারে
৩৪৮	৪	না হৈলা	নহিলা
৩৪৮	১৯	যে মাত্র	সে মাত্র
৩৫১	১৪	যে মাত্র	সে মাত্র
৩৫২	৯	কীর্ত্তন ;	কীর্তন
৩৫৩	১	হইয়া	হইয়া ;
৩৫৪	২	প্রাতে	প্রীতে
৩৫৫	৩	ক্ষ্যাপন	খ্যাপন
৩৫৭	১৭	প্রকারে	প্রকারে)
৩৫৯	১৩	থাকি না	থাকিলা

ড. রাধাগোবিন্দ নাথ-সম্পাদিত শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত —
"রাধাগোবিন্দনাথ-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য"

প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন। — পরিপক্ক হস্ত, প্রতিভাশালিনী বুদ্ধি, সুপাণ্ডিত্য এবং শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের অপার করুণা —এই চারিটি থাকিলে যেরূপ হয়, সেইরূপই তোমার এই সংস্করণ হইয়াছে। . . . ভূমিকাংশটি অতি সুন্দর হইয়াছে; বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবদ্ধ এবং বাহুল্য পরিবর্জিত হইয়া শুধু জ্ঞানপূর্ণ তথ্যে ইহা পরিপূর্ণ। জটিল স্থানসমূহের সমাধানে তুমি যেরূপ ধৈর্য এবং যত্নসহকারে সুসঙ্গত অর্থ করিতে প্রয়াস করিয়াছ, তাহা অননুকরণীয়; ইহাতে তুমি সাফল্যমণ্ডিতও হইয়াছ। দার্শনিক তত্ত্বসমূহের যে-সুমীমাংসা করিয়াছ, তাহা মনোরম হইয়াছে। . . . তুমি যে প্রচুর গবেষণার পরিচয় দিয়াছ, ইহা সর্বসাধারণের বলিতেই হইবে।

প্রভুপাদ শ্রীল রাধারমণ গোস্বামী বেদান্তভূষণ। — এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, গ্রন্থের প্রথমে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, ধামতত্ত্ব প্রভৃতি কতকগুলি তত্ত্ব ভূমিকাতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হওয়ায় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে। . . . শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দবাবু গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকাতে অন্যের ব্যাখ্যা দূষণ করিয়া নিজ মতে শাস্ত্রানুগত যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে অন্য ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ অথবা তাঁহাদের মর্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই; বৈষ্ণবোচিত রীতিতেই অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দবাবুর যে ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ অধিকার আছে, তাহা তৎকৃত টীকা পাঠেই স্পষ্টরূপে পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালব্ধ ভাগ্যবানের পক্ষেই শ্রীগৌর-কৃপাতরঙ্গিণী টীকা লেখা সম্ভব। বঙ্গভাষায় বিস্তৃত ব্যাখ্যাসম্বলিত এই প্রকার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। . . . এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণবসাহিত্যের দার্শনিক তত্ত্বগর্ভ ব্যাখ্যাসম্বলিত একটি অপূর্ব সম্পদ।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডক্টর শ্রীল ভাগবত কুমার গোস্বামী, এম. এ., পি-এইচ. ডি., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। — আপনার ব্যাখ্যানচাতুর্য ও লিপিকৌশল বড়ই হৃদয়াকর্ষক। এরূপ দুরূহ গ্রন্থের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অপ্রকৃত ভাবরাজি এমন উজ্জ্বল ভাষায় ব্যাখ্যা করিবার শক্তি যাঁহার আছে, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীশচীনন্দনের কৃপাপাত্র, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আপনার এই প্রেমভক্তির বিবৃতি উজ্জ্বলরসের উপাসকগণের কণ্ঠহার রূপে বিরাজ করুক, ইহাই প্রার্থনা। 'ভূমিকাদিতে আপনি (অপ্রকটে) স্বকীয়াবাদ অবলম্বন করিয়াই প্রেমধর্মের অপূর্ব অপ্রাকৃত মহিমা প্রকটন করিয়াছেন ঃ এপথের যাঁহারা ভাগ্যবান পথিক, তাঁহার আপনার প্রদর্শিত যুক্তিপদ্ধতি আশ্রয় করিয়া অবশ্যই কৃতার্থ হইবেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়ের বরেণ্য শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর উপদিষ্ট এই পথ।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীল প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ। আপনার প্রকাশিত শ্রীশ্রীচরিতামৃত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যে-আনন্দ পাইলাম, তাহা ভাষায় লিখিয়া আপনাকে জানাইবার সামর্থ্য আমার নাই। আমি এপর্যন্ত এই গন্থের যত সংস্করণ দেখিয়াছি, আমার বিবেচনায় আপনার সম্পাদিত সংস্করণই তাহার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।

শ্রীল রাখালানন্দঠাকুর-শাস্ত্রী (শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী পত্রিকায়)। . . . বঙ্গভাষায় দুরূহ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের সারমর্ম প্রকাশ করিতে ইনি সিদ্ধহস্ত। সেই জন্য সম্পাদক-মহাশয় ভূমিকার মধ্যে — যেসকল বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের উপর মূলগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, সেই দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলির বিশ্লেষণ করিতে পারিয়াছেন এবং তাহাদ্বারা গ্রন্থপাঠকগণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকাটিও বেশ সুন্দর হইয়াছে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (বহু গোস্বামিগ্রন্থের অনুবাদক)। — শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এমন প্রাঞ্জল সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থের সুবিস্তৃত ভূমিকা বৈষ্ণবজগতের সম্পদবিশেষ।

পণ্ডিত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ষড়দর্শনাচার্য, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সংখ্যা-বেদান্ত-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ, জ্যোতিভূষণ। . . . এই গ্রন্থের বহু সংস্করণ বাহির হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু এরূপ সুসজ্জিতভাবে সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া কোনও সংস্করণই বাহির হয় নাই, হইবে কি না তাহাতেও আমার সন্দেহ আছে। কি সিদ্ধান্ত পরিবেষ, কি ভাষাসন্নিবেশ --- সর্বপ্রকারেই এই সংস্করণটি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী — ছয় গোস্বামীর মহাদানের প্রতিটি অক্ষর আস্বাদনে-বিতরণে রাধাগোবিন্দের জুড়ি নেই গত পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে। . . . আগামী সহস্র বৎসর তাঁহার দান ভক্তিগঙ্গার পূতধারায় মানবগতিকে জীবন্ত রাখিবে।

অধ্যক্ষ জনার্দন চক্রবর্তী — শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বের পারস্পরিক সম্পর্কে ও বৈষ্ণবীয় পরতত্ত্বের স্থাপনকল্পে এমন সামগ্রিক ও সার্থক দার্শনিক আলোচনা তাঁহার পূর্বে হয়েছে বলে আমার জানা নাই। . . . আধুনিক কালের উচ্চতর গণিততানুসীল ও বিজ্ঞানচর্চা তাঁর শাস্ত্রবিচারে তীক্ষ্ণতা ও সূক্ষ্মতা বিধান করে।

উদ্বোধন — ড. রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশ পাণ্ডিত্যের জন্য বিশেষ সুবিদিত। তাঁহার সুবৃহৎ ভূমিকা টীকাসম্বলিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' বঙ্গদেশের অমূল্য ও অনপম সম্পদ।

মূল্য ঃ ২৫০০.০০ (৬ খণ্ড)